ইমদাদুল হক মিলন

নূরজাহান

দ্বিতীয় পর্ব

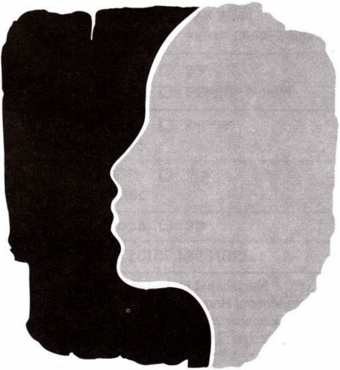

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com

উৎসর্গ

আনোয়ারা বেগম
আমার মা

নূরজাহান

দ্বিতীয় পর্ব

শীতকালের ফিঙেপাখি কেমন করে ওড়ে!

নদীর ঢেউয়ের মতন! একবার আকাশের দিকে ওঠে, একবার নামে শস্যমাঠের দিকে। ওড়ার তালে ডানা কাঁপে তার, লেজ নাচে। কখনও কখনও মৃদুস্বরে ডাকে পাখি।

আজও মাঠ পাথালে উড়ছে এক ফিঙে। সেই পাখির ডানা থেকে সড়কপারে ছিটকে আসে একটুখানি ছায়া, নূরজাহানের চোখের তারায় এসে লাগে। তারপর যেন নিজেকে চিনতে পারে নূরজাহান, তারপর যেন নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

ছোবল মারার আগে ভয়ংকর কালজাত (কালো গোখরো) যেমন করে ফণা তোলে, যেমন করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শিকারের দিকে, মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তেমন করে তাকিয়ে থেকে, ওই ঘৃণিত মুখ দেখতে দেখতে যেন বা আশ্চর্য এক ঘোর লেগে গিয়েছিল নূরজাহানের চোখে। যেন বা নিজের অজান্তেই থুতুটা সে ছিটিয়ে দিয়েছিল। যার জন্য এই ঘৃণা ক্রোধ, সেই মানুষটার কথাও মনে ছিল না। মাকুন্দা কাশেম।

মানুষজন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঘোর কেটে যায় নূরজাহানের। বুকের ভিতর ফুঁসে ওঠা কালজাত বুকের ভিতরই মুখ লুকায়। শরীর হিম হয়ে আসে।

খানিক আগে, এই শীত সকালেও নূরজাহানের শরীর জুড়ে ছিল চুলার ভিতরকার নাড়ার তলায় লুকিয়ে থাকা আগুনের মতন ধিকিধিকি উষ্ণতা। ধাউন্না মরিচ (ধেনোমরিচ) চিবিয়ে খেলে কান মুখ যেমন ঝাঁ ঝাঁ করে, তেমন ঝাঁ ঝাঁ করছিল কান মুখ। দুরন্ত বেদের ফাঁদে আটকা পড়া পানকৌড়ি যেমন হাসফাস করে, বুক জুড়ে নূরজাহানের ছিল তেমন হাসফাসানি। হাত পায়ের তলা ছিল তার ওমে বসা মুরগির পেটের মতন। গরম পানি ঢেলে দেওয়ার পর গর্ত থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে বিষাক্ত কালজাত, মাথার তালু ফুটা করে তেমন করে তার বেরুতে চেয়েছিল মগজের কোষে আটকা পড়া ভয়াবহ এক উষ্ণতা। পাখির ডিমের মতন ফেটে যেতে চাইছিল দুইচোখ। নদীর চোরাস্রোতের মতন শিরায় শিরায় বইছিল যে রক্তস্রোত, আশ্চর্য কোন এক মন্ত্রবলে যেন রুদ্ধ হয়েছিল সেই স্রোতধারা।

এখন চোখের পলকে উধাও হয়েছে সব।

এই এতক্ষণ প্রকৃতি ছিল প্রকৃতির মতন উদাস, নির্বিকার। এখন নূরজাহানের মনে হয় প্রকৃতি আর উদাস, নির্বিকার নাই। প্রকৃতির শিরায় শিরায় বহতা রক্তস্রোত যেন জটিল এক পানির স্রোতে রূপান্তরিত হয়েছে। হিমশীতল সেই স্রোত যেন গভীর পানির তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিকে। শীতের বেলা তেজাল হচ্ছিল, তীক্ষ্ণরোদ উষ্ণ করে তুলছিল দেশ গ্রাম। কিন্তু নূরজাহানের মনে হয় বেলা অবেলা বলে কিছুই যেন নাই, রোদ বুঝি উঠেইনি। উষ্ণতা বলেও কিছু যেন নাই কোথাও। চারদিক পানিরতলার কাদার মতন থিকথিকে, হিম।

স্বচ্ছ আকাশ ছুঁয়ে দূর নদীচরের দিকে উড়ে যাচ্ছিল যে সব ভিনদেশী পাখি, নূরজাহানের মনে হয়, ডানা যেন অবশ হয়েছে তাদের। ওড়ার শক্তি হারিয়ে আকাশেই যেন স্থির হয়েছে তারা। পথপাশের হিজল ছায়ায় বসে একাকী ডাকছিল যে ডাহুকি, এইমাত্র যেন তার ঢোর (স্বরনালী) কামড়ে ধরেছে চতুর এক পাতিশিয়াল। আর বহুদূরের অচিনলোক থেকে আসছিল যে উত্তরের হাওয়া, হু হু করে বইছিল, আচমকাই যেন বন্ধ হয়েছে তার চলাচল। দুনিয়ার কোথাও যেন এখন কোনও হাওয়া নাই, দুনিয়ার সবখানেই যেন এখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

হাওয়াহীন দুনিয়াতে কেমন করে বাঁচে মানুষ! শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কেমন করে বাঁচে!

হাওয়ার আশায়, বাঁচার আশায় নূরজাহান তারপর শস্যের চকমাঠ ভেঙে ছুটতে থাকে। মাকুন্দা কাশেমের কথা শুনে যেমন করে ছুটে আসছিল ঠিক তেমন করেই ছুটে যায়। পিছনে স্তব্ধ হয়ে থাকে সারা গ্রামের মানুষ, থানার পুলিশ আর কুকুরের মতন মার খাওয়া মাকুন্দা কাশেম।

AMARBOI.COM

ছোকড়িটা কে?

স্তব্ধ হয়ে থাকা মান্নান মাওলানা বুঝতেই পারলেন না প্রশ্নটা কে করেছে। তবে এই প্রথম মাথাটা নড়ল তাঁর। ফ্যাল ফ্যাল করে এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। দুইঠোঁটের ঠিক মাঝখানে তখনও লেগে আছে নূরজাহানের ছিটিয়ে দেয়া থুতু।

একজন কথা বলেছে দেখে সবারই যেন স্তব্ধতা ভেঙেছে। মোতালেব ছিল মান্নান মাওলানার কাছাকাছি। আরও কাছে এগিয়ে সে খুবই সহানুভূতির গলায় বলল, মোকে অহনতির ছ্যাপ (থুতু) লাইগ্যা রইছে হুজুর। আমার কাছে নুমাইল (রুমাল) আছে। ধোয়া নুমাইল। কাইলঐ আপনেগো বউ সাপান দিয়া ধুইয়া দিছে। দিমু আপনেরে? মোকখান পোছেন।

এবার ঘটনাটা যেন মনে পড়ল মান্নান মাওলানার। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি, ছটফট করে উঠলেন। যেন পায়ের কাইয়া লোউডে (কড়ে আঙুলে) আচমকা কামড় দিয়েছে বিষাক্ত চ্যালা। কিন্তু কথা বললেন না তিনি। ডানহাতের চেটোয় ঠোঁটে লেগে থাকা থুতু দুইতিন ঘষায় মুছলেন।

আতাহার ছিল দলের পিছন দিকে। তার সঙ্গে আলী আমজাদ, সুরুজ আলমগীর নিখিল। যেন ভারি আমোদ আহ্লাদের কাণ্ড হচ্ছে গ্রামে এমন ভঙ্গিতে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে চাপা গলায় ঠাট্টা মশকরা করতে করতে, আলী আমজাদের টানতে থাকা সিগ্রেট তার হাত থেকে নিয়ে গোপনে টানছিল সে, গোপনে ধোঁয়া ছাড়ছিল। আতাহার জানে মান্নান মাওলানা জানেন তার ছেলে সিগ্রেট তো বেদম খায়ই, মদও খায়। তবু এত লোকের মধ্যে তার সিগ্রেট খাওয়াটা বাবার চোখে যাতে না পড়ে সেই চেষ্টা আতাহার প্রাণপণে করছিল। কাণ্ডটা ঘটে যাওয়ার পর অন্য সবার মতন আতাহারও এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল। এখন লোকজনের কথা শুনে, বিশেষ করে মোতালেবের কথায় সিগ্রেট খাওয়ার কথা ভুলে, ইয়ার দোস্তদের ফেলে বাবার কাছে এগিয়ে এল। যেন হঠাৎ করেই বাবার বাবা হয়ে গেছে এমন স্বরে বলল, পুকঐরে গিয়া মোক ধুইয়াহেন বাবা। তাড়াতাড়ি যান।

সড়কপারে জাহিদ খাঁর ছোট্ট পুকুর। আতাহারের কথা শুনে মনমরা ভঙ্গিতে সেই পুকুরের দিকে নেমে গেলেন মান্নান মাওলানা। আঁজলা ভরা পানিতে তিন চারবার মুখ বেশ ভাল করে ধুলেন। তারপর পাঞ্জাবির খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে আগের জায়গায় ফিরে এলেন। তখুনি তাঁর পাশে পাশে চলা পুলিশের হাবিলদার হাতের সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে বলল, কথার উত্তর দিলেন না যে?

তারপর সিগ্রেট পায়ের কাছে ফেলে বুট দিয়ে চেপে দিল।

মান্নান মাওলানার যেন কিছুই মনে নাই এমন গলায় বললেন, কোন কথার?

জিজ্ঞেস করলাম না ছোকড়িটা কে?

এবার যেন সবকিছুই মনে পড়ল মান্নান মাওলানার। সামান্য লজ্জিত হলেন তিনি। কথাডা তাইলে আপনে জিগাইছেন?

তবে কে?

আমি বোজতে পারি নাই।

হাবিলদার ঠাট্টার গলায় বলল, এখন পারছেন তো?

হাবিলদারের ঠাট্টা গায়ে মাখলেন না মান্নান মাওলানা। সরল গলায় বললেন, জি হ, পারতাছি।

তাহলে বলেন।

ছেমড়ির নাম নূরজাহান।

নূরজাহান? বা বা, একেবারে মোগল সম্রাজ্ঞী!

তার পরই ঠাট্টার সুর বদলাল সে। পুলিশি গলায় বলল, বাপের নাম কী? থাকে কোথায়?

আমগো গেরামেরঐ মাইয়া। বাপের নাম দবির, দবির গাছি।

চলুন ধরে নিয়াসি।

কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না মান্নান মাওলানা। অবাক গলায় বললেন, ক্যা?

মান্নান মাওলানার কথা শুনে তার চেয়েও বেশি অবাক হলো হাবিলদার। আপনি

AMARBOI.COM

বুঝতে পারছেন না, কেন? ওর মেয়ে একটি চোরের জন্য গ্রামের সব লোকের সামনে আপনার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছে। অতিবড় অপমান করেছে আপনাকে। বাপটাকে বেঁধে নিয়েসে, ভাল করে প্যাদানী দিলে মেয়েটা সোজা হয়ে যাবে।

অফিসারের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোতালেব বেশ উৎসাহের গলায় বলল, পুলিশ সাহেব ঠিক কথাঐ কইছে। লন, ধইরা লইয়াহি শালার পো শালারে।

মান্নান মাওলানা ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, অরে ধইরা লাব কী? অরে মাইরা লাব কী?

হাবিলদার বলল, কিন্তু অতটুকু মেয়েকে তো ধরা সম্ভব না, মারা সম্ভব না।

ক্যা?

আইনের প্যাঁচ আছে। আপনি বুঝবেন না।

সামান্য সময় কিছু ভাবলেন মান্নান মাওলানা। তারপর শান্ত গলায় বললেন, তাইলে বাদ দেন।

মোতালেব কিছু একটা বলতে চাইল তার আগেই আতাহার বলল, বাদ দিব ক্যা? এমুন একখান কাম করছে ছেমড়ি.....

আতাহারের কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত তুলে তাকে থামালেন মান্নান মাওলানা। শীতল চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বুক হিম করা গলায় বললেন, কী করছে না করছে হেইডা পাওয়া যাইবোনে। অহন এই হগল লইয়া চিন্তা করনের কাম নাই। টাইম আছে।

হাবিলদারের দিকে তাকালেন তিনি। গলার স্বর একেবারেই বদলে, হাসি হাসি মুখ করে বললেন, নাদান মাইয়া। কিছু না বুইজ্জা কামডা করছে। আল্লায় কইছে নাদানরে মাপ কইরা দিও। অরা অবুজ। আমি আল্লাপাকের খাসবান্দা। এর লেইগা আমি অরে মাপ কইরা দিলাম। আপনেরা অহন আপনেগো কাম করেন। গরুচোররে লইয়া যান। মেদিনমোণ্ডল গেরামে চোর হ্যাচ্চরের জাগা নাই।

মান্নান মাওলানার শেষ কথায় আকুন্দা কাশেমের কথা মনে পড়ল সবার। এতক্ষণ যেন সবাই তার কথা ভুলে ছিল। সবাই তারপর একসঙ্গেই যেন সড়কের মাটিতে লেছড়ে পেছড়ে বসে থাকা কাশেমের দিকে তাকাল।

কাশেম তখন মরণদশায় আচ্ছন্ন ঘেয়ো কুকুরের মতন ঝিম মেরে আছে। দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে কিছুই যেন টের পাচ্ছে না।

২

দাঁড়কাকের মুখ থেকে ছিনিয়ে রাখা মুরগির ছাটা বেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। বুকের ক্ষত একেবারেই মিলিয়ে গেছে। ক্ষতের জায়গায় সাদা কালোয় মিশানো ফুরফুরে সুন্দর ফইর (পালক) গজিয়েছে। দেখতে বেশ লাগে। বাড়ির অন্যান্য মোরগ মুরগির

AMARBOI.COM

তুলনায় সে খুবই অন্যরকম। অন্যগুলোর সঙ্গে খুবই অমিল। সাধারণ মোরগ মুরগির তুলনায় একটু বেশি পরিপাটি, একটু বেশি ছিমছাম। একটু যেন বেশি লম্বা। ঠোঁট দুইখান একটু বেশি লাল, পা দুইখান একটু বেশি ফর্সা। লেজের গঠনটাও অন্যরকম। হঠাৎ করে তাকালে মুরগি মনে হয় না। মনে হয় অচেনা এক পাখি। দূর কোনও বনভূমি থেকে আচমকাই যেন এসে নেমেছে গৃহস্থ বাড়ির নির্জন আঙিনায়।

দেখতে যেমন অন্যরকম স্বভাব চরিত্রও তেমন অন্যরকম ছাটার। মোরগ না সে, মুরগি, তবু এই বয়সেই বেশ ডাকাবুকা। নিজের বয়সীগুলোকে তো নয়ই, বাড়ির ধারিগুলোকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করে না, পাত্তা দেয় না। বেশ মেজাজী, বেশ রাশভারি ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। অন্যান্য মোরগ মুরগির সঙ্গে বিন্দুমাত্র বনিবনা নাই। কারও দিকেই ফিরে তাকায় না সে, কাউকেই পছন্দ করে না। একা, নিজের মেজাজ মর্জিমতো চড়ে বেড়ায়। একাকী আধার খায়। অন্যান্য মোরগ মুরগিগুলো তাকে বেশ সমীহ করে।

ভোরবেলা আগেরদিন রাখা ফ্যানের সঙ্গে কুরা মিশিয়ে খাদা ভর্তি করে মোরগ মুরগিদের খেতে দেয় মরনি। গোলা ছাতুর মতো থকথকে সেই খাবার দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মোরগ মুরগিগুলো। অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে গলা পেট ফুলিয়ে ফেলে। খাবারটা যেন খুবই পছন্দ তাদের। রাতভর যেন এই খাবারের অপেক্ষায়ই থাকে। কখন সকাল হবে, কখন ফ্যানে গোলা কুরা খাবে তারা।

আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ছাটা কুরা মুখে দেয় না। তাকে দিতে হয় চাউল খুদ আর নয়তো ধান কাউন। কুরার খাদার অদূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। সে বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে একাকী খুটে খুটে খায়। অন্যান্যদের কেউ যদি কুরার খাদা ফেলে ভুল করে তার খাবারে ভাগ বসাতে আসে, যদি ঠোঁটে তুলে নেয় একটি দানা, বড় ছোট যেই হোক, তার আর রক্ষা নাই। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠোকরে ঠোকরে আর জোড় পায়ের লাত্থিতে লাত্থিতে নাস্তানাবুদ করে দেবে তার খাবারে ভাগ বসাতে আসা শত্রুকে।

দিনে দিনে তার এই স্বভাবের কথা জেনে গেছে বাড়ির অন্য মোরগ মুরগিগুলো। ফলে তারা ভয়ে তার ছায়া মাড়ায় না। তারা সব এক হয়ে চড়ে বেড়ায়। সে চড়ে তার মতন, একা।

অন্যান্যদের সঙ্গে খোয়াড়েও থাকে না সে। থাকে বড়ঘরে। মরনির সঙ্গে। মরনি চৌকিতে আর সে পাটাতনের এককোণে, পলোর ঘেরে।

প্রথমদিন মরো মরো অবস্থা দেখে ছাটাকে মরনি খোয়াড়ে রাখেনি। এমনিতেই নড়াচড়ার শক্তি নাই, একপাল মোরগ মুরগির সঙ্গে খোয়াড়ে রাখলে জান যেটুকুই বা আছে, ড্যাকরাগুলোর পায়ের চাপে সেটুকুও থাকবে না ভেবে তাকে মরনি ঘরে এনে রেখেছিল। অতিযত্নে পাটাতন ঘরের এককোণে বসিয়ে পলো দিয়ে আটকে রেখেছিল। যদিও হাঁটাচলার শক্তি ছিল না তবু পলো দিয়ে আটকে রেখেছিল মরনি। যেন বা নিজের অজান্তেই রেখেছিল।

পরদিন সকালে দেখা গেল দশা একটু ভালর দিকে। ঠিকঠাক মতন দাঁড়াতে পারে না ঠিকই, তবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বুকের ক্ষতে হলুদ চুন বেশ চেপে বসেছে। শুকিয়ে ঘুটে লাগবার দশা।

মরনির মন ভাল হয়ে গিয়েছিল। দুইহাতে কোলের কাছে ধরে, অথর্ব পোলাপানকে

AMARBOI.COM

যেমন করে ঘর থেকে বাইরে আনেন মা, ঠিক সেই কায়দায় বাইরে এনে রান্নাচালার সামনে আবার আটকে দিয়েছিল পলোর ঘেরে। মুখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল একমুঠ ভাতের চাউল। কোনওরকমে খুটে খুটে তাই খেয়েছিল ছাটা। এইভাবে কয়েকদিনের চেষ্টায়, মরনির সেবাযত্নে প্রাণ ফিরে পেল সে। গা ঝাড়া দিল, উঠে দাঁড়াল।

মরনি তখন ভেবেছে এবার দলের সঙ্গে মিশে যাবে ছাটা। দলের সঙ্গে কুরা খাবে, দলের সঙ্গে খোয়াড়ে থাকবে। ড্যাকরি হয়ে ওঠার পর নিয়ম মতন ডিম দিবে।

কিন্তু মরনির ভাবনা উল্টোপাল্টা করে দিল সে। কুরার খাদায় কিছুতেই মুখ দিল না, খোয়াড়ে কিছুতেই ঢুকল না।

সন্ধ্যার মুখে মুখে অন্যান্য মোরগ মুরগি যখন খোয়াড়মুখি হয়ে, আপন ইচ্ছায় খোয়াড়ে ঢোকে, কোনওটা কোনওটাকে তাড়া দিয়ে ঢোকাতে হয়, তখন সে চলে যায় বড়ঘরের সামনে। লাফ দিয়ে ওঠে ঘরের সামনের তক্তায়, সাবধানী ভঙ্গিতে অন্ধকার জমে ওঠা ঘরের ভিতর গলা বাড়িয়ে দেখে তারপর খোলা দরজা দিয়ে পায়ে পায়ে ঢুকে যায় ঘরে।

প্রথম দুই তিনদিন এই দেখে কী রকম এক অপত্যস্নেহ যেন নিজের অজান্তেই নিজের ভিতর জেগে উঠতে দেখল মরনি। ছাটাকে আর খোয়াড়ে রাখার কথা ভাবল না। ঘরেই রাখল। সন্ধ্যার মুখে মুখে অন্যান্য মোরগ মুরগি খোয়াড়ে আটকে ঘরে এসে কুপি জ্বালে, জ্বালিয়ে দেখে পাটাতন ঘরের অন্ধকার কোণে নিজের জায়গায় বেশ গুছিয়ে বসে আছে সে। দেখে বুকের ভিতরটা যে কেমন করে ওঠে মরনির! বুকের শিশুটির মতন তার সঙ্গে আধো স্বরে কথা বলে। ওলে আমাল সোনালে, কুনসুম ঘরে আইছো তুমি? আমি দিহি তোমালে দেখলাম না!

ছাটা কুনকুন করে মৃদু একটা শব্দ করে। আর মরনির মনে হয় সে যেন তার কথারই জবাব দিচ্ছে।

তারপর উঠানে ফেলে রাখা পলো ঘরে এনে পলোর ঘেরে তাকে আটকে রাখে মরনি। পলোর মুখে বসিয়ে দেয় ছোট্ট জলচৌকি। কী জানি কখন পাটাতনের কোন ভাঙাচোরা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকবে আততায়ী বিড়াল। পলোর মুখ বন্ধ না করলে সেই মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পলোর ঘেরের ভিতর বসেই হয়তো নিঃশব্দে সাবাড় করবে ছাটাকে। এক শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আরেক শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে অবোলা একটি প্রাণ।

এখনও কোনও কোনওদিন পলোটা ঘর থেকে বের করবার কথা মনেই থাকে না মরনির। ভোরবেলা ছাটাকে ছেড়ে দেওয়ার পর যেমন থাকে পলো তেমনই পড়ে থাকে। শুধু মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় জলচৌকিটা। আর রাতভর যে দুই চারবার বিষ্ঠা ত্যাগ করে ছাটা, হাতের মুঠায় খড়নাড়ার পুটলি নিয়ে দুইচার ঘষায় তা পরিষ্কার করে মরনি সন্ধ্যাবেলা দেখা যায়, ঘরে ঢুকে নিজেই ছাটা লাফিয়ে ওঠে পলোর মুখে। তারপর পলোর মুখ গলে লাফিয়ে নামে নিচে। জায়গা মতন গুছিয়ে বসে। মরনি শুধু জলচৌকি দিয়ে মুখটা আটকে দেয়। দুইচারটা আদুরে কথা বলে।

এই কারণেই কিনা কে জানে, আশ্চর্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুটি প্রাণীর। একজন মা আর একজন যেন তার শিশু। বাড়ির অন্যান্য মোরগ মুরগির সঙ্গে না মিশে ছাটা ঘুরে বেড়ায় মরনির পায়ে পায়ে। বাড়ির যেখানেই যাক মরনি সে আছে তার সঙ্গে। বাধুক কুকুর বিড়াল ছাগলছানার মতন।

এই যেমন এখনও মরনির পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। মরনি তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না।

কোনও কোনওদিন সকাল গড়িয়ে যাওয়ার পরও, দুপুর হয়ে আসা পর্যন্ত সংসারের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করে না মরনির। সকাল হওয়ার পর, ঘুম ভাঙার পর পলো তুলে ছাটাকে ছেড়ে দেয় ঠিকই, ঘর থেকে বেরয়, সকালবেলার জরুরি কাজগুলোও সারে কিন্তু কোনও কিছুতেই যেন প্রাণ থাকে না। একেবারেই নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে কাজগুলো করে যায়, তারপর উদাস হয়ে ঘরের সামনের তক্তায় বসে থাকে।

আজও তেমন করে বসে আছে।

এই বাড়িতে যে আরেকজন মানুষ থাকে, পুরুষমানুষ, তার কথা যেন মনেই থাকে না মরনির। মানুষটা দূরের কেউ না, কাছেরই। তার বড়বোনের জামাই, মজনুর বাপ। মরনি নিজেই তাকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে। সড়কে মাটি কাটার কাজ করতে এসেছিল, এসে একখান য়োড়ার আশায় আসছিল মরনির কাছে। সেই ফাঁকে বলেছিল নিজের দুর্দশার কথা। শুনে মায়া মমতায় বুক ভেসে গিয়েছিল মরনির। য়োড়া তো দিয়েই ছিল, সব ভুলে বাড়িতে থাকার জায়গাও দিয়েছে।

সেই মানুষের নাম আদিলউদ্দিন। কামারগাঁওয়ের স্বচ্ছল গিরস্ত, কপালের ফেড়ে (চক্রে) আজ মাটিয়াল। বাড়ির দক্ষিণের ভিটির দোচালা ঘরখানায় থাকে। মাটির ওপর খড়নাড়া, তার ওপর একখান ছোঁড়াখোড়া মোটা কাঁথা ফেলে আরেকখান গায়ে দিয়ে রাত কাটায় সে। রাতের অন্ধকারে কখন এসে ওই ঘরে ঢোকে, ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে কখন বেরিয়ে যায় টের পায় না মরনি। কোথায় খায়, কোথায় গোসল করে কিচ্ছু জানে না। এত কাছে থেকেও যেন বা ইচ্ছা করেই মরনির চোখের আড়ালে থাকতে চাইছে আদিলউদ্দিন। যেন বা একদার গৃহস্থ মুখ মাটিয়াল হওয়ার লজ্জায় এতটাই ম্লান হয়েছে, এই মুখ মরনিকে সে দেখাতে চায় না।

আজ ঘরের সামনের তক্তায় বসে মরনি কি সেই মানুষটার কথা ভাবছিল? নাকি ভাবছিল তার ফেলে আসা জীবনের কথা, তার নিজের মানুষটার কথা। নাম ছিল নুরু হালদার। নাকি পেটের না হয়েও যে পেটের ছেলে, নাড়িছেঁড়া ধন না হয়েও যে জড়িয়ে আছে পেটের ভিতরকার সব নাড়ি, শরীরের পরতে পরতে লেগে আছে যে, হৃদয় মন, জীবন মরণ, স্বপ্ন বাস্তব মাখামাখি করে আছে যে, সেই মজনুর কথা ভাবছিল মরনি?

তখনই পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে হালদার বাড়িতে এসে উঠল নূরজাহান। কখন, কোন ফাঁকে যে মজনুদের সীমানায় এল, টের পেল না।

৩

নূরজাহানকে ছুটে আসতে দেখে মগ্নতা ভাঙল মরনির। নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানকে দেখতে পেল না সে। তার মনে পড়ল কতক্ষণ ধরে এইভাবে বসে আছে, বেলা কতটা হল। দুপুর হয়ে আসা রোদ বাড়ির আঙিনায়, ঘরের চালায় এবং

AMARBOI.COM

গাছগাছড়ার ডালপালায় কী রঙ মেলে বসেছে, উত্তরে হাওয়া আছে কি নাই, এসব মনে পড়ল মরনির।

এখনই দুপুরের রান্না চড়ানো দরকার। এখন চড়ালেও শেষ হতে হতে মধ্যদুপুর। এমন কি দুপুর গড়িয়েও যেতে পারে। যদিও একজন মানুষের রান্না, কিন্তু রান্না তো! আয়োজন আছে তো! পোয়াখানেক চাউলের ভাত ঠিকই, কিন্তু চাউলটা তো মেপে তুলতে হবে! ভাল করে ধুয়ে হাড়িতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে চড়াতে হবে। তারপর আছে তরকারি। তরকারি ছাড়া ভাত লোকে খায় কেমন করে!

যদিও সকালবেলা উঠেই তরকারির ভাবনাটা আজ ভেবে রেখেছিল মরনি। সেচিশাক আর টাকিমাছ। বাড়ির নামার দিকে ছোট্ট একখান কোলা (টুকরো জমি) আছে। কোলার চারপাশে বেশ ঘন হয়ে সেচিশাক জন্মেছে। একমুঠ তুলে আনলেই হবে। তারপর সেই সেচিশাক সিদ্ধ করে, কয়েক ফোটা সরিষার তেল আর এক দুইখানা শুকনা মরিচের সঙ্গে কড়াইতে নিয়ে কাঠের হাতায় খানিক থেতলে নিলেই শাকটা হয়ে গেল। তারপর থাকে মাছ। ঘরের কোণে, মুরগির ছাটা থাকে যেখানে তার পাশে মাটির বড় একখানা ঘোপায় জিয়ানো আছে দুইতিনটা টাকিমাছ। তার একটা কুটে, খাদায় করে ঘাটপারে ধুতে গিয়ে, ফিরার সময় বাড়ির নামার দিককার ঝাকা থেকে কয়েকটা বাত্তি (পরিণত) আবাত্তি (অপরিণত) যাই হোক উস্‌সি (সিম) ছিঁড়ে এনে সেই উস্‌সি দিয়ে চচ্চড়ি, তাহলে মাছও হয়ে গেল। ভাত আর শাক মাছ হলে হয়েই তো গেল রান্না!

রান্না শেষ হলে থাকে গোসল করা, খাওয়া। সেটা আর এমন কী কাজ!

রান্না শেষ করে শাড়ি গামছা একহাতে আরেক হাতে বহুকালের পুরানা, ভারী ধরনের পিতলের বদনা নিয়ে ঘাটপার যাবে মরনি। পাঁচসাত বদনা পানি তুলে মাথায় দেবে। শীতকাল বলে, পুকুরের পানি বেজায় ঠাণ্ডা বলে ওই পাঁচসাত বদনায়ই গোসল শেষ। তারপর পরনের শাড়ি বদলে, সেই শাড়ি ধুয়ে চিপড়ে, বাড়ি ফিরে উঠানে টাঙানো তারে মেলে দিবে। ভিজা চুলে জড়ানো থাকবে গা মাথা মোছার পর চিপড়ে নেওয়া গামছা। তারপর ঘরে এসে একা একা ভাত খাবে মরনি। দিনের বেশির ভাগ কাজের এই তো চেহারা।

AMARBOI.COM

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার কর্মের এই চেহারাটাও যেন দেখতে শুরু করেছিল মরনি। কেন কে জানে!

নূরজাহান তখন এমন ভঙ্গিতে হাপাচ্ছে যেন সে কোনও মানুষ না, যেন সে কোনও অবোলা জীব। যেন গৃহস্থের আথাল (গোয়াল) থেকে হঠাৎ করেই ছুটে যাওয়া কোনও দামড়ি (বকনা) বাছুর সে। হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার আনন্দে যেন বা বিভোর ছিল। যখন চারপাশ থেকে জাপটে ধরার জন্য ছুটে এসেছে গিরস্ত বাড়ির পোলাপান, ভয় পেয়ে মাঠ পাথালে ছুটতে শুরু করেছে সে। ছুটতে ছুটতে এক সময় যেন পড়েছে চতুর মানুষের কব্জায়। ধরা পড়ার পর ক্লান্তিতে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে তার। কামার বাড়ির উঠানের কোণে দিনভর পড়ে থাকা ব্যস্ত হাপড়ের মতো যেন বুক তার ওঠানামা করছে। অথবা যেন নূরজাহানের বুকের ভিতর বসে অদৃশ্য এক কামার অবিরাম টেনে যাচ্ছে তার হাপড়।

সড়কপার থেকে হালাদার বাড়ি, এই পথখানি ছুটে আসার কোন ফাঁকে যে

এলোমেলো হয়েছে নূরজাহানের মাথার চুল, চোখের দৃষ্টি কোন ফাঁকে যে হয়েছে বিষাক্ত সাপ ছোবল দিয়ে ধরবার পর সাপের মুখে অর্ধেক শরীর ঢুকে যাওয়ার পর যেমন চোখ হয় মেঠোইঁদুর আর কোলাব্যাঙের, তেমন। নাকের তলায়, ঘাড়ে গলায় কখন যে তার জমেছে নদীতীরের বালুকণার মতো ঘামকণা, শীতের তেজাল রোদে বালুকণার মতোই ঝিলিক দিচ্ছে যা, নূরজাহান জানে না। পা দুইখানা ধুলায় ধূসর। ঠোঁট দুইখানা শুকনা, কালচে। যেন ঠোঁট আর ঠোঁট নাই নূরজাহানের, যেন ঠোঁট দুইখানা তার শুকনা গাবের বিচি।

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের সংসার কর্মের চেহারা দেখা শেষ করেই যেন নূরজাহানের চেহারাটা দেখতে পেল মরনি। দেখে চমকে উঠল। নিজের অজান্তে কখন যে তক্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, টের পেল না। আকুল গলায় বলল, কী হইছে রে? এমুন করতাছস ক্যা? কই থিকা আইলি?

যেন বহুকাল জনমনিষ্যিহীন কোনও প্রান্তরে নির্বাসিত থাকার পর মানুষের সমাজে ফিরে এসেছে নূরজাহান, যেন বহুকাল পর মানুষের শব্দ পাচ্ছে, এমন উতলা হয়ে মরনির দিকে তাকাল সে। তারপর থাবা দিয়ে মরনির একটা হাত ধরল। ঘরে লন। কইতাছি।

মরনি অবাক হল। ঘরে যামু ক্যা? এহেনে কইতে অসুবিধা কী?

এবার দুইহাতে মরনির হাতটা ধরল নূরজাহান। গায়ের সব শক্তি এক করে পাগলের মতো টানতে লাগল। অসুবিধা আছে। আপনে ঘরে লন। কইতাছি।

মরনি তবু নড়ল না। যেন তার বয়সও নূরজাহানের মতোই, যেন সেও হঠাৎ করে নূরজাহান হয়ে গেছে এমন জেদি গলায় বলল, না তুই আগে ক।

এবার নূরজাহান কেমন ভেঙে পড়ল। মরনির হাত ছেড়ে দিয়ে অসহায়, কাতর চোখে তার দিকে তাকাল। চোখ ভরে পানি এল। তখনও হাঁপাচ্ছিল। তবে ছলছল চোখ আর মুখময় অসহায়ত্বের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে হাঁপানো।

কান্নাকাতর গলায় নূরজাহান বলল, আমার খুব বিপদ।

বিপদ কথাটা শুনে বুকটা ধ্বক করে উঠল মরনির। তীক্ষ্মচোখে নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে বলল, কীয়ের বিপদ? কী অইছে তর ?

এহেনে খাড়ইয়া কইতে পারুম না। ঘরে লন, কইতাছি।

ক্যা, এহেনে খাড়ইয়া কইলে কী অইবো?

তারা মনে অয় আমার পিছে পিছে দোড়াইয়া আইতাছে। এহেনে খাড়ইয়া থাকতে দেখলেঐ ধইরা লইয়া যাইবো।

মরনি তবু নড়ল না। বলল, কারা তর পিছে পিছে দোড়াইয়া আইতাছে ? কারা তরে ধইরা লইয়া যাইবো?

এবার শিশুর মতন ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল নূরজাহান । ঘরে লন। বেবাক কথা আপনেরে আমি কইতাছি।

নূরজাহানের কান্না দেখে বুকটা হু হু করে উঠল মরনির। কেমন যেন দিশাহারা হলো সে। নূরজাহানের পিঠের কাছটা একহাতে জড়িয়ে গভীর মমতার গলায় বলল, ল।

AMARBOI.COM

ঘরে ঢুকে নূরজাহান বলল, দুয়ারডা লাগায় দেন।

মরনি বলল, দুয়ার লাগান লাগব না। তুই ক।

না, আপনে লাগান। নাইলে আমারে বাচাইতে পারবেন না।

মৃত্যুর কথা শুনলে বুকটা হঠাৎ করেই গ্রাম প্রান্তরের নির্জনে একাকী পড়ে থাকা মাঠের মতো হয়ে যায় মরনির। মজনুর মায়ের কথা মনে পড়ে, নুরু হালদারের কথা মনে পড়ে। কিছুদিন ধরে এই দুইজন মানুষের পাশাপাশি মনে পড়ে আরেকজন মানুষের কথা। ছনুবুড়ি। একমুঠ ভাতের আশায় গ্রামের এইবাড়ি ওইবাড়ি ঘুরে বেড়াতো। এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে বলে কূটনামি করত ভাতের আশায়। ছোটখাট চুরিচামারি করত, সেও ওই ভাতের আশায়।

ছনুবুড়ি নাই। মৃত্যু তাকে কোথাকার কোন অচিন জগতে নিয়ে গেছে। সেই জগতে ভাতের আশায় এইবাড়ি ওইবাড়ি ঘুরতে হয় না। এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে বলে কূটনামি করে ভাত জোটাতে হয় না। ভাতই যদি না জোটাতে হয় তাহলে আর চুরিচামারি কেন?

ছনুবুড়ি নাই, মরনির মতন মেদিনীমণ্ডলের আরও অনেকেরই কি যখন তখন মনে পড়ে না তার কথা? ছনুবুড়ির কথা ভেবে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে না কেউ? মনে মনে বলে না, আহা রে, বুড়িডা একদিন আছিল, বুড়িডা আইজ নাই।

ছনুবুড়ির মতো নূরজাহানও যদি মরে যায়, নূরজাহানও যদি না বাঁচে তাহলে কি মরনির হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়বে না তার কথা? এই যে তার কাছে এসে এমন অনুনয়ের স্বরে বলছে বাঁচা মরার কথা, এমন করে আর কে বলবে!

মরনি আনমনা হয়ে আছে দেখে নূরজাহান কাতর গলায় ডাকল, আম্মা, ও আম্মা।

মরনি যেন নিজের মধ্যে ফিরল। উঁ।

দুয়ারডা লাগান।

এবার আর কথা বাড়াল না মরনি। দরজা লাগাল। ভয়ার্ত ভাব তখনও আছে নূরজাহানের চেহারায়। চোখের ছলছলানো অবস্থাটা নাই। তবে শরীরটা যেন কী রকম কাঁপছে। যেন হু হু করা উত্তরের হাওয়ায় আকুল হয়ে কাঁপছে গয়া (পেয়ারা পাতা) পাতা।

নিজেকে সামলাবার জন্যে যেন চৌকিতে বসল নূরজাহান।

নূরজাহানের চোখের দিকে তাকিয়ে মরনি বলল, এইবার ক আমারে কী অইছে?

নূরজাহান কোনও রকমে বলল, মাওলানা সাবের মোকে আমি ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছি।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না মরনি। বলল, কী করছস?

নূরজাহান আবার বলল।

শুনে মরনি হতভম্ব হয়ে গেল। কোন মাওলানা সাবের মোকে?

মান্নান মাওলানার।

এবার এতটাই দিশাহারা হলো মরনি, যেন ভাতের ফ্যান গালতে বসে গরম ফ্যান তার পায়ে পড়েছে। এমন আচমকা পড়েছে, মরনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। ফ্যাল ফ্যাল করে নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর ছটফটা

AMARBOI.COM

ভঙ্গিতে নূরজাহানের একটা হাত থাবা দিয়ে ধরল। হায় হায়, করছস কী তুই? ক্যান করছস, ক্যান করছস এমুন কাম?

মরনির আচরণে ভয়টা যেন আরও বেড়ে গেল নূরজাহানের। শরীরের কাঁপন বেড়ে গেল। চোখ ফেটে জোয়ারের পানির মতো নামল কান্না। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, কান্না কাতর জড়ানো গলায়, ভেঙে ভেঙে নূরজাহান বলল, কাশেম কাকার কথা হুইন্না, কাশেম কাকারে দেইক্কা আমার আর কিছু খ্যাল (খেয়াল) আছিল না। আমি য্যান পাগল অইয়া গেছিলাম।

মরনি উতলা গলায় বলল, কোন কাশেমের কথা কচ তুই?

মাকুন্দা কাশেম।

অর আবার কী হইছে?

দুইহাতে চোখ মুছতে মুছতে নূরজাহান বলল, আপনে জানেন না?

না।

কান্নার মাঝখানে বড় করে একটা শ্বাস ফেলল নূরজাহান। আগের মতনই কাঁপছে সে, আগের মতনই কান্নায় জড়িয়ে যাচ্ছে গলা। তবু মাকুন্দা কাশেমের কথা মরনিকে বলল সে। যতটা সম্ভব খুলেই বলল। শুনে মরনি তেমন ভারাক্রান্ত হল না। যদিও খুবই নরম মনের মানুষ সে, মানুষের জন্যে খুব মায়া তবু যেন মাকুন্দা কাশেমের জন্যে তার তেমন মায়া হল না। বহুদিনের পরিচিত হওয়ার পরও মাকুন্দা কাশেমের মুখটাই যেন তার মনে পড়ল না। সে উতলা হল নূরজাহানের জন্যে। বোধহয় দূরের মানুষের চেয়ে চোখের সামনের মানুষের কষ্ট বেদনা মানুষকে বেশি নাড়া দেয়। মাকুন্দা কাশেমের কষ্ট বেদনার চেয়ে নূরজাহানের ভয়টা যেন, কান্নায় ভেঙে পড়াটা যেন বেশি নাড়া দিচ্ছে মরনিকে। নূরজাহানের মতো সেও যেন আচ্ছন্ন হচ্ছে গভীর আতঙ্কে।

সব শুনে মরনি আবার বলল, করছস কী তুই? সব্বনাশ তো কইরা লাইছস (ফেলেছিস)। এত মাইনষের সামনে, দারগা পুলিশের সামনে মান্নান মাওলানার মোকে দিছস ছ্যাপ ছিডাইয়া। মান্নান মাওলানা তো তরে ছাড়বো না। হ্যায় ছাড়লেও তার পোলা আতাহার তরে ছাড়বো না। তর মাবাপের ক্ষতি করবো, তর ক্ষতি করবো। কোন ভূত সোয়ার (সওয়ার) অইছিল তর মাথায়? এমুন কাম তুই ক্যান করলি?

নূরজাহানের কাঁপুনি তখন আরও বেড়েছে, কান্না আরও বেড়েছে। কাঁদছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখি অসহায় মানুষের মতো। কান্নায় বিকৃত হয়েছে তার শ্যামল বরণ মিষ্টি মুখখানি। গলার স্বর গেছে পিছন থেকে কালজাত সাপে থাবা দিয়ে ধরবার পর অসহায় ব্যাঙের গলার স্বর যেমন হয় তেমন হয়ে।

নূরজাহানের এই অবস্থা দেখে বুকটা উথাল পাথাল করে উঠল মরনির। যেন নূরজাহানের মতো অসহায় এখন সে নিজেও। কী করবে মরনি এখন? নূরজাহানের জন্যে কী করবার আছে তার?

এদিকে ঘরের বাইরে তরতর করে বাড়ছিল শীতের বেলা। গাঁদাফুলের পাপড়ির মতো রঙধরা রোদ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। উঠানের শীতল মাটি উষ্ণ হচ্ছিল। পেয়ারার ডালে বসে থেকে থেকে শিস দিচ্ছিল এক অচিন পাখি। আর কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। সংসারের কাজ সবই পড়েছিল মরনির। সে সব কথা এখন তার মনে

নাই। এখন তার মন জুড়ে নূরজাহান, এখন তার চোখ জুড়ে নূরজাহান। নূরজাহানকে নিয়ে কী করবে সে এখন?

নূরজাহানের শরীরের কাঁপন কি তখন আরও বেড়েছে? যেন হঠাৎ করেই ব্যাপারটা খেয়াল করল মরনি। সব ভুলে বলল, এমনে কাপতাছস ক্যা?

কান্নার হেঁচকি তুলে নূরজাহান বলল, কইতে পারি না। শীত করতাছে?

কচ কী?

হ। শীতটা অইতাছে শইল্লের ভিতরে। বাইরে না। হাত পাও বেকা অইয়া আইতাছে।

কথা বলার ফাঁকে দাঁতে দাঁত ঠুকে গেল নূরজাহানের। ঠোঁট বাঁকা হয়ে এলো।

হায় হায় শীতে মরে যাবে নাকি মেয়েটা!

মরনি পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল নূরজাহানকে। শিশুর মতো পাঁজাকোলে করে নূরজাহানকে তুলল চৌকিতে। কোনও রকমে তাকে শুইয়ে দিয়ে মাথার কাছ থেকে হাছড় পাছড় করে টেনে আনল ভাঁজ করে রাখা পুরানা মোটা কাঁথা। কাঁথায় ঢেকে দুইহাতে চেপে ধরল নূরজাহানকে। কাঁপিয়ে জ্বর আসার পর সন্তানকে কাঁথা কাপড়ে ঢেকে যেমন করে জড়িয়ে ধরেন মা, ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে অসহায় ছানাকে ডানার আড়ালে লুকিয়ে যেমন করে রক্ষা করে মা পাখি তেমন করে যেন নূরজাহানকে রক্ষা করতে চাইল মরনি। ভুলে গেল কী করেছে নূরজাহান, কোন অপরাধে অপরাধী সে। কী শাস্তি হবে তার।

কাঁথার তলায়ও নূরজাহান তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। কান্নাটা এখন আর নাই। শরীরের ভিতরকার প্রবল কাঁপুনি যেন চোখের পানি শুষে নিয়েছে।

নিজের অজান্তেই নূরজাহানের পাশে শুয়ে পড়ল মরনি। কাঁথার আবরণে ঢাকা নূরজাহানকে একহাতে জড়িয়ে ধরে টেনে আনল বুকের কাছে। কাঁথার উষ্ণতার সঙ্গে নিজের বুকের উষ্ণতা মিলিয়ে আরও উষ্ণ করে তুলতে চাইল নূরজাহানকে। কাঁপুনি বন্ধ করতে চাইল।

কতক্ষণ, এভাবে কতক্ষণ কে জানে!

এক সময় কাঁপুনি কমে এল নূরজাহানের। কাঁথার ভিতর থেকে একটা হাত বের করে, অসহায় শিশু যেমন করে আঁকড়ে ধরে মায়ের গলা, তেমন করে মরনির গলা আঁকড়ে ধরল সে। কোত্থেকে আগের সেই কান্নাটা ফিরে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙাচোরা গলায় নূরজাহান বলল, আম্মা, আম্মাগো, আপনে আমারে বাচান আম্মা, আপনে আমারে বাচান। তারা আমারে মাইরা ফালাইবো।

নূরজাহানের কথা শুনে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল মরনি। তার মনে হলো নূরজাহান যেন নূরজাহান না, নূরজাহান যেন তার সেই মুরগি ছানাটি। আততায়ী দাঁড়কাকের মতো মান্নান মাওলানা যেন থাবা দিয়ে ধরেছে তাকে। ঠোকরে ঠোকরে, তীক্ষ্ন নখের আঁচড়ে আঁচড়ে নূরজাহানকে যেন ফালা ফালা করছে। বুকের কচিমাংস যেন খাবলে খাবলে তুলছে। এই আততায়ীর হাত থেকে কেমন করে নূরজাহানকে বাঁচাবে মরনি! কেমন করে রক্ষা করবে।

কতটা সময় এসব ভাবে মরনি, কে জানে। তারপর নিজের অজান্তেই এক সময়

AMARBOI.COM

আরও গভীর করে বুকে জড়িয়ে ধরে নূরজাহানকে। যেন বহু চেষ্টার পর এইমাত্র দাঁড়কাকের তীক্ষ্ণ ঠোঁট থেকে,পায়ের ধারালো নখের থাবা থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে মুরগি ছানাটিকে। এখন বুকের ক্ষতে হলুদ বাটার সঙ্গে চুন মিশিয়ে প্রলেপ দিলেই যেন সেরে উঠবে সে।

হামিদা বলল, ভাত বাড়ুম?

কথাটা যেন কানেই গেল না দবির গাছির। সে বসে আছে ঘরের সামনে, যেখানে শীত দুপুরের রোদ পুরানা কাঁথার ওমের মতো, যেখানকার মাটি খড়নাড়ার আগুনজ্বলা চুলার পারের মতো। বসে থাকলে পৌষ মাঘের বেজায় শীত কিছুতেই কাবু করতে পারে না কাউকে।

শীতের হাত থেকে বাঁচার আশায়ই এখানে বসে আছে দবির। খানিক আগে পুকুরে নেমে চার পাঁচখানা ডুব দিয়েছে। তাতেই গোসল সারা। উঠে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে শরীর মাথা মুছেছে। লুঙ্গি বদলে ভিজা লুঙ্গি চিপড়ে বাড়ির উঠানে মেলে দিয়ে শরীরে আঁট করে সরিষার তেল মেখেছে।

শীতকালে বেজায় খড়ি ওঠে শরীরে। গোসল করে সরিষা তেল মাখলে খড়ি কমে, শরীর গরম হয়।

আজও হয়েছে। তবে সেটা ওই তেল মাখার সময়, হাত পা দাপড়ানোর সময়। তারপরই বাড়ির ঘরদুয়ারের আনাচ কানাচ থেকে, গাছগাছরা ঝোপঝাড়ের ডালপালা থেকে, বাড়ির নামার দিককার চকমাঠ থেকে হাড় কাঁপানো শীত এসে জাপটে ধরেছে। মোটা একখানা গেঞ্জি আছে ঘরে, গেঞ্জিখানা গায়ে দিয়ে গাছি তারপর রোদে এসে বসেছে। ভারী একখানা আরামে সে এখন ডুবে আছে।

এই রকম আরামে কার কথা কার কানে যায়!

দবিরের পায়ের কাছে পড়ে আছে বাঁশের তেল চকচকা ভার, ভারের দড়াদড়ি, রসের কয়েকখানা খালি হাড়ি আর গাছ ঝুরার সময়, গাছ থেকে রসভরা হাড়ি নামাবার সময় কোমরে বাঁধার মোটা দড়ি।

শীতকালে দিনেরবেলা এসব জিনিস ঘরে তোলার সময় হয় না। ঘরে তোলা থাকে শুধু ছ্যান কাটাইল আর হাতুড়ি রাখার ঠুলই। দুপুরের পর ঠুলই মাজায় বেঁধে, দড়ি এককাঁধে, আরেক কাঁধে ভার, ভারের দুইপাশে রসের খালি হাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরয় দবির। খেজুরগাছ আছে যেসব বাড়িতে সেইসব বাড়িতে যায়। ঝুরাগাছে চড়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে গাছের গলার কাছে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। ছ্যান কাটাইলে অতিযত্নে,

AMARBOI.COM

অতি মায়ায় ঝুরাগাছ নতুন করে পরিপাটি করে, হাড়ি পাতে। মনে মনে টুকটাক কথা বলা গাছেদের সঙ্গে। গাছেদের কথাও যেন শোনে।

গাছি তার কথা শুনেত পায়নি দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল হামিদা। ছনছায় দাঁড়িয়ে আবার বলল, ভাত বাড়ুম?

মুখ ফিরিয়ে হামিদার দিকে তাকাল দবির। আট্টু পরে বাড়ো। মাইয়াডা আহুক। একলগেই খাই।

একলগে কেমতে খাইবা? তোমার মাইয়ায় তো অহনতরি নায় (গোসল করা) নাই। বাইত্তে আইয়া নাইয়া ধুইয়া তয় সেন ভাত খাইবো।

দবির চিন্তিত গলায় বলল, মাইয়াডা অহনতরি আইতাছে না ক্যা? কই গেল?

আর কই যাইবো! মাকুন্দারে দেখতেঐ গেছে।

মাকুন্দা অহনতরি আছেনি? দারগা পুলিশে লইয়া গেছে না!

তয় মাইয়াডা গেল কই?

তারপরই মুখটা রুক্ষ হল হামিদার, গলাটা রুক্ষ হল। তোমার লাইতে এমুন অইতাছে মাইয়াডা! বড় অইতাছে হেই খ্যাল মাইয়ারও নাই, মাইয়ার বাপেরও নাই। ওই যে একদিন কইছি এই মাইয়ার লেইগা কপালে শনি আছে তোমার! দেকবা আমার কথা ঠিকই ফলবো। তহন কাইন্দাও কুল পাইবা না তুমি।

দবির বিরক্ত হল। এত প্যাচাইল পাইরো না।

আমি কথা কইলেঐত্তো প্যাচাইল মনে অয় তোমার! মাইয়াডা য্যান একলা তোমারঐ। আমার না। আমি য্যান তোমার মাইয়ার শতরু। মায় কোনওদিন মাইয়ার শতরু অয় না। মায়ঐ অয় মাইয়ার আসল বন্দু। মায়ঐ মাইয়ারে আলগাইয়া রাখে, বাপে রাখে না।

দবির সরল গলায় বলে, মাইয়া আলগাইয়া রাখতে তোমারে আমি না করছিনি? রাখো না ক্যা?

তোমার লেইগাঐত্তো পারি না।

ক্যা, আমি কী করছি?

এই যে বাইত্তে আইয়া আইজ মাকুন্দার সম্বাতটা দিলা, হুইন্না মাইয়া দিল দৌড়, আমি না করতে চাইলাম, তুমি না করতে দিলা না।

হেইডা তো দেই নাই অন্য একহান কথা ভাইব্বা। এই যে মাকুন্দারে আইজ পুলিশে ধইরা লইয়া গেল, মাকুন্দা তো আর কোনদিন ফিরত আইবো না। আইলেও মাইয়াডার লগে অর আর কুনোদিন নাও দেহা অইতে পারে।

ক্যা ফিরত আইলে দেহা অইবো না ক্যা?

হেতদিনে (ততদিনে) মাইয়াডা আরও ডাঙ্গর অইয়া যাইবো। বিয়াশাদি অইয়া যাইবো। কোনদেশের কোন গেরামে বিয়া অইবো কে জানে! মাকুন্দা যহন আইবো তহন দেহা গেল মাইয়াডা রইছে হৌরবাড়ি (শ্বশুরবাড়ি)।

হামিদা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, কোনও কোনও মাইষের লগে তাগো আপনা রক্ত সম্পক্কের মাইনষের লগেই দেহা অয় না। জীবন কাইট্টা যায় একজন আরেকজনরে দেহে না। হেতে কী অয়? এত আল্লাদ ভাল্ না।

AMARBOI.COM

দবির সরল মুখ করে বলল, আমার আল্লাদ ইট্টু বেশিঐ। কী করুম কও?

কিছু করনের কাম নাই। মাইয়ার লেইগা রইদ্রে বইয়া থাকো, বেইল যাউক তারবাদে বোজবানে! নাকে মোকে ভাত হান্দাইয়াঐ দৌড় দেওন লাগবনে গাছ ঝোরতে।

না মাইয়া দেখবা অহনঐ আইয়া পড়ছে। মাকুন্দার ওই দশা দেইক্কা মনে অয় কানছে। মন খারাপ অইছে, এর লেইগা ইট্টু ঘুইরা ঘাইরা আইতাছে।

তয় তুমি অহন কী করবা? এমনে মাইয়ার লেইগা ভাত না খাইয়া বইয়া থাকবা না মাইয়া বিচড়াইতে যাইবা?

দবির হাসিমুখে বলল, আট্টু বইয়া থাকি। রইদ্রে বইয়া থাকতে আরামঐ লাগতাছে।

হামিদা আর কোনও কথা বলল না। রান্নাচালার ওদিক থেকে একখানা পিঁড়ি এনে সেও বসে রইল দবির গাছির অদূরে।

৩

AMARBOI.COM

আজিজ আজ গাঁওয়ালে বেরুল দুপুরের ভাত খেয়ে।

মাকুন্দা কাশেমের হৈ হল্লায় সকালটা মাটি হয়েছে। সড়কপার থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভরদুপুর। এরকম দুপুরে ভাত না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরয় কোন গিরস্তে! বাড়ির বউঝিরা বেরুতে দেয় না। বাসেছাও বেরুতে দিচ্ছিল না।

তখন থেকেই মনের তলায় চিকন একখান হায়আফসোস ডাইয়া পিপড়ার (ডেঁয়ো পিঁপড়ে) মতন ঘোরাফেরা করছিল। কুটুস কাটুস করে কামড়ও দিচ্ছিল মনে। মনটা ছ্যাড়াভ্যাড়া হয়ে যাচ্ছিল আজিজের।

একটা দিন মার গেল।

একটা পুরাদিন মার গেলে, গাঁওয়ালে না বেরুলে সত্তর আশি টাকার ছাক্কা রোজগার খতম। য্যানতেন কথা! এতবড় সংসার আজিজের, এতগুলি এন্দাগেন্দা! সত্তর আশি টাকার মারটা আজিজ কেমন করে সামলায়!

মনের ভিতর ডাইয়া পিপড়ার কামড় নিয়েই ভাতটা খেয়েছে আজিজ। মাসখানেকের ব্যবধানে দুইটা দিন নষ্ট। ছনুবুড়ি মরল, ওই একটা দিন আর আজ। ছনুবুড়ির মৃত্যু দিনটা না হয় ঠিক আছে, আপন মা, মা মারা গেছে তার লাশ উঠানে ফেলে রেখে তো আর গাঁওয়ালে বেরুনো যায় না! ওই নিয়া হায়আফসোসও ঠিক না।

কিন্তু আজ?

মাকুন্দা কাশেমের কী হল না হল তাতে আজিজের কী?

দেশ গ্রামের সাতেপাঁচে কখনই থাকে না আজিজ। তবু আজ তাকে যেতে হয়েছিল। মেন্দাবাড়ির মোতালেব ভাল একখানা পট্টি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সকালের নাশতাপানি করে আজিজ যখন তার তামা পিতলের ভার ঘর থেকে মাত্র বের করেছে, উঠানের মাটি থেকে কাঁধে তুলে কোলাপাড়ার দিকে মেলা দিবে, সড়কপারে যাওয়ার রাস্তা শর্টকাট করার জন্য মোতালেব তার বাড়ি পাথালে হাঁটা দিয়েছিল। আজিজকে দেখে অতি আপনজনের কায়দায় মাকুন্দা কাশেমের ঘটনাটা বলল। মান্নান মাওলানার পক্ষ নিয়ে চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করল মাকুন্দার। তারপর পট্টিটা দিল আজিজকে। তোমার মার জানাজা মাওলানা সাবে পড়ে নাই। ক্যান পড়ে নাই তুমি আমি বেবাকতেই জানি। শ্যাষ পইরযন্ত মৌউজনা গিয়া খাইগো বাড়ির মলবি সাবরে লইয়াইলো। হেয় পড়লো জানাজা। এর লেইগা মান্নান মাওলানা সাবে তোমার উপরে বেদম চেইত্তা রইছে। কথায় কথায় আমারে একদিন কইছে। তুমি তো জানঐ মাওলানা সাবে আমারে বহুত মহব্বত করে। পেডের কথা বেবাকঐ আমারে কয়। এর লেইগাঐ কইতাছি গাওয়ালে আইজ যাইয়ো না। আমার লগে লও।

আজিজ অবাক হয়ে বলেছে, কই যামু তোমার লগে?

মাওলানা সাবের বাইত্তে।

ক্যা?

এমুন বিপদের দিনে তার পাশে গিয়া খাড়াইলে হেয় খুশি অইবো।

মোতালেবের কথায় সরল সোজা আজিজ পর্যন্ত বুঝতে পারল না মান্নান মাওলানার বিপদটা কী? বিপদ তো মাকুন্দা কাশেমের।

কথাটা সে বলেও ফেলল।

শুনে মোতালেব বলল, ঠিকঐ কইছো। আসল বিপদ মাকুন্দারঐ। মাইর তো খাইছেঐ, অহন জেলেও যাইবো। তয় মাওলানা সাবের বিপদও কম না। থানায় দোড়াদোড়ি, পুলিশ দারগাগো চা পানি খাওয়ানো, হাতের কাছে মানুষজন থাকলে বলভরশা পায়। তোমারে দেখলেও বল পাইবো। তুমি তার চোক্কের সামনে থাইক্কো, পরে একদিন মাওলানা সাবরে আমি বুঝাইয়া কমুনে যে আইজ্জারে আপনে মাপ কইরা দেন। লও। গাওয়ালে একদিন না গেলে কিছু অইবো না, মাওলানা সাবের পাশে গিয়া না খাড়ইলে ক্ষতি অইবো।

সবশুনে মনের ভিতর একটা প্যাঁচঘোচ লেগে গিয়েছিল আজিজের। খানিক দোনোমোনো করে তামা পিতলের ভার ঘরে রেখে মোতালেবের সঙ্গে হাঁটা দিয়েছিল।

ফিরে আসার পর থেকে মনটা কামড়াচ্ছে। সত্তর আশি টাকার শোকে গলা দিয়ে ভাত নামছিল না। পোলাপানগুলি শীতের উঠানে হৈ চৈ করছিল। মেজোছেলেটা বাড়ির নামার দিককার বউন্নাগাছে বসে গলা ছেড়ে গান গাইছিল,

দুয়ারে আইসাছে পালকি
নাইওরি মাও তোলো রে, তোলো মুখে
আল্লাহ রসুল সবে বলো।

বানেছা বসেছিল আজিজের সামনে। আট সাড়ে আট মাসের পেটখানা তার যতটা না বড় বসার ভঙ্গিতে আরও বড় দেখাচ্ছিল। ওই তো আরেকজন এই সংসারে আসার ফিকির করছে। একটা মুখ বাড়ল। খাদ্যে ভাগ বসাবার মুখ।

AMARBOI.COM

এই অনাগত মুখের কথা ভেবে শোকটা যেন আরও উথলে উঠল আজিজের। একেক লোকমা ভাতের সঙ্গে একেক ঢোক পানি খেতে লাগল সে। দেখে বানেছা বলল, কী অইছে তোমার? এমুন করতাছো ক্যা?

পানির গেলাস নামিয়ে রেখে আজিজ বলল, মনডা ভাল না।

ক্যা?

গাওয়ালে গেলাম না।

গেলা না ক্যা?

মোতালেইব্বার কথায়।

গিয়া কী কাম অইল?

কী কাম অইবো?

ওই যে মোতালেইব্বা যেই হগল কথা কইয়া লইয়া গেল!

কিছু তো বোজলাম না।

বানেছা অবাক হল। ক্যা, বোজো নাই ক্যা?

মাওলানা সাবে তো আমার মিহি চাইলঐ না। হেয় আছিল দারগা পুলিশ লইয়া, মাকুন্দারে লইয়া।

বানেছা খুবই বুঝদারের ভঙ্গিতে বলল, তারবাদেও তো বুজা যায়।

মুখে দেওয়া ভাত গিলে আজিজ বলল, কেমতে?

মোক দেইক্কা। কেঐ যুদি তোমার উপরে চেইত্তা থাকে তয় তার মোক দেইক্কাঐ হেইডা বুজা যায়।

আমি বুজি নাই।

বানেছা একটু রাগল। তুমি তো ভোদাই। তুমি বোজবা কেমতে!

বউর মুখে এরকম একটা গাল খেয়েও রাগল না আজিজ। একে মনের ভিতর পিঁপড়ার কামড় তার ওপর এখন যদি বানেছার সঙ্গে লেগে যায় তাহলে অশান্তির আর শেষ থাকবে না।

নিরীহ মুখ করে আজিজ বলল, তয় আমার একখান ভুল অইছে আইজ।

কীয়ের ভুল?

মোতালেইব্বার কথা বিশ্বাস কইরা। ও তো মানুষ ভাল না। মার মরণের দিন দেকলা না কেমুন পট্টি দিয়া টেকাডি আমার খাইলো!

হ। ও একটা পিচাস। কাফোনের কাপোড় থিকাও চুরি করে।

শেষ লোকমা ভাত খেয়ে শেষ ঢোক পানি খেল আজিজ। তারপর লুঙ্গির খুঁটে মুখ মুছল। আইজও মোতালেইব্বা আমারে এমুন একখান পট্টি দিয়াঐ লইয়া গেছিলো।

কথাটা বুঝতে পারল না বানেছা। বলল, আইজ মোতালেইব্বা তোমারে পট্টি দিবো ক্যা? আইজ তো কেঐ মরে নাই, আইজ তো কাফোনের কাপোড় কিনতে যাওন লাগবো না! আইজ তো অর কোনও লাবও নাই!

আছে।

কী লাব?

আমার একটা দিন মাইর দিলো।

AMARBOI.COM

তোমার দিন মাইর দিয়া অর লাব কী?

এইডাও অর এক রকমের লাব। অন্যের ক্ষতি কইরা কোনও কোনও মানুষ শান্তি পায়। নিজের নাক কাইট্টা পরের যাত্রাভঙ্গ।

এবার বানেছা আবার রাগল। এইডা যে অহন বোজতাছ, আগে বোজ নাই ক্যা?

ম্লান মুখে হাসল আজিজ। এইডাঐত্তো ভুল।

লুঙ্গির কোচড় থেকে তারপর কুম্ভিপাতার বিড়ি বের করে ধরাল আজিজ। যেখানে বসে খাচ্ছিল সেখান থেকে সরে এসে দুয়ারের সামনে বসে উদাস হয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

বানেছা তখন স্বামীর জুডা (খাওয়া শেষ করা, ধোয়া হয়নি এমন) থালা গেলাস, তরকারির বাটি এসব গোছগাছ করছে। ভারী শরীরে নড়াচড়া সে কম করে। যেখানে বসে সেখানে এমন আঁট করে বসে যেন সহজে উঠতে না হয়, যেন এক জায়গায় বসেই অনেকক্ষণ ধরে অনেকগুলো কাজ করতে পারে।

এখনকার ভঙ্গিটাও তেমন।

বানেছা পিড়িতে বসেছে, বড়ঘরের দক্ষিণ দিককার বেড়া ঘেঁষে। এদিকটায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। রান্নাচালা থেকে রান্না সেরে, ভাতের ফ্যান গেলে হাড়িখানা লুচনি (গরম হাড়ি ধরার ন্যাকরা) দিয়ে ধরে এই ঘরে নিয়ে আসে সে। তরকারির কড়াই, ডাল দুধের হাড়িও একই কায়দায় আনে। বড়ঘরের দক্ষিণ দিককার বেড়া ঘেঁষে কয়েকখানা মাটির জলকান্ধা (যার ওপর ভাত তরকারির হাড়ি কড়াই রাখা হয়) পাতা আছে। হাড়ি কড়াই সেই সব জলকান্ধায় বসিয়ে পিঁড়ি পেরে নয়তো হোগলা পেতে পোলাপান আর পোলাপানের বাপকে ভাত বেড়ে দেয় সে। অনেক সময় সবার সঙ্গে বসে নিজেও খায়।

আজও তেমনভাবে গুছিয়েই বসেছে। এখন এখান থেকে অনেকক্ষণ না নড়লেও হবে। স্বামীর খাওয়া শেষ হয়েছে। এখন পোলাপানে খাবে। তারপর খাবে বানেছা। অনেকটা সময় পার হয়ে যাবে।

কিন্তু বানেছার এত ক্ষুধা লাগছে কেন আজ? এখনও তো ভাল করে দুপুর হয়নি?

তারপরই ব্যাপারটা বুঝল বানেছা। পেটের ভিতর আছে যেজন সেজন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। দুই দশদিনের মধ্যেই নাজেল হবে। বানেছার ক্ষুধার সঙ্গে তার ক্ষুধাটাও যে যোগ হয়েছে! এক বানেছা এখন আসলে দুইজন। একের ক্ষুধা এখন আসলে দুইজনের।

মনে মনে পেটের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা সন্তানটির উদ্দেশ্যে বানেছা বলল, কীরে, এত খিদা লাগে ক্যা তর? বোজছ না, তর খিদা লাগলে আমারও খিদা লাগে! জাইন্না হুইন্না আমারে তুই জ্বালাছ ক্যা? ঠিক আছে জ্বালা! আর কয়দিন জ্বালাবি! পেট থিকা বাইর হওনের পর তো আর এই জ্বালানডা জ্বালাইতে পারবি না!

বিড়ি টানতে টানতে উদাস চোখে বানেছার দিকে তাকিয়েছে আজিজ। তাকিয়ে দেখে বানেছা নিঃশব্দে কথা বলছে কিন্তু ঠোঁট মৃদু মৃদু নড়ছে তার। মুখখানা হাসি হাসি। নিজের দিনটা মাটি হয়ে যাওয়ার কথা ভুলে বানেছাকে সে জিজ্ঞেস করল, কী কও?

বানেছা চমকাল। কো কী কই?

মনে মনে?

বানেছা হাসল। মনে মনে কওয়া কথা অন্যে হোনেনি?

না হোনে না। তয় তোমার ঠোঁড লড়তাছিল।

বানেছা আবার হাসল। আসলে কিছু কই না। ঠোঁড এমতেই লড়তাছিল।

ব্যস্ত হাতে পাঁচখানা থালায় ভাত বাড়তে লাগল বানেছা।

তখনই যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে আজিজ বলল, হায় হায় তোমারে তো একখান কথা কওয়া অয় নাই।

চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল বানেছা। কী কথা?

আইজ একখান কাম অইছে।

হেইডা তো জানিঐ। মাকুন্দার কথা কইতাছো না?

আরে না। নূরজাহান একখান কাম করছে। হুজুরের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছে।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না বানেছা। ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

হ।

কেমতে?

ঘটনা খুলে বলল আজিজ। শুনে পোলাপানের জন্য ভাত বাড়তে ভুলে গেল বানেছা। হতবাক হয়ে আজিজের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও রকমে বলল, কও কী?

হ।

এতবড় সাহস অর অইলো কেমতে?

হেইডাঐত্তো কেঐ বোজতে পারে নাই।

কামডা ও করলো ক্যা?

কে কইবো?

খানিক চুপ করে থেকে বানেছা বলল, মরণে টানছে অরে। নিজের মরণ ও নিজে ডাইক্কা আনলো। মাথায় মনে অয় শয়তানে আছড় করছে। এর লেইগা মাথা বিগড়াইয়া গেছিলো। নাইলে এমুন কাম করে মাইনষে?

মাকুন্দার দশা দেইক্কা মনে অয় মাথা ঠিক রাখতে পারে নাই?

ক্যা, মাকুন্দা অর ভাতার অয়নি?

কে জানে?

এই ছেমড়ির কপালে যে অনেক বিপদ আছে অরে দেইক্কাঐ আমি হেইডা বোজতাছিলাম। অর চালচলন ভাল না। বেডাগো লাহান। যা মনে লয় করে, যেহেনে মনে লয় যায়গা। এইবার বোজবো। হুজুরের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দেয় ওইডু ছেমড়ি, হুজুরে অরে কিছু না কইলেও, হুজুরে অরে ছাইড়া দিলেও হুজুরের পোলা আতাহারে অরে ছাড়বো না। আতাহারে অরে ঠিকঐ দেইক্কা লইবো। রাইত দোফরে বাইত থিকা ধইরা আইন্না দোস্তগো লইয়া আকাম কুকাম করবো। তারবাদে ল্যাংটাচোংটা কইরা ধানখেতে হালাইয়া রাখবো। গেরামের বেবাক মাইনষে অরে দেকবো।

আজিজ কথা বলল না। বিড়ি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কখন ফেলে দিয়েছে মনে নাই। এখন আবার একটা বিড়ি ধরাতে ইচ্ছে করলো তার।

তখনই বানেছা বলল, নূরজাহান অহন কো?

হেইডা কইতে পারি না। দৌড় দিয়া কোনমিহি গেল কে জানে?

AMARBOI.COM

মনে অয় বাইত্তেঐ গেছে। আর কই যাইবো!

হ।

উঠে দাঁড়াল আজিজ। যাই, বাইতথন বাইর অই। খোজখবর লইয়া দেহি কারবারডা কী অইলো।

বানেছা বলল, বাইর যহন অইতাছো ভারখান লইয়াঐ বাইর অও।

আজিজ অবাক হল। ক্যা?

গাওয়ালডাও করলা।

কই গাওয়াল করুম? দুফইরা ভাত খাইয়া কোলাপাড়া মিহি যাওন যাইবো? আইজ মনে করছিলাম উত্তরমিহি যামু। উত্তর মেদিনমোণ্ডল, সীতারামপুর, দোকাছি, কোলাপাড়া অইয়া বাইত আমু।

হেইডা যহন হইলো না নিজের গেরামেঐ গাওয়াল করো। নূরজাহানের সম্বাতও লইলা, গাওয়ালও করলা।

হ বুদ্দিডা খারাপ না। তয় কারবার অইবো বইলা মনে অয় না। তবু তুমি যহন কইছো, যাই।

তারপর ভার কাঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আজিজ। সে যখন বাড়ির নামায় বানেছা তখন চিৎকার করে পোলাপানদের ডাকছে। খাইতে আয় তরা। ভাত বাড়ছি।

AMARBOI.COM

৩

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজিজের মনে হল গ্রামখানি কী রকম যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কোথাও যেন কোনও শব্দ নাই, প্রাণের সাড়া নাই। গাছপালায় নাই হাওয়ার চলাচল, পাখির ডাক। মানুষের ঘরবাড়ি সব রাত দুপুরের মতো নির্জন হয়ে আছে। যেন কেউ কোথাও জাগনা (জেগে) নাই, যেন সবাই ডুবে আছে গভীর ঘুমে।

এমন হয়েছে কেন?

দুপুরের পর এমনিতেই নির্জন হয় গ্রাম। গৃহস্থলোক ক্ষেতখোলার কাজ সেরে, হাটবাজার সেরে বাড়ি ফিরে। তারপর নাওয়া খাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক জিরায়। তখন চারদিকে প্রাণের সাড়া কম থাকে। এখন যদিও সেই সময়, কিন্তু এমন নির্জন হয়েছে যেন হাওয়াও বইছে না। হাওয়ার হয়েছে কী! হাওয়া কেন বইছে না!

পাখিদের হয়েছে কী! কেন ডাকাডাকি করছে না তারা!

তবে একটা শব্দ সব সময়ই জেগে থাকে গ্রামদেশে, নির্জনতার শব্দ, স্তব্ধতার শব্দ। গাছের পাতায়, ঘাসের বনে, শস্যের চকেমাঠে গভীর নির্জনতায়ও জেগে থাকে এক ধরনের ঝিমমারা শব্দ। সূক্ষ্মভাবে খেয়াল না করলে সেই শব্দকে শব্দ মনে হয় না।

আজ সেই স্তব্ধতার শব্দও শুনতে পেল আজিজ।

এমন হয়েছে কেন আজ! মানুষের পাপে কি লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে প্রকৃতি! বইতে ভুলে গেছে হাওয়া! গাইতে ভুলে গেছে পাখিরা! উড়তে ভুলে গেছে!

নাকি সাত আসমানের উপর বসে তাঁর তৈরি দুনিয়ার দিকে, মানুষের দুনিয়ার দিকে সারাক্ষণ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা মহান আল্লাহপাকের ইচ্ছায় আজ এমন হয়েছে। কাল রাত থেকেই আল্লাহ যখন দেখেছেন দুনিয়ার এককোণে, বাংলাদেশের একখানি গ্রামে তাঁর তৈরি এক নিরীহ অবোলা বান্দার ওপর ভয়াবহ অত্যাচার করছে শক্তিমান আরেক বান্দা, জীবন ছারখার করছে সেই মানুষের, আর মিথ্যার আশ্রয়ে মহান করে তুলছে নিজেকে, সেই মানুষের পাপে দুনিয়াকে তিনি স্তব্ধ হতে বলেছেন। এ জন্যই কি এমন হয়েছে আজ!

নাকি এর পিছনে আছে মানুষের তৈরি সমাজ ব্যবস্থার অতি সাধারণ কোনও ভয়ভীতি! নূরজাহানের প্রতিবাদী আচরণে, মান্নান মাওলানার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া দেখে পার্থিব ভয়ে কি মানুষের মতন প্রকৃতিও স্তব্ধ হয়েছে!

আজিজ কিছু বুঝতে পারে না। মনের ভিতর, মাথার ভিতর নিরন্তর কাজ করতে থাকা সূক্ষাতিসূক্ষ্ম সুতা প্যাঁচ লেগে যায়। খানিক চেষ্টা করে প্যাঁচটা ছুটাতে চায় সে। পারে না। তখন হতাশ হয়ে এসব চিন্তা বাদ দেয়। মনের ভিতর জাগিয়ে তুলতে চায় নিজের একটি দিন মাটি হয়ে যাওয়ার বেদনা। জীবনের অদৃশ্য খেরোখাতার একটি পাতায় হিসাবের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে চলে।

হিসেব মিলে না আজিজের। গ্রাম পাথালে তামা পিতল এলুমিনিয়ামের ভার কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে সেই অদৃশ্য খেরোখাতায় জীবন হিসাবের আশ্চর্য একটা জট সে এক সময় খুলে যেতে দেখে। জীবন থেকে যে সময় হারিয়ে যায় সেই সময়ের কাজটুকু, সেই সময়ের লাভ লোকসান এক জীবনে আর কখনও পূরণ হয় না। পেরিয়ে যাওয়া সময়ের পর যে সময় আসে বোকা মানুষ সেই সময়কে আগের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে সুদে আসলে পেরিয়ে যাওয়া সময়ের লোকসানটা পুষিয়ে নিতে চায়। তাতে লাভের জায়গায় জীবনশক্তির ক্ষয়কর্মে যে লোকসানটা হয় সেই লোকসান যে এক জীবনে আর লাভের মুখ দেখে না, সময়ের আসল মারপ্যাঁচটা যে এখানেই আজ দুপুরের আগে আজিজ যেন তা টেরই পায়নি। তবে টের পেয়ে মনটা কী রকম ভার হয়ে গেল তার। একটা দিনের বেশ কিছুটা সময় মাটি করে দেওয়ার জন্য মোতালেবের ওপর খুব রাগ হল। মনে মনে খুব গালাগাল করতে ইচ্ছে করল তাকে। কিন্তু গালাগালটা আজিজ করল না। এক সময় নিজের ভিতর জেগে উঠতে দেখল আশ্চর্য এক অভিমান। মোতালেবের কথায় সে ভুলেছিল কেন! চতুররা তো কত কথাই বলে! চতুরদের কথায় ভাল মানুষরা ভুলবে কেন!

আজিজ কেন ভুলেছিল!

এই অভিমানে কাঁধ থেকে আজিজের ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করল তামা পিতলের ভার। মুহূর্তের জন্য যেদিকে দুইচোখ যায় চলে যেতে ইচ্ছা করল।

তারপরই মনে হল, এ বোধহয় মহান আল্লাহপাকেরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। মোতালেবের কারণে আজিজের একটা দিন যে মাটি হবে এটা

আল্লাহপাকের ইশারাতেই হয়েছে। তিনি যা করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন। এই মাটি হওয়া দিনের ভিতরই হয়তো মঙ্গলের কোনও ইঙ্গিত আজিজের জন্য রেখে দিয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতে তার ফল পাবে আজিজ।

এসব ভেবে তার হওয়া মন হালকা হয়ে গেল আজিজের। কোঁচড় থেকে বিড়ি বের করে ধরাল সে। ততক্ষণে আজিজ একেবারে দবির গাছির বাড়ির কাছে।

উঠানের রোদে তখনও গা ছেড়ে বসে আছে দবির গাছি, তার মুখোমুখি পিঁড়িতে বসে আছে হামিদা। রান্নাচালার সামনে নিঃশব্দে খাবার খুঁজে ফিরছে তিনটা ভাতশালিক। রসের হাড়িকুড়ি, ভার পড়ে আছে মানুষ আর পাখিদের আশপাশে।

এই বাড়ির কাছাকাছি এসে যেন হঠাৎ করেই বাড়িটা দেখতে পেল আজিজ গাঁওয়াল, মানুষ আর শালিক পাখি দেখতে পেল। রসের হাড়ি ভার দেখতে পেল। যেন বা এতক্ষণ সে ছিল ঘুমে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেঁটেছে এতটা পথ। ফলে কিছুই যেন দেখতে পায়নি, কিছুই যেন চোখে পড়েনি। অথবা দিন দুপুরেই তাকে যেন ধরেছিল রাত দুপুরের কানাওলা। আপন গ্রামেই যেন পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। পথ চিনতে পারেনি। কার কোন বাড়ি, চিনতে পারেনি। এই মাত্র যেন কানাওলা ছেড়ে গেছে তাকে, এই মাত্র যেন সব চিনতে পারছে। তারপরই সেই অদৃশ্য খেরোখাতার একটি পৃষ্ঠা আবার খুলে গেছে আজিজ গাঁওয়ালের চোখে। একটি দিনের হিসাব গড়মিল হয়ে গেছে। যদি হিসাবটা খানিক মিলানো যায়, লোকসানের জায়গায় যদি এসে দাঁড়ায় দুইচার টাকার লাভ তাহলে কিছুটা অন্তত পোষায়। এই ভেবে দবির গাছির উঠানে এসে উঠল আজিজ।

রসের দিনে টাকা পয়সার আকাল নেই দবির গাছির। কোঁচড়ে টাকা পয়সা থাকলে এইসব টুকটাক জিনিস গিরস্তে বেশি কিনে। ঠিকঠাক মতো বুঝাতে পারলে দবিরও কিনবে। তামা পিতলের জিনিস তো তার দরকারই। মেয়ে বড় হয়েছে। মেয়ের বিয়েতে পিতলের জগ কলসি, পানদান চিলমচি, তামার থালা গ্লাস এসব না লেগে পারে না। যদিও লোকে আজকাল কাচের জিনিসপত্র কিনে, চীনামাটির জিনিসপত্র কিনে, মেলামাইন বলে একটা জিনিস বেরিয়েছে তাও কিনে, তবু তামা পিতলের জিনিসের কদর কমেনি। যারা কেনার তারা এখনও এসব জিনিসই কিনে। তাছাড়া গ্রাম গেরস্তে তামা পিতলের জিনিসপত্র কেনে অন্য একটা কারণেও। এক দুই জনমে তামা পিতলের জিনিসের কোনও ক্ষতি হয় না। ফেলিয়ে ছড়িয়ে রাখলেও নষ্ট হয় না। সবচেয়ে বড়কথা হল জিনিসগুলি সোনা রূপার মতন। আকালের দিনে গিরস্তকে বাঁচিয়ে রাখে। ঘরে চাল না থাকলে এক দুইখানা তামা পিতলের জিনিস বাজারে নিয়ে গেলেই হয়। নগদ দামে কিনে নিবে ভাণ্ডারীরা। এ জন্যে বছরের যে সময়টায় টাকা পয়সা হাতে থাকে গিরস্তের সেই সময় অনেকেই এইসব জিনিস কিনে রাখে। টাকা পয়সা না জমিয়ে এইসব জিনিস জমায়।

টাকা হচ্ছে গাছের শুকনা পাতার মতো। যখন তখন ফরফর করে উড়ে যায়। এজন্য টাকা না জমিয়ে তামা পিতল জমানো ভাল। খুব বেশি ঠেকায় না পড়লে, অভাবের ঝড় কালবৈশাখির মতন প্রবল না হলে ঘর থেকে তামা পিতল কখনো উড়ে যায় না। ঘরের জিনিস ঘরেই থাকে।

AMARBOI.COM

আর একখানা সুবিধা হল তামা পিতলের জিনিস ক্ষয় হয়ে গেলেও, ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও কদরটা তার থেকেই যায়। ভাঙারীরা সের দরে কিনে নেয়। এমন কি ভাঙারী আর গাঁওয়ালরা পুরনো, ক্ষয় হয়ে যাওয়া কিংবা, ভাঙাচোরা জিনিসের বিনিময়ে নতুন জিনিসও দেয়। তিন চারখানা ভাঙা জিনিসের বিনিময়ে হয়তো বা নতুন, ভাল একখানা জিনিস পাওয়া গেল।

কায়দাটা একেবারে সোনা রূপার মতন।

কোনও কোনও বোকা গিরস্ত এসব বুঝতে চায় না। তারা মনে করে তামা পিতল হচ্ছে আদ্দিকালের বস্তু। এই বস্তুর কদর আজকাল নাই। আজকাল হচ্ছে কাচের যুগ, কাচের জিনিসের কদর আর কদর চীনামাটির। থালা বাসন গেলাস বাটি জগ সবই কাচের, সবই চীনামাটির। কিন্তু বস্তুগুলো যে মানুষের সম্পর্কের মতন, প্রেম পিরিতির মতন যখন তখন ভাঙে সেদিকে কারও নজর থাকে না।

এসব ভেবে আজিজ গাঁওয়াল ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজিত হল। গিরস্তলোকের বাড়ি গিয়ে আজ থেকে যদি এই ধরনের কথা আজিজ বুঝিয়ে বলতে পারে তাহলে তামা পিতলের কদরটা আবার আদ্দিকালের মতন বাড়বে। কাচ মাটি ফেলে লোকে নিশ্চয় তামা পিতলের দিকে ঝুঁকবে। মানুষ হচ্ছে লোভী জীব। যেদিকে লাভ সেদিকেই ঝুঁকবে। কথা হল কোনখানে লাভ সেটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে।

তারপর আরেকটা বিষয় আবিষ্কার করল আজিজ গাঁওয়াল। লোকে যে বলে আল্লাহ যা করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যে করেন, কথাটা ঠিক। এই যে জীবনের একটি দিন মাটি হয়ে যাওয়ার পরও তামা পিতল আর কাচ মাটির প্রভেদের যে জটটা আজ অন্যরকমভাবে খুলল আজিজ, এ তো আল্লারই ইশারাতেই হল। এই জট খোলার ব্যাপারটা যখন গিরস্তলোককে বুঝিয়ে বলতে পারবে আজিজ তখন তার মালসামানের বিক্রি বেড়ে যাবে। হাতে টাকা আসবে দেদারসে। আজিজ আর আজিজ থাকবে না।

দবির গাছির বাড়ি থেকেই কি এই কাজটা আজ শুরু করবে আজিজ গাঁওয়াল!

রান্নাচালার সামনে চড়ে বেড়ানো তিনটা শালিকের একটা আনমনা ভঙ্গিতে উঠানের মাঝামাঝি চলে এসেছিল। দবির গাছি এবং হামিদা চুপচাপ বসে আছে দেখে, নড়াচড়া করছে না দেখে ভয়টা সে পায়নি। উড়াল দেওয়ারও দরকার হয়নি। কিন্তু তামা পিতলের ভার কাঁধে চকের দিক থেকে আজিজকে এই উঠানে উঠে আসতে দেখে পাখিটা তার স্বভাব মতো চঞ্চল হল। দবির হামিদার মাঝখান দিয়ে বড়ঘরের চালার দিকে উড়াল দিল। শালিক পাখির উড়ে যাওয়ার কারণেই যেন আজিজকে দেখতে পেল দবির গাছি, হামিদা। আর দবির হামিদার মুখ দেখে খানিক আগের ভাবনাটায় তালগোল পাকিয়ে গেল আজিজ গাঁওয়ালের। যে বাড়ির ওইটুকু মেয়ে আজ সকালেই এমন একটা কাজ করেছে সেই বাড়ির মানুষের, মেয়ের মা বাবার মন মেজাজ আজ কেমন হতে পারে তা অনুমান করা হদ্দবোকার পক্ষেও সম্ভব। সেই বাড়িতে আর যাই হোক গাঁওয়াল করা সম্ভব না, সেই বাড়িতে আর যাই হোক তামা পিতলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্যাচাল পাড়া সম্ভব না। পাড়তে গেলে গিরস্থলোক বিরক্ত হবে। কাজ না হয়ে অকাজ হবে। শুরুর দিনেই মার খেয়ে যাবে আজিজ, বিমুখ হয়ে যাবে।

তা হওয়া ঠিক হবে না। যে কোনও ভাল কাজের শুরুও ভাল হওয়া উচিত।

AmarBoi.com

তাহলে আজিজ এখন কী করবে? দবির গাছির বাড়িতে যখন এসেই পড়েছে কিছু একটা তাকে করতেই হবে। দুইএকটা ভালমন্দ কথা অন্তত বলতে হবে। গৃহস্থের খোঁজ খবরটা নিতে হবে। তাছাড়া যে বাড়ির মেয়ে আজ এমন একখানা কাজ করেছে সেই মেয়ের মা বাবার সঙ্গে কত রকমের কথাই তো বলা যায়! কত রকম ভাবেই তো সান্ত্বনা দেওয়া যায় তাদের আর সেটাই তো মানুষের ধর্ম। যদিও আজিজ কারও সাতে পাঁচে থাকে না, থাকে শুধু নিজেকে নিয়ে, ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়ের মাকে নিয়ে। কিন্তু কোনও কোনও সময় অন্যকে নিয়েও তো থাকতে হয়। আজকের দিনটা যখন মাটি হয়েই গেছে, সকালটা যখন মান্নান মাওলানার সঙ্গে থেকেছে, এখন না হয় দবির গাছির সঙ্গে থাকল। একটা দিন না হয় এইসব কাজেই গেল। আল্লাহ হয়তো এরকমই ইশারা করছেন। আর একফাঁকে মনের ভিতর গাঁওয়ালটা অন্যভাবে করার একখানা মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ওই মন্ত্রের বলে মাটি হয়ে যাওয়া দিন সোনা হয়ে ফিরে আসবে আজিজের।

আজিজ গাঁওয়াল কাঁধের ভার নামাল।

ততোক্ষণে দবির হামিদা দুইজনেই তাকে দেখতে পেয়েছে। দুইজনেই হাসিমুখে তাকিয়েছে তার দিকে।

দবির বলল, সম্বাত কী গাওয়াল? আইজ দিহি নিজ গেরামে?

দবিরের গলার স্বর, কথা বলার ধরন আর মনের ভিতরকার আমুদে ভাব দেখে বেশ বড় রকমের একখানা ধাক্কা খেল আজিজ। এ কী করে সম্ভব! যার মেয়ে গ্রামের সবচাইতে ক্ষমতাবান মানুষের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে সে এমন আমুদে ভঙ্গিতে কথা বলে কী করে! এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে বউর সঙ্গে নিজের উঠানে বসে থাকে কী করে! বসার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে আয়েশ করে রোদ পোহাচ্ছে। এমন হয় নাকি! এমন হয়!

হামিদার মুখও তো নির্বিকার। মুখ দেখে মনেই হচ্ছে না তার পেটের মেয়ে এমন কাজ করেছে। একমাত্র মেয়ের অন্যায় অপরাধের কথা জেনে কোন মা বাবা পারে এমন নিশ্চিন্তে থাকতে! শক্তিটা কোথায় তাদের! কারা আছে দবিরের মতন মানুষের পাশে দাঁড়াবার! আর মান্নান মাওলানার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিই বা এই গ্রামে কাদের আছে!

যাদের আছে তাঁরা কেউ সেভাবে গ্রামে থাকেন না। খানবাড়ির লোকজন। তাঁরা কেউ মান্নান মাওলানা কিংবা গ্রামের লোকজনের কথা সেভাবে ভাবেন না। ভাবেন গ্রামে যারা যেভাবে আছে থাকুক। আমাদের কী! আমরা আমাদের মতো আছি, গ্রামের লোকজন তাদের মতো থাকুক।

এই অবস্থায় তাহলে কারা আছে দবির নূরজাহানের সঙ্গে, কোন শক্তিবলে এমন নির্বিকার হয়ে আছে নূরজাহানের মা বাবা! নূরজাহানই বা কোথায়!

দুপুর ফুরিয়ে আসা রোদে তখন শিমুলের ঝরে যাওয়া ফুলের রঙ ধরেছে। শীতের হাওয়ায় খুব ভিতর থেকে লেগেছে তীব্র এক টান। মাটি গাছপালা আর মানুষের শরীরে জমে থাকা খেজুর রসের মতো রস গাছির ওপর ক্ষুণ্ন হয়ে থাকা গাছ যেভাবে ভিতর দিকে শুষে নেয় ঠিক সেইভাবে শুষে নিচ্ছে চিরকালিন প্রকৃতি। এই টানে এখনই বুঝি ফেটে চৌচির হবে অনাদিকালের মাটি, ইরল চিরল দাগে জর্জরিত হবে গাছের বাকল আর পাতারা। মানুষের চামড়া হবে আরজিনার (গিরিগিটি) চামড়ার মতন। পিপাসায় কাতর হবে মানুষ। পানির অভাবে ছাতি ফাটবে।

AMARBOI.COM

আজিজ গাঁওয়ালেরও কি ছাতি ফাটার উপক্রম! গলা বুক শুকিয়ে আসছে কেন!

আজিজ ঢোক গিলল। তারপর রান্নাচালার দিকে তাকাল। দুইটা শালিক এখনও চড়ছে ওদিকপানে। হাওয়ার টানে ঘাড়ের রোঁয়া একদিকে ঝুকে আছে একটি পাখির। অন্যটা আছে হাওয়ার দিকে মুখ করে। ফলে ঘাড়ের রোঁয়া পিঠের উপর ঝুঁকেছে।

রান্নাচালার পিছন দিককার বাঁশবন আকুলি বিকুলি করছে উত্তরের হাওয়ায়। শন শন শব্দে মুখর হয়েছে বাঁশবন। বাঁশবনের মাথায় একটুখানি ঝুঁকে আছে নীলসাদা আকাশ। ঘুমাতে যাওয়ার আগে যেমন ফ্যাকাশে হয় কোনও কোনও মানুষের মুখ, আকাশ এখন তেমন। খানিক পরই যেন ঘুমিয়ে পড়বে আকাশ, ফুরিয়ে যাবে দিনের আলো। কুয়াশার জালে বন্দি হবে মানুষের দুনিয়া।

আজিজ গাঁওয়াল একবার আকাশের দিকে তাকাল। পলকের জন্যে তার মনে হলো সাত আসমানের উপর বসে থাকা মহান আল্লাহপাকের কথা। কী ক্ষমতাবান তিনি! একই সঙ্গে দেখতে পান দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ, মানুষের মনের ভিতর লুকিয়ে থাকা রহস্যময়তা তাঁর কাছে পানির মতন পরিষ্কার। একই সঙ্গে তিনি দেখতে পান মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুকে, মানুষের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে। মানুষের জীবন জীবিকা, নিয়তি সব তাঁর আঙুলের ডগায়। অদৃশ্য এক সুতায় দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে বেঁধে রেখেছে তিনি। যেমন ইচ্ছা তেমন করে খেলাচ্ছেন মানুষকে। হয়তো দবির গাছি আর তার বউকেও খেলাচ্ছেন। আর তাদের খেলার দর্শক করে দিয়েছেন আজিজ গাঁওয়ালকে। এই যে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে গ্রামে, ঘটনা ঘটিয়েছে যে মেয়ে তার মা বাবা এমন নির্বিকার হতে পারে কেবল আল্লার ইশারায়ই।

আজিজ গাঁওয়াল চুপচাপ হয়ে আছে দেখে তার দিকে তাকাল দবির। হাসিমুখে বলল, কী অইলো গাওয়াল? কথা কও না ক্যা?

আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দবিরের দিকে তাকাল আজিজ। কী কমু?

একখান কথা জিগাইলাম তার দিহি জব দিলা না? অনেকক্ষুণ অইয়া গেল!

হামিদা বলল, হ। কথার জব না দিয়া আসমানের মিহি চাইয়া রইলেন। আসমানের মিহি চাইয়া কী জানি চিন্তা করতাছিলেন।

আজিজ হাসল। আপনে বোজলেন কেমতে?

আমি আপনেরে খ্যাল করছি। আপনে চাইয়া আছিলেন আসমানের মিহি আর আমি চাইয়া আছিলাম আপনের মিহি।

আজিজ আবার হাসল। তারপরই মুখটা ব্যাজার করল। আইজ আপনে আমার লগে এমুন পর পর ব্যাভার করতাছেন ক্যা মামানী আম্মা?

হামিদা একটু থতমত খেল। কীয়ের পর পর ব্যাভার?

এই যে আপনে আপনে করতাছেন আমারে?

দবির বলল, হ আমিও খ্যাল করলাম। আজিজরে তুমি আপনে আপনে করতাছো ক্যা? ছনুবুজির পোলা। ও তো আমার ম্যালা ছোড।

হামিদা বলল, ছোড বড়র কথা না। কথাডা অন্য। আজিজ মামারে আমি সব সময় আপনে কইরাঐ কই।

কও কী? আমি তো কোনওদিন হুনি নাই।

www.amarboi.com

হোনছ। খ্যাল করো নাই।

আজিজ বলল, আমিও খ্যাল করি নাই। আমার য্যান মনে অয় আপনে আমারে সব সময়ই তুমি কইরা কন। আর গাছি মামায় কয় তুই কইরা।

না, আপনে কইরাঐ কই। আপনের লগে দেখা সাক্ষাৎ কম অয় তো, এর লেইগা মনে নাই আপনের।

দবির বলল, তয় আমি যে তুই কইরা কইতাম এইডা আমার মনে আছে।

আজিজ বলল, তয় আইজ তুমি কইরা কইতাছেন ক্যা?

কী জানি!

একটু থেমে, একটু ভেবে দবির বলল, আইজ তোমারে দেইখা কেমুন জানি অন্যরকম লাগতাছে গাওয়াল। মনে অইতাছে তুমি ছনুবুজির পোলা আজিজ না। তুমি য্যান অন্য মানুষ। ভীনগাওয়ের গাওয়াল। আমগো গেরামে আইছ গাওয়াল করতে।

আজিজ বলল, আপনেগ দুইজনেরও আমার জানি কেমুন অন্যরকম লাগতাছে আইজ। মনে অইতাছে আপনেরা আপনেরা না, আপনেরা য্যান অন্যমানুষ। নাইলে এইরকম একখান ঘটনা ঘইটা যাওনের পর কেমতে বাড়ির উডানে বইয়া রইছেন আপনেরা? কেমতে রইদ পোয়ান, কেমতে মাইনষের লগে কথা কন? কে আছে আপনেগো পিছে? কার সাহসে এত সাহস আপনেগো?

আজিজের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারল না দবির, কিছুই বুঝতে পারল না হামিদা। দুজনেই অবাক হয়ে তাকাল আজিজের মুখের দিকে।

দবির বলল, কী কচ তুই? কিছু তো বোজতাছি না।

হামিদা বলল, হ। কী ঘটনা ঘইটা গেছে? কীয়ের সাহস আমগো? কী কন আপনে?

একবার হামিদার মুখের দিকে আর একবার দবিরের মুখের দিকে তাকাল আজিজ। পট পট করে চোখে কয়েকটা পলক ফেলল। আমার কথা আপনেরা বোজেন নাই?

দবির বলল, না।

মামানী আম্মা, আপনেও বোজেন নাই?

হামিদা সরল গলায় বলল, না।

কন কী?

দবির বলল, তর লগে আমরামিছা কথা কমুনি?

মিছাকথা না কইলেন, ফাইজলামি তো করতে পারেন!

তর লগে আমার ফাইজলামি চলে না। কোনওদিন করিও নাই। তর লগে আমার ফাইজলামির সমন্দ না। তর মারে আমি বুজি কইতাম। আপনা না অইলেও, রক্তের সমন্দ না অইলেও তুই আমার ভাইগ্না। ভাইগ্নার লগে ফাইজলামি করার লাহান মানুষ আমি না।

হ, আমিও তো আপনেরে অমুনঐ মনে করি। তয় এইডা তো আবার বিশ্বাসও অইতাছে না।

কোনডা?

নূরজাহানের কামডা।

এবার উতলা হলো হামিদা। নূরজাহানের কোন কামডা? কী করছে নূরজাহান?

AMARBOI.COM

আপনেরা জানেন না?

দবির হামিদা দুইজন একসঙ্গে বলল, না।

কন কী?

দবির বলল, হ। কী করছে নূরজাহান?

এবার ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল আজিজ। হায় হায় করে উঠল। আমিও তো হেইডাঐ কই! এতবড় একখান কাম যেই বাড়ির অতডু (এতোটুকু) মাইয়ায় করছে হেই বাড়ির মাইনষে, মাইয়ার মা বাপে কেমতে এমুন চুপচাপ থাকে? অহন সেন্না বোজলাম ঘটনাডা মা বাপে জানেঐ না।

আজিজ বসে পড়েছে আর কোন ফাঁকে যেন উঠে দাঁড়িয়েছে দবির হামিদা। গভীর দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনায় যেন ভিতরে ভিতরে ফেটে পড়ছে দুইজনে। দুপুর ফুরিয়ে গেছে। খানিক পরই ঠুলইয়ে ছ্যান কাটাইল নিয়ে, কোমরে কাছি প্যাচিয়ে, ভারের দুইদিকে ছোট ছোট মাটির হাড়ি নিয়ে গাছ ঝুড়তে বেরুবে দবির। বেজায় খিদে পেয়েছে। দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে করে খাওয়া হয়নি। এখন খেলে জিরাবার আর সময় পাওয়া যাবে না। ভারি পেট নিয়ে বেরুতে হবে কাজে। ফলে কাজ হবে ধীর, চলন হবে ধীর।

রসের দিনে এমন কখনও হয় না দবির গাছির। সকাল সকাল রসের কারবার সেরে বাজার হাটে যায় সে। বাড়ির নামায় ছোট্ট দুইখানা কোলা আছে। কলুই সরিষা, তিল কাউন আর আউশ ধানটা হয়। হাতে সময় থাকলে কোলা দুইটোর তদারকও করে কোনও কোনওদিন। তারপর দুপুরের মুখে মুখে নেয়ে ধুয়ে ভাতটা খায়। খাওয়া দাওয়ার পর খানিক তামাক টানে। চৌকিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আধঘণ্টা একঘণ্টার ঘুম দেয় কখনও, কখনও বা বসেই কাটায় সময়। দুপুর ফুরিয়ে এলে যখন বাড়ি থেকে বেরয় তখন আর কোনও ক্লান্তি নাই। যেন আজই প্রথম গাছ ঝুড়তে বেরুচ্ছে এমন আমোদ ফূর্তি ঘোরাঘুরি করে শরীরে। আজিজের কথা শুনে আজ সেইসব অনুভূতি কোথায় উধাও হয়েছে দবির গাছির। ক্ষুধা বলতে কিছুই যেন এখন আর নাই। বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকা আত্মা যেন জায়গা ছেড়ে ঠেলে উঠেছে গলার কাছে। ফলে আত্মার শূন্যস্থানে একসঙ্গে বাজছে হাজারটা ঢাকের বাদ্য।

হামিদার অবস্থাও একই রকম। মুহূর্তে চোখের পলকে যেন মরে গেছে ক্ষুধা। চোখের পলকেই যেন ম্লান হয়েছে বাড়ির ঘর আঙিনা, গাছপালা। মাথার উপরকার আকাশ যেন অসময়ে নামাতে শুরু করেছে কুয়াশা। কুয়াশায় যেন আচ্ছন্ন হয়েছে উঠানে বসে থাকা আজিজ গাঁওয়ালের মুখ। মুখ যেন অস্পষ্ট তার, দেখা যায় না।

কী করেছে নূরজাহান? কোন সর্বনাশ ঘটিয়েছে? কেন এমন হায় হায় করছে আজিজ গাঁওয়াল?

তাহলে কি হামিদার কথাই ঠিক হল? এই যে আজই খানিক আগে মেয়ে নিয়ে দবিরকে বলেছিল, এই মাইয়া লইয়া কপালে শনি আছে তোমার। অহন শাসন না করলে একদিন হায় হায় কইরা কূল পাইবা না, কাইন্দা কূল পাইবা না। কপালে শনি কি তাহলে আজই ঘনিয়েছে তাদের! আজ কি সেই হায় হায় করার দিন! কেঁদে কূল না পাওয়ার দিন!

হামিদা কোনও রকমে আবার বলল, কী করছে নূরজাহান?

AMARBOI.COM

আজিজ বলল, মাওলানা সাবের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছে।

চিৎকার করে উঠতে গিয়ে গলা চাপালো দবির। কচ কী?

হ। সড়কে। গেরামের বেবাক মাইনষের সামনে, দারগা পুলিশের সামনে।

হামিদা ছটফটা গলায় বলল, তারবাদে?

তারবাদে ক্ষেতের উপরে দিয়া দৌড় দিছে।

দৌড় দিয়া কই গেছে?

হেইডা কইতে পারি না। আমি তো মনে করছি বাইত্তে আইয়া পড়ছে। আপনেরা বেবাকতে জাইন্না গেছেন। জাইন্না গেরামের ময়মুরব্বি ধইরা, মাওলানা সাবের হাতে পায়ে ধইরা মাইয়ারে বাচাইছেন।

এবার গলা আর চাপিয়ে রাখতে পারল না দবির। চিৎকার করে বলল, না না।

ভয়ে উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেল তার।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে দিশেহারা গলায় হামিদা বলল, হায় হায় সব্বনাশ অইছে। মাইয়া তো বাইত্তে আহে নাই। মাইয়ারে তো মনে হয় আতাহাররা ধইরা লইয়া গেছে। এইডা কী অইল, হায় হায় এইডা কী অইল?

আর কোনওদিকে তাকাল না হামিদা। পাগলের মতন বাড়ির নামার দিকে দৌড় দিল। শাড়ির আঁচল চকের মাটিকে লুটাতে লাগল, খেয়াল করল না। যেন এখনই ছুটে গিয়ে মেয়ের সামনে না দাঁড়াতে পারলে নয়মাস দশদিন গর্ভের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা মেয়েটিকে সে রক্ষা করতে পারবে না। যেন তার এইটুকু মেয়েকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে আকাশ থেকে নেমে আসা শকুনের দল। যেন বহুকাল অনাহারে ছিল তারা, যেন বহুকাল পর খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে।

হামিদার ছুটে যাওয়া দেখল দবির। তারপর নিজেও ছুটল তার পিছু পিছু।

দবিরের উঠানে আজিজ গাওয়াল তখন মাটির মতন নিথর হয়ে আছে।

AMARBOI.COM

কাঁথার উপর দিয়ে কতক্ষণ নূরজাহানকে বুকে জড়িয়ে রেখেছিল মরনি কে জানে। কোন তাড়নায় কাজটা সে করেছিল কে জানে। বাইরে কতটা গড়িয়ে যাচ্ছিল দুপুর মরনি টের পায়নি। তার শুধু মনে ছিল ভয়ে আতঙ্কে মরো মরো মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে। ঘরের অন্ধকারে, কাঁথার তলায় লুকিয়ে বুকের তাপে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। তারপর দেখা যাবে কোথায় কী ঘটে। সময় কিছুটা কেটে গেলে রাগক্রোধ কমে আসবে মাওলানা সাহেবের। গ্রামের দুই চারজন ময়মুরব্বি নিয়ে মাওলানা সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেই হবে। পায়ের উপর কেঁদে পড়লে মানুষ মানুষকে মাফ না করে

পারে না। দরকার হলে মরনিও যাবে মান্নান মাওলানার বাড়িতে। নূরজাহানের হয়ে, নূরজাহানের মা বাবার হয়ে সেও না হয় মাফ চাইবে মাওলানা সাহেবের কাছে। নিজের অপরাধী সন্তানের জন্য যেমন করে অনুনয় করবে নূরজাহানের মা বাবা, মরনিও নাহয় তেমন করেই করবে। মান্নান মাওলানার হাতে পায়ে ধরে সেও না হয় বলবে, পোলাপান মানুষ, কিছু না বুইজ্জা কামডা কইরালাইছে। অরে আপনে মাপ কইরা দেন। অর কোনও ক্ষতি আপনে কইরেন না। আপনের পোলা আতাহাররে কইয়া দেন হেয়ও য্যান অরে মাপ কইরা দেয়, হেয়ও য্যান অর কোনও ক্ষতি না করে। যতদিন বাইচ্চা থাকবো এমুন কাম নূরজাহান আর কুনোদিন করবো না।

বাইরের গড়িয়ে যাওয়া দুপুরের নির্জনতায় তখন ঝিমধরা ভাব। গয়াগাছের ওদিক থেকে ভেসে আসছিল ক্লান্ত এক কাকের ডাক। থেকে থেকে ডাকছিল কাকটা। সেই ডাকের মাঝখানেই যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল মরনি। কাঁথার তলায় লুকিয়ে থাকা নূরজাহান তখন কেমন স্থির হয়েছে। শরীরের কাঁপনটা নাই। ভয়ে আতঙ্কে ফেলা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ বদলে গেছে। এখন শব্দটা কেমন ধীর, গম্ভীর। গভীর ঘুমে ডুবে যাওয়া মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দের মতন।

কাঁথার আড়ালে লুকিয়ে থাকা নূরজাহানের শরীর থেকে আলগা হল মরনি। দুহাতে জড়িয়ে রাখা নূরজাহানকে ছেড়ে দিল। কিন্তু নূরজাহানের কোনও সাড়া নাই। একেবারেই নিথর হয়ে আছে, নিঃসাড় হয়ে আছে।

হঠাৎ এমন বদলে গেল কী করে নূরজাহান! কেমন করে সামলাল নিজেকে! এরকম কাজ করার পর এইটুকু মেয়ে কী করে এত সহজে পারল নিজেকে সামলাতে! নাকি মরনির কারণে হল এমন! ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে, কাঁথার তলায় লুকিয়ে, বুকের ওমে আশ্রয় দিয়ে মরনি কি বাঁচিয়ে তুলতে পারল মেয়েটিকে!

চট করে একবার মুরগির ছাওটার কথা মনে পড়ল মরনির। বুকের ক্ষতে হলুদ বাটা আর চুন মিশিয়ে, পলোর ভেতরে আটকে কিছুক্ষণ পর পর যেমন করে দেখছিল ছাওটাকে, কতটুকু সেরে উঠল ছাওটা বোঝার চেষ্টা করছিল, নূরজাহানের ব্যাপারটাও তেমন করে বুঝতে চাইল সে। নূরজাহানের শরীর থেকে আলগা হয়ে আস্তে করে তার মুখ থেকে কাঁথাটা সরাল মরনি। সরিয়ে অবাক হল। কখন, কোন ফাঁকে যেন ঘুমে একেবারে তলিয়ে গেছে নূরজাহান। চোখ মুখ দুশ্চিন্তাহীন। যেন মায়ের বুকে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে অবোলা শিশু।

নূরজাহানের এই মুখ দেখে বুক তোলপাড় করে উঠল মরনির। নূরজাহানের মুখে সব শোনার পর যা হয়নি এখন তাই হল। চোখ পানিতে ভরে এল। মরনির শুধু মনে হল বাড়ির আঙিনা থেকে, মায়ের বুক থেকে মুরগির ছাওটাকে যেমন থাবা মেরে নিয়ে গিয়েছিল দাঁড়কাক তেমন করে যদি মান্নান মাওলানা কিংবা আতাহার থাবা মেরে নেয় নূরজাহানকে, তাদের মুখ থেকে নূরজাহানকে কোনও না কোনওভাবে যদি ফিরিয়ে আনা যায়ও, তারপরও নূরজাহানের এই নির্মল মুখ আর নির্মল থাকবে না। এই নির্মল শরীর আর নির্মল থাকবে না। মানুষের সঙ্গে দাঁড়কাক আর মুরগির অনেক ব্যবধান। যে ধরে সে যদি পুরুষ হয়, যাকে ধরে সে যদি হয় নারী তাহলে নারীর যে ক্ষতিটা হয়, যে ক্ষত

WWW.AMARBOI.COM

হয় তার শরীরে, দুনিয়ার কোনও অষুদে সেই ক্ষত সারানো যায় না। সেই ক্ষতের চিহ্ন জীবনভর ফুটে থাকে চেহারায়। হাজার চিকিৎসায়ও তা সারে না। এইটুকু মেয়ের ওপর আল্লাহতায়ালা কেন চাপিয়ে দিলেন এরকম এক আতঙ্কের বোঝা! কেন তাকে দিয়ে করালেন এমন এক কাজ! আল্লাহর ইশারা ছাড়া কি মানুষ কিছু করে!

তারপর আল্লাহর কথা ভেবেই যেন উঠে দাঁড়াল মরনি। নূরজাহানকে দিয়ে ওই কাজ করিয়ে মরনির কাছে আল্লাহই নিশ্চয় পাঠিয়েছেন নূরজাহানকে। মানুষের বিপদে মানুষ কতটা তার পাশে দাঁড়ায় সাত আসমানের উপর বসে এরকম পরীক্ষায় মাঝে মাঝে মানুষকে ফেলেন আল্লাহতায়ালা। নূরজাহানকে দিয়ে মরনিকেও হয়তো সেরকম এক পরীক্ষায়ই ফেলেছেন। নয়তো গ্রামে এত মানুষজন থাকতে, এত বাড়িঘর থাকতে নূরজাহান কেন হালাদার বাড়িতেই এল! নূরু হালাদারের অংশে, মরনির কাছেই সে এল কেন! আল্লাহ নিশ্চয় দেখতে চাইছেন নূরজাহানের বিপদে কেমন করে তার পাশে দাঁড়ায় মরনি, কেমন করে রক্ষা করতে চায় নূরজাহানকে।

চৌকি থেকে নেমে পাটাতনের ওপর খানিক স্থির হয়ে দাঁড়াল মরনি। কাঁথার তলায় ঘুমিয়ে থাকা নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, তুই ঘুমা মা, তুই নিশ্চিন্তে ঘুমা। আমি আছি তর লেইগা। আল্লায় তরে বাচাইবো।

ঘরের কোণে রাখা কাঠের পুরানা সিন্দুকের ওপর থেকে লোহার ভারি তালাটা নিয়েছে মরনি, তালার পেটে গেঁথে রাখা চাবিটা নিয়েছে। নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছে। দরজার বাইরে যে শিকল আছে সেটা আছে দরজার নিচের দিকে। শিকল লাগাবার যে আংটা সেটা আছে চৌকাঠের সঙ্গে। তালাটা সেখানে লাগাতে যাবে মরনি, সংসারের কথা মনে পড়ল। কিছুই করা হয়নি আজ। অথচ সকালবেলাই দুপুরের রান্নার ভাবনাটা ভেবে রেখেছিল মরনি। সেচিশাক আর টাকিমাছ। সেই মতো কি এখন আর কাজ করা যাবে!

দুপুর হেলে গেছে। এখন কোন ফাঁকে সেচিশাক তুলতে যাবে মরনি, কোন ফাঁকে ঘরের ভিতরকার ঘোপা থেকে টাকিমাছ তুলে নিবে! কোন ফাঁকে মাছ কুটবে, কোন ফাঁকে ধোয়া পাকলা শেষ করে তরকারি রাঁধবে! চুলা তো একখানা। ভাতটাই বা রাঁধবে কখন! আর গোসল!

চিন্তাভাবনায় প্যাঁচ লেগে গেল মরনির।

কিন্তু রান্না তো কিছু করতেই হবে! পেট তো কোনও কথা শুনবে না। ক্ষুধা লাগবেই। তাছাড়া নূরজাহানের ঘুমও তো এক সময় ভাঙবে। ক্ষুধা তারও লাগবে। মরনির আশ্রয়ে যখন আছে, মরনি নিজে খেলে নূরজাহানকেও খাওয়াতে হবে। অবশ্য একজন আর দুইজন মানুষের রান্নার মধ্যে তেমন ব্যবধান কিছু নাই। নিজের ভাত তরকারির পরিমাণ সামান্য বাড়ালে নূরজাহানের খাবারটাও হয়ে যাবে। একই পরিশ্রমে দুইজনের খাবার।

কিন্তু খেতে কি নূরজাহান চাইবে?

না চাইলেও খাওয়াতে হবে। জোর করে হলেও খাওয়াতে হবে। স্বাভাবিক করে তুলতে হবে মেয়েটিকে। পরে দেখা যাবে কী হয়।

AMARBOI.COM

তারপরই ভাত তরকারি রান্নার ইচ্ছাটা বাদ দিয়েছে মরনি। তারচেয়ে খিচুড়ি আর নয়তো বউয়া রাঁনলে কেমুন অয়! ঘরে ঢেঁকিছাটা আলাচাউল (আতপ চাল) আছে। জামির চাল। একটু লালচে ধরনের। খিচুড়ি বউয়া যাই রান্না হোক, খেতে খুব স্বাদ হবে। কিন্তু খিচুড়ি রাঁধতে গেলে সময় একটু বেশি লাগবে। জামিরের আলাচাউল তাড়াতাড়িই ফুটে যাবে, ডাল ফুটতে দেরি করবে। বহুদিন ধরে শিকায় তোলা পটে পড়ে আছে। পুরানা মশারি ডাল ফুটতে সময় লাগে। তারচেয়ে বউয়া রাঁধা ভাল। সময় লাগবে না। চাউলটা ধুয়ে কয়েক ফোটা তেল, কয়েক চাকলা পিঁয়াজ আর দুইতিনটা শুকনা মরিচ দিয়ে একবারে চুলায় তুলে দিলেই হলো। পানির পরিমাণটা কাটায় কাটায় দিতে পারলে, সরার ঢাকনার তলায় অতি স্বাদের বউয়া হয়ে যাবে। চুলা থেকে নামাবার আগে কিছু সময় সরার ঢাকনা তুলে রাখলে পানিটা টানবে তাড়াতাড়ি।

এসব ভেবে টিনের জের (বড় পট) থেকে আধসের খানেক আলাচাউল বের করল মরনি। আঁচলে সেই চাউল নিয়ে, তেলের ছোট্ট শিশি আর দুইতিনখান পিঁয়াজ, দুইতিনখান শুকনা মরিচ নিয়ে ঘর থেকে বেরুল। বেরিয়ে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। এখন বাইরে থেকে দেখে কারও বোঝার উপায় নাই ঘরে কোনও মানুষ আছে। ঘরে মানুষ রেখে বাইরে থেকে কেউ তালা দেয় না।

কিন্তু তালা দেওয়ার কথাটা মরনির মনে হয়েছে কেন!

দ্রুত হাতে চুলায় বউয়া বসাবার পর এই কথাটা মরনির মনে হয়েছে। চাবিটা আছে আঁচলে বাঁধা। একহাতে চাবিটা একবার ছুঁয়ে দেখল সে। সারাগ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে নূরজাহানকে যখন কোথাও পাবে না আতাহাররা তখন হয়তো হালাদার বাড়িতেও আসবে। অন্য শরিকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়তো এই সীমানায় আসবে। মরনিকে জিজ্ঞাসা করবে নূরজাহানের কথা। এই বাড়িতে যখন তখন আসে নূরজাহান একথা গ্রামের অনেকেই জানে। আতাহাররাও নিশ্চয় জানে। যদি এসে তারা পড়েই ভাবখানা মরনি এমন করবে যেন বহুদিন এই বাড়িতে আসে না নূরজাহান, যেন বহুদিন নূরজাহানকে মরনি দেখেনি। যেন মান্নান মাওলানার সঙ্গে কী করেছে নূরজাহান তাও সে শোনেনি, জানে না। তারপরও আতহারদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তালাবদ্ধ ঘরটা না হয় দেখিয়ে দিবে।

কিন্তু মরনির কথা যদি আতাহাররা বিশ্বাস না করে! যদি তালা খুলতে বলে মরনিকে! যদি তার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায় নূরজাহানকে তাহলে নূরজাহানকে সে কেমন করে রক্ষা করবে!

এসব ভেবে বুক হিম হয়ে এল মরনির। চুলার হাঁড়িতে তখন টগবগ টগবগ করে ফুটছে বউয়া। উতরে উঠে সরার ঢাকনা ঠেলছে। শো শো, শো শো করে শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ কানে যায় না মরনির। একহাতে আঁচলে বাঁধা চাবিটা মুঠা করে ধরে মনে মনে আল্লাহকে ডাকে সে। ইয়া হে আল্লাহ্, তোমার রহমতের দরজা নূরজাহানের লেইগা খুইল্লা দেও। অরে তুমি বালা মসিবত থিকা রক্ষা করো। অরে তুমি জালিমের হাত থিকা রক্ষা করো।

AMARBOI.COM

চারদিক থেকে মার খাওয়া নিরীহ কুত্তা বিলাইয়ের মতন দিশাহারা ভঙ্গিতে ছুটতে ছুটতে নিজের অজান্তেই যেন মান্নান মাওলানার বাড়ির সামনে চলে এল হামিদা। তার পিছু পিছু ছুটছিল দবির, সেও এল। বাড়ির সামনে এসে আচমকাই থমকে দাঁড়াল দুইজন। উত্তরের হাওয়ার বেগে ছুটে আসার ফলে বুকের ভিতর দুইজনেরই জমেছিল অপরিসীম ক্লান্তি। থমকে দাঁড়াবার পরও যেন সেই ক্লান্তি টের পেল না তারা। তবে হা করে শ্বাস টানতে লাগল। কামার বাড়ির হাপড়ের মতন ওঠানামা করতে লাগল বুক। শরীর ফেটে বেরুতে লাগল চইত বইশাখের খরতাপ। দুইজন মানুষ একসঙ্গে তাকাল মাওলানা সাহেবের বারবাড়ির সামনে নিথর হয়ে থাকা নাড়ার পালার দিকে। কিন্তু নাড়ার পালাটা যেন তারা দেখতে পেল না, তাদের চোখে পড়ল পালা ফুটা করে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া বাঁশের মাথায় ঘোর কালো বর্ণের যে হাড়ি বসানো সেই হাড়ির দিকে। এই হাড়ি হাড়ি না, কাকতাড়ুয়া। খড়িমাটি দিয়ে বিশাল দুইখানা চোখ আঁকা হয়েছে হাড়ির পেট বরাবর। সেই চোখ এখন যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হামিদা আর দবির গাছির দিকে। যেন মান্নান মাওলানার হয়ে নূরজাহানের অন্যায়ের জন্য বকাবাজি করছে তার মা বাবাকে।

কাকতাড়ুয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বুকের কাঁপন আরও বাড়ল হামিদার। ক্লান্তি ভয় মিলেমিশে বুকের ভিতর ডুগডুগ, ডুগডুগ শব্দ হতে লাগল। যেন পহেলা বৈশাখে কালীরখিলের গলুইয়া (মেলা) থেকে ডুগডুগি কিনেছে দুরন্ত নূরজাহান। হামিদার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত হাতে বাজাচ্ছে। মেয়ের হাতে বাজানো ডুগডুগির শব্দ হাড় পাঁজরা ভেঙে বুকের ভিতর ঢুকে আঁট করে যেন বসেছে হামিদার। এখন শুধুই বাজছে, বাজছে।

নিজের বুকের ভিতরকার শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেল হামিদা। ধুলায় লুটাচ্ছিল শাড়ির আঁচল, ভয়ার্ত ভঙ্গিতে আঁচল বুকে তুলল সে। মাথায় ঘোমটা দিল, তারপর স্বামীর দিকে তাকাল।

শীতের হাত থেকে বাঁচবার আশায় ছেঁড়াফাড়া মোটা গেঞ্জিখান পরেছিল দবির। উঠানের রোদে জবুথুবু হয়ে বসেছিল, তবু যেন উষ্ণ হচ্ছিল না শরীর, তবু যেন ছেড়ে যাচ্ছিল না শীত। আর এখন দবিরের দুইপাশের কান ছোঁয়া তেলতেলে জুলপির ফাঁক দিয়ে নেমেছে ঘামস্রোত, নাকের তলায় আর ঘাড়ে গলায় বিজবিজা ঘাম। বুকের কাছে, পিঠের কাছে ভিজে উঠেছে মোটা গেঞ্জি। এ কি হাওয়ার বেগে ছুটে আসার ফল, নাকি মেয়ের অপরাধের কথা ভেবে, ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে নাড়ার আগুনের চেয়েও ভয়াবহ কোনও তাপ উত্তাপ শরীর ভেঙে বেরুচ্ছে তার!

হামিদাকে তার দিকে তাকাতে দেখে ভাঙাচোরা গলায় দবির বলল, এহেনে আইলা ক্যা?

হা করে শ্বাস টানছে বলে গলা শুকিয়ে চৈত্রদিনের মাঠের মতন হয়ে গেছে হামিদার। স্বামীর কথা শুনে ঢোক গিলল সে। তারপর কোনও রকমে বলল, তয় কই যামু?

নূরজাহানরে বিচড়াইতে যাইবা না?

বিচড়াইতে ঐত্তো আইছি।

দবির বুঝল তারচেয়ে অনেক বেশি দিশাহারা হয়েছে হামিদা। মাথার ঠিক নাই। এজন্য এলোমেলো কথা বলছে। পলকের জন্য নূরজাহানের কথা ভুলে গেল সে। হামিদার জন্য আশ্চর্য এক মমতায় বুক ভরে গেল। মেয়ের ভয়াবহ বিপদে মেয়ের মায়ের জন্য এরকম মমতা দবিরের কোত্থেকে এল! কেন এল! চোখ বা কেন ছলছল করে উঠল তার!

হাত বাড়িয়ে হামিদার একটা হাত ধরল দবির। চোখের পানি সামলাবার জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, এহেনে বিচড়াইয়া লাভ নাই। এহেনে ও আহে নাই। গাওয়ালে কইলো...

দবিরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝটকা মেরে তার হাত ছাড়িয়ে দিল হামিদা। মাজায় বাড়ি খাওয়া জাতসাপের মতন তেড়ে উঠল। তোমার লেইগাই এমুন অইছে। লাই দিতে দিতে মাইয়াডারে তুমি মাথায় উঠাইলাইছো। আমার কথা তুমি হোন নাই। আমি তোমারে কত কইছি এই মাইয়ার লেইগা কপালে অলক্কি (অলক্ষ্মী, বিপদ অর্থে) আছে। আইজ হেই অলক্কিতে ধরছে। আমি অহন মাওলানা সাবরে গিয়া কমু আমার মাইয়ার কোনও দোষ নাই, দোষ এই বেডার। এই বেডায়ঐ নষ্ট করছে মাইয়াডারে। এই বেডারে আপনে পিডান। পিডাইয়া সোজা করেন।

প্রথমে চাপা গলায় শুরু করেছিল হামিদা, কথা বলতে বলতে কখন যে গলা খুলে গেছে তার, টের পায়নি। চারদিকে মনে হচ্ছিল হামিদা যেন চিৎকার করছে। মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে তো বটেই, তাঁর বাড়ির পিছন দিককার শরিকরা, তারও পিছন দিককার মুকসেইদ্দা চোরার (মুখসেদ চোর) বাড়ি থেকে, দক্ষিণ দিককার ওহাবদের বাড়ি থেকে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণের হুমাদের বাড়ি থেকেও লোকে হামিদার গলা শুনছে।

এই গলা শুনে ব্যতিব্যস্ত হল দবির গাছি। কান্না কাতর অসহায় গলায় বলল, কও কী তুমি? আ, কও কী?

আগের মতনই রূঢ় গলায় হামিদা বলল, ঠিকঐ কই। একদোম ঠিক কথা কই। তোমার লেইগাই আমার মাইয়ার আইজ এই দশা। আমার মাইয়ারে এমুন বানকাউর (বাঁদর অর্থে) বানাইছো তুমি। তুমি অরে আমার হাতে ছাইড়া দেও নাই। আমার লাহান কইরা আমি অরে ডাঙ্গর করতে পারি নাই। আমি অরে শাসন করতে চাইছি, পাড়া বেড়াইতে দিতে চাই নাই, রান্ধনঘরের খুডির লগে বাইন্ধা থুইছি, তুমি আইয়া আল্লাদ কইরা হেই মাইয়ারে ছাইড়া দিছো। আমার কথা তুমি হোন নাই। আইজ মাইয়ায় যা করছে হেই দোষ আমার মাইয়ার না, দোষ তোমার। তোমার দোষের শাস্তি যুদি আমার মাইয়ায় পায়, যুদি আমার মাইয়ার কোনও ক্ষতি অয়, মাওলানা সাবে আর তার পোলায়

AMARBOI.COM

যদি আমার মাইয়ার কোনও ক্ষতি করে, তয় কেঐরে কিছু কমু না আমি। আমি ধরুম তোমারে। যেই ছ্যান দিয়া তুমি খাজুরগাছ ঝোরো, হেই ছ্যান দিয়া তোমার কল্লা আমি কাডুম। তোমার রক্ত আমি রসের লাহান বাইর করুম।

হামিদার কথা শুনতে শুনতে আবার নূরজাহানের কথা ভুলে গেল দবির। হামিদার চেহারা দেখতে দেখতে চোখ থেকে তার মুছে গেল চারপাশের অন্যসব দৃশ্য। এ কী চেহারা হয়েছে হামিদার! এতকালের পুরানা নিরীহ মানুষটার এরকম চেহারা তো কোনওদিন দেখেনি দবির! এমন গলাও শোনেনি কখনও। কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটা বাড়ির উঠানে স্বামীর পাশে বসে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল সে আর এ কি একই মানুষ! সামান্য সময়ের ব্যবধানে এমন করে বদলে যেতে পারে মানুষ! এমন ভয়ংকর রূপ ধরতে পারে! মেয়ের কথা ভেবে কি বদ্ধ পাগল হয়ে গেল হামিদা! স্বামীর গলা কেঁটে ফেলতে চাইছে মেয়ের জন্য!

হতভম্ব হয়ে হামিদার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল দবির তারপর দুইহাতে হামিদার একটা হাত ধরতে চাইল। খাজুরের শুকনা পাতা খসে পড়ার মতন অসহায় ভঙ্গিতে বলল, এমুন বিপদের সমায় তুমি আমার লগে কাইজ্জা করতাছো? মাইয়াডা কই গেছে গা হেইডা তুমি চিন্তা করতাছো না? মাওলানা সাবের বাড়ির সামনে আইয়া এমুন করতাছো? কাইজ্জা করতে অয় আমার লগে তুমি পরে কইরো। অহন লও মাইয়াডারে বিচড়াই, মাওলানা সাবের গিয়া হাতে পায়ে ধরি। আগে মাইয়াডারে বাচাই, তারবাদে যত ইচ্ছা কাইজ্জা তুমি আমার লগে কইরো। ঠেলই থিকা ছ্যান আমি নিজের হাতে তোমারে বাইর কইরা দিমু। আমার কল্লা তুমি কাইট্টালাইয়ো।

শেষ কথাটা বলতে বলতে গলা একেবারেই ভেঙে গেল দবির গাছির। কেঁদে ফেলল সে।

স্বামীর অসহায়ত্ব দেখেই কি না, না কী তার কথা শুনে, হামিদা যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল। ফ্যাল ফ্যাল করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মান্নান মাওলানার বাড়িটি তখন বারবাড়ির সামনের নাড়ার পালার মতন স্তব্ধ হয়ে আছে। বাড়ির কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। আথালের গাই গরুগুলি ভোরবেলাই চড়তে গেছে বিলে। মাকুন্দা কাশেমের জায়গায় নতুন গোমস্তা রাখা হয়েছে হাফিজদ্দিকে। গরু নিয়ে সকালবেলাই বেরিয়ে গেছে সে। পশ্চিমের ভিটির ঘরটি বাংলাঘর। ঘরটা আতাহারের। ইয়ার দোস্তদের নিয়ে দিনরাত এই ঘরে আড্ডা দেয় সে। হাসি মশকরা করে। আতাহার বাড়িতে থাকলে সড়ক দিয়ে চলাচল করা পথিকরা পেয়ে যায় মাওলানা সাহেবের ছেলে বাড়িতেই আছে।

আজ এই সময় আতাহারের বাংলাঘর তাদের গোয়ালঘরের মতোই নিস্তব্ধ। আতাহার বাড়ি নাই।

ভিতর বাড়িতেও কারও ছায়া চোখে পড়ে না। এইঘর ওইঘর করে না বাড়ির বউঝিরা কেউ। বড়ঘর থেকে রান্নাঘরে যায় না, রান্নাঘর থেকে ফিরে আসে না বড়ঘরে।

বাড়ির লোক সব গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ ধরে হামিদা কোনও কথা বলছে না দেখে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল দবির। তাকিয়ে চমকে উঠল। অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে হামিদা,

চোখের দৃষ্টি একেবারেই অচেনা। হামিদার এরকম দৃষ্টি আগে কখনও দেখেনি দবির। আর চোখের রঙ কেমন ঘোলাটে। পেকে সাদা হয়ে যাওয়া জামরুলের মতো।

এমন চোখ হয়েছে কেন হামিদার! মেয়ের বিপদের কথা ভেবে অন্যরকমের কোনও ক্ষতি হয়ে যায়নি তো তার! সত্যি সত্যি গণ্ডগোল হয়ে যায়নি তো মাথায়! মাথার গণ্ডগোলে চোখের দৃষ্টি নাকি বদলে যায় মানুষের!

মেয়ের কথা ভুলে মেয়ের মাকে নিয়ে চিন্তিত হল দবির। কাতর ভঙ্গিতে আর্তনাদ করে উঠল। কী অইছে তোমার? এমুন কইরা চাইয়া রইছো ক্যা?

হামিদা কথা বলল না। চোখে পলক পড়ল না তার।

এবার দুইহাতে হামিদার দুইকাঁধ খামছে ধরল দবির। বেশ জোরে ঝাকুনি দিল। কথা কও না ক্যা? এক বিপদের মইধ্যে আরেক বিপদ বাজাইলা নি?

এবার এমন করে নড়ে উঠল হামিদা যেন পানির তলায় অনেকক্ষণ কেউ তাকে চুব দিয়ে রেখেছিল। দম মাত্র ফুরিয়েছে এমন সময় ছেড়ে দিয়েছে, লগে লগে পানির তলা থেকে মাথা তুলেছে, বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। অবিকল এই ভঙ্গিতেই দম নিল হামিদা। পানি থেকে ডুব দিয়ে ওঠা মানুষের মতো চোখ করে স্বামীর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে যেন নূরজাহানের কথাও মনে পড়ল তার। দিশাহারা গলায় হামিদা বলল, আমার মাইয়া কো?

হামিদাকে স্বাভাবিক হতে দেখে বুকে বল পেল দবির। তবু অস্থিরতা কমল না তার। বলল, আমি কেমতে কমু? মাইয়া বিচড়াইতে বাইরইয়া এহেনে আইলা তুমি। আমার লগে কাইজ্জা লাগাইয়া দিলা। লও মাইয়া বিচড়াই।

হামিদা শীতল গলায় বলল, অন্যহানে বিচড়াইয়া লাভ নাই। মনে লয় এই বাইত্তেই আছে মাইয়া।

পায়ে যেন ঘচ করে খেজুরকাঁটা বিঁধল দবির গাছির। কোনও রকমে বলল, কও কী? কেমতে বোজলা?

দেহ না বাড়িটা কেমুন নিটাল অইয়া রইছে?

তাতে কী অইছে?

মাইয়া এই বাইত্তে আছে দেইক্কাঐ বাড়িডা এমুন নিটাল। মাওলানা সাবরে ছ্যাপ ছিডাইয়া যেই মিহিঐ দৌড় দেউক নূরজাহান, আতাহাররা অরে ঠিকঐ বিচড়াইয়া বাইর করছে, ঠিকঐ ধইরা লইয়াইছে এই বাইত্তে । তারবাদে মোকে গামছা বাইন্ধা কোনও ঘরে তালা দিয়া রাখছে।

অমুন হইলে আতাহাররা বাইত্তে নাই ক্যা?

বাইত্তে থাকলে মাইনষে বুইজ্জা যাইবো দেইক্কা বাড়িত থন গেছে গা।

কথাগুলি এমন স্বাভাবিকভাবে বলছিল হামিদা যেন সত্যি সত্যি এমন হয়েছে। যেন হামিদা সব জানে।

হামিদা যত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছিল ততই অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল দবির। গলা চড়ে যাচ্ছিল তার। এমুন অইলে মাইয়া আমরা ছাড়ামু কেমতে?

আশ্চর্য রকম দৃঢ় গলায় হামিদা বলল, আমার মাইয়ারে কেঐ আটকাইয়া রাখতে পারবো না। তুমি আহো আমার লগে।

AMARBOI.COM

হামিদা তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে দৌড়ে উঠে যায় মান্নান মাওলানার বাড়িতে। তার পিছু পিছু ওঠে দবির।

কিন্তু এই নিঝুম হয়ে থাকা বাড়ির কোন ঘরে বন্দি হয়ে আছে নূরজাহান! মুখে গামছা গুঁজে, দুইহাত পিঠমোড়া করে বেঁধে কোন ঘরে নূরজাহানকে ফেলে রেখেছেন মান্নান মাওলানা! বাইরে থেকে শিকল তোলা কিংবা তালামারা কোন ঘরের দরজা!

মান্নান মাওলানার উঠানে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে লাগল হামিদা। দিশাহারা চঞ্চল চোখে প্রতিটি ঘরের দরজার দিকে তাকাতে লাগল। তার দেখাদেখি দবিরও তাকাচ্ছিল।

বাড়ির কোনও ঘরেরই দরজায় শিকল তোলা নাই, তালা মারা নাই। পশ্চিম ভিটির বাংলাঘরের দরজা হাট করে খোলা, ভিতরে কেউ নাই। পুব আর উত্তরের ভিটির ঘরের দরজা আবজানো (ভিড়ানো)। পুবের ঘরটা নিঝুম। পুব উত্তর কোণের মোতাহারের ঘরেরও একই অবস্থা। শুধু উত্তরের ঘরে নীচুগলায়, ফিসফিস করে কথা বলছে দুইজন মেয়েমানুষ। চারদিক নিঝুম হয়ে আছে বলেই যেন ওই ফিসফিসানি কানে এল হামিদার। সঙ্গে সঙ্গে কী রকম নড়েচড়ে উঠল সে। দবিরের মুখের দিকে তাকাল। উত্তরের ঘরের মানুষ দুইটার মত ফিসফিসা গলায় বলল, হুনছো?

দবিরও স্ত্রীর মতোই ফিসফিস করল। হ।

কারা কথা কয়?

কেমতে কমু!

এই ঘরেঐ নাই তো নূরজাহান?

মনে অয় না।

ক্যা?

তুমি যে কইলা.....

দবির কথা শেষ হওয়ার আগেই হামিদা বলল, আমি যেমুন কইছি হেমুন নাও অইতে পারে। অন্যরকমও অইতে পারে।

কেমুন?

খোলা ঘরেঐ নূরজাহানরে হালায় থুইছে মাওলানা সাবে। বাড়ির কামের বেডিগো বহাইয়া রাখছে অর সামনে। বেডিরা অরে পাহারা দিতাছে আর নিজেরা হাকিহুকি (ফিসফাস) করতাছে।

আমার মনে অয় না।

আমার অয়।

তোমার মনে অইলে তুমি গিয়া ঘরডা দেহো।

কেমতে দেহুম?

আমি এহেনে খাড়াইয়া চাইরমিহি চক্কু রাখি, তুমি গিয়া দুয়ারের ফাক দিয়া ভিতরে চাও (তাকাও)। টিনের বেড়ায় বিন (ছিদ্র। ফুটো) আছে। বিন দিয়া চাইলেও ঘরের ভিতরের বেবাক কিছু দেখতে পারবা।

কেঐ যুদি আমারে দেইক্কালায়?

দেখলে মিছাকথা কইবা।

কী কমু?

AMARBOI.COM

কইবা আতাহারের মারে বিচড়াইতাছো। তার কাছে তোমার কাম আছে।

হ। ঠিক কথা কইছো।

পা টিপে টিপে উত্তরের ভিটির দিকে এগিয়ে গেল হামিদা। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই ফিরে এল। চিন্তিত গলায় বলল, নূরজাহানরে যুদি এই ঘরে দেহি তাইলে কী করুম?

এই ভাবনাটা দবিরের মাথায় আসেনি। সেও চিন্তিত হলো। কী করবা?

তুমি কও।

আমিও তো জানি না।

কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকল হামিদা। তারপর বলল, মাইয়া যুদি এই ঘরে দেহি তাইলে কইলাম দিকপাশ চামু না আমি। ঘরে হাইন্দা যামু। মাইয়ার হাত পায়ের বান খুইল্লা, মোকের বান খুইল্লা মাইয়া লইয়া দৌড় দিমু। তারবাদে যা অওনের অইবো।

দবির কোনও কথা বলল না। চিন্তিত চোখে হামিদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হামিদা আর কোনওদিকে তাকাল না। পা টিপে টিপে উত্তরের ঘরের আবজানো দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকাল।

ঘরের একপাশে বিশাল চৌকি আরেক পাশে মাঝারি মাপের ডোল (ধানের গোলা)। চৌকিতে হোগলা পাতা। মাথার কাছে তেল চিটচিটা দুইটা বালিশ, সবুজ রঙের ছেঁড়াখোঁড়া একখানা কাঁথা ভাজ করে রাখা। আর কিছু নাই।

ডোলের পাশে দুইখানা আগোল (ধামা) আর একখানা বড় কুলা পড়ে আছে। একপাশে বেড়ার সঙ্গে থাক থাক করে ফেলা তিনখানা ভরা বস্তা। বস্তাগুলি ধানের। এই বস্তার গায়ে ঢেলান (হেলান) দিয়ে বসে আছে বাড়ির পুরানা ঝি রহিমা। তার কোলের কাছে বসে আছে বড়ভাইয়ের মেয়ে হাসু। পিছন থেকে ভাঙা কালো রংয়ের কাকুই দিয়ে অতিযত্নে ভাইঝির মাথা আঁচড়ে দিচ্ছে রহিমা। মাথা আঁচড়ানোর আরামে চোখ বুজে আছে হাসু কিন্তু ফুফু যে কথা বলছে ফিসফিস করে সেসব কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ রেখে নিজেও বলছে কোনও কোনও কথা। তখন ভাইঝির কথার জবাব দিচ্ছে রহিমা। ভাইঝির কথার পিঠে কথা বলছে।

বাইশ তেইশ বছর বয়স হবে হাসুর। আট বছর বয়সে মা মারা গেল। বউ মরতে না মরতেই বাপ কানা দলিল আবার বিয়া করে ফেলল। আগের ঘরে বাচ্চাকাচ্চা বলতে এই এক মেয়ে, হাসু। কিন্তু পরের ঘরে তিন চার বছরের মাথায় তিনটা হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাকাচ্চা পয়দা করে ফেলল কানা দলিল। সংসারে বেশি বাচ্চাকাচ্চা থাকলে কোনওটার দিকেই তেমন নজর থাকে না। তার ওপর হাসু হচ্ছে মা মরা মেয়ে। কথায় আছে 'মা মরলে বাপ হয় তালুই'। কানা দলিলও আর হাসুর বাপ রইল না, তালুই হয়ে গেল। হাসুর দিকে ফিরেও তাকায় না। দ্বিতীয় পক্ষের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর স্বামীর এই ভাব দেখে বউটাও যায় লাই পেয়ে। সৎমায়ের আসল রূপ ধরতে সময় লাগে না তার। ফলে কানা দলিলের সংসারে টিকে থাকা আর সম্ভব হচ্ছিল না হাসুর। একওক্ত ভাত খায় তো আরেক ওক্ত গঞ্জনা, মারধোর। এই অবস্থায় রহিমা তাকে নিয়ে এল নিজের কাছে। কিন্তু মান্নান মাওলানার বাড়িতে তাকে রাখল না। কাজে লাগিয়ে দিল মৌছামান্দ্রার এক বাড়িতে। কিন্তু কিছুদিন ধরে সেই বাড়িতে টিকতে পারছে না হাসু। মাস দুইমাস পর পরই ফুফুর কাছে চলে আসছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে একটা কথাই বলে, বাড়ির বেডারা আমারে বহুত জ্বালায়।

কী ধরনের জ্বালানো হাজার বার জিজ্ঞাসা করলেও সেই কথা বলে না। বেশি জোরাজোরি করলে শুধু কাঁদে আর বলে, ফুফু, আমারে তুমি তোমার কাছে লইয়াহো। আমি এই বাইত্তে থাকুম, তোমার কাছে থাকুম। দরকার অইলে একওক্ত খামু, দরকার অইলে না খাইয়া থাকুম, তাও তুমি আমারে তোমার কাছে থাকতে দেও। আর নাইলে আমার বাপরে খবর দেও। যেমতে পার আমার বিয়া দিয়া দেও। এই জীবন আমার আর ভাল্লাগে না।

হাসুর বিয়ার চেষ্টা যে দুইচার বার না হয়েছে তা নাই। ষোল সতেরো বছর বয়স থেকেই চেষ্টা রহিমা করছিল। দুই চারবার কানা দলিলের সঙ্গেও কথা বলেছে। সে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। হাসু নামে তার নিজের ঔরসের যে একটি মেয়ে আছে, দূর গ্রামে ঝিয়ের কাজ করে যে মেয়ে, দুইচার বছরে একবার বাপের সংসারে এলে যে মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না দলিল সে কি আর মেয়ের বিয়ের কথা ভাববে? ফলে একার চেষ্টায় রহিমা বেশিদূর আগাতে পারেনি। দিনের মতো দিন কেটে যাচ্ছে। হাসুর কোনও গতি হচ্ছে না। দিনে দিনে চেহারা ভাঙতে শুরু করছে তার।

দেখতে একসময় মন্দ ছিল না হাসু। মাঝারি ধরনের গড়ন। মুখখান চলনসই ধাঁচের, গায়ের রং মাজা মাজা। সব মিলে খারাপ লাগতো না দেখতে। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নাই। যৌবন আসতে না আসতেই যেন তাতে ভাটা পড়ে গেছে। চোখের কোলে কাজলের মতো কালি, মুখ প্রচণ্ড খরায় গিরস্তবাড়ির খড়ের চালায় শুকিয়ে যাওয়া চালকুমড়ার মতন, শরীরে নদীতীরের ভাঙন।

মাথার চুল একসময় ঘনই ছিল হাসুর। পিঠ ছাপানো ছিল। আজ আর সেই চুল নাই। নাড়া সাফ করা ধানী জমির মতন চোয়া হয়ে গেছে। ঘাড়ের তলায় পড়ে থাকা হাসুর চুল এখন বাচ্চা ঘোড়ার লেজের মতন। ভাল করে তেলপানি দিলেও চুলের দশা ফিরে না।

বুক হাসুর এখন আর মেয়েমানুষের বুক না। যৌবনবতী মেয়েমানুষের বুক তো নাই। কি যেন কী কারণে হাসুর বুক এখন জোয়ানমর্দ পুরুষ মানুষের বুকের মতন। পেটের তুলনায় সামান্য উঁচু। হাসু যে মেয়েমানুষ, শাড়ি না পরলে তা মনেই হবে না। এমন কি গলার স্বরও আগের তুলনায় বদলে গেছে। মেয়েমানুষের স্বর নাই। আড়াল থেকে শুনলে মনে হবে পুরুষমানুষ কথা বলছে। যদিও এখন সে কথা বলছে ফিসফিস করে, ফলে গলার আসল স্বর একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু এই ঘরে নূরজাহান নাই!

ফিরে এসে উদ্বিগ্ন গলায় দবিরকে কথাটা বলল হামিদা। শুনে চোখমুখ যেন আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল দবিরের। তয় তুমি যে কইলা!

এবার আগের মতন রেগে উঠল না হামিদা। কইছি আন্তাজে। ঘরে নূরজাহান নাই। রহিমা আর একটা ছেমড়ি।

আমার মনে অয় আন্তাজ তোমার ঠিক না। এই বাইত্তে নূরজাহান নাই।

থাকতেও পারে। ঘর তো বাইত্তে একখান না।

যেই কয়খান ঘর তার দুইখান তো দেখলামঐ।

দুইখান কো? দেখলাম তো একখান।

AMARBOI.COM

বাংলাঘরডা দেখতাছো না?

হামিদা বিহ্বল চোখে দরজা খোলা বাংলাঘরটার দিকে তাকাল। বিকাল হয়ে আসা শীতের নির্জনতা ছাড়া ঘরে কেউ নাই, কিছু নাই।

তারপর পুবের ঘরটার দিকে তাকাল হামিদা। এই ঘরটা বাড়ির বড়ঘর। চৌচালা। চারদিকে ঢেউটিনের বেড়া। কাঠের কারুকাজ করা দরজা জানালার কপাটে ঘন কালো আলকাতরা দেওয়া।

এই ঘরের দিকে হামিদাকে তাকাতে দেখে দবির বলল, এই ঘরে হুজুরে থাকে।

হামিদা বলল, জানি। তুমি মনে করছো এই বাইত্তে আমি কোনওদিন আহি নাই!

তারপর একটু থেমে বলল, হুজুর অহন কো?

আমি কেমতে কমু? মনে অয় বাইত্তেঐ আছে।

এই ঘরে আমার মাইয়ারে আটকাইয়া থোয় নাই তো?

আরে না। দেহো না দুয়ার খোলা।

খোলা কো? আউবজাইন্না (ভিড়িয়ে রাখা)।

দুয়ার আউবজাইন্না ঘরে মানুষ মানুষরে আটকাইয়া থোয় কেমতে?

থুইতে পারে। যাতে দুয়ার দেইক্কা মাইনষে কিছু সন্দ না করে।

তয় যাও, এই ঘরেও উক্কি দেও। ঘরে কইলাম হুজুরে আছে, আতাহারের মায় আছে। মাইয়া বিচড়াইতে আইয়া হুজুরের ঘরে উক্কি দিছো এইডা লইয়া কইলাম আরেক ভেজাল লাগবো।

কীয়ের ভেজাল?

দবির একটু রাগল। তুমি বোজ না কীয়ের ভেজাল? বেবাক কথা তোমারে বুজাইয়া কওন লাগবো? দুইফর বেলা হুজুরে তার বউয়ের লগে হইয়া রইছে না কী করতাছে ঘরে উক্কি দিয়া তুমি হেইডা দেখলা। হুজুরে এইডা জানলে ভেজাল লাগবো না?

হামিদা বিব্রত হল। হ হ বুজছি। তয় আমার মাইয়া?

দবির কথা বলবার আগেই সড়ক থেকে হন হন করে হেঁটে বাড়িতে এসে ঢুকল আতাহার আর নিখিল। উঠানে এসে দাঁড়াল। দুইজনের হাতেই সিগ্রেট জ্বলছে। নিখিলের সিগ্রেট ধরে রাখার ভঙ্গিটা নমনীয়। যে কোনও সময় মুরুব্বির সামনে পড়লে সিগ্রেট যেন সে লুকাতে পারে এমন ভাবে সিগ্রেট ধরে রেখেছ। আতাহারের সিগ্রেট ধরার ভঙ্গি বেপরোয়া ধরনের। যেন ময় মুরব্বি কাউকেই তোয়াক্কা করে না সে। যে ইচ্ছা দেখুক আতাহারের সিগ্রেট খাওয়া, আতাহারের যেন কিছুই যায় আসে না। আতাহারের সব কিছুতেই অবশ্য বেপরোয়া ভঙ্গি। পরনের লুঙ্গিটাও বাঁহাতে এমন করে খানিকটা তুলে ধরে রেখেছে, এই ভঙ্গিতেও তার উদ্ধতভাবট ধরা পড়ে। ওদিকে তার দোস্ত নিখিল নরম সরম, বিনয়ী ভদ্র। চোখে সারাক্ষণই এক তোয়াজের ভাব তার।

বাড়িতে ঢুকেই দবির আর হামিদাকে দেখতে পাবে আতাহার নিখিল কেউ তা ভাবেনি। দুইজনেই চমকাল। নিখিল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে, হাতের সিগ্রেট ঠোঁটে তুলে টান দিতে ভুলে গেল। কিন্তু আতাহারের হল উল্টা। মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠল, চোখ কোটর থেকে ঠেলে বেরুতে চাইল ক্রোধে, মুখের ভিতর দাঁতে দাঁত চাপার ফলে করমর করে শব্দ হল। হঠাৎ করেই যেন এমন হল আতাহারের। তবে

ভাবটা সামাল দিতে চাইল সে। সামাল দেবার জন্যই যেন পর পর দুইবার ফুক ফুক করে বেশ দীর্ঘ টান দিল সিগ্রেটে। দবির হামিদার দিকে শাপের চোখে তাকিয়ে শীতল ক্রুদ্ধ গলায় বলল, কী চাই?

দবির হামিদা কথা বলতে পারল না। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে একটা ঢোক গিলল দবির আর হামিদা কাঁপা হাতে মাথায় ঘোমটা দিল।

এই অবস্থা থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে দিল নিখিল। আস্তে করে সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, এগ লগে পরে কথা ক আতাহার। আগে আমারে বিদায় কর।

দবির হামিদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিখিলের দিকে তাকাল আতাহার। চিন্তিত গলায় বলল, বিদায় করুম মাইনি? তরে জানি কির লেইগা আনলাম?

নিখিল হাসল। ভুইল্লা গেলিনি?

হ। এই দুইডারে দেইক্কা বেবাক ভুইল্লা গেছি। মাথা খারাপ অইয়া গেছে আমার।

হেইডা খারাপ অওনের কথাঐ। তয় তুই আমারে কীর লেইগা আনছছ হোন। তর লগে টেকা আছিলো না দেইক্কা...।

নিখিলের কথা শেষ হওয়ার আগেই আতাহার বলল, আর কওন লাগবো না। মনে অইছে। তুই ইট্টু খাড়ো (দাঁড়া)।

দবির হামিদার দিকে তাকাল আতাহার। তোমরাও খাড়োও। আইতাছি।

সিগ্রেট টানতে টানতে আতাহার গিয়ে বাংলাঘরে ঢুকল। বিছানার তলায়, কেউ কল্পনাও করবে না এমন জায়গা থেকে একশো টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে ফিরে এল। নোটটা নিখিলের হাতে দিয়ে বলল, যা। এই টেকায় যেহেন থিকা পারচ ডেকরা দুইডা মোরগ কিনবি। ফুলমতিরে কবি বেশি কইরা তেল মোশলা দিয়া, ঝাল ঝাল কইরা কষাইতে। ওই টাইমে ঝাল গোস্ত ছাড়া আরাম লাগে না।

টাকাটা হাতে নিয়ে মুখ কালো করল নিখিল। সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

নিখিলের কালোমুখ খেয়াল করে আতাহার বলল, কী অইলো?

নিখিল ম্লান গলায় বলল, কিছু না।

তয় যে মোক কালা করলি?

তর কথায়।

কী কইছি আমি?

দিদিরে ফুলমতি কইলি।

তর দিদির নাম ফুলমতি না?

হ। তয় হেয় আমার বড়।

বড় অইছে কী অইছে?

হেরে তুই নাম ধইরা কইলি?

আতাহার একটু রাগল। তয় কি চ্যাট (লিঙ্গ) ধইরা কমুনি?

নিখিল গম্ভীর হল। মোক খারাপ করিচ না। আমার দিদিরে তরও দিদি কওন উচিত। হেয় তরও বড়।

হোক। দিদি আমি কমুনা। হিন্দু কথা আমি কই না।

তাইলে ফুলমতিও কইচ না। ফুলমতি তো হিন্দু নাম।

AMARBOI.COM

নিখিলাও তো হিন্দু নাম।

নিখিলা না, নিখিল।

অইছে। এত প্যাচাইল পারিচ না। যা। মন মিজাজ খারাপ আছে।

নিখিল আর কথা বলল না। মন খারাপ করে বারবাড়ির দিকে পা বাড়াল।

আতাহার তাকে ডাকল। হুইন্না যা নিখিলা।

নিখিল ফিরে এল। কী?

মন খারাপ করছছ নি?

না।

করিচ না। আমার মন মিজাজ ভাল না।

একটু থেমে বলল, আরেকখান কথা কই তরে? ফুলমতি তর বড় অইলেও অরে মনে হয় তর ছোড। সব সময় সাদা কাপোড় ফিন্দা থাকে। বাইল্য বিধবা। তারবাদেও চেহারাখান কী সোন্দর! গন্ধরাজ ফুলের লাহান। এর লেইগাঐ অরে আমার দিদি কইতে মন চায় না। মনে অয় ও তর ছোড বইন, আমারও ছোড বইন। এর লেইগাঐ নাম ধইরা কই। আর কিছু না।

নিখিল কথা বলল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারবাড়ির দিকে চলে গেল।

তারপর আতাহার এসে দাঁড়াল দবির গাছি আর হামিদার সামনে।

দুইজন মানুষের সামনে আতাহার দাঁড়াল ঠিকই কিন্তু হামিদার দিকে সে তাকাল না, তাকাল দবির গাছির দিকে। চোখ পাকিয়ে, নাক ফুলিয়ে, ঝাঁঝাল গলায় বলল, কীর লেইগা আইছস এই বাইত্তে? কী চাই?

দবিরকে তুমি করে বলে আতাহার। আজ বলল তুই করে। এই অবস্থায়ও আতাহারের তুই বলাটা কানে লাগল দবিরের। এই অবস্থায়ও মনটা খারাপ হল। আতাহার সামনে এসে দাঁড়াবার পর তোয়াজের ভঙ্গিতে মুখটা হাসি হাসি করেছিল। সেই মুখ রোদে পোড়া পাতার মতো ম্লান হল। মুখ নিচু করে কোনও রকমে বলল, মাইয়াডা এতবড় একখান অন্যাই করছে...

দবিরের কথা শেষ হবার আগেই তেড়ে ওঠা মর্দা কুত্তার মতন খাউ খাউ করে উঠল আতাহার। অন্যাই? এইডারে তুই অন্যাই কইতাছছ? আরে এইডা তো অন্যাইয়ের বাপ। মোকে পিছা (ঝাড়ু) মারন আর ছ্যাপ ছিডান এক কথা। তাও শয়ে শয়ে মাইনষের সামনে। পুলিশ দারগার সামনে। আর এমুন একজন মাইনষের মোকে যে অইলো আল্লার এক্কেরে খাসবান্দা। মাওলানা। যার মোকের এহেকখান দাড়িতে সইত্তরডা কইরা ফিরিসতা বইয়া থাকে। ছ্যাপ তো হেই ফিরিসতাগো মোকেও লাগলো।

দবির কথা বলল না, মুখ নিচু করে রাখল।

আতাহার বলল, এত সাহস তর মাইয়ার অইল কেমতে? কই পাইলো এত সাহস?

দবির তবু কথা বলল না, কথা বলল হামিদা। পোলাপান মানুষ, বোজতে পারে নাই।

এবার আগের চেয়েও জোরে চেঁচাল আতাহার। হামিদার মুখের দিকে তাকিয়ে পারলে যেন তার গলা টিপে ধরে এমন ভঙ্গিতে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, কী কইলি? পোলাপান মানুষ? তর মাইয়ায় পোলাপান মানুষ? বিয়া দিয়া দেখ পোলাপান না কী? একমাসও লাগবো না প্যাট বাজাইতে।

AMARBOI.COM

নূরজাহানকে নিয়ে অশ্লীল কথাগুলি তো কানে লাগলই দবিরের, কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, এমন কি হামিদাকে তুই তুকারি করাটাও কানে লাগল। তাকে করছে করুক, হামিদাকে কেন তুই তুকারি করছে আতাহার? কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলার মুখ নাই দবিরের। নূরজাহান তাকে বোবা করে দিয়েছে।

এতক্ষণের উৎকণ্ঠা তারপর যেন কেটে গেল দবিরের। নূরজাহানকে নিয়ে পাওয়া ভয়টা যেন কমে গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মেয়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ হল তার। মান্নান মাওলানাকে রাজাকার বলে দবিরকে একবার বেদম অপমান করিয়েছে সে। গালাগাল খাইয়েছে, ঘাড় ধাক্কা খাইয়েছে। সেই অপমান সইতে না পেরে বাড়ি ফিরে কেঁদেছিল দবির। কিন্তু সেদিনের অপমানটা ছিল তার একার, আজ অপমান হচ্ছে স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলে। সেদিনকার ছেলে আতাহার তাদেরকে তুই তুকারি করছে। মা বাবার সামনে মেয়েকে নিয়ে অশ্লীল কথা বলছে। এসবের জন্য অন্য কেউ দায়ি না, দায়ি তাদের মেয়েটা। নূরজাহান। এরকম মেয়ের ওপর রাগ না হবে কোন বাপের?

দবিরের মনে হল এ বাড়ির যে ঘরে আছে নূরজাহান সেই ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে নূরজাহানকে সে বের করে আনে। এনে চড়চাপড় কিল ঘুসি আর লাথথি মারতে মারতে ফেলে দেয় উঠানের মাটিতে। মারের চোটে দুইএকটা দাঁত ভেঙে পড়ুক নূরজাহানের, ঠোঁট কেটে যাক, জিভ কেটে যাক। মুখ থেকে থুতুর সঙ্গে বেরোক তাজা রক্ত, নাক দিয়ে গলগল করে পড়ুক জবাই করা মুরগির গলা থেকে পড়ার মতো রক্ত। মান্নান মাওলানার সাদা উঠান লাল হোক। তারপরও উঠানে পড়া মেয়ের গলা পাড়া দিয়ে ধরবে দবির। দম একেবারেই রুদ্ধ করবে মেয়ের। জোর করে কেউ না ফিরালে মেয়েকে যেন সে মেরেই ফেলবে।

কিন্তু দবিরের ক্রোধের কণামাত্রও যেন জাগল না হামিদার গায়ে। আতাহার তাকে তুই তুকারি করছে তা যেন সে শুনতেই পেল না। মেয়ে নিয়ে অশ্লীল কথা বলছে তা যেন সে বুঝতেই পারল না। অতি নরম, অতি বিনয়ের গলায় বলল, অরে আমি শাসন করুম। এই অন্যাইয়ের লেইগা অরে আমি বহুত মারুম। অরে আমি বাইতথন বাইর অইতে দিমু না। অর মোক আপনেরা আর দেখবেন না। এই মেদিনমোণ্ডল গেরামের কেঐ দেখবো না।

আতাহারকে কি আপনি করে বলে হামিদা! কোনওদিন শোনেনি দবির। বলবার কথা না। আজ বলছে কেন? ভয়ে নাকি মেয়েকে বাঁচাবার জন্য, মেয়েকে উদ্ধারের জন্য! নরম হয়ে আতাহারের মতো হাঁটুর বয়সী ছেলেকে আপনি আপনি করে, তোয়াজ অনুনয় করেও কি নূরজাহানকে বাঁচাতে পারবে হামিদা! এই বাড়িতে যদি সত্যি নূরজাহানকে বেঁধে রাখেন মান্নান মাওলানা, এসব করে কি তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে!

দবির কিছুই বুঝতে পারে না। তার মন মাথা ফাঁকা হয়ে যায়।

কিন্তু হামিদার কথা শুনে তখন আরও রেগেছে আতাহার। তিন শরিকের পুরা বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠেছে। তর শাসনের খেতাপুড়ি আমি। তর মাইরের খেতাপুড়ি। তর মাইয়ারে তুই বাইত থন বাইর অইতে দিবি কি দিবি না তাতে আমার ধন (পুরুষাঙ্গ অর্থে) অইব। মেদিনমোন্ডলের মাইনষে তর মাইয়ার মোক না দেখলে কোন বাল হালানি (যৌনকেশ ফালানো) যাইবো! আমার বাপরে যে চুতমারানির ঝিয়ে অপমান করলো হেইডা কি ফিরত আইবো?

AMARBOI.COM

আতাহারের চিৎকার চেঁচামেচিতে মোতাহারের বউ পারুল তাদের ঘরের উঠানের দিককার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। তার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে দুইপাশে দুই ছেলেমেয়ে আর দুইপায়ের মাঝ বরাবর ছোটটা। উত্তরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রহিমা আর হাসু। ওটার (ঘরে ওঠার সামান্য উঁচু মাটির বেদী) সামনে গায়ে গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে ফুফু ভাইঝি। মুখে উৎকণ্ঠা, চোখে ভয়ার্ত ভাব। মন্তাজদের বাঁধা ঝি ফিরোজা ছিল তাদের বড়ঘরে। মন্তাজের অথর্ব মায়ের মাথাটা এই শীতকালেও দুপুরের পর গরম হয়। তালু ফেটে বেরয় অদ্ভুত উষ্ণতা। মায়ের মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য ঢাকা থেকে বোতল বোতল কদুরতেল পাঠায় মন্তাজ। বুড়িকে বিছানায় তুলে দুইতিনটা বালিশ দুইতিনদিক দিয়ে ঠেস দিয়ে কোনও রকমে তাকে বিসয়েছে ফিরোজা, বোতল খুলে তেলটা মাত্র দেবে, আর খুলল না। বোতল আর বুড়িকে ফেলে দৌড়ে বেরুল। দেখে বুড়ি প্রথমে হতভম্ব হল তারপর খোঁচা খাওয়া উমা মুরগির মতন কক কক করে উঠল। শুধু ফিরোজাই বোঝে তার ভাষা এমন জড়ানো গলায় বলল, ও ফিরি, কই যাচ? কী হইছে?

ফিরোজা কোনও কথা বলল না। ছুটে এসে মান্নান মাওলানার পুবের ভিটির বড় ঘরখানার পিছন দিককার কোণে দাঁড়াল। এখান থেকে উঠোনে দাঁড়ান সবাইকে দেখা যাচ্ছিল। ফিরোজা উৎকণ্ঠিত মুখে তাকিয়ে রইল।

মান্নান মাওলানার বাংলাঘর আর উত্তরের ভিটির ঘরখানার মাঝমধ্যিখান দিয়ে বিশকদম আগালে রান্নাঘর। সেই ঘরের পিছনে একখানা আমগাছ। এই আমগাছের আগডালে বসে একটা কাক থেকে থেকে ডাকছিল। আতাহারের চিৎকারে বেশ ভড়কাল সে। ডাক বন্ধ করে, চঞ্চল চোখে উঠানের দিকে তাকাতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখলে যখন তখন উড়াল দিবে।

কিন্তু এত যে কাণ্ডকারখানা ঘটছে বাড়িতে, উঠানের লাগোয়া পুবের বড়ঘরে আছেন মান্নান মাওলানা তাঁর কানে যেন যাচ্ছেই না কিছু। তিনি যেন কিছু টেরই পাচ্ছেন না। তিনি কি ঘুমিয়ে আছেন? কিন্তু যত গভীর ঘুমেই থাকুক মানুষ, এত কাছে দাঁড়িয়ে এরকম চিৎকার চেঁচামেচি করছে এতবড় ছেলে, এই শব্দে ঘুম না ভাঙে কী করে? এই শব্দ লোকের কানে না যায় কী করে? এত কিছু শোনার পরও লোকে ঘর থেকে না বেরয় কী করে?

নাকি মাওলানা সাহেব জেগেই আছেন! বিছানায় উঠে বসেছেন কিন্তু ইচ্ছা করেই ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না! তিনি হয়তো চাইছেন যত ইচ্ছা গালাগাল দবির দবিরের বউকে করুক আতাহার। গালাগাল শেষ করে, শরীরের ঝাল মিটাবার পর তিনি বেরুবেন। ভাবখানা এমন করবেন যেন এই এতক্ষণের কোনও কিছুই তাঁর কানে যায়নি। এখনই ঘুম ভাঙল তাঁর, ঘুম ভাঙার পরই ছেলের চিল্লাচিল্লি শুনে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। ব্যাপার কি, কাকে গালাগাল করছে আতাহার উদ্বিগ্ন মুখে তা দেখত চাইছেন।

আগের মতই গলার জোর বজায় রেখে আতাহার তখন বলছে, এই অপমানের শোধ কেমতে লইতে অয় আমি জানি। শোধ আমি লমু। এমুন কইরা লমু, লওনের পর উদিস পাবি শোধ কারে কয়।

হামিদা কাতর গলায় বলল, না শোধ আপনে লইয়েন না। রহম করেন, আমার মাইয়াডারে আপনে রহম করেন। আমি আপনের হাতে ধরি, আমি আপনের পায়ে ধরি।

AMARBOI.COM

বলেই আতাহারের হাত ধরবার জন্য এগিয়ে গেল হামিদা। আতাহারের হাতের কাছে যাবার আগেই লাফ দিয়ে সরে গেল আতাহার। খবরদার শইল্লে হাত দিবি না। সামনে আবি না আমার। বাইর হ, বাইর হ আমগো বাইতথন। অহন বাইর হবি। এক মিনিট আর খাড়বি না। যা ভাগ।

আতাহারের ভঙ্গিভাঙ্গি আর হামিদার অসহায় মুখ দেখে বুক তোলপাড় করতে লাগল দবির গাছির। চোখ ছলছল করে উঠল। অতি দীনদরিদ্র সংসার দবির গাছির। খেয়ে না খেয়ে কত কষ্টে হামিদাকে নিয়ে জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে। জীবনে কত দুঃখ কষ্টের সময় গেছে, অসহায় নিরুপায় সময় গেছে, স্বামী স্ত্রীর কত মান অভিমান ঝগড়াঝাটি, ছোটখাট কত অশান্তি, তারপরও একটি মাত্র মেয়েকে মাঝখানে রেখে দুইজন মানুষের মধ্যে আছে গভীর টান। সেই টানেই মান্নান মাওলানা যেদিন অপমান করেছিল দবিরকে, দবিরের মাথা দুইহাতে বুকে জড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল হামিদা। স্বামীর বেদনা নিজেও ভাগ করে নিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে হামিদার অসহায় মুখ দেখে দবিরের ইচ্ছা করে এগিয়ে গিয়ে হামিদার হাতটা সে ধরে, হামিদাকে টেনে নেয় বুকে। দুইহাতে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি এমুন ভাইঙ্গা পইড়ো না। আমি তো আছি। তোমার মাইয়ারে আমি রক্ষা করুম। কেঐ কিছু করতে পারবো না।

করা হয় না কিছুই। বুকের আবেগ বুকে রেখে চোখের পানি সামলে আগের মতোই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে দবির। আর হামিদা তার মতো করে অনুনয় করে যায় আতাহারকে। আপনে আমার বাপ হন। আমার আপনা বাপ। খালি হাতে না, আমি আপনের পায়েও ধরতাছি। একবার না শতবার ধরতাছি। আমার মোক চাইয়া আমার মাইয়াডারে আপনে মাপ কইরা দেন।

আতাহার খুবই শ্লেষের হাসি হাসল। তর মোক চাইয়া? তর মোক কি চামুরে? মোক তো পেত্নির লাহান। এমুন মোকের মিহি আমি চাই না।

আতাহারের কথা শুনে রহিমার পাশে দাঁড়ানো হাসু ফিক করে একটু হাসল। সেই হাসি দেখে ফেলল আতাহার। চোখে পাকিয়ে এমন করে তাকাল হাসুর দিকে, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল হাসুর। চট করেই উঠানের দিক থেকে চোখ সরাল সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

হামিদা এসবের কিছুই খেয়াল করল না। আগের মতোই কাতর গলায় বলল, আপনে আমারে যা করতে কন তাই করুম, আমার মাইয়াডারে ছাইড়া দেন।

আতাহার গম্ভীর গলায় বলল, না, অর কোনও ছাড়াছাড়ি নাই।

কথাটা শুনে চমকে উঠল দবির। চট করে আতাহারের মুখের দিকে তাকাল, হামিদার মুখের দিকে তাকাল। হামিদাও তখন তাকিয়েছে দবিরের মুখের দিকে। চোখে এমন দৃষ্টি তার, যেন নিঃশব্দে বলছে, কী, কইছিলাম না এই বাইত্তেঐ আছে নূরজাহান! এই বাইত্তেঐ মাইনষের চোক্কের আঐলে (আড়ালে) অরে বাইন্দা থুইছে মাওলানা সাবে! অহন সত্য অইল আমার কথা!

মুখে হামিদা বলল, তুমি এমুন থোম (থম) ধইরা রইছো ক্যা? ও নূরজাহানের বাপ, কও না, আতাহার বাজানরে কও না মাইয়াডারে ছাইড়া দিতে। শাসন যা করনের এই বাইত্তেঐ কইরা যাই মাইয়ারে। হুজুরের পায়ে ধইরা মাপ লওয়াই। আতাহার বাজানের

AMARBOI.COM

পায়ে ধইরা মাপ লওয়াই। মাইয়ার লগে আমরা দুইজনেও ধরুম নে তাগো পাও। এইডা ছাড়া আর কী করনের আছে আমগো! যুদি আর কিছু করনের থাকে, কইতে কও। তারা যা কইবো তাই করুম। আমার মাইয়াডারে ছাইড়া দেউক।

দবির কথা বলবার আগেই পুবের ঘরের আবজানো দরজা আস্তে করে খুললেন মান্নান মাওলানা। নিঃশব্দে দাঁড়াতে চাইলেন দরজার সামনে কিন্তু ঘন করে আলকাতরা দেওয়া কপাটে করর করে শব্দ হল। সেই শব্দে উঠানের তিনজন মানুষ একসঙ্গে তাকাল পুবের ঘরের দরজার দিকে। ব্যস্ত হাতে মাথায় দেয়া ঘোমটা আবার টানল হামিদা। যেন দেওয়া ঘোমটাই আবার দিতে চাইল মাথায়। দবির কী রকম লজ্জিত হল। একবার মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ উঠোনের মাটিতে নামাল সে। আতাহারের রুক্ষমুখ সামান্য কমনীয় হল। উত্তরের ঘরের ওটার সামনে দাঁড়ানো রহিমা আর হাসু ছটফটে ভঙ্গিতে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। পারুল নিঃশব্দে তার ছেলেমেয়েদের সরিয়ে দরজা বন্ধ করল। শুধু ফিরোজারই কোনও ভাবান্তর নেই। সে আগের মতোই ঘরের পেছন দিককার কোণে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে আছে উঠানের দিকে। মান্নান মাওলানাকে সে দেখতে পায়নি। মান্নান মাওলানা যখন গম্ভীর গলায় বললেন, কী অইছে? এত চিল্লাচিল্লি কীয়ের? শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিষপিঁপড়ার কামড় খাওয়া মানুষের মতো আঁতকে উঠল ফিরোজা। কোনওদিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে মস্তাজদের বড়ঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু মান্নান মাওলানার প্রশ্নের উত্তর দবির হামিদা দিল না। দিল আতাহার। রুক্ষগলা নরম করে বলল, দউবরা আর অর বউ আইছে মাইয়ার লেইগা মাপ চাইতে। আমি অগো লগে কথা কইতাছি।

কথা কওনের কিছু নাই। যাইতে ক গা।

কইছি, যায় না।

ক্যা?

খালি প্যাচাইল পাড়ে।

প্যাচাইল পাইড়া লাভ নাই।

আমিও কইছি। হোনে না। দউবরা কথা কয় না, কয় খালি বউডা। ভারি প্যাচাইল্লা বেডি।

যাইতে ক। আমার নমজের সমায় অইছে। আয়জান দিয়া নমজ পড়ুম অহন।

পিছন ফিরে তাকালেন মান্নান মাওলানা। আতাহারের মা, রহিরে কও আমার অজুর পানি দিতে।

বাইরে থেকে আতাহারের মা তহুরা বেগমকে দেখা যাচ্ছিল না। স্বামীকে কী বললেন তিনি তাও শোনা গেল না। তবে মান্নান মাওলানা তাঁর সঙ্গে আর কথা বললেন না। আতাহারকে বললেন, রহিরে ক অজুর পানি দিতে।

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে গলা উঁচিয়ে রহিমাকে ডাকল আতাহার, অজুর পানি দিতে বলল। তারপর তাকাল দবিরের দিকে। বাবার কথা তো হুনলিঐ। যা অহন।

দবির কথা বলবার আগেই হামিদা কী রকম আব্দারের গলায় বলল, মাইয়া না লইয়া যাম না।

AMARBOI.COM

মান্নান মাওলানার দিকে তাকাল সে। মাথার ঘোমটায় মুখের অনেকখানি ঢেকে বলল, হুজুর, বহুত আশা কইরা আপনের কাছে আইছি আমি। আপনেরে আমার কওনের কিছু নাই। খালি একখান কথা কই, না বুইজ্জা কেঐ কোনও অন্যাই করলে আল্লায়ও তারে মাপ করে। আপনে অইলেন আল্লার খাসবান্দা। আমার নাদান মাইয়াডারে আপনে মাপ কইরা দেন।

হামিদার সবকথা মান্নান মাওলানা বোধহয় শুনলেন না। শুনলেও পাত্তা দিলেন না। পাত্তা দিলেন একটি মাত্র কথা। না বুইজ্জা অন্যাই মাইনি কী?

কথাটার উত্তর দিতে গেল হামিদা তার আগে হাত তুলে তাকে থামালেন মান্নান মাওলানা। তুমি চুপ কর। বেগানা মাইয়া ছেইলার লগে কথা আমি কই না। গুণা অয়। দউবরা, তুই ক। অন্যাইডা কী তর মাইয়ায় না বুইজ্জা করছে?

দবির মাথা নিচু করে বলল, হ হুজুর।

না। বুইজ্জাই করছে। বড় বানকাউর মাইয়া। আমারে একদিন রাজাকার কইছিলো। হেইডাও বুইজ্জাই কইছিলো। বুইজ্জা যে অন্যাই করে তারে কইলাম আল্লায় মাপ করে না। এইডা তর বউরে ক।

কওন লাগবো না। হেয় হোনছে।

তয় আর খাড়ঐ রইলি ক্যা? যা গা।

হামিদা হঠাৎ কী রকম ফুঁসে উঠল। মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলল, মাইয়া না লইয়া যামু না।

হামিদার ভঙ্গি দেখে মান্নান মাওলানা একটু থতমত খেলেন। না লইয়া যাইবা না মাইনি? কে বাইন্দা থুইছে তোমার মাইয়ারে?

আপনেরা।

কী? কই বাইন্দা থুইছি?

এই বাইত্তেঐ।

কে কইছে?

পয়লা আমি আন্দাজ করছি। তারবাদে আতাহারে স্বীকার করছে।

হামিদার কথা শুনে আতাহার একেবারে বেকুব হয়ে গেল। কি স্বীকার করছি আমি?

এবার আতাহারকে আর আপনি করে বলল না হামিদা। তুমি করে কঠিন ভঙ্গিতে বলল, ওই যে আমি যহন কইলাম মাইয়াডারে ছাইড়া দেও, তুমি কইলা, না, অর কোনও ছাড়াছাড়ি নাই। কও নাই?

হ কইছি। তয় হেইডা আর এইডা তো এক কথা না।

কয় কথা?

দুই কথা। আমি মনে করছি অর উপরে য্যান শোধ না লই, অরে য্যান মাপ কইরা দেই, ছাইড়া দেই।

না এইডা তুমি কও নাই। কথার তালে আসল কথা কইছো। আমার মাইয়া এই বাইত্তেঐ আছে। কোন ঘরে অরে তোমরা বাইন্দা থুইছো কও। তোমগো মতলব আমি বুঝছি। মাইয়া না লইয়া এই বাইতথন আমি যামু না। দরকার অইলে হারারাইত এই

AMARBOI.COM

উডানে আমি বইয়া থাকুম। দরকার অইলে গেরামের বেবাক মাইনষেরে এই বাইত্তে ডাইক্কা লইয়ামু। কমু মাইয়ায় অন্যাই করছে তার বিচার করেন আপনেরা, কিন্তুক ডাঙ্গর মাইয়া বাইত্তে বাইন্দা থুইবো হেইডা অইব না। যদি আমার মাইয়ার অন্য রকমের কোনও ক্ষেতি হয়?

হামিদার কথা শুনে মান্নান মাওলানা এবং আতাহার দুইজনেই বিব্রত হল। দুইজন দুইজনার মুখের দিকে তাকাল। মান্নান মাওলানা কপাট ছেড়ে উঠানে নেমে এলেন। পায়ে খড়ম। খড়মে চটর পটর করে শব্দ হল।

উঠানে নেমে লুঙ্গি একটুখানি তুলে পরলেন তিনি। পেটের কাছে টাইট হয়ে থাকা ফ্লানেলের পাঞ্জাবি তুলে নাভীর কাছে গিট দিলেন লুঙ্গি। তারপর পাঞ্জাবি ছেড়ে প্রথমে হামিদার দিকে পরে দবিরের দিকে তাকালেন। তর পরিবারের কী মাথা খারাপ অইছে নিরে দউবরা? আবল তাবল প্যাচাইল পারে। অন্যাই তর মাইয়ায় করছে, বেদম অন্যাই করছে, এই অন্যাইয়ের কোনও মাপ নাই, হের লেইগা তর মাইয়ারে আমি বাইত্তে আইন্না বাইন্দা থুমুনি?

দবির কথা বলবার আগেই, আগের মত তেজাল গলায় হামিদা বলল, হ থুইছেন।

এবার গলা আর আগের মত গম্ভীর রইল না মান্নান মাওলানার। চড়ল। হামিদাকে তিনি তুই তোকারি শুরু করলেন। তুই কইলেঐ অইবোনি?

হামিদাও কম গেল না। হ আমি কইলেঐ অইবো।

না অইবো না।

অইবো।

যদি তর মাইয়া এই বাইত্তে না থাকে তাইলে কী অইবো?

আমার মাইয়া এই বাইত্তেঐ আছে।

আগে ক, যদি না থাকে তাইলে তুই কী করবি?

তয় আমার মাইয়া গেল কই?

হেইডা জানন আমার কাম না। আমার মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দৌড় দিছে। কই গেছে তরা সেন জানচ।

না জানি না। মাইয়া বাইত যায় নাই। হেই টাইমে দৌড় দিছে ঠিকঐ তারবাদে আপনেরা আমার মাইয়ারে ধইরা আনছেন।

কই থিকা?

আমি কেমতে কমু?

এত কিছু কইতে পারতাছস এইডা কইতে পারবি না? কই থিকা ধইরা আনছি ক?

মান্নান মাওলানার এসব কথার ধার দিয়েও গেল না হামিদা। আপন মনে বলল, যহন ছ্যাপ ছিডাইয়া দৌড় দিছে তহন আপনেরা অরে কিছু কন নাই। দৌড়াইয়া গিয়া ধরেন নাই অরে। মাকুন্দারে পুলিশ দারগায় লইয়া যাওনের পর বিচড়াইয়া বাইর করছেন আমার মাইয়ারে। ধইরা আইন্না এই বাইত্তে বাইন্দা থুইছেন।

হামিদার কথা শুনে বাঘের চোখের মত ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে লাগল মান্নান

AMARBOI.COM

মাওলানার চোখ। সেই চোখে পলক না ফেলে খানিক হামিদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ধীর শান্ত কঠিন গলায় বললেন, তুই কইলাম সীমানা ছাইড়া যাইতাছস! আমার মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া তর মাইয়ায় যেই অন্যাই করছে তুই করতাছস তার থিকা বড় অন্যাই। যেই কাম না করছি হেই কামের লেইগা দোষারোপ করতাছস। বেবাক মাইনষের সামনে কইছিলাম তর মাইয়া নাদান, অরে আমি মাপ কইরা দিলাম। তর লেইগা মাপটা আমি করুম না। না ধইরা আইন্না যহন বদলাম অইছে তয় তর মাইয়ারে কইলাম ঠিকই আমি ধইরা আনুম। ঠিকঐ বাইন্দা থুমু বাইত্তে।

সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরে হামিদাকে সরিয়ে দিল দবির। নিজে হাতজোর করে দাঁড়াল মান্নান মাওলানার সামনে। অর কথা আপনে ধইরেন না হুজুর। ডরে ভয়ে অর মাথা খারাপ অইয়া গেছে। কী কইতে কী কইতাছে বোজতে পারতাছে না।

না বেবাক কথা বুইজ্জাঐ কইতাছে। এইডা তগো দুইজনের ষড়যন্ত্র।

কীয়ের ষড়যন্ত্র হুজুর?

মাইয়া তগো বাইত্তেঐ আছে। তারবাদেও তরা আমার কাছে আইয়া উল্টা দোষ দিয়া আমারে ফাপড়ে হালানের চেষ্টা করলি। এই হগল কায়দা আমি বুজি। তরা তিনডাঐ বদমাইস। তর থিকা তর পরিবারে ইট্টু বেশি, অরে থিকা বেশি মাইয়াডা। তর পরিবারের কথা হুইন্না আইজ আমি বুঝছি তর মাইয়াডা নষ্ট অইছে এই মাগির লেইগা। মা নষ্ট না অইলে মাইয়া নষ্ট অয় না।

পিতলের বদনা ভরা গরম পানি নিয়ে রহিমা তখন দ্রুত পায়ে উঠান পেরুচ্ছে। বারবাড়ির পশ্চিমকোণে চ্যাপ্টা পাথরখন্ডের ওপর বদনা রাখবে। সেখানে বসে অজু করবেন মান্নান মাওলানা। বদনার মুখ দিয়ে নল দিয়ে হু হু করে বেরুচ্ছে সাদা বাষ্প। সেদিকে একবার তাকিয়ে মান্নান মাওলানা বললেন, তয় মনে যহন মাগির অইছে যে অর মাইয়া আমি এই বাইত্তে বাইন্দা থুইছি, বাড়ির বেবাক ঘর আমি খুইল্লা দিতাছি, দেক কোন ঘরে আছে মাইয়া।

ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। আতাহার, পুরা বাড়ি অগো দেহা। বেবাক ঘর দেহা। তয় মাইয়া যদি এই বাইত্তে না পাচ তয় তগো কপালে শনি লাগলো। তগো আমি খাইয়ালামু।

মান্নান মাওলানা আর দাঁড়ালেন না। খড়মে চটর পটর শব্দ তুলে বারবাড়ির দিকে চলে গেলেন। দবির হামিদার দিকে তাকিয়ে আতাহার বলল, আয় আমার লগে। বাড়ির বেবাক ঘর দেক।

দবির বলল, দেহনের কাম নাই। হুজুরে কি মিছা কথা কইবোনি?

হামিদা কিছু একটা বলতে চাইল, চোখ পাকিয়ে দবির তার দিকে তাকাল। আর একটাও কথা না, ল বাইত্তে ল।

হামিদা কাতর গলায় বলল, আমার মাইয়া?

মাইয়া জাহান্নামে।

www.amarboi.com

শীতের বেলা ফুরাতে সময় লাগে না। দুপুর শেষ হওয়ার আগেই বিকাল হয়ে যায়। আজ যেন আরও তাড়াতাড়ি হল।

রান্না শেষ করে চুলার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে মরনি কিন্তু বউয়ার হাঁড়ি নামায়নি। আগুন নিভে যাওয়ার পরও তাপ থেকে যায় চুলায়। সেই তাপে হাঁড়ি রেখে ঘাটপারে গেছে গোসল করতে। ঝপাঝপ কয়েক বদনা পানি ঢেলেছে মাথায়। কাপড় ছায়া বদলে, ব্লাউজ বদলে গামছা ভিজা চুলে জড়িয়ে একহাতে এক বদনা পানি, অন্যহাতে চিপড়ানো কাপড় চোপড় নিয়ে উঠোনে এসেছে। ভিজা কাপড় উঠানের তারে মেলে দিয়ে, পানির বদনা দরজার সামনে রেখে ঘরের তালা খুলেছে তারপর বউয়ার হাড়ি নিয়ে ঘরে এসেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দুইজন মানুষের জন্য বউয়া বেড়েছে টিনের থালায়।

চৌকির উপর কাঁথা মুড়া দিয়ে একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে নূরজাহান। একটুও শব্দ করছে না। এমন কি তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

এমন নিঃসাড়ে কেমন করে ঘুমায় মানুষ!

নাকি ভয়ে আতঙ্কে নড়তে ভুলে গেছে নূরজাহান! শব্দ করা তো দূরের কথা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে!

প্রথমে যে থালায় বউয়া বেড়েছে মরনি থালাটা মজনুর। মজনু ছাড়া আর কাউকে কখনও এই থালায় খেতে দেয়নি সে। আজ ঘোরের মধ্যে আছে বলে কি নূরজাহানের জন্য মজনুর থালায় বউয়া বাড়ল! নাকি মজনুর মতো নূরজাহানের জন্যও আছে তার গভীর মমতা! অপত্যস্নেহ! নাকি সেই যে বোনের মৃত্যুর পর অসহায় শিশু মজনুকে যেমন করে বুকে আশ্রয় দিয়েছিল, বুকের তাপে যেমন করে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাকে, আজ বহুকাল পর ঠিক সেই সময়ের মতো আরেকটি সময় এসেছে। মজনুর মতো আরেকটি অসহায় শিশু এসে আশ্রয় নিয়েছে তার বুকে। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কি মজনুকে আর নূরজাহানকে নিজের অজান্তেই একাকার করে ফেলেছে মরনি! এজন্যই কি মজনুর থালায় নূরজাহানের জন্য বউয়া বাড়ল!

একবার মজনুর কথা মরনির মনেও হল। সেই যে বাড়ি থেকে গেল ছেলেটি তারপর আর কোনও খোঁজ খবর নাই। একটা পত্র তো লেকতে পারে, একটা সমবাত তো দিতে পারে কেঐর কাছে! মার মন যে পোলার লেইগা কান্দে পোলায় সেইটা বোঝে না। পোলা কাছে নাই, মার যে খাইতে পরতে মন চলে না, সংসার কর্মে উদাসীনতা,

AMARBOI.COM

বিছানায় শুয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ঘুম আসে না, ছেলে এসব বোঝে না কেন! বুকের ধন চোখের আড়াল হলে তাকে নিয়ে কত কুডাক ডাকে মায়ের মন! ছেলের কোনও বিপদ আপদ হল কি না, জ্বরজ্বারি অসুখ বিসুখ হল কি না, এসব ভেবে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে মায়ের যে চোখ ভেসে যায়, ছেলে কেন এসব বোঝে না! কেন পত্র লেখে না মাকে! কেন কোনও খবর দেয় না!

বউয়া বেড়ে নূরজাহানকে ডাকতে যাওয়ার আগে মনে মনে একবার মজনুকে ডাকে মরনি। বাজান রে, ও বাজান, আমার কথা তর মনে অয় না? আমি তর আপনা মা না দেইখা আমার কথা তুই ভুইলা থাকস? আমি তো তর কথা ভুলি না বাজান। আমি তো হারাদিন হারারাইত খালি তর কথা মনে করি। মনে মনে খালি তর নাম লই। আমি তর আপনা মা না অইতে পারি, তুই আমার আপনা পোলা। তর লাহান আপনা আমার আর কেঐ নাই।

চৌকির সামনে দাঁড়িয়ে মরনি তারপর নূরজাহানকে ডাকে। নূরজাহান ও নূরজাহান।

দুইবার ডাকার পরই চমকায় সে। হায় হায় এত জোরে ডাক পারন তো ঠিক অয় নাই! কে কোনহানদা (কোনখান দিয়ে) হুইন্না হালাইবো! তাইলে আর এতকষ্ট করলাম ক্যা? ঘরের ভিতরে কাতাকাপড়ের নিচে হামলাইয়া (সামলিয়ে) থুইলাম, দুয়ারে তালা দিয়া থুইলাম, মাইনষে যুদি হুইন্নাই হালায়, বুইজ্জাই যায় তাইলে আর লাব অইলো কী?

মরনি গলা নামায়, সাবধানী স্বরে ডাকে, নূরজাহান, নূরজাহান। ও নূরজাহান, ওঠ মা। ওঠ। বউয়া রানছি। দুগগা (দুটো) খেয়ে নে।

নূরজাহান সাড়া দেয় না, নড়ে না।

মরনি আবার ডাকে। নূরজাহান, ও নূরজাহান।

নূরজাহান তবু সাড়া দেয় না।

কাঁথার উপর দিয়ে আস্তে করে নূরজাহানকে ধাক্কা দেয় মরনি। কী রে হোনচ না? কত ঘুমাচ? ও নূরজাহান।

তবু সাড়া নেই নূরজাহানের। তবু সে নড়ে না।

এবার একটু চিন্তিত হল মরনি। কী অইলো? মাইয়াডা লড়েচড়ে না ক্যা? ডরে ভয়ে বেউস অইয়া গেলনি? দাত লাইগ্গা (দাঁত কপটি) গেলনি?

নূরজাহানের মাথার দিক থেকে কাঁথা সরায় মরনি। মুখটা বের করে নূরজাহানের। চোখ বুজে পড়ে আছে নূরজাহান। মুখ শুকনা, ফ্যাকাসে। ভয়ানক এক ভয় এবং আতঙ্ক ঘুমঘোরেও যেন মুখ ছেড়ে যায়নি নূরজাহানের। বটের ছায়ার মত ছায়া ফেলে রেখেছে মুখে। এই মুখের দিকে তাকিয়ে বুক তোলপাড় করে উঠল মরনির। মনে মনে নূরজাহানকে সে বলল, ক্যান এমুন কাম করলি তুই! ক্যান নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারলি! ক্যান এমুন বিপদ ডাইক্কা আনলি! অহন যে ডরে ভয়ে মরতাছস অহন তরে কে বাঁচাইবো!

আবার আল্লাহকে ডাকে মরনি। ইয়া হে আল্লাহ, তোমার রহমতের দুয়ার এই মাইয়াডার লেইগা খুইল্লা দেও। মাইয়াডারে তুমি বাচাও।

আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে কোন ফাঁকে নূরজাহানের কপালে হাত রেখেছে মরনি।

AMARBOI.COM

রেখেই চমকে উঠেছে। যেন নিজের অজান্তে চিতোইপিঠা ভাজার তপ্ত খোলা ছুঁয়ে দিয়েছে। হায় হায় এমুন গরম ক্যা শইল? এমুন জ্বর আইলো কুনসুম? জ্বরে বেউস হইয়া গেছেনি মাইয়াডা? এর লেইগাই আমার ডাক হোনে নাই! আমি যে ডাক পারতাছি এর লেইগাই উদিস পায় নাই!

বউয়া বেড়ে রাখার কথা ভুলে গেল মরনি। ক্ষুধার কথা ভুলে গেল। দিশাহারা ভঙ্গিতে গালে কপালে হাত বুলাতে লাগল নূরজাহানের। চাপা উদ্বিগ্ন গলায় ডাকতে লাগল, নূরজাহান ও নূরজাহান। হোনচ না? ও নূরজাহান!

নূরজাহান নড়ে না, সাড়া দেয় না।

নিজেকে নিজে মরনি বলল, মনে হয় দাঁত লাইগ্গা গেছে।

নূরজাহানের মুখের উপর ঝুঁকে দুইহাতে নূরজাহানের মুখটা ফাঁক করল মরনি। দাঁতে দাঁত লেগে আছে কি না দেখল। দেখে আশ্বস্ত হল। না দাঁত লাগেনি। শুধু বেহুসই হয়েছে। হয়তো আচমকা কাঁপিয়ে এসেছে জ্বর। জ্বরের ধাক্কা সামলাতে না পেরে বেহুস হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ভয় পেলে কোনও কোনও মানুষের এমন জ্বর আসে। জ্বরটা বেশি আসে অল্প বয়সী পোলাপানের।

নূরজাহানকে নিয়ে এখন কী করবে মরনি! কেমন করে সামলাবে মেয়েটিকে! কেমন করে তার জ্বর কমাবে, হুস ফেরাবে! এই অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা ছাড়া কোনও উপায় নাই। কিন্তু পানিটা মরনি দিবে কী করে! বালতি ভরা পানি দরকার, বদনা দরকার। সব ব্যবস্থা করে পানি না হয় দিল, ভিতর থেকে দরজাও বন্ধ করে রাখল ঘরের কিন্তু পানি দেওয়ার শব্দটা! বদনার নল দিয়ে বেহুস মেয়েটির মাথায় যখন পানি ঢালতে থাকবে সেই পানি এসে পড়বে বালতির পানিতে, ছর ছর একটা শব্দ হবে, সেই শব্দে যে কেউ অবাক হবে। ঘরের ভিতর শব্দ কিসের?

যদিও তেমন কেউ এই বাড়িতে আসে না, বাড়িটা নির্জন পড়ে থাকে। তবু সাবধান থাকতে হবে মরনির। লোকে যদি জেনেই যায় নূরজাহানকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে মরনি তাহলে আর লাভ হল কি! সব চেষ্টাই তাহলে বিফলে গেল! এদিকে মাথায় পানি না দিয়েও উপায় নাই। যে রকম জ্বর, মাথায় পানি দিয়ে এই জ্বর না কমালে হুস ফিরবে না নূরজাহানের। জ্বরের চোটে মাথার রগ ছিঁড়ে যাবে। মাথার রগ ছিঁড়লে নূরজাহানকে আর বাঁচাতে পারবে না কেউ।

যদি বাঁচানোই না গেল তাহলে আর লুকিয়ে রেখে লাভ কী! এক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আরেক মৃত্যুর হাতেই যদি শপে দেওয়া হয় মেয়েটিকে, তাহলে আর লাভ কী!

তবু সবদিক সামলে নূরজাহানকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইল মরনি। বালতি ভরে পানি আনতে পুকুরঘাটে গেল না। ঘরের কোণ থেকে পুরানা বালতিটা নিয়ে, নাড়া দিয়ে তৈরি বিড়ার ওপর রাখা খাওয়ার পানির ঠিলা থেকে আধা ঠিলা পানি বালতিতে ঢেলে চৌকির কাছে এনে রাখল। নিঃশব্দে দরজা খুলে যতদূর চোখ যায় একবার দেখে চট করে পানি ভর্তি বদনাটা ঘরে এনে আবার দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর অচেতন নূরজাহানকে হাছড় পাছড় করে টেনে তার মাথাটা চৌকির বাইরের দিকে এনে, মাথার তলায় পানির বালতি রেখে শব্দ যতটা বাঁচিয়ে পারা যায় বাঁচিয়ে বদনার নল দিয়ে পানি ঢালতে

AMARBOI.COM

লাগল। একহাতে পানি ঢালে আরেক হাতে নূরজাহানের মাথার ঘন চুলে বিলি কেটে পানিটা যেন মাথার তালুতে গিয়ে লাগে সেই ব্যবস্থা করে। চুলের জটে আটকে পানি যদি তালুতে না লাগে তাহলে লাভ কী! তালু ঠাণ্ডা না হলে জ্বর কমবে না। রগ ছিঁড়া ঠেকানো যাবে না।

ছর ছর শব্দে বদনার পানি নূরজাহানের তালু ভিজিয়ে মাথার তলায় রাখা বালতিতে গিয়ে পড়ে। স্বচ্ছ পানি অস্বচ্ছ হয়। জ্বরের তাপ ধুয়ে দেওয়ার ফলে শীতলতা কমে আসে পানির। তবু সেই পানি আবার বদনা ভরে তোলে মরনি, আবার ঢালে নূরজাহানের মাথায়। পানি ঢালে আর বিড়বিড় করে সুরা ইয়াসিন পড়ে। 'ইয়া-সীন। ওয়াল কুরআনিল হাকীম। ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন। আ'লা সিরাত্বিম মুসতাক্বীম। তানযীলাল আযীযির্ রাহীম'।

অদূরের মেঝেতে টিনের থালায় পড়ে থাকে বউয়া, বাইরে গভীর হয়ে ওঠে শীতের বিকাল, পেটের ক্ষুধা পেটেই মরে যায়, কোনও কিছুই যেন খেয়াল থাকে না মরনির।

দশ বারো বদনা পানি মাথায় ঢালার পর হঠাৎ করেই যেন নূরজাহানের চোখের দিকে তাকায় মরনি। তাকিয়ে চমকে ওঠে। কোন ফাঁকে চোখ মেলে তাকিয়েছে নূরজাহান। এমন অসহায় কাতর চোখে তাকিয়ে আছে মরনির মুখের দিকে, একবারও যেন পলক পড়ে না সেই চোখে।

নূরজাহানের জ্ঞান ফিরেছে দেখে বুকে চেপে থাকা ভয় কেটে গেল মরনির। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বদনা বালতির পাশে নামিয়ে রেখে যেন নিজের কাছে নিজে বলছে এমন স্বরে বলল, আল্লায় রহম করছে। উস্ম অইছে।

নূরজাহানের চোখে তবু পলক পড়ে না। আগের মতোই মরনির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর মমতায় বুক ভরে যায় মরনির। নূরজাহানের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, কী গো মা, এমুন কইরা চাইয়া রইছ ক্যা?

নূরজাহান কথা বলবার আগেই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কে ডাকল, পিসি ও পিসি।

মরনি নূরজাহান দুজনেই চমকে উঠল। এতক্ষণের মায়াবি চোখ ভয়ার্ত হয়ে গেল নূরজাহানের। কাঁথার ভিতর থেকে হাত বের করে দুইহাতে মরনির একটা হাত আঁকড়ে ধরল। জ্বরে তখনও পুড়ছে হাত কিন্তু মরনি তা খেয়াল করল না। প্রথমে দিশাহারা হল, তারপর ফিসফিস করে বলল, তুই ডরাইচ না। আমি বুজছি কেডা। কাতা মুড়া দিয়া চুপচাপ পইড়া থাক। আমি দেখতাছি।

নিজেই কাঁথা দিয়ে আগের মত ঢেকে দিল নূরজাহানকে। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞস করল, কেডা রে, আ?

বাইরে থেকে সাড়া এল, আপনে আমারে চিনতাছেন না পিসি? এই গেরামে আমি ছাড়া কেডা আপনেরে পিসি ডাকে?

অন্য সময় হলে একথার জবাব দিত মরনি। বলত, ক্যা, ফুলমতি কয় না?

এখন ওইভাবে কথা বলবার সময় নাই। খুবই সাধারণ গলায় মরনি বলল, নিখিলা নিরে?

বাইরে থেকে সাড়া দিল নিখিল। হ।

বুকটা ধ্বক করে উঠল মরনির। এসময় নিখিল এই বাড়িতে এল কেন! সে

www.amarboi.com

আতাহারের দোস্ত। দিনরাত আতাহারের সঙ্গে টো টো করে বেড়ায়। আতাহারকে ছেড়ে মরনির কাছে এল কেন! আতাহারই পাঠায়নি তো নিখিলকে! সারা গ্রাম খুঁজে নূরজাহানকে না পেয়ে আতাহাররা কি এখন একেকজন একেক বাড়িতে খুঁজতে বেরিয়েছে নূরজাহানকে! নিজে এক বাড়িতে গেছে, সুরুজকে আলমকে পাঠিয়েছে এক বাড়িতে, নিখিলকে পাঠিয়েছে এই বাড়িতে! যেখানেই থাকুক, কোথায় আছে নূরজাহান এটা শুধু জানা দরকার। তারপর কীভাবে নূরজাহানকে ধরতে হবে, কোন বাড়ির দরজা ভাঙতে হবে ওইসব তারা পরে দেখবে।

ভয়ে উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে গেল মরনির। কোনও রকমে সে বলল, কীর লেইগা?

নিখিল সরল গলায় বলল, কাম আছে।

কী কাম?

আছে। দুয়ার খোলেন, কইতাছি।

বাইরে থিকাই ক।

ক্যা, হুইয়া রইছেননি?

খানিক আগে ইয়াসিন সুরা পড়ছিল যে মানুষটি সে এখন নির্বিকার গলায় মিথ্যা বলল। হ, হুইয়া রইছি।

কষ্ট কইরা ইট্টু ওডেন। লাব অইবো।

কীয়ের লাব?

দুয়ার না খোললে কেমতে কই?

এসব নিখিলের চালাকি না তো! কোনও না কোনও অছিলায় মরনিকে দিয়ে দরজা খোলাচ্ছে সে। দরজা খুলবার পরই চট করে ঘরের ভিতর ঢুকে যাবে। চৌকির কাছে গিয়ে কাঁথা তুলে দেখবে কে শুয়ে আছে।

আবার এমনও হতে পারে নিখিল শুধু একা আসেনি এই বাড়িতে। সঙ্গে আতাহারও আছে। আলম সুরুজও আছে। উঠানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তারা। কথা বলাচ্ছে শুধু নিখিলকে দিয়ে। মরনি দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে যাবে ঘরে। কাঁথার তলা থেকে বের করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে নূরজাহানকে। মরনির চিৎকার চেঁচামেচি পাত্তা দিবে না।

এই পরিস্থিতিতে কী করবে মরনি? কেমন করে রক্ষা করবে নূরজাহানকে?

মরনি কাতর গলায় বলল, পরে আহিচ বাজান। আমি অহন উটতে পারতাছি না। শইলডা ভাল না।

নিখিল নরম গলায় বলল, হেইডা আমি বোজতাছি। তয় আমিও কোনও পথ না দেইক্কা আইছি। অনেক বাইত্তে বিচড়াইছি। পাই নাই দেইক্কাঐ আপনের কাছে আইছি।

নিখিলের কথা শুনে বুকের ধুকধুকানি আরও বেড়ে গেল মরনির। কোনও রকমে বলল, কী বিচড়াইতাছস?

কুকরা (মোরগ, মুরগি)।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না মরনি। বলল, কী?

কুকরা, কুকরা।

কীয়ের কুকরা?

AMARBOI.COM

দুগগা কুকরা কিনুম। বেইল নাই তো, অহন বাজারে গেলেও পামু না। যেই যেই বাইত্তে কুকরা বেচে বেবাক বাইত্তেঐ গেছি। কেঐর কাছে নাই।

মরনি খুবই আন্তরিক গলায় বলল, হয়রইত্তাগো বাইত্তে গেছস?

গেছি। নাই।

বেগির মার কাছে?

হ। ইননইত্তার মার কাছেও গেছি। কোনওহানে পাই নাই। শেষমেষ আইছি আপনের কাছে।

আমার কুকরা নাই বাজান।

কন কী? এই যে দিহি উডানে কত কুকরা?

মিথ্যাটা ধরা পড়ার ফলে একটু থতমত খেল মরনি। তবে পলকেই তা সামলাল। হ আছে। তয় বেচি না।

না বেইচ্চা এত কুকরা দিয়া কী করেন?

পাইল্লা পুইল্লা ডাঙ্গর করি। ডাঙ্গর অওনের পর আন্ডা পাড়ে।

আন্ডাও তো আপনে বেচেন না!

না। উমে বহাই। ছাও অয়।

এমতে চললে তো বাড়িঘর কুকরায় ভইরা যাইবো।

যাউক।

মজনুরে কুকরা জব কইরা খাওয়ান না?

পোলায় চাইলে খাওয়াই।

তয় আরেক পোলায় যে আইজ চইতাছে অরে খাওয়াইবেন না ক্যা?

কথাটা বুঝতে পারল না মরনি। বলল, কোন পোলায়?

যেই পোলাডা এতক্ষণ ধইরা দুয়ারের সামনে খাড়ইয়া ঘেংটি (অনুনয়, বিনয়) পারতাছে। বইনের পোলা আর ভাইয়ের পোলা তো একরকমঐ। বইনের পোলায় কয় মাসি, ভাইয়ের পোলায় কয় পিসি। আমরা হিন্দু অইছি তো কী অইছে, বাবায় তো আপনেরে বইন কয়। আমি তো আপনেরে পিসি কই।

এবার নিখিলকে মৃদু একটা ধমক দিল মরনি। এত প্যাচাইল পারিচ না ছেমড়া, অন্য বাইত্তে যা।

নিখিল একটুও দমল না। বলল, কোন বাইত্তে যামু কইয়া দেন। যাই।

ফকির বাড়ি যা।

গেছি। পাই নাই।

কেরফাইন্নার বাড়ির উল্টামিহি, খালের ঐপারে, হযরতগো বাড়ির পশ্চিমের বাইত্তে এক বুড়ি থাকে। ম্যালা কুকরা পালে বুড়ি। হুনছি কুকরা বেইচ্চাঐ খায়।

আর কওন লাগবো না। হেই বাইত্তেও গেছি। ড্যাকরা ড্যাকরি একখানও নাই। তিনডা বুড়া কুকরা আছে। উমে বইছে। উমা কুকরা খাওন যায়নি? গোস্ত অয় ঘোড়ার গোস্তের লাহান।

মরনি কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

নিখিল খুবই মায়াবি গলায় ডাকল, পিসি।

AMARBOI.COM

ক।

দুগগা কুকরা বেচেন। উপায় না দেইক্কা আপনের কাছে আইছি। জানি কুকরা আপনে বেচেন না। তাও আইছি। বিপাকে পইড়াঐ আইছি।

বাইত্তে মেজবান আইছেনি?

না। দরকারডা আমগো বাড়ির না।

তয় কোন বাড়ির লেইগা কুকরা বিচড়াইতাছস?

কোনও বাড়ির লেইগা না। আতাহারের লেইগা।

আতাহারের নাম শুনে কেঁপে উঠল মরনি। আড়চোখে একবার চৌকির দিকে তাকাল। কাঁথার তলায় নূরজাহান কুকড়ে মুকড়ে আছে। নিখিলের গলা শুনে যতটা কুকড়ে ছিল আতাহারের নাম শুনে আরও কুকড়েছে।

নূরজাহানের কারণেই যেন আতাহারকে নিয়ে কথা বলতে চাইল মরনি। বাড়ির কামে যদি না লাগে তয় কুকরা দিয়া আতাহার করবো কী?

ঐযে কনটেকদার সাবে আছে, সড়কে মাডি হালাইতাছে, তার ঘরে বইয়া কষাইন্না গোস্ত খাইবো।

রাইন্দা দিবো কেডা?

দিদি।

ফুলমতি?

হ।

মরনি একটু থেমে খুবই নরম গলায় বলল, আমি কুকরা বেচুম না বাজান। তুই অন্যমিহি যা।

কথাটা শুনে নিখিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তয় আর কী করুম, আতাহাররে গিয়া কই। আতাহারের মন মিজাজ আইজ বহুত খারাপ। কুকরা না পাইলে আরও খারাপ অইবো। রাইত্রে কোন বাইত্তে গিয়া খোয়ার শুদ্দা লইয়াইবো কে জানে। চকে আইন্না কুকরাডি বাইর কইরা খোয়ারডা হালাই থুইয়াইবো।

নিখিলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নূরজাহানকে নিয়ে পাওয়া ভয়টা কেমন যেন কমে আসছিল মরনির। এখন নিখিলের কথার ধরনে বুঝল নূরজাহানকে খুঁজতে তার বাড়িতে আসেনি নিখিল। সত্যি সত্যি মোরগ মুরগির জন্যই এসেছে। নয়তো এতক্ষণ ধরে এই একটা বিষয় নিয়ে কথা বলত না। তবে নিখিলের কথায় অন্য রকমের একটা ভয় মরনির হল। পয়সা দিয়ে কিনতে চাওয়ার পরও, এত করে বলবার পরও মরনি যখন দুইটা মুরগি বেচতে রাজি হয়নি, আতাহারের কথা শোনার পরও রাজি হয়নি, নিখিল গিয়ে নিশ্চয় আতাহারকে এসব বলবে। সব শুনে আতাহার খুব রাগ করবে। কষানো মুরগি খাওয়ার লোভ যখন তার একবার হয়েছে যেমন করে হোক তা সে খাবেই। এই বাড়িতে ড্যাকরা মুরগি আছে নিখিলের কাছ থেকে তা সে শুনবে। শুনে রাতে এসে যদি খোয়ারটা তুলে নিয়ে যায়, কী করবে মরনি! যদি জানেও আতাহাররা কাজটা করেছে, কার কাছে বিচার দিবে! বিচার দিলেই বা লাভ কী! আতাহারের বিচার করবে কে! বিচার দিতে গেলে উল্টো বিপদেও পড়বে মরনি। আতাহার তার শত্রু হয়ে যাবে। সে একা মানুষ বাড়িতে থাকে, রাত দুপুরে এসে আতাহার যদি ঘরে আগুন দেয়!

AMARBOI.COM

চরের ডাকাতদের ঠিক করে যদি পাঠায় মরনির ঘরে ডাকাতি করতে! মজনু থাকে ঢাকায়। বাড়িতে আসার পর সেই ছেলের যদি ক্ষতি করে! যদি রাস্তাঘাটে ধরে ছুরি মেরে দেয়!

অন্য সব ভয় মন থেকে মুছে ফেলতে পারল মরনি, মজনুকে নিয়ে পাওয়া ভয়টা মুছতে পারল না। বুক কাঁপতে লাগল তার।

তারপর অন্যরকম করে ব্যাপারটা ভাবতে লাগল মরনি। যদি নিখিলের কথায় রাজি হয়ে দুইটা মোরগ মুরগি সে বিক্রি করে তাহলে নগদ সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে। নিখিল গিয়ে যখন আতাহারকে বলবে, কোনও বাড়িতে কুকরা না পাইয়া মরনি পিসির কাছে গেছি। সে তর কথা কুকরা বেচতে রাজি হইল। শুনে আতাহার নিশ্চয় মরনির ওপর খুশি হবে। তার বাড়িতে এসে খোয়ার তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাববেই না। এমন কি নূরজাহানকে খুঁজতেও এই বাড়িতে আসবে না। সব দিকই রক্ষা হয় মরনির।

মরনি বলল, গেছস গা নিরে নিখিলা?

বাইরে থেকে সাড়া দিল নিখিল। না পিসি। কই যামু, কী করুম কিছু বোজতাছি না। কুকরা জোগাড় না করতে পারলে আমার উপরেও খুব চেতবে আতাহার। আমরা হিন্দু মানুষ। দেশ গেরামে এমতেঐ থাকি ডরে ডরে। তার উপরে যুদি আতাহার থাকে চেইত্তা, কেমুন বিপদ না? ফুলমতি দিদি বাইল্য বিধবা। বয়স তেমুন অয় নাই। আমার থিকা দুইতিন বচ্ছরের মাত্র বড়। অরে লইয়া বাপ মায়ে তো চিন্তায় থাকেঐ, আমিও থাকি। কোনহানদা কী অইয়া যাইবো, কে কইবো?

নিখিলের কথায় আশ্চর্য রকমের এক অসহায়ত্ব টের পেল মরনি। ফুলমতিকেও তার নূরজাহানের মতন মনে হল। মান্নান মাওলানার মুখে থুতু ছিটিয়ে যে বিপদে নূরজাহান আছে, কিছু না করেও যেন সেই একই বিপদে আছে ফুলমতি। একজোড়া কুকরা বিক্রি করলে এই দুইজন মানুষকেও যেন উদ্ধার করতে পারে মরনি।

তবু আগের ভঙ্গিটা বজায় রাখার জন্য মরনি বলল, তুই তো দেহি ভাল এক ফাপড়ে হালাইলি আমারে।

আপনের কীয়ের ফাপড়? ফাপড়ে পড়ছি আমি। আপনে কুকরা বেচলে বেচবেন না বেচলে না বেচবেন।

হ আসল ফাপড়ডা তরঐ। তাও তুই আমার কাছে যহন আইছস, তর কথা হুইন্না আমিও ইট্টু ফাপড়ে পড়ছি।

ইচ্ছা করলেঐ আপনে আমারে এই ফাপড় থিকা রেহাই দিতে পারেন।

কী করুম চিন্তা করতাছি।

আর চিন্তা কইরেন না। একশ টেকার একখান লোট দিতাছি। ডেকি দেইক্কা দুইডা কুকরা দেন।

কোন দুইটা কুকরা দেওয়া যায় মনে মনে চিন্তা করে ফেলেছে মরনি। তবে সেই দুইটার দাম সত্তর আশি টাকার বেশি হবে না। একশো টাকা পেলে লাভটা ভালই হয়।

মরনি বলল, এমুন কইরা কথা কইতাছস, আর না করতে পারতাছি না। খাড়ো।

কথাগুলি বলেই আগের চিন্তাটা আবার হল মরনির। এসবই নিখিলের চালাকি নাতো! সঙ্গে আতাহাররা দাঁড়িয়ে নাই তার সঙ্গে! নূরজাহানকে খুঁজতে আসেনি তো তারা!

AMARBOI.COM

কিন্তু এত কথা হয়ে যাওয়ার পর এখন আর দরজা না খুলে উপায় নাই।

মরনি একটা বুদ্ধি বের করল। ঢেউটিনের বেড়ায় নাট বল্টুর ফুটা দুইএকটা থাকেই। দরজার দুপাশের বেড়ায় আছেই। খুঁজে একটা বেরও করল মরনি। সেই ফুটা দিয়ে উঠানের দিকে তাকাল।

না আতাহাররা কেউ নাই। শুধু নিখিল অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে ঘরের সামনের তক্তায়।

খুদের হাড়ি থেকে একমুঠ খুদ আঁচলে নিল মরনি। অতি সাবধানে দরজা খুলল। একজন মানুষ কোনও রকমে গলতে পারে শুধু এটুকুই ফাঁক করল। বাইরে বেরিয়েই চটপটে হাতে শিকল তুলে দিল দরজায়। নিখিল এসবের কিছুই খেয়াল করল না।

আড়চোখে নিখিলের দিকে তাকাল মরনি, আঁচল থেকে খুদ তুলে উঠানে ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির উঠান পালানে চড়ে বেড়ানো মোরগ মুরগি সব ছুটে এল। দিকপাশ না তাকিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল খুদের উপর। শুধু সেই ছাওটা এল না। রান্নাচালার ওদিকে চড়ছিল। গলা তুলে এদিকে একবার তাকাল কিন্তু কোনও আগ্রহ দেখাল না।

মরনি একবার ছাওটাকে দেখল, তারপর যে দুইচারটে খুদ তখনও লেগে আছে আঁচলে সেইগুলি ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলল।

নিখিল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখটা হাসি হাসি। ভিতরে ভিতরে খুবই গদগদ হয়েছে বোঝা যায়। বলল, কোন দুইডা দিবেন পিসি?

আঙুল তুলে একই বয়সের একজোড়া কুকরা দেখাল মরনি। ওই দুইডা।

একটা মোরগ একটা মুরগি?

হ।

দুইডাঐ মোরগ দেওন যায় না?

না, নাই। থাকলে দিতাম।

একটু থেমে বলল, ক্যা খালি মোরগ অইলে সুবিদা কী?

মোরগটা আতাহারে ইট্টু বেশি পছন্দ করে।

রান্ধনের পর গোস্ত মোরগের না মুরগির বোজে কেমতে?

হেইডা আমিও চিন্তা কইরা পাই না। আতাহার জানি কেমতে বোজে। কষাইন্না গোস্ত মোকে দিয়াঐ কইয়া দেয় গোস্তডা মোরগের না, মুরগির। তয় আইজ মনে হয় এতকিছু খ্যাল করবো না। আইজ আতাহারের মন মিজাজ বহুত খারাপ।

সব জেনেও অবুঝের মত প্রশ্ন করল মরনি। ক্যা, কী অইছে আইজ?

নিখিল যেন আকাশ থেকে পড়ল। আপনে জানেন না?

না।

কন কী?

হ। কী জানুম? কী হইছে?

গেরামে তো সাই (দারুণ) একখান কাম অইছে। নূরজাহান তো কাম কইরা লাইছে।

উপরে উপরে খুবই উতলা হওয়ার ভান করল মরনি। কী করছে ক তো আমারে।

আগের জায়গায় আবার তাকাল নিখিল। কুকরা দুইডা ধরেন, কইতাছি।

AMARBOI.COM

ঘরের পুব কোণে আছে পলোটা। এখন দরজা খুলে সেই পলো আনতে যাওয়া ঠিক হবে না। থাবা দিয়েই কুকরা ধরতে হবে। কাজটা কঠিন না। মরনির পায়ের কাছেই নির্ভয়ে খুদ খুটে খাচ্ছে মোরগ মুরগিগুলি। যে দুইটা বিক্রি করবে সে দুইটা আছে একেবারে গলায় গলায়। আচমকা থাবা দিয়ে মোরগটা ধরে ফেলল মরনি। নিখিলের হাতে দিয়ে বলল, ধর বাজান। আমি আরেকখান ধরি।

একহাতে শক্ত করে মোরগের দুই ঠ্যাং চেপে ধরল নিখিল। আগের কায়দায় মুরগিটাও ধরল মরনি। নিখিলের হাতে দিয়ে বলল, এইবার ক।

ঘটনাটা বলল নিখিল। শুনে হতবাক হওয়ার ভান করল মরনি। যেন এই প্রথম শুনছে এমন ভঙ্গিতে বলল, হায় হায় কচ কী?

হ পিসি।

এত সাহস ছেমড়ির অইলো কেমতে?

কে কইবো?

মাওলানা সাবে অরে কী করছে?

কিছু করে নাই।

আতাহারে?

ও ও কিছু করে নাই।

ছেমড়ি অহন কো?

কইতে পারি না। গাছি আর গাছির বউরে দেইক্কাইলাম আতাহারগো বাইত্তে।

কী করতাছে?

হেইডা কইতে পারি না। আমি বেশিক্ষণ আছিলাম না। মনে অয় মাইয়ার লেইগা হাতপাও ধরতে গেছে। মাইয়ারে মনে হয় বাইত্তে হামলাইয়া থুইয়া গেছে।

খুবই হায় আফসোস করার ভঙ্গিতে মরনি বলল, এমুন কাম ছেমড়ি করলো ক্যা?

কে কইব? মনে হয় মাকুন্দার দশা দেইক্কা মাথা বিগড়াইয়া গেছিলো। বিগড়ানের কথাঐ। যেই মাইর মারছে যেভাবে, চোর সাজাইয়া জেলে দিছে, হেইডা দেকলে কেঐর মাথা ঠিক থাকে না পিসি।

মরনি সরল গলায় বলল, চোর সাজাইবো ক্যা? তুই দিহি কইলি গরু চুরি করতে গেছিলো মাকুন্দা!

গলা সামান্য নিচু করে নিখিল বলল, এইডা আতাহারের বাপে আর আতাহারে বানাইছে।

কী?

হ। আপনে যুদি কেঐরে না কন তয় আপনেরে আমি সব কইতে পারি।

না কমু না।

কিরা কাইরা কন।

মরনি হাসল। আইচ্ছা কারলাম। তুই কোনওদিন হুনবি না যে তর এই হগল কথা আমি কেঐরে কইছি। আমার পোলা মজনুর কিরা।

মজনুর কথা শুনে ভরসা পেল নিখিল। হাসিমুখে বলল, তয় কওন যায়। মজনুর কিরা কারলে হেই কিরা আপনে ভাঙবেন না। জান গেলেও ভাঙবেন না।

AMARBOI.COM

মাকুন্দা কাসেমের আসল ঘটনাটা খুলে বলল। শুনে মরনি স্তব্ধ হয়ে গেল। দুঃখি মুখ করে বলল, এইডা কোনও কথা অইলো? নির্দোষ মানুষটারে এমুন কইরা মারলো? এমুন কইরা জেলে দিল? কোনও দোষ করে নাই তাও দোষের ভাগি করলো?

মরনির সঙ্গে গলা মিলাল নিখিল। হ পিসি। মাওলানা অইলে কী অইবো আতাহারের বাপে মানুষ ভাল না। বদ। একবার কোনও মাইনষের উপরে চেতলে অরে খাইছে। জাইত সাপের লাহান। জাইত সাপরে যেমুন দুঃকু দিলে মাইনষের পিছে পিছে আহে, রাইত দোফরে ঘরে ঢুইক্কা ঠোকর দিয়া যায়, আতাহারের বাপে অইলো ওই রকম।

তয় মাওলানা সাবের লগে তো কোনও অন্যায় করে নাই মাকুন্দা।

করছে। উই যে ছনুবুড়ির জানাজা পড়তে হেয় যায় নাই আর তার বাড়ির গোমস্তা হইয়া মাকুন্দায় গেছে, এইডা অইলো অন্যাই। এইডা হেয় মনে রাখছে।

মরনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না কামডা ভাল অয় নাই।

হ এমুন কাম ভাল হয় কেমতে?

নিখিলের হাতে অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলছে কুকরা দুইটা। সেদিকে তাকিয়ে নূরজাহানের কথা মনে হল মরনির। নূরজাহানও তো এমন এক অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে আছে মান্নান মাওলানার হাতে। যখন তখন তাকে জবাই করবেন তিনি।

মরনি বলল, তয় নূরজাহান আথকা তারে ছ্যাপ ছিডাইতে গেলো ক্যা?

নূরজাহান জানতো মাকুন্দার কোনও দোষ নাই।

কেমতে জানতো?

আমার মনে অয় মাকুন্দায় অরে কইছে।

তুই বুজলি কেমতে?

দিনে তো অগো বাইত্তেঐ আছিল মাকুন্দা। একদিন নূরজাহানের পিছে পিছে সড়ক মিহি আইছিলো।

তুই দেকছস?

না। কনটেকদার সাবে দেকছে। হেয় আমগো বেবাকতেরে কইছে।

মরনি আর কথা বলল না চিন্তিত হয়ে গেল।

নিখিল বলল, কী চিন্তা করেন পিসি?

নূরজাহানের কথা।

হ, খুব বিপদ ছেমড়ির।

তর কী মনে হয়, আতাহাররা অরে কী করব?

আতাহারের বাপে পুলিশ দারগাগো সামনে কইছে, নাদান ছেমড়ি, অরে আমি মাপ কইরা দিলাম।

শুনে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল মরনির। সত্যঐ কইছে?

হ।

তয় তো বাইচ্চাঐ গেল ছেমড়ি।

না বাচে নাই।

ক্যা?

AMARBOI.COM

আপনে এত সোজা মানুষ পিসি! মাইনষের সব কথা বিশ্বাস করেন। কইলাম না মাওলানা সাবে জাইত সাপের লাহান। পুলিশ দারগাগো সামনে, গেরামের বেবাক মাইনষের সামনে নিজেরে ভাল দেহানের লেইগা কথাডা হেয় কইছে। আদতে কি হেইডা করবোনি? ভিতরে ভিতরে জ্বলতাছে না? নূরজাহানরে হেয় ছাড়বোনি? শোদ কোনও না কোনওভাবে লইবোঐ। হেয় না লইলেও আতাহারে লইবোঐ। কনটেকদার সাবের ঘরে বইয়া কষাইন্না গোস্ত খাইতে খাইতে আইজ হেই হগল প্যাচাইলঐ পারবো।

তুই থাকবি না লগে?

হ।

তারপরই নিখিলকে মিনতি ক'রে মরনি। তুই আমার একখান কাম করবি বাজান?

কন।

করবিনি আগে ক।

করুম। আপনে আমার লেইগা করছেন আমি করুম না ক্যা?

আমি তর লেইগা কী করছি?

এই যে কুকরা বেচলেন আমার কাছে। আপনে যুদি না বেচতেন তাইলে আমি একটা ফাপড়ে পড়তাম না? কন কী কাম?

নূরজাহানরে লইয়া কী চিন্তা ভাবনা করে আতহারে তুই জানবি না?

হ জানুম।

যা জানবি আমারেও জানাবি।

কথাটা শুনে থতমত খেয়ে গেল নিখিল। হা করে মরনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মরনি বলল, কী অইলো?

নিখিল স্বাভাবিক হল। কিছু না।

করবি না আমার কামডা?

ধীর গম্ভীর গলায় নিখিল বলল, করুম। তয় আপনেরে দুই একখান কথা জিগাই?

জিগা।

এই হগল জাইন্না আপনের লাব কি?

কিছু না।

তয় জানবেন ক্যা?

মাইয়াডার লেইগা আমার খুব মায়া লাগে।

মায়া লাগলেই বা এই হগল জাইন্না আপনে কী করবেন? অরে বাচাইতে পারবেন?

চেষ্টা কইরা দেহুম। আল্লায় রহম করলে বাচবো ছেমড়ি। আল্লায় বাচাইলে বাচবো। তুই যুদি বেবাক কিছু আমারে জানাচ আমি অরে সাবধান করতে পারুম, দরকার অইলে কোনওহানে নিয়া হামলাইয়া থুইয়ামু। জান দিয়া চেষ্টা করুম ছেমড়ি যাতে বাচে। এই বশ্বে (বয়সে) অর য্যান কোনও ক্ষতি না অয়।

মরনির কথা শুনে অদ্ভুত চোখ করে খানিক তার দিকে তাকিয়ে রইল নিখিল। তারপর শান্ত গলায় বলল, আপনেরে আমি বেবাক কিছু জানামু পিসি। আপনে চিন্তা কইরেন না। আতাহারগো লগে থাইক্কাও আমি আসলে থাকুম আপনের লগে। আমিও চেষ্টা করুম নূরজাহানরে বাচাইতে।

AMARBOI.COM

হামিদা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে আর হাঁটে।

তার আগে আগে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছে দবির। মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকেই এভাবে হাঁটছে সে, বাড়ির দিকে যাচ্ছে। মুখটা গম্ভীর। কোনওদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে যে হামিদা আছে, সে যে তার সঙ্গে হাঁটার তাল রাখতে পারছে না, ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে কিছুই যেন টের পাচ্ছে না দবির। বাড়ির কাছাকাছি আসার পর দূরত্বটা হামিদার সঙ্গে যেন একটু বেশি বেড়ে গেল। ব্যাপারটা দবির খেয়াল করল না, করল হামিদা। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে দৌড়ে স্বামীর কাছে এল। পিছন থেকে দবিরের হাত টেনে ধরল। বাইত্তে যাইতাছ ক্যা?

দবির থমকে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। থমথমা গলায় বলল, তয় কই যামু?

মাইয়াডারে বিচড়াইবা না?

না।

এবার দুইহাতে দবিরের হাত ধরল হামিদা। কান্নাকাতর গলায় বলল, এমুন কইরো না। এমুন নিদয় অইয়ো না। আগে মাইয়াডারে বিচড়াইয়া বাইর করো। তারবাদে যত ইচ্ছা মারো কাডো আমি কিছু কমু না। মাইয়াডা কই গেছে গা, কই আছে না জাইন্না বাইত্তে তুমি কেমতে যাইতাছো? কেমতে অহন বাইত্তে গিয়া থাকবা তুমি? কেমতে ভাত পানি খাইবা, কেমতে ঘুমাইবা?

আগের মতোই গম্ভীর গলায় দবির বলল, এই হগল আমি জানি না।

বিকাল শেষ হয়ে আসছে। গ্রামের চকেমাঠে একত্রে নামছে কুয়াশা আর অন্ধকার। যে যার গাছে ফিরছে পাখিরা। উত্তরের হাওয়াটা বইছে। সেই হাওয়া বাঁচিয়ে কুপিবাতি জ্বালছে গিরস্তবাড়ির বউঝিরা। এসময় হাঁড়ি পাতা শেষ করে বাড়ি ফিরে দবির। আজ সেকাজে যাওয়া হয়নি। পুরনো হাড়িতেই রস ঝরবে আজ। দিনে ঝরা রসে আগেই আধাআধি ভরে থাকবে হাঁড়ি। রাতে ঝরা রসে দুপুর রাতেই কানায় কানায় ভরে উঠবে। তারপর থেকে হাঁড়ি উপচে তলায় পড়বে। দবিরেরও ক্ষতি, গিরস্তেরও ক্ষতি। এমন ক্ষতি গাছিজীবনে কখনও হয়নি দবিরের। এই প্রথম। প্রথম বলেই হয়তো গিরস্তে তেমন কিছু মনে করবে না। তাছাড়া নূরজাহানের কথাও তো শুনে ফেলেছে সবাই। বুঝবে কেন গাছ ঝুরতে আসতে পারেনি দবির। কেন দিনে ঝরা হাঁড়ির রস নামাতে পারেনি, কেন পারেনি হাঁড়ি বদলাতে।

AMARBOI.COM

কিন্তু কাল যখন গাছ ঝুরতে বাড়ি বাড়ি যাবে দবির তখন হবে আরেক ঝামেলা। গিরস্তরা মুখিয়ে থাকবে নূরজাহানের কথা জানবার জন্য। এক প্যাচাল হাজারবার পাড়তে হবে দবিরের। তারপরও কত মানুষের কতকথা! দেশ গেরামে এক কথারই হাজার চেহারা। একেকজন একেক রকমভাবে তুলবে কথাটা, একেক রকমভাবে বলবে। তার উপর নূরজাহান হচ্ছে মেয়ে। বদলোকেরা কতকথা বানাবে ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে। কত ঠাট্টা মশকরা, কত হাসাহাসি, কত ইতর কথাবার্তা হবে। কোনও না কোনওভাবে সব কথাবার্তাই কানে আসবে দবিরের। এত কথা শুনে কেমন করে গ্রামে থাকবে সে!

সন্ধ্যা হয়ে আসা অন্ধকার আর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে এসবই এখন ভাবছিল দবির। হামিদা যে তার হাত ধরে রেখেছে, কাতর অনুনয় করছে মেয়েকে খুঁজতে যাওয়ার, কিছুই খেয়াল করছে না।

হামিদা বলল, খাড়ঐ রইলা ক্যা? লও।

দবির নির্বিকার গলায় বলল, কই যামু?

মাইয়া বিচড়াইতে।

কই বিচড়ামু?

গেরামে। বেবাক বাইত্তেঐ যামু। যেই বাইত্তে আছে হেই বাইত্তে থনেঐ লইয়ামু।

আর নিজেগো বাড়িডা যে খালি পইড়া রইলো?

থাউক।

কও কী তুমি? রাইত অইয়াইলো, বাড়িডা খালি পইড়া থাকবো? ঘরদুয়ার খোলা পইড়া থাকবো?

থাউক, ডর নাই। মুকসেইদ্দা জেলে। মুকসেইদ্দা ছাড়া চোর ধাউর আর কে আছে গেরামে?

গেরাম কি আর গেরাম আছেনি? সড়কের কামে কতপদের মানুষ আইছে গেরামে। এক মুকসেইদ্দা জেলে হাজার মুকসেইদ্দা বাইরে। কোনহান দিয়া কে চুরি করবো কিছু বোজবা না। এক কাম করো, তুমি বাইত্তে যাও আমি যাই নূরজাহানরে বিচড়াইতে।

কথা এমন স্বাভাবিক গলায় বলল দবির, যেন মা বাবার সঙ্গে রাগ করে কোনও বাড়িতে গিয়ে বসে আছে নূরজাহান, গিয়ে তাকে শুধু নিয়ে এলেই হল। এতবড় একটা কাণ্ড যে নূরজাহান করেছে, মাথার উপর যে তার এতবড় বিপদ তা যেন সে বুঝতেই পারছে না, তা যেন তার মনেই নাই।

হামিদা খুবই অবাক হল। স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কও কী তুমি?

দবির বলল, ক্যা, খারাপ কী কইলাম?

আমার মাইয়ার এতবড় বিপদ আর তুমি আমারে গিয়া বাড়ি পইর (পাহারা) দিতে কও? কোন হিরা জহরত আছে তোমার বাইত্তে যে চোরে লইয়া যাইবো?

হিরা জহরত না থাউক, টুমটাম তো আছে? পিতলের কলসি বদনা, থাল বাসন।

শুনে তেড়ে উঠল হামিদা। ওই হগল ছাইভস্ম চোরে নিলে নেউকগা। আমার মাইয়ার থিকা ওই হগল বড় অইলোনি?

তাইলে তুমি মাইয়া বিচড়াইতে যাও, আমি গিয়া বাড়ি পইর দেই।

WWW.AMARBOI.COM

এই রাইত বিরাইতে একলা একলা মাইয়া বিচড়াইতে যামু আমি?

গেলে কী অইবো?

আমি যে মাইয়াছেইলা এইডাও তুমি ভুইল্লা গেছ?

না ভুলি নাই। ভুলুম ক্যা?

তয়?

তয় তুমি তো অল্প বইষ্যা মাইয়া না। তোমার আবার ডরের কী আছে?

কী আছে হেইডা বোজলে কথাডা তুমি কইতা না। নিজেঐ কইলা গেরাম আর গেরাম নাই। সড়কের কামে কতপদের মানুষ আইছে। এই হগল মানুষরা গেরামের বউঝিগো চিনে না। আন্ধাইরা রাইতে কোনহানদা কারে ধইরা বইবো কে জানে। ধরলে কি আর জুয়ান বুড়ি বুজবো?

অন্য সময় হলে এসব কথা শুনে হামিদার সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করত দবির। এখন সেই মন নাই। দবির গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হামিদা বলল, আমার কথা অহন তোমার খারাপ লাগবো। মনে করবা বিপদে পড়ছো দেইক্কা আমি তোমারে খোডা দিতাছি। খোডা না, আসল কথা। আমার মাইয়ার আইজ যেই দশা এই দশার লেইগা তুমি দায়ি। নিজে দায়ি অইয়া মাইয়ারে তুমি নিদানে হালাইবা, নিজেঐ আবার মাইয়ার উপরে রাগ করবা, অহন তুমি হেইডা পারবা না। বাপ অওন বহুত সোজা, মা অওন কঠিন। বাপ অয় মাইনষে এক মিনিটে, মা অয় দশমাস দশদিনে। এক মিনিটে বাপ অয় দেইক্কাঐ পোলাপানের দরদ বাপেরা বোজে না, বোজে মায়। আমার মাইয়ার বিপদ আমি যেমতে বোজতাছি তুমি ওমতে বোজতাছো না। বোজলে বাড়িঘরের চিন্তা তোমার অইতো না।

দবির কোনও রকমে বলল, অর উপরে আমার বহুত রাগ।

আর আমার রাগ তোমার উপরে।

ক্যা?

ওই যে কইলাম মাইয়ার এই দশা তোমার লেইগা। আমার কথা হোনলে এমুন অইতো না। তুমি মনে করতা আমি খালি মাইয়াডারে শাসন করি। মাইয়ার ভালমন্দ বুঝি না, অরে বাইত্তে থিকা বাইর অইতে দিতে চাই না। দুই একদিন বাইন্দাও থুইছি। ক্যান এমুন করছি আইজ হেইডা তুমি বোজবা। বেডারা তো হারাদিন বাইত্তে বইয়া থাকে না। তারা থাকে ক্ষেতখোলায়, আডে বাজারে। পোলাপানরে বেশিক্ষণ দেহে না। এর লেইগা আলগা আল্লাদখান বাপেগো ইট্টু বেশি থাকে। বাইত্তে আইয়াঐ পোলাপান লইয়া আল্লাদে এক্কেরে গইল্লা যায়। মায় শাসন করলে উল্টা তারে বকাবাজি করে। মনে করে পোলাপানের লেইগা ইট্টুও মায়া নাই মার। এইডাঐ অইল পুরুষপোলাগো দোষ। মায় তো হারাদিন বাইত্তে থাকে, চোক্কের সামনে থাকে পোলাপান, কুকরার লাহান কাউয়ার হাত থিকা পোলাপানগো বাচায় মায়, চিলের হাত থিকা বাচায়। সমায় সমায় জিদ কইরা পোলাপানগো আবার ঠোকরও দেয়, খাওন দিতে চায় না। এইডা অইলো শাসন। এই শাসনডা করে দেইক্কাঐ পোলাপানডি ঠিক থাকে। কাউয়া চিল দেকলেঐ মার পাকের (পাখনা, ডানা) নিচে আইয়া পলায়। মার শাসনডা যদি না থাকতো তাইলে পলাইতো না। যহন তহন কাউয়া চিলে ছো দিয়া লইয়া যাইতো। তোমার মাইয়ার

AMARBOI.COM

হইছে হেই দশা। আমার পাকের নিচে থাকলে কাউয়া চিলে আইজ ছো দিতে পারতো না অরে। তুমি আল্লাদ কইরা অরে আমার পাকের নিচ থিকা বাইর কইরা দিছো। তোমার লেইগা আমার মাইয়ারে আইজ কাউয়া চিলে ঠোকরাইবো আর তুমি চাইয়া চাইয়া দেকবা আমি বাইচ্চা থাকতে হেইডা অইবো না। আমার লগে তোমার যাওন লাগবো, মাইয়া বিচড়াইয়া বাইর করণ লাগবো। জীবনে কোনওদিন কোনও কিছু লইয়া তোমারে আমি কিছু কই নাই। এত প্যাচাইল হারা জীবনেও তোমার লগে আমি পাড়ি নাই। আইজ পাড়তাছি। মাইয়ার লেইগা পাড়তাছি। তুমি বাইচ্চা থাকতে আমার মাইয়ার যুদি কোনও সব্বনাস অয় তাইলে তোমার গাছ ঝোরনের ছ্যান দিয়া তোমার কল্লা আমি কাইট্টালামু। এক মিনিটের বাপ অইয়া দশমাস দশদিনের মারে তুমি কষ্ট দিবা হেইডা পারবা না। লও আমার লগে।

হামিদার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে দবির। এই কি এতদিনকার চিনা হামিদা! তার স্ত্রী, মেয়ের মা! এতদিন ধরে দেখা এত নরম নিরীহ মানুষটি ভিতরে ভিতরে তাহলে এরকম! মেয়ের জন্য এত টান ভালবাসা তার! এই ব্যাপারটা দবির তো কখনও টের পায়নি! দবির তো কখনও দেখেনি মেয়েকে একটু আদর করে কথা বলছে হামিদা, একটু আদর করে কিছু খাওয়াচ্ছে। ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটির গায়ের কাপড় ঠিক করে দিচ্ছে। শীতে কুকড়ে থাকা মেয়েটির গায়ে তুলে দিচ্ছে কাঁথা কাপড়। জীবনভর তো মেয়েকে শুধু শাসন করতেই দেখেছে, ধমকাধমকি করতে দেখেছে। এই অমুক জাগায় গেলি ক্যা? তমুক করলি ক্যা? যখন তখন গুমগুম কিল মারতে দেখেছে মেয়ের পিঠে, চড় চাপড় ঠোকনা মারতে দেখেছে, আদরটা তো দেখেনি!

এই কি তাহলে আসল মায়ের আদর! উপরে উপরে শাসন ধমক, ভিতরে ভিতরে সন্তান ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না!

হামিদার কথা ভেবে দবির তারপর দিশাহারা হয়ে গেল। মনের ভিতরটা উথাল পাথাল করে উঠল তার। আশ্চর্য এক কৃতজ্ঞতায় হামিদার উপর মন ভরে গেল। দুইহাতে হামিদার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল দবিরের। জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছা করল, আমার মাইয়াডার লেইগা তোমার এমুন টান? এমুন টান তোমার মাইয়াডার লেইগা? আমি কুনোদিন বুঝতে পারি নাই। এমুন টান মনের মইদ্যে কেমতে হামলাইয়া থুইছো তুমি? মাইয়াডা আইজ এমুন কাম না করলে তো তোমার এই টানডা আমি কুনোদিন বুঝতে পারতাম না। বুজতাম মাইয়াডারে তুমি দুই চোক্কে দেখতে পারো না। মাইয়াডার লেইগা মায়া মহব্বত খালি আমারঐ।

করা হয় না কিছুই দবিরের। বলা হয় না কিছুই। কান্নায় গলা বুজে আসে তার, চোখ ছল ছল করে ওঠে। অন্ধকারে কুয়াশায় মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হামিদা তা দেখতে পায় না। সে আছে মেয়ের চিন্তায়।

দবির ধরা গলায় বলল, লও তাইলে যাই।

শুনে ছটফট করে উঠল হামিদা। হ লও।

কোন বাইত্তে যাইবা আগে?

তুমি কও।

কোন কোন বাইত্তে বেশি যায় তোমার মাইয়ায়?

বেশি যায় হালদার বাড়ি। মজনুগো ঘরে। তারবাদে হাজামবাড়ি যায়, মেন্দাবাড়ি যায়, মিয়াবাড়ি যায়।

মেন্দাবাড়ির সব ঘরে নূরজাহান যায় না। যায় খালি দেলরা বুজিগো ঘরে।

হ।

তয় হেই বাইত্তেঐ আগে লও।

ক্যা? আগে তো পড়বো মিয়াবাড়ি আর হাজামবাড়ি।

ছনুবুজিগ বাড়িও পড়বো। তয় এই তিন বাইত্তে নূরজাহান আইজ যায় নাই।

কেমতে বোজলা?

তিনডা বাড়িঐ সড়কের সামনা সামনি।

হেতে কী অইছে?

মাওলানা সাবের বাড়ি থিকাও এই বাড়িডি সামনে। মাওলানা সাবের বাড়ির সামনের কোনও বাইত্তে গিয়া পলাইবো না তোমার মাইয়ায়। তারবাদে হাজামরা অইলো গরিব। হেই বাইত্তে পলানের জাগা নাই। ছনুবুজি মইরা যাওনের পর হেই বাইত্তে নূরজাহান অহন যায় না। আজিজের বউ বানেছা অরে দেকতে পারে না, ও ও দেকতে পারে না বানেছারে। যাইতে পারে মিয়া বাইত্তে। কুট্টির লগে খাতির আছে। আবার আলফুর কথা চিন্তা কইরা নাও যাইতে পারে।

ক্যা, আলফু কী করছে?

কিছু করে নাই। নূরজাহান চিন্তা করতে পারে ও যে এই বাইত্তে পলাইয়া রইছে আলফু যুদি এই কথা কেঐরে কইয়া দেয়?

তোমার মনে অয় এতকিছু ও চিন্তা করছে।

হ আমার মনে অয়।

ক্যা?

মাইয়া তোমার চালাক আছে। এই দিককার কোনও বাইত্তে গিয়া যুদি ও পলায় তাইলে পলাইছে মেন্দাবাইত্তে। দেলরা বুজিগ ঘরে। চিন্তা করছে দেলরা বুজিগো ঘরে থিকা অরে কেঐ ধইরা নিতে পারবো না। মাওলানা সাবে না, আতাহারে না।

ক্যা?

দেলরা বুজির বড়বইন আনোরা (আনোয়ারা) বুজির বড়পোলায় গেরামে মজজিদ করতাছে। মাওলানা সাবরে বানাইবো ইমাম। হের লেইগা দেলরা বুজিগো লগে মাওলানা সাবে অহন চুদুর বুদুর (তালবাহানা, শয়তানি বদমায়েশি) করতে সাহস পাইবো না। দেলরা বুজি যুদি জাগা দেয় নূরজাহানরে তাইলে তার কাছ থিকা নূরজাহানরে কেঐ ধইরা নিতে পারবো না।

শুনে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে গেল হামিদা। কও কী?

হ।

এইডা বহুত ভাল কথা। লও তাইলে দেলরা বুজিগো বাইত্তেঐ আগে যাই। নূরজাহান ওই বাইত্তে থাউক না থাউক দেলরা বুজিরে গিয়া কই আমগো মাইয়াডারে আপনে বাচান। আপনে মাওলানা সাবরে কন মাইয়াডা না বুইজ্জা আকাম কইরালাইছে,

AMARBOI.COM

অরে আপনে মাপ কইরা দেন। অর কোনও ক্ষতি আপনে কইরেন না।

হামিদার কথা শুনে দবিরও উৎফুল্ল হল। হ এইডা দামি কথা কইছো। দেলরা বুজি যুদি মাওলানা সাবরে কয় তাইলে তার বাপের সাইদ্দ নাই নূরজাহানরে কিছু কয়।

তয় আর দেরি কইরো না, তাড়াতাড়ি লও।

ততক্ষণে ঘোর অন্ধকার চারদিক। অন্ধকারে কুয়াশায় ঢেকে গেছে মানুষের ঘরবাড়ি, ক্ষেতখোলা মাঠপথ। উত্তরে হাওয়ায় শন শন করে গাছের পাতা, শীতে জবুথুবু হয় গ্রামপ্রান্তর। অন্ধকার কুয়াশা তোয়াক্কা করে না দুইজন মানুষ। তীব্র শীত তোয়াক্কা করে না। একজন আরেকজনের হাত ধরে, পায়ের তলার মেঠোপথ ঠাওর করে মেন্দাবাড়ির দিকে হেঁটে যায়।

হারিকেনের আলোয় সাদা থান পরা দেলোয়ারাকে অচেনা মানুষ মনে হয়। যেন এ দুনিয়ার কেউ নন তিনি, যেন অন্যকোনও দুনিয়া থেকে হঠাৎ করেই চলে আসছেন মেদিনীমণ্ডল গ্রামের তিন মেন্দাবাড়ির এক বাড়িতে, যে বাড়ির আরেক নাম সারেঙ বাড়ি। তিন ভাইয়ের দুইজন ছিলেন জাহাজের সারেঙ আর একজন কেরানী। যেন কোনও এক দূরগামী জাহাজে করেই বাপ চাচারা কেউ অচেনা কোনও দেশ থেকে আজ এই সন্ধ্যায় দেলোয়ারাকে নিয়া আসিছেন এই বাড়িতে, এই ঘরে। বহুদূর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে বলেই বুঝি চোখের চশমায় তাঁর জমেছে দুনিয়ার সব ধুলা। হারিকেনের ম্লান আলোয় কিছুই বুঝি দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি। এজন্যই বুঝি সাদা থানের খুটে এখন চশমার কাচ মুচছেন। কাচ মুছতে মুছতেই বুঝি তাঁর মনে পড়ল অদূরে বসে থাকা বাদলার কথা। কিন্তু বাদলার দিকে তিনি তাকালেন না। ধীরে শান্ত গলায় বললেন, এ্যাই ছেমড়া, পড়চ না ক্যা?

বড়ঘরের মাঝের কামরায় পুরনা উঁচু পালঙ্ক দক্ষিণ দিককার জানালার সঙ্গে পুবে পশ্চিমে পাতা। পালঙ্কের পা এবং মাথার দিকে ফুল পাখি লতা পাতার কারুকাজ। বিক্রমপুর অঞ্চলের আগের দিনের হিন্দু কাঠমিস্ত্রীদের স্বভাব ছিল শিল্পীদের মত। অতিযত্নে, অনেক অনেকদিন সময় নিয়ে বনেদী বাড়ির আসবাবপত্রের কাজ করত তারা। বার্মা মুলুক থেকে আসা মহামূল্যবান সেগুনকাঠের আসবাবপত্রে হাতুড়ি বাটাল চালাত সোনার সূক্ষ্ম কাজে পারদর্শী সোনারুদের ভঙ্গিতে। অতিযত্নে, দরদে মায়ায় কাঠের গায়ে ফুটিয়ে তুলতো আশ্চর্য সব শিল্পকর্ম। সবশেষে লাগাতো রঙ। গৃহস্থবাড়ির হিসেবি বউঝিরা কেউ কেউ গাছের তেঁতুল খোসা ছাড়িয়ে দলা দলা করে জমিয়ে রাখে হাড়িকুড়ির অন্ধকারে, বছর দুইবছর রাখার পর যেমন রঙ হয় সেই তেঁতুলের,

AMARBOI.COM

আসবাবপত্রে লাগানো রঙের রঙ ঠিক তেমন। পঞ্চাশ একশো বছরে চটে না সেই রঙ, বরং যতদিন যায় রঙ যেন আরও জেঁকে বসে, রঙের জেল্লা যেন আরও খোলতাই হয়।

যে পালঙ্কে বসে আছেন দেলোয়ারা সেই পালঙ্কটি এই রকম।

শুধু পালঙ্ক কেন, ঘরের সব আসবাবই এই রকম। সেই সব মহান কাঠমিস্ত্রীদের জাদুকরি হাতের মায়া আর যত্নে গড়া।

পালঙ্কের ওপাশে উত্তরের বেড়ার সঙ্গে মাঝারি সাইজের একটা আলমারি। মাথার দিকে পায়ের দিকে পালঙ্কের মতোই কারুকাজ। পাল্লা সাদামাটা কিন্তু হ্যাণ্ডেলের কাছে গোল ভারী ধরনের নীল সাদার মিশেল দেওয়া শিশুদের মুঠার মাপের একখানা পাথর বসানো। অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে পথর। এই পাথরটাই আসলে হ্যাণ্ডেল। ধরে আলতো করে টানলেই নরম ভঙ্গিতে খুলে যায় পাল্লা। পাল্লার গায়ে ওই পাথরটাই একমাত্র শিল্পকর্ম। সাদামাটা পাল্লার সৌন্দর্য হাজারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আচমকা পাল্লার দিকে তাকালে পাথরটাই চোখে পড়ে আগে।

কাঠের আলমারির লাগোয়া পশ্চিমে নীচু ধরনের ছোট্ট একখানা চৌকি। জলচৌকি না, তারচেয়ে একটু বড়। একই রঙের, একই কাঠের। পায়া চারটা কারুকার্যময়। এই চৌকির ওপর, এককোণে রাখা কুপিবাতি রাখার কাঠের গাছা। গাছার ওপর জ্বলছে ঝকঝকে পিতলের কুপি। গাছার চেহারা দেখে বোঝা যায় এইটুকু সামান্য আসবাবও একই যত্নে তৈরি করা হয়েছে। ছোট দীনহীন বলে অবহেলার চিহ্ন নাই।

চৌকির তলায় এখন মাটির ধুপতি রাখা। সন্ধ্যাবেলা ধুপ দেওয়া হয়েছে ঘরে। ধুপের ধুমায় (ধোঁয়ায়) শীতকালের মশাগুলো দিশাহারা হয়ে ঘর ছাড়ে আর বন্ধ ঘরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা ভ্যাপসা গন্ধ দূর হয়।

আজও হয়েছে।

এখনও ধুপের ধুমা পুরাপুরি মিলিয়ে যায়নি। ব্যস্ত কৃষকের টানে টানে হুকার মাথায় বসা কলকি থেকে যেমন করে ওঠে তামাকের ধুমা ঠিক তেমন একটা ধুমার রেখা উঠছে ধুপতি থেকে। সঙ্গে আছে ধুপের পবিত্র গন্ধ। ঘরের বাতাস সেই গন্ধে বিভোর হয়ে আছে।

পালঙ্কের মাথার দিকে ঢেলান দিয়ে বসে আছেন দেলোয়ারা। পায়ের কাছে জ্বলছে ঝকঝকে কাচের বায়েজিদ হারিকেন। হারিকেনের ওপাশে আসনপিঁড়ি করে বসে আছে বাদলা। তার সামনে খোলা সীতানাথ বসাক প্রনীত আদর্শলিপি। কয়েকদিন ধরে সন্ধেবেলা বাদলাকে পড়তে বসাচ্ছেন দেলোয়ারা। বাদলার বাপ মতলেবকে দিয়ে কাজির পাগলা বাজার থেকে আদর্শলিপি কিনে আনিয়েছেন। কাজির পাগলা বাজারের সঙ্গে আছে বিরাট হাইস্কুল, কাজির পাগলা এ, টি, ইন্সটিটিউশন। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য সেই বাজারে বই খাতার দোকান হয়েছে বিস্তর।

কিন্তু পড়ায় তেমন মনোযোগ বাদলার নেই। অ আ-টাই শেষ করতে পারছে না দশ বারোদিনে। পড়তে বসে বইয়ের চেয়ে অন্যদিকে মনোযোগ বেশি। আচমকা অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে। আজ যেমন করল, বুজি, আপনেগো বাড়ির ঘরগুনি জাহাজের লাহান ক্যা?

বাদলার এই বুজি ডাকটা শুনলে গা জ্বলে দেলোয়ারার। মা বাপে যাকে বুজি ডাকে ছেলেও তাকে ওই একই ডাক কেমন করে ডাকে!

AMARBOI.COM

অন্যদিন হলে এই নিয়ে কথা বলতেন দেলোয়ারা। আজ বললেন না। আজ মনটা বুঝি একটু অন্যরকম হয়ে আছে তাঁর। কদিন আগে ঢাকা থেকে ফিরলেন। মেয়ের শুনে এলেন ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। মাসে মাসে ডায়াবেটিক হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। সকাল বিকাল নিয়ম করে হাঁটতে হচ্ছে বাড়ির ছাদে। হাসপাতাল থেকে কোন খাওয়া কতটুকু খেতে হবে তার একটা চার্ট করে দিয়েছে। এই এতটুকু ভাত, এইটুকু সবজি, মাছ মাংসের পরিমান শিশুরা যতটুকু খেতে পারে তারচেয়েও কম। মিষ্টি জাতীয় খাবার হারাম। আহা, এই খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে! ফেরার পর থেকে যখন তখন মেয়েটার কথা খুব মনে হয়। মনে হলেই মনটা যায় উদাস হয়ে। ঢাকায় গেলেন ছাড়াবাড়িটা এনামুলকে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার জন্য। বোনপো মসজিদ করবে, কত আনন্দের কথা, গিয়ে শুনলেন মেয়ের হয়েছে ডায়াবেটিস। কেমন লাগে! আনন্দ আর বেদনা কেন যে পাশাপাশিই থাকে! কেন যে একসঙ্গেই আসে!

আজ মেয়ের কারণেই মন উদাস দেলোয়ারার। এজন্যই বাদলার কথা গায়ে লাগল না তাঁর। আনমনা গলায় বললেন, পড়তে বইয়া খালি আবল তাবল কথাঐ মনে অয় তর?

বুজির গলা নরম দেখে সাহস বেড়ে গেল বাদলার। কেলামো একখানা হাসি হেসে বলল, হ, পড়তে বইলে খালি এহেকটা কথা মনে অয়। বইয়ের মিহি চাইয়া থাকলেঐ মনে অয়।

দেলোয়ারা কথা বললেন না। ভুলে গেলেন খানিক আগেই বাদলাকে তিনি বলেছিলেন, পড়চ না ক্যা?

বাদলা বলল, ও বুজি, কইলেন না?

কাচ মোছা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। চশমা এখনও হাতেই ধরা, পরা হয়নি। এবার পরলেন দেলোয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল তাঁর। কী রকম গম্ভীর, ভারিক্কি ধরনের।

চশমা পরলে যে চেহারা একরকম বুজির, না পরলে আরেক রকম এই ব্যাপারটা অনেকদিন ধরেই খেয়াল করছে বাদলা, কিন্তু এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়নি কিছু। মনে মনে বাদলা এখন ভেবে রাখল বুজি যদি আজ পড়া নিয়ে তেমন কিছু না বলেন তাহলে এই প্রশ্নটাও সে আজ করবে। তারপরও যদি বিরক্ত বুজি না হন তাহলে মনের ভিতর অনেকদিন ধরে জমে থাকা ইচ্ছাটার কথাও সাহস করে বলে ফেলবে। যদি রাজি বুজি কোনও রকমে হয়ে যান তাহলে তো কথাই নাই। ক্ষায়েসটা পূরণ হবে। আর যদি না-ও হন তাতেও ক্ষতি নাই বাদলার। এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে রাত হয়ে যাবে। মা এসে ডাকবে ভাত খেতে। ভাত খেতে ডাকা মানে আজ রাতের মত পড়া শেষ। সেটাও তো একরকমের লাভ বাদলার!

দেলোয়ারা বললেন, বই খোলা রাইককা অন্য প্যাচাইল পাড়ন যায় না।

বাদলা বলল, আমি তো প্যাচাইল পারুম না। প্যাচাইল পারবেন আপনে আর হুনুম আমি।

তাও বই বন্ধ করন লাগে।

করুম?

AMARBOI.COM

হ করবি না!

যেন খুবই আনন্দের কাজ করছে এমন ভঙ্গিতে আদর্শলিপি বন্ধ করল বাদলা। হাসিমুখে তাকাল দেলোয়ারার মুখের দিকে। ইবার কন।

দেলোয়ারা বললেন, আমার বাপে আছিল জাহাজের সারেঙ। জাহাজখান আছিল বিটিশ কম্পানীর। জাহাজের নাম বেলফাস্ট। বাবার জাহাজে আমি একবার গেছিলাম। জাহাজ লইয়া বাবায় আইছিল নারাইনগইঞ্জে। বুজি আমি আর মায় গেছিলাম জাহাজ দেকতে। আলী আহম্মদ দাদায় আইয়া আমগ লইয়া গেছিল। গেলাম ইস্টিমারে কইরা। বাইষ্যাকাল আছিল। বাড়িত থিকা কেরায়নাও কইরা গেলাম দিগলি। দিগলি থিকা উটলাম ইস্টিমারে। বিয়ালে গিয়া নামলাম নারইনগইঞ্জ। নাইম্মা দেহি বাবায় খাড়ই রইছে। লইয়া গেল হের জাহাজে। কী কমু তরে, কী সোন্দর যে জাহাজখান! কেফিন (কেবিন) আছে, ড্যাক (ডেক) আছে, ছাদ আছে।

কেফিন কথাটা শুনে বাদলা খুবই আমোদ পেল। এই ঘরেও তো কেফিন আছে!

হ। ঘরের ছয়আনি জাগা পাড়াতন কইরা, ওডনের সিড়ি দিয়া এই ঘরে যেমুন কেফিন বানান অইছে ঠিক এমুন কেফিন আছিল ওই জাহাজে। আসলে ঘরখান বাবায় বানাইছিল হের জাহাজের মতন কইরাঐ। দেহচ না এই ঘরের ভিতরে আসলে চাইরখান ঘর। একটা ঘরের ভিতরেঐ টিনের বেড়া দিয়া দিয়া চাইরখান ঘর বানান অইছে। মাঝখানে মাঝখানে আবার দুয়ার। উত্তরমিহি, তরা যেহেনে থাকচ বাবায় ওইডার নাম দিছিল বারিন্দা, আমরা যেহেনে বইয়া রইছি এইডা হইল খাডাল (খাটাল) আর পুবমিহি, যেহেনে বইয়া আমরা ভাত খাই ওইডা হইল গোপ। জাহাজের সারেঙ যেই কেফিনে থাকে, হেই কেফিনে বছরের পর বছর থাকতে থাকতে বাবার অব্বাস অইয়া গেছিল। এরলেইগা এই ঘরেও কেফিন বানাইছে। বাইত্তে আইলে কেফিনে না হুইলে তার ঘুম আইতো না। আসল কথা জাহাজ ছাড়া অন্যকোনও জাগায় হুইলে তার ঘুম আইতো না। এর লেইগা ঘরডারে জাহাজের লাহান কইরা বানাইছিল। এই ঘরে আইয়া হানলে তার মনে অইতো জাহাজেই হানছে। কেফিনে ঘুমাইয়া থাকলে মনে অইতো জাহাজের কেফিনেঐ ঘুমাইয়া রইছে। একদিন হুনলাম মারে কইতাছে, এই ঘরে বইয়া থাকলে, হুইয়া থাকলে তার বলে মনে অয় ঘরের নীচে গাঙ্গের পানি। গাঙ্গের পানির ঢেউয়ে জাহাজ যেমুন দোলে বাবায় বলে এই ঘরেও হেই দুলুনি উদিস পায়।

একটু থামলেন দেলোয়ারা। তারপর বললেন, বাবার দেহাদেহি আমার দুই চাচায়ও একপদের ঘর উডাইলো বাইত্তে। তারাও তো জাহাজের সারেঙ কেরানী আছিল, তাগো সবাবও বাবার লাহানঐ। ঘরের তলে গাঙ্গের ঢেউয়ের উদিস না পাইলে ঘুম আহে না। এইবার বুজছচ আমাগো বাড়ির ঘরগুনি জাহাজের লাহান ক্যা?

বাদলা সরল মুখ করে হাসল। হ বুজি, বুজছি।

হাসির ফলে হারিকেনের আলোর একটা রেখা গিয়ে পড়ল বাদলার ডান পাশের গজদাঁতে। পলকের জন্য ভারি সুন্দর দেখাল ছেলেটিকে। কালো মিষ্টি মুখটি যেন আরও মিষ্টি হয়ে গেল। মোটা কাচের চশমার ভিতর থেকে দৃশ্যটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন দেলোয়ারা। বাদলার কথা যেন শুনতেই পেলেন না।

বাদলা তখন মনে মনে ভাবছে এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা বুজিকে সে করবে।

AMARBOI.COM

দেলোয়ারা বললেন, বই খোল।

বাদলা একটু চমকাল। কী করুম?

বই খোলতে কইছি। গল্পগুজব শেষ। অহন আবার পড়া। তাড়াতাড়ি বই খোল।

শরীর বাইং মাছের (বাইন মাছ) মত একটা মোচড় দিল বাদলা। মুখের মজাদার ভঙ্গি করে বলল, আইজ আর না পড়লে অয় না বুজি?

ক্যা? অসুবিদা কী তর?

পড়তে ভাল্লাগতেছে না।

রোজঐত্তো ভাল্লাগে না। না ভাল্লাগলে লেকাপড়া অইবো না। তর পিছে বেগার খাইট্টা আমার লাব কী?

বাদলা আবার মিষ্টি করে হাসল। না বুজি, লেকাপড়া আমার অইবো। আপনে দেইক্কেন কাইল থিকা কেমুন পড়াডা আমি পড়ি। হাজ থিকা রাইত দোফর তরি পড়ুম।

এবার দেলোয়ারাও হাসলেন। আমি তর লেইগা অতরাইত তরি বইয়া থাকুম না। আমি রাইত জাগতে পারি না। আমার ঘুম আহে।

আপনের জাগনের কাম নাই।

তয় তরে পড়াইবো কে?

আপনে আমারে পড়া দেহাই দিয়া ঘুমাইয়া যাইবেন। আমি একলা একলা পড়ুম।

আইচ্ছা, দেহুমনে কেমুন পড়া তুই পড়চ।

বাদলা কথা বলল না। রহস্য করে হাসল।

দেলোয়ারা বললেন, অহন মতলবখান কী? কী করতে চাচ?

আর একখান কথা জিগামু।

জিগা।

চোক্কে চশমা দিলে আপনের চেহারা থাকে একরকম আর চশমা না দিলে থাকে আরেক রকম। আপনের চেহারাডা এমুন ক্যা?

দেলোয়ারা হাসলেন। ইস তুই যে কী বানকাউর অইছচ! কেমুন কেমুন কথা যে জিগাচ! এই ছেমড়া, এই যে তুই অহন শাটপেন ফিন্দা আমার সামনে বইয়া রইছচ, তরে যেমুন দেহা যাইতাছে, শাটপেন যদি ফিন্দা তুই না থাকতি, তুই যুদি থাকতি লেংটা তাইলে কি তরে এমুন দেহা যাইতো না কি অন্যরকম দেহা যাইতো?

অন্যরকম দেহা যাইতো। লেংটা মানুষ আর শাটপেন ফিন্দা মানুষ এক অইলোনি?

আমার চশমাডাও এমুন। চশমা অইলো চোক্কের শাটপেন। দিলে একরকম না দিলে আরেকরকম।

শুনে মজা পেল বাদলা। হি হি করে একটু হাসল। তারপর বহুদিনকার খায়েশের কথাটা সাহস করে বলে ফেলল। ও বুজি, আপনের চশমাডা আমারে ইট্টু দিবেন।

দেলোয়ারা অবাক হলেন। ক্যা? চশমা দিয়া তুই কী করবি?

আমি ইট্টু চোক্কে লাগাইয়া দেকতাম আমারে কেমুন দেহা যায়। আর চশমার আয়নার ভিতরে থিকা ঘর দুয়ার মানুষজন কেমুন দেহা যায়।

না চশমা তরে দেওন যাইবো না।

একথা শুনে দমে যাওয়ার কথা বাদলার কিন্তু সে দমল না। সে যেন জানতোই

AMARBOI.COM

এভাবেই বলবেন দেলোয়ারা। যেন পরের কথাটা বলবার জন্য তৈরিই ছিল। সেভাবেই বলল, আমি বহুত সাবদানে লাগামু। ভাঙবো না। একবার লাগাইয়াঐ আপনেরে দিয়া দিমু।

দেলোয়ারা বললেন, না হের লেইগা নারে ছেমড়া।

তয়?

চশমার আয়নায় পাওয়র আছে। ছোড জিনিস বড় দেহা যায়। চোক্কের জুতি কইম্যা আইলে, ছোড জিনিস চোক্কে যহন মাইনষে দেকতে পারে না তহন চক্ষু পরীক্ষা কইরা ডাক্তাররা চশমা লাগাইতে দেয়। যাগো চক্ষু ভাল, পাওয়রআলা চশমা লাগাইলে তাগো ভাল চক্ষু খারাপ অইয়া যায়। তুই পোলাপান মানুষ, তর চক্ষু ভাল। আমার চশমা লাগাইলে চক্ষু খারাপ অইয়া যাইবো।

এসব কথায় বাদলার মন ভরল না। ভাবল চশমাটা বুজি তাকে লাগাতে দিবে না বলে এসব বলছেন। প্রথমে মুখটা একটু কালো করল সে, তারপর অনুনয়ের ভঙ্গি করল। না বুজি, চক্ষু আমার খারাপ অইবো না। একবার লাগাইয়াঐ লগে লগে খুইল্লা হালামু। এত তাড়াতাড়ি চক্ষু নষ্ট অইবো কেমতে? আপনে ইট্টু দেন।

বাদলার অনুনয়ের ভঙ্গিটা মায়াবি। দেখে মনটা নরম হল দেলোয়ারার। তবু নরম ভাব তিনি দেখালেন না। রাগি ভাব বজায় রেখে বললেন, তুই বহুত ঘেংটি পারইন্যা পোলা। যা আলমারি থিকা আয়নাডা লইয়ায়।

বাদলা অবাক হল। এত রাইত্রে আয়নাদা কী করবেন আপনে?

আমি কিছু করুম না। করবি তুই। চশমা লাগাইয়া আয়নার মিহি না চাইলে বুজবি কেমতে কেমুন দেহা যাইতাছে তরে!

একথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল বাদলা। লাফ দিয়ে পালঙ্ক থেকে নামল। আলমারি খুলে দেলোয়ারার ব্যবহারের হাত আয়নাটা নিয়ে এল।

দেলোয়ারা চোখ থেকে চশমা খুললেন। হাসি হাসি মুখে আঁচলে কাচ মুছে বাদলার দিকে তাকালেন। এই ছেমড়া, মোক উডা। চা আমার মিহি।

বাদলা মুখ তুলে তাকাল। দুইহাতে নিজের চশমা বাদলার চোখে পরিয়ে দিলেন দোলোয়ারা। লগে লগে এতদিনকার চেনা চেহারা অচেনা হয়ে গেল বাদলার। বয়স বহুগুণ বেড়ে গেল ওইটুকু ছেলের। যদিও চশমা ছাড়া চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না দেলোয়ারা, তবু অপলক চোখে হাসি হাসি মুখ করে বাদলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাদলার কচি মুখ তখন গভীর আনন্দে ফেটে পড়ছে। চশমার ভিতর তার চোখ দেখাচ্ছে অলৌকিক চোখের মত। হি হি করে হাসছে সে। হাসতে হাসতেই দেলোয়ারার হাত আয়না মুখের সামনে তুলে ধরল, নিজের চশমা পরা চেহারা দেখতে চাইল। প্রথমে ভেবেছিল পালঙ্কের ওপর যেখানে ছিল তার আদর্শলিপি ঠিক সেই জায়গায় আয়না রেখে মুখ নীচু করে তাকাবে আয়নার দিকে। ওই করতে গেলে চশমা খুলে পড়বে চোখ থেকে। এমনিতেই ঢল ঢল করছে জিনিসটা। মাথা উঁচু করে কানের সঙ্গে আটকে রাখতে হচ্ছে। যদি কোনও রকমে চোখ থেকে একবার পড়ে যায়, চশমার ক্ষতি হোক বা না হোক দেলোয়ারা সাবধান হয়ে যাবেন, জান দিয়ে ফেললেও দ্বিতীয়বার আর চশমা

AMARBOI.COM

পরতে দেবেন না বাদলাকে। এই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বাদলা হাত আয়না তুলে ধরল তার চোখের সামনে। আয়নার ভিতর তাকিয়ে দেখতে পেল তার এতদিনকার চেনা মুখটা আর তার নিজের নাই, অন্যের হয়ে গেছে। এই মুখ বাদলা চেনে না, তার দশ বছরের জীবনে এরকম মুখ সে আর কারও দেখেনি।

কিন্তু মুখে বাদলার হি হি করা হাসিটা আছেই।

বারান্দার চৌকি থেকে ছেলের এই হাসি শুনতে পেল রাবি। মতলেব আজ কামলা দিতে গিয়েছিল কুমারভোগের পিয়ার খাঁর বাড়িতে। বাড়ির পুবের ভিটির চৌচালা ঘরের একদিককার টিনের বেড়ার দুইখানা টিন জং ধরে একেবারেই ক্ষয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলে কাগজের মত ফুটা হয়ে যায়, সেই ফুটার মুখ দুইআঙুলে চেপে ধরে আস্তে করে টানলেই কাগজের মতই প্যার প্যার করে ছিঁড়ে যাবে টিন। তার ওপর ঠিক ওদিককারই একটা খামে লেগেছে উইপোকা। খামটাও বদলাতে হবে। সীতারামপুরের নন্দ মিস্ত্রীকে নেওয়া হয়েছে কাজে। তার সঙ্গে ধরাধরির জন্য একজন কামলা লাগে। দেশ গ্রামে কামলা আজকাল পাওয়াই যায় না। সবাই লেগে গেছে সড়কের কাজে, আলী আমজাদের মাটিয়াল হয়েছে। মতলেবের শরীর স্বাস্থ্য জুতের না। ভাঙাচোরা শরীর কাকতাড়ুয়ার মতো। হাঁটাচলা মেয়েলি ঢংয়ের। ভারী কাজ বললে গেলে করতেই পারে না। দুইচার গ্রামের গৃহস্থবাড়িতে কামলা মতলেব ঠিকই দেয়, তবে সে সব তেমন কোনও কাজ না। অনেকটা ফুটফরমাস খাটা। এজন্য কামলা হিসাবে কদর মতলেবের একেবারেই নাই। না পারতিকে লোকে তাকে ডাকে, যখন কাউকে না পায় তখন। মতলা আছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলার মত।

পিয়ার খাঁর ছেলেরাও কাউকে না পেয়ে মতলাকে ডেকেছিল। কাজ যা করার নন্দ মিস্ত্রীই করেছে, মতলা শুধু এটা ওটা এগিয়ে দিয়েছে, ওই ফুটফরমাস খাটা আর কী। তাতেই রোজ হচ্ছে সত্তর টাকা। দুপুরবেলা ভরপেট ভাত। সঙ্গে ছিল নলা মাছের তরকারি। এত আরামের কাজ করেও সন্ধ্যাবেলা মতলা বাড়ি ফিরেছে ধুকতে ধুকতে। যেন অতিরিক্ত পরিশ্রমে একেবারেই ভেঙে পড়েছে। হাঁটাচলার শক্তি নাই। বাড়ি ফিরেই বারান্দার চৌকিতে উঠে শুয়ে পড়েছে। রাবির কাজ ছিল আজ খাইগো বাড়ির ওদিককার বেপারি বাড়িতে। ধান বানার কাজ। সারাদিন ধান বেনে আড়াই তিনসেরের মত চাল পেয়েছে। দুপুরের ভাতও দেয়নি গিরস্তে। তবু শরীর ঠিক আছে তার। বিকালবেলা আঁচলে চাউল নিয়ে বাড়িতে এসে নিমতলার চুলায় ভাত তরকারি রেঁধেছে, ফাঁকে ফাঁকে ছেলে খেয়ে গেছে বুকের দুধ, তবু ক্লান্ত হয়নি রাবি। রান্নাবান্না শেষ করে অবেলায় খেয়ে নিয়েছে অল্প একটু ভাত। এটা আসলে দুপুরের খাওয়া। তারপর সন্ধ্যাবেলা ঘরের কুপিবাতি জ্বেলে, ধুপ ধুমার কাজ সেরে এসে লেগেছে স্বামীর সেবায়। মতলা সটান শুয়ে ঘুমাচ্ছে আর রাবি তার হাত পা টিপে দিচ্ছে। এই করতে করতে নিজেরও ঝিমুনি এসেছিল, তখন শোনে খাটালের দিকে হি হি করে হাসছে বাদলা।

রাবির ঝিমুনি কেটে গেছে।

কী ব্যাপার, বাদলা বসল পড়তে, এখন দেখি মহা আনন্দে হাসছে।

স্বামীর হাত পা টিপা ফেলে রাবি এসে দাঁড়িয়েছে খাটাল আর বারান্দার মাঝখানকার দরজায়। দাঁড়িয়ে দেখে দেলোয়ারা বুজির চশমা পরে তার ছেলে অচেনা

মানুষ হয়ে গেছে। চোখের সামনে আয়না ধরে নিজেকে দেখছে আর তার সামনে বসে তাকে দেখছেন দেলোয়ারা বুজি। এই দৃশ্য দেখে রাবিও খুব মজা পেল, নিজের অজান্তে ঠোঁটে তার ফুটে উঠল গভীর পরিতৃপ্তির হাসি।

মাকে বাদলা দেখতে পেল না। চশমা পরার আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। এক সময় আয়নায় নিজেকে দেখা শেষ করে কী মনে করে দক্ষিণ দিককার জানালার দিকে তাকিয়েছে। শীতসন্ধ্যা বসে যাওয়ার পরও জানালাটা আজ বন্ধ করা হয়নি। চশমা পরা চোখে সেই খোলা জানালার দিকে তাকাল বাদলা, তাকিয়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। শিরদাড়া বেয়ে লম্বা একটা ক্যারা যেন নেমে যেতে লাগল। এ কী, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কারা? পাশাপাশি দুইখান মুখ। দেখতে মানুষের মুখের মতো ঠিকই কিন্তু মানুষের মুখের তুলনায় পাঁচ দশগুণ বড়। চোখগুলি একেকজনের গরুর চোখের মত, নাকগুলি ধুন্দুলের মত মোটা, কানগুলি ধানঝাড়ার কুলার মত। একজনের মুখে দাড়ি গোঁফ, আরেকজনের মাথার চুল লম্বা। কিন্তু চুলদাড়ি মানুষের চুলদাড়ির মত না। মিয়াবাড়ির পুকুরে বছর ভর যে কচুড়িগুলি আছে সেই কচুড়ির ছোবার মত ঝিমকালো, লম্বা মোটা চুলদাড়ি। তাহলে কি ঠাকুরবাড়ির বাঁশঝাড়ে যে দুইজন থাকেন তারা দুইজন আজ দূরে কোথাও না গিয়ে এই মেন্দাবাড়িতেই চড়তে এসেছেন? বাগানের দিককার জানালা খোলা পেয়ে একত্রে দুইজন উঁকি মেরেছেন ঘরের ভিতর! মানুষের সংসার দেখছেন!

বাদলার দম বন্ধ হয়ে এল! চোখের চশমার কথা ভুলে গেল সে।

ঠিক তখনই জানালার বাইরে দাঁড়ানো দুইজনের একজন করুণ গলায় ডাকল, দেলরা বুজি, ও দেলরা বুজি, দুয়ারডাইট্টু খোলেন।

এই গলা শুনে ভয়টা বাদলার পলকেই কাটল। শিরদাড়া বেয়ে নামতে থাকা লম্বা মত ক্যারা চট করেই যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। বাদলা বুঝল, না তেনারা ঠাকুরবাড়ির বাঁশঝাড় থেকে আসেননি! তেনারা মানুষ! চোখে চশমা আছে বলে মানুষের মুখ মানুষের মত দেখতে পায়নি বাদলা, দেখেছে তেনাদের মুখের মত।

আর চোখে চশমা নেই বলে দেলোয়ারার হয়েছে আরেক অবস্থা। চশমা ছাড়া চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না তিনি। সবকিছুই অপরিষ্কার, সব কিছুর উপরই ফিনফিনা কুয়াশার আবরণ। চেনা মানুষের মুখ অচেনা, আবছা হয়ে যায়। যেন বাস্তবে দেখছেন না তিনি, যেন দেখছেন স্বপ্নে কল্পনায়।

এখনও সেই অবস্থাই হয়েছে। জানালার বাইরে মানুষের গলা শুনে সেদিকে তিনি তাকিয়েছেন ঠিকই, আবছা মতন দুইজন মানুষের মুখ দেখতেও পাচ্ছেন কিন্তু চিনতে পারছেন না মানুষ দুইজন কারা?

গলা কেমন পরিচিত! যেন বহুবার এই গলা শুনেছেন দেলোয়ারা। স্বভাব মতই ধীর শান্ত গলায় তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কেডা?

জবাব আসার আগেই বারান্দা আর খাটালের মাঝখানকার দরজায় দাঁড়ানো রাবি বিরক্তির গলায় বলল, আপনে চিনতে পারেন নাই বুজি? গাছি আর গাইচ্ছানি।

ও আইচ্ছা। দুয়ারডা খুইল্লা দে রাবি।

বাদলার চোখের দিকে হাত বাড়ালেন দেলোয়ারা। দে রে ছেমড়া, চশমা দে।

AmarBoi.com

বাদলার খুলতে হল না, দেলোয়ারাই চশমা খুলে নিলেন। আঁচলে চট করে দুইখান মোছা দিয়ে চোখে পরলেন। বাদলা দেখতে পেল এই কিছুক্ষণ আগের দেলোয়ারা বুজি আর সেই বুজি নাই, অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। চশমার কারবারটাই মজার। ভোজবাজির মত। চোখে থাকলে একরকম না থাকলে আরেকরকম। সে নিজেই তো আজ চশমার গুণে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। দবির হামিদাকে দেখেছে তেনাদের মতো। কালীসন্ধ্যায় জোড় বেঁধে যেন গ্রাম দেখতে বেরিয়েছিল। চশমা খুলতেই মানুষ হয়ে গেছে।

রাবি ততোক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছে, দবির হামিদা ঘরে ঢুকেছে। দুজনেরই মুখে উৎকণ্ঠা। শরীরে (চেপে) বসা শীতভাব যেন মুখের চামড়া টেনে ভিতর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে চোখ মুখ নাক ঠোঁট যেন জায়গা মত নাই তাদের, যেন এদিক ওদিক হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকেই দিশাহারা ভঙ্গিতে চারদিক তাকাতে লাগল হামিদা। সদ্য জন্ম দেওয়া বাছুর চোখের আড়াল হয়ে গেলে যেমন দৃষ্টি হয় গাই গরুর, হামিদার চোখের দৃষ্টি তেমন, চঞ্চলতা তেমন। ব্যাপারটা দেলোয়ারা বাদলা খেয়াল করল না, করল রাবি, করে মুখের বিরক্তভাব আরও বেড়ে গেল তার। হামিদার দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বলল, যেই চিন্তা কইরা এই বাইত্তে আইছো হেই চিন্তা বাদ দেও।

কথাটা বুঝতে পারলেন না দেলোয়ারা। রাবির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই ছেমড়ি, কী কচ তুই? কী চিন্তা কইরা আইছে?

আপনে বোজেন নাই বুজি?

না।

গাছি আর গাইছ্যানি তো আইছে মাইয়া বিচড়াইতে!

তারপরও যেন ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝতে পারলেন না দেলোয়ারা। অবুঝের মত মুখ করে রাবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দবির হামিদার সঙ্গে কথা বলবার সময় রাবির চেহারা একরকম, রাগ বিরক্তিতে ভরা, দেলোয়ারার সঙ্গে কথা বলার সময় সেই রাগ বিরক্তির চিহ্নও থাকে না, একেবারেই অন্যরকম, বিনয়ী হাসি হাসিভাব মুখে। সেই মুখে দেলোয়ারাকে রাবি বলল, আপনে হোনেন নাই বুজি গাছির মাইয়ায় আইজ কী কাম করছে?

দেলোয়ারা নিরীহ গলায় বললেন, হুনুম না ক্যা, হুনছি।

তারবাদে মাইয়া তো গাছির বাইত্তে যায় নাই।

শুনে দেলোয়ারা চমকালেন। তয় কই গেছে?

হেইডা কেঐ কইতে পারে না।

কচ কী? সব্বনাইস্যা কথা। রাইত বিরাইত অইয়া গেছে, কই গেছে গা ডাঙ্গর মাইয়া!

দেলোয়ারার কথায় দবির বুঝে গেল এই বাড়িতে আসেনি তার মেয়ে, এই বাড়িতে সে নাই। হামিদাও বুঝল, বুঝেও অবুঝের মত কথা বলল। আমি তো মনে করছি এই বাইত্তে আইয়া পলাই রইছে আমার মাইয়ায়। ও বুজি, যুদি পলাই থাকে, ডাক দেন অরে। আমরা অরে কিছু কমু না।

একথা শুনে রেগে যাওয়ার কথা দেলোয়ারার। কী, আমার কথা তুই বিশ্বাস

AMARBOI.COM

করতাছচ না? আমি তর লগে মিছাকথা কই? তর মাইয়ায় আমার কোনহানকার ইষ্টিকুডুম যে তারে আমি আমার ঘরে পলাই থাকতে দিমু? আবার হেই মাইয়ার লেইগা আমি মিছাকথা কমু? রাইত বিরাইত অইয়া গেছে অহনও বাইস্তে যায় নাই দেইক্কা যেই চিন্তা আমি করছি, হেই চিন্তার পর এই কথা তর মনে অইল কেমতে?

কিন্তু দেলোয়ারা কিছু বললেন না। বুঝদার মানুষ, বুঝলেন মেয়ের চিন্তায় দিশাহারা হয়ে আছে বলে কথাবার্তার ঠিক নাই হামিদার। হামিদার জায়গায় যে কোনও মাই এমন করত। আজ যদি তাঁর মেয়ের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটত তিনি কি হামিদার মতোই আচরণ করতেন না!

তবে হামিদার কথাটা ধরল রাবি। দবির হামিদাকে দেখেই বিরক্ত হয়েছে সে। যে মা বাবার মেয়ে এমন কাজ করতে পারে তাদের ওপর বিরক্ত না হয় কোন লোকে! ঘটনাটা রাবি দুপুরেবেলাই শুনেছিল। এই সমস্ত কথা পলকে ছড়িয়ে যায় সারাগ্রামে। বেপারি বাড়ির পুবের শরিকের রান্নাঘরের ঢেঁকিতে ধান বানছিল রাবি। তখনই যেন কে এসে ঘটনাটা বাড়িতে বলেছে। পলকে সেই কথা বাড়ির বউঝিদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে, রান্নাঘরে রাবির কানে এসেছে। তখন থেকেই নূরজাহান আর তার মা বাপের উপর রেগে আছে রাবি। এত্তবড় সাহস অতডু ছেমড়ির! মাওলানা হুজুরের লাহান কামেলদার মাইনষের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দেয়! এই মাইয়া জন্ম দিছে কেমুন মা বাপে!

এখন হাতের কাছে দবির হামিদাকে পেয়ে বুকের ভিতর চেপে থাকা রাগ ঝেড়ে দিতে চাইল রাবি। হামিদার দিকে তাকিয়ে আচমকা বলল, এই বাইস্তে আইয়া পলাই থাকনের সাহস তোমার মাইয়ার অইতো না। অইলেও অন্য শরিকের ঘরে অইতো, এই ঘরে অইতো না। দেলরা বুজি কিছু না কইলেও আমি অরে পলাই থাকনের জাগা দিতাম না। চুলে ধইরা বাইর কইরা দিতাম। ইতর মাইয়া, কোন সাহসে হুজুরের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দিল? কাইস্যা অর কোনহানকার লাং অইছে যে তার লেইগা হুজুররে অপমান করবো?

লাং কথাটা শুনে বিরক্ত হলেন দেলোয়ারা। গম্ভীর গলায় ধমক দিলেন রাবিকে। এই ছেমড়ি, বকাবাজি করিচ না।

দেলোয়ারার ধমকে দমল রাবি কিন্তু সেই ভাব দবির হামিদাকে বুঝতে দিল না। আগের মতোই তেজি গলায় বলল, বকাবাজি তো আপনেরঐ করনের কথা বুজি। আপনে করতাছেন না দেইক্কা আমি করতাছি। এইডা কেমুন কথা অইলো? হুজুরের লাহান কামেলদার মাইনষের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দেয়! পরানে ডর নাই অর? ও জানে না হুজুরে বড়দোয়া (বদদোয়া) দিলে ছাড়খাড় অইয়া যাইবো ও। আল্লার খাসবান্দা হ্যায়, মোক দিয়া যা কইবো তাঐ অইবো। বাদলার লেইগা তারে আমি কইছিলাম, অরে একখান ফু দিয়া দেন হুজুর, ও য্যান আর মোতালেইব্বাগো ঐ মিহি কইতর দেকতে না যায়। হুজুরে যেদিন ফু দিয়া দিল, হেদিন থিকা বাদলা আর কইতর দেকতে যায় না। ভাল অইয়া গেছে আমার পোলায়।

মায়ের কথা শুনে দেলোয়ারার পায়ের কাছে বসা বাদলা ফিক করে হাসল। না মা, মিছাকতা। ভাল আমি অই নাই। হুজুরের ফুয়ে আমার কোনও কাম অয় নাই। অহনও রোজঐ কইতর দেকতে যাই। মোতালেপ কাকায় গাইল দেয় তাও যাই। হেদিন

AMARBOI.COM

গর্দানডা ধইরা একখান ধাক্কা দিল, আরেকদিন একটা লাত্তি দিছে, তোমারে এই হগল কথা কই না। কইলে যে ঐমিহি তুমি আমারে যাইতে দিবা না! কইতর দেকতে আমার খুব মজা লাগে। কইতরের লেইগা লাত্তিগুতা খাওনও ভাল।

বাদলার কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন দেলোয়ারা আর রাগে অপমানে রাবির গেল মুখ লাল হয়ে। চোখ পাকিয়ে ছেলের দিকে তাকাল সে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চুপ কর গোলামের পো। মার মোকে মোকে কথা! রাক, কইতর দেহন তর আমি বাইর করতাছি।

মায়ের কথা একদমই পাত্তা দিল না বাদলা। সরল গলায় বলল, অহন আর প্যাচাইল পাইড়ো না মা। যাও, ভাত বাড়ো গিয়া। আমার খিদা লাগছে।

রাবি মুখ ঝামটে বলল, আমি বাড়তে পারুম না। যা, তর বাপরে ডাইক্কা উডা, দুইজনে মিল্লা ভাত বাইড়া খা গা।

আদর্শলিপিটা বুকের কাছে ধরে পালঙ্ক থেকে নামল বাদলা। অতি নির্বিকার ভঙ্গিতে মায়ের পাশ দিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

রাবির ভঙ্গিভাঙ্গি দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দবির হামিদা। মাথা নীচু করেছিল। এখন প্রায় একসঙ্গেই মাথা তুলল দুইজনে। দেলোয়ারাকে দবির তার স্বভাবসুলভ বিনয়ী গলায় বলল, বুজি, আমার মাইয়ায় যে বিষম অন্যায় করছে হেইডা আমি বুজছি। বুইজ্জাঐ হুজুরের কাছে গেছিলাম।

দেলোয়ারা চমকালেন। কচ কী? মাওলানা সাবের বাইত্তে তরা গেছিলি?

হ। হেই বাইত থিকাঐ আপনেগো বাইত্তে আইলাম। মাওলানা সাব, আতাহার বেবাকতেঐ আছিল। আমরা মনে করছিলাম আতাহারে অর দলবল লইয়া মাইয়াডারে ধইরা নিয়া অগো বাইত্তে আটকাইয়া রাকছে। গিয়া দেকলাম, না। অমুন কাম অরা করে নাই। বাপ পোলা দুইজনেঐ রাগ অইয়া রইছে, তারপরও মাওলানা সাবে আমারে কইলো, তর মাইয়ায় পোলাপান মানুষ, ভুল কইরা লাইছে, অরে আমি মাপ কইরা দিছি। যা।

মাওলানা সাহেব নূরজাহানকে মাফ করে দিয়েছেন শুনে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল রাবি। মুখে কোনও কথা জুটল না তার। ভুরু কুঁচকে দবিরের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকিয়ে দেলোয়ারাও ছিলেন। মুখ দেখে বোঝা যায় তিনি যেন বেশ আশ্বস্ত হয়েছেন। বললেন, তয় তো ভালঐ অইছে। আমিও বুজছি, কামডা তর মাইয়ায় বুইজ্জা করে নাই। আথকা কইরা হালাইছে। তারবাদে গেছে ডরাইয়া। ডরাইয়াঐ কোনও বাইত্তে গিয়া পলাই রইছে।

কথা শেষ করে দবির হামিদার দিকে তাকালেন দেলোয়ারা। চশমার ভিতর থেকে নতুন করে যেন দেখতে পেলেন দুইজন মানুষের মুখের উপর চেপে থাকা অসহায়ত্ব। দেখে আশ্চর্য এক মায়া হল তাঁর। বললেন, মাওলানা সাবে যহন মাপ কইরা দিছে তাইলে আর ডর নাই। যা, দেক কোন বাইত্তে পলাই রইছে মাইয়ায়। বিচড়াইয়া বাইর কর। তয় সিয়ানা মাইয়া, শইল্লে হাত উডাইচ না অর। মায় মারলে মারতে পারে মাইয়ারে, বাপের কইলাম উচিত না মাইয়ার শইল্লে হাত উডান। দউবরা, তুই কইলাম মারিচ না মাইয়াডারে। ধমক ধামক দিয়া শাসন করিচ, মারিচ না।

AMARBOI.COM

দবির বুঝে গেল তার মেয়েটির জন্য ভাল রকমের একখান টান দেলোয়ারা বুজির আছে। আজকের আগে এভাবে ব্যাপারটা সে কখনও টের পায়নি। দেলোয়ারার প্রতি ভারি একটা কৃতজ্ঞতা বোধ জন্মাল। এই সুযোগে আসল কথাটাও বলে ফেলতে চাইল।

তার আগেই দেলোয়ারা বললেন, বয় তরা। খাড়ই রইলি ক্যা?

ঘরে ঢোকার পর থেকেই কেবিনের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দবির হামিদা। এখন দেলোয়ারা বুজি বসতে বলেছেন শুনে দুইজন প্রায় একসঙ্গেই বসল কেবিনের সিঁড়িতে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। বসেই বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হামিদা। তারপর কনুই দিয়ে দবিরকে একটা গুঁতা দিল। কথাডা কও বুজিরে।

হামিদার দিকে তাকিয়ে দবির বলল, হ কই।

দেলোয়ারা শুনলেন তাদের কথা। নিজ থেকেই বললেন, কী কথা রে?

আড়চোখে খাটাল এবং বারান্দার মাঝখানকার দরজার দিকে তাকাল দবির। রাবি এখনও দাঁড়িয়ে আছে কি না দেখল। না নাই। কোন ফাঁকে বারান্দার পুবকোণে গিয়ে ঢুকেছে। জায়গাটার উত্তর পাশে টিনের বেড়া তারপর দুই আড়াই হাত পরিমাণ ফাঁকা জায়গা তারপর চৌকি। এই ফাঁকা জায়গাটুকুতেই খাবারের হাঁড়ি পাতিল, থাল বাসন রাবির। সেখানে কুপি জ্বেলে বসেছে সে। খুবই মনোযোগ দিয়ে স্বামী সন্তানের ভাত বাড়ছে। বাদলা আর মতলা আসনপিঁড়ি করে বসে আছে চৌকিতে। কুপির আলোয় দেখা যাচ্ছে মতলার মুখে দুনিয়ার বিরক্তি। যেন ঘুম থেকে ডেকে তুলে ভাত খেতে বসিয়ে খুবই অন্যায় করা হয়েছে তার সঙ্গে। আর যে রাবি খানিক আগে খুবই চটাং চটাং কথা বলছিল মাওলানা সাহেবের পক্ষ ধরে, ছেলের সঙ্গে রাগারাগি করছিল, এখন স্বামী সন্তানের জন্য ভাত বাড়তে বসে কুপির আলোয় সেই মানুষটিই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। একই মানুষের ভিতরে কত রকমের চেহারা যে বসিয়ে রেখেছেন আল্লাহতালা! কখন যে কোন চেহারা বেরিয়ে আসে, মানুষ নিজেও তা জানে না।

রাবি কাছেপিঠে নাই এবং এদিকে তার মনও নাই দেখে দবির খুবই স্বস্তিবোধ করল। দেলোয়ারার দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, মাওলানা সাবরে তো আপনে ভাল কইরাঐ চিনেন বুজি। মোকে আমারে ঠিকঐ কইছে যে আমার মাইয়ারে হেয় মাপ কইরা দিছে, এই হগল হেয় মনে রাকবো না, আমার মাইয়ার কোনও ক্ষতি করবো না, তয় আমি কইলাম তার কথা বিশ্বাস করি নাই।

দেলোয়ারা অবাক হলেন। ক্যা, বিশ্বাস করচ নাই ক্যা?

তার মোকে এক অন্তরে আরেক। বেবাকঐ হেয় মনে রাকবো। জাইত সাপের লাহান সুযোগ পাইলেঐ নূরজাহানরে হেয় খাইবো।

দেলোয়ারা চিন্তিত হলেন। হ, কথা মন্দ কচ নাই। মাওলানা অইলে কী অইবো, হেয় মানুষ ভাল না। তয় তর মাইয়াডারে সাবদানে রাকিচ। যহন তহন বাড়িত থিকা বাইর অইতে দিচ না, এমিহি ওমিহি যাইতে দিচ না।

দবির অসহায় গলায় বলল, হেইডা নাইলে না দিলাম, কিন্তু এই কইরা কী মাইয়াডারে আমি বাচাইতে পারুম! মাইয়ার ক্ষতি যুদি হেয় করতে চায় যেমতে অমতেঐ তো করতে পারবো! আর হের পোলায় তো আছেঐ, আতাহার, বাপে যুদি খালি কয়, ধইরা লইয়া আয় ছেমড়িরে, রাইতে দলবল লইয়া আমার বাইত্তে আইয়া

উটবো হেয়, দুয়ার ভাইঙ্গা আমার মাইয়ারে ধইরা লইয়া যাইবো। কেমতে আমি তাগো হাত থিকা আমার মাইয়ারে বাচামু?

দবিরের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে গেলেন দেলোয়ারা। উদাস মুখে হারিকেনের আলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দেলোয়ারার এই উদাসীনতা খেয়াল করল হামিদা। এই ঘরে এসে ঢোকার পর থেকে তেমন কোনও কথা সে বলেনি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। দেলোয়ারা উদাস হয়ে সেই সুযোগ এনে দিল। দবিরকে *ঠেলেঠুলে* উঠে দাঁড়াল সে। দেলোয়ারার সামনে এল। আচমকা শিশুর ভঙ্গিতে দেলোয়ারার পা চেপে ধরল। কাতর করুণ গলায় বলল, আমার মাইয়াডারে আপনে বাচান বুজি। নিজের মাইয়া মনে কইরা বাচান। আপনে ছাড়া অরে কেঐ বাচাইতে পারবো না।

দেলোয়ারা বিব্রত হলেন। পা থেকে দুইহাতে হামিদার হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, হায় হায় করচ কী! ছাড়, পাও ছাড়। আমি কেমতে তর মাইয়ারে বাচামু?

হামিদার দেখাদেখি দবিরও ততোক্ষণে উঠে এসেছে। হামিদা কথা গুছিয়ে বলতে পারবে না ভেবে বলল, হ বুজি, আপনে ছাড়া আমার মাইয়াডারে কেঐ বাচাইতে পারবো না।

মানুষ দুইজনকে আশ্বস্ত করার জন্য দেলোয়ারা বললেন, তগো কথা আমি ঠিক মতন বোজতাছি না। বয় তরা, কথাডা আমারে বুজাইয়া ক। কেমতে তগো মাইয়ারে আমি বাচাইতে পারি!

দেলোয়ারার পা ছেড়ে হামিদা ততোক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ফাঁকে চোখের কোল বেয়ে নেমেছে কান্না। মুখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে কাঁদছে সে।

হামিদার দিকে তাকিয়ে গভীর কষ্টের এক কান্না দবিরেরও বুক ঠেলে উঠল। সেই কান্না দমিয়ে ধরা গলায় সে বলল, আপনেরা যা কইবেন মাওলানা সাবে অহন হেইডাঐ হোনবো। আপনের বইনপোয় মজজিদ করতাছে গেরামে, মাওলানা সাবে অইবো হেই মজজিদের ইমাম। আপনেগো মজজিদের ইমাম আপনেগো কথা না হুইন্না পারবো না। বুজি, মাওলানা সাবরে একবরদা আপনে এই বাইত্তে আনান। আনাইয়া হেরে কন, নূরজাহান না বুইজ্জা কামড়া করছে, পোলাপান মানুষ, অরে হেয় মাপ কইরা দেউক, অর কোনও ক্ষতি য্যান হেয় না করে।

দেলোয়ারা চিন্তিত গলায় বললেন, তর কী মনে হয় আমি কইলেঐ মাওলানা সাবে বেবাক ভুইল্লা যাইবো? কোনও ক্ষতি তর মাইয়ার করবো না?

হ আমার মনে অয়। আপনেগো কথা হালানের ক্ষমতা তার নাই। অহন হেয় আপনেগো কাছে বান্দা (বাঁধা)।

হামিদার মতন করে দবিরও ধরতে চাইল দেলোয়ারার পা। কিন্তু পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েই অতি সংকোচে সেই হাত আবার সরিয়েও নিল। দেলোয়ারা বুজির পা ধরা কি তার ঠিক হবে? সে পুরুষমানুষ, হোক পা, তবু তো মেয়েমানুষের শরীর। বুজি যদি বিরক্ত হন, সহজ মনে না নেন ব্যাপারটা তাহলে খারাপ হবে! হামিদা ধরেছিল ঠিক আছে, দবির তো ধরতে পারে না!

পা ধরার কাজটা মুখেই সারতে চাইল দবির। করুণ দুঃখি গলায় বলল, বুজি, আমি

WWW.AMARBOI.COM

আপনের পায় ধরি বুজি, আল্লারস্তে আমার মাইয়াডারে আপনে বাচান। আপনেরও তো মাইয়া আছে, মাইয়ার দরদ আপনে বোজেন, নিজের মাইয়া মনে কইরা আমার মাইয়াডারে আপনে বাচান।

শেষদিকে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না দবির। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

দবিরের কান্না যেন কানেই গেল না দেলোয়ারার। দবির হামিদাকে যেন আর দেখতেই পেলেন না তিনি। চশমার ভিতর থেকে তাঁর চোখের দৃষ্টি চলে গেল বহুকাল পিছনে ফেলে আসা এক জীবনে। এই ঘরে, এই পালঙ্কেই এক দুপুরে ঘটেছিল ঘটনা। তাঁর মেয়ে মাফিনের তখন সাত আটমাস বয়স। মেয়েকে এই পালঙ্কে শুইয়ে রেখে দেলোয়ারা গিয়েছিলেন রান্নাঘরে। খরালিকাল। মা তখনও বেঁচে আছেন। বড়বোন আনোয়ারা স্বামী সন্তান নিয়ে থাকেন ঢাকায়। জিন্দাবাহার থার্ডলেনের চিপাগলির ভিতর বাসা। বাড়িটার এদিক ওদিক কোথাও কোথাও ছাপড়াঘর, কোথাও কোথাও পাকা মেঝে, চারদিকে দেওয়াল আর মাথার ওপর টিন এমন খুপরি খুপরি ঘর। পুবদিকে কুয়াতলা, তার পাশ দিয়ে এক চিলতে স্যাঁতস্যাঁতে পথ চলে গেছে পায়খানাঘরে। বহু পুরনাকালের ইটের গাঁথনি তোলা পায়খানা, মল ধারণের জায়গায় মাটির গামলা বসানো। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সেই পায়খানা ঘরে উঠলেই গায়ে কাঁটা দেয়। মলমূত্রের বীভৎস গন্ধে নাড়ি উল্টে আসে, আর শরীর শক্ত হয়ে যায় পায়খানা ঘরের দেওয়াল জুড়ে স্থির হয়ে থাকা তেলাপোকা দেখে। কী সাইজ একেকটার! কী রং!

পায়খানাঘরে যাওয়ার পথে কুয়াতলা থেকে আসা একখানা ড্রেন। বাড়ির পোলাপানরা এই ড্রেনেই কর্ম সারে। হলুদ মলে থিকথিকা হয়ে থাকে ড্রেন। বাড়ির হাওয়ায় শুধুই মলের গন্ধ।

কত পদের ভাড়াটে সেই বাড়িতে! গেটের দিককার একটা ছাপড়া ঘরে থাকে আমির, সে হচ্ছে চিনাবাদামওলা, লায়ন সিনেমা হলের সামনে বসে চিনাবাদাম বেচে। কেরামতের বাপ রিকশাওলা, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে বউর সঙ্গে শুধুই ঝগড়া, আজিজ হচ্ছে পৌরসভার ভূঁইমালি, ভিক্টোরিয়া পার্কে তার কাজ। ফল ফুলের গাছে পানি দেয়, খুরপি নিরানী চালিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে, আগাছা সাফ করে। বুড়া মতন একজন মিস্তি আছে, নয়া বাজারে টুকরি মাথায় ঘুরে বেড়ায়। আর আছে নিয়াসা, প্রাণবন্ত এক যুবতী। ঢাকাইয়া কুট্টি। উর্দু বাংলার মিশেল দেওয়া অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। নিয়াসার স্বামী কোথায় কী কাজ করে কে জানে! সকালে বেরিয়ে ফিরে অনেক রাতে। বাড়ির লোকজন তাকে দেখেই না। দেখে শুধু নিয়াসাকে। তাও নিজের ঘরে নিয়াসা বলতে গেলে থাকেই না। কখনও এই ঘরে, কখনও ওই ঘরে। হি হি করে হাসছে, ঠাট্টা মজা করছে। সবার সঙ্গেই আত্মীয়তা, সবার সঙ্গেই প্রাণের সম্পর্ক। একাই ওই বীভৎস বাড়িটি যেন আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে রেখেছে সে।

এই বাড়ির পশ্চিমে, বাড়ির অর্ধেক জুড়ে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একখান দালান ঘর। সামনে বিশাল চওড়া বারান্দা, বারান্দার পর দুইটা কামরা। উঠান থেকে পাঁচধাপ সিঁড়ি

AMARBOI.COM

ভেঙে এই দালানে উঠতে হয়। বাড়ির দুইজন বনেদী ভাড়াটে থাকেন এই দুই কামরায়। উত্তরের কামড়ায় ফিরোজার বাপ। ফিরোজা মমতাজ আর বাবুল এই তিন সন্তান ভদ্রলোকের। বউ নিয়ে পাঁচজনের সংসার। পেশায় পুলিশের হাবিলদার। নাম তালেব আলী। দক্ষিণের কামরায় থাকেন গিয়াসউদ্দিন সাহেব। তাঁর ডাকনাম গগন। দেলোয়ারার বড়বোন আনোয়ারার স্বামী। ডিএমসি অর্থাৎ ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি, তারও আগে পৌরসভা, এই পৌরসভার কেরানী তিনি। নিরীহ, নরম ধরনের মানুষ। কারও সাতেপাঁচে নাই। আঠারো উনিশ বছরেই বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন। বছর বছর পিতা হচ্ছেন। তিনবছর আগে যমজ ছেলেমেয়ে হল এই বাড়িতে। তখন দেলোয়ারা এসে বোনের কাছে ছিলেন। তখনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গিয়েছিলেন বাড়ির চেহারা। মন্দ লাগেনি পরিবেশটা। অসুবিধা করেছিল শুধু ওই পায়খানা ঘরের তেলাপোকাগুলি আর হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো মলের গন্ধ। এই কারণেই ওই বাড়িতে আর কখনও যেতে চাননি দেলোয়ারা। বোনকে বলে গিয়েছিলেন, এরপর পোলাপান হওয়ার সময় যেন এই বাড়িতে আর না থাকেন তিনি, গ্রামের বাড়িতে যেন চলে আসেন।

আনোয়ারা করেছেনও তাই। পোলাপান হওয়ার সময় হলেই চলে আসেন মেদিনীমণ্ডলে। স্বামী ঢাকায়। সপ্তাহে সপ্তাহে তিনিও আসেন বাড়িতে। স্ত্রীর জন্য না, পোলাপানের জন্য ভীষণ টান তাঁর। বেশিদিন ছেলেমেয়েদের না দেখে থাকতে পারেন না। আর খাওয়া দাওয়ারও অসুবিধা। আনোয়ারা না থাকলে তাঁকে খেতে হয় আজিজের ঘরে। আজিজ মেদিনীমণ্ডলেরই ছেলে। নিজেদের বাড়ি ছিল না। বুড়ি মাকে নিয়ে থাকত আমিনুলদের বাড়িতে। বড় একটা ভাই ছিল, নাম পাইন্না। প্রথমে পাইন্না মরেছে তারপর মরেছে তার বাপ। অনেককাল আগে বড়ছেলে মরার পরও আজিজের মাকে সবাই পাইন্নার মা বলে ডাকে। মরেও বড়ছেলেটি জড়িয়ে ছিল তার মায়ের সঙ্গে। আজিজকে তেমন করে যেন্ত্ব পেয়নি মায়ের কাছে। তবে আজিজ আর তার মা গিয়াসউদ্দিন সাহেবের খুবই ভক্ত। তিনিই পৌরসভায় ভূঁইমালির চাকরিটা আজিজকে নিয়ে দিয়েছেন, জিন্দাবাহারের ওই বাড়িতে পাঁচ টাকা মাসিক ভাড়ায় একখান ছাপড়া ঘরও নিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে আজিজ তার বুড়ি মায়ের কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নাই। আনোয়ারা না থাকলে আজিজের ঘরেই খেতে হয়। আজিজ এখনও বিয়ে করেনি, বুড়িমা রাঁধে খুব খারাপ। দুইবেলা ওই খাবার মুখে রোচে না গিয়াসউদ্দিন সাহেবের। এই কারণেও সপ্তাহে সপ্তাহে শ্বশুরবাড়ি চলে আসেন তিনি।

সেবারও বাড়িতেই ছিলেন। আনোয়ারার আবার পোলাপান হবে। গিয়াসউদ্দিন সাহেব এসেছেন স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যেতে। অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন। চারদিনের দিন পড়বে রোববার। সেদিন দুপুরের ভাত খেয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিবেন শ্রীনগর। সেখান থেকে কেরায়া নৌকোয় করে যাবেন আলমপুর। আলমপুর থেকে লঞ্চে চড়ে রাত আটটা নয়টায় গিয়ে পৌঁছাবেন ঢাকায়। পরদিন সোমবার সকালে জিন্দাবাহার থেকে হেঁটে চলে যাবেন লক্ষ্মীবাজার, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে।

এ সময় একদিন ঘটল সেই ঘটনা।

AMARBOI.COM

নিমের পাতায় পাতায় সেদিন চৈত্র দুপুরের উদাসী হাওয়া। মাঠে মাঠে উঠছিল চৈতালী ঘূর্ণি। ফসল তুলে নেওয়া শূন্য চকমাঠে হঠাৎই ধুলা আর খড়কুটা নিয়ে ঘুরতে থাকে পাগল হাওয়া। ঘুরতে ঘুরতে খড়কুটা আর ধুলা নিয়ে উঠে যায় শূন্যে। বিক্রমপুর অঞ্চলে এই ঘূর্ণিকে বলে 'বানাডুলি'। বানাডুলিকে ভয়ও করে লোকে। কুসংস্কার আছে বানাডুলি আসলে কোনও হাওয়া না, বানাডুলি এক অশুভ শক্তির চলাফিরা। যেদিক দিয়ে বয়ে যাবে, বয়ে যাওয়ার সময় যদি কোনও মানুষ পড়ে এই শক্তির আওতায়, কোনও না কোনও ক্ষতি সেই মানুষের হবেই। এজন্য বানাডুলি দেখলেই গ্রামের মানুষজন দৌড়ে দূরে সরে যায়, বুকে থু থু করে ছিটায় থুতু। মানুষের থুতুর বদগন্ধে নাকি সেই অশুভ শক্তি কাছে ভিড়ে না, ক্ষতি করতে পারে না মানুষের।

সেই দুপুরে বারবাড়ির দিকে গিয়ে ফকির বাড়ির সামনের চোয়া জমিতে হঠাৎই একটা বানাডুলি উঠতে দেখেছিলেন দেলোয়ারা। গিয়েছিলেন এনামুলকে ডাকতে। বাড়ি আসার পর থেকে প্রতি দুপুরেই ছানা সেন্টু তালেব জাহাঙ্গিরের সঙ্গে নতুন পুকুরে ডুবাডুবি করতে যায় এনামুল। ঘণ্টা দুঘণ্টা পানি থেকে ওঠার নাম নাই। বহু ডাকাডাকির পর যখন উঠে আসে, চোখ তখন কোড়াপাখির চোখ। একটু বেশি চঞ্চল হয়েছে ছেলেটা, বেশি দুরন্ত। বাড়ি এলে কী রেখে কী করবে দিশা পায় না। এবার এসেই তো মাওয়ার বাজার থেকে লাল সাদা হলুদ নীল কয়েক তা ঘুড়ির কাগজ কিনে এনেছে, কয়েক কাঠিম ঘুড়ির সুতা, মাঝারি সাইজের লাটাই। ঠাকুর বাড়ির বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে এনে ছানা সেন্টুর সঙ্গে দুইদিন ধরে ধারালো দা দিয়ে কঞ্চি চেঁছে চেঁছে ঘুড়ির কামিনী বানিয়ে বড়ঘরের বারান্দায় আগিলা দিনের গাবদা গোবদা যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে। আজ সকাল থেকে কাচের কতগুলি পুরনো শিশি বোতল বহুক্ষণ ধরে ভেঙে গুঁড়া করেছে, তারপর পাটায় সেই গুঁড়া ফেলে পুতা দিয়ে মশলা ফাকি করার মতো ফাকি করেছে। দুইদিন ধরে একটা হাড়িতে হাজাম বাড়ির গাবগাছ থেকে গাব পেড়ে এনে একেকটা গাব কয়েক টুকরা করে ভিজিয়ে রেখেছে। দুইদিন ভিজে গা থেকে সব আঠা ছেড়ে দিয়েছে গাব। গাবের আঠার সঙ্গে তারপর ঘুড়ির কাগজের সঙ্গে কিনে আনা এক পুড়িয়া লাল পাউডার রং মিশিয়েছে, কাচের ফাকি মিশিয়েছে। তার আগে যে কয় কাঠিম সুতা কিনেছিল সেই সুতা একটা লাটাইতে প্যাঁচিয়েছে। ছানা সেন্টু দুই ভাইয়ের আছে বড় লাটাই। তিনজন মিলে এইসব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে বাগানে। তারপর এনামুলের লাটাই থেকে সুতার মাথা বের

AMARBOI.COM

করে গিটঠু দিয়েছে ছানা সেন্টুর লাটাইয়ে। সেন্টুর হাতে তাদের লাটাই, এনামুলের হাতে এনামুলেরটা। বাগানের গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে চৈত্র মাসের রোদ এসে খা খা করছে এমন রোদে দুইজন চলে গেছে দুইদিকে। এনামুল পশ্চিমে কাউয়াঠুইট্টা (কাকঠুঁটো) আমগাছটার কাছে আর সেন্টু পুবদিকে বউন্না গাছের কাছে। মাঝখানে ছানা গাবের আঠার সঙ্গে রং আর কাচের গুঁড়ার মিশেল দেওয়া ভাণ্ড (পাত্র) হাতে। ভাণ্ড থেকে হাতের মুঠায় পদার্থটা তুলে, সেই মুঠা দিয়ে আলগা করে ধরেছে সুতা, বউন্না গাছের গোড়া থেকে সেন্টু পটু হাতে তার লাটাইয়ে সুতা প্যাঁচাতে শুরু করেছে, এপাশ থেকে এনামুলের লাটাই ঘুরে ঘুরে সুতা ছাড়ছে, ওপাশে সেই সুতো গিয়ে প্যাঁচাচ্ছে সেন্টুর লাটাইতে, মাঝখানে গাবের আঠা রং আর কাচের গুঁড়ায় মাঞ্জা হচ্ছে সুতা। রোদে শুকোচ্ছেও একসঙ্গে। বাড়ির পোলাপান সবাই সুতার দুইপাশে দাঁড়িয়ে মাঞ্জা দেওয়া দেখছে। মাঞ্জা দেওয়া সুতা দিয়ে দুই একদিনের মধ্যেই পুরানবাড়ির মাঠে কাটাকুটি খেলা শুরু হবে। আজ বিকাল থেকে ঘুড়ি বানানোর কাজও শুরু করবে এনামুলরা।

এই বাড়িতে তখন পোলাপানের অভাব নাই। হাফেজের সংসারে ছানা সেন্টুর পরও মিন্টু মাখন শিলি জন্মেছে, সালতাবউদ্দিনের ঘরে আলমগীর, সন্ধ্যা, ইন্তাজউদ্দিনের ঘরে ভানুর পর জন্মেছে খোকন। আর আনোয়ারার ঘরে দুইবছর আগে যমজ ছেলেমেয়ে বাদল আর রওশন, তারপর আরেক মেয়ে খোদেজা। দেলোয়ারার ঘরে জন্মেছে মাফিন। মাফিনের তখন সাত আটমাস বয়স।

দুপুর তরি এই করে এনামুলরা গেছে নতুন পুকুরে ডুবাডুবি করতে। ওই আরেক মজার কাজ পোলাপানের।

কিন্তু দুপুর ফুরাতে চলল এখনও ফিরছে না এনামুল। ছেলেকে তুলে আনতে বোনকে পাঠিয়েছেন আনোয়ারা। রান্নাবান্না শেষ হয়েছে, পোলাপানরা সব আগে খাবে, তারপর বড়রা। মাফিনকে বারান্দায় ঘুম পাড়িয়ে দেলোয়ারা গেছেন এনামুলকে ডাকতে। স্বামী মজিদকে দেখে গেছেন ছোটকাকার বাংলাঘরে গনি হামিদ ননীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। গিয়াসউদ্দিন সাহেব গেছেন হাবজাদাদার (হাফেজ দাদা) ঘরে। ভাবীছাব তামাক সেজে দিয়েছেন, গুরুক গুরুক করে তামাক টানছেন আর টুকটাক কথাবার্তা বলছেন। এই অবস্থায় ফকির বাড়ির সামনের চোয়া ক্ষেতে বানাডুলি দেখে বুকটা কেঁপে উঠেছিল দেলোয়ারার। বাড়ি থেকে নামেননি তিনি, নতুন পুকুরের সামনেও যাননি, বারবাড়িতে দাঁড়িয়েই এনামুলকে ডেকেছিলেন। এনামুল, ঐ এনামুল, তাড়াতাড়ি উট বাজান। বাইত্তে আয়। তর মায় ডাক পাড়তাছে। ঐ এনামুল।

খানার ডাক শুনে একলাফে পারে উঠল এনামুল। আইতাছি আম্মা, অহনঐ আইতাছি। বলে আবার লাফ দিয়ে পড়ল পানিতে।

বানাডুলি দেখার পর থেকে মনটা চাপ ধরে আছে, তার উপর বছরখানেক ধরে মজিদের সঙ্গে তেমন বনিবনা নাই, কালরাতেও কিছু খ্যাচর ম্যাচর হয়েছে। ততোদিনে মজিদের চরিত্র দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সবার কাছে। পড়ার কথা বলে মাসের পর মাস টাকা নিয়ে পড়েননি তিনি। দুই দুইবার বিএ পরীক্ষা দেননি। সব জেনে আম্বিয়া খাতুন তার টাকা পয়সা বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপর থেকে শ্বশুর বাড়িতে বসে আছেন মজিদ। শাশুড়িকে পটাতে না পেরে কয়দিন ধরে বউর সঙ্গে ঘ্যান ঘ্যান করছেন। এইডা

AMARBOI.COM

আমার শেষ প্রমিজ। এইবার টেকা দিতে কও, পরীক্ষার ফিস জমা দেওনের ডেট পার হইয়া যাইতাছে। টেকা জমা দিয়া পরীক্ষাডা আমি দিয়াসি।

দেলোয়ারার এক কথা। না, মইরা গেলেও মারে আমি টেকার কথা কইতে পারুম না। মায় আরও আগেঐ টেকা বন্ধ কইরা দিত, আমার লেইগা পারে নাই। আমি কইয়া কইয়া টেকা লইয়া দিছি আপনেরে। আর পারুম না।

এই নিয়ে কথা কাটাকাটির ফাঁকে এক রাতে ঠাস করে দেলোয়ারার গালে থাবড়ও মেরেছিলেন মজিদ। নিঃশব্দে সেই থাবড় হজম করেছেন দেলোয়ারা। চুপচাপ কেঁদেছেন, কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছেন আম্বিয়া খাতুন বা বাড়ির অন্য কাউকে বুঝতে দেননি কিছু।

সেই দুপুরে বারবাড়ি থেকে ফিরার পথে গনি হামিদদের বাংলাঘর থেকে দেলোয়ারার পিছু নিলেন মজিদ। বড়ঘরের বারান্দায় এসেই বললেন, শেষবারের লাহান তোমারে আমি কইতাছি, আম্মারে তুমি টেকা দিতে কও। এই বাইত্তে আমার আর এক সেকেণ্ডও পরান টিকতাছে না। আমি ঢাকা যাইতে চাই, পরীক্ষা দিতে চাই।

স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন না দেলোয়ারা। মাফিন শুয়ে আছে বারান্দার চৌকিতে, কাঁথার বিছানায়, পিঠে দুইচারটা ঘামাচি হয়েছে ওই অতটুকু মেয়ের, আনমনে ঘুমন্ত মেয়ের পিঠের ঘামাছি মারতে লাগলেন।

খরচোখে দেলোয়ারার দিকে তাকিয়ে মজিদ বললেন, তুই যুদি আমার কথা না হোনচ তাইলে অহন অন্য একখান কাম করুম আমি।

দেলোয়ারা হতভম্ব। এতদিন কাইজ্জাকিত্তন হয়েছে কিন্তু কোনওদিন মজিদ তাকে তুই তুকারি করেননি। আজ তাও করছেন। কোন অধঃপথে গেছে লোকটা!

দেলোয়ারার মুখে কথা জুটল না। ঘুমন্ত মেয়ের পিঠে হাত রেখে ফ্যাল ফ্যাল করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাগে ক্রোধে মজিদের তখন চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে। কালোকোলো সুন্দর চেহারার মানুষটাকে অসুরের মতন দেখাচ্ছে। চাপা গলায় বললেন, একদিন থাবড় মারছি, আর তরে আমি কিছু কমু না। জেন্টেলম্যানদের পক্ষে ওয়াইফের গায়ে হাত উঠান ঠিক না। তয় তর মাইয়াডারে আমি অহন ফিনিস কইরা ফালামু। গলায় টিবিদা মাইরা ফালামু।

মজিদের কথা বিশ্বাস করেননি দেলোয়ারা। ভেবেছেন তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য এসব কথা বলছেন তিনি। বাপ হয়ে আপন মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে কেউ!

তবে পলকেই দেলোয়ারার বিশ্বাস তছনছ হয়ে গেল। সত্যি সত্যি ঘুমন্ত মাফিনের গলা টিপে ধরতে গেলেন মজিদ। সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার নিরীহ নরম দেলোয়ারা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলেন মজিদকে। আচমকা এমন ধাক্কা ভাবতে পারেননি মজিদ, উল্টে গিয়ে পড়লেন চৌকির একপাশে। আর ছোঁ মেরে মাফিনকে কোলে তুলে দেলোয়ারা তখন প্রাণ ফাটানো চিৎকার করছেন। মাইরা হালাইলো, আমার মাইয়ারে মাইরা হালাইলো।

আচমকা এরকম চিৎকারে বাড়ির লোকজন যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছিল। ঘুম ভেঙে ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার শুরু করেছিল মাফিন। মজিদ তখন উঠে বসেছেন। কাঁদতে কাঁদতে দেলোয়ারা তখন ঘটনা বর্ণনা করছেন সবাইকে। শুনে সবাই হতভম্ব, শুধু ননী

AMARBOI.COM

ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড এক থাবড় মারল মজিদের গালে। সেই থাবড়ে এমন করে আবার চৌকিতে গড়িয়ে পড়লেন মজিদ, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

এই অবস্থায় এনামুল করেছিল একটা অদ্ভুত কাজ। বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে নতুন পুকুর থেকে উঠে এসেছে। পরনে ভিজা ইংলিসপ্যান্ট। ঘরে এত লোকজন দেখে খালি গায়ে তার বোধহয় লজ্জা হয়েছিল। শরীর মোছার কথা ভুলে, ভেজাপ্যান্ট বদলাবার কথা ভুলে শুকনা একটা হাওয়াই শার্ট পরে নিয়েছে তাড়াহুড়ায় বোতাম লাগাতে ভুলে গেছে। ততোক্ষণে ঘটনাটাও পুরা সে জেনেছে। ঘরভর্তি মানুষজন তখন এইসব আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত, অজ্ঞানের ভান করে মজিদ পড়ে আছেন চৌকিতে, তাঁর দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। এনামুল করল কী, টেবিলের উপর থেকে ঘুরির একটা কামিনী নিল, নিয়ে কেউ যেন না দেখতে পায় এমন ভঙ্গিতে সেই কামিনী দিয়ে মজিদকে একটা বাড়ি দিল। এনামুলের কচিমুখে তখন অদ্ভুত এক রাগ ক্রোধ খেলা করছে। ওই একই কায়দায় বেশ কয়েকটা বাড়ি সে মজিদকে দিয়েছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে পাঁচ ছয় বছরের মিলু এই দৃশ্য দেখে ফিক ফিক করে হাসছিল।

দবির হামিদার মুখ থেকে নূরজাহানের কথা শুনে আজ অনেকদিন পর বহুকাল পিছনে ফেলে আসা সেই দিনটির কথা মনে পড়ল দেলোয়ারার। সেই মর্মান্তিক দুপুর বেলাটির কথা মনে পড়ল। তাঁর বুকে ভয়ে চিৎকার করছে মাফিন আর মাফিনকে চেপে ধরে রাখা বুকের অনেক ভিতরে দেলোয়ারা টের পাচ্ছিলেন মৃদু একটা ভয়ের কাঁপন। ঘোরতর বর্ষার দিনে তেলাকুচ পাতার উপর যখন টুপটুপ করে ঝরে আকাশভাঙা বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির তোড়ে যেমন করে কাঁপে তেলাকুচের অসহায় পাতা, দেলোয়ারার বুকের কাঁপন ছিল তেমন। যে পিতা জন্ম দিয়েছেন মেয়ে, বার্মিজ সুন্দরী মেয়েদের মতো যার নাম রেখেছেন মাফিন, সেই পিতাই সামান্য টাকা পয়সার কারণে গলা টিপে ধরেন ওইটুকু অবুঝ মেয়ের! মেরে ফেলতে চান তাকে!

দেলোয়ারা সেদিন কাঁদতেও পারেননি। সেই দুপুরে তিনি আর নরম নিরীহ চুপচাপ ভাবুক ধরনের দেলোয়ারা নন। সেই দুপুরে স্বামীকে সন্তানের মৃত্যুদূত হিসাবে দেখে, ডিম ঘিরে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকা কালজাত যেমন ধারে কাছে শত্রুর সাড়া পেলে কচুপাতার মতো ফণা তুলে হিসহিস করে, যেন ধারে কাছে যাকে পাবে তাকেই ছোবল দিবে, তেমন ফণা তোলা এক কালজাত যেন সেদিন দেলোয়ারা। মা কালজাতের ডিম আগলাবার মতো করেই মাফিনকে সেদিন আগলে ছিলেন তিনি।

নূরজাহানের কথা শুনে আজ সেই সময়ের অনুভূতি যেন ফিরে এল দেলোয়ারার। যেন নূরজাহান তাঁর সেই সেদিনের ছোট্ট মাফিন, মেয়েটিকে যেন মজিদের মতো করে গলা টিপে ধরেছেন মান্নান মাওলানা। তাঁর দশ আঙুলের চাপ থেকে যেমন করে হোক নূরজাহানকে তাঁর বাঁচাতে হবে।

তবে সেদিনের মতো তেজালভাব এইসব ভাবনার পরও নিজের ভিতর জেগে উঠতে দেখলেন না দেলোয়ারা। অনুভূতিটা কী রকম যেন মনের ভিতর, স্মৃতি স্বত্তার ভিতর উঠেই মিলিয়ে গেল। সেদিনকার মতো ফুঁসে উঠতে পারলেন না তিনি। আসলে নিজের সন্তান আর অন্যের সন্তানের মধ্যে দুস্তর এক ব্যবধান সৃষ্টিকর্তার বিধানেই তৈরি হয়েছে। ইচ্ছা করলেও মানুষ সেই বিধান ভাঙতে পারে না।

AMARBOI.COM

তবু দবির হামিদাকে আশ্বস্ত করলেন দেলোয়ারা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এত ঘাবড়াইছ না তরা। রাখে আল্লায় মারে কে! আল্লায় যুদি তগো মাইয়ারে বাচায় তাইলে দুইন্নাইর কেঐ অরে মারতে পারবো না। আমি মাওলানা সাবরে কমুনে। অহন যা মাইয়া বিচড়া গা (গিয়া)।

দবির হামিদা বেরিয়ে যাওয়ার পরও একই ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ বসে রইলেন দেলোয়ারা। পালঙ্কে ঢেলান দিয়ে হারিকেনের আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। যেন ওইটুকু আলো তাঁর চোখের অনেক ভিতরে ঢুকে দীর্ঘকাল পেছনে ফেলে আসা এক জীবনের প্রায় সবখানি আলোকিত করে ফেলেছে। সেই জীবনটাকে পরিষ্কার, দেখতে পাচ্ছেন তিনি, সেই জীবন থেকে আজকের জীবনে যেন ফিরতেই পারছেন না।

খাটালের দক্ষিণের জানালাটা খোলা, দরজাটা খোলা। বাইরের ঘুটঘুটা অন্ধকারে নিশ্চিন্তে ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকা। মাঘ মাসের যে শীতে বাঘও কাবু হয়, কথায় বলে 'মাঘের শীত বাঘের গায়' সেই মধ্য মাঘের শীত খোলা দরজা জানালা দিয়ে ইচ্ছা মতো ঢুকছে, ঘর আর বাইরের মধ্যে এখন কোনও ব্যবধান নাই, তবু শীত যেন টের পাচ্ছেন না দেলোয়ারা।

এই অবস্থা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনলো বাদলা। খাওয়া দাওয়া শেষ করে একখান তেল চিটচিটা ল্যাড়ল্যাড়া বালিশ আর একেবারেই পুরনা, তালির পর তালি পড়তে পড়তে ওজনদার হয়ে গেছে এমন একখান কাঁথা কোনও রকমে বয়ে এনে পালঙ্কের পায়ের দিকটায় ফেলল বাদলা। অবাক হল। হায় হায়, বুজি দিহি অহনও বইয়া রইছে!

খোলা দরজা জানালা চোখে পড়ল বাদলার। গায়ে পুরনা মোটা গেঞ্জি আছে বাদলার, তবু খোলা দরজা জানালা দেখে যেন অযথাই তীব্র শীত টের পেল সে। হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে ধরে, যেন শীতে মরে যাচ্ছে এমন ভাব করে বলল, এর লেইগাঐত্তো কই এমুন কাল (শীত) লাগে ক্যা? জিনালা (জানালা) দুয়ার দুইডাইত্তো খোলা।

দেলোয়ারা কথা বলছেন কি বললেন না তোয়াক্কা না করে প্রথমে দরজাটা বন্ধ করল সে, যত্ন করে ডাঁসা লাগাল তারপর লাফিয়ে পালঙ্কে উঠে ঢকাস ঢকাস করে বন্ধ করল জানালা। জানালার খিল লাগাবার খুটুর খাটুর শব্দে যেন পিছনের জীবন থেকে ফিরে এলেন দেলোয়ারা। বড় করে একটা শ্বাস ফেললেন।

পালঙ্কের পায়ের কাছটায় বাদলা তখন তার কাঁথা বিছাচ্ছে। কাঁথা বিছিয়ে বালিশ রাখল জায়গা মতো তারপর শুয়ে পড়েই বিছানো কাঁথার অর্ধেকখানেক তুলে এমন করে গায়ে দিল, অপঘাতে মরা বেওয়ারিস লাশ যেমন করে পাটি হোগলায় প্যাঁচিয়ে নদীতে ফেলা হয়, বাদলাকে দেখাচ্ছে ঠিক তেমন। প্যাঁচানো কিশোর লাশ। শরীর কাঁথার ভিতর, শুধু মুখটা বেরিয়ে আছে। সেই মুখ বাদলা ঘুরিয়ে রেখেছে দেলোয়ারার দিকে। দাঁত বের করে হাসছে। দেলোয়ারা তার দিকে তাকাতেই বলল, আইজ থিকা আমি এহেনে হুমু।

অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বললেন দেলোয়ারা। ক্যা?

মায় কইছে আমি ডাঙ্গর অইয়া গেছি। ডাঙ্গর পোলাপান মা বাপের লগে হোয় না। কয়দিন বাদে বলে আমার মোসলমানীও করাইয়া দিবো।

AMARBOI.COM

দেলোয়ারা কথা বললেন না। তবু বাদলা খানিক অপেক্ষা করল দেলোয়ারা বুজি কিছু বলেন কি না, বলছেন না দেখে বলল, আপনে এমনে বইয়া রইলেন ক্যা বুজি? ওডেন, ভাতপানি খান, হুইতে যান। রাইত দুইফর অইয়া গেল!

হ্ উডি। বলে ভারী ধরনের শরীর থেকে পা দুইখান প্রথমে নামালেন দেলোয়ারা। যেখানে বসে আছেন পালঙ্কের তলায় সেই বরাবর স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল জোড়া। দুইপায়ে স্যাণ্ডেল পরে উঠে দাঁড়ালেন। রাবিকে ডাকলেন। ঐ রাবি, খোপে আয়। ভাত দে।

খাওয়া দাওয়া সেরে মতলা তখন জায়গা মত শুয়ে পড়েছে আর রাবি হাড়ি পাতিল থাল বাসন প্রায় গুছিয়ে এনেছে। দেলোয়ারার ডাক শুনে বলল, হারিকল লইয়া আপনে খোপে যান বুজি, আমি আইতাছি।

দেলোয়ারা নরম ভঙ্গিতে হারিকেনের হ্যাণ্ডেলটা ধরলেন।

AMARBOI.COM

মেন্দাবাড়ি থেকে বেরিয়ে মিয়াবাড়ির উপর দিয়ে ঠাকুর বাড়িতে উঠেছিল দবির হামিদা। একপাশে গুহের বাড়ি। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে আশপাশের ছাড়াবাড়িগুলি আর ছাড়াবাড়ি নাই, মাটিয়ালরা দখল করে নিয়েছে। নৌকার ছইয়ের মত বাঁশ হোগলার ছই তুলে তার তলায় রাত কাটায় চারপাশের সব ছাড়াবাড়িতে। গুহের বাড়ি, ঠাকুর চৌধুরী বাড়ি, সব বাড়িরই একই অবস্থা। সকাল থেকে সন্ধ্যা তরি কাজ করে যে যার য়োড়া হাতে ফিরে আসে আস্তানায়, তারপর কুপিবাতি জ্বেলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয় কেউ কেউ, কেউ কেউ আয়েশি কায়দায় বসে তামাক বিড়ি টানে, কেউ কেউ গল্পগুজব হাসিঠাট্টা করে। রাত দুপুর তরি রমরমা থাকে বাড়িগুলি, লোকজনের সাড়া শব্দ আর কুপিবাতির আলোয় মুখর থাকে। সুতরাং এদিককার পথ ধরতে অসুবিধা হয়নি দবির হামিদার।

আগিলা দিন হলে সন্ধ্যার পর এই পথ মরে গেলেও ধরত না মেদিনীমণ্ডলের কোনও লোক। ওই যে যে বছর ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হল সেইবছর বর্ষাকালে মনীন্দ্র ঠাকুর আর ধীরেন্দ্র চৌধুরী খুন হওয়ার পর বাড়িটা গেল ছাড়াবাড়ি হয়ে, অন্ধকার হয়ে। এমনিতেই গাছপালার অভাব ছিল না বাড়িতে, ছাড়াবাড়ি হওয়ার পর গেল জংলা হয়ে। ঝোপজঙ্গল গাছপালায় এমন অবস্থা হল, দিন দুপুরেও একা এবাড়ির দিকে পা ফেলতো না লোকে। অনেকগুলি দিন কেটেছে এইভাবে। স্বাধীনতার পরও বেশ কতগুলি বছর ছাড়াই পড়েছিল বাড়িগুলি। তার আগ থেকেই জলিল ভেণ্ডার চেষ্টা তদবির করে বাড়িগুলি লিজ নেওয়ার চেষ্টা করছিল, মাওয়ার ওদিককার নিজামউদ্দিন সাহেবও চাইছিলেন লিজ নিতে, এখনও বোধহয় মামলা মোকদ্দমা চলছে বাড়ি নিয়ে, দবির

পুরাপুরি জানে না এইসব মামলা মোকদ্দমার কথা, তবে রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর ছাড়াবাড়িগুলি যে বসত বাড়ির চেহারা নিয়েছে এতে সে খুব খুশি। এই যে এখন রাতেরবেলা ঠাকুর বাড়ির উপর দিয়ে মেয়ে বিচড়াতে যাচ্ছে, লোক বসতি না হলে কি এটা সম্ভব হতো!

কিন্তু যাচ্ছে কোন বাড়িতে দবির?

ঠাকুর বাড়িতে উঠে ঠিক এই প্রশ্নটাই তাকে করল হামিদা। কোনমিহি মেলা দিলা?

পা চালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দবির বলল, তুমি বোজো নাই?

হ বুজছি। মনেঅয় মরনি বুজির বাইত্তে যাইতাছো।

ঠিকঐ কইছো। আমার মনেঅয় মাইয়া তোমার ঐ বাইত্তেঐ আছে।

আমারও মনেঅয়। মরনি বুজি ছাড়া হারাদিন অরে হামলাইয়া খোওনের আর কোনও মানুষ নাই এই গেরামে।

ক্যা? তোমার মাইয়ার লগে তো গেরামের বেবাক মাইনষেরঐ খাতির, বেবাক বাইত্তে ঐত্তো যায়! মরনি বুজি ছাড়া অরে কেঐ জাগা দিবো না ক্যা?

হেইডা আমি কইতে পারুম না। তয় আমার মনে অইলো।

হামিদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দবির টের পেল দেলোয়ারা বুজির সঙ্গে কথা বলে আসার পর থেকে নূরজাহানকে নিয়ে উৎকণ্ঠা কমে আসছে। মনে হচ্ছে নিশ্চয় দেলোয়ারা বুজি মাওলানা সাহেবকে বলবেন, দরকার হলে এনামুলকে দিয়ে বলাবেন, আর তাঁদের কথা ফেলবার ক্ষমতা নিশ্চয় মওলানা সাহেবের নাই। ক্ষমতা থাকলেও এখন তিনি তাঁদের কথা ফেলবেন না নিজের স্বার্থে। এনামুল সাহেব মসজিদ করবেন, সেই মসজিদের ইমাম হবেন তিনি। এসব ভেবে বুকে এখন অনেক বল পাচ্ছে দবির, ভরসা পাচ্ছে। ঠাকুর বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে চৌধুরী বাড়ির দক্ষিণের পুকুর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, একখান কথা আইজ আমি বুজছি, এমনে দেকবা মাইনষের লগে অনেক মানুষ, সুখের দিনে, আমদের দিনে দেকবা মাইনষের আকাল নাই, বিপদ আপদের দিনে দেকবা, হায় হায় তোমার লগে দিহি কেঐ নাইকা। শয়ে শয়ে মাইনষের দুই একজন কোনও মতে আছে তোমার লগে। ঐ টাইমে যারা থাকলো তারা অইলো তোমার আসল দরদী। আউজকা আমগো এই বিপদে দরদী খালি দেলরা বুজি, দরদী খালি মরনি বুজি।

হামিদা বলল, বোজলাম তোমার কথা। তয় মরনি বুজির বাইত্তে গিয়া যুদি মাইয়া না পাও?

পামুঐ। ঐ বাইত্তেঐ আছে মাইয়া। মরনি বুজির লাহান আদর গেরামের অন্য কেঐ তোমার মাইয়ারে করে না। জান দিয়া অইলেও তোমার মাইয়ারে হেয় বাচাইবো। এইডা জানে দেইক্কাঐ তোমার মাইয়ায় ঐ বাইত্তে গেছে।

এইডা তোমার অহন মনে অইতাছে ক্যা? আগে মনে অই নাই ক্যা? তাইলে মওলানা সাবের বাইত্তে, মেন্দাবাইত্তে আমগো যাওনঐ লাগতো না। সোজা মরনি বুজিগো বাইত্তে গিয়া মাইয়াডারে লইয়াইতাম।

মেয়ের জন্য হামিদার এই টান আজ বিকাল থেকেই টের পাচ্ছে দবির। পেয়ে মনটা কী রকম এক ভাল লাগায় ভরে যাচ্ছে! ইচ্ছা করছে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে

AMARBOI.COM

হামিদার মাথা। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলে, আমার মাইয়াডারে তুমি এত আদর কর এইডা আমি জানতাম নাগো। আমি তোমার উপরে খুব খুশি, খুব খুশি।

কিন্তু বুকে হামিদার মাথাটা জড়িয়ে ধরল না দবির, চৌধুরী বাড়ির পশ্চিমের সীমানা ছাড়িয়ে নামার দিকে নামতে নামতে, একপাশে রঙ্গু দারোগার বাড়ি, আরেক পাশে ইন্নতদের বাড়ি, মাঝখানকার উঁচু রাস্তার ঘুটঘুটা অন্ধকারে পিছনে দিকে হাত বাড়িয়ে হামিদাকে টেনে আনল কাছে, তার একটা হাত ধরল। আমারে একখান কথা দেও তুমি?

স্বামীর আচরণে হামিদা থতমত খেয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছে দিনের আলোয় যেন এ রকম খোলামেলা জায়গায় দবির তার হাত ধরেছে, হোক সে তার স্বামী, স্বামী হয়েছে বলেই কি রাস্তাঘাটে হাত ধরতে পারে! লজ্জা শরম নাই মানুষের! ঝাটকা মেরে হাত ছাড়াতে চেয়েছে হামিদা, মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল, করো কী তুমি? মাইনষে দেকলে কী কইব? তারপরই মনে হয়েছে, এখন রাত, অন্ধকার চারদিক, কেউ তাদেরকে দেখছে না।

তবু হাত ছাড়িয়ে নিল হামিদা। বলল, কও দিহি হুনি, কী কথা?

করুন অনুনয়ের গলায় দবির বলল, মাইয়াডারে তুমি কিছু কইবা না! মারবা ধরবা না অরে!

একথা শুনে হামিদার গলা রুক্ষ হলো। এই হগল আল্লাইদ্যা প্যাচাইল অহন পাইরো না। তাড়াতাড়ি আডো, ম্যালা রাইত অইছে। ঐ বাইত্তে মাইয়া না পাইলে চিন্তায় মইরা যামু আমি।

দবির আর কোনও কথা বলল না। দ্রুত হেঁটে দুইজন মানুষ তারপর মজনুদের সীমানায় উঠল। পাটাতন ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাত বলতে গেলে এখনও তেমন হয়নি। তবু শীতের রাত বলে সন্ধ্যারাতই গভীর রাত। গ্রাম গিরস্তের বাড়িঘর নিঝুম হয়ে গেছে। মজনুদের দিকটা যেন নিঝুম হয়েছে একটু বেশি। অবশ্য দিনেরবেলাও এদিকটা নিঝুমই থাকে। বোনপো মজনুকে নিয়ে দুইজন মানুষের সংসার মরনির বহুদিনের। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে মজনুকে নিয়েই আছে। এই মজনুও এখন নাই। কয়েক মাস হলো খালাকে ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে খলিফাগিরি শিখছে। বাড়িতে এখন মরনি একা। কথা বলার মানুষটা পর্যন্ত নাই। সুতরাং নিঝুম তো এদিকটা হবেই!

দিনেরবেলা তবু শব্দ কিছু থাকে। মরনির সংসারকর্ম, গাছগাছালিতে পাখ পাখালির ডাক, উঠান পালানে চড়ে বেড়ানো মোরগ মুরগির কোনও কোনওটির হঠাৎ হঠাৎ ডেকে ওঠা এসব তো আছেই, তার উপর আছে উত্তরের শরিক ভাসান গাছির পোলাপান বউঝিদের হাকডাক, কাইজ্জাকিত্তন, হাসি কান্না ছুটাছুটি। গোয়াল থেকে আচমকা হাম্বা দিয়ে নির্জনতা ভাঙে কোনও কোনও গাই গরু। ভাসান গাছির বড়পোলা হিরু বাড়িতে থাকলে দুপুরের পর কখনও কখনও আড়বাঁশিতে একটুখানি বিচ্ছেদের সুর তোলে। সব মিলে নির্জনতা তখন কমই।

ওদিকে উত্তর পশ্চিমের শরিক রহমান হালদার সারাদিন ব্যস্ত ক্ষেতখোলা আর গাই গরু চড়ানোর কাজে। সংসার আগলাচ্ছে বউ আর বুড়িমা। পোলাপান অনেক রহমানের,

AMARBOI.COM

বউটা চুপচাপ ধরনের, পোলাপানরা পাত্তা দেয় না মাকে। তাদেরকে সামলায় রহমান হালদারের মা। বুড়ি খুবই দাপুটে ও দজ্জাল ধরনের। যখন তখন কিলচড় লাগাচ্ছে নাতী নাতকুরদের, বকাবাজি করে শাসন করছে। চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলা তার, অবিরাম সেই গলায় চিৎকার করে যাচ্ছে। মজনুদের সীমানা থেকে সারাক্ষণই শুনা যাচ্ছে তার চিল্লাবিল্লি শব্দ।

কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সব সুনসান, সব নিঝুম। কোথাও কোনও শব্দ নাই, শুধু ঝিঁঝিপোকার ডাক।

মজনুদের দিকটায় ঝিঁঝিপোকা যেন আজ একটু বেশি ডাকছে। বেশি ডেকে নিঝুম ভাবটা যেন বেশি গাঢ় করে ফেলছে। এই গাঢ় নিঝুমতায় দুইজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে মজনুদের পাটাতন ঘরের সামনে। দবির হামিদা। বুক জুড়ে দুজইনেরই অদ্ভুত এক আশা ও শংকা। নূরজাহান কি এই ঘরে আছে! যদি থাকে তাহলে তো ভালই, যদি না থাকে তাহলে এই শীতের রাতে গ্রামের কোথায়, কোন বাড়িতে তাকে আবার খুঁজতে যাবে দিশাহারা মা বাবা! কোথায় পাবে তারে!

ঘরের ভিতর নিবু নিবু করে বুঝি হারিকেন জ্বালিয়ে রেখেছে মরনি। পাটাতন ঘরের ফাঁক ফোকর দিয়ে সেই আলোর অতি ক্ষীণ একটা রেখা এসে পড়েছে গাঢ় অন্ধকারে। এই আলোর রেখাটুকুর দিকে তাকিয়ে হামিদা বলল, কী অইলো, খাড়ই রইলা ক্যা? ডাক দেও মরনি বুজিরে। দেহ ঘরে মাইয়া আছেনি?

এই ঘরের সামনে এসে একটু আনমনা হয়েছিল দবির। কী করবে না করবে বুঝতে পারছিল না। হামিদার কথায় বুঝতে পারল। টিনের বেড়ায় শব্দ করে দুইতিনটা থাবড় মারল। বুজি, ও বুজি, ঘুমাইছেননি? বুজি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে কে যেন কাকে হাকিহুকি করে কী বলল চারদিক গভীর নির্জন বলে, ঘরে মরনি ছাড়া অন্য কেউ আছে কি না আন্দাজ করবার জন্য কান খাড়া করে রাখার ফলে হাকিহুকিটা পরিষ্কারই শুনতে পেল হামিদা। শুনে তীব্র উত্তেজনায় বুক ফেটে গেল তার। দবিরের একটা হাত ধরল সে। আছে, এই ঘরেঐ আছে আমার মাইয়া।

দবিরও শব্দটা খেয়াল করেছে। সেও সমান উত্তেজিত। নিচু গলায় বলল, কেমতে বুজলা?

অর গলা হুনছি আমি। হাকিহুকি কইরা মরনি বুজিরে কইল, আমার বাপে আইছে।

তখনই সাড়া দিল মরনি। কেডা? গাছি নি?

হ বুজি।

খাড়ও দুয়ার খোলতাছি।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তবু এই সময়টুকুর অপেক্ষা যেন সহ্য হয় না দুইজন মানুষের। মনে হয় অনন্তকাল ধরে যেন তারা এক বন্ধঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যে ঘরের ভিতর বন্দি হয়ে আছে তাদের সাত রাজার ধন এক মানিক।

দরজা খোলার আগে ঘরের কোণ থেকে হারিকেন হাতে নিয়েছে মরনি, নিবু নিবু আলো খানিকটা উসকে দিয়েছে। এখন দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হারিকেন থেকে তেড়ে ফুড়ে আসা আলো ঘরের ছেমা পুরাটা আলোকিত করে ফেলেছে। সেই আলোয় দবির

AMARBOI.COM

হামিদার উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেল মরনি। দেখে বুকটা হু হু করে উঠল তার। আহা রে মেয়ের চিন্তায় মরতে বসেছে দুটি মানুষ!

দবির হামিদা কিছু বলবার আগেই মরনি বলল, তোমরা এত রাইত কইরা আইলা ক্যা? আমি তো মনে করছি দোফর নাইলে বিয়ালে আইবা! হারাদিন খালি তোমগো পথ চাইলাম, তোমরা আইলা না। আইলা রাইত দুইফরে! আহো, ঘরে আহো।

দবির দিশাহারা গলায় বলল, নূরজাহান আছে আপনের কাছে?

শুনে মরনি কিছু বলল না, মুখ ঝামটাল হামিদা। বুজির কথা হোননের পরও তুমি তারে জিগাইতাছো? সরো।

দবিরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, উঁচু ভিটিতে ছানাপোনা চড়তে দেওয়া মরগি আকাশে আততায়ী চিল দেখে যেমন করে লাফিয়ে উঠে ডানার আড়ালে লুকাতে চায় ছানাদের ঠিক সেই ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে মজনুদের পাটাতন ঘরে উঠে গেল হামিদা, চৌকির কাছটায় ছুটে গেল।

মা বাবার সাড়া পেয়েই মুমূর্ষু ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসেছিল নূরজাহান। মাজা তরি দলা মোচড়া করা কাঁথা। এইসব কাঁথা কাপড়ের মধ্যে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হামিদা। দুইহাতে পাগলিনীর মত জড়িয়ে ধরল নূরজাহানকে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এইডা তুই কী করছস মা? এইডা তুই ক্যান করছস! নিজে তো মরলিঐ আমাগোও মাইরা হালাইলি!

দবিরও ততোক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে মা মেয়ের সামনে। তারও চোখ ভেসে যাচ্ছে কান্নায়। কোনও রকমে মা মেয়ের পাশে বসে সেও এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে নূরজাহানকে। নূরজাহান কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে বড় রকমের অন্যায় করে ফেলা শিশুর মত আধো আধো গলায় বলছে, আমি বুজি নাই মা। আমি কিছু বুজি নাই। কাশেম কাকারে দেইক্কা আমার জানি কেমুন লাগলো। এর লেইগাঐ, এর লেইগাঐ ছ্যাপ আমি ছিড়াইছি। হুজুরের মোকে গিয়া যে লাগবো আমি বোজতে পারি নাই মা।

নূরজাহানের কথা শুনে হামিদা কোনও কথা বলল না, কাঁদতেই লাগল। কথা বলল দবির। হাউমাউ করা কান্নার গলায় বলল, এমুন বিপদ ক্যান ঘটাইলি তুই? আল্লায় ক্যান তরে দিয়া এই কামডা করাইলো? কী অন্যায় আমরা করছি তার কাছে? কী অন্যায় তুই করছস তার কাছে?

তিনজন মানুষের কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতরকার শীতরাত্রি। অদূরে এই ফাঁকে দরজার খিল তুলে সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মরনি, হাতে এখনও ধরা হারিকেন। তিনজন মানুষের গভীর কষ্ট আর অসহায়ত্বের কান্না দেখে বুক ফেটে যেতে চাইছে তার। মানুষের দুঃখকষ্ট কান্নাকাটি একদমই সহ্য করতে পারে না সে। যে কারও দুঃখকে তার মনে হয় নিজের দুঃখ, কষ্টকে মনে হয় নিজের কষ্ট। অন্যের কান্নাকাটিতে তারও চোখ ভেসে যায়, অন্যের কান্নায় মরনি নিজেও কাঁদে। এখনও সেই কান্নায় বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল সে। ইচ্ছে করছিল সেও গিয়ে দাঁড়ায় তার চৌকিতে বসা তিনজন অসহায় মানুষের পাশে। নিজের চোখ মুছে সান্ত্বনা দেয় তাদেরকে। দবির হামিদাকে বলে, কাইন্দো না, কাইন্দো না তোমরা। মাইয়ার মিহি চাও, মাইয়ারে

AMARBOI.COM

বাচানের চেষ্টা করো। না বুইজ্জা কামড়া ও করছে ঠিকঐ, তারবাদে তো মরতে বইছে। জ্বর আইয়া পড়ছে মাইয়ার। কাইপ্পা কাইপ্পা জ্বর আইছে। অহন যাও, তাড়াতাড়ি বাইত লইয়া যাও মাইয়ারে। ভাত পানি খাওয়াইয়া আগে এই দশা থিকা বাচাও। তারবাদে কপালে যা আছে তাঐ অইবো। আল্লায় যুদি বাচায় তাইলে অরে আর মারবো কে?

কিন্তু এসব কথার একটিও বলা হয় না মরনির। হারিকেন হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদে সে। ওদিকে মানুষের এই কান্নাকাটি আর হারিকেনের উসকে ওঠা আলো দেখে পলোর ভিতর উঠে দাঁড়িয়েছে চিলের মুখ থেকে আঙিনায় এসে পড়া সেই মুরগি ছানাটি। গলা টানা দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে। কুন কুন করে দুইতিনবার শব্দও করল।

আদিলউদ্দিন বাড়ি ফিরে রাত অনেকটা হয়ে যাওয়ার পর।

মরনি তখন গভীর ঘুমে। বাড়ি নিঃসাড়, নিস্তব্ধ। চারদিকে শুধুই ঝিঁঝিপোকা ডাকে, কীট পতঙ্গ ডাকে। কখনও কখনও মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় রাতচরা বাদুড়। রহমান হালাদারের সীমানায় আছে শেয়াল রংয়া একখান কুকুর। খুবই নিরীহ স্বভাবের নির্জীব ধরনের কুকুর। মরদা কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে যৌবনকালের তেজটা আর নাই। গা ভর্তি ঘা, খানে খানে লোম উঠে চোয়া হয়ে গেছে। পিঠের উপর শিড়দাড়ার হাড় পরিষ্কার ফুটে আছে। তবু কুকুর। প্রভুভক্ত জীব। রাতেরবেলা তিন শরিকের যে কারও সীমানায় মানুষের পায়ের শব্দ পেলে ধুলামাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সামর্থ্য অনুযায়ী ছুটে এসে দেখে কে এল।

বেশ কিছুদিন ধরে আদিলউদ্দিনকেও।

প্রথম প্রথম অচেনা ছিল মানুষটা। তখন খেউক খেউক করত। দিনে দিনে চিনা হয়ে গেছে, এখন আর তেমন করে না। আদিলউদ্দিনকে দেখলেই ছুটে এসে লেজ নাড়ায়, কুঁই কুঁই শব্দে আদুরে ভাব করে। তারপর আদিলউদ্দিন তার ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর কুকুরটা ফিরে যায় রহমান হালাদারের সীমানায়।

আদিলউদ্দিন বাড়ি থেকে বেরয় বিয়াইন্না রাইতে (ভোররাত), মরনি ঘুম থেকে উঠে দুয়ার খোলার অনেক আগে। দিনে আর কখনও ফিরা হয় না। ফলে এই বাড়িতে য়োড়া নিতে এসে দক্ষিণের ভাঙাচোরা ছোট্ট ঘরটায় আশ্রয় পাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দুইজন মানুষের আর দেখা হয়নি। মরনি জানে রাতেরবেলা নিজের সীমানায় সে একা না, উঠানের দক্ষিণ পাশে, বড়ঘরের মুখোমুখি ঘরটায় মাটির মত নিঃশব্দে পড়ে থাকে আরেকজন মানুষ। রাতের আঁধারে কখন আসে সেই মানুষ, কখন যায়, সে ছাড়া

AMARBOI.COM

আর কেউ তা জানে না। কোথায় খায় সেই মানুষ, কোথায় পেশাব পায়খানা সারে, কোথায় নাইয়া ধুইয়া সাফ সুতরা হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কি না কে জানে, করলে অজু করে কোথায়, নামাজ আদায় করে কোথায়, মানুষটাকে যোড়া দেওয়ার পর থেকে কখনও কখনও এই ভাবনাও ভেবেছে মরনি। তার ভাবনার কথাও সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ঠিকই করে আদিলউদ্দিন। প্রায়ই ক্বাজা হয়, তবু করে। ক্বাজা হয় আলী আমজাদের ভয়ে। লোকটা মানুষ না, পিশাচ। কাজের সময় ধর্মকর্ম, জীবন মরণ কিছুই বোঝে না। একটু এদিক ওদিক করলেই কোকসায় লাথথি। *সে তদারকিতে থাকলে নামাজ ক্বাজা হবেই।*

হেকমত অন্যরকম। দিলে রহম একটু আছে তার, দয়ামায়া আছে। নামাজ পড়ার সময় চাইলে দেয়। কোনও রকমে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারলেই হল, বাজান, নমজ পড়ুম।

লগে লগে একহাত থেকে ছাতা বদলে অন্যহাতে নিবে। সাবধানী চোখে চারদিক তাকিয়ে হাসিমুখে বলবে, কনটেকদার সাব মনে অয় ঘরে গেছে আর নাইলে মটর সাইকেল লইয়া গেছে মাওয়া। বাজারে বইয়া দোস্তগো লগে চা সিকরেট খাইতাছে। যান এই ফাকে নমজটা পইড়া হালান।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি আদিলউদ্দিন। নামাজের সময় হলেই, খাইগো বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে এলেই মাটি টানার যোড়া পথের পাশে রেখে, রাস্তার কাজের জন্য দুইপাশ থেকে মাটি কেটে তোলার ফলে যে খাল মতো হয়েছে, সেই খালের কোথাও কোথাও জমেছে টলটলা পানি, আর নয়তো পথপাশের কোনও পুকুরে নেমে গেছে অজু করতে। অজু সেরে মাজায় বান্ধা গামছা পাগড়ির মতন মাথায় প্যাঁচিয়ে পথপাশের কোনও ঘাসভর্তি মাঠে নামাজটা সেরে নিয়েছে আদিলউদ্দিন। নামাজ পড়ার ব্যাপারেও যে নিজের স্বার্থটুকুকেই শুধু দেখতে পারে কোনও মুসলমান, ওই নিয়ে কথা বলতে পারে, বকাঝকা মাইর ধইর করতে পারে কোনও নামাজি লোককে, এটা কল্পনাও করেনি আদিলউদ্দিন। কিন্তু এরকম ঘটনাই একদিন ঘটিয়েছিল আলী আমজাদ।

আলী আমজাদের কথায় বইতে পারার তুলনায় বেশি মাটি ভরে দিয়েছিল একজন আদিলউদ্দিনের যোড়ায়। ভারে ঘাড় বেঁকা হয়ে আসছিল লোকটির, বেশির ভাগ পাকা দাড়ি গোঁফের আড়ালে ফেটে পড়তে চাইছিল মুখ, গলার দুইপাশে আঙুলের মতন ফুলে উঠেছিল রগ, আর চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছিল ঠিকরে। তবু টলমল পায়ে সেই বোঝা বয়ে নিচ্ছিল আদিলউদ্দিন।

তখন শীতকালের খাড়া দুপুর। রোদ ছিল তেজাল। অতিরিক্ত ভার মাথায় ছিল বলে বয়সী শরীর ফুটা করে আদিলউদ্দিনের বেরুচ্ছিল নুনঘাম। জায়গা মত মাটি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে খাইগো বাড়ির মসজিদ থেকে ভেসে এসেছিল জোহরের আজান। মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের ললিত গলার আজান শুনেই খানিক আগে মাথায় চেপে থাকা অতিরিক্ত ওজনের কষ্ট ভুলে গিয়েছিল আদিলউদ্দিন। যোড়া পথের পাশে রেখে মতলেব মুদির বাড়ির দক্ষিণের পুকুরে নেমেছিল অজু করতে।

WWW.AMARBOI.COM

রাস্তার ধারের হিজলগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণচোখে আদিলউদ্দিনকে দেখছিল আলী আমজাদ। শুরু থেকেই বুঝতে পারছিল কী উদ্দেশ্যে পুকুরের দিকে যাচ্ছে সে। তখনও কিছু বলেনি। অজু সেরে মাজার গামছা মাথায় দিয়ে পশ্চিম দিককার নামার মাঠে মাত্র নামাজে দাঁড়াবে আদিলউদ্দিন, পিছন থেকে এসে ঘেটি চেপে ধরল আলী আমজাদ। কীরে চুতমারানির পো, কামের টাইমে চুদুর বুদুর?

মুখ ফিরিয়ে ভয়ার্ত চোখে আলী আমজাদের দিকে তাকিয়েছে আদিলউদ্দিন। নমজের সময় অইছে বাজান, নমজ পড়তে খাড়ইছি।

গর্জে উঠেছে আলী আমজাদ। এইডা তর নমজ না, এইডা তর ইতরামি!

কন কী বাজান? কীয়ের ইতরামি?

ঐ যে তর যোড়ায় বেশি মাডি দেওয়া অইছে, একবার ঐ বোজা টাইন্নাঐ আরামের আশায় ইতরামি কইরা নমজের ভং ধরছস।

না বাজান না। আমি অমুন মানুষ না। আল্লার কাম লইয়া ইতরামি করুম না। যুদি করি আল্লার এই মাডিতে আমার কব্বর অইবো না। আপনে আমার কথা বিশ্বাস করেন, আমি কোনও ভং করি নাই।

তবু আদিলউদ্দিনকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল আলী আমজাদ। আইজ তরে আমি ছাইড়া দিলাম। আর কোনওদিন যুদি দেহি আমার কাম হালাইয়া তুই কোনও চুদুর বুদুর করতাছস তাইলে তরে আমি খাইছি।

তারপর থেকে আলী আমজাদ ধারে কাছে থাকলে সময় মত নামাজ পড়া হয় না আদিলউদ্দিনের। ফজরের নামাজ সে মরনির বাড়িতে পড়ে বেরয়। জোহর আছর কোনও কোনওদিন মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত কাজা পড়তে হয়। যেদিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও মাটি কাটা শেষ করতে চায় না আলী আমজাদ, হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজ চালিয়ে যায়, সেদিন মাগরিবের নামাজও সময় মত পড়া হয় না আদিলউদ্দিনের।

জোহরের নামাজ সে পড়ে নেয় ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় বসে, শেষ দুপুরে খাওয়ার ছুটির সময়। মাটিয়ালের কাজ নেওয়ার পর পরই অন্যান্য মাটিয়ালদের সঙ্গে তিনবেলার খাওয়ার বন্দোবস্ত আদিলউদ্দিন করে নিয়েছে। হাঁসাড়ার ওদিককার একজন যুবক বয়সী হিন্দু মাটিয়াল আছে পবন, ঠাকুর বাড়িতে অন্যান্য মাটিয়ালদের সঙ্গে নৌকার ছইয়ের মতন ছাপড়া করে থাকে। ছয়জনের একটা দল আছে তার। সে ছাড়া সবাই মুসলমান। ছয়জনে একত্রে রান্নাবান্না করে খায়। একেকদিন একেকজনের রান্নার পালা। যার যেদিন রান্না থাকে সে সেদিন কাজে যায় না। সকাল থেকেই রান্নার কাজে লেগে যেতে হয়। ছাপড়ার সামনে থানইট সাজিয়ে চুলা তৈরি করা হয়েছে। লাকরি খড়ি ম্যাচ কেরাসিন, হাড়ি পাতিল সব আছে হাতের কাছে। মাছ কোটার বটি, মশলা বাটার পাটাপুতা, তারপরও ছয়জন মানুষের তিনবেলার রান্না সারতেই দিন কাবার। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা দিন নিয়ে। সপ্তাহে তো সাতদিন, ছয়জনে না হয় ছয়দিনের রান্না চালাচ্ছে, আর একটা দিনের কী হবে! কে কাম কামাই করে ওই দিনের রান্নাটা করবে?

এই সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছিল আদিলউদ্দিন।

পবন ছেলেটা ফুর্তিবাজ ধরনের, প্রাণবন্ত আর মানুষের জন্য মায়ামমতায় ভরা মন। এখানে কাজে আসার পর থেকেই আদিলউদ্দিনের জন্য মায়া পড়েছিল তার। যে

AMARBOI.COM

বয়সে বাড়ির উঠানে বসে আরামের দিন কাটাবার কথা মানুষটার, ছেলেরা রোজগার করে খাওয়াবে, সেই বয়সে এই অমানুষিক কষ্টের কাজ করতে এসেছে কতটা কষ্টে পড়ে এটা প্রায়ই ভেবেছে পবন। সময় অসময়ে ছোটখাট বিপদ আপদে আদিলউদ্দিনের পাশেও দাঁড়িয়েছে সে। যেমন নিজে অতিরিক্ত মাটি বোঝাই য়োড়া মাথায় নিয়ে আদিলউদ্দিনকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে হালকা ধরনের বোঝা। আলী আমজাদকে বুঝতে দেয়নি কিছু। আবার যেদিন পবনের কাজ থাকে কোদালে মাটি কেটে য়োড়ায় ভরে দেওয়ার সেদিনও খুবই সূক্ষ্মভাবে আদিলউদ্দিনের য়োড়ায় সে মাটি ভরে দিয়েছে হালকা করে, অর্থাৎ কোনও না কোনওভাবে লোকটিকে একটু বাঁচিয়ে নেওয়া।

এই পবনই আদিলউদ্দিনকে ডেকে নিয়েছিল তাদের দলে। তাদের একদিনের রান্নার সমস্যাও মিটে, আদিলউদ্দিনেরও তিনবেলা খাওয়ার পাকা বন্দোবস্তও হয়। বন্দোবস্তের আগে ভাত খেতে আদিলউদ্দিনকে যেতে হতো মাওয়ার বাজারে। এতটা দূর যাওয়া আসা, বিরাট ঝামেলা। খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুইচাইর মিনিট জিরাবার সময়ও হতো না।

পবন অবশ্য তাকে বলেছিল, কাকা, আপনে কইলাম আমাগো লগে থাকতেও পারেন। যেই ছইয়ের নিচে আমরা ছয়জন থাকি ওহেনে আপনেও থাকতে পারেন। শীতের দিনডায় খালি চাপাচুপি অইবো, খরালিতে কোনও অসুবিধা নাই। তহন তো খোলা আসমানের তলায় নাইলে গাছতলায় হুইয়া থাকলেও রাইত কাইটা যাইবো।

আদিলউদ্দিন হাসিমুখে বলেছে, না বাজান, থাকনের জাগা আমার আছে।

এই পবনদের সঙ্গে খেতে শুরু করার পর থেকেই দুইটা পয়সার মুখ আদিলউদ্দিন দেখছে। সাতজন মানুষ একসঙ্গে খায় বলে খরচাটা কম। বাজারের হোটেলে তিনদিন খেলে যে খরচা সেই খরচায় পবনদের সঙ্গে পুরা সপ্তাহ খাওয়া যায়। খাওয়াও ভাল, একদম ঘরবাড়ির বউঝিদের হাতের রান্নার মত। খাওয়ার পর কয়েকদণ্ড জিরানোও যায়। সব মিলিয়ে মাস দেড়েক ধরে ভালই আছে আদিলউদ্দিন। হাতে পাঁচ সাতশো টাকাও জমেছে।

এই টাকা দিয়ে কী করবে আদিলউদ্দিন? কাকে দিবে? কে আছে তার?

এসব ভেবেই আজ রাতে মরনির বাড়ি ফিরেছিল সে। ভেবেছিল মরনিকে ডেকে তুলে তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করবে। টাকাটাও জমা রেখে দিবে তার কাছে। সে মাটিয়াল মানুষ, মাজায় বান্দা তবিলে টাকা রেখে দিয়েছে ঠিকই কখন কোন অঘটন ঘটে যাবে, অন্ধকারে বাড়ি ফিরার পথে কে কবে ছিনিয়ে নিবে টাকাটা। তারচেয়ে মরনির কাছে থাকলে নিরাপদে থাকবে।

মরনির ঘরের সামনে আজ রাতে এসে দাঁড়াবার পর আদিলউদ্দিন টের পেল ঘরের ভিতর কারা যেন কান্নাকাটি করছে। পাটাতন ঘরের ফাঁক ফোকর দিয়ে এসে পড়েছে হারিকেনের আলো।

কারা এসেছে আজ মরনির ঘরে? মিলিত স্বরে এমন দুঃখ বেদনার কান্না কাঁদছে কারা!

গ্রামে ঘটে গেছে আজ অদ্ভুত এক কাণ্ড। নূরজাহান নামের একটা কিশোরী মেয়ে মান্নান মাওলানা সাহেবের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে পুলিশ দারোগার সামনে। মাওলানা

AMARBOI.COM

সাহেবের বাড়ির পুরানা গোমস্তা মাকুন্দা কাশেম গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সব মিলিয়ে ভাল রকম ভজঘট।

কিন্তু মরনির ঘরে এভাবে কাঁদছে কারা?

আদিলউদ্দিনের ইচ্ছা হল দরজায় ধাক্কা দিয়ে মরনিকে সে ডাকে, জিজ্ঞাসা করে কে কাঁদে, কী হয়েছে! কিন্তু এ করতে গেলেই তো ঘরের ভিতরকার লোকেরা জেনে যাবে আদিলউদ্দিনের কথা, মরনি একটা বিপাকে পড়বে।

এসব ভেবে মনের ইচ্ছা মনে চেপে রাখে আদিলউদ্দিন। বাড়িতে এসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রহমান হালাদারের কুকুরটা এসে আহ্লাদ জানাতে শুরু করেছে। কুকুরটাকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল আদিলউদ্দিন, দরজা বন্ধ করল। পবনদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরেই অজু করে নিয়েছিল। এখন ঘুটঘুইট্টা অন্ধকার বিছানায় নামাজে দাঁড়াল সে। নামাজের শেষ পর্যায়ে, পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে মোনাজাতের জন্য দুইহাত তুলেই একজন মানুষের কথা মনে পড়ল আদিলউদ্দিনের। তার প্রথম ঘরের সন্তান মজনু। কেমন আছে সে?

মজনুর জন্য বুকটা তোলপাড় করতে লাগল তার! গাল বেয়ে নামল গভীর কষ্টের কান্না! অন্ধকার ঘরে পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে তোলা মোনাজাতে সে বলল, ইয়া হে আল্লাহ, ইয়া রাব্বুল আল আমীন, যেই পোলারে জন্ম দিয়াও আমি তার মিহি ফিরা চাই নাই, তার কথা ভাবি নাই, আমার হেই পোলাডারে তুমি ছহি ছালামতে রাইখো। অরে তুমি বাচাইয়া রাইখো।

AMARBOI.COM

কীরে মুকসেইদ্দা চোরা, আছস কেমুন?

লঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে নিজেকে এই প্রশ্নটা করল মুকসেদ আলী। মাওয়ার যে ঘাটে এখন লঞ্চ ভিড়ে সেটা কোনও পাকাপাকি ঘাট না। শেহের আলী পিয়নের বাড়ি বরাবর ভাঙনের দিকে আই ডব্লিউ টি এর ছোট্ট একখান জেটি বান্ধা। এই জেটিতে এসে লাগে লঞ্চ। সিঁড়ি নামিয়ে দিলে যাত্রীরা নামে।

বহু বছর ধরে মাওয়ার এদিকটা ভাঙতে ভাঙতে গত কয়েক বছর হল ভাঙনটা থেমেছে। পদ্মার এদিক ওদিক চর পড়তে শুরু করেছে। একবার চর পড়তে শুরু করলে ভাঙন কমে আসে। তবে ভাঙনে ভাঙনে এলাকার সর্বনাশ যা হওয়ার অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। কত গ্রাম, কত বসত ভিটা, কত জমি, মাঠ বিলীন হয়ে গেছে।

আজ যেখানে মাওয়ার লঞ্চঘাট আর বাজার, এই বাজার লঞ্চঘাট এখানে ছিল না। বাজার ছিল এখনকার বাজার থেকে, কালিরখিলের মাঠ থেকে বেলদার বাড়িগুলি

ছাড়িয়ে আধামাইল দক্ষিণে। শ্রীনগর থেকে গোয়ালিমান্দ্রা হয়ে হলদিয়ার দিকে চলে যাওয়া একটা খাল গোয়ালিমান্দ্রার হাটের উত্তরে কাজিরপাগলার দিকে ঢুকে গেছে। সেই খাল সীতারামপুর হয়ে দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডলের ভিতর দিয়ে মাওয়ার বাজারের পাশ দিয়ে পদ্মায় পড়েছিল। বাজারের লগে রিশিপাড়া (মুচিপাড়া), খালের ধারে। রিশিপাড়ার দক্ষিণ দিকটায় ছিল পূজামণ্ডপ। তিনদিকে বাঁশের বেড়া, সামনেটা খোলা আর মাথার উপর ঢেউটিন ফেলা মণ্ডপে বছর ভর কোনও না কোনও মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকতো।

এই পূজামণ্ডপের ডানদিকে খালের পার ধরে একখানা রাস্তা চলে গেছে বাজারের দিকে। রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে ছোট্ট একখানা মাঠে। মাঠের উত্তরে খালের উপর কাঠের পুল। পুলের ওপারে তিন চাইরখান টিনের ঘরে অফিস কাছাড়ি। দক্ষিণে, মাঠের পশ্চিমকোণে হাজার হাজার ঝুড়ি নামানো বিশাল বটগাছের দক্ষিণ দিককার তলায় পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিসের নাক বরাবর দক্ষিণে দুই সারি টিনের ঘরের দোকানপাট, মাঝখানকার ফাঁকা জায়গায় কাঁচা বাজার। মাছচালার লগে, পুবদিকে একখান পালকি আরেকখান মাফা (ডুগি) নিয়ে বসে থাকত উড়িয়া বেহারারা।

রিশিপাড়ার পূজামণ্ডপের নাক বরাবর যে পায়েচলা পথ সেটা সোজা চলে গেছে মাওয়ার বাজার হাতের ডাইনে রেখে নদীর ঘাটে। পূজামণ্ডপ থেকে কিছুদূর আগালেই ডানপাশে পথের ধারে ছিল একজোড়া জামগাছ। জামগাছের পেছনে ছোট্ট একখণ্ড শস্যজমি। বছর ভর আখ জন্মে থাকত সেই জমিতে। জামগাছ দুইটার মুখ বরাবর পুবপাশেও আখের জমি, দিনেরবেলাও আবছায়া হয়ে থাকত জায়গাটা।

বাজার ছাড়িয়ে পশ্চিম দক্ষিণ কোণে খাল আর নদীর মুখে ছিল লঞ্চঘাট। তখন জেটি ছিল না। নদীতীরের চটান মাটি পন্টুনের দিকে এসে দাঁড়াত লঞ্চ, লম্বা সিঁড়ি নামিয়ে দিত। ওই সিঁড়ি বেয়ে টলমল পায়ে ওঠানামা করত যাত্রীরা।

নদীর ওইদিককার তীর ধরে মানুষের ঘরবাড়ি ছিল। আর ছিল জেলে নাও। কোনওটা ডাঙায় তোলা, আলকাতরা গাব দেওয়া হয়েছে, মেরামত হচ্ছে কোনও কোনওটা। নদীতীরে ইলিশের জাল শুকাতে দিয়েছে জেলেরা। পড়ন্ত বিকালে নদীতীরে বসে বিড়ি ফুকছে কোনও কোনও আয়েশি জেলে।

বেশিকাল আগের কথা না এসব। স্বাধীনতার পনের বিশ বছর আগের কথা। তারপর বছর বছর ভাঙন। কোথায় গেল সেই নদীর ঘাট, মাওয়ার সেই বাজার, বটতলার পোস্ট অফিস। কোথায় গেল জোড়া জামগাছ, আখের ক্ষেত রিশিপাড়া আর তাদের পূজামণ্ডপ। বাজারের পশ্চিম কোণে, নদীতীরের দুই একটি বাড়িঘর আর বাজারখোলার মাঝখানে কানি দুই তিনেক জমিন ছিল, সেই জমিনে একবার বিশাল প্যান্ডেল বেঁধে সার্কাস হয়েছিল। এলাকার মানুষজন ভেঙে পড়েছিল সার্কাস দেখতে। কোথায় নদীর কোন অতলে তলিয়ে গেছে সেই জমি!

তারপর মাওয়ার বাজার শুধু পিছিয়েছে। কয়েক বছর একজায়গায় থাকে বাজার, পদ্মার ভাঙন শুরু হয় আর পিছাতে থাকে বাজার। আজ শেহের আলী পিয়নের বাড়ি বরাবর নদীর ঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে সেই পুরানা লঞ্চঘাট আর মাওয়ার বাজার, রিশিপাড়া সব যেন চোখের উপর পরিষ্কার দেখতে পেল মুকসেদ। রিশিবাড়িগুলির চারপাশে ছিল কলাগাছ। খরালিকালের নদী থেকে আসা হাওয়ায় অবিরাম বুক পিঠ

AMARBOI.COM

দেখাতো কলাপাতা। সেরকম কলাপাতার ছায়ায় ছায়ায় কতদিন মাওয়ার বাজারে হেঁটে গেছে মুকসেদ।

এখনকার লঞ্চঘাটে ছোট ছোট দুইখান বিড়ি সিগ্রেট আর পানের দোকান। জের বয়াম ভরা বিস্কুট আছে, পাউরুটি কলা আছে দোকানে। শিশুদের দুই চারটা প্লাস্টিকের খেলনাপাতি আছে। রাজা কনডমের লম্বা মতন বাক্সও আছে, মায়া বড়ির বাক্স আছে। লঞ্চ থেকে নামা যাত্রীদের কারও কারও যে এসব জিনিসের দরকার সেকথা বেশ ভালই বুঝতে পারছে চতুর দোকানীরা।

বুঝতে না পারার কথাও না। দুইচার ছয়মাস পর পর বাড়ি ফিরে ঢাকা মুন্সিগঞ্জ চাঁদপুরে চাকরি বাকরি কায়কারবার করা লোকজন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দিকপাশ ভাববার সময় থাকে না। তখন তো এসব জিনিসের দরকার পড়বেই! তাছাড়া দেশ গেরামের মানুষ কি আর আগের মত বলদ এখন! মানুষ গেছে বুদ্ধিমান হয়ে। বছর বছর সন্তান উৎপাদনে তাদের আজকাল আগ্রহ নাই।

মুদিদোকান দুইটার পাশে একখান চায়ের দোকানও আছে। এই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পলকের জন্য নিজের ছেলেটার কথা মনে পড়ল মুকসেদের। নিজের ঔরসে জন্মেও যে হয়ে গেছে অন্যের সন্তান।

এই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল না মুকসেদের। দোকানীকে এককাপ চা দিতে বলে উদাস হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। পকেটে সিজার্স সিগ্রেটের প্যাকেট আছে, চা খেয়ে সিগ্রেট ধরাবে সে।

তখন শেষ বিকালের রোদে পাকা মিষ্টি কুমড়ার রং ধরেছে। পদ্মার পানি আর নদীতীরের চটান মাটি থেকে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে রোদ। শেহের আলি পিয়নের বাড়ির গাছপালা আর ঘরদুয়ারের আড়ালে আবডালে জমছে হালকা অন্ধকার। চা খেতে খেতে সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল মুকসেদ।

দোকানের ভিতর দিকে বসা একজন লোক চোখ সরু করে মুকসেদের দিকে তাকাল। আপনেরে চিনা চিনা লাগে! বাড়ি কই?

ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল মুকসেদ। মেদিনমোণ্ডল।

মেদিনমোণ্ডল কোন বাড়ি?

কইলে চিনবেন?

চিনুম না ক্যা?

আপনের বাড়িও মেদিনমোণ্ডল?

না, কুমারবুগ।

কুমারবুগ কোন বাড়ি?

পিয়ার খার বাড়ির দক্ষিণের বাড়িঐ আমগো।

আর আমগো বাড়ি অইলো মান্নান মাওলানার বাড়ির লগে। হের বাড়ি থিকা তিন চাইর কাইক (পা)।

নাম কী আপনের?

চা শেষ করে সিগ্রেট ধরাল মুকসেদ। চায়ের পয়সা দিতে দিতে বলল, আসল নাম কইলে চিনবেন?

WWW.AMARBOI.COM

লোকটা হাসল। থাউক, কওনের কাম নাই। আমি আপনেরে চিনছি। আইলেন কই থিকা?

মুনসিগইঞ্জ থিকা।

লোকটা আবার হাসল। বুজছি।

তারপর লঞ্চঘাটে আর দাঁড়ায়নি মুকসেদ। বাজারের দিকে হাঁটা দিয়েছে। পরনে উঁচু করে পরা নীল সাদায় মিশানো লুঙ্গি আর মরাপাতা রংয়ের ফতুয়া। মুখে কাঁচা পাকায় মিশানো ঘন দাড়ি মোচ। মাথার চুলও দাড়ি মোচের মতোই, কাঁচা পাকা, তবে এই বয়সেও বেজায় ঘন। বহুদিন কাচি পড়েনি চুলে, লম্বা হয়েছে বেশ। জেল থেকে বেরিয়েই সেলুনে যাওয়া উচিত ছিল। সময়ের অভাবে যাওয়া হয়নি। আধঘণ্টার মধ্যে ঢাকার লঞ্চ এসে লাগবে মুন্সিগঞ্জ ঘাটে। সেই লঞ্চ পদ্মা ধরে লৌহজং হয়ে যাবে ভাগ্যকূল, মাঝখানে থামবে মাওয়ার ঘাটে। এই লঞ্চ ধরতে পারলে আজ সন্ধ্যায়ই বাড়ি যাওয়া যায়। আর নয়তো আজকের বাকি দিনটা রাতটা মুন্সিগঞ্জে কাটাতে হয়।

ইব্রাহিম অবশ্য অন্য একটা বুদ্ধি দিয়েছিল। বলেছিল, লও আগে কোনও হইটালে বইয়া ভাত খাই। তারবাদে আমার লগে লও ঢাকা। কলতাবাজারে আমার সমন্দির বাসা। হেই বাসায় আউজকা রাইতটা থাইক্কা কাইল বিয়ানে সদরঘাট থিকা লঞ্চে উইট্টো। ঢাকার টাউনে হারা রাইত সেলুন খোলা থাকে। ওহেন থিকা খেরি অইয়া (চুল কাটানো, ক্ষৌরিকর্ম অর্থে) লইয়ো।

শুনে মুকসেদ বলেছে, এত হাঙ্গামার কাম নাই। আমি অহনকার লঞ্চটাই ধরি। তুই ঢাকা যা, তর কাম সাইরা আয়। বুদ্ধি পরামর্শ যা করণের তারবাদে করুম নে। টেকা পয়সার হিসাবও পরে অইবো নে। অহন তিনশো টেকা দিয়া যা আমারে।

ইব্রাহিমের কাছ থেকে তিনশো টাকা নিয়ে লঞ্চে চড়েছিল মুকসেদ।

এখন বিকাল শেষ হয়ে গেছে। মাওয়ার বাজারে এখন কি নাপতাদের কাউকে পাওয়া যাবে! খেরিটা আজই করা দরকার। মোচ দাড়ি আর রাখবেই না। একেবারেই কামিয়ে ফেলবে। চুলটাও করবে কদমছাট যাতে লোকে চট করে দেখেই তাকে আর চিনতে না পারে। এবার মনের ভিতর অন্য রকমের একটা চিন্তা আছে তার। দেখা যাক রূপ বদলে সেই চিন্তা কাজে লাগানো যায় কি না!

মাওয়ার বাজারে ঢোকার মুখে পথের ধারে দুলালের সেলুন।

হাত তিনচারেক লম্বা কালো রংয়ের সাইনবোর্ডে সাদা অক্ষরে লেখা 'দুলাল সেলুন'। মাথার উপর চার পাঁচখান ঢেউটিন ফেলে, চারদিকে বাঁশের বেড়া, সস্তা ধরনের কাঠের

AMARBOI.COM

নড়বড়ে দরজা, ভিতরে ঠিক দরজা রংয়ের কাঠের বাক্স, বাক্সের উপর হাত দুয়েক লম্বা এবং চওড়া মুখ দেখার আয়না লাগানো, তার সামনে হাতআলা চেয়ার, মুখ দেখার আয়নার তলায় ক্ষুর কাচি বিভিন্ন রকমের চিরুনী, ছোট্ট এলুমিনিয়ামের বাটিতে রাখা সাবান, সাবানের পাশে বহু ব্যবহারে ম্লান হয়ে যাওয়া মুখ কামানোর কাজে ব্যবহার করার বুরুস (ব্রাস), বুরুসের পাশে অর্ধেক খালি হওয়া ডেটলের শিশি, বড় এক টুকরা ফিটকিরি, ঘাড়ে লাগিয়ে গোড়া থেকে চুল ছেটে তোলার হ্যাণ্ডেলঅলা একখান যন্ত্র, পুরানা (তোয়ালে) আর কামাবার সময় খরিদ্দারের (খদ্দেরের) গায়ে জড়িয়ে রাখার সাদা সস্তা ধরনের কাপড়, এই হচ্ছে দুলালের সেলুন। মাটির মেঝের একপাশে দুই তিনজন লোক বসতে পারে এমন একখান বেঞ্চ আছে। বেড়ার গায়ে পুরনো খবরের কাগজ আঠা দিয়ে খুবই যত্ন করে সাটা হয়েছে। বেড়ার একদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রঙিন পোস্টার পাশাপাশি লাগানো। তার তলায় সাদা লম্বা কাগজে বড় বড় করে লেখা 'রাজনৈতিক আলোচনা নিষেধ'।

দুলালের সেলুনে এখন পুরনা হ্যাজাক জ্বলছে। বাতিটার একদিককার ভাঙা কাচে সাদা কাগজ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। তাপে তাপে কাগজটা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। ভিতরে ম্যান্টেলের এককোণা খুলে পড়েছে। শো শো শব্দ আছে বাতিটার। তবু এই বাতির আলোয় দুলালের সেলুন আলোকিত। আলো পছন্দ করা কয়েকটা পোকা এসে ওড়াউড়ি করছে হ্যাজাক বাতির চারপাশে। এই বাতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বেঞ্চে বসে আছে দুলাল। তার পাশে রাখা কালো রংয়ের ছোট্ট টেপ রেকর্ডার। তাতে সাবিনা ইয়াসমিনের গান হচ্ছে 'এই মন তোমাকে দিলাম'।

মুকসেদ এসে দুলালের সেলুনে ঢুকল।

খরিদ্দর দেখলে খুবই পুলকিত হওয়ার স্বভাব দুলালের। মুকসেদকে দেখেও হল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই হাসিমুখে সালাম দিল। আছছালামালাইকুম।

সালামের জবাব দিল না মুকসেদ। দুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমারে চিনো?

দুলাল আগরে মতোই হাসিমুখে বলল, না।

মুকসেদ হাঁপ ছাড়ল। তয় ঠিক আছে।

তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসল। দুলাল এসে দাঁড়াল তার পিছনে। সামনে রাখা আয়নার ভিতর দিয়ে মুকসেদের মুখের দিকে তাকাল। মুখ বানাইবেন? দাড়িমোচ ছাটবেন?

না হালাই দিমু।

পুরা হালায় দিবেন?

হ।

আইচ্ছা। মাথার চুলও তো লাম্বা অইছে। খেরি করবেন?

হ। চুল এক্কেরে গিনি গিনি (অতিছোট অর্থে) কইরা দিবা।

দুলাল আর কথা বলল না। নাপতালি কাজের সাদা কাপড় মুকসেদের গলা থেকে হাঁটু তরি নামিয়ে দিল, তারপর গলার কাছে গিটঠু দিয়ে বেঁধেই চিরুনি আর কেচি হাতে নিল। আগে খেরিডা করি তারবাদে মোক বানামুনে।

AMARBOI.COM

আইচ্ছা। তয় চুল একদোম ছোড করবা। কদম ছাট।

দুলাল হাসল। আইচ্ছা।

তারপর খুটখুট করে কাচি চালাতে লাগল।

মুকসেদের স্বভাব হচ্ছে ক্ষৌরকর্মের সময় ঘুমানো। চেষ্টা করেও চোখ বেশিক্ষণ খোলা রাখতে পারে না। এখন এই চেয়ারে বসার পর পরই, দুলাল তার মাথায় কাচি লাগাবার পর পরই চোখ টানতে শুরু করেছে। তারপরও মুকসেদের খুব ইচ্ছা করছে দুলালের সঙ্গে কথা বলার। কারণ লোকটাকে সে চিনতে পারছে না। এই এলাকায় সেলুন দিয়ে বসেছে অথচ মুকসেদ চিনে না, এ কেমন কথা! না হয় বছরখানেক পর নিজের এলাকায় এসেছে সে, এই এক বছরে সড়কের কাজে ম্যালা নতুন লোকজন এসে থান গাড়ছে এলাকায়, নাপিতও সেই রকম কেউ কি না বোঝা দরকার।

মুকসেদ বলল, নাম কি তোমার?

দুলাল তার স্বভাব মত হাসিমুখে বলল, দুলাল। সেলুনে ঢোকনের আগে সাইনবোড দেহেন নাই? দুলাল সেলুন। আমার নামঐ দুলাল।

বাড়ি কই?

পুব কুমাড়বুগ। চন্দ্রের বাড়ির মাডের দক্ষিণে।

ইন্দু না মোসলমান?

দুলাল আবার হাসল। মোসলমান।

দোকান দিছো কবে?

বেশিদিন না। সাত আষ্টমাস অইছে। আগে দোকান আছিল না। জলচকি লইয়া শিমইল্লা (শিমুলিয়া) বাজারে বইতাম। ঐ মিহি কাম কাইজ কম। অহন কাম কাইজের জাগা অইল মাওয়া। রাস্তার কামে মানুষজনের আকাল নাই এই মিহি। নাইলে দেহেন না, দ্যাশ গেরামে রাইত্রে নাপতের দোকান খোলা থাকেনি?

হ ঠিকঐ কইছো।

আপনেগো বাড়ি কোন গেরামে? এই দ্যাশের মানুষ তো? নাকি অন্য কোনওহান থিকা আইছেন?

আয়নার ভিতর দিয়ে দুলালের মুখের দিকে তাকাল মুকসেদ। হাসল। তোমার কী মনে অয়?

মুকসেদকে হাসতে দেখে দুলালও হাসল। বোজতে পারতাছি না।

কথা হুইন্নাও বোজতাছো না?

হ হেইডা বোজতাছি।

কী বোজতাছো কও তো?

কথা হুইন্না তো আমগো দ্যাশের মানুষঐ মনে অয়।

হ তোমগো দ্যাশের মানুষঐ আমি।

কোন গেরামের?

গ্রামের নাম বলল মুকসেদ।

শুনে দুলাল বলল, মেদিনমোণ্ডলের মানুষ আপনে, তয় আপনেরে তো কোনওদিন দেহি নাই। দ্যাশ গেরামে থাকেন না?

AMARBOI.COM

না।

তয় থাকেন কই?

নানান জাগায়।

করেন কী?

বিজনিস আছে আমার, বিজনিস।

কীয়ের বিজনিস?

নানান পদের। যহন যেই বিজনিসে সুবিদা অয় ঐডাঐ করি।

কথা অন্যদিকে ঘোরাল মুকসেদ। তুমি ইন্দু না মোসলমান জিগাইছি দেইখা কিছু মনে করো নাই তো?

দুলাল তার মতো করে হাসল। না মনে করুম ক্যা? এতে মনে করবার কী অইলো?

তয় আমারে জিগাও, ক্যান কথাডা আমি জিগাইলাম?

লোকটার কথাবার্তার ধরন বেশ মজার। কথা বলতে ভাল লাগছিল দুলালের। কথাটা জিজ্ঞাসা করবার আগে মুকসেদের নাম জানতে চাইল সে। নামটা বলল মুকসেদ। তারপর দুলালের জিজ্ঞাসা করার ধার না ধেরে বলল, আমগো দ্যাশে আগে নাপতালি করতো ইন্দুরা। তোমার নাম হইল দুলাল। দুলাল কইলাম ইন্দু মোসলমান দুই জাতের মাইনষের নামঐ হইতে পারে।

হ ঠিকঐ কইছেন।

এর লেইগাঐ জিগাইছি। আমগো দ্যাশ তো আগিলা দিনে ইন্দুতে ভরা আছিলো। কালিরখিল, কুমারবুগ মেদিনমোণ্ডল বেবাকঐ আছিলো ইন্দু গেরাম। এই মাওয়ার বাজারে জলচকিতে বইয়া নাপতালি করতো নিতাই। ধোয়া লুঙ্গি আর সাদা শার্ট ফিনতো। কথাবার্তা ভদ্রলোকের লাহান। আর দেখতে যে কী সোন্দর আছিল নিতাই! যাত্রা সিনামার হিরুগো লাহান। নিতাইয়ের মিহি চাইলে খালি চাইয়াঐ থাকতে অইতো। চক্ষু ফিরান যাইতো না। নিতাইয়ের লাহান সোন্দর পুরুষপোলা জিন্দেগিতে আমি দেহি নাই।

দুলাল বলল, হেয় কৈ অহন? মইরা গেছেনি?

আরে না মিয়া। আমগো থিকা বশ্যে (বয়সে) কম। বাইচ্চাঐ আছে।

থাকে কই?

এই দ্যাশে আর থাকে না। কইলকাত্তা গেছে গা। দুইবার এই দ্যাশ থিকা ইন্দুরা ইণ্ডিয়ায় গেছে। একবার অইলো পাটিসনের সময় আরেকবার অইলো স্বাধীনতা যুইদ্ধের সময়। নিতাই গেছে স্বাধীনতা যুইদ্ধের সময়। তয় কইলকাত্তায় ভালঐ আছে। তোমার লাহান সেলুন দিছে।

আপনে হোনলেন কার কাছে?

আমগো গেরামের বহুত মানুষ আছে যারা ফুটুর ফুটুর কইলকাত্তা যায় আর আহে। বেলাকার (ব্ল্যাকার)। বেলেক করতে যায়। নিতাইয়ের লগে তাগো দেহা অয়। দ্যাশের মাইনষেরে বহুত খাতির করে নিতাই। এই বেলেকারগো মোখেঐ আমি নিতাইয়ের কথা হুনছি।

মুকসেদের মাথার চুলে কদমছাটটা তখন পুরাপুরিই দিয়ে ফেলেছে দুলাল। চুলে

AMARBOI.COM

কদমছাট পড়ার ফলে চেহারা অনেকখানিই বদলেছে মুকসেদের। এখন দাড়ি মোচ কামানো হলে পুরাপুরিই বদলাবে। এই বদলটা দেখবার জন্যই দুলালের লগে কথা বলে চোখের টানটা সরিয়ে রাখতে চাইছে মুকসেদ! কিছুতেই ঘুমাতে চাইছে না!

আধঘণ্টা পর দুলালের দোকান থেকে অন্য চেহারার মানুষ হয়ে বেরুল মুকসেদ।

কোনও কোনও মানুষ টাকি মাছের মতন।

বিপদ আপদের হাত থেকে খালি পিছলে যায়, খালি পিছলে যায়। বিপদ এসে থাবা দিয়ে ধরে ঠিকই, ধরার লগে লগে থাবার ফাঁক ফোকর দিয়ে ছাট্ করে পিছলে যায়। অবিকল টাকি মাছ।

গ্রাম দেশে শীতকালের খাল বিল পুকুর ডোবায় হাতিয়ে মাছ ধরার নিয়ম আছে। মাজা পানিতে নেমে উপুড় হয়ে, থুতনি পানিতে ছুঁই ছুঁই, এই অবস্থায় পানির তলায় দুইহাতে ঠাওর করে করে মাছ ধরা। যে সব মাছ কাদায় থাকে হাতিয়ে হাতিয়ে সেই মাছগুলিই শুধু ধরা যায়। যেমন শিং মাগুর কৈ ভেদা টাকি। কখনও কখনও পুটি ট্যাংরা খলিসা বাইল্লা ফলি পাবদা এসব মাছও পাওয়া যায়। হাতিয়ে হাতিয়ে কোনও মাছ ধরার ক্ষেত্রেই কোনও অসুবিধা নাই, অভ্যস্ত হাতে আরামছে ধরা যায়। সমস্যা করে শুধু টাকিমাছ। মুঠ করে ধরার পরও পিছলে যায়। বিপদের হাত থেকে জীবনভর যেমন করে পিছলাচ্ছে মুকসেদের তিরিশ চল্লিশ বছরের চোরজীবনের সঙ্গী সীতারামপুরের ইব্রা জোলা। আজতক যতবার ধরা পড়েছে মুকসেদ ঠিক ততোবারই ধরা পড়ার কথা ইব্রার, কিন্তু ধরা সে পড়েনি। দারোগা পুলিশ ঠিকই তার বাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছে হানা দিয়ে কোনও লাভ হয়নি তাদের। না কোনও চোরাইমাল তারা পেয়েছে, না পেয়েছে ইব্রা জোলাকে। মাল সামানসহ কেমন কেমন করে যেন উধাও হয়ে গেছে ইব্রা। দারোগা পুলিশ আসার খবর কেমন করে পেয়েছে, কোথায় চোখের পলকে উধাও হয়ে গেছে এই রহস্য ইব্রা ছাড়া কেউ জানে না। মুকসেদ দুই চারবার জানতে চেয়েছে, ইব্রা কোনও জবাব দেয়নি। মিটি মিটি হেসেছে।

ইব্রার পুরা নাম ইব্রাহিম। সীতারামপুরের লোক। সীতারামপুরের বেশির ভাগ লোক তাঁতী, কারিকর। ইব্রাহিমও তাই। কিন্তু নামের সঙ্গে তার লেগে আছে 'জোলা' কথাটা। এলাকার লোক ইব্রাহিমকে বলে ইব্রা জোলা, মুকসেদকে যেমন বলে মুকসেইদ্দা চোরা।

বিক্রমপুর অঞ্চলে জোলা কথাটা গালের পর্যায়ে। সুধীজনরা জানেন হিন্দু ধর্মের যারা কাপড় বোনার কাজ করে অর্থাৎ তাঁতের কাজ করে তাদেরকে বলে তাঁতী আর মুসলমান যারা এইকাজ করে তাদেরকে বলে জোলা। শব্দটা কী এমন দোষ করেছে যে কারণে এটা গালের পর্যায়ে চলে গেছে একথা কেউ ঠিকঠাক বলতে পারবে না। তবে শ দেড়শ বছর আগ থেকেই এই অঞ্চলের জোলারা নিজেদেরকে 'কারিকর' বলতে পছন্দ করছে। বলে আসছেও। দেশ গ্রামে কখনও কখনও এমনও হয়েছে কারিকরদের কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে জোলা বলেছে কেউ, সঙ্গে সঙ্গে তুলকালাম হয়ে গেছে। সীতারামপুরের লোকেরা লাঠি সরকি নিয়ে বেরিয়েছে। গ্রামের চেয়ারম্যান মেম্বাররা, মাতব্বররা বিচার শালিস করে সেই ঝগড়া মিটিয়েছে। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া একটি শব্দের এ কেমন অপরাধ কে জানে!

ইব্রাহিমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম। আড়ালে আবডালে এমন কি সামনা সামনিও যে লোকে তাকে ইব্রা জোলা বলে ডাকে, ইব্রাহিম রাগ বিরক্ত কোনওটাই হয় না। সে তার মতো আছে। তাঁতী জোলা কারিকর কোনওটাতেই যেন কিছুই এসে যায় না তার। বাড়িতে সাতখান তাঁত। আপন আর চাচাতো ভাই বেরাদররা সবাই, এমন কি বাড়ির বউঝিরা তরি তাঁত চালায়। প্রতি মঙ্গলবার গোয়ালিমান্দ্রার হাটে গিয়ে শাড়ি লুঙ্গি গামছা বিক্রি করে আসে। ইব্রার ছেলে থাকলে তারাও নিশ্চয় এতদিনে এই পেশায়ই ঢুকে যেত। হয়তো বাপের চুরির মালসামান রাখার আর বিক্রি করার পেশাটাও ধরত। সেই পেশা আড়ালে আবডালে। লোকের চোখের সামনে তাঁতই চালাতো! প্রথম জীবনে ইব্রাও তাই করেছে। দিনভর তাঁতের কারবার, রাতভর মুকসেইদ্দা চোরার চুরির মাল সামলানো। দিঘলীর চোরাইমাল কিনাবেচার মহাজনদের সঙ্গে যোগাযোগ টাকা পয়সার লেনদেন। ছেলে থাকলে ছেলেরাও নিশ্চয় তাই করত। ছেলে ইব্রার নাই। আছে তিনটা মেয়ে। জ্ঞাতিগোষ্ঠির মধ্যেই বিয়া হয়েছে মেয়েদের। বড় তো তাদের নিজের বাড়িরই বউ। বড়চাচার মাজারো পোলা ইউনুসের বড়পোলা রমজানের লগে বিয়া হইছে। মেয়ের নাম ফরিদা। বাড়ির লোকে ডাকে ফরি। প্রথমে একটা ছেলে হয়েছে ফরির, তারপর যমজ মেয়ে। পোলাপান সামলেও স্বামী শ্বশুড়ের কাপড় বোনার কাজে হাত লাগায় সে। খুবই পরিশ্রমী স্বভাবের মেয়ে।

অন্য মেয়ে দুইটা আরজু আর গুনাই। ইব্রা জোলার বাড়ির দুইতিন বাড়ি এদিক ওদিক বিয়া হয়েছে। একটা দুইটা পোলাপান দুইজনেরই আছে। সংসার তারা ভালই করছে। তবে ছোটমেয়ে গুনাই ছোটবেলা থেকেই রোগাভোগা। শরীর কোনওদিনই ভাল থাকে না। আজ এটা কাল ওটা লেগেই আছে। জামাইটার নাম ফইজু। খুবই নির্বিরোধ ধরনের সোজা মানুষ। রোগা বউ নিয়েই বেদম সুখে আছে।

তিন মেয়ের বিয়া হয়ে যাওয়ার পর ইব্রা গেছে ঝাড়া হাত পা হয়ে। সংসারে মন নাই। মুকসেদের সঙ্গে লেগে থাকা ছাড়া কোনও কাজও করে না। মুকসেদ জেলে গেলে উকিল মোক্তার ধরে তার জামিন টামিন করানোর কাজটা গুরুত্ব দিয়ে করে। বহুদিন ধরে এই একই কাজ করছে বলে মুন্সিগঞ্জ কোর্টের বেশির ভাগ উকিলই তার পরিচিত। কোর্টের কর্মচারীরাও পরিচিত। ফলে কাজটা সে ভালভাবেই করতে পারে। মুকসেদের টাকা পয়সা তো তার কাছেই থাকে। থাকলে হবে কী, ইচ্ছা মত খরচাটা ইব্রা কখনও করে না। খুবই হিসাবি মানুষ সে। চোরের সাগরেদ হয়েছে বলেই যে অসৎ চরিত্রের হবে তা না। একটা পয়সাও এদিক ওদিক করার অভ্যাস নাই। টাকা পয়সা নিয়ে এই এতগুলি বছরে ইব্রার সঙ্গে মুকসেদের কখনও গণ্ডগোল হয়নি। ইব্রার হিসাবে আজ পর্যন্ত কোনও গড়মিল মুকসেদ পায়নি। চোর হয়েও যে নীতিবান হতে পারে কেউ ইব্রা তার প্রমাণ।

আর আরেক মানুষ হল ইব্রার বউ জহুরা। তিন মেয়ের বিয়া হওয়ার পর সেও গেছে সংসার উদাসী হয়ে। বাড়িতে, নিজের ঘরে বলতে গেলে সে থাকেই না। দিনভর পড়ে থাকে মেয়েদের জামাই বাড়িতে, তাদের ঘরে। মেয়েদের ঘরের নাতী নাতনীরা হচ্ছে তার জান। সারাদিন তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শুধু রাতেরবেলা এসে নিজের ঘরে শোয়। নাতী নাতনীর বাইরে যে তার কোনও আপনজন আছে, স্বামী ইব্রাহিম যে এখনও

AMARBOI.COM

জীবিত সে কথা যেন তার মনেই থাকে না। মুকসেদকে ছাড়াবার কাজে দিনের পর দিন যে মুন্সিগঞ্জে পড়ে থাকে, বাড়ি যে ফিরে না, তাও যেন টের পায় না। কোনও কোনও সময় যে ঢাকায় জহুরার বড় ভাইর বাসায় গিয়েও থাকছে ইব্রাহিম সে কথাও জানে না জহুরা জানার কোনও আগ্রহও যেন তার নেই। সব মিলে অদ্ভুত সম্পর্ক। একসঙ্গে থেকেও দুইজন মানুষ যেন একসঙ্গে নাই, দুইজন মানুষ যেন আলাদা। ইব্রা জোলা আছে মুকসেদকে নিয়ে, জহুরা আছে তার মেয়ে আর নাতী নাতকুরদের নিয়ে।

দুলালের সেলুন থেকে বেরিয়েই ইব্রা আর তার সংসারের এসব কথা আজ মনে পড়ল মুকসেদের! কোন মুহূর্তে কোন কথা যে মনে পড়ে মানুষের মানুষ নিজেও তা জানে না। নিজের এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মুকসেদ জেনেছে মানুষের শরীরের ভিতর যেখানেই লুকিয়ে থাক মন, মন এক গভীর রহস্যময় বস্তু। মন চিন্তা করবে মনের মত। শাসন মানতে চায় না।

পকেট থেকে সিজার্স সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল মুকসেদ, ম্যাচ বের করল। সিগ্রেট ধরিয়ে ভাবল কোন পথে এখন বাড়ি যাবে সে। ঢাকা থেকে উঁচু হয়ে আসা সড়ক ধরবে নাকি কালিরখিলের ওদিককার পথ!

তারপর অবশ্য কালিরখিলের পথ ধরেই গ্রামের দিকে হাঁটা দিয়েছে মুকসেদ। এদিক দিয়ে গেলে নিজেদের বাড়ি একটু ঘুরপথ হয়, তবু এই পথটাই মুকসেদ ধরল। সিগ্রেট টানতে টানতে মাঘ সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাম পথে হাঁটতে হাঁটতে আশ্চর্য রকমের এক আনন্দে ডুবে যাচ্ছিল সে।

দবির গাছির বাড়ির সামনে এসেই মনের আনন্দময়তায় চির ধরে গেল মুকসেদের। এরকম সন্ধ্যারাতে কুপি বাতির আলো নাই কেন বাড়িতে! শীতকালের সন্ধ্যা অনেকখানি হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় গাছঝুরা শেষ করে বাড়ি ফিরে দবির। কাঁধের ভার উঠানে নামিয়ে বাড়ির লগে ডোবায় গিয়ে হাত পা ধুয়ে ঘরে এসে ঢোকে। খোলা দরজার সামনে বসে তামাক খায় বউবেটির লগে গল্প করে। তাদের মাঝখানে তখন কুপিও জ্বলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি বাতি না জ্বাললে দোষ (অকল্যাণ অর্থে) হয় গিরস্তের। দবিরের বউ নিশ্চয় তা জানে। তাহলে বাড়িটা আজ এমন অন্ধকার কেন? এমন নীরব নিঝুম হয়ে আছে কেন? বাড়িতে কি লোকজন নাই?

মুকসেদের মনের ভিতর তিরিশ চল্লিশ বছরের পুরানা চোরটা আড়মোড় ভাঙল। জেলখানায় এতদিন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল চোর। এইমাত্র যেন ঘুম ভেঙেছে তার, হাই তুলে আড়মোড় ভাঙতে শুরু করেছে।

হাতের সিগ্রেট ফেলে মুকসেদ দবির গাছির বাড়িতে এসে উঠল। উঠে বেদম খুশি। সত্যি বাড়িতে কেউ নাই! নিটাল বাড়ি, বড় ঘরের দুয়ারও খোলা।

এই দেখে মনের ভিতর আড়মোড় ভাঙা চোরটি মুকসেদের উঠে বসল, পুলকিত হল। এরকম নিটাল বাড়ি পড়ে আছে, তার ওপর দুয়ার ভাঙার কষ্টও নাই, দুয়ার আছে খোলা, এই ধরনের সুযোগ সমগ্র চোর জীবনেই কম পেয়েছে মুকসেদ। জেল থেকে বেরিয়েই গ্রামে যেদিন ফিরল সেদিনই এরকম সুযোগ, মুকসেদের মনে হল দেশ গ্রামের ময়মুরব্বিরা যে বলে 'আল্লায় যারে দেয় তারে ছাপ্পড় ফাইড়া দেয়' কথাটা একদম সত্য। গ্রামে আসার দিনই মুকসেদের মত চোরকে আল্লাহ আজ ছাপ্পড় ফেড়েই দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছে সব মানুষই সমান। চোর সাধু সবাই। সবাইকেই তিনি দেন।

AMARBOI.COM

দবির গাছি গরিব মানুষ। কী এমন সম্পদ আছে তার ঘরে যে মুকসেদ চুরি করবে! রস বেচা দুই চারশো টাকা হয়তো আছে, পিতল কাঁসার দুই একটা থাল বাসন, গেলাস, লোটা বদনা কলসি, এলুমিনিয়ামের হাড়ি গামলা, লোহার কড়াই এসব ছাড়া আর কি থাকে এই ধরনের গিরস্ত ঘরে! বউবেটির সোনা রূপার গহনা থাকবার কথা না। থাকলেও নাকফুল কানের মাড়কি (মাকড়ি)। সেসব জিনিস ঘরে নিশ্চয় সাজিয়ে রাখে না গরিব গিরস্ত বাড়ির বউঝিরা, সেসব থাকে অঙ্গে। সুতরাং এই বাড়ি থেকে আজকের এই সন্ধ্যারাতে কি চুরি করবে মুকসেদ! পিতল কাঁসার টুমটামের চেয়ে নগদ টাকাটা পেলে ভাল হতো। কোছড়ে নিয়ে ঝাড়া হাত পায়ে বাড়ি গিয়ে উঠতে পারত।

টাকাটা মুকসেদ পাবে কোথায়? খুঁজবে কেমন করে? চুরির কাজে টর্চ লাইট জরুরী। মুকসেদের সঙ্গে থাকেও। আজ নাই। থাকবে কী করে! জেলখানায় কি চুরি করার অস্ত্র সঙ্গে রাখতে দেয়! ইচ্ছা করলে টর্চ একটা জোগাড় করতে পারত মুকসেদ। ইব্রা যে তিনশো টাকা দিয়েছে সেই টাকা থেকে ছোট্ট একটা টর্চ কিনতে পারত। কিনা হয়নি মনে ছিল না বলে। তাছাড়া আজই যে টর্চের দরকার হবে তাই বা কে জানতো!

ইস এখন টর্চ লগে থাকলে সেই জিনিসের বোতাম টিপে টিপে ঘরের পটপাটি আনাচ কানাচ ব্যাগ সুটকেস বা ট্রাঙ্ক জাতিয় জিনিসগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখা যেত নগদ টাকা দবির কোথায় রেখেছে!

তারপরই মুকসেদের মনে হল পকেটে সিগ্রেট ধরাবার ম্যাচ আছে, ম্যাচের কাঠি জ্বেলে জ্বেলে কি চুরির কাজটা সারা যায় না!

কিন্তু কত কাঠি জ্বালবে সে! কতক্ষণ পারবে ওভাবে টাকা খুঁজতে। ম্যাচও অর্ধেকের বেশি শেষ হওয়া। কাঠি বেশি নাই।

মুকসেদের মেজাজ খারাপ হল। ধুত্তরি! আল্লাহর কারবারই এমন। সুযোগ দিয়েও কোথায় যেন একটা প্যাচ রেখে দেন। হব হব করেও যেন কাজ সহজে হতে চায় না।

তারপর একটু জেদ হল মুকসেদের। যা আছে কপালে, ম্যাচের কাঠি জ্বেলেই টাকা খোঁজার চেষ্টা সে করবে, চুরির চেষ্টা করবে।

AMARBOI.COM

নিঃশব্দে দবির গাছির ঘরে ঢুকে গেল মুকসেদ। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বালল। ম্যাচের ডগার ওইটুকু বারুদের জ্বলে ওঠায় তেমন কোনও কাজই হল না। অন্ধকার ঘরের মুঠ পরিমাণ জায়গা আলোকিত হল। সেই আলোয় ঘরের ভিতরকার তেমন কিছুই স্পষ্ট হল না, তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। তবু চেষ্টা মুকসেদ করতে লাগল। ঘরের একেকটা দিকে যায় আর একটা করে কাঠি জ্বালে। যতক্ষণ সম্ভব ধরে রাখে জ্বলন্ত কাঠি। হাতে যখন ছ্যাকা লাগে তখন ফেলে দেয়। এইভাবে তাক রসির শিকায় রাখা পটপাটি, চৌকির তলায় রাখা টিনের ফুলপাখি আঁকা ভাঙাচোরা সুটকেস, হাড়ি, মুড়ির জের এসব কোনও রকমে হাতিয়ে হাতিয়ে দেখল মুকসেদ। কোথাও একটা পাই পয়সাও পেল না। এদিকে ম্যাচের কাঠিও ফুরিয়ে আসছে। তবে এই ফাঁকে পিতলের ভারি ধরনের একটা বদনা আর মাঝারি মাপের একখান কলসি চোখে পড়ে গেল মুকসেদের। টাকা না পেয়ে সে ভাবল এই জিনিসই নিয়ে যাবে। মন্দ কি! এখন হাতে করে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে রাখবে, দুই একদিন পর ইব্রা ঢাকা থেকে ফিরলে তাকে দিয়ে দিলে সে দিঘলীর ভাণ্ডারিদের খবর দেবে, তারা ইব্রার বাড়িতে এসে নগদ

টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে। কম বেশি যা হোক টাকা কিছু আসবে। চুরিটা ব্যর্থ হল না।

শেষ পর্যন্ত এই কাজটাই মুকসেদ করল। ম্যাচের কাঠি যখন দুই তিনটায় এসে ঠেকেছে তখন পিতলের কলসি বদনা হাতে নিল। গভীর অন্ধকার ঠেলে দবির গাছির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু উঠানে নেমে মনের মধ্যে কেমন একটা কামড় দিল মুকসেদের। আচ্ছা এই গিরস্তের কোনও বড় রকমের বিপদ আপদ হয়নি তো! আচমকা খুব কাছের কারও মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সব ফেলে ছুটে যায়নি তো তারা! মৃত্যুর মতোই কোনও বিপদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের উপর, সেই বিপদ ঠেকাতে বাড়ির মানুষজন সবাই এতটাই উদগ্রীব হয়েছে, অন্য কোনও দিকেই আর খেয়াল নাই। শূন্য বাড়ি, দুয়ারখোলা ঘর কোনও কিছুতেই তাদের আর মন ছিল না। নাকি তারা জানে গ্রামের দাগীচোর মুকসেদ এখন জেলে। মুকসেদ গ্রামে না থাকলে শূন্য বাড়িতে দুয়ারখোলা ঘর পেয়েও আর কেউ আসবে না চুরি করতে!

এরকম চুরি কি আজকের আগে কখনও করেছে মুকসেদ! মানুষজন নাই, বাড়ির ঘরদুয়ার খোলা পড়ে আছে, রাতও তেমন হয়নি, মাত্র সন্ধ্যা, সন্ধ্যারাতে চুরি সত্যি মুকসেদ করেনি। এই ধরনের চুরি কি সত্যিকারের চুরি নাকি এই ধরনের কাজ করে একেবারেই নিচুস্তরের ছ্যাছরা চোরেরা! পকেটমার, গরু ছাগল মুরগিচোর বাজার হাট গঞ্জে দোকানী আর পাইকারদের সামান্য জিনিস হাত সাফাই করা ওসব তো ছ্যাছরা চোরদের কাজ! মুকসেদ কি ওই স্তরের চোর না তো! সে তো জীবনে এতটা নিচে কোনওদিন নামেনি। চুরি সে করেছে ঠিকই সেই চুরির কাজটাও করেছে বেশ সম্মানের সঙ্গে। গিরস্তের আথাল থেকে গরু চুরিটা সেই রকমের সুযোগ পাওয়ার পরও কোনওদিন করেনি মুকসেদ। গিরস্তবাড়ির লাকড়িঘরে রাখার ভাঙাচোরা ভেড়া বরকি (ছাগল) রাখে গিরস্তে, মুরগি রাখে কাঠটিনের বাক্সের মত খোয়াড়ে। ওসব চুরি অতি সহজ। পরিশ্রমই লাগে না। ইচ্ছা করলেই করা যায়। মুকসেদ কখনও করেনি। সে তার দলবল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে প্রথমেই বের করেছে কোন গ্রামের কোন বাড়ি অবস্থাপন্ন গিরস্তের। কোন বাড়িতে চুরি করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নাই, নগদ টাকা পয়সা সোনাদানা যা পাওয়া যাবে তাতে ভালই পোষাবে। এই চিন্তার পর চুরির পদ্ধতি বের করেছে। প্রথমেই সিঁদ কাটতে হবে ঘরের। সিঁদ কেটে গায়ে চপচপে তেল মাখা একটি চোর প্রথমে ঢুকবে ঘরে, ঢুকে আস্তে করে খুলে দিবে দরজা, সেই দরজা দিয়ে অন্যরা ঢুকে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে চুরি করবে। চুরির সময় সব চোরের গায়েই চপচপা তেল মাখা থাকবে। লুঙ্গি থাকবে শক্ত করে কাছা মারা, যাতে আচমকা লুঙ্গি টেনে না ধরতে পারে চুরির উদিস পাওয়া ঘুম ভাঙা কোনও গিরস্ত। জাপটে ধরলেও যাতে পিছলে যাওয়া যায় সেই কারণে ওরকম করে তেলমাখা থাকবে গায়ে। তারপরও ধরা বহুবার পড়তে হয়েছে মুকসেদকে। ওই যে কথা আছে 'দশদিন চোরের একদিন সাধুর' কথাটা সত্য। চোরদের বহুবিধ কায়দার পরও ধরা তাদেরকে কখনও না কখনও পড়তেই হয়। সে সব অন্যকথা। আসল কথা হচ্ছে এই এতদিনকার চোর জীবনে ওইসব কায়দায়ই চুরিটা মুকসেদ করেছে। আজকের মতো কখনও করেনি।

আজকেরটা কি চুরি না ছ্যাছরামি! যে ভাবে চুরিটা আজ মুকসেদ করছে এই চুরিতে

AMARBOI.COM

গৌরব নাই। এই চুরি যে কেউ করতে পারে! শূন্য বাড়ি, দুয়ার খোলা, এই ধরনের বাড়িতে চুরি করতে আসল চোর লাগে না। মুকসেদ তো আসল চোর। এই ধরনের চুরি সে করবে কেন?

এইসব ভেবে মুকসেদের অহংকারে বেশ বড় রকমের একটা ঘা লাগল। তাছাড়া যে দুইটা জিনিস সে চুরি করেছে ভাঙারিদের কাছে বেচলে কয়টাকাই বা দাম হবে! এই সামান্য জিনিসের জন্য এতদিনকার সত্যিকার চোর জীবনকে কলুষিত করবে মুকসেদ। না এই কাজ সে করবে না।

অন্ধকারে দবির গাছির ঘরের খোলা দুয়ার আন্দাজ করে মুকসেদ আবার ভিতরে ঢুকল, ঢুকে কলসি বদনা পায়ের কাছে রেখে প্রথমে ম্যাচ জ্বালল তারপর জিনিস দুইটা জায়গা মতন রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। উঠানে এসে বেশ একটা আরাম পেল সে। যাক ঠিক কাজটাই শেষ পর্যন্ত করেছে। মুকসেদের ইচ্ছা করল সিগ্রেট ধরাতে। বুক পকেটে হাত দিয়ে সিগ্রেটের প্যাকেট আর ম্যাচ বেরও করতে গেল তখনই মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দুই তিনজন মানুষ যেন হেঁটে আসছে এই বাড়ির দিকে। নিশ্চয় দবির গাছি আর তার বউবেটি হবে। এই অবস্থায় সিগ্রেট ধরাতে পারল না মুকসেদ। কেউ টের পাওয়ার আগেই বাড়ির পিছনে দিক দিয়ে চকে নামল। দ্রুত পা চালিয়ে কিছু দূর এসে হালটে উঠল, উঠে সিগ্রেট ধরাল। বুক জুড়ে মুকসেদের বেশ একটা স্বস্তির ভাব।

সেই যে সেদিনের সেই সন্ধ্যাবেলায় নূরজাহানকে এই বাড়িতে খুঁজতে এসেছিল দবির হামিদা সেই সন্ধ্যা থেকেই ঘুরেফিরে বহুকাল পিছনে ফেলে আসা একটা জীবনের কথা যখন তখন মনে পড়ে দেলোয়ারার। একজন মানুষের কথা মনে পড়ে।

সেই মানুষের নাম মজিদ, আবদুল মজিদ।

কতকাল আগের কথা! কতকাল আগে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন সেই মানুষ। সৈয়দপুরের ওদিকে আরেক বিয়ে করে সংসার পেতেছেন, সেই সংসারের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। কিন্তু দেলোয়ারার সঙ্গে তালাক বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। প্রকৃত অর্থে দেলোয়ারা এখনও তাঁর বৈধ স্ত্রী। এই স্ত্রীর কাছে আর কখনও ফিরে আসেননি তিনি। পলকের তরেও আর দেখা হয়নি দুইজন মানুষের। আজ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর।

সেদিনের পর থেকে এসব কথা খুব মনে পড়ে দেলোয়ারার। আবদুল মজিদ যে বেঁচে আছেন একথা জানেন তিনি। ঢাকায় বাসাবাড়ি নিয়ে থাকেন, পুরনা জীবনের কোনও কোনও মানুষের সঙ্গে পথেঘাটে কখনও কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়, দুইচারটা

AMARBOI.COM

কথা হয়, দুই দশবছরে সেসব কথা কখনও কখনও কানেও এসেছে দেলোয়ারার। শুনে কোনও কথা বলেননি তিনি, গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

কেন তাঁর সঙ্গে এমন করেছিলেন মানুষটি? কী দোষ ছিল তাঁর? কোন অপরাধে তাঁর জীবন এমন তছনছ করে চলে গেলেন তিনি! নিজে ঠিকই গুছিয়ে নিলেন জীবন, দেলোয়ারাকে ঠেলে দিয়ে গেলেন বোনের সংসারে। পরের ঘরের সন্তান সন্ততিকে ঠিকই বুক দিয়ে আগলে বড় করলেন, শুধু প্রথম সন্তানটিকে ফেলে দিয়ে গেলেন মায়ের সঙ্গে। স্ত্রীর দিকে না হোক মেয়েটির দিকে তো ফিরে তাকাতে পারতেন! দূরে থেকেও তো কোনও না কোনওভাবে থাকতে পারতেন মেয়ের পাশে। অন্তত মেয়ের বিয়ের দিন তারও পরে কোনও না কোনওদিন তো এসে দাঁড়াতে পারতেন মেয়ের সামনে। মাফিনের জামাই ডালু হোসেন ভালো ছেলে। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে খুবই সুখের জীবন এখন মাফিনের। মেয়ের জামাই কেমন হল, নাতী নাতকুররা কেমন হল, এইসব অছিলায়ও তো কোনও না কোনওদিন এসে দাঁড়াতে পারতেন মেয়ের সামনে। মেয়ে কি একটিও কটুকথা বলতো তাঁকে। তেমন বেয়াদপ মেয়ে কি দেলোয়ারা জন্ম দিয়েছেন!

আজ গভীর রাতে ঘুম ভাঙার পর এসব কথা মনে পড়ল দেলোয়ারার।

কদিন ধরে রাত দুপুরে, ভোররাতে হঠাৎ হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায় দেলোয়ারার। তারপর কিছুতেই আর ঘুম আসে না।

ভোররাতে ঘুম ভাঙলে ঘুম আর না এলেও অসুবিধা নাই। খাটালে রাখা বালতিতে অজুর পানি থাকে। বদনা থাকে। উঠে অজু করে জেরিনে বসে ফজরের নামাজ পড়েন। তখনও ভোরের আলো ফোটে না। শেষ মাঘের ভোর থাকে কুয়াশায় মোড়া। কুয়াশা ভেঙে আলো আসতে সময় লাগে। নামাজ শেষ করার পরও অনেকটা সময় হাতে থাকে দেলোয়ারার। সময়টা তিনি কোরান শরিফ পড়ে কাটান। রেহালের ওপর কোরান শরিফ রেখে, পাশে উসকে দেওয়া হারিকেন, হারিকেনের আলোয় পবিত্র কোরানের বাণী তাঁকে পৌঁছে দেয় অন্য এক জগতে। সেই ফাঁকে কখন ফুটে ওঠে দিনের আলো দেলোয়ারা টের পান না।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙলে বড় কষ্ট। সময় কাটতেই চায় না। তখন মনে পড়ে জীবনের ফেলে আসা দিনের কথা। আবদুল মজিদের কথা।

আজও মনে পড়ল।

আবদুল মজিদ খুবই সুপুরুষ ছিলেন। লম্বা সুন্দর স্বাস্থ্য, গমগমে গলার আওয়াজ, মাথা ভর্তি ঘন কোকড়া চুল, গোঁফদাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। চোখ যাত্রার নায়কদের মতো টানাটানা। সেই চোখে সহজে পলক পড়তো না। তাঁর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যেত না। আবদুল মজিদের গায়ের রঙ ছিল কালোর দিকে। কথা বলতেন সুন্দর করে। কথার সঙ্গে মধুমাখা তো তাঁর ছিলই, আর ছিল মন ভুলানো হাসি। যে কারও সঙ্গে কথা বলার সময় ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিতেন তিনি খুবই শিক্ষিত মানুষ, অন্যের সঙ্গে তাঁর অনেক ব্যবধান। ময় মুরব্বিদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিনয়ে গলে পড়তেন। আলতাবউদ্দিন সারেঙের ছোটমেয়ে দেলোয়ারার স্বামী হয়ে তিনি যখন মেন্দাবাড়িতে এসে উঠলেন, দশদিকের আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে গ্রামের প্রায় সবাই আবদুল মজিদকে দেখে মুগ্ধ, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সামনা

সামনি দাঁড়িয়ে তো লোকে আর লোকের প্রশংসা করতে পারে না, সেটা শোভনও না, করতে হয় আড়ালে আবডালে। আরে ও মিয়া, হোনছো, জামাই পাইছে একখান মেন্দাবাড়ির বড় সারেঙে। চাম্পিয়ান জামাই। আমাগো গেরামে এই রকম জামাই আর কেঐর নাই।

আবদুল মজিদের প্রশংসাও চলছিল এই ভাবেই, আড়ালে আবডালে।

আলতাবউদ্দিন সারেঙ তখন বেঁচে নাই, কয়েক বছর আগে গত হয়েছেন। গত হওয়ার আগে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বদ্ধ না, আধাপাগল। দেলোয়ারার ছোট একটা ভাই ছিল, টগর। জ্বরে মাথায় বিকার হয়ে গেল। এক বিকালে কাজির পাগলার জলধর ডাক্তার এলেন দেখতে। কী একটা ইনজেকশান দিলেন বিকার কমাবার জন্য। সেই ইনজেকশানের পর টগরের শুধু হাই ওঠে, হাই ওঠে। ওই হাই ওঠা দেখে ডাক্তারি ব্যাগ হাতে অতিমোটা শরীর নিয়েও দ্রুত চলে গেলেন জলধর, ভিজিটও নিলেন না। তার কিছুক্ষণ পরই মায়ের কোলে মাথা রেখে গত হল টগর।

ভাইয়ের মৃত্যুর কথা বাবাকে গিয়ে বলেছিলেন আনোয়ারা। চিৎকার করে কাঁদছিলেন তিনি, বিলাপ করছিলেন, সেই বিলাপের ফাঁকেই বাগানের ছায়ায় হাতলআলা চেয়ারে বিকালবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে বসে থাকা আলতাবউদ্দিন সারেঙকে আনোয়ারা বললেন, ও বাবা, আব্বা, আপনে এহেনে বইয়া রইছেন আর ঐমিহি তো টগর মইরা গেছে!

হায় হায়! সব্বনাশ! টগর মইরা গেছে! বলে কয়েকবার বুক চাপড়ালেন তিনি, তারপর আবার উদাস হয়ে গেলেন।

এসবের কিছুদিন পর গত হলেন আলতাবউদ্দিন সারেঙ। জাহাজের চাকরিতে তাঁর একজন কর্মচারী ছিল, আলী আহম্মদ। নোয়াখালির লোক। আনোয়ারা দেলোয়ারার চেয়ে বয়সে বড়, এতই বাধ্যক আলতাবউদ্দিনের, আলতাবউদ্দিনকে ডাকতো বাবা। আলতাবউদ্দিনও তাকে ছেলে হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। বাড়ি এলে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। বলতেন, আলী আহম্মদ আমার পোলা, পালুক পোলা।

সেই পালক পোলা জাহাজ থেকে একবার আলতাবউদ্দিনের জমানো সবটাকা উধাও করে দিল আর খাবারের লগে কী কী সব মিশায়া দিল তাঁকে মেরে ফেলার জন্য। মারা আলতাবউদ্দিন গেলেন না, গেলেন পাগল হয়ে। সেই অবস্থায় বাড়ি এসে দিন কাটালেন কিছুদিন, বাগানের ছায়ায় বসে উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তারপর ছেলের মৃত্যুর কিছুদিন পর তিনিও ছেলের পথ ধরলেন।

সারেঙ নাই কিন্তু তাঁর নামডাকটা ছিল। সেই নামডাকের জোরে আবদুল মজিদের প্রশংসার লগে আলতাবউদ্দিন সারেঙের নামটাও উঠতো। সারেঙ যেমন আলী আহম্মদকে ছেলে বানিয়েছিলেন আবদুল মজিদকে তেমন ছেলে বানিয়েছিলেন গ্রামের নিঃসঙ্গ ডাক্তার মনীন্দ্র ঠাকুর। হিন্দুর ঘরে মুসলমান ছেলে। ঠাকুর বলতেন, অর নামের লগেও আমার মিল আছে। বাপ পোলার একরকমঐ নাম। আমি মনীন্দ্র ও মজিদ। দুইখান নামঐ শুরু হইছে ম দিয়া।

এই সুপুরুষ সুশিল, মানুষের প্রশংসা আর ভালবাসায় ডুবে থাকা মজিদের ভিতর ছিল আরেকজন মানুষ। বাইরের মানুষটির সঙ্গে তার কোনওই মিল নাই। আলী

AMARBOI.COM

আহম্মদের মতো, উপরে এক ভিতরে আরেক। স্বার্থের কারণে হাতের মুঠায় বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেলোয়ারার জন্য মজিদের সম্বন্ধ এনেছিল কামারগাঁওয়ের মতিউর, মতিউর রহমান। লতায় পাতায় দেলোয়ারাদের সে আত্মীয়। আলতাবউদ্দিন সারেঙের বেশ দূর সম্পর্কের ফুফাতো বোনের ছেলে। মজিদ ছিল মতিউরের বন্ধু। প্রস্তাবটা মতিউর দিয়েছিল তার মামা মন্তাজউদ্দিন শেখকে। মেন্দাবাড়ির পুব দক্ষিণ কোণে মন্তাজউদ্দিনের এক ঘরের ছোট্ট বাড়ি। আগে জাহাজের ইঞ্জিন মিস্ত্রিরির হেলপার ছিলেন, ঘটনার কিছুদিন আগে স্ত্রীর প্ররোচণায় ওই কাজ ছেড়ে বাড়ি এসে গিরস্থি শুরু করেছেন। গোয়ালে দুখানা দুধেল গাই গরু, উত্তরের ভিটায় কাশের শুকনো পাতা আর পাটখড়ির চাল বেড়া দেওয়া ছোট্ট রান্নাঘর। পশ্চিমের ভিটায় টিনের দোচালা ঘর, এক চিলতে উঠান আর একটি মাত্র ছেলে আমিনুল এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর সংসার মন্তাজউদ্দিনের। তখনও তাঁর মেয়ে হামিদা জন্মায়নি। অতি বিনয়ী সরল আর ভাল মানুষ তিনি। মতিউরের প্রস্তাবের পর আগে মজিদের যত রকমের খোঁজ খবর নেওয়া সম্ভব নিলেন। তারপর দেলোয়ারার মা আম্বিয়া খাতুনের কাছে গিয়ে এক বিকেলে পেশ করলেন, ভাবীছাব, দেলরার লেইগা একখান সমন্ধ আনছি।

আম্বিয়া খাতুন ছোটখাট একহারা গড়নের, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা মানুষ। চিঠিপত্র লিখতে জানতেন, বাংলা পড়তে পারতেন। আলতাবউদ্দিন সারেঙের দ্বিতীয় স্ত্রী। মেন্দাবাড়ির বড় সারেঙের বউ হয়ে আসার সময় চামড়ায় বাঁধানো 'বিষাদ সিন্ধু' বইখানা গভীর মমতায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আজার সময়ে বইখানা তিনি পড়তেন। 'বিষাদ সিন্ধুর' পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ ছিল। কুমারভোগের খাঁ বাড়ির মেয়ে। বাবা আফজাল খাঁ পেশায় বনেদী দর্জি। গ্রামের বাড়িতে স্ত্রীকে রেখে নিজে থাকতেন গাইবান্ধায়। ছয়মাসে এক বছরে বাড়ি আসতেন। স্ত্রীর গর্ভে ছেলেমেয়ে আসত প্রায়ই বাঁচত না। এসব কারণেই কি না কে জানে শেষ পর্যন্ত গাইবান্ধার পাট চুকিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন তিনি, মাওয়ার বাজারে দর্জি দোকান খুলে বসেছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তারপর তাঁর দুইটি ছেলেমেয়ে হল, আম্বিয়া আর আবেদীন, আল্লাহর রহমতে দুইজনেই তাঁরা বেঁচে গেল।

এদিকে আলতাবউদ্দিন সারেঙের প্রথম বিয়ে হয়েছিল এই কুমারভোগ গ্রামেই। বিয়েতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। কারণ পাত্রী তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি নিজে সুন্দর পুরুষ। একটু মোটাধাচের শরীর গায়ের রং পাকা শবরিকলার মতো আর পাত্রি রিতীমতো কালো, অসুখে ধরনের রোগা পটকা শরীর, মুখে লাবণ্য নাই, হাসি নাই, যেন সারাক্ষণই দুনিয়ার ওপর বিরক্ত হয়ে আছেন। তবুও বিয়ে তাঁদের হয়েছিল, বছর দেড়েকের মাথায় একটি মেয়েও জন্মাল। সেই মেয়ের নাম আতবজান বিবি। দেলোয়ারারা ডাকে 'আতবি বুজি'।

আতবজানের জন্মের বছর দুয়েকের মাথায় তাঁর মা গলায় দড়ি দিল। হয়তো শরীরের ভিতরকার অচেনা অসুখ এবং স্বামীর অবহেলার কারণে বেঁচে থাকতে ভাল লাগেনি তাঁর।

আলতাবউদ্দিন তখন জাহাজে। কলকাতা থেকে জাহাজ এসেছে নারায়ণগঞ্জে।

AMARBOI.COM

সেখানে বসেই খবর পেলেন। তারপর সেই যে ময়মুরব্বিদের চাপে বিয়ে করে, স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকরাত্রি কাটিয়ে সারেঙের কাজে গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে জাহাজে চড়েছিলেন, এদিকে স্ত্রী গর্ভবতি হয়েছেন, যথা সময়ে একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, সেই কন্যা সন্তান হাঁটতে শিখে গেল, সব খবরই তিনি পেয়েছেন কিন্তু বাড়িমুখি আর হননি। না স্ত্রী না কন্যা কারও প্রতিই তাঁর কোনও টান জন্মায়নি। কিন্তু মৃত্যু বলে কথা, তাও গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু, আত্মহত্যা, তার ওপর ওইটুকু শিশুকন্যা ফেলে, এই ঘটনার পর যে মানুষের বুকের ভিতর সামান্যও মনুষত্ব আছে সে কেমন করে বাড়ি না ফিরে?

আলতাবউদ্দিনও ফিরেছিলেন। ফিরে দেখেন তাঁর মাহারা কন্যা আতবজানকে পিতার স্নেহে বুকে তুলে নিয়েছেন মাজারো ভাই সালতাবউদ্দিন। আতবজানও সালতাবউদ্দিনকেই বাপ ডাকতে শুরু করেছে। দেখে তিনি শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

বড় ভাইয়ের জন্য সালতাবউদ্দিনের ছিল বেজায় টান। ময়মুরব্বিদের চাপে বিয়ে করে ভাইয়ের জীবন ছেড়াভেড়া হয়ে গেছে ভেবে ভাইয়ের জীবন কেমন করে গুছিয়ে দেওয়া যায়, আতবজানকে কোলে নিয়ে প্রায়ই এসব ভাবতেন তিনি। তাঁর নিজেরও ততোদিনে সংসার হয়েছে। সংসারে দুইটি ছেলেমেয়ে, হাফিজুর রহমান, বাড়ির লোকে ডাকে হাবজা আর পরির মত সুন্দর মেয়ে শাফিয়া খাতুন। আপন ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে ভিড়তে সাহস পায় না কিন্তু আতবজান আছে তাঁর ঘাড়ে পায়ে। ক্ষেতখোলা দেখতে বিলবাওড়ে গেলেও আতবজানকে তিনি কোলে কাঁধে করে নিয়ে যান, মাওয়ার বাজারে ইলিশমাছ কিনতে গেলেও তাঁর সঙ্গে আছে আতবজান।

কিন্তু বড় ভাইয়ের জীবন কেমন করে গুছিয়ে দেবেন সালতাবউদ্দিন, কেমন করে তাঁকে করবেন সংসারসুখি, এই চিন্তায় শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ভাইকে আবার বিয়ে করাবেন। গোপনে মেয়ে দেখতে শুরু করলেন। খবর পেলেন কুমারভোগের আফজাল খাঁর মেয়ে আম্বিয়া খাতুনের। আলতাবউদ্দিন নিজেও দেখলেন মেয়ে, পছন্দ হল। কিন্তু এই বাড়িতে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইলেন না আফজাল খাঁ। আলতাবউদ্দিন বিপত্নিক তাঁর একটা মেয়ে আছে সমস্যাটা এখানে না, সমস্যা হচ্ছে বাড়িটা। আফজাল খাঁ জেনেছেন বাড়িটা ছিল হিন্দুদের, জোরজবরদস্তি বাড়ি দখল করে সেখানে ঘরদুয়ার তুলে হিন্দুবাড়িকে মেন্দাবাড়ি করা হয়েছে। জবরদখলকারীদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিবেন না তিনি।

কী করলে দিবেন?

আফজাল খাঁ শর্ত দিলেন প্রকৃত মালিকের কাছে থেকে ন্যায্য দামে বাড়ি রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে আর তাঁর মেয়েকে রাখতে হবে অতি সম্মানে, মেয়ে যা চাইবে তাই হবে। তার কোনও অমর্যাদা হতে পারবে না।

শর্ত মেনে নেওয়া হল। বাড়ির আসল মালিকের সঙ্গে সমঝোতা করে তাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে লৌহজংয়ের সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বাড়ি রেজিস্ট্রি করা হল আলতাবউদ্দিন সালতাবউদ্দিন আর ইস্তাজউদ্দিন এই তিন ভাইয়ের নামে। তারপর দ্বিতীয় বিয়ে হল আলতাবউদ্দিনের। আম্বিয়া খাতুন এই বাড়ির বড়বউ হয়ে এলেন। এসে নিজগুণে স্বামী আর বাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে নিলেন নিজের হাতে। স্ত্রী প্রেমে মশগুল

হয়ে গেলেন আলতাবউদ্দিন। আগে বছরের পর বছর যে মানুষ বাড়ি ফিরতেন না সেই মানুষই তারপর থেকে বছরে তিনমাস থাকেন বাড়িতে। একটার পর একটা সন্তান হতে লাগল তাঁর। বেশির ভাগই আতুজ ঘরে মারা যেত। শেষ পর্যন্ত টিকল তিনজন, আনোয়ারা দেলোয়ারা আর টগর। সাতআট বছর বয়সে টগরও চলে গেল।

স্বামী সন্তানের শোক সামলেও নিজের মাথাটা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন আম্বিয়া খাতুন, ব্যক্তিত্বটা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এজন্য মন্তাজউদ্দিনের প্রস্তাব শুনেই লাফিয়ে উঠলেন না। ধীর শান্ত গলায় বললেন, কোন গেরামের পোলা?

আম্বিয়া খাতুনের আচরণে মন্তাজউদ্দিন ধাক্কা খেলেন। তাঁর ধারণা ছিল মেয়ের জন্য সম্বন্ধ এসেছে শুনে ভাবীছাব একেবারে লাফিয়ে উঠবেন। কাছেপিঠে যাকেই পাবেন তাকেই ডেকে বলবেন, তাড়াতাড়ি জলচকি আন। ছোডমিয়ারে বইতে দে। তারপর একথাল মুড়ি দিবেন, বাড়িতে তৈরি নারকেল কোড়া মিশানো অতি স্বাদের খাজুইড়া মিঠাই (খেজুরে গুড়) দিবেন মুঠ পরিমাণ। গুড় না থাকলে নারকেলের তোয়াক (রসের তৈরি ঝোলাগুড়) দিবেন মুড়ির ওপর ছড়িয়ে। জলচৌকিতে বসে আরামসে সেই মজাদার জিনিস খেতে খেতে পাত্রের নাড়িনক্ষত্রের হিসাব দিবেন মন্তাজউদ্দিন আর সেই ফাঁকে ভাবীছাব নিজ হাতে, অতিযত্নে তাঁর জন্য তৈরি করবেন আগিলা দিনের মগের মত কাচের কাপের এককাপ দুধ চা। কী স্বাদ সেই চায়ের! দুধের পুরু সর ভাসে চায়ের উপর। মুখে দিলে মনে হয় এই জীবনে এত স্বাদের জিনিস আর কখনও খাওয়া হয়নি, হবেও না কোনওদিন।

মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।

দেলোয়ারার বিয়া নিয়ে ভাল রকমের উৎকণ্ঠায় আছেন আম্বিয়া খাতুন। বড়মেয়ে আনোয়ারার বিয়ের ঘটকালি করেছিল কাজির পাগলার মেছের ঘটক, সেই লোকটাকে লাগানো হয়েছে দেলোয়ারার জন্য পাত্র খুঁজে বের করবার কাজে, বেশ কয়েকমাস ধরে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, আসতে যেতে টাকা পয়সা নিচ্ছে কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাচ্ছে না, এসব কথা মন্তাজউদ্দিন জানতেন। জানতেন বলেই তাঁর ধারণা হয়েছিল, সম্বন্ধর কথা শুনে আম্বিয়া খাতুন পাগল হয়ে যাবেন। মন্তাজউদ্দিনের জন্য কী রেখে কী করবেন দিশা পাবেন না।

তখন বসন্তকাল। ফাল্গুন মাসের মন কেমন করা বিকালবেলা। আনোয়ারা স্বামী সন্তান নিয়ে দেশে এসেছে বেড়াতে। দুপুরের ভাত খেয়ে গিয়াসউদ্দিন সাহেব চলে যান ফুফাতো সম্বন্ধি দলিল মন্নাফ সাত্তার জলিলদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। এনামুল এই এতটুকু। বাড়ির অন্যান্য শরিকের পোলাপান ছানা সেন্টু রব মোতালেব তালেব জাহাঙ্গির এনামুলের বয়সের কাছাকাছি, তাদের সঙ্গে এনামুল চলে যায় খাঁইগো বাড়ির মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে। কখনও কখনও পুরানবাড়ির মাঠেও ফুটবল খেলা হয়। এই বাড়ির গনি হামিদ ননী আর আলতাবউদ্দিনের প্রথম পক্ষের মেয়ে আতবজানের তিনছেলে সেরু জহু নজু, সমেদ খাঁর নাতী আইয়ুব এই কজন মিলে ফুটবল খেলে। এনামুলরা এই খেলাও দেখে কোনও কোনওদিন। আবার নিজেরাও পুরনা ত্যানা প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে ফুটবল বানিয়ে সেই ফুটবল নিয়ে ছুটাছুটি করে পুরানবাড়ির মাঠে। আনোয়ারার মেয়ে আকতার তখন বেশ ছোট আর মিলু তখনও কোলে। আকতারের

AMARBOI.COM

বয়সী আনোয়ারার ছোট চাচা ইন্তাজউদ্দিনের মেয়ে ভানু। দুইজনে খুব ভাব। সারাক্ষণ গলাগলি করে আছে।

সেই বিকালে নিমতলার জোড়াচুলার পারে আমকাঠের পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন আম্বিয়া খাতুন। মেয়ের জামাইকে তিনি ডাকেন খোকার বাপ। খোকার বাপ বিবিখানা পিঠা খুবই পছন্দ করেন। দুই চুলায় দুই খান বিবিখানা পিঠা বসিয়েছেন তিনি। বড়ঘরের দক্ষিণের ছেমায় পিঁড়ি পেতে বসেছে আনোয়ারা, তাঁর পিঠের কাছে বসে হাফেজের বউ বিলি কেটে কেটে মাথা থেকে উকুন এনে মারছে। উকুন ধরার জন্য দুউ আঙুলের নখে একটা করে ঠোকর দেয় হাফেজের বউ আর সেই ঠোকরে আনোয়ারার চোখের ঢুলু ঢুলু ভাব কেটে যায়।

দেলোয়ারা ছিল বাগানে। তার কোলে তখনও পর্যন্ত আনোয়ারার ছোটছেলে মিনু। মিনুকে খুবই ভালবাসে দেলোয়ারা। সেই বিকালে ছেলেটাকে নিয়ে নানা রকম আদর সোহাগ করছিল সে। আর সেই ফাঁকে নিমতলার চুলারপারে তার বিয়ের কথা বলছিল মন্তাজউদ্দিন। পোলার বাড়ি ভাবীছাব কামারগাও।

পুরানবাড়ির ফতির মা এসে কিছুদিন ধরে থাকছে এই বাড়িতে। আম্বিয়া খাতুনের ফুটফরমাস খাটে, বিনিময়ে তিনবেলার খাওয়া থাকা আর কখনও কখনও একখানা পুরনো শাড়ি। বড়ঘর থেকে কী কাজে বাইরে এসেছে সে, এসে দেখে মন্তাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দেখে নিজ গরজেই জলচৌকি এনে দিয়েছে।

জলচৌকি দেখেও সহজে বসতে পারছিলেন না মন্তাজউদ্দিন। ভাবীছাব না বললে বসেন কী করে!

আম্বিয়া খাতুন বিবিখানা পিঠা নিয়ে ব্যস্ত। তবু এক ফাঁকে চোখ তুলে তাকালেন মন্তাজউদ্দিনের দিকে। আগের মতোই ধীর শান্ত গলায় বললেন, বহো।

মন্তাজউদ্দিন বিগলিত ভঙ্গিতে বসল। হাসি হাসি মুখ করে বলল, কামারগাওয়ের পোলা। আমাগো মতিউরের দোস্ত। দুই বছর আগে দোস্তালী পাতাইছে।

পোলাগো জাতবংশ কেমুন?

ভাল, বহুত ভাল। সামকরা বংশের পোলা। তয় এতিম। বাপ মা কেঐ নাই। তিনভাই বইন। বড় বইনের বিয়া অইছে হাতারপাড়া। ছোড ভাইডার নাম হামেদ আর পোলার নাম মজিদ। আবদুল মজিদ।

চিন্তিত চোখে মন্তাজউদ্দিনের দিকে তাকালেন আম্বিয়া খাতুন। বাপ মা নাই, বইনের বিয়া অইয়া গেছে, পোলাগ সংসার তাইলে চলে কেমতে?

মন্তাজউদ্দিন তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন, আপনের লগে মিছাকথা আমি কমুনা। বিয়াশাদির সমন্ধে একখান মিছাকথা কইলে হেই একখান মিছা ঢাকতে দশখান মিছা কইতে অয়। তার বাদেও চাইপ্‌পা রাখন যায় না কিছু। মিছা একদিন ধরা পড়েই।

হ মূইল্যবান কথা কইছো।

পোলাগ ভাবীছাব বাড়িঘর সংসার মংসার কিচ্ছু নাই। আত্মীয় স্বজনও নাই। এক বাইত্তে জাইগির থাইক্কা মেট্রিক পাস করছে। ছোডভাই থাকে আরেক বাইত্তে। হেই ভাইও মনেঅয় লেখাপড়া করে। মজিদ ছাত্র ভাল। দেখতে শোনতে ভাল। লেখাপড়ার বেদম ইচ্ছা। ঢাকায় থাইক্কা কলেজে পড়তে চায়। যে অর পড়ার খরচা চালাইবো হেই

বাইত্তে বিয়া করবো। মাইয়া বোবা কানা অইলেও আপিত্তি নাই। আল্লার রহমতে আমাগো দেলরা তো বোবাও না, কানাও না। মেন্দাবাড়ির রূপবতী মাইয়া। আর আপনে অইলেন লেখাপড়ার সমজদার। এতিম মিসকিন পোলা অইলে আপিত্তি নাই আপনের। আপনি খালি চান পোলাডা দেকতে ভাল আর বিদ্যান। আনোরার জামাইও তো অমুনঐ। এতিম। দুইন্নাইতে কেঐ নাই। দেকতে ভাল আর মেট্টিক পাস। এর লেইগাঐ মাইয়া বিয়া দিয়া জামাই আপনে এই বাইত্তে লইয়াইছেন। মজিদরেও এমনেঐ লইয়াহেন। দুই মাইয়ার দুই জামাইঐ ঘরজামাই।

মন্তাজউদ্দিনের কথা মনে ধরল আম্বিয়া খাতুনের। মন্তাজউদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, কথা বুজলাম। তয় আমার অইলো এক কথা। আগে পোলা দেহান লাগবো আমারে। পোলা দেইক্কা যুদি পছন্দ হয় তাইলে আর কথা নাই। ঢাকায় রাইক্কা কলেজে তারে আমি পড়ামু। কোনও অসুবিদা নাই। তুমি খালি পোলাডারে লইয়াহো। আমারে দেহাও।

একথা শুনে ফুর্তিতে আর বাঁচেন না মন্তাজউদ্দিন। জলচৌকি ফেলে লাফিয়ে উঠলেন। থালভর্তি মুড়ি, নারকেল কোড়া মিশানো অতি স্বাদের খেজুরে গুড় আর দুধের সর ভাসানো চা কোনওটাই যে জোটেনি সেই দুঃখের কথা ভুলে গেলেন। উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, কাইলঐ মতিউররে আমি খবর দিতাছি। দুই চাইর দিনের মইদ্যেঐ মজিদরে লইয়াইতে কইতাছি।

তিনদিনের দিন দুপুরের পর মজিদকে এনে হাজির করলেন মন্তাজউদ্দিন। সঙ্গে মতিউর ছাড়াও আছে মজিদের আরেকজন দোস্ত, মোস্তফা।

আম্বিয়া খাতুন মজিদকে দেখে মুগ্ধ। বাড়ির সবার অবস্থাও আম্বিয়া খাতুনের মতোই। আনোয়ারাও পছন্দ করলেন মজিদকে, কিন্তু তার স্বামী গিয়াসউদ্দিন সাহেব কোনও কথা বললেন না।

বাড়ির মহিলারাও আড়াল আবডাল থেকে দেখছিল মজিদকে। চোখে মুখে মুগ্ধতা সবার। হাসি হাসি মুখে এ ওর সঙ্গে হাকিহুকি করছে। মজিদকে নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন বয়সীর বিভিন্ন দল হয়েছে। আম্বিয়া খাতুনের পাশে আছেন তার দুই জা, পাশের বাড়ি থেকে এসেছেন আমিনুলের মা, তিনি আছেন দেলোয়ারার সঙ্গে। আনোয়ারাও আছে দেলোয়ারার পাশে, তার পাশে আছে হাফেজের বউ। আকতার আর ভানু গলাগলি করে হাঁটছে বারবাড়ির দিকে। গনি হামিদ ননী আছে একদলে, তাদের সঙ্গে আছে সেরু জহু নজু। রব মোতালেব তালেব, ছানা সেন্টু জাহাঙ্গির ওদের সঙ্গে আছে এনামুল। মিলুকে কোলে নিয়ে ঘুরছে ফতির মা। দলিল মন্নাফেরা আছে গিয়াসউদ্দিন সাহেবের পাশে। মনীন্দ্র ঠাকুর এসেছেন, পুরানবাড়ির নোয়াব আলী এসেছেন, সব মিলে জমজমাট অবস্থা।

মজিদের সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার মনীন্দ্র ঠাকুরই বলছিলেন। কথায় পটু লোক তিনি। নানারকম মারপ্যাঁচ দিয়ে কথা বলছিলেন। মজিদের ওই এক কথা, আমি লেখাপড়া করতে চাই, বিএ এমএ পাস করতে চাই। এছাড়া জীবনে আমার কিছু চাওয়ার নাই। আপনারা আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিলে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। মেয়েও দেখতে চাই না।

AMARBOI.COM

মজিদের পরিষ্কার কথা শুনে আম্বিয়া খাতুনের দিকে তাকালেন মনীন্দ্র। আম্বিয়া খাতুন চোখ ইশারা করলেন। অর্থাৎ তিনি রাজি। মনীন্দ্র তবু কথার প্যাঁচটা ছাড়লেন না, চালিয়েই গেলেন। ঠিক আছে তোমার লেখাপড়ার দায়িত্ব আমরা নিমু। তুমি তোমার গার্জিয়ানগো লইয়া আসো। তাগো লগে কথাবার্তা কই।

এক পলক মনীন্দ্রর দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল মজিদ। আমার কোনও গার্জিয়ান নাই। আমিঐ আমার গার্জিয়ান।

তোমার যে তেমুন কোনও আত্মীয় স্বজন নাই সেই খবর আমরা পাইছি। তয় তোমার তো বড় বইন আছে, বইন জামাই আছে তাগো নিয়াসো।

না তাগোও আমি আনতে চাই না।

ক্যা? অসুবিধা কী?

আমার ব্যাপারে অন্যের চিন্তা ভাবনা আমি ডিজলাইক করি।

ডিজলাইক কথাটা অনেকে বুঝল না। মনীন্দ্র ঠাকুর হাসিমুখে শব্দের অর্থটা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আবার মজিদকে নিয়ে পড়লেন। গার্জিয়ান ছাড়া মাইয়া তোমার কাছে আমরা কেমতে দেই, কও?

মাইয়া তো আপনেরা দিতাছেন না। মাইয়া এই বাইত্তেঐ থাকবো। আমি আমার স্টাডির লেইগা চইলা যামু ঢাকায়। মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসবো।

মজিদের এই ধরনের কথা অনেকের কাছেই ভাল লাগছিল না। একে নিজের বিয়ের সব কথা নিজেই বলছে তার ওপর শ্বশুরবাড়িতে থাকাটাকা ইত্যাদি কেমন যেন শোনাচ্ছিল। এই ধরনের কথা সবচেয়ে অপছন্দ গিয়াসউদ্দিন সাহেবের। তিনি খুবই চাপা স্বভাবের মানুষ। তবে তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। দলিল মন্নাফের পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে বাগানের দিকে চলে গেলেন তিনি। স্বামীকে ওভাবে চলে যেতে দেখে আনোয়ারা ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনিও গেলেন পিছু পিছু। গিয়াসউদ্দিন সাহেবের তামাক খাওয়ার অভ্যাস। আনোয়ারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনেরে তামুক সাইজ্জা দিমু?

গিয়াসউদ্দিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, দেও।

আনোয়ারা তামাক নিয়ে আসার পর স্ত্রীকে বললেন, এমুন একখান বেদ্দপের কাছে মাইয়া বিয়া দেওনের লেইগা আম্মায় পাগল হইয়া গেছে ক্যা? তোমার বইনের কি বিয়া অইবো না?

আনোয়ারা বললেন, যার মাইয়া হেয় যুদি দিতে চায় আমগো অসুবিধা কী? দেউক।

অসুবিধা আছে?

কীয়ের অসুবিধা?

বেদ্দপটা আমার ভায়রা অইবো।

তখনই ফতির মা এসে ডাকল আনোয়ারাকে। ঐ আনোরা, তর মায় তরে ডাক পারে। জামাইরেও যাইতে কয়।

হুঁকা রেখে তাঁরা বড়ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। মজিদের সঙ্গে দেলোয়ারার বিয়ে ততোক্ষণে পাকা। কাল দুপুরে বিয়ে হবে। মজিদ তার দুই বন্ধুসহ এই বাড়িতেই থাকবে আজ। কাল দুপুরে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কয়েকদিন এই বড়িতে থেকে ঢাকা যাবে কলেজে পড়তে।

AMARBOI.COM

বেশ একটা সাজ সাজ রব পড়ল বাড়িতে। বিয়ের আয়োজনে যে যার মতো ব্যস্ত হল। মাওয়ার বাজারে গিয়ে সেই রাতেই হ্যাজাগবাতি নিয়ে এল গনি হামিদ ননী। সেরু জহু খাসি কিনে আনল দোগাছির এক গিরস্ত বাড়ি থেকে। মসলা বাটতে বসে গেল বাড়ির মহিলারা। হাজামবাড়ির অজুফা এসে বসল পিঁয়াজ কাটতে। মনীন্দ্র ঠাকুর কাজির পাগলা থেকে মাইক নিয়ে এলেন গান বাজনার জন্য। কিছু বমও আনলেন। রব মোতালেবরা ঠাসঠুস করে ফোটাতে লাগল সেই সব বম। হ্যাজাগের শোঁ শোঁ শব্দ আর ফকফকা সাদা আলোয় মেন্দাবাড়ির চেহারা বদলে গেল।

এসবের মধ্যে কেবল বিষণ্ন হয়ে আছেন একজন, গিয়াসউদ্দিন সাহেব। মজিদকে তাঁর পছন্দ হয়নি। একমাত্র শালীর এরকম বিয়ে তাঁর ভাল লাগছে না। সারারাত হ্যাজাগবাতির পাশে বসে মাইকে 'নিমাই সন্ন্যাসীর পালা' শুনলেন চুপচাপ আর মাঝে মাঝে নিজেই সাজিয়ে তামাক খেলেন। তারপর সকালবেলা ব্যাগ হাতে আম্বিয়া খাতুনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমার যে ঢাকা যাইতে অয় আম্মা!

আম্বিয়া খাতুন চমকে উঠলেন। কন কী খোকার বাপ? দেলরার বিয়া আর আপনে যাইবেন ঢাকা!

হ যাইতে অইবো। ছুটি শ্যাষ। আউজকা গিয়া জয়েন না করলে চাকরি থাকবো না।

আউজকা গিয়া কেমতে জয়েন করবেন? অহন মাওয়ার ঘাট থিকা লঞ্চে উটলে ঢাকা গিয়া নামবেন বিয়ালে। অফিসে যাইবেন কুনসুম?

অফিসে যামু কাউলকা।

এইডা কোনও কথা অইলো?

কী করুম, এইডা ছাড়া উপায় নাই। চাকরি নষ্ট করতে পারুম না। আর আমি না থাকলেঐ কী? বেবাকতেঐত্তো আছে।

তারপরও নানারকমভাবে জামাইকে আটকাতে চেয়েছেন আম্বিয়া খাতুন, মেয়েকে বলেছেন জামাইকে ফিরাতে, দেলোয়ারাকে বলেছেন দুলাভাইকে ফিরাতে। কেউ পারেনি। আম্বিয়া খাতুনকে কদমবুসি করে মস্তাজউদ্দিনের বাড়ির ওপর দিয়ে পুবদিককার হালটে গিয়ে উঠলেন গিয়াসউদ্দিন সাহেব। এখান থেকে পায়ে হেঁটে মাওয়া, মাওয়া থেকে লঞ্চে ঢাকা।

স্বামীর পিছু পিছু হালট পর্যন্ত এসেছিলেন আনোয়ারা। নানারকম ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তাঁকে। এইডা আপনের ঠিক অইতাছে না। মাইনষে কইবো কী? জামাই আপনের পছন্দ অয় নাই, ঠিক আছে। বিয়াশাদি মাইনষের ভাইগ্যের ব্যাপার। যার ভাইগ্যে যেহানে আছে ওহানেই বিয়া অইবো। আপনে যে এইডা মাইন্না নিতাছেন না হেইডা মাইনষেরে বুজানের কাম কী? আইজ বিয়া অইয়া যাউক, আপনে কাইল যান।

স্ত্রীর কথা তোয়াক্কাই করলেন না গিয়াসউদ্দিন সাহেব। ফিরেও তাকালেন না। পা চালিয়ে মাওয়ার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

আনোয়ারার তখন চোখ ভেসে যাচ্ছে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে তিনি দেখলেন হযরতদের বাড়ির সামনের খালের ওপরকার ভাঙাচোরা বাঁশের সাঁকোয় চড়েছেন গিয়াসউদ্দিন সাহেব। টলমল পায়ে সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছেন।

বিয়েতে গিয়াসউদ্দিন সাহেব থাকলেন না ঠিকই কিন্তু বিয়ে দেলোয়ারার হল ব্যাপক ধুমধাম করে। আর সেই যে বিয়ের আগের দিন মতিউর আর মোস্তফাকে নিয়ে এই বাড়িতে এসে উঠলেন আবদুল মজিদ, বন্ধুকে বিয়ে করিয়ে মতিউর মোস্তফা বিয়ের দুইদিন পর ঠিকই যে যার বাড়িতে ফিরে গেল আবদুল মজিদ আর কোথাও গেলেন না। এই বাড়িতেই থান গেড়ে বসলেন।

যাবেনই বা কোথায়? যাওয়ার জায়গা বলে কিছুই ছিল না তাঁর। যে বাড়িতে জাইগির থেকে পড়তেন সেই বাড়িতে যাওয়ার কারণ ছিল না। বড়বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে তার শ্বশুরবাড়ি হাতারপাড়া গ্রামে। অবস্থা ভাল। তবে ছোট দুই ভাইয়ের খবর সে রাখে না। মজিদ তো বিয়েশাদি করে পায়ের তলায় শক্তমাটি পেয়ে গেল। কিন্তু ছোটভাই হামেদ!

কামারগাঁও না ভাগ্যকূল কোন গ্রামে যেন স্বচ্ছল এক গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করতো মজিদের ছোটভাই আবদুল হামেদ। কাজ করতো আর স্কুলে পড়তো। একবার দেলোয়ারাদের বাড়িতে সে এসেওছিল। সেই আসাটা ছিল এক আশ্চর্য যোগাযোগ। যে বাড়িতে সে কাজ করতো সেই বাড়ির কারোর খুব অসুখ হয়েছিল। অসুখের কথা বলে ওষুদ নিতে অতদূর গ্রাম থেকে হামেদকে তারা পাঠিয়েছিল মনীন্দ্র ঠাকুরের কাছে। হামেদের পরনে ছিল ঢলঢলা একটা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া ময়লা নোংরা স্যান্ডো গেঞ্জি। মনীন্দ্র ঠাকুরের ঘরে ঢুকে ওষুদের আশায় বেঞ্চে বসেছিল। মনীন্দ্র ঠাকুরের স্বভাব ছিল অচেনা মানুষের সঙ্গে খুটিয়ে খুটিয়ে কথা বলা। অসুখের কথা জানার ফাঁকে ফাঁকে হামেদের কথাও জানার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

কথায় কথায় হামেদ বলে ফেলল, এই গ্রামে তার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। শুনে তীক্ষ্ণচোখে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়েছেন ঠাকুর। তাকিয়ে দেখতে পেলেন মজিদের সঙ্গে চেহারার খুব মিল। যা বোঝার বুঝে গেলেন। রোগীর ওষুধ না দিয়ে হামেদকে নিয়ে এলেন দেলোয়ারাদের বাড়ি।

তখন পড়ন্ত বিকাল। শ্বশুরবাড়ির বড়ঘরের বারান্দায় চেয়ারে বসে মজিদ তখন শাশুরির রান্না করা মুরগির রান খাচ্ছিলেন। মনীন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে হামেদকে দেখে খুবই বিরক্ত হলেন। আপন ছোট ভাইর সঙ্গে ব্যবহারটা করলেন এমন যেন সে কোনও মানুষই না, সে যেন কুত্তা বিলাই। মজিদের ব্যবহারে হামেদ অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে রইল আর মনীন্দ্র ঠাকুর এবং আম্বিয়া খাতুন রইলেন হতবাক হয়ে।

তারপরও দুইদিন এই বাড়িতে হামেদকে রেখে দিয়েছিলেন আম্বিয়া খাতুন। মাওয়ার বাজার থেকে নতুন হাফপ্যান্ট আর শার্ট কিনে এনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন হামেদও তার ভাইর সঙ্গে এই বাড়িতে থেকে যাক। থাকতে হামেদ রাজিও হল। তবে যে বাড়িতে সে থাকে সেই বাড়িতে ওষুদটা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আর তাদেরকে বলে আসতে হবে।

সেই যে ওষুধ পৌঁছাতে আর বলে আসতে গেল হামেদ, ইহজনমে আর মেদিনীমণ্ডল গ্রামে ফিরল না। নিশ্চয় ভাইয়ের ব্যবহারে বুকটা পুড়ে তার কয়লা হয়ে গিয়েছিল। গিরস্তবাড়ির রাখাল হয়ে থাকা ভাল, তবু এরকম ভাইয়ের মুখ দেখা উচিত না।

www.amarboi.com

আর মজিদের বড়বোনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল অন্য ঘটনা। সেই বোন জানতোই না মজিদ এভাবে বিয়ে করেছে। আত্মীয় স্বজনরাও কেউ জানতো না। এসব ঘটনা দেলোয়ারাদের কানে এল বিয়ের অনেকদিন পর। ততোদিনে মজিদ ঢাকায় গিয়ে কায়দে আজম কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। হোস্টেলে থাকে। তবে কলেজ সে করেই না, শ্বশুরবাড়িতে এসে পড়ে থাকে। গনি হামিদ ননীর সঙ্গে দুস্তি, সেরু জহু নজুও আছে। পুরানবাড়ির খবির দবির আছে। সমবয়সিদের নিয়ে নাটক ফাংসান করে মজিদ। খানবাড়ির ছেলেরা প্যারাডাইস ক্লাব করল দেখে দেলোয়ারাদের বাড়িতে সে করল 'মুকুল সমিতি'। মুকুল সমিতির উপদেষ্টা আবদুল মজিদ নিজে আর সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন গনি।

মুকুল সমিতি প্রতিষ্ঠার দিনটি এখনও স্পষ্ট মনে আছে দেলোয়ারার। ২৭শে মার্চ ১৯৫৭ সাল। সেদিন পুরানবাড়ির মাঠে উদ্বোধনী সভার আয়োজন হল। প্রধান অতিথি শেখ মুজিবুর রহমান। সব ব্যবস্থা মজিদই করলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আসতে পারলেন না। যুক্তফ্রন্টের আমল। কী কাজে শেখ সাহেব গেছেন করাচীতে। তাঁর জায়গায় অতিথি হয়ে এলেন কোরবান আলী সাহেব। গ্রামে সাড়া পড়ে গেল।

এসব পছন্দ করছিলেন না আম্বিয়া খাতুন। দেলোয়ারারও ভাল লাগছিল না। তাঁরা চাইছিলেন যে কথা বলে বিয়ে করেছেন মজিদ সেই কাজটাই তিনি ঠিকঠাক মতন করুন। পড়াশুনা। মাঝে মধ্যে এসব নিয়ে মজিদের সঙ্গে কথাও বলতেন আম্বিয়া খাতুন, দেলোয়ারাও বলতেন কিন্তু কারও কথাই তেমন পাত্তা দিতেন না মজিদ। গিয়াসউদ্দিন সাহেবের সঙ্গেও ততোদিনে সম্পর্ক সুন্দর করে নিয়েছেন মজিদ। মিষ্টি করে দুলাভাই ডাকেন তাঁকে, আনোয়ারাকে ডাকেন আপা। গিয়াসউদ্দিন সাহেবের ছেলেমেয়েরা মজিদকে খালু ডাকে না, ডাকে মামা, মজিদ মামা। গিয়াসউদ্দিন সাহেবের মেজোছেলে মিলুকে খুবই আদর করেন মজিদ। ঢাকায় থাকা অবস্থায় মিলুর টানে হোস্টেল ফেলে কখনও কখনও জিন্দাবাহারের এই একরুমের বাসায় গিয়েও অনেকদিন থেকেছেন।

এসবের ফাঁকে হাজারপাড়ার সেই বোনের বাড়িতে একবার যেতে হয়েছিল দেলোয়ারাকে। দুইদিন থাকতে হয়েছিল স্বামীর বড়বোনের বাড়িতে। বোন পালকি পাঠিয়েছিলেন। ছোটভাইর বউর জন্য যা যা করার সব করেছিলেন। বেদম স্নেহ মমতা, আদর যত্ন।

AMARBOI.COM

আজও পরিষ্কার মনে আছে সেই দুইটা দিনের কথা। শ্বশুরবাড়ি বলতে যা বোঝায়, পালকি চড়ে প্রকৃত শ্বশুরবাড়িতে কখনও যাওয়া হয়নি দেলোয়ারার, যাওয়া হয়েছিল ননাসের বাড়িতে। সেই যাওয়াই সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে আছে দেলোয়ারার। এত দুঃখময় জীবনের পরও সেই দুইটা দিনের কথা ভেবে এখনও অভিভূত হন তিনি। এখনও মনটা অন্যরকম হয়।

বিএ পড়ার আগ থেকেই মজিদ ঝুঁকে গিয়েছিলেন ছাত্র রাজনীতির দিকে। হোস্টেলের এক বন্ধুর সঙ্গে একবার কী এক গণ্ডগোল হল। বন্ধু তাঁর নামে কেস দিল ঢাকার কোতোয়ালি থানায়। ষোল সতের দিন জেল খেটে এলেন মজিদ। সেই সময় গিয়াসউদ্দিন সাহেব একদিন ছোট্ট মিলুকে নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গেলেন ভায়রাকে দেখতে। জেলের গরাদ ধরে এমন কান্না কাঁদলেন মজিদ, এমন অনুরোধ করলেন গিয়াসউদ্দিন সাহেবকে, যেমন করে হোক জেল থেকে যেন তাঁকে ছাড়ানো হয়।

ইস, কী উৎকণ্ঠার দিন সেইসব। জেল থেকে আসামী ছাড়াবার জন্য যে যা বলছে তাই শুনছেন আম্বিয়া খাতুন, তাই শুনছেন আনোয়ারা দেলোয়ারা। টাকা পয়সা যেখানে যা ছিল নিয়ে আম্বিয়া খাতুন ঢাকায় এসে বসেই রইলেন ছোট জামাইকে ছাড়াবার জন্য।

সেই ফাঁকে এক দুপুরে পাশের ঘরের তালেব আলী পুলিশ বিশটা টাকা খেয়ে ফেলল আম্বিয়া খাতুনের। পুলিশের পোশাক পরে ডিউটি থেকে ফিরে আচমকা বলল, কোন এক বড় সাহেবকে এখনই গিয়ে নগদ বিশটাকা ধরিয়ে দিলে আজ বিকালেই মজিদ ছাড়া পেয়ে যাবে।

গিয়াসউদ্দিন সাহেব তখন অফিসে।

আম্বিয়া খাতুন সরল বিশ্বাসে বিশটাকা দিয়ে দিলেন। অফিস থেকে ফিরে কথাটা শুনে ওই উৎকণ্ঠার দিনেও হাসলেন গিয়াসউদ্দিন সাহেব। শাশুড়িকে বললেন, টাকা কুড়িটা পানিতে গেছে।

হলও তাই। সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে তালেব আলী বলল, টাকা খেয়ে চেষ্টাটা সাহেব ঠিকই করেছেন কিন্তু কাজ হয়নি।

সবাই বুঝল টাকাটা আসলে তালেব আলী নিজেই খেয়েছে।

আজ রাতে এসব কথা একটার পর একটা মনে পড়ছিল দেলোয়ারার।

এখন কতরাত কে জানে! দেলোয়ারা শুয়ে আছেন কেবিনে, লেপের তলায়। তাঁর পায়ের দিকে দুইখানা আলমারি। একটা মাঝারি সাইজের আর একটা ছোট। কারে ওঠার সিঁড়ির কাছে টিমটিম করে জ্বলছে হারিকেন। ম্লান একখানা আলো ফুটে আছে কেবিনে। নিরীহ ধরনের বয়স হওয়া একটা বেড়াল আছে দেলোয়ারার। সাদা রংয়ের। দেলোয়ারার পায়ে পায়েই থাকে। দেলোয়ারা যখন কেবিনে ঢোকেন, বিড়ালটাও ঢোকে। ঘুমায়ও দেলোয়ারার গা ঘেঁষে। এখন শুয়ে আছে দেলোয়ারায় বাঁপাশে, লেপের উপর। আরামে ঘর ঘর শব্দ করছে। ঘুমন্ত বিড়ালের এইটুকু শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নাই। খাটালে ঘুমাচ্ছে বাদলা, বারান্দায় রাবি আর মতলা। কারও কোনও শব্দ নাই। বাইরে একটা রাত পাখিও ডাকে না কোথাও, গিরস্ত বাড়ির কুকুররা ঘেউ দেয় না, শিয়াল ডাকে না। শেষ হয়ে আসা শীতের আমেজে সবকিছুই চুপচাপ। শব্দ পাওয়া যায় শুধু ঝিঁঝির। অবিরাম ডেকে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ করেই দেলোয়ারার মনে পড়ল আর একটা ঘটনা। তাঁর বিয়া হল ছাপ্পান্ন সালে, সেটা বোধহয় আটান্ন সালের ঘটনা। নিজেকে হঠাৎ করেই ছাত্রনেতা বলতে শুরু করলেন আবদুল মজিদ। শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়েও বিএ পরীক্ষা না দিয়ে, নানা রকমের তালবাহানা, নিজের মেয়েকে গলা টিপে ধরা ইত্যাদি ইত্যাদি সেরে আচমকাই ছাত্রনেতা বনে গেলেন। নিজের ছবির ব্লক করে ছোট্ট একটা পোস্টার ছাপালেন। সেই পোস্টারের কারণেই কিনা পুলিশ তাঁকে খুঁজতে লাগল। কয়েকখানা পোস্টার আর ব্লক হাতব্যাগে ভরে মজিদ চলে এলেন শ্বশুরবাড়ি।

এই ঘটনা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেপের তলায় দেলোয়ারা কেমন কেঁপে উঠলেন। সেবার বাড়ি ফিরে সেই কয়েকখানা পোস্টার আর কাগজে জড়ানো ব্লকটা দেলোয়ারার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন মজিদ। অতিযত্নে জিনিসগুলি কেবিনের তালাবন্ধ ছোট আলমারিটার নিচের তাকে বাড়ির পুরনা দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন

AMARBOI.COM

দেলোয়ারা। এই এতগুলি বছরে আর কখনও খুলে দেখা হয়নি। আজও সেই জায়গাটাতেই আছে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিশাহারা ভঙ্গিতে উঠে বসলেন দেলোয়ারা। মাথার কাছ থেকে চশমা নিয়ে পরলেন। কারে ওঠার সিঁড়ির কাছ থেকে হারিকেন এনে কাঁটা ঘুরিয়ে হারিকেনের আলো বাড়িয়ে মাঝারি সাইজের আলমারিতে রাখা একটা কৌটা থেকে চাবি বের করে ছোট আলমারিটা খুললেন। খুলে দ্রুত হাতে দলিল দস্তাবেজের আড়াল থেকে বের করলেন সেই কয়েকখানা পোস্টার আর কাগজে জড়ানো ব্লকটা। হারিকেনের উসকে দেওয়া আলোয় পোস্টার খুলে বসলেন।

আজকালকার দিনের পোস্টারের মত না পোস্টারগুলি। বইয়ের পৃষ্ঠার চেয়ে একটুখানি লম্বা, একটুখানি চওড়া। অতি সস্তা কাগজে ছাপানো বলে এত যত্নে রাখার পরও কেমন আবছা হয়ে গেছে লেখা ছবি। ভাঁজ দিয়ে রাখা জায়গাটা কবে কখন আপনা আপনি ছিঁড়ে গেছে!

তবু লেখাগুলির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন দেলোয়াররা, আবদুল মজিদের আবছা হয়ে যাওয়া ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই তো সেই মানুষ জীবনটা যে একেবারেই তছনছ করে দিয়ে গেছে। কেন? কী দোষ ছিল দেলোয়ারার?

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবদুল মজিদকে এসব কথা কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আজ এতকাল পর আবদুল মজিদের প্রায় মুছে যাওয়া ছবির দিকে তাকিয়ে কথাগুলি দেলোয়ারা বলে ফেললেন। কী করছিলাম আমি? কোন দোষে আপনে আমার জীবনডা এমুন কইরা দিলেন? একবারও আমার কথা আপনে ভাবেন নাই ক্যান, একবারও মাইয়াডার কথা ভাবেন নাই ক্যান? আরেকজনরে লইয়া নিজে তো নিজের লাহান সুখে থাকলেন, আমারে ক্যান ঠেইলা দিলেন সারাজীবনের দুঃখে! একটা জীবন যে আমার বৃথা গেল একবারও এই কথাডা আপনে ভাবলেন না!

কোন ফাঁকে যে চশমার তলা দিয়ে চোখের পানি গড়িয়ে নামল টের পেলেন না দেলোয়ারা। মুখ নিচু করে পোস্টারের দিকে তাকিয়েছিলেন বলে তাঁর চোখের পানি টপটপ করে পড়তে লাগল আবদুল মজিদের আবছা হয়ে যাওয়া ছবির ওপর।

AMARBOI.COM

ভোররাতে বানেছার ধাক্কা খেয়ে চৌকির বিছানায় উঠে বসল আজিজ। ঘুমভাঙা নির্বিকার গলায় মিনমিন করে বলল, কওন লাগবো না। বুজছি।

ঘন্টার কাছাকাছি সময় আগে বেদনা উঠেছে বানেছার। এই নিয়ে সাতবার। তবু সেই প্রথমবারের মতন, প্রতিবারের মতন এবারও শুরুতে ব্যাপারটা সে চেপে রাখার চেষ্টা করেছে। যেন চেপে রাখলে গোপনেই মিটে যাবে সব। আপছে তার মাটির

বিছানায় অন্যান্য পোলাপানের পাশে এসে শোবে আরেকজন। এখন যে কোলে আছে, সময়ে অসময়ে মায়ের বুকের দুধ নিয়ে যার খাবলা খাবলি সে মন খারাপ করে চলে যাবে দূরে, নতুনটা এসে সেই জায়গার দখল নিবে।

কোনওবারই এরকম হয় না। যে আসে জানান দিয়েই আসে। বানেছা চেপে রাখতে পারে না। স্বামীকে ডাকতে হয়ই।

আজও হল।

মাটির বিছানায় দুইমেয়ে আর কোলের ছেলে নিয়ে শুয়েছিল বানেছা। এই অবস্থায় বেদম ভারি হয়ে আসা তলপেট দুইহাতে চেপে কোনও রকমে উঠে দাঁড়াল। চৌকির ওপর তিনছেলের মধ্যিখানে শুয়ে থাকা স্বামীকে ধাক্কা দিল।

ধাক্কা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠল আজিজ। কথা দুইটা বলল। শুনে এই অবস্থায়ও বানেছা বেশ অবাক হল। মুখে মৃদু করুণ ধরনের গোঙানি ছিল। তবু বলল, কেমতে বুজলা?

আজিজ একটা হাই তুলল। তুমি উসপিস উসপিস করতাছিলা হেইডা আমি উদিস পাইছি।

তুমি তাইলে জাইগগা আছিলা?

না জাইগগা গেছি।

তয় ইট্টু পুরানবাড়ি যাও। আলার মারে লইয়াহো।

আজিজ আড়মোড় ভাঙল। বউয়ের পোলাপান হইছে এটা তার কাছে এখন আর আগ্রহের ব্যাপার না। বরং সে খুবই বিরক্ত হয়। যদিও বানেছার ভয়ে মুখ খোলে না, গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সংসারে আরেকজন এল, খাদ্যে ভাগ বসাবার একজন মানুষ বাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখের অনেক ভিতরে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য খেড়োখাতার কয়েকটা পৃষ্ঠাও ফরফর করে খুলে যায়। আশ্চর্য এক হিসাব নিকাশ চলতে থাকে।

এখনও, এই ভোররাতের আবছা আলো আঁধারি ঘরের চৌকিতে বসে থাকা আজিজের চোখের খুব ভিতরে আস্তে ধীরে খুলছিল সেই অদৃশ্য খেড়োখাতা। তবু খুবই দায়সারা গলায় আজিজ বলল, বিয়াইন্না রাইত্রে গিয়া ডাইক্কা উডামু, নাকি ইট্টু দেরি করবা? ইট্টু ফসসা অইলে বাইর হই।

বানেছা মুখ ঝামটাল। এইডা কি হাগামুতা যে চাইপ্পা থাকুম? তুমি গেলে যাও নাইলে আমি পোলাগো ডাক দেই। অগো পাডাই।

তারপরও একটু দোনোমোনো আজিজ করতে চাইল, এই অবস্থা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিল মেজোছেলে হামেদ। মা বাবার কথাবার্তায় ঘুমটা তার ভেঙে গিয়েছিল। মায়ের বেদনা উঠেছে, নতুন একজন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাজির হবে সংসারে। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে বছর বছর এরকমই দেখে আসছে সে, ব্যাপারটা তার কাছে নতুন কিছু না। তবু আজ এই ভোররাতে নতুন একজন মানুষ আসছে সংসারে, বিষয়টা হামেদকে উত্তেজিত করল। বলল, বাবার যাওনের কাম নাই। আমি আর দাদায় যাই।

ছেলের কথা শুনে আজিজ বেঁচে গেল। গদগদ গলায় বলল, হ যা বাজান, যা। তরা দুই ভাইয়েঐ যা। পোলাপান বড় অইলে মা বাপের অনেক কাম তাগো করতে অয়।

AMARBOI.COM

একপাশে শুয়ে থাকা বড়ছেলে নাদেরকে ডাকল আজিজ। নাদু, উঠ বাজান, উঠ। দুই ভাইয়ে মিল্লা পুরানবাড়ি যা।

নাদেরেরও ততোক্ষণে ঘুম ভেঙেছে। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল সে। কিন্তু বাগড়া দিল বানেছা। এতড়ু এতড়ু পোলা দুইডা এমুন বিয়াইন্না রাইতে ছাড়াবাড়িডার সামনে দিয়া যাইবো?

আজিজ বলল, ক্যা? গেলে কী অইছে?

তুমি জানো না কথাডা আমি কীর লেইগা কইতাছি?

বুঝল আজিজ। বুজেও পাত্তা দিল না। বলল, আরে না। তুমি যা কইতাছো হেইডা অহন নাই। আর অহনঐ আয়জান দিয়া দিবো। আয়জানের লগে লগে...

কথা শেষ না করে নাদের হামেদকে ঠেলে নামাল চৌকি থেকে। যা বাজান যা। দৌড়াইয়া যা। চাচীরে কবি অহনঐ য্যান তগো লগে আইয়া পড়ে। দেরি য্যান না করে।

ততোক্ষণে পরির ঘুম ভেঙেছে, পরির ছোট জরির ঘুম ভেঙেছে। মাটির বিছানায় শুধু বানেছার কোলের ছেলের ঘুম ভাঙেনি আর চৌকির ওপর ভাঙেনি কোলেরটার এক বছরের বড়ছেলে বদরুলের। আটজন মানুষের ছয়জনই জাগনা।

জরির স্বভাব হচ্ছে যে কোনও পরিস্থিতিতেই বোনকে একটা ধাক্কা দেওয়া। এখনও দিল। কী হইছে রে বুজি? মার বেদনা উটছে?

কথায় কথায় বোনটিকে ধমকাবার স্বভাব পরির। এখনও ধমকাল। চুপ কর। কথা কবি না।

পরির আওয়াজ পেয়ে বানেছা কঁকাতে কঁকাতে বলল, পরি গো, উটছচ মা? উট। উইট্টা কুপিবাত্তি আঙ্গা? ঘরডা আন্দার।

পরি উঠে কুপি জ্বালাল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলল হামেদ। বাইরে আলোর রেখা ফুটেছে কি ফোটেনি দেখল।

না, এখনও অন্ধকার। এখনও গাছপালা ঝোপঝাড় আর উঠান পালানের মাটিতে ডাকছে রাতপোকা। শেষ ফাল্গুনের শীতল হাওয়া বইছে। তালুকদার বাড়ির ওদিককার কোনও একগাছের আগডালে বসে ডাকছে কোকিল। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় সেই ডাক ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশগ্রামের দিগ দিগন্তে।

বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই অবস্থায় হামেদ হঠাৎ করে আজ বয়সের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। বড়ভাই নাদেরের চেয়ে বড়, মা বাপের চেয়েও যেন বড় এমন গলায় বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, অহনতরি ম্যালা রাইত। পরি, হারিকেন আঙ্গা। হারিকেন লইয়া যাই।

সংসারের যে কোনও কাজে পয়সার হিসেবটা আজিজ আগে করে। যে কোনও কাজে চোখের ভিতর তার খুলতে থাকে সেই অদৃশ্য খেড়োখাতা, আশ্চর্য এক হিসাব নিকাশ চলতে থাকেই। সেই হিসেবের জের ধরেই সে বলল, হারিকেন নেওনের কাম কী? চিমনি ফাডা। যুদি পুরা ভাইঙ্গা যায়? আর কেরাসিন তেলের দামও তো আইজকাল ম্যালা! দুই ভাইয়ে যাইতাছস, হারিকেন লাগবো ক্যা? মেন্দাবাড়ি ছাড়াইয়া যাইতে যাইতেঐত্তো ফসসা হইয়া যাইবোনে। আর চকে নামলে দেখবি চাইরমিহি ফকফইক্কা। হারিকেন নেওনের কাম নাই বাজান। যা, মেলা দে।

AMARBOI.COM

ছেলের পক্ষ নিল বানেছা। আগের মতোই কঁকাতে কঁকাতে স্বামীকে একটা ধমক দিল। তুমি চুপ করো, তুমি কথা কইয়ো না। ঐ পরি, হারিকেন আঙ্গাইয়া ভাইর হাতে দে। তাড়াতাড়ি কর।

দ্রুতই কাজটা করল পরি।

ঘুম ভাঙার পর একটাও কথা বলেনি নাদের। যা বলার হামেদই বলে যাচ্ছে। হারিকেন হাতে নিয়ে নাদেরকে সে বলল, ল দাদা, মেলা দেই। আয়।

নাদের তবু কথা বলল না। নিঃশব্দে হামেদের সঙ্গে উঠানে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের ভিটির পিছন দিককার মটকুরা গাছের ডালপালার আড়ালে বসা একটা কাক দুইবার নরম গলায় কা কা করেই থেমে গেল।

বানেছার ব্যথা তখন আরেকটু বেড়েছে। ফলে মেজাজও খারাপ হয়েছে। ছেলেরা বেরিয়ে যাওয়ার পর আজিজ ফিকির করছিল ছোট ছেলের পাশে শুয়ে ঘণ্টা দুইঘণ্টার আরেকটা ঘুম দিয়ে ফেলবে। সেই ফাঁকে ছেলেরা ফিরে আসবে আলার মাকে নিয়ে, সেই ফাঁকে উত্তরের ভিটির ঢেকিঘরে নাড়ার উপর ছেঁড়াখোড়া হোগলা বিছিয়ে তার উপর আলার মা ধরণী বানেছাকে শুইয়ে গর্তের অন্ধকার থেকে আলোকময় পৃথিবীতে টেনে হিঁচড়ে আনবে ছোট্ট নতুন একজন মানুষকে। ঘুমের তালে আজিজ কিছু টেরই পাবে না।

মতলবটা আজিজের কাজে লাগাতে দিল না বানেছা। তিরিক্ষি মেজাজে আচমকাই খ্যা খ্যা করে উঠল। আবার হুইতে চাইতাছো? ঐ গোলামের পো, তর পোলাপান জন্ম দিতে বেদনায় মরি আমি আর তুই হুইয়া ঘুমাবি? উঠ, তাড়াতাড়ি উঠ। তুই নিজে গিয়া উত্তরের ঘরে আমার বিচনা কইরা দিবি। আহুজ পড়নের আগে পরের বেবাক কাম আইজ তরে দিয়া করামু আমি।

আজিজ অনুমানই করতে পারেনি হঠাৎ করে এই ধরনের আক্রমণের শিকার হবে। থতমত খেল সে, মিইয়ে গেল। শুয়ে পড়ার মতলব আর চোখের ঘুম কোথায় উধাও হয়ে গেল। মিনমিন গলায় কোনও রকমে বলল, তুমি এত চেইত্তো না। করতাছি, সব করতাছি আমি।

শিশুর মতন লেছড়ে পেছড়ে চৌকি থেকে নামল আজিজ। পরিকে বলল, পরি, কুপিডা লইয়া আমার লগে আয় মা। জরি, তুইও আয়। বেবাকতে মিল্লা কাম কাইজগুনি আউগ্গাইয়া রাখি। আমরা কাম করতে করতে দেকবি আলার মা চাচীও আইয়া পড়ছে।

তিনজন মানুষ ঘর থেকে বেরুতে যাবে পরিকে বানেছা বলল, চাচী আহনের পর আমি ঐ ঘরে গেলেগা তুই বেবাকতেরে লইয়া হাজামবাড়ি যাবি গা। আমার আহুজ পরনের পর তর বাপে গিয়া তগো ডাইক্কা লইয়াইবো। তারবাদে রান্দন বাড়ন করবি তুই। খালি আউজকার দিনডাঐ। কাইল থিকা আমিঐ আবার সব করুমনে।

পরি ধীরশান্ত গলায় বলল, আইচ্ছা।

তখনই এই ঘরের পুব দক্ষিণ দিককার পিড়ার গর্তে মোরগ মুরগির জন্য তৈরি করা খোঁয়াড়ে বসে ডাকাবুকা মোরগটা গলা খুলে বাগ দিয়ে উঠল। কুক কুরুক কুক।

AMARBOI.COM

মেন্দাবাড়ির উত্তর দিককার চকে নেমে হামেদ বলল, ঐ দাদা, হারিকেনডা না আনলেও অইতো।

ঘুম ভাঙার পর, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতদূর আসার পর এই প্রথম কথা বলল নাদের। ক্যা?

হারিকেনটা ডানহাত থেকে বাঁহাতে আনল হামেদ। তার পরনে ইলাস্টিক লুজ হয়ে যাওয়া মোটা সুতি কাপড়ের হাফপ্যান্ট আর ঢলঢলা গেঞ্জি। যখন তখন ইলাস্টিক লুজ হওয়া প্যান্ট যাতে পেট গলিয়ে নিচে নেমে যেতে না পারে এই কারণে প্যান্টের দশা এরকম হওয়ার পর থেকে পেটটা সে যথাসম্ভব ফুলিয়ে রাখে। এখন হারিকেন হাত বদল করার ফলে, ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার ফলে পেটের ফোলাটা পলকের জন্য কমল আর সেই ফাঁকে প্যান্টটা নাভির নিচ ছাড়িয়ে প্রায় লজ্জার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে থাবা দিয়ে প্যান্ট ধরল হামেদ। জায়গামতো তুলে পেটটা ফুলিয়ে রেখে বলল, দেহচ না চাইরমিহি কেমুন ফসসা অইয়া গেছে।

নাদের বলল, আসলে ফসসা হয় নাই।

তয়? তয় আমি দিহি ফসসা ফসসা দেকতাছি। উই যে উত্তর মিহি ফকিরবাড়ি, পশ্চিমে সেউল্লার বাড়ি তার লগেই পুরানবাড়ি। পুরানবাড়ির তালগাছটাও তো দেহা যাইতাছে।

রাইত দোফরেও চোখে এমুন ফসসা ফসসা দেহা যায়।

আমাবইস্যার রাইত্রেও?

নাদের নির্বিকার গলায় বলল, হ।

এদিকে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে পেটের ফোলাটা কমছিল হামেদের আর প্যান্ট ছ্যাল ছ্যাল করে পড়ে যাচ্ছিল। একহাতে হারিকেন আরেক হাতে প্যান্ট সামলাতে ঝামেলাই হচ্ছিল তার। অবস্থাটা সামাল দেওয়ার জন্য ভাইকে বলল, দাদা, হারিকেনডা ইট্টু লবি?

নাদের বাপের স্বভাব পেয়েছে। যে কোনও কাজে গা বাঁচিয়ে চলার অভ্যাস। বলল, ক্যা?

আমার পেন্টুলডা পইড়া যাইতাছে।

হের লেইগা হারিকেন আমার ধরন লাগবো ক্যা?

একহাতে পেন্টুল আরেক হাতে হারিকেন লইয়া আটতে পারি না।

AMARBOI.COM

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও হারিকেনটা নিল নাদের। আইচ্ছা, দে।

ভাইর হাতে হারিকেন দিতে পেরে আরামের ভাব হল হামেদের। ফুর্তির গলায় বলল, ঐ দাদা, তরে একহান কথা কমু?

হারিকেন হাতে হাঁটতে হাঁটতে নাদের বলল, ক।

আমার না বহুত ফুর্তি লাগতাছে।

ক্যা?

মার যে আবার আহুজ পড়ব!

কথাটা ভাল লাগল না নাদেরের। সে কোনও জবাব দিল না। পা চালিয়ে হাঁটার স্বভাব তার। হামেদ কিছুতেই ভাইর সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। নাদেরের হাঁটার সঙ্গে তাল রাখতে হামেদকে হয় দৌড়াতে। এখনও দৌড়াচ্ছিল সে। একহাতে প্যান্টের লুজ হওয়া ইলাস্টিক চেপে ধরে ভাইর পাশাপাশি দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, ঐ দাদা, ক তো ইবার আমগো ভাই অইবো না বইন?

নাদের বিরক্ত গলায় বলল, কইতে পারি না।

আমার মনে হয় বইন।

চুপ কর। যা ইচ্ছা অউক গিয়া।

হামেদ বুঝল আলোচনাটা নাদের পছন্দ করছে না। কিন্তু তার যে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। এরকম সুনসান চক পাথালে হেঁটে যাচ্ছে ছোট ছোট দুটি ভাই, চুপচাপ না হেঁটে কথা বলতে বলতে হাঁটাটা ভাল না! শুরুতে ঠিক বুঝতে পারেনি, অতি উৎসাহে বাপের কাজের ভার আগ বাড়িয়ে নিয়েছিল হামেদ, তখন ডরভয় জিনিসটা বুঝে উঠতে পারেনি কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকেই গা ছমছম করছে। মনের ভিতর থেকে থেকে চমকে ওঠার ভাব। যদিও গ্রাম গিরস্তের বাড়িতে বাগ দিতে শুরু করেছে মোরগ। খানবাড়ির মসজিদ থেকে খানিক আগে ভেসে আসছিল আজানের সুর। সেই সুরে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল গ্রামপ্রান্তর। ফজরকালের আকাশ গাছপালা, শস্যের চকমাঠ আর মানুষের উঠান পালান, জন্মভূমি বিরানভূমি সবই যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল সেই সুরে। গিরস্তবাড়ির খোয়াড়ে বাগ দিতে ওঠা মোরগেরা স্তব্ধ হয়েছিল, গাছপালার আড়ালে গলা খুলতে শুরু করা কাক, উঠোন পালানে চড়তে নামা দোয়েল পাখিরা মৌন হয়েছিল। ফাগুন রাতের শেষপ্রহরের উদাস হাওয়া বইতে বইতে যেন থেমে গিয়েছিল। যতক্ষণ সেই মহান সুর জেগেছিল ততোক্ষণ ডরভয় কিছু ছিল না হামেদের। যখনই শেষ হয়েছে আজান তারপরই ভয়টা আবার শুরু হয়েছে। দুইভাইয়ে মিলে কথা বললে ভয় কাটত।

নাদের কথা বলতে চাচ্ছে না। দুইজন মানুষের একজন কথা না বললে আরেকজন বলে কেমন করে! একা একা কি কথা বলা যায়? নাকি একটা গান ধরবে হামেদ। কয়দিন আগে শিখা,

আমার সোনার ময়না পাখি
কোন দেশেতে গেলি উইড়ারে
দিয়া মোরে ফাকি রে
আমার সোনার ময়না পাখি!

AMARBOI.COM

এসময় গান গাওয়া কি ঠিক হবে!

আচ্ছা ভাইবোনের কথা না হয় না বলল নাদের, অন্যকথা কি বলবে না? ওই যে মা বাবা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিল সেই বিষয়ে কি বলবে না?

হামেদ খুব যেন চিন্তিত হয়েছে এমন গলায় বলল, ঐ দাদা, তরে একহান কথা জিগামু?

নাদের গম্ভীর গলায় বলল, কী?

আমরা আহনের আগে মায় যে বাবারে কইলো, পোলা দুইডা এমুন বিয়াইন্না রাইতে ছাড়াবাড়িডার সামনে দিয়া যাইবো, হুইন্না বাবায় কইলো...

হামেদের কথা শেষ হওয়ার আগেই নাদের বলল, তুই বোজছ নাই?

যেন কিছুই জানে না হামেদ, যেন কিছুই বোঝে না এমন গলায় বলল, না।

সত্যঐ বোজছ নাই?

সত্যঐ বুজি নাই। তুই আমারে বুজাইয়া ক।

কইতে পারি। ডরাইবি না তো?

গা ছমছম করে উঠল হামেদের। গোপনে একটা ঢোক গিলল। কোনও রকমে বলল, না ডরামু ক্যা? ডরের কী আছে?

আছে। তয় অহন নাই। আয়জান অইয়া গেছে। ফজরের আয়জান অইয়া গেলে ডরের কিছু থাকে না।

একথা শুনে ভরশা পেল হামেদ। তয় আর কী, ক!

খাড়ো, ছাড়াবাড়িডা ছাড়াইয়া লই। এই বাড়ির সামনে দিয়া যাইতে যাইতে কমু না।

আইচ্ছা।

দুইভাই পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল। তাদের সামনে বিশাল সব গাছপালা আর ঝোঁপঝাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নোয়াব আলী পঞ্চায়েতের ছাড়াবাড়ি। দিনের বেলায়ই গা ছমছমে পরিবেশ বাড়িটার, আর রাতেরবেলা তো কথাই নাই। বাড়ির দিকে তাকালেই মনের ভিতর তৈরি হয় ভয়।

এই বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে পুরানবাড়ি। বাড়ির দক্ষিণে বড়পুকুর, পশ্চিমে খোলা মাঠ। মাঠের পাশে খানবাড়ি থেকে কালিরখিলের দিকে চলে যাওয়া সড়ক। সড়কের পশ্চিমে বিল, বিলের পশ্চিমে গ্রাম কান্দিপাড়া, জশলদিয়া।

পুরানবাড়িতে, আলার মা দাদীদের সীমানায় ওঠার তিনটা পথ আছে। সবচেয়ে সহজ পথ ছাড়াবাড়ির উপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে গেলেই দুইবাড়ির মাঝখানে পনের বিশ কদমের উঁচু একটা পথ আছে সেই পথ ধরা। এইপথ নাদের হামেদ এখন ধরবে না।

আরেকটা পথ হল ছাড়াবাড়ির পুব দিককার নামায় আলতাবদ্দিন সারেঙের যে বিশাল জমি, সেই জমি আর ছাড়াবাড়ির লগের উত্তর দিককার আলপথে খানিক গিয়ে, পশ্চিমে তোতাদের যে বাঁজাজমি সেই জমি ধরে পশ্চিমে গিয়ে ছাড়াবাড়ি আর পুরানবাড়ির পনের বিশ কাইকের পথটা ধরা।

না এই পথও নাদের হামেদ ধরবে না। কারণ যে ভয়ের কথা মা বাবা দুইজনে

দুইভাবে বলছিল সেই ভয়টা ছাড়াবাড়ির এই কোণাটাতেই। জড়াজড়ি করে থাকা পুরানা দুইটা আমগাছ, যে গাছ আবার ছেঁয়ে আছে তেলাকুচ লতার গাঢ় সবুজ পাতায়, এই গাছ দুইটাতেই...

নাদের হামেদ এখন ধরবে ছাড়াবাড়ির দক্ষিণের পথ। পথের একপাশে ছাড়াবাড়ি আরেকপাশে সমেদ খাঁর সরু খালের মতন পুকুর। পুকুরের ওপারে সমেদ খাঁর বাড়ির এক শরিক বেগমের মার সীমানা। এই জায়গাটুকু পেরিয়ে ওপাশে গেলেই উদাস একখানা মাঠ। মাঠের পশ্চিম দিক ঘুরে পুরানবাড়ির বড়পুকুরের পার ধরে যেতে হবে বাড়িতে। ঘুরপথ। তবু এপথেই যাবে দুইভাই।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পথটুকু পেরিয়ে এল নাদের হামেদ। ওপাশের মাঠে এসে একসঙ্গে হাপ ছাড়ল। আকাশ ততোক্ষণে আর একটু ফর্সা হয়েছে। চারদিকে রোয়াইল ফলের মত সবুজাভ আলো।

হামেদ বলল, এইবার ক দাদা।

একহাত থেকে হারিকেন আরেক হাতে আনল ন্যাদের। আবার জিগাই, হইন্না তুই ডরাইবি না তো?

আরে না।

ছাড়াবাড়ির ঐ আমগাছ দুইডায় একজন থাকে।

কথাটা বুঝেও না বোঝার ভান করল হামেদ। কেডা, কেডা থাকে? ঐ দাদা, গাছে আবার মানুষ থাকে কেমতে?

নাদের হাসল। তুই বোজচ নাই?

নয় দশ বছর বয়সেই বেদম পাকা পাকিছে হামেদ। নাদের এখন যে কথা বলবে কথাটা সে বেশ ভাল করেই জানে। গাছে কে থাকে, কী বিত্তান্ত গ্রামের অন্য সবার মত সেও সবই জানে। মা বাবা কথা বলবার সময়ই বুঝেছে। বুঝে যে ভয় পায়নি তা নায়, ধারণা ছিল বাইরে এখন আর অন্ধকার নাই, ফর্সা হয়ে গেছে চারদিক, এই অবস্থায় দুইভাই মিলে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে পারবে। আমগাছে যে থাকে আজানের পর তার আর থাকার ক্ষমতা থাকবে না। আল্লাহর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকালয় থেকে উধাও হতে হয় তাদের। এটা আল্লাহর কুদরত।

তখনও যে আজান হয়নি, দুই ছেলেক ভরশা দেওয়ার জন্য, নিজের গা বাঁচাবার জন্য আজিজ যে আজানের নামেও মিথ্যা বলেছে খানিক আগে আজান হওয়ার পর দুইভাইয়েই তা বুঝেছে। বুঝে নাদেরের মনে কী হয়েছে কে জানে, হামেদের মনে হয়েছে, ভাইগ্য ভাল হারিকেনডা বুদ্দি কইরা লইয়াইছিলাম। লগে আগুন থাকলে তারা সামনে আইতে পারে না।

এতকিছু জেনে বুঝেও একেবারেই নাদান অবুঝ সেজে রইল হামেদ। সরল, বোকা গলায় বলল, না আমি বুজি নাই দাদা। তুই ক।

খোলামাঠ থেকে পুকুর পারে উঠল নাদের। গলা খাকাড়ি দিল, বহুত পুরানা জিনিস হেয়। বহুতদিন ধইরা ঐ গাছে থান লইছে।

বোজলাম। তয় জিনিসটা কী?

কনধনাইয়া (স্কন্ধকাটা)।

AMARBOI.COM

শব্দটা শুনেই গা কাঁটা দিল হামেদের। এমন যে হবে তা সে জানত। তবু এই ভয়ের মধ্যে কেমন যেন রোমাঞ্চ আছে। ভয় লাগে ভালও লাগে।

ইলাস্টিক নুজ হওয়া প্যান্ট দুইহাতে টেনে মাজার অনেক উপরে তুলল হামেদ। লুঙ্গির কায়দায় প্যান্টটায় দুইটা গোজ দিল। ফলে নাভির কাছে হাতের মুঠার মতন দলা পাকিয়ে রইল প্যান্ট। এখন আর পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখন আরামছে হাঁটা যাবে, আরামছে কথা বলা যাবে ভাইর সঙ্গে। প্যান্টের জন্য পেট ফুলিয়ে রাখতে হবে না।

ইস এই বুদ্ধিটা কেন যে আগে আসেনি মাথায়!

প্যান্ট সামলাতে গিয়ে দুইকাইক পিছনে পড়েছিল হামেদ। এখন একদৌড়ে ভাইয়ের পাশে চলে এল। অবাক বিস্ময়ের গলায় বলল, কনধনাইয়া?

হ। কনধনাইয়া কারে কয় জানচ?

জানি। কল্লামাথা কিচ্ছু নাই। খালি শইলডা। আর শইলভরা আনরসের লাহান চক্ষু।

হ। রাইত বিরাইত চলাচল করে হেয়। এক পাও দেয় এই বাড়ির আমগাছ দুইহানের মাথায় আরেক পাও দেয় বিলেরবাড়ির শিমইল গাছটায়। দুই পাও দুই জাগায় দিয়া চেগাইয়া খাড়ইয়া থাকে। ঐ টাইমে কেঐ যুদি হের পায়ের নিচ দিয়া মেলা দেয়, তাইলে আর রক্ষা নাই। দুই পাও দিয়া চাইপ্পা ধরে তারে। হেই চাপে কইলজা গইল্লা পানি অইয়া যাইবো। হেই পানি নাকমুখ দিয়া উক্কালের (বমির) লাহান বাইর অইয়া মরবো মানুষটা।

হামেদের গা আগের মতনই কাঁটা দিচ্ছে, আগের মতনই রোমাঞ্চ শরীরের পরতে পরতে। তবু সে বলল, আমি হুনছি আমার মা দাদীর তালগাছেও বলে কোনও কোনও রাইত্রে পাও দিয়া খাড়য় হেয়। হেই রাইত্রে বলে বাঐ (বাবুই) পাখিগুনি আর ঘুমায় না। খালি ক্যাচম্যাচ ক্যাচম্যাচ করে।

মুখ ঘুরিয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল নাদের। মুখ পরিষ্কার দেখতে পেল না। তবু বলল, ঐ বান্দর, তয় বলে তুই কিছু জানচ না?

হামেদ ফিক করে হাসল। জানুম না ক্যা? বেবাকঐ জানি।

তয় যে আমারে কলি তুই কিছু বোজচ নাই?

তর মোক থিকা হোননের লেইগা কইছি। এই হগল হোনতে মজা লাগে।

ডর করে না?

হ ডরও করে আবার মজাও লাগে।

একটু থেমে হামেদ বলল, ঐ দাদা, কনধনাইয়া বলে দিনেও দেহা যায়?

হ। কোনও কোনওদিন নিটাল দুইফরে, যহন চাইরমিহি কোনও মানুষজন থাকে না তহন গাছ থিকা নাইম্মা তারা ইট্টু চলাফিরা করে। তহন কেঐ কেঐ আতকা তাগো দেইখা হালায়।

বেগির মায় বলে বহুতবার দেখছে।

দেকতে পারে। আবার কালীসন্ধ্যায়ও তাগো কোনও কোনও সময় দেহা যায়। সন্ধ্যাকালেও তারা চলাফিরা করে। তয় তাগো সবথিকা বেশি দেহা যায় জোছনা

AMARBOI.COM

রাইতে। ফকফইক্কা জোছনা রাইতে না, মাইটা জোছনায়। মাইটা জোছনায় চলাফিরা করতে তারা বহুত আরাম পায়।

ততোক্ষণে চারদিক আরেকটু ফর্সা, আরেকটু আলোকিত হয়েছে। চারপাশের গিরস্তবাড়ির আঙিনায় জেগে উঠছে মানুষ গরু বাছুড় কুকুর বিড়াল। খোয়াড় থেকে ছাড়া পেয়েছে হাস মুরগি কবুতর। ওড়াউড়ি করছে কাক শালিক টুনটুনি আর দোয়েল। হাওয়ার সুরে সুর মিলিয়ে শিষ দিচ্ছে দোয়েল বুলবুলি।

পুরানবাড়ির ভাঙন ছাড়িয়ে উপরের দিকে উঠতে উঠতে হামেদ বলল, দাদা, হারিকেন নিভাইয়া দে।

ফজর আজানের আগে আগে আজ ঘুম ভাঙল আলার মার।

সে শোয় খাটালের চৌকিতে। বড়ঘরটা পুবে পশ্চিমে লম্বা। ঘরের পুব দিককার অর্ধেক জুড়ে কেবিন। কেবিনে বউ পোলাপান নিয়ে শোয় সেজোছেলে তোতা। তিন ছেলেমেয়ে তোতার। সেজোটা ছেলে, সে শোয় দাদীর কাছে। দাদী ন্যাওটা ছেলে। এই তো কেমন কুকরে মুকরে শুয়ে আছে দাদীর বুকের কাছে।

তোতাও একদিন মা ন্যাওটা ছিল। সারাক্ষণ থাকতো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। আলার মার কোনও মেয়ে ছিল না বলে তোতা যেন ছিল অনেকটাই মেয়ের মত। ঢং ঢাংও একটু মেয়েলি ধাঁচের। মায়ের সঙ্গে অনেক মেয়েলি কাজও সে করতো। অন্য তিনভাই যখন মাঠেঘাটে চড়ে বেড়াতো সে তখন মায়ের সঙ্গে ঘরের কোণে বাড়ির উঠান পালানে। কোনও কোনও বিকালে মেয়েলি ঢংয়ে বসে মায়ের মাথার উকুন পর্যন্ত মেরে দিত। বাড়ির অন্যান্য শরিক আর পড়শিরা বলতো, আলার মা, তোতা তোম্যর পোলা না, তোতা তোমার মাইয়া। তোমার অইলো তিন পোলা এক মাইয়া।

সেই মেয়েলি ঢংয়ের ছেলে দিনে দিনে বড় হল। বিয়াশাদি করে ঘরগিরস্থি শুরু করল। অন্য তিনছেলে রোজগারপাতির ধান্দায় কেউ গেল ঢাকায় কেউ ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর। বড় আলাউদ্দিন থাকে ঢাকার বংশালে। কোন সরকারি অফিসে পিয়নের কাজ করে। দেশগ্রাম মুখি হয়ই না।

মেজো আর ছোট ছিল দিনাজপুরে। কাটা কাপড়ের দোকান দিয়েছিল দুইভাই মিলে। বনিবনা হল না। শেষমেস ভাগাভাগি হয়ে গেল দোকান। ছোট ছেলে দোকান রেখে ভাইয়ের ভাগের টাকা বুঝিয়ে দিল। সেই ভাই চলে গেল দিনাজপুর থেকে আরেকটু দূরে, ঠাকুরগাঁও। সেখানে গিয়ে দোকান করল। দুইচার বছরে বউ পোলাপান নিয়ে কখনও কখন দেশগ্রামে আসে। এমনিতে মায়ের কোনও খোঁজখবর রাখে না।

www.amarboi.com

ক্বচিত কখনও বাড়ি এলে একটা দুইটা সুতির মোটা ধাঁচের অল্প দামী শাড়ি, শীতকালে চাদর স্যাণ্ডেল এসব নিয়ে আসে। যে মা নয়মাস দশদিন গর্ভে রেখে পৃথিবীর আলো হাওয়ায় আনল, বেঁচে থাকতেও সেই মা এখন দূরের মানুষ।

তোতা ছাড়া অন্য ছেলেদের কথা ভাবলেই আলার মার কখনও কখনও মনে হয় সে যেন আসলে মানুষ না, সে যেন আসলে এক পাখি। তার আঙিনার তালগাছের মা বাবুই পাখি যেন সে। পুরুষ পাখির সঙ্গে মেলামেশার ফলে যৌবন বয়সে মা হয়েছিল। চারটা ডিম ফুটে চারটা ছানা হয়েছিল। একসময় পাখনার আড়ালেই ছিল তারা। ঝড় বৃষ্টি রোদ হাওয়া থেকে তাদেরকে সে রক্ষা করেছে। উড়তে শিখার পর অচেনা আকাশে উড়ে গেল তিনটা ছানা। আর ফিরে এল না। দুর্বলটা রয়ে গেল পাখনার তলায়। একটু বেশি বয়সে বিয়াশাদি করে সে চলে গেল আরেক নারীর আঁচলের তলায়। এও একরকমের আকাশ পাথালে উড়াল দেওয়া। এক চালার তলায় থেকেও বউ নিয়ে খাটাল আর কেবিনের মাঝখানকার দরজা বন্ধ করে সে হয়ে গেল দূরের মানুষ। আরেকজনের।

এও তো এক পাখিরই জীবন, বাবুই পাখির জীবন। যেন বা একগাছেই বাসা বেঁধেছে তারা কিন্তু কেউ কারও না।

আর সেই যে পুরুষ পাখিটি! পুরুষ বাবুইটি! সেও তো উড়ালই দিল! সেও তো আর ফিরে এল না! দুইতিন কানী ধানের জমি, চারটা ছেলে আর পাঁচ শরিকের এই বাড়ির কয়েকগণ্ডা ভিটামাটি, একটা চৌচালা বন্দেগীঘর, একটা রান্নাচালা আর রান্নাচালার মুখোমুখি একখান তালগাছ, যে তালগাছ জুড়ে বাবুই পাখির বাসা, এসব ফেলে পুরুষ পাখিটি উধাও হল। আর ফিরে এল না। আজ চল্লিশ বছর।

আজ রাতে ঘুম ভাঙার পর কেন যে এসব কথা মনে পড়ছিল আলার মার! জীবনের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা কত ছোটখাট ঘটনা, কত দুঃখ বেদনার কথা যে মনে পড়ছিল!

মানুষটা ছিল ধার্মিক। ইমামতি করতে গিয়েছিল মতলবের ওদিককার একগ্রামে। সেখানেই থাকতো। ছয়মাসে নয়মাসে একবার বাড়ি আসতো। একবার, চল্লিশ বছর আগে, রোজার ঈদের পর পর বাড়ি এল, ছোট ছেলে তখন পেটে। সেই শেষ আসা। মাসখানেক থেকে বিদায় নিল। তারপর আর কোনও খোঁজ খবর নাই। মাসে দুইমাসে একটা দুইটা পত্র আসতো তার, চাচাতো ভাসুরের ছেলে খবিরকে দিয়ে সেই পত্রের জবাবও দিত আলার মা। সেবার যাওয়ার পর পাঁচমাস কেটে যায় চিঠিপত্রের নামগন্ধ নাই। খবিরকে দিয়ে দেড় দুইমাসের মধ্যে তিনচারখানা পত্র লেখালো আলার মা। তোতা হল। ছেলের জন্মের কথা জানানো হল, তবুও খবর নাই মানুষটার। বছর ঘুরে এল।

শেষ পর্যন্ত খবিরকে পাঠানো হল মতলবের সেই গ্রামে। সঙ্গে আলাও গেল। আলার তখন দশ বারোবছর বয়স।

তারা ফিরে এল শুকনা মুখে। সেই গ্রামে মানুষটা নাই। সেই যে বাড়ি এসেছিল তারপর সেখানে নাকি আর ফিরেই যায়নি।

হায় হায়, তাহলে গেল কোথায়?

বছরখানেক আগে উধাও হয়ে যাওয়া মানুষ, এতদিন পর তাকে খুঁজবেই বা

AMARBOI.COM

কোথায়? তবু ঢাকার টাউন থেকে শুরু করে যেখানে যত আত্মিয়স্বজন ছিল, এমন কি লতাপাতার আত্মিয়রাও যে যেমন করে পারে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে। না, হদিসই পাওয়া গেল না। উধাও তো উধাওই। আজ চল্লিশ বছর।

এখনও কোনও কোনও রাতে নির্জনে একা থাকবার সময় মানুষটার কথা মনে পড়ে। ছোটখাট ফর্সা রংয়ের মানুষটি। ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে থাকতো সব সময়। মাথায় টুপিটা থাকতোই। হাসিমুখে নরম গলায় কথা বলত। নাকের তলাটা সুন্দর করে কামানো, গালভর্তি সুন্দর চাপাদাড়ি। চোখে অদ্ভুত এক উদাসিনতা ছিল তার। কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার সময়ও মনে হতো যার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে আসলে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নাই, তার চোখ যেন অন্যত্র, দূরে কোথায়, বহুদূরের কোন অচিনলোকে যেন চলে গেছে তার চোখ। সে যেন এই দুনিয়ার কিছুই দেখছে না, সে যেন দেখছে অন্য দুনিয়ার কোনও দৃশ্য।

আর কী মায়া মানুষের জন্য! কথায় আচরণে কাউকে দুঃখ দেওয়ার লেশমাত্র নাই। তখনও তোতা হয়নি, বাড়ি এসে ছেলে তিনটিকে যে কী ভালবাসত, কী যে আদর করত। বিলের তিনচার কানি জমি ছিল বর্গা দেওয়া। বর্গাদারেরা ধানপাটের অর্ধেকটা দিত, ইমামতির টাকা জমিয়ে জমিয়ে বেশ কিছু থোক টাকা বাড়ি আসার সময় নিয়ে আসতো মানুষটা। তাতে দিন চলে যেত। খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন ছিল না, আবার দুঃখকষ্টেরও ছিল না।

দুঃখকষ্ট শুরু হল মানুষটা উধাও হয়ে যাওয়ার পর। জমির আয়ে দিন চলে না। কোলেরটা নিয়ে চারটা এইটুকু এইটুকু ছেলে। বড়টা কাজিরপাগলা হাইস্কুলে ক্লাশ ফোরে পড়ে। মেজো আর সেজো স্লেট পেন্সিলে অ-আ লেখে। ওইটুকুই। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল।

সংসার আলার মা চালায় কী করে? ভাসুর দেবর যে দুইজন এই বাড়ির অন্য শরিক তারা আছে তাদের নিয়ে। পার্টিশনে ওপারে বাপের বাড়ি আলার মার। মা বাবা দুইজনেই তখনও বেঁচে। ভাইরা সংসার চালায়। বোন দুইটার বিয়ে হয়েছে একজনের কোরহাটি আরেকজনের রাড়িখালে। সবাই সবাইকে নিয়ে আছে, আলার মার দিকে তাকায় কে?

এইবাড়ির বউ হয়ে আসার পর থেকেই বাড়ির বউঝিদের পোলাপান হওয়ার সময় গভীর একটা উৎসাহ নিয়ে আহুজ ঘরে (প্রশব ঘরে) ঢুকতো সে। গভীর আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো মানুষের জন্ম মুহূর্তের রহস্য। এই করে করে কখন যে নিজের অজান্তেই কাজটার মধ্যে জড়িয়ে গেল, ধরণীর কাজটা শিখে ফেলল টের পেল না।

সেই দুর্দিনে এই কাজটাই শেষপর্যন্ত তার সহায় হয়ে দাঁড়াল। গ্রামের এবাড়ি ওবাড়ি, চারপাশের গ্রামের এবাড়ি ওবাড়ি, দুই দশদিন পরপরই তো মানুষ জন্মাচ্ছে। নিজগ্রাম ছাড়িয়েও আলার মার ডাক পড়তে লাগল। গরিব গিরস্তে একটাকা দুইটাকা, অবস্থাপন্নরা পাঁচ দশটাকা পর্যন্ত দেয়। আবার বাচ্চার মাথা ধোয়ানির দিন (সাতদিনের দিন বাচ্চার মাথার চুল ন্যাড়া করে গোসল করানো। এটা একটা উৎসব) মেজবানির দাওয়াত খাওয়ায় চার ছেলেসহ, বিদায়বেলায় দেয় একখান সুতিশাড়ি।

পেশাটা লেগে গেল আলার মার। আর সুনাম এত ছড়াল, আল্লাহর কুদরতই কিনা কে জানে, আলার মার হাতে মরেই না। মায়েরা আরামে স্বস্তিতে প্রশব করে। সব মিলিয়ে দিন আস্তে ধীরে ঘুরতে লাগল।

তখনও আশায় আশায় দিন কাটে, মানুষটা হয়তো ফিরে আসবে। হায়রে মানুষের আশা!

আলার মা চেয়েছিল নিজের যত কষ্ট করতে হয় করবে কিন্তু ছেলে চারটাকে মানুষ করবে। লেখাপড়া শিখিয়ে শহরে বন্দরে চাকরি বাকরিতে পাঠাবে। আর স্বভাবচরিত্রে তারা যেন হয় তাদের বাপের মত, ধার্মিক মায়াবি ভালমানুষ।

একজনও তেমন হল না। ফাইভ সিক্সের পর আর পড়লই না আলা। পাটাভোগে গিয়ে মামাদের কাছে পড়ে থাকতো। লায়েক বয়সে কাকে কাকে ধরে যেন ঢাকায় গিয়ে চাকরি নিল। বংশালের এক খাস ঢাকাইয়া বাড়িতে বিয়ে করল। মা ভাইদের কথা ভাবলোই না, ফিরেও তাকাল না কারও দিকে। নিজের ভাগের সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা নিয়ে গেল।

এমন বাপের এমন স্বার্থপর ছেলে!

কথায় আছে বড় যে পথে যায় ছোটও যায় সেই পথে! আলার মার চার ছেলের ক্ষেত্রেই তাই হয়েছে। একটা সময়ে বড়ভাইয়ের পথ ধরল মেজো আর ছোট ছেলে। তারাও তাদের ভাগের জমি বিক্রি করে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করতে চলে গেল দিনাজপুরে। সেখানেই বিয়েশাদি করে আবার ভাগও হয়ে গেল দুভাইয়ে।

শুধু তোতা থেকে গিয়েছিল মায়ের কাছে। সঙ্গে তার ভাগের কানির ওপর ধানপাটের জমি। খুবই বৈষয়িক ছেলে সে। গিরস্তি করে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জমি কিছু বাড়িয়েছে। ধরণীর কাজ করে মায়ের জমানো টাকা পয়সা ছলচাতুরি করে নিয়েছে, নিয়ে নিজের আখের মোটামোটি গুছিয়ে ফেলেছে।

তবে এই নিয়ে দুঃখ নেই আলার মার। আর যাই হোক এই একটা ছেলে তো তাকে ছেড়ে যায়নি। বউ নিয়ে দূরের মানুষ হয়েও তো কাছেই আছে। একই চালার তলায় তো আছে। এই বা কম কী! আর নিজে যেমন করে একদিন মার বুকে লেগেছিল তেমন করেই তো তার ছেলেটিকে দিয়ে দিয়েছে মাকে। এই তো তার বুক জুড়ে আছে সেই ছেলে!

বাইরে তখন আলোর রেখা ফুটছে। টিনের বেড়ার ফাঁক ফোকড় দিয়ে ঢুকে ঘরের জমাট অন্ধকার ম্লান করে দিয়েছে সেই আলো। তবু মানুষের মুখ এই আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় না। কিন্তু নাতীর মুখটা আলার মা দেখতে চাইলেন। মুখ গোঁজ করে শুয়ে আছে ছেলেটি। যেন তোতাই শুয়ে আছে। যেন সময়টা আজ না, যেন সময়টা বছর চল্লিশেক আগে। সেই বয়সের অপত্যস্নেহই যেন এই মুহূর্তে ফিরে এল আলার মার হাতে। গভীর মমতায় নাতির মাথায় হাত বুলাতে লাগল সে।

ঠিক তখনই দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে একটা কচিকণ্ঠ ডাকল, দাদী ও দাদী। দাদী। ওডেন। আমি আজিজ গাওয়ালের পোলা হামেদ। মার বেদনা উঠছে। আমাগো বাইত্তে যাওন লাগবো।

এই এতটা বয়সেও মানুষের জন্মের কথা শুনলে রোমাঞ্চিত হয় আলার মা। সেই প্রথম যৌবনে নিজে চারবার মা হয়েছে। প্রতিবারই আশ্চর্য এক ধরনের ভয় আর রোমাঞ্চে শরীর মন ভরে থাকত। বেদনা ওঠার পর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত যে ভয়ানক কষ্ট, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, তার মুখখানি দেখার পর

AMARBOI.COM

কোথায় উধাও হতো সেই কষ্ট। নিজে ধরণী হওয়ার পর থেকে, অন্য নারীর সন্তান জন্মে সহায়তা করতে গিয়ে সে টের পেত সন্তান যেন অন্যের না, তার নিজেরই হচ্ছে। সে নিজেই যেন আপন গর্ভের অন্ধকার থেকে আলোকময় পৃথিবীতে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনছে একজন ছোট্ট মানুষ। তারপর সেই সন্তানের সঙ্গে দলা পাকিয়ে না পড়তে চাওয়া ফুল অনেক সময় যেন নিজেই নিজের গর্ভের অন্ধকারে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনছে, নিজেই নিজের ধরণী।

আজ হল তার অন্য অদ্ভুত এক অনুভূতি।

বানেছার আবার বাচ্চা হবে একথা সে জানে। কিন্তু বেদনা উঠেছে শুনে এই ভোররাতে আচমকাই আলার মার মনে হল বেদনা বানেছার না তার নিজেরই যেন উঠেছে। খানিকবাদে নিজেই যেন নিজের গর্ভ থেকে বের করে আনবে এক নতুন মুখ।

অনুভূতিটা বেশিক্ষণ থাকল না তার। কয়েক মুহূর্ত। চৌকি থেকে নামতে নামতে সে বলল, নাম না কইলেও গলার আওজ হুইন্নাঐ তরে আমি চিনতে পারতাম হামেদ। বেদনা উটছে কুনসুম?

হামেদ না নাদের বলল, আমরা আহনের ম্যালা আগে।

আইচ্ছা। তয় তরা ইট্টু খাড়। অজু কইরা নমজ পইড়া লই।

হামেদ বলল, দেরি অইয়া যাইবো দাদী। বাবায় কইছিল...

দরজা খুলে আলার মা হাসিমুখে বলল, না দেরি অইবো না। তরা বেবাকটি ভাইবইন আমার হাতে অইছচ। তর মার দশা আমি জানি। নমজ পইড়া যাওনেরও ম্যালা পর তর মার আহুজ পড়বো।

ঘরের ওটায় রাখা মাটির পুরানা ঠিল্লা থেকে পানি নিয়ে অজু করল আলার মা। আবার ঢুকে গেল ঘরে। চৌকিতে উঠে নামাজ পড়তে বসল।

বাইরের সাদা উঠানে নাদের আর হামেদ তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোন ফাঁকে কাঁটা মুচড়ে হারিকেন নিভিয়েছে নাদের, হামেদ যেন তা খেয়ালই করেনি। এই বাড়িতে এলে তার নজর থাকে তালগাছের মাথায়। তালগাছের পাতায় পাতায় বাবুই পাখির বাসা। বহুকাল ধরে আছে বাসাগুলি। পুরানা হচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে আবার নতুন বাসা তৈরি করছে বাবুইরা। গ্রামের এত বাড়িতে এত তালগাছ কিন্তু পাখিগুলি কেন যে শুধু এই গাছটাতেই বাসা বাঁধে!

এখন সকালবেলার আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাসা থেকে বেরুতে শুরু করেছে পাখিরা। ক্যাচম্যাচ করে মাতিয়ে তুলছে চারদিক। কেউ বসেছে তালের পাতায় ডগায়, কেউ বাসার মুখে। কেউ কেউ ওড়াউড়ি করছে।

হামেদ মুগ্ধ চোখে পাখি দেখতে লাগল। কখন যে কিছুটা সময় কাটল টের পেল না, কখন যে নামাজ শেষ করে, ঘরের দরজা টেনে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল আলার মা, টের পেল না।

হামেদকে ওইভাবে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আলার মা বলল, কী মিয়াভাই, বাঐ দেহনি?

কিন্তু হামেদ কথা বলবার আগেই তার মনে হল বাবুই পাখির বাসার সঙ্গে নারীগর্ভের কোথায় যেন মিল। এরকম এক বাসার ভিতরই জন্মায় মানুষ। প্রথমে ডিম,

AMARBOI.COM

ডিম ভেঙে ছানা, চোখ ফুটতে সময় লাগে, হাত পা নাক মুখ গজাতে সময় লাগে, তারপর একদিন পরিপূর্ণ এক মানবসন্তান বেরিয়ে আসে, বাবুইয়ের বাসা থেকে যেমন করে ভোরবেলা বেরোয় পাখিরা।

তারপর আলার মার মনে হল দুনিয়াটাই বুঝি এক বাবুই পাখির বাসা। এক নারীগর্ভ। এই দুনিয়ার থেকে, বাবুই পাখির বাসা নারীগর্ভ থেকে একদিন বেরিয়ে যেতে হবে সবাইকে। বেরিয়ে কোথায় যেতে হবে? কোন সে অচিন দুনিয়ায়! কেমন আলো হাওয়া সেই দুনিয়ার! কেমন রং আকাশ আর নদীর, কেমন রং গাছের পাতায়! কোন সুরে সেই দুনিয়ার গান ধরে পাখিরা! কোন দুঃখ সুখে, আনন্দ বেদনায় বেঁচে থাকে মানুষেরা!

কুন্তি লো কুন্তি
তরে দিলাম ছুন্তি!

দোতালা ঘরের উঠানের দিককার সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসার সময় কেন যে আজ সকালে এই কথাটা মনে পড়ল কুন্তির! সেই কোন ছোটবেলার কথা। কোনও কোনওদিন দুপুরে দুইচারদিন পর ভরপেট একদিন খাওয়া হলে সেই আনন্দে বিকালের দিকে তাদের বাড়ির গরিব উঠানে বোনদের নিয়ে বউয়াছি খেলতো কুন্তি। ছোটবোনগুলি খেলতো তারচেয়ে ভাল। প্রতিবারই তাকে হারিয়ে এই কথাটা বলতো বোনরা।

কুন্তি লো কুন্তি
তরে দিলাম ছুন্তি!

এতকাল পর কেন যে আজ সকালবেলা কথাটা কুন্তির মনে পড়ল! তবে এই নিয়ে বেশি ভাববার সময় পেল না সে। তার আগেই পরিকে দেখতে পেল আমরুজ তলা দিয়ে বিষণ্ণভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। একটু যেন উদাসও মেয়েটি। হেঁটে আসছিল আনমনা ভঙ্গিতে। কুন্তিকে দেখে কেমন যেন একটু চমকাল।

সিঁড়ি ভেঙে কুন্তি তখন উঠানে। সকালবেলার রোদ গাছপালার আড়াল আবডাল থেকে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে উঠানে। মৃদু একটা হাওয়া আছে। চালতাগাছের ওদিকটায় পাখি ডাকছে। সব মিলিয়ে নিঝুম নির্জন পরিবেশ। এই পরিবেশে মানুষ কি মানুষকে আপনের চেয়েও বেশি আপন মনে করে? পরিকে কি কুন্তি তাই মনে করল? নয়তো এতদিনকার চেনা ছোট্ট মেয়েটিকে কেন অতি মায়াবি চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। বছর আট সাড়েআট আগে চোখের সামনে জন্মানো মেয়েটি আজ যেন আচমকা কেমন বড়সড়। ছিট কাপড়ের সস্তা পুরানা ফ্রকের আড়ালে গাবের মুচির

AMARBOI.COM

মতন দেখা দিয়েছে তার স্তনরেখা, মুখখানি যদিও বিষণ্ন তবু তাতে লুকিয়ে আছে অন্যরকমের এক লাবণ্য। ড্যাব ড্যাবে উদাস চোখ দুইটায় একটু যেন মেয়েলি লজ্জার ছোঁয়া। আহা কোন ফাঁকে এতখানি বড় হয়ে গেল মেয়েটি? যদিও কুট্টির কোনও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় না পরি, পরির বাপ আজিজ গাঁওয়ালকে কুট্টি ডাকে দাদা, গ্রাম গিরস্তের এবাড়ি ওবাড়ির মধ্যে এরকম সম্পর্ক তো থাকেই, সেই সম্পর্কে কুট্টিকে পরি ডাকে ফুবু। কুট্টি তাকে পরি বলেই ডাকে। কখনও কখনও আদর করে মাও ডাকে।

আজ সকালে তাই ডাকল। মুখখান হাসিতে ভরিয়ে বলল, কী গো মা, আইজ এত বিয়ানবেলা এই বাইত্তে?

পরি উদাস গলায় বলল, এমতেঐ।

কাঁধে হাত দিয়ে পরিকে কাছে টানল কুট্টি। না, এমতেঐ তুমি আহো নাই। তোমার মনডা জানি কেমুন উড়ু উড়ু । মুকহান কেমুন হুগনা। কী অইছে গো মা?

হেমুন কিছু না। মার অহন আহুজ পড়বো।

শুনে কুট্টি লাফিয়ে উঠল। কও কী? এইডা তো আমোদের কথা। তুমি মন খারাপ করছো ক্যান?

পরি কথা বলল না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

কুট্টি বলল, বেদনা উটছে কুনসুম?

বিয়াইন্না রাইত্রে। আলার মা দাদীও আইয়া পড়ছে।

তুই যে এই বাইত্তে আইলি তর অন্য ভাইবইনরা কো?

মায় আমারে কইছিলো বেবাকতেরে লইয়া হাজামবাড়ি যাইতে। আহুজ পড়নের পর বাবায় গিয়া ডাইক্কা আনবো। জরিনরে দিয়া অগো আমি পাডাই দিছি। আমি যাই নাই।

ক্যা?

ভাল্লাগতাছিল না।

পরির চিবুক তুলে ধরে কুট্টি আবার বলল, ক্যান গো মা?

এমতেঐ।

একটু থেমে বলল, তোমারে কয়ডা কথা জিগামু ফুবু। তুমি আমারে কইবা তো? তুমি আমার উপরে চেতবা না তো?

কুট্টি সুন্দর করে হাসল। তার আগে আমার যে আরও কথা আছে মা।

কও?

তর বড়ভাইরা কো? নাদের হামেদ? বাইত্তে না তো?

না। দাদীরে বাইত্তে আইন্না মুড়ি মিডাই খাইলো তারবাদে কোনমিহি জানি গেল গা।

তয় বাইত্তে অহন কে?

খালি বাবায়।

আইজ্জাদায় (আজিজ দাদায়) আইজ গাওয়ালে যায় নাই?

না। মার আহুজ পড়তাছে আর বাবায় যাইবো গাওয়ালে? তাইলে কি বাবার আর রক্ষা আছে!

AMARBOI.COM

আজিজ যে খুবই মেউন্না (মেনিমুখো) পুরুষ একথা গ্রামের সবার মত তার ছেলেমেয়েরাও জানে। তবু মেয়ের মুখে বাবাকে নিয়ে এই ভঙ্গিমার কথাটা ভাল লাগল না কুট্টির। এই নিয়ে পরিকে সে কিছু বলল না। কথা অন্যদিকে ঘুরাল। তুই অহনতরি খাচ নাই কিছু?

হ খাইছি।

কী খাইছচ?

মুড়ি মিডাই।

আমি কিছু খাই নাই। খালি বড় বুজানরে খাওয়াইয়া ঘর থিকা বাইর অইছি, দেহি তুই।

বড় বুজানরে কী খাওয়াইলা ফুবু?

পাউরুডি আর দুদ। দুদের মইধ্যে চিনি মিশাইয়া পাউরুডি ভিজাইয়া ভিজাইয়া খাওয়াইলাম।

পাউরুডি পাইলা কই?

ঢাকা থিকা মাজরো বুজানে পাডাইছে। পরি, পাউরুডি খাবি?

পাউরুটির কথা শুনে চোখ চকচক করে উঠল পরির। উদাস বিষণ্ন মুখে গভীর আগ্রহ দেখা দিল। বুজানের পাউরুডি তুমি আমারে খাওয়াইবা কেমতে?

হেইডা তর চিন্তা করন লাগবো না। তুই আমার লগে রান্ধনঘরে আয়। পাউরুডির লগে আরেকহান জিনিসও তরে আমি খাওয়াইতাছি।

কুট্টির পিছন পিছন রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে পরি বলল, কী জিনিস?

চা। বুজানের খাওনের দুদ থিকা অনেকহানি দুদ আইজ আমি হামলাইয়া রাকছিলাম। হেই দুদ দিয়া ঘন কইরা চা বানামু। দুইমুঠ চিনি দিয়া কড়া মিষ্টি করুম চা। তারবাদে হেই চায়ে পাউরুডি ভিজাইয়া ভিজাইয়া তরে খাওয়ামু আমি খামু আর....

কথা শেষ না করে থামল কুট্টি।

কথাটা ধরল পরি। আর?

কুট্টি একটু আমতা আমতা করল। তারপর বলল, আর ঐ যে আলফুদাদায় আছে না, আলফুদাদায়, এই বাড়ির কামলা, তারে ইট্টু দিমু।

কুট্টির আমতা আমতা করার কারণ বুঝল না পরি। সরল গলায় বলল, হেয়ও অহনতরি কিচ্ছু খায় নাই?

রান্নাঘরে ঢুকে কুট্টি ততোক্ষণে মাটির চুলায় আগুন জ্বেলেছে। এলুমিনিয়ামের ছোট্ট হাড়িতে গরম পানি চড়িয়েছে। এইসব কাজ করতে করতেই বলল, খাইছে। খাইয়াঐ ঘর থিকা বাইর অইছে।

কী খাইছে?

পান্তাভাত আর পিয়াইজ।

তুমি বিয়ানবেলা কী খাও ফুবু?

আমিও পান্তাভাত খাই।

আইজ খাও নাই ক্যা?

রোজ রোজ একপদের জিনিস খাইতে ভাল্লাগে না। আইজ বিয়ানে বুজানরে

পাউরুটি আর দুদ খাওনের সময় আমারও ইচ্ছা করছে ওই জিনিস খাইতে। তয় দুদ অতো পামু কই? যেদু দুদ হামলাইয়া রাকছি তাতে চা অইবো। ঘন দুদের চার লগে পাউরুডি খাইতেও খুব সাদ।

তয় এত পাউরুডি তুমি পাইবা কই? আমারে লইয়া তিনজন মাইনষে খাইবো?

কুট্টি আবার হাসল। হেই চিন্তা তর করন লাগবো না। একলগে আষ্টহান পাউরুডি পাডাইছে মাজারো বুজানে। পয়লা দিনঐ একহান আমি হামলাইয়া রাকছি। আইজ হেইডা বাইর করুম।

একটু থেমে মুখের মজাদার ভঙ্গি করে বলল, ভাল জিনিস একলা খাইয়া আরাম নাই, বুজলি? ভাল জিনিস বেকতে মিল্লা খাইতে অয়। তুই না আইলে খাইতাম আমরা দুইজনে। অহন খামু তিনজনে। দেকবি ভাগে কম পড়লেও খাইতে আমোদ লাগবো। আর এই বাইত্তে এতদিন ধইরা আমি কাম করি কীর লেইগা জানচ?

না।

কির লেইগা বড়বুজানের গুমুত ছাপ করি? এত কষ্ট করি তার লেইগা?

না।

খালি খাওনের লেইগা। খালি ভালভালই খাওনের লেইগা। তিনওক্ত ভরপেট খাওনের লেইগা। খিদার কষ্ট আমি সইজ্জ করতে পারি না, এর লেইগা।

হাড়ির পানিতে তখন বলক এসেছে। দেখে উঠে দাঁড়াল কুট্টি। তুই বয়, দুদ চিনি পাউরুডি ছাকনি চার কাপ বেবাক আমি লইয়াইতাছি।

কুট্টি যখন দোতালা ঘরের সিঁড়ির কাছে, উঠানে তখন দুইটা কাক নামছে আর একটা শালিক। কাক দুইটা তক্কে তক্কে আছে কোন ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকে কিছু একটা ঠোঁটে নিয়ে উড়াল দিবে আর শালিক পাখিটা উঠানের মাটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে খাবার খুঁজছে। পরি তাকিয়ে তাকিয়ে শালিক পাখি দেখছে, দোতলাঘরের সিঁড়ি ভেঙে পাঁচটা ফুটফুটা ছানা নিয়ে খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে নেমে এল বিলাইটা। চালচলনে ধীর শান্ত ভাব কিন্তু ছানাগুলি তিড়িং বিড়িং করছে।

বিড়াল দেখে কাক দুটা উঠে গেল পশ্চিমের চালে আর শালিক পাখিটা উড়াল দিল চালতাগাছের দিকে।

ফিরে এসে দ্রুত হাতে সব গুছগাছ করে ফেলল কুট্টি। প্রথমে টিনের মগে করে আনা দুধ ঢেলে দিল হাড়ির পানিতে। তারপর দিল চিনি, তারপর চাপাতা। কোলের কাছে আদুরে ভঙ্গিতে ধরা একখান পাউরুটি। যেন বুকের দুধ খাওয়া শিশুর মত পাউরুটিখান লেগে আছে তার বুকে। হাজার কাজের ব্যস্ততায়ও কোনও কোনও মা যেমন করে কোলের শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াইয়া ব্যস্ত রাখে, কুট্টির কোলে পাউরুটি অবস্থা তেমন।

দেখতে দেখতে হাড়ির চায়ে বলক এল। বলকানো গরম পানিতে দুধ চিনি চাপাতা ফেলার পর নিস্তেজ হয়েছিল পানি। পলকেই আবার নতুন করে বলকাতে লাগল। হাড়িরতলায় জমা চিনি গলাবার জন্য পরিষ্কার হাতায় চাটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করল কুট্টি। সেই ফাঁকে বলক দিতে দিতে যেন দুধের মত উতরাইয়া (উপচে) না পড়ে চা সে জন্য হাড়িতে ফুঁ দিতে লাগল। কুট্টির ফুঁয়ে ফুঁয়ে হাড়ি থেকে উঠল চায়ের গন্ধ। নির্জন

AMARBOI.COM

মিয়াবাড়ি মাতোয়ারা হয়ে গেল। আর এই গন্ধে পরির মন মুখ থেকে উধাও হল বিষণ্ণতা, মনের ভিতরটা চনমন করে উঠল আশ্চর্য এক আনন্দে। মুখে ফুটে উঠল মুগ্ধতার হাসি। নিজের অজান্তেই আমুদে গলায় বলল, ইস চার ঘেরানডা কী! ঘেরানেঐ পেড ভইরা যায়!

চুলারপারে রাখা লুচনি দিয়ে চায়ের হাড়ি নামাল কুট্টি। মিষ্টি করে হাসল। খাইতে দেকবি কেমুন লাগে। এক চুমুকেঐ কমো সাড়া।

উঠানে তখন মা বিড়ালের সঙ্গে পাঁচটি ছানা। পুবদিক থেকে আসা রোদ রান্নাঘর ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েছে। রান্নাঘরের ছেমায় অনেকখানি জায়গা ছায়াময়। বিড়ালটি আয়েস করে সেই ছায়ায় গা এলিয়েছে আর পাঁচটি ছানা তার কোলের কাছে দলা পাকিয়ে এ ওকে ধাক্কা দিয়ে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। বিড়ালটি প্রথমে খানিক উদাস হয়ে রইল তারপর কোনও কোনও ছানার ঘাড়মাথা চেটে দিতে লাগল।

চুলারপারে তিনটা মগ আগেই এনে রেখেছিল কুট্টি। একটা মগের পাশে কোড়া রংয়ের পাতলা একটুকরা কাপড় ছিল। এটা ছাকনি। চুলা থেকে চায়ের হাড়ি নামাবার আগেই কাপড়ের টুকরাটা একটা মগের মুখে যত্ন করে মেলে দিয়েছিল। এখন দুইহাতে হাড়ি ধরে পরিকে বলল, ছাকনিডা ধইরা রাখ। চাই ঢালি।

পরি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে গিয়েছিল, তারপরই ভয় পেল। আমার হাতের মইদ্যে আবার চা ঢাইল্লা দিবা না তো?

কুট্টি হাসল। আরে না ছেমড়ি।

কুট্টির কথামতনই ছাকনিটা ধরল পরি। নিপুণ হাতে চা ঢালল কুট্টি। একে একে তিনটা মগেই ঢালল। তবে প্রথম মগটায় একটু বেশি। তারপর ছাকনিতে জমা চায়ের পাতাসহ ছাকনি দলামোচড়া করে চায়ের খালি হাড়িতে রেখে দিল। কোল থেকে নামাল পাউরুটি।

তখুনি নিঃশব্দে, ছায়ার মতো চালতাতলার দিক থেকে রান্নাঘরের সামনে হেঁটে এল আলফু। কোন ফাঁকে কাক দুইটা আবার এসেছিল উঠানে, শালিক পাখিটা নেমেছিল। মাথায় কদমছাট চুল, লুঙ্গির ওপর মাজার কাছে গামছা বাঁধা, তাগড়া জোয়ান কালোপানা শরীর চকচক করছে ঘামে, এমন একজন মানুষকে হেঁটে আসতে দেখে পাখিগুলি ভয়ার্ত ভঙ্গিতে উড়াল দিল। কিন্তু বিড়ালটি নির্বিকার, সে নড়লই না। ছানাগুলিও গা করল না। তারা তাদের মতো খাদ্যের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে রইল।

আচমকা আলফুকে দেখবে ভাবেনি কুট্টি। কিন্তু দেখে ভাল লাগল। শরীর আর মনের ভিতর আজকাল যখন তখন হওয়া কাঁপনটা হল। চোখের তারা নেচে উঠল, মুখে ফুটে উঠল লাজুক মিষ্টি হাসি। একপলক আলফুর মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামাল। বড় একখানা থালায় পাউরুটি রেখে, পাউরুটির উপরকার পাতলা কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, আপনে কেমতে আইলেন?

আলফু বলল, ক্যা হাইট্টা আইলাম।

কুট্টি আবার যেন লজ্জা পেল। না আমি মনে করছিলাম আপনে চাউলতা তলায় আছেন। আপনেরে গিয়া ডাইক্কা আনুম।

কীর লেইগা? কাম আছেনি?

AMARBOI.COM

না।

তয়?

চা বানাইছি। পাউরুটিও আছে। পরিরে লইয়া খামু। মনে করলাম আপনেরেও ডাক দেই। আপনেও আমাগো লগে খান।

আলফু দোনোমোনো গলায় বলল, বিয়ানে তো আমি খাইছি।

খাইছেন যে হেইডা তো আমি জানিঐ। আমি ঐত্তো আপনের খাওন দাওন দেই।

হ। আইজও তুমিই দিলা।

কুট্টি আবার একপলক আলফুর দিকে তাকাল। পাউরুটির কাটা টুকরোগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, পান্তাভাত পেডে থাকে কতক্ষুণ? বহেন।

হাতের কাছে রাখা একখান পিঁড়ি এগিয়ে দিল আলফুকে।

কোমর থেকে গামছা খুলে তেলতেলে মুখটা গলাটা মুছল আলফু। গামছাটা ডানদিককার কাঁধে ফেলে রান্নাঘরের ছেমায় বসল। পরিকে বলল, তুই আইছচ কুনসুম?

পরি বলল, অনেকক্ষুণ।

যে মগটায় বেশি চা সেই মগ আর চার টুকরা পাউরুটি আলফুকে দিল কুট্টি। নেন। চায়ে ভিজাইয়া ভিজাইয়া খান। বহুত সাদ লাগব।

নিঃশব্দে জিনিসগুলি নিল আলফু। খেতে শুরু করল।

পরির মগটা পরিকে দিল কুট্টি, নিজেরটা নিল। পরিকে দিল তিন টুকরা রুটি, নিজে নিল তিন টুকরা, চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে শুরু করল।

খেতে খেতে আলফু তখন অন্য একটা কাজ করছিল। নিজে যতবার মুখে দিচ্ছিল রুটি ততোবারই রুটির পোড়া দিকটার কিছু না কিছু ছুঁড়ে দিচ্ছিল উঠানের কাক শালিকের দিকে, বিড়ালদের দিকে। মনোহর পাউরুটি মুখের কাছে পেয়ে ছানাদের দুধ দেওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে মা বিড়াল, টুকটাক করে খাচ্ছে পাউরুটি। তার দেখাদেখি ছানাগুলিও ছুটাছুটি করছে পাউরুটির লোভে। বিড়ালের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া পাউরুটি ঠোঁটে তুলতে তক্কে তক্কে থাকছে কাকগুলি, কাকেরটা ছিনিয়ে নিতে ছুটছে বেড়ালেরা, শালিক পাখিটা নিরীহ ধরনের বলে এই টানা হ্যাচড়ার ভিতর ঢুকতে পারছে না। দূরে দাঁড়িয়ে অসহায়, ক্ষুধার্ত চোখে কাণ্ডটা দেখছে।

শালিক পাখিটার কথা ভেবে তার মুখের কাছে ছোট্ট একটা রুটির টুকরা ছুঁড়ে দিল আলফু। এই দেখে পরি খুব মজা পেল। হি হি করে হেসে বলল, আলফু কাকায় দিহি পোলাপানের লাহান করতাছে।

চায়ে বড় করে চুমুক দিয়ে আলফু বলল, পোলাপানের লাহান করি না মা। আমাগো খিদা আছে, অগোও তো আছে। আল্লার দুনিয়ার বেবাক জীবেরই পেট আছে, খিদা আছে। আমরা তিনজন মানুষ খাইতাছি আর অরা পেডের খিদা লইয়া চাইয়া রইছে এইডা আমার সইজ্জ অয় না মা। এর লেইগা এমুন করতাছি।

পরি বোধহয় আলফুর কথা বুঝতে পারল না। কুট্টি পারল। মনে পড়ল সেই দিনটির কথা। নিজের ভাগের খাবার নিয়ে দুপুরবেলা চালতাতলায় চলে গিয়েছিল আলফু। নিজে আধপেটা খেয়ে মাকুন্দা কাশেমকে খাইয়েছিল। সেদিন মানুষটার মনের অনেকখানিই যেন চিনে ফেলেছিল কুট্টি। আজ চিনল আরও অনেকখানি। চিনে চা পাউরুটি খাওয়ার কথা ভুলে অপলক চোখে আলফুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

পরি খেয়াল করল না ব্যাপারটা, আলফু করল। একপলক কুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে চা পাউরুটি খাওয়া শেষ করল। তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, চালতাতলার দিকে চলে গেল।

কুট্টি তখনও তেমন করে তাকিয়ে আছে। তার চোখের সামনে পশ্চিম উত্তরভিটির ঘর দুইখানার মাঝখানকার চিরলপথে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ। পিছন থেকে তার কালোপানা কোমর পিঠ আর শক্তপোক্ত ঘাড় দেখা যাচ্ছে। এই দেখে শরীরের খুব ভিতরে আজ সকালে আবার অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হল কুট্টির, অদ্ভুত এক কাঁপন লাগল। নিজের অজান্তেই কুট্টি কেমন লাজুক হয়ে গেল।

চা পাউরুটি শেষ করে পরির মুখে তখন ভারি আরামদায়ক একটা লাবণ্য। হাসিমুখে কুট্টির দিকে তাকিয়েছে। তাকিয়ে খেয়াল করল কুট্টি বেশ আনমনা। চায়ের মগ সামনে, পাউরুটির খণ্ড হাতে, চা পাউরুটি মুখে দিচ্ছে না সে।

পরি বলল, কী অইছে ফুবু?

কুট্টি চমকাল। কো কী অইছে? কিচ্ছু না।

তয় এমুন টাসকি ধইরা রইছো ক্যা? খাইতাছো না ক্যা?

কুট্টি তাড়াতাড়ি চায়ে পাউরুটি চুবালো। তুই শ্যাষ করছোস?

কুনসুম।

আর ইট্টু চা নিবি, আমার ভাগ থিকা আধাহান কুট্টি?

না।

ক্যা শরম করতাছে নি?

আরে না। আমি আর খাইতে পারুম না। আমার প্যাট ভইরা গেছে।

নিঃশব্দে কুট্টি তারপর নিজের খাওয়া শেষ করল। যখন শেষ কামড় রুটি মুখে দিয়েছে, দিয়েই চায়ের মগে চুমুক দিয়েছি তখনই পরি বলল, অহন হেই কথাডা তোমারে জিগামু ফুবু?

কুট্টি চায়ের মগ নামিয়ে আঁচলে মুখহাত মুছে আনমনা গলায় বলল, জিগা।

মাইনষের পোলাপান অয় ক্যা?

এই ধরনের একটা প্রশ্ন করবে পরি এটা কল্পনাও করেনি কুট্টি। পরির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী কইলি তুই?

হ। মাইনষের পোলাপান অয় ক্যা? কেমতে অয়? এই যে বচ্ছর বচ্ছর মার ঘরে খালি আমরা হইতাছি এইডা কেমতে অয়? ক্যান অয়?

এইডা তরে আমি কেমতে বুজাই। তুই এত ছোড মাইয়া।

ছোড অই আর যাঐ অই তুমি আমারে বুজাও। আমার এইডা বুজতে অইবোঐ।

ক্যান?

মার যে বচ্ছর বচ্ছর খালি পোলাপান অয় এইডা আমার ভাল্লাগে না। বেদনা ওডনের পর মায় যে এতকষ্ট পায়, দেইক্কা আমার সইজ্জ অয় না। কান্দন আহে।

ও এর লেইগাঐ জানতে চাইতাছচ?

হ।

AMARBOI.COM

পরির মাথায় পিঠে মায়াবি ভঙ্গিতে হাত বুলালো কুট্টি। এইডা দুনিয়ার নিয়ম মা। মাইয়ারা বড় অইলে তাগো বিয়া অয়। বিয়া অওনের পর পোলাপান অয়।

এইডা আমি জানি। অয় কেমতে?

তুই যহন বড় অবি, তর যহন বিয়া অইবো, তহন বুজবি কেমতে অয়।

আমি ফুবু কোনওদিন বিয়া বমু না।

ক্যা?

বিয়া বইলেঐত্তো পোলাপান অইবো। পোলাপান অওন বহুত কষ্টের। মাসের পর মাস পেটহান ফুইল্লা থাকে। তারবাদে ওডে বেদনা। মারে দেহি বেদনার কষ্টে কেমুন কোকায়। তারবাদে পোলাপান হওনের পরও তো ঝামেলা কম না। তারে বুকের দুদ খাওয়াও, গরুর দুদ তালমিচরি খাওয়াও। তেল ডলো। বেবাকঐ বহুত কষ্টের। আইচ্ছা ফুবু, এত কষ্টের পরও মাইনষে পোলাপান হওয়ায় ক্যা?

কুট্টি আবার হাসল। এইডাও তুই বড় অইলে বুজবি।

পরি এবার কুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মাইয়ারা ডাঙ্গর অইলে বিয়া ছাড়াও কি তাগো পোলাপান অয়?

কুট্টি থতমত খেল। তারপরই নিজেকে সামলালো। তুই অহন বাইত্তে যা পরি। দেকগা তর ভাইবইন অইলো নি? তুই ইট্টু বড় হ, এই হগল কথার বেবাক জব তরে আমি দিমু।

পরি উঠে দাঁড়াল। যাইতাছি। তয় নিজেগো বাইত্তে যামু না। যামু হাজামবাড়ি। নিজেগো বাইত্তে যাইতে আমার অহন ভাল্লাগবো না।

ক্যা?

অহনতরি যুদি আহুজ না পইড়া থাকে তয় মায় তো চিল্লাচিল্লি দাপড়া দাপড়ি করবো। হেইডা আমি সইজ্জ করতে পারুম না। মার আহুজ পড়নের পর বাবায় গিয়া আমগো হাজামবাড়ি থিকা ডাইক্কা আনবো।

পরি চলে যাওয়ার পর আশ্চর্য এক অনুভূতি হতে লাগল কুট্টির। মনে হল তার শরীরের ভিতর, গর্তের অন্ধকারে যেন অংকুরিত হচ্ছে এক মানব শিশু। আস্তে ধীরে যেন বড় হচ্ছে সে। পৃথিবীর আলো হাওয়ায় যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু শরীরে কুট্টির কোনও ব্যথা বেদনা নাই। আছে অপরিসীম এক রোমাঞ্চ, আছে অপরিসীম এক উত্তেজনা। গভীর এক ভাললাগা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন মানুষের তাগড়া জোয়ান কালোপানা শরীর ভেসে উঠল কুট্টির চোখে। মাথাভর্তি কদমছাট চুল তার, পাথরের মত নির্বিকার মুখ। সেই নির্বিকার মুখেই যেন লুকিয়ে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সৌন্দর্য। চোখ তার ভাটার মত। পলক খুবই কম পড়ে চোখে, তবু সেই চোখেই যেন লুকিয়ে আছে দুনিয়ার সব মায়া।

কেন যে কুট্টি তারপর মনে মনে বলল,

কুট্টি লো কুট্টি
তরে দিলাম ছুট্টি!

AMARBOI.COM

বড়ঘরের ছেমায় বসে বিড়ি টানছে আজিজ।

উঠানের উত্তর কোণার ঢেকিঘরে শুয়ে প্রসব বেদনায় কাতড়াচ্ছে বানেছা। বেলা অনেকখানি হয়েছে। আলার মাও এসেছে অনেকক্ষণ কিন্তু এখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি সন্তান। কখন হবে আল্লাহ মালুম। কতক্ষণ ব্যথায় কাতড়াবে বানেছা, আল্লাহ মালুম।

আজিজ শুনতে পাচ্ছিল বেশ শব্দ করেই বানেছাকে থেকে থেকে বুঝ দিচ্ছে আলার মা। এত চিল্লাইস না ছেমড়ি। আর ইট্টু সইজ্জ কর। এইবার কী তর পয়লা আহুজ পড়তাছে যে এমুন করতাছস?

বেদনা ওঠার পর প্রতিবারই মাথায় বিকার উঠে যায় বানেছার। বাচ্চা যত তলপেটের তলার দিকে নামে বিকারটা ততোই ওঠে মাথার দিকে। তখন যা মনে হয় বলে ফেলে। বাছবিচার করে না কাকে কী বলছে। দুই একবার তো আজিজের সঙ্গে সহবাস নিয়েও এমন আকথা কুকথা বলেছে শুনে কানে আঙুল দিতে হয়েছে আলার মার। ওই অবস্থায়ও ছনুবুড়ি সহ্য করতে পারেনি সেসব কথা। ছ্যা ছ্যা করে উঠেছে। ইস, পোলাপান য্যান আর কেঐর অয় না, পোলাপান য্যান অর খালি একলাঐ অইতাছে। এত যহন কষ্ট তয় বচ্ছর বচ্ছর হওয়ায় ক্যা? জামাইর লগে হোয়নের সময় মনে থাকে না।

একদিকে বউর কথা আরেক দিকে মায়ের, আজিজ পড়ে যায় মাঝখানে। সে আর কী করে, যেন কিছুই শুনছে না এমন ভঙ্গিতে উদাস হয়ে বিড়ি টানতে থাকে। কখনও কখনও ভার থেকে অকারণেই নামায় গাঁওয়ালের জিনিসপত্র, অকারণেই ঝাড়পোছ করে, আবার সাজায় তার। কখনও পোলাপান নিয়ে নেমে যায় বাড়ির ভাঙনের দিকে। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। আসলে বানেছার চিৎকার আকথা কুকথা থেকে সরিয়ে রাখতে চায় নিজেকে পোলাপানকে।

এবার বানেছা নিজেই বেশ একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। আহুজ ঘরে ঢোকার আগেই পরিকে বলে গেছে সবাইকে নিয়ে মুড়ি মিঠাই খেয়ে যেন হাজামবাড়ি চলে যায়। অর্থাৎ পোলাপান বড় হয়েছে, এই অবস্থায় মায়ের আহুজ পড়ার সময়কার চিৎকার চেঁচামেচি যেন তাদের কানে না যায়।

ব্যাপারটা খুবই ভাল লেগেছে আজিজের। যাক বানেছা তাহলে মানুষ হয়ে উঠছে। দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ছে তার।

এখন আচমকা আলার মার কথা শুনে ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতেও এমন একখান

AMARBOI.COM

গাল আলার মাকে সে দিল, শুনে বিড়িতে টান দিতে ভুলে গেল আজিজ। বানেছাকে নিয়ে খানিক আগের ধারণা তছনছ হয়ে গেল। মনে মনে খুবই হায়আপসোস করল সে। ইস এইরকম একহান মাগীরে বিয়া করছি আমি! এই রকম একহান মাগির লগে হুইয়া বচ্ছর বচ্ছর পোলাপান হওয়াই। পুরুষাঙ্গ আমার বেলেড দিয়া কাইট্টা হালান উচিত।

তবে বানেছার ওই অশ্লিল গালাগাল গায়ে মাখল না আলার মা। সে এসবে অভ্যস্থ। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের বাচ্চা হওয়াতে হওয়াতে বুঝে গেছে জন্ম দেওয়ার সময়কার কষ্টের কোনও তুলনা এই পৃথিবীতে নাই। জন্ম যে দেয়, কষ্টটা শুধু সেই বোঝে। আলার মা নিজেও তো চারবার মা হয়েছে। সুতরাং বানেছার ওপর একটুও রাগল না সে। বানেছার খোলা তলপেটে মায়াবি ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে শিশুকে আদর করার মত গলায় বলল, এমুন কইরো না মা। ইট্টু সইজ্জ করো।

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বানেছার চোখ তখন পাকা আমরুজের মতন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি অচেনা। মুখে ভয়ানক যন্ত্রণার ছাপ। গ্রাম সম্পর্কে আলার মা তার চাচী শাশুড়ি। এমনিতে খুবই সয়সম্মান করে তার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু এখন বানেছা আর বানেছা নাই। এখন সে অন্য মানুষ। আলার মাকে উঠতে দেখেই বিকারগ্রস্থ খেঁকুড়ে গলায় বলল, ওই মাগী, কই যাচ তুই? আমারে এই অবস্থায় হালাইয়া কই যাচ তুই?

কথাগুলি আলার মা গায়েই মাখল না। নির্বিকার গলায় বলল, ইট্টু বাইরে থিকা আহি মা?

ক্যা, বাইরে তর কোন নাঙ্গে আছে?

আলার মা ফোকলা মুখে হাসল। এমুন করিচ না মা। আমি আইতাছি।

আর কোনওদিকে না তাকিয়ে ঘরের ঝাঁপ সরিয়ে বেরিয়ে এল। বানেছা তখন কোরবানির গরুর অর্ধেক গলাকাটা হওয়ার পর কোনও কোনও গরু যেমন জান্তব শব্দ করে, তেমন করছে।

এদিকে আলার মাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই দিশাহারা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছে আজিজ। কী অইলো চাচী? তুমি দিহি বাইর অইয়া আইলা?

আলার মা হাসল। না অন্য কিছু না। আহজ পড়তে দেরি অইবো।

ও আইচ্ছা।

আবার আগের জায়গায় বসল আজিজ। দেরি কি বেশি অইবো?

মনে অয়।

একটু থেমে বলল, আজিজ, মুড়ি মিডাই কিছু আছেনি ঘরে?

হ চাচী আছে।

ডালায় কইরা আমারে ইট্টু দে বাজান। বেইল তো অনেকহানি অইছে। খিদা লাগছে আমার।

দিতাছি, দিতাছি।

বলে ব্যস্তভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল আজিজ। বেতের ছোট ডালায় একডালা মুড়ি আর ছোট্ট একখান খেজুড়ি গুড়ের অর্ধেকটা এনে আলার মাকে দিল। এলুমিনিয়ামের গেলাসে করে এক গেলাস পানিও এনে দিল।

AMARBOI.COM

বড়ঘরের ওটায় নিজেই পিঁড়ি এনে বসেছে আলার মা। বসে ফোকলা মুখে গুড়মুড়ি খেতে লাগল। বানেছা তখনও সমানে কঁকাকঁকি করছে। আলার মা আজিজ কেউ তা পাত্তা দিচ্ছে না।

উঠানে বেশ রোদ। চারদিক খা খা করছে রোদে। আস্তে ধীরে তেতে উঠছে গ্রাম গেরস্তের উঠান পালান, ঘরবাড়ি। বাড়ির নামার দিককার আমগাছটার ডালে বসে হা করে আছে একটা দাঁড়কাক। গরম বেশি পড়লে ক্লান্তিতে এমন ঠোঁট ফাঁক করে রাখে দাঁড়কাকগুলি।

এই সকালেই কি কাকের হা করার মতন গরম পড়ে গেল? এখনও তো চোত বৈশাখ মাস এল না! এখনই এই! চোত বৈশাখে তাহলে কেমন গরম পড়বে এবার!

হা করা দাঁড়কাকের দিকে তাকিয়ে আলার মা বলল, ইবার মনে হয় গরম বেশি পড়ব রে আজিজ।

আজিজ বলল, মনে অয়।

তর ক্ষেতে ধান অইছে কেমুন?

ইরি তো, মন্দ অয় নাই।

বর্গা দিছ্স কারে?

আর কারে, আরফাইন্নারেঐ। তোমাগো ক্ষেতে অইছে কেমুন?

তোতা নিজে বোনে তো, ধানডা খুবঐ ভাল অয়।

আমিও যুদি নিজে চুইতে (চষতে) পারতাম তাইলে আরও ভাল চালাইতে পারতাম সংসারডা।

একমুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে আলার মা বলল, এমুন গলা হুগাইস না বাজান। আল্লার কাছে শুকুর কর। অহনও আল্লায় তরে ভালঐ রাকছে। গাওয়াল কইরা ভাল রুজি করচ, ক্ষেতের ধান আছে।

তারবাদেও সংসারডা ভাল চালাইতে পারি না।

কচ কী?

হ। কেমতে চালামু কও? এতডি পোলাপান।

শুনে আলার মা বিরক্ত হল। তয় পোলাপান এত হওয়াচ ক্যা?

কী করুম কও? পোলাপান হওয়ান না হওয়ান কী আমার হাতে?

তয় কার হাতে?

আল্লার হাতে।

এই হগল কথা কইচ না। এইডি আগিলা দিনের মাইনষের লাহান কথা। আইজকাল কত অষইদ বিষইদ বাইর অইছে, মাইয়াগো অষইদ, বেডাগো জিনিস।

আজিজ লাজুক গলায় বলল, হ, ওই হগল আমি জানি।

তয়?

সম্পর্কে তুমি হও আমার চাচী, এই হগল কথা কেমতে কই তোমারে? তয় ইট্টুহানি খালি কই, আমি পারি না তোমাগো বউর লেইগা।

কী?

হ। আমি যা চাই হেয় তা চায় না।

AMARBOI.COM

বউ খালি পোলাপান চায়?

না তাও না।

তয়?

কথাডা যে তোমারে কেমতে কই! অষইদ বিষইদ কোনও কিছুঐ তোমাগো বউ মানতে চায় না। হের বলে ভাল্লাগে না।

মুড়ি শেষ করে ডালাটা নামিয়ে রাখল আলার মা। আমি তর কথা বুজছি। তয় বউডার এই দশার লেইগা তুইই দায়ি।

কেমতে?

তুই মেউন্না পোলা। বউডারে শাসন করতে পারচ নাই।

কেমতে শাসন করুম?

এই শাসন কেঐ কাঐরে হিগাইতে পারে না। এই লইয়া সাতহান পোলাপান অইবো তর। তর আর তর বউর অহনও যা বয়স এমতে চললে পোনরো ষোল্লডা পোলাপান অইয়া যাইবো। বউরে এইডা বুজা। নাইলে না খাইয়া মরবি।

বানেছার কাতড়ানো তখন আরও বেড়েছে। কাতড়ানোর শব্দে আলার মা বুঝতে পারছে সময় ঘনিয়ে আসছে। উত্তরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, আজিজ উঠে দাঁড়াল, খাড়ও চাচী।

আলার মা দাঁড়াল। কী?

তোমারে একহান কথা কইতে চাই।

ক।

তয় কথাডা গোপন। তুমি আর আমি ছাড়া কেঐ জানবো না।

আইচ্ছা ক।

তার আগে তুমি আমারে কথা দেও, তুমি আর আমি ছাড়া এইডা কেঐ জানবো না।

আইচ্ছা।

আজিজ আলার মার গা ঘেষে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, চাচী, বানেছা তো আমার কথা হোনে না। হোনলে বছর বছর পোলাপান অইতো না অর। তয় এই যে পোলাপান খালি অইতেই আছে, খাওনের মুখ খালি বাড়তাছে, আমি তো কুলাইতে পারি না চাচী। যদি এমুন কইরা পোলাপান খালি অইতেই থাকে তয় তো কয়দিন পরে ভাত জোটব না আমার।

ওদিকে বানেছা কাতড়াচ্ছে এদিকে কথার সঙ্গে লেজজুড়ে দিচ্ছে আজিজ, কথা যেন শেষই হয় না। আল্লায়ই জানে ওদিকে বানেছার বাচ্চা গর্ত থেকে মাথা বের করে ফেলল কী না।

আলার মা বিরক্ত হল। অস্থির গলায় বলল, তাড়াতাড়ি ক ছেমড়া। বউর দশা ভাল না।

তবু যেন কথার লেজ গুটাতেই পারে না আজিজ। বলল, তুমি আমারে ইট্টু সাহাইয্য কর চাচী।

কী সাহাইয্য ক।

AMARBOI.COM

পোলাপান হওনের সময় বলে এমুন কোনও কোনও ব্যবস্থা আছে যা করলে পোলাপান আর কোনওদিন অয় না। ঐ রকম একহান ব্যবস্থা তুমি কইরা দেও।

আলার মা বিনীত গলায় বলল, ঐ রকম কোনও ব্যবস্থা আমি জানি না বাজান। ঐ হগল অইলো ডাক্তারগো কাম। ডাক্তাররা পারে। আমি পারি না।

অনেক ধরণীরাও বলে পারে?

কইতে পারি না। তয় আমার মনে অয় না।

আর নাইলে অন্য একহান কাম করো।

কী কাম।

এমুন একহান ব্যবস্থা আইজ বানেছার ভিতরে কইরা দেও, বচ্ছর বচ্ছর পোলাপান অর হোক, তয় অয় য্যান মরা। জেতা পোলাপান য্যান আর না অয়।

শুনে হতভম্ব হয়ে গেল আলার মা। কোনও রকমে বলল, কচ কী বাজান?

হ।

এইরকম কোনও পথও আমার জানা নাই বাজান। জীবনভর ধরণীর কাম কইরা যাইতাছি, এমুন কথা কোনওদিন হুনিও নাই। এমুন কোনও পথ আছে, জানিও না। এইবারের বাচ্চাডা অইয়া যাওনের পর তুই বাজান বউরে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাইচ। ডাক্তাররা ব্যবস্থা কইরা দিবো।

বানেছা মইরা গেলেও ডাক্তারের কাছে যাইবো না।

তয় তুই যা।

আমি গিয়া কী করুম?

বেডারা যাতে বাপ অইতে না পারে হেই ব্যবস্থাও ডাক্তারগো কাছে আছে।

বুজছি। অরাপেশন (অপারেশন)। কী টেমি জানি কয় হেই অরাপেশনরে। না গো চাচী হেইডা আমি করাইতে পারুম না। আমার ডর করে।

তয় আর করণের কিছু নাই।

আলার মা উত্তরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, থাবা দিয়ে তার হাতটা ধরল আজিজ। তয় আর একহান কাম তুমি আমার কইরা দেও চাচী। এইবার যেইডা অইবো হেইডা যাতে না বাচে....।

আজিজের কথা শেষ হওয়ার আগেই রাগী বেজীর মতন ফুঁসে উঠল আলার মা। কী, কী কইলি তুই? আমারে দিয়া তুই মানুষ খুন করাইতে চাচ? একমিনিটের আয়ূ হোক নাইলে একশো বচ্ছরের হোক, মানুষ মানুষঐ। ঐ রকম মানুষ খুন করতে কচ তুই আমারে? আমি মানুষরে জন্ম দিতে সাহাইয্য করি, মারতে না। আমি ধাত্রি, ঘাত্রি (ঘাতক অর্থে) না। তর বউর এই দশা না অইলে একটা মিনিটও তর বাইত্তে আমি থাকতাম না। প্রসব যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া মাইনষেরে হালায় গেলে আল্লায় আমারে কোনওদিন মাপ করবো না। এর লেইগা তর বাচ্চাডা আমি হওয়াই দিয়া যাইতাছি। নাইলে থাকতাম না তর বাইত্তে। আরে তুই কেমুন মানুষ? কেমুন বেডা? বউরে বুজাইতে পারচ না, নিজে ডরে বাপ অওনের ক্ষেমতা নষ্ট করতে চাচ না, চাচ অন্যেরে দিয়া মানুষ খুন করাইতে! ভিতরে ভিতরে তুই যে এত বদ এইডা কোনওদিন বুজি নাই আইজ্জা। তারবাদেও তরে যহন কথা দিছি এই হগল কথা আমি কেঐরে কমু না। মনের মইদ্যে চাইপ্পা রাখুম।

আলার মা আর দাঁড়াল না। ঢেঁকিঘরে গিয়ে ঢুকল।

আজিজ তখন পুরানা গাছের মত স্থির। মাটির দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে আছে। চোখের ভিতর এখন আর হিসাবের খেড়োখাতাটা খুলল না তার।

কাঁথার তলা থেকে কচ্ছপের মতন নিঃশব্দে মাথা বের করল তছি। মুখের কাছে বসা মাকে ফিসফিসা গলায় বলল, বিয়ানবেলা বাইত্তে এত চিল্লাচিল্লি কীয়ের? এত পোলাপান আইলো কইত থিকা?

তছির মাথায় কদমফুলে প্রথম রেণু আসার মত বিনবিন চুল। দিনরাত কাঁথার তলায় শুয়ে থাকার ফলে শ্যামলা মুখে চাপাপড়া ঘাসের রং ধরেছে। কথাবার্তা মানুষের সঙ্গে বলা হয় না বলে গলার স্বর ভারী আর অচেনা।

রোয়াইলতলার এই ছাপড়াঘর একেবারেই ভাঙাচোরা। মাথার উপর টিনের চাল আছে ঠিকই কিন্তু বৃষ্টিবাদলায় পানি চুয়ায় (পড়া অর্থে) নানান জায়গা দিয়ে। আর চারদিকের বেড়া, ঝাপ ওইসব টিকে আছে কোনও রকমে। বাঁশের বেড়ার চটিগুলির এমন অবস্থা, খলফাগুলির এমন অবস্থা, ছোট পোলাপানের হাত লাগলেও হরমাইলের মত পটপট করে ভেঙে যাবে। ফাঁক ফোকড়ের অন্ত নাই বেড়াগুলিতে। ফলে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বাইরে আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ার ফাঁক ফোকড় আর টিনের চালের ছেদা দিয়ে আলোটা সরাসরি ঘরেও ঢোকে। বাইর ঘর একসঙ্গেই আলোকিত হয়।

AMARBOI.COM

এখন অনেকখানি বেলা হয়েছে। বাইরে খা খা করছে রোদ। সেই রোদের অনেকখানিই নানান কায়দায় ঢুকেছে ঘরের ভিতর। অনেকখানিই আলোকিত করেছে ঘর। এই আলোয় বহুদিন পর যেন পাগল মেয়েটির মুখ দেখতে পেল তছির মা। কিন্তু মেয়েটিকে যেন চিনতে পারল না। এই মেয়েটি যেন তার সেই পাগল মেয়েটি না। যখন তখন মুখ খিঁচিয়ে ওঠা, রেগে গেলে চড় থাবড় কিল ঘুষিতে নাস্তানাবুদ করা, মুখে যা আসে তাই বলে বকাবাজি, যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়া, মাথাভর্তি উকুন, যখন তখন ঘচর ঘচর করে মাথা চুলকানো, আবার মায়ের ফাঁদে আটকা পড়া ভাইরবেটা বারেককে গভীর রাতে গিয়ে চুরি করে এনে দাদীর বুকে শুইয়ে দেওয়া, আজকের এই মেয়ে যেন সেই মেয়ে নায়। এ যেন অন্যমেয়ে। অচেনা মেয়ে।

আহা রে, কী জীবন কী হয়ে গেল মেয়েটির! তছি পাগলনির কোন পাপের শাস্তি হিসাবে রুস্তম রিকশাআলাকে এইগ্রামে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহপাক। শ্রীনগরের ওদিকে এত রিকশাআলা থাকতে এনামুলই বা কেন শুধু রুস্তমকেই বেছে নিয়েছিল! দশটা টাকাই বা কেন দিয়েছিল তছিকে!

আর রুস্তম!

মানুষ হয়ে রুস্তমের ভিতরই বা কেন জেগে উঠেছিল এক কনধনাইয়া! যার শরীর ভর্তি শুধুই চোখ। সেই চোখ দিয়ে যে শুধু দেখেছিল এক যুবতীর লোভনীয় অঙ্গ। মানুষের মতো চোখ দিয়ে সে কেন দেখেনি যুবতী হলেও মেয়েটি সুস্থ স্বাভাবিক না। জন্ম থেকে পাগল। তছির আচরণে শুরুতেই তো তার তা বুঝে যাওয়া উচিত ছিল।

নাকি সাত আসমানের উপরে বসা মহান আল্লাহপাক রুস্তমের মওত লিখেছিলেন এইভাবেই। সে নিজেই নিজের মওত রিকশায় বসিয়ে, মুরুলিভাজা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে মেদিনীমণ্ডল থেকে রিকশায় প্যাডেল মেরে নিয়ে গিয়েছিল শ্রীনগরের ওদিককার খালপারের সেই নির্জন ছাড়াবাড়িতে। আল্লাহর ইশারায়ই তছি নিয়েছিল আজরাইলের ভূমিকা।

যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ কেন এইভাবে কষ্ট দিচ্ছেন তার পাগল মেয়েটিকে! কেন তার পাগল স্বাধীন উদ্দাম জীবন এভাবে নষ্ট করে দিলেন? কেন মেয়েটিকে বন্দি করলেন হতদরিদ্র ছাপড়াঘরের মাটির বিছানায়, তালি পড়ে পড়ে পাথরের মতন ভারি হয়ে ওঠা কাঁথার তলায়! রাত গেল যার দিন হয়ে, আর দিন হয়ে গেল রাত। মেয়ের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে সহজ সরল সাদামাটা জীবন বদলে গেল দুঃখিনী মায়ের।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবছিল তছির মা। চোখ ছলছল করছিল।

ঘরের ভিতরকার ছিটাফোটা আলোর দিকে তাকাতেও কষ্ট হচ্ছিল তছির। চোখ পিটপিট করছিল। এই অবস্থায় চাপা গলায় সে বলল, কী অইলো, কথা কওনা ক্যা মা? কী অইছে বাইত্তে? এত পোলাপান আইলো কইত থিকা?

মেয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তছির মা। আজিজ গাওয়ালের পোলাপান।

ক্যা অরা এত বিয়ানে আমাগো বাইত্তে ক্যা?

আজিজের বউর আহুজ পড়তাছে।

হের লেইগা বেবাক পোলাপান এই বাইত্তে পাডাইছে?

বেবাকটি না। নাদের আর হামেদরে দেকলাম না, পরিরে দেকলাম না। অরা মনে অয় অন্যবাইত্ত গেছে।

তছি আবার কাঁথার আড়ালে মুখ লুকালো। খানিক চুপচাপ থেকে বলল, পোলাপানের চিল্লাচিল্লিতে আমি জাইগ্গা গেছি মা। অহন আর ঘুম আহে না।

হারারাইত ঘুমাইছচ। এতহানি বেলা তরি ঘুমাইলি। অহন আবার ঘুম আইবো ক্যা? ঘুমেরও তো সীমা আছে।

কাঁথার তলা থেকে মুখ বের করল না তছি। ফিসফিসা গলায় বলল, আস্তে কথা কও মা, আস্তে কথা কও। কেঐ হুইন্না হালাইবো।

না হোনবো না। বাইত্তে কেঐ নাই।

কে কইলো নাই? উই যে গাওয়ালের পোলাপানরা আছে।

অরা এইমিহি আইবো না। বারেকের লগে বড়ইতলায় সাচ্চারা (সাতচারা) খেলতাছে। আবদুলের বউ রান্দন চড়াইছে, আবদুল গেছে রানাইদ্যা।

AMARBOI.COM

ক্যা, মোসলমানির কাম আছে?

হ। শীতের দিন গেছেগা। অহন তো আর লেপ তোষকের কাম নাই। ফালগুন মাসে মোসলমানির কাম অয়। এই একমাস কাম কইরা দুতিনমাস চলবো। তারবাদে লাগবো ইরি ধান কাডন, তহন ধান কাটবো। বাইষ্যাকালে করবো মাছ ধরনের কাম। কোষা নাও লইয়া বিলে গিয়া দাঐন বাইবো। একলা মাইনষের ওপরে এতডি মাইনষের সংসার। মোখের মিহি পোলাডার আর চাওন যায় না। অন্য পোলাডি তো বাইত্তেঐ রইলো না। মজিদ টঙ্গি, শফি কামরাঙ্গির চর। হাফিজদ্দি রানাইদ্য গিয়া বিয়া কইরা ঘর জামাই অইছে। বড় মাইয়াডার হৌর বাড়ি কুগইট্টা (কুকটিয়া), মাজারেডার দামলা। একজনেও মা ভাইবইনের সমবাত লয় না। তারা আছে না মইরা গেছে, জানেও না। তরে আর আমারে লইয়া আবদুলের অইছে যনতরনা।

মার কথা শুনে তছি বিরক্ত হল। কিন্তু কাঁথার তলা থেকে মুখ বের করল না। চাপা রাগের গলায় বলল, এত প্যাচাইল পারতাছো ক্যা? এত প্যাচাইল পারতে তোমারে আমি কইছি?

তছির মা ভয় পেল। না কচ নাই মা।

তয়।

এমতেঐ কইয়া হালাইছি। বহুতদিন তর লগে কথা অয় না। এর লেইগা কথা কইতে ইচ্ছা করতাছে। তরে হালাইয়া কোনওহানে যাই না, তুই কেতার নিচে হুইয়া থাকচ আর আমি সিতানে বইয়া তরে পাহারা দেই।

হেইডা তো খালি দিনের বেলা।

হ। রাইত্তে চোরের লাহান উইট্টা তুই হাগতে মোততে যাচ, পুকঐরে গিয়া নাইয়া আহচ, ভাতপানি খাচ। আমি তহন বাবেরে লইয়া ঘুমাই। তর যহন দিন আমার তহন রাইত।

তছি কথা বলছিল কাঁথার তলা থেকেই, ধীর চাপা গলায়। যেন জোরে কথা বললেই শত্রুপক্ষ শুনে ফেলবে। যেন কাঁথার তলা থেকে মুখ বের করলেই শত্রুপক্ষ দেখে ফেলবে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে লৌহজং থানায় গিয়ে দারোগা পুলিশকে খবর দিবে। ওই যে গলায় গামছার ফাঁশ দিয়া খুন কইরা খালের পানিতে ফালাইয়া দেওয়া হইছিল রুস্তম রিকশাআলার লাশ, খুনটা কে করেছে জানেন! মেদিনীমণ্ডলের হাজামবাড়ির সংসার আলী হাজামের ছোটমাইয়া তছি পাগলিনী। সে এখন পলাইয়া আছে বাড়িতে। রোয়াইলতলার ছাপড়া ঘরের মেঝেতে খড়নাড়ার বিছনার উপরে হোগলা পাইতা, তার উপর কাথা মুড়ি দিয়া পলাইয়া থাকে। দিনগুলি যার রাইত হইয়া গেছে, রাতগুলি হইছে দিন।

তারপর শয়ে শয়ে পুলিশ দারোগা আসবে এই বাড়িতে। চারদিক থেকে ঘেরাও করবে বাড়ি। এই হতদরিদ্র ঘরের করুণ বিষণ্ণ ঝাপ লাথথি দিয়ে ভেঙে কাঁথার তলা থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করবে তছি পাগলনিকে। প্রথমে থানা হাজত, তারপর মুন্সিগঞ্জ জেল, তারপর কোনও এক ভোরবেলা ফাঁসি।

এসব ভেবে কাঁথার তলায় ভয়ে কুকরে গেল তছি। থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভয় উৎকণ্ঠা মাঘ মাসের শীতের মতো চারদিক থেকে প্যাচিয়ে ধরতে লাগল তাকে।

AMARBOI.COM

এই অবস্থায় সাহসের আশায় কথা বলতে ইচ্ছা করে মানুষের। তছিরও করল। আগের তুলনায় গলা আরও নিচু করে সে বলল, মাগো, ওমা, তোমার লগে বহুত প্যাচাইল পারতে ইচ্ছা করতাছে আমার।

তছির মা উদাস গলায় বলল, পার।

তয় আমি কেতার তল থিকাই পারুম। মুক বাইর করুম না।

ক্যা?

আলো আমার চোক্কে সয় না। ডর করে।

কীয়ের ডর? আমি ছাড়া কে আছে এহেনে? কারে ডরাচ তুই?

কারে যে ডরাই হেইডা কইতে পারি না। তয় তুমি কইলাম আমার কথার জব দিবা আস্তে আস্তে। ঘরের ছেমুক দিয়া গেলেও য্যান কেঐ না হোনে।

তছির মা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আইচ্ছা।

ওমা, গেরামের মাইনষে আমার কথা তোমারে জিগায় না?

কী জিগাইবো?

তছি পাগলনিরে দিহি আইজকাইল আর দেহি না? আগে রোজঐতো এই বাইত্তে ঐ বাইত্তে যাইতো, বড় রাস্তায় গিয়া খাড়ইয়া থাকত, আথালি পাথালি কাম করতো, যেই মিহি ইচ্ছা দৌড় দিতো, আথকা কী অইলো পাগলনির? অরে দেহি কোনওহানে দেহি না? ওমা, জিগায় না এই হগল কথা?

দুই একজনে জিগাইছে?

কেডা কেডা?

মেন্দাবাড়ির দেলরায়, আজিজ গাওয়ালের বউ বানেছা, মিয়াবাড়ির কুট্টি।

তুমি কী কইছো?

কইছি তছির শইল ভাল না। পাগলামিডা এত বাড়ছে, পাগলামীর চোডে তছি এক্কেরে বোবা অইয়া গেছে। কেঐর লগে কথা কয় না। কেঐর লগে দেহা করে না। কোনওহানে যায় না। বাইত থিকাঐ বাইর অয় না।

বাইত থিকা কী, কইতা ঘর থিকাঐ বাইর অয় না।

হ হেইডাও কইছি।

শুনে খুশি হল তছি। কইছো, সত্যঐ কইছো মা?

হ কইছি।

কেমতে কইছো কথাডা?

কইছি, মাথা পুরা খারাপ অইয়া গেছে দেইক্কা তছি গেছে তব্দ (স্তব্ধ) অইয়া। ঘর থিকাঐ বাইর হয় না। হারাদিন হারারাইত কেতা মুড়া দিয়া হুইয়া থাকে।

ভাল করছো মা, ভাল করছো।

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় বলল, আমি যে নাইড়া অইয়া গেছি হেইডা কও নাই তো?

না। হেইডা কই নাই।

না কইয়া বহুত ভাল করছো।

অনেকদিন পর পাগল মেয়েটার সঙ্গে এত কথা হচ্ছে। কথা বলতে এত ভাল

www.amarboi.com

লাগছে তছির মার! মনে হচ্ছে এতদিনকার চেনা মেয়েটি যেন তার কোথায় চলে গিয়েছিল, কোথা থেকে যেন আবার ফিরে এসেছে তার কোলে। অনেকদিন পর মা মেয়ে দুজন দুইজনকে ফিরে পেয়ে যেন মনের সব জানলা দুয়ার খুলে বসেছে। যেখানে যত কথা জমে আছে সব যেন বলতে শুরু করেছে। না বললেও হয় এমন কথাও।

যেমন এখন তছির কথার পিঠে বলল, ক্যা, না কইয়া ভাল করছি ক্যা?

কাঁথার তলায় ফিক করে একটু হাসল তছি। আমার শরম করতো।

কীয়ের শরম?

এমুন ডাঙ্গর মাইয়া নাইড়া অয়নি?

হ ঠিক কথা।

দুইজন মানুষই একটু চুপ করে থাকে। তারপর তছি বলল, ওমা, ঐ তিনজন মানুষ ছাড়া আর কেঐ আমার কথা জিগায় নাই?

আর কে জিগাইবো?

গেরামে দিহি এত মানুষ, আর কেঐ জিগায় নাই আমার কথা?

কেমতে জিগাইবো, ক?

ক্যা জিগাইতে অসুবিদা কী?

আরে ছেমড়ি আমারে পাইবো কই যে জিগাইবো?

ক্যা তুমি কোনও বাইত্তে যাও না?

এই এক দেড়মাসের মইদ্যে খালি দুইডা বাইত্তে গেছি। মেন্দাবাড়ি আর আজিজ গাওয়ালের বাড়ি। মেন্দাবাড়ি গিয়া দেলরার লগে দেহা অইলো। হেয় জিগাইলো। আর বানেছার আবার আহুজ পড়বো দেইক্কা অরে একদিন দেকতে গেছি, ওই বাইত্তে কুট্টির লগেও দেহা অইলো।

বুজছি। তয় অন্যকোনও বাইত্তে যাও নাই ক্যা?

তর লেইগা যাই নাই, আবার ক্যা?

ক্যা আমি কী করছি?

তুই না কইছচ আমি য্যান সব সময় তর সিতানে বইয়া তরে পাহারা দেই।

তছি নরম মায়াবি গলায় বলল, হ মা কইছি।

এর লেইগাঐত্তো কোনও মিহি আমি যাই না।

তয় ইচ্ছা করলে তুমি যাইতে পারতা।

কেমতে?

আমি তো রাইত্রে ঘুমাই না, ঘুমাই দিনে। আমার ঘুমের ফাঁকে তুমি যাইতা গা।

ওই ফাঁকেঐত্তো দুইডা বাইত্তে গেছি। তয় গিয়া আমার মন টিকে নাই মা।

ক্যা?

তর লেইগা মনডা ছটফট করছে।

ক্যা গো মা, ছটফট করছে ক্যা?

মনে অইছে মাইয়াডা আমার ভাঙ্গাঘরে কেতার তলে পলাই রইছে। সিতানে বইয়া অরে আমি পাহারা দেই। আমি না থাকলে দারগা পুলিশ আইয়া যুদি অরে ধইরা লইয়া যায়? যুদি অরে ফাসি দেয়।

WWW.AMARBOI.COM

গলা ধরে এল তছির মার, চোখ ভরে পানি এল। হা করে একটা শ্বাস ফেলে চোখের পানি সামলাল সে।

এই ফাঁকে আলতো করে মুখ থেকে কাঁথাটা একটু সরাল তছি। সরিয়ে অপলক চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আঁচলে চোখ মুছল তছির মা। মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। কীরে মা, এমতে চাইয়া রলি ক্যা?

তোমার মুকহান দেকতে ইচ্ছা করলো মা।

ক্যা?

তোমার কথা হুইন্না।

আমি আবার কী কইলাম?

কী যে কইলা হেইডা আমি বুজছি আর বোজছে আমার আল্লায়। মাগো, তোমার লেইগা আমার খুব মায়া লাগে মা। কেতার তলে হুইয়া হুইয়া তোমার কথা বহুত ভাবি আমি।

কী ভাবো গো মা?

ভাবি পাগল না অইয়া আমি যুদি ভাল মাইয়া অইতাম তয় আমারে লইয়া এমুন কষ্ট তোমার অইতো না। এতদিনে অন্য মাইয়াগো লাহান বিয়াশাদি দিয়া হালাইতা আমার। জামাই বাড়ি যাইতাম গা আমি। আমারে লইয়া তোমার কোনও চিন্তা থাকতো না।

এতক্ষণ ধরে তছির সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই প্রথম তছির মার মনে হল জন্মের পর থেকে এতটা বড় হওয়া পর্যন্ত তছি কখনও, কোনওদিন স্বাভাবিক মানুষের মতো এতকথা বলেনি। আজই প্রথম বলছে। তাহলে গোপনে কী তছির কোনও বদল হয়েছে? কাঁথার তলায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে, দিনকে রাত আর রাতকে দিন করার ফলে কি ভিতরে ভিতরে স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে! পাগলামি চলে গেছে তার! নাকি মানুষ খুন করার অপরাধে মনটাই বদলে গেছে! আল্লাহপাকের ইশারায়ই কি হয়েছে এসব!

কিন্তু এই নিয়ে তছিকে কিছু বলা ঠিক হবে না।

মা যখন এসব ভাবছে তছি তখনও অপলক চোখে মায়ের মুখটা দেখছে। দেখতে দেখতে বলল, কেতার তলে হুইয়া হুইয়া আমি আইজকাইল আল্লারে বহুত ডাক পাড়ি মা। কত কথা যে কই তারে।

তছির মা ধরা গলায় বলল, কী কথা কও মা?

বেবাক কথা মনে থাকে না। যেইডা আছে হেইডা কই।

আইচ্ছা কও।

আল্লার কাছে কই, আল্লা গো, এই জনমে তো পাগল কইরা রাকলা, মানুষ খুন করাইলা, আবার যুদি কোনওদিন আমারে দুইন্নাইতে পাডাও, তাইলে পাগল কইরা পাডাইয়ো না। অন্য মাইয়াগো লাহান ভাল কইরা পাডাইয়ো। আর মানুষ খুন করাইয়ো না। আর যেই মার ঘরে জন্ম দিছ, আল্লা গো, এই মার ঘরেঐ আমারে তুমি জন্ম দিও।

তছির কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে কখন কাঁদতে শুরু করেছে মা। কখন চোখের পানিতে গাল ভাসতে শুরু করেছে তার সে তা টেরই পায়নি।

কাঁদতে শুরু করেছে পাগল মেয়েটিও। কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই জীবনডা আমার ভাল্লাগে না মা। আমার আর সইজ্ঞ অয় না। ক্যান যে বেডারে আমি মারলাম! তার থিকা বেডায় আমারে নষ্ট করতে চাইছিল করতো। আমার নাইলে পেটপোট অইয়া যাইতো, পোলাপান অইয়া যাইতো। হেই পোলাপান কুলে লইয়া হাটে বাজারে ভিক্ষা কইরা খাইতাম আমি। কত পাগলনিরাঐত্তো এমতে বাইচ্চা থাকে। আমিও থাকতাম। আমি ক্যান এমুন কামডা করলাম?

কাঁথার তলা থেকে হাত বাড়িয়ে মায়ের একটা হাত ধরল তছি। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা মাগো, আমি ক্যান এমুন কামডা করলাম? আমি ক্যান বেডারে মাইরা হালাইলাম?

কান্নার ফাঁকে তছির মার মনে হল পাগল মেয়েটা তার আর পাগল নাই। মেয়েটা তার সুস্থ হয়ে গেছে। মনের ওপর মানুষ খুনের চাপে মন মাথা বদলে গেছে তার। এখন এই সুস্থ মেয়েটিকে দারোগা পুলিশের হাত থেকে কেমন করে বাঁচাবে সে। ফাঁসির দড়ি থেকে কেমন করে বাঁচাবে!

ভাঙনের দিক থেকে এই বাড়ির উঠানের দিকে উঠতে উঠতে আজিজ গাঁওয়ালের মেয়ে পরি তখন ছোটবোন জরিকে ডাকছিল। জরি রে, ঐ জরি। কো তরা? কোনহানে?

এই শব্দে সামনে শত্রুর শব্দ পাওয়া কচ্ছপ যেমন করে মুখমাথা টেনে নেয় শক্ত খোলসের ভিতর ঠিক তেমন করে মুখমাথা কাঁথার তলায় লুকিয়ে ফেলল তছি। চোখ মুছে তছির মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে আল্লাহকে বলল, আল্লা গো আল্লা, আমার তছিরে তুমি বাচাইয়া রাইখো।

AMARBOI.COM

দুপুরের দিকে মেয়ে হল বানেছার।

মেয়ের মুখ দেখে খুশি সে হল কী হল না বোঝা গেল না। তবে নয়মাস দশদিন মেয়েটিকে পেটে করে বয়ে বেড়ানো আর আজ ভোররাত থেকে এই পর্যন্ত পাওয়া কষ্টের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার ফলে মুখে আরামদায়ক অবস্থা ফুটে উঠল। দেখে বাঁশের চোচ দিয়ে বাচ্চার নাড়ি কেটে সুতা প্যাঁচিয়ে গিটঠু দিতে দিতে আলার মা বলল, মাইয়া দেইক্কা খুশি অইছচ?

বানেছা আরামের গলায় বলল, মাইয়া পোলা কোনওডা লইয়াঐ আমার কোনও হায়আপসস নাই। একটা অইলেই অইলো।

বাচ্চার নাড়ির কাজ শেষ করে, বহুদিনের অভিজ্ঞ হাতে বানেছার গর্ত থেকে ফুল বের করে আনল আলার মা, গর্ত একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেল বানেছার। বাচ্চাটা

বানেছার কোলের কাছে শোয়াইয়া দিয়া যে পুরানা পাতলা কাঁথার উপর প্রসব করেছে বানেছা সেই কাঁথায় ফুল ইত্যাদি প্যাঁচিয়ে কাঁথাটা একপাশে সরিয়ে রাখল।

প্রসব করাতে আসার সময় আলার মার সঙ্গে ছোট্ট একখান চটের ব্যাগ থাকে। সেই ব্যাগে নড়িকাটার বাঁশের চোচ, নিজের জন্য ধোয়া একখান গামছা আর একটুকুরা বাংলা সাবান থাকে। আতুজ ঘরে ঢোকার আগে এক বালতি গরম পানি একখান লোটা আর নয়তো বদনা এনে রাখে। কাজ শেষ করে মা এবং শিশুটিকে পরিষ্কার করে, নিজে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাজটি স্বার্থকভাবে শেষ করবার জন্য আল্লাহর কাছে শোকর গুজার করে।

আজও করল। হে আল্লাহ, তোমার রহমতের দুয়ার আমার লেইগা খুইল্লা দিছ দেইক্কাঐ কামডা আমি ছহিসালামতে করতে পারলাম। তোমার কাছে হাজার হাজার শুকুর। যে জন্মাইলো আর যে জন্ম দিল, তাগো তুমি হায়াত দরাজ কইরো আল্লাহ।

বানেছার দিকে তাকাল আলার মা। তরে তো নতুন কইরা কওনের কিছু নাই। সাতহান পোলাপান অইলো। তুই তো জানচঐ সব। তারবাদেও কই। মাইয়ারে বুকের দুদ দিবি। চামিচে কইরা তালমিছরির পানি আর ইট্টু ইট্টু মধু দিবি। মধু আবার বেশি দিচ না। কোনও কোনও বাচ্চা মধু সইজ্জ করতে পারে না। পেট নামাইবো। আর হারিকেনের মাথায় নরম ত্যানা চাইরভাজ কইরা দিয়া হেই ত্যানা ইট্টু ইট্টু গরম অইলেঐ ত্যানাডা দিয়া বাচ্চার নাভি ছেইক্কা দিবি। তাইলে নাভি তাড়াতাড়ি হুগাইয়া যাইবো।

বানেছা বলল, বুকের দুদ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারুম না। তালমিছরি, মধু এই হগল পামু কই?

ক্যা আইজ্জারে ক মাওয়ার বাজারে গিয়া লইয়াহুক।

কাম নাই খরচের। পোলাপান আমার বুকের দুদ খাইয়াঐ বাচে।

তয় আর কী!

চটের ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আলার মা। আমি তাইলে গেলাম।

আইচ্ছা।

ঘর থেকে বেরুবার আগে শিশুটির দিকে একবার তাকাল সে। লালচে ছোট্ট একটা মানুষ। মাথায় পাতলা কয়েকটা চুল। ফোলা ফোলা চোখ দুইটা পিটপিট করে খোলার চেষ্টা করছে। একটু একটু নাড়াবার চেষ্টা করছে হাত পা। কী নিষ্পাপ অসাধারণ সুন্দর মুখ। এই মুখের মানুষটি একদিন বড় হবে, দুনিয়াদারির ঘোর প্যাচের ভিতর নিজের অজান্তে জড়িয়ে যাবে। কত সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার মুখোমুখি হবে। কতরাত কতদিন, কত সময় অসময় পেরিয়ে যাবে। আর মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার ফলে দুইটা পেটের যন্ত্রণা জীবনভর পোহাতে হবে। একপেট ক্ষুধার আরেক পেট নারীর। এক পেট খাদ্যের আরেক পেট মায়ের। খাদ্যের পেট ভরাবার জন্য প্রতিমুহূর্তে করে যেতে হবে এক ধরনের যুদ্ধ আর কিশোরী হয়ে ওঠার পর থেকে, যতদিন পর্যন্ত মা হওয়ার ক্ষমতা থাকবে ততোদিন পর্যন্ত মা হওয়ার পেটখানিকে আগলে রাখতে হবে লোভী আততায়ী পুরুষের হাত থেকে। স্বামী সংসার হওয়ার আগে তো কথাই নাই, হওয়ার পরও পরপুরুষগুলি কুত্তার মত ছোক ছোক করবে, কখন সুযোগ আসবে, কখন খাবলা দেওয়া যাবে আর নয়তো লম্বা জিভ বের করে আচমকা একটা চাটা। কখন একটুখানি নষ্ট করে

AMARBOI.COM

দেওয়া যাবে মেয়েটির শরীর! এই কুকুরগুলির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে যুদ্ধ অবিরাম করে যেতে হবে সেই যুদ্ধের নাম নারীজীবন।

আহা কেন যে মেয়ে হয়ে জন্মাল শিশুটি!

আলার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ঝাঁপ খুলে বেরুতে যাবে, বানেছা বলল, আমারে কিছু কইয়া গেলা না চাচী?

আলার মা ম্লান হাসল। তরে আর কী কমু? তুই কি নতুন মা অইলি নি?

না তা অই নাই।

তয়?

তয় তোমারে আইজ একহান কথা কই চাচী। যতবার মা অই ততবারঐ আমার মনে হয়, এইবার পয়লা অইলাম।

কচ কী?

হ। আর একহান জিনিস আরচইজ্য লাগে। বেদনা ওডনের পর থিকা পোলাপান অওনের আগ তরি এমুন বেদনা, মনে অয় মইরা যামু, আর বাচুম না। যেইনি পোলাপান অইয়া গেল, লগে লগে বেদনাডা বন্দ। কী শান্তি!

হ এইডা আল্লার কুদরত। তয় তুই যহন কইলিঐ, তয় তাইলে কই। আইল্লায় (মালশায়) লাকড়ির কয়লা লইয়া আগুন দিবি। কয়লায় যে ধিকিধিকি আগুনডা অইবো হেই আগুনের তাপ লবি।

হ জানি তো। আইল্লাডা মাডিতে রাইক্কা এমুন কইরা খাড়ন লাগবো য্যান শাড়ির ফাঁক দিয়া তাপ উইট্টা যায় উপুর মিহি।

হ।

আমি সব সমায় এইডা করি চাচী।

ইবারও করিচ।

আইচ্ছা।

একটু থেমে আলার মা বলল, আর দুয়েকহান কথা কমু তরে?

কও।

মনে কষ্ট লবি না তো?

না।

সাতহান পোলাপান অইছে, আর পোলাপান অওয়াইচ না।

এইডা কেমুন কথা কইলা চাচী? পোলাপান অওন কি আমগো হাতে? এইডা অইলো আল্লার হাতে।

না, তগো হাতেঐ। তরা ইচ্ছা করলেঐ ঠেকাইতে পারচ।

বানেছা একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার কথা আমি বুঝছি চাচী। অষইদ বিষইদের কথা কও তো। ঐ হগল অষইদ খাইতে আমার ডর করে।

তর খাওনের কাম নাই। তর জামাইরে ক। বেডাগো বেবস্থাও তো আছে।

হেইডাও আমি জানি।

তারপরই লাজুক হয়ে গেল বানেছা। খানিক আগে যার হাতে বাচ্চা হওয়াল তার মুখের দিকেই আর তাকাতে পারল না। মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, ঐ হগল আমার ভাল্লাগে না। আমি আরাম পাই না।

AMARBOI.COM

ঠিক আছে এইডাও মাইন্না লইলাম। তয় তুই একহান কাম কর, আজিজরে দিগলির হাসপাতালে যাইতে ক। ওহানকার ডাক্তারগো লগে কথা কইতে ক। বেডারা যাতে বাপ না অইতে পারে তার তো আরও বেবস্থা আছে।

এইডাও আমি জানি। তয় তোমগো পোলায় হেইডা করাইতে চায় না। তার বলে ডর করে।

ঐডা ডরের কোনও কামঐ না। তয় এতকথা তরে আমি আইজ ক্যান কইলাম জানচ, পোলাপান জন্ম দেওয়া খুব সোজা। খাওয়াইয়া পরাইয়া বাচাইয়া রাখা বহুত কঠিন। আর যুদি ঠিক মতন খাওয়াইতে পরাইতে না পারচ এই পোলাপানেঐ তগো অভিশাপ দিব। গাইল দিবো।

বানেছা কথা বলল না। চিন্তিত হয়ে রইল।

আলার মা বলল, রিজিগ দিয়াঐ বেবাকতেরে আল্লায় দুনিয়ায় পাডায়। তারবাদেও আল্লায় কইছে তোমরা সীমা লংঘন কইরো না। নিজের ভালমন্দ নিজে বুইঝা চইলো।

আলার মা আর দাঁড়াল না, ঝাঁপ খুলে উঠানে নামল।

আজিজ তখনও একই ভঙ্গিতে বসে আছে বড়ঘরের ছেমায়। তার পিছনে দুয়ার খোলা ঘরের মেঝেতে দেখা যাচ্ছে গাঁওয়াল করার হাড়ি পাতিল কলস বদনার ভার। এখন আর হাতে বিড়ি নাই আজিজের। চোখে উদাসীনতা। আলার মাকে দেখে ম্লান গলায় বলল, বুঝছি। মাইয়া অইছে।

আজিজের উপর রেগে আছে আলার মা। গম্ভীর গলায় বলল, হ। তয় অহন হেই গিরস্তের লাহান ক,

গাই বিয়াইলো দামড়ি বাছুড়,
বউ বিয়াইলো মাইয়া।

আজিজ মাথা নিচু করে বলল, আর শরম দিওনা চাচী। বহুত ভুল কইরা হালাইছি। তয় আমার দিকটাও চিন্তা কইরো। এতডি পোলাপান লইয়া আর পারি না চাচী।

শেষ কথাটা এমন কাতরগলায় বলল, আলার মার মনটা নরম হল। বলল, বুজছি বাজান, তর কথাডা আমি বুজছি। তয় আবারও কই, পোলাপান না হওনের ব্যবস্থা কর।

করুম চাচী, ডরভয় বাদ দিয়া কইরা হালামু।

লুঙ্গির কোচর থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করল আজিজ। আলার মার দিকে এগিয়ে দিল। নেও চাচী।

টাকাটা আলার মা নিল না। বলল, ইবার টেকা আমি নিমু না বাজান।

ক্যা? রাগ করছো?

না। এই পাচহান টেকা আমি তর এই মাইয়াডারে দিয়া গেলাম। মাইয়ার কোনও অযত্ন তুই করিচ না বাজান। তর লেইগাঐ দুইন্নাইতে আইছে ও। অর অযত্ন করলে আল্লায় বেজার অইবো। আর যেই ঘরে হুইয়া তর মায় চইলা গেছে হেই ঘরের মাডিতেঐ মাইয়াডা তর অইছে। আইজ থিকা তুই মনে করবি এই মাইয়াডা তর মাইয়া না, এই মাইয়াডা তর মা। এক চেহারায় চইলা গেছে যেই মা, আরেক চেহারায় ফিরত আইছে হেয়। মার অযত্ন করিচ না।

আজিজের কানে এসব কথার কিছুই গেল না। পাঁচটা টাকা বাঁচাতে পেরে আনন্দে

AMARBOI.COM

একেবারে ফেটে পড়ছে। চোখের ভিতর খুলে গেছে হিসাব নিকাশের অদৃশ্য খেড়োখাতা। লাভের পাতায় যোগ হচ্ছে পাঁচটাকা।

বয়সী শরীর নিয়ে আলার মা তখন পশ্চিম দিককার নামার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জাহিদ খাঁর বাড়ি বরাবর পুকুর পারের হিজলগাছটার সামনে ছিল আলী আমজাদের কন্ট্রাকটরি কাজের ছাপড়াঘর। কাজ এগিয়ে যাওয়ার ফলে ঘরও এগিয়ে গেছে। এখন হযরতদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি এগিয়ে ঘর। সেই ঘরে বসে আলী আমজাদ তদারক করে তার মাটিয়ালদের সর্দার হেকমতের আর ইয়ার দোস্তদের নিয়ে আড্ডা দেয়। সিগ্রেট বিড়ি চব্বিশঘণ্টাই চলছে, দিন দুপুরেও কখনও কখনও চলছে কেরু কোম্পানির মদ। সঙ্গে নিখিলের বোন ফুলমতির কষানো মুরগি, ঘিয়ে ভাজা পরোটা। ফলে ছাপড়াঘরের আশপাশ সব সময়ই ম ম করছে নানা প্রকার গন্ধে আর আলী আমজাদ, আতাহার সুরুজ নিখিলদের হাসিঠাট্টা হৈ হল্লায়।

এদিকে হিজলতলা থেকে ছাপড়াঘর উঠে যাওয়ার ফলে জায়গাটা ফাঁকা। শেষ ফাগুনের রোদেলা সকালবেলা আজ কেমন মনমরা হয়ে আছে জায়গাটা। আলার মাকে নিজেদের বাড়ি আনবার পর, আলার মা ঢুকেছিল আহুজ ঘরে আর নাদের হামেদ ঢুকেছিল বড়ঘরে। জের থেকে মুড়ি আর টিনের পট থেকে খাজুরা মিঠাই বের করে পরি তখন ভাইবোনদের ভাগ বাটোয়ারা করে দিচ্ছে। নাদের হামেদও নিয়েছিল তাদের ভাগ। তারপর গপাগপ মুড়ি মিঠাই খেয়ে, গেলাসভর্তি পানি খেয়ে দুইভাই চলে এসেছে সড়কপারে। এদিক ওদিক অকারণে ঘোরাঘুরি করে শেষপর্যন্ত এসেছে হিজল তলায়।

আগে জায়াগাটাতে খুব ঘাস ছিল। এখন ঘাসের বংশও নাই। শুধু মাটি, রুক্ষ সাদা মাটি। রাস্তার কারণে চেহারাটাই বদলে গেছে।

তবু এই বদল এখন আর চোখে লাগে না। অনেকদিন ধরে আগাচ্ছে রাস্তা, অনেকদিন ধরে একই দৃশ্য দেখছে দেশ গ্রামের লোক। চোখ সয়ে গেছে তাদের। বদলটা টের পায় না। কারও কারও মনে হয় যেন এমনই ছিল জায়গাটা। আসলে কোনও বদল হয়নি।

হিজলতলায় দাঁড়িয়ে হামেদ বলল, ঐ দাদা, মার আহুজ কি অহনতরি পড়ছে?

নাদের বলল, মনে অয় না।

তয় তো অহন বাইত যাওন যাইবো না।

না।

করবি কী?

www.amarboi.com

কী করুম ক।

ল এহেনে বইয়া থাকি।

বইয়া কী করুম? বইয়া থাকতে ভাল্লাগবো?

লাগবো।

কেমতে?

তরে আমি কতডি কথা জিগামু। হেই কথার জব দিতে দিতে দেকবি দোফর অইয়া যাইবো। দোফরের মইদ্দে মার আহজ পইড়া যাইবো। তহন বাইত যামুগা আমরা।

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল নাদের। কী কথা জিগাবি?

হিজলতলার মাটিতে ইলাস্টিক লুজ হওয়া প্যান্ট নিয়ে বসে পড়ল হামেদ। বয়, কইতাছি।

নাদেরও বসল। ক।

পুবদিককার মাঠ ছাড়িয়ে, আমিন মুন্সির বাড়ির লগের মাদ্রাসা ঘর ছাড়িয়ে, সোজা পুবদিকে তালুকদার বাড়ির দক্ষিণ কোণে মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো বিশাল কড়ুই গাছটার দিকে তাকিয়ে হামেদ বলল, ঐ গাছেও বলে একজন থাকে?

আচমকা এরকম একটা কথা! নাদের যেন বুঝতে পারল না। ভোররাতে আজ যেমন করে তার কথা বুঝতে পারেনি হামেদ এখন যেন তেমন করেই হামেদের কথা বুঝতে পারল না নাদের। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মত বলল, কেডা থাকে ঐ গাছে?

হামেদ হাসল। বোজচ নাই?

এবার নাদেরও হাসল। বুজছি।

তার সমন্দে তুই জানচ?

হ জানি।

তয় আমারে ক দাদা। এই হগল হুনতে আমার বহুত আমোদ লাগে।

এই ধরনের গল্প করতে নাদেরও খুব মজা পায়। নড়েচড়ে জুত করে বসল। কড়ুইগাছে যে থাকে হে কইলাম কনধনাইয়া না।

তয়?

হেয় অইলো মাউচ্ছা ভূত।

মাউচ্ছা ভূত আবার কী?

যেই ভূতে খালি মাছ খায়। খালপার নাইলে বড় পুকঐর পার, বিলের মইধ্যে যে বড় বড় ডেঙ্গা (দীঘি) থাকে হেই হগল ডেঙ্গার চাইরমিহি থাকে। তালুকদার বাড়ির খালে তো অনেক মাছ, এর লেইগা খালের ইট্টু দূরে কড়ুইগাছটায় থান লইছে হেয়।

বুজছি। একবার বল্গে মেন্দাবাড়ির এনামুল দাদারে ধরছিলো।

হ।

কুনসুম?

খাড়া দোফরে।

কচ কী?

হ।

AMARBOI.COM

দোফরেও হেরা মাইনষেরে ধরে?

হ ধরে। নিটাল দোফরে। শনিবার নাইলে মঙ্গলবার।

এনামুল দাদারে ধরছিলো কবে?

মঙ্গলবার দোফরে।

হেয় ওহেনে গেছেলো ক্যা?

আউজকার কথা না তো। ম্যালাদিন আগের কথা। হেয় তহন বহুত ছোড। আমার লাহান অইবো। আমিনল মামাগো লগে গোয়ালিমান্দ্রার হাডে গেছিল। বড় একহান গজার মাছ কিন্না আমিনল মামায় কইছে তুই বাইত্তে যা গা, আমি পরে আমুনে। গজার মাছের কানসার ভিতর কাতা (নাড়কেলের ছোবড়ার চিকন দড়ি) ভইরা, ফাসের লাহান কইরা মাছহান ঝুলাইয়া দিছে এনামুল দাদার হাতে। হেয় পোলাপান মানুষ, কিছু বোজে নাই। মাছ হাতে লইয়া মেলা দিছে। কড়ুইতলায় আইতে আইতে দোফর অইয়া গেছে। চাইরমিহির ক্ষেতখোলায় কোনও মানুষ নাই, খালি রইদ। এমুন সোমায় পয়লা একহান বাতাস উটলো কড়ুইগাছে। তুফান আইলে গাছ যেমন লড়ে, অতবড় কড়ুই গাছটা অমুন লড়তে লাগলো। আর বাতাসে পচা মাছের গন্দ। এনামুল দাদায় পোলাপান মানুষ, হেয় তো কিছু বোজে নাই। আথকা গাছের মাথায় দেহে কালা কাক্কাসের লাহান একজন বইয়া রইছে। ইয়া লাম্বা লাম্বা হাত পাও, এত্ত বড় বড় মিরি (নখ) নাকহান দেড়হাত লাম্বা, চক্কুগুনি বউন্না গোড়ার লাহান, বড় মাইনষের হাতের পাঞ্জার লাহান এহেকখান দাত মোখে। ক্যাতকুতির (বগলের) তলে আর শইলে খালি পশম, খালি পশম। গাছের উপরে থিকাঐ একহান হাত বাড়াইয়া দিল এনামুল দাদার মিহি। নাকি গলায় কইল, গজার মাছটা আমারে দিয়া যা। এনামুল দাদায় মাছ দিবো কী, ঐ চেহারা দেইক্কা এমুন এক চিক্কইর দিছে, তারবাদে দিছে দৌড়। হাতের মাছ কই ছিট্টা পড়ছে কে কইবো। চিক্কইর পারতে পারতে, দৌড়াইতে দৌড়াইতে আইয়া পড়ছে আমিন মুন্সির বাড়ির সামনে। মুন্সিসাবে তহন নমজ পইড়া বাইর অইছে। বাড়ির সামনে দিয়া চিক্কইর পারতে পারতে এনামুল দাদারে দেইক্কা ডাক দিছে। কী হইছে রে এনামুল? এমুন করচ ক্যা? মুন্সিসাবরে এনামুল দাদায় সব কইলো। হুইন্না মুন্সিসাবে কইলো আমিনলের উচিত অয় নাই মঙ্গলবাইরা দিনে একলা একলা তরে এই রাস্তা দিয়া পাডান। মামা ভাইগ্না একলগে থাকলে হেয় কোনও ক্ষতি করতে পারতো না। অহনও পারবো না। আমার লগে যহন তর দেহা অইয়া গেছে অহনও তর আর কোনও ক্ষতি অইবো না। আয় আমার কাছে আয়। মুন্সিসাবের সামনে গেল এনামুল দাদায়, মুন্সিসাবে দোয়া পইড়া তার মাথায় ফুঁ দিয়া দিল। যা অহন বাইত যা। আর কিচ্ছু অইবো না। এনামুল দাদায় বাইত্তে আইয়া পড়ল।

ঘটনা শুনে প্রথমে মুগ্ধ হয়ে থাকল হামেদ। তারপর বলল, ঐ দাদা, গজার মাছটা তো হেয় রাইক্কাঐ দিল। তারবাদে আবার ক্ষতি কী অইবো? মুন্সিসাবের কথাডা তো আমি বুজলাম না।

নাদের বিরক্ত হল। আরে এইডা অইলো অন্যরকম ক্ষতি। হেরে দেইক্কা যেই ডরানডা এনামুল দাদায় ডরাইছিল, ওই ডরে হেই দিনঐ তার জ্বর আইতো। হেই জ্বর আর ভাল অইতো না। হেই জ্বরেঐ এনামুল দাদায় যাইতো।

এবার কথাটা বুঝল হামেদ। স্বস্তির শ্বাস ফেলল। বুজছি, ইবার বুজছি।

মুন্সিসাবে বহুত কামেলদার মানুষ আছিলো। হেয় একহান ফুঁ দিয়া দিলে মাইনষের অসুখ বিসুখ ভাল অইয়া যাইতো।

মন্নান মাওলানা সাবেও বলে বহুত কামেলদার?

নাদের ভুরু কুঁচকে বলল, থো। ঐ হালায় বদমাইস। কাশেম কাকারে কেমতে খেদাইলো গেরাম থিকা! নূরজাহান বুজি বহুত ভাল কাম করছে। বেবাকতের সামনে হালার মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছে।

এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না হামেদের। সে শুনতে চাচ্ছিল গা ছমছমে ভয়ের কথা। কায়দা করে সেদিকেই কথা ঘুরিয়ে নিল। ঐ দাদা, মেন্দাবাড়ির বড় পুকইরডায় বলে শিকল আছে?

হ শিকল আছে ড্যাগও (ডেকছি। মেজবানি রান্নার তামার বড় হাড়ি) আছে।

দেকছে কেঐ?

হ কতজনে দেকছে। হাজামবাড়ির মজিদ একবার নাইতে নামছিল, সাতরাইতে সাতরাইতে জাহাঙ্গির কাকাগো বড়ঘর বরাবইর তাঙ্গনের মিহি গেছে, হের পাও প্যাচাইয়া ধরছিল শিকলে। মজিদ জুয়ানমর্দ মানুষ দেইক্কা পানির নিচে দুই পাও দাপড়া দাপড়ি কইরা শিকল ছাড়াইয়া উটতে পারছিল। নাইলে ঐদিনঐ শিকলে হেরে পানির নিচে টাইন্না নিত। দুইদিন পর ভাইস্যা উটতো লাচ।

খাইছেরে।

হ। শিকলে সব সমায় মানুষরে প্যাচ দিয়া ধরে। পাইনতে ডুবাইয়া মারে।

আর ড্যাগ?

ড্যাগ ভরা থাকে খালি কাচা টেকা।

কচ কী?

হ।

মাইনষে হেই টেকা নিতে পারে না?

ইচ্ছা করলে পারে।

কেমতে?

চাইলেঐ। তয় এর মইদ্যে একহান কথা আছে।

কী কথা?

একডেগ টেকার বিনিময়ে একজন মাইনষের জান দিতে অইবো।

শুনে হামেদ আকাশ থেকে পড়ল। আ?

হ। জাহাঙ্গির কাকার মায় একবার পাইছিল।

সত্যঐ?

তয় মিছানি?

ক না কেমতে পাইছিল?

নাদেরেরও ভালই লাগছে কথা বলতে। বেশ মগ্ন গলায় সে বলল, জাহাঙ্গির কাকার হোডবইন সন্দা (সন্ধ্যা) তহন পেডে। বাইষ্যাকাল। দাদী একা রাইতে সপনে দেহে তার ঘরের খাডালে বিরাট একহান ড্যাগ। মোখে একহান ঢাকনা। ঢাকনাডা ইট্টু ফাক অইয়া

AMARBOI.COM

রইছে। হেই ফাক দিয়া দেহা যায় ভিতরে চকচক করতাছে কাচাটেকা। জাহাঙ্গির কাকার মায়, দাদী গেছে টেকা নিতে, লগে লগে ভিতরে থিকা আওজ অইলো, নিতে পারচ, বিনিময়ে আমারে একহান নাইড়কল দেওন লাগবো। কথাডা হেয়ে বাড়ির ময়মুরব্বিগ কইলো। হুইন্না বেবাকতে কইলো, খবরদার রাজি অইয়ো না তুমি। এই নাইড়কল হেই নাড়ইকল না, গাছের নাইড়কল না। এই নাইড়কল অর্থ পোলা। ড্যাগে তোমার একহান পোলা নিতে চায়, বিনিময়ে তোমারে ঐ টেকাডি দিবো। অহন তুমি কও কোনডা নিবা? দাদী কইল আমার টেকা লাগবো না। আমার সোনার চানরা বাইচ্চা থাউক।

তারবাদে?

তারবাদেও আরও দুইদিন ঐ স্বপ্নডা দাদী দেকছে। ড্যাগে তারে কইছে টেকা নে, নাইড়কল দে। স্বপ্নের মইদ্যেই দাদী কইছে, টেকা আমার লাগবো না। তুমি যাও গা। ড্যাগ তারবাদে পুকঐরে নাইম্মা গেছে।

দুইভাইই খানিক চুপ করে থাকে। কেউ কথা বলে না। সকাল ফুরিয়ে দুপুর ছুঁই ছুঁই তখন। রোদ তেজালো হয়েছে। হিজলের পাতায় একটুও হাওয়া নাই। এসময় হাজামবাড়ির দিকে চোখ গিয়েছে হামেদের, দেখে ছোট ভাইবোনদের নিয়ে পরি নেমে যাচ্ছে ভাঙনের দিকে। তাদের আগে আগে খালি গায়ে, উঁচু করে লুঙ্গি পরা আজিজ। দেখেই উত্তেজনা হল হামেদের। লাফিয়ে উঠে বলল, ঐ দাদা, মার আহুজ পইড়া গেছে। ঐ দেক বাবায় পরিগো বাইত্তে লইয়া যাইতাছে।

নাদেরও দেখল তারপর উঠে দাঁড়াল। হ ঠিকঐ কইছচ। ল আমরাও যাই।

সড়ক থেকে দৌড়ে চক বরাবর নেমে গেল দুইভাই।

AMARBOI.COM

কোনও কোনও গভীররাতে আজকাল ঘুম ভেঙে যায় কুট্টির।

আগে কখনও এমন হতো না। সারাদিন আর রাতের অনেকখানি সময় পর্যন্ত এতবড় বাড়ির সবকাজ, রান্ধন বাড়ন, নাওন ধোওন, বড়বুজানকে নিয়ে আন্নাতান্না (বিরক্তিকর কাজ অর্থে)। দিনভর পলকের আজার নাই। ফলে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করার পরপরই শরীরের ভিতর থেকে ঠেলে বেরুতো ক্লান্তি। হাত পা আর চলতে চাইতো না, চোখ ভেঙে আসতো দুনিয়ার ঘুমে। বড়বুজান দিনরাত শুয়ে আছে পালঙের উপর, একটার পর আরেকটা তোষক ফেলা মোটা নরম বিছানায়। কুট্টি শোয় তাঁর মুখ বরার মেঝের পাটাতনে। নিজের পুরানা দুইখান ছেঁড়ামোটা কাঁথা আর একখান মাথার তেল আর ঘুমের তালে মুখের কষ বেয়ে কখনও কখনও পড়া লোলের (লালা) গন্ধ মাখা

বালিশ আছে। যে কাঁথা মেঝেতে বিছিয়ে শোয় বালিশ থাকে তার ভিতর প্যাচ দিয়ে রাখা। আর গায়ে দেওয়ার কাঁথা থাকে আলাদা। বড় বুজানের পালঙ্কের তলায়ই থাকে জিনিসগুলি। রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করেই, পালঙ্কের তলা থেকে কোনও রকমে কাঁথা বালিশ টেনে বের করে কুন্তি। একটানে কাঁথা মেলে দেয় মেঝেতে, বালিশ রাখে জায়গামতো। তারপর ঘরের উত্তর দক্ষিণ দুইদিককার দরজার দিকে একবার তাকায়। দরজা বন্ধ আছে কী না দেখে। দক্ষিণের ঝুলবারান্দার দরজাটা সন্ধ্যা থেকেই বন্ধ। সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর খুলে দেয়, দিনভর খোলা থাকে, সন্ধ্যার মুখে মুখে বন্ধ। একটা হাতলআলা চেয়ার আছে বারান্দায়। কোনও কোনওদিন বড়বুজানকে নিয়ে সেই চেয়ারের জোর করে বসিয়ে দেয় কুন্তি। শিশুর মতন দুইহাতে চেয়ারের দুইদিককার হাতল ধরে, পাকা রোয়াইল ফলের মতন খোলা চোখে বারান্দা ছাড়িয়ে ভাঙনের দিকে নেমে যাওয়া ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন বড়বুজান, ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে কচুড়ি ভর্তি পুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অনেকখানি জায়গা কচুড়ি পরিষ্কার করে ফাঁকা করে রেখেছে আলফু। শক্ত বাঁশের খুঁটি পুতে পুকুরের অনেকখানি জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া কাঠের সিঁড়ি ফেলে ঘাটলা করে দিয়েছে। এই ঘাটলায় বসেই ধোয়া পাকলা, নাওন ধোওনের কাজ করে কুন্তি। আলফুও করে। সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটির দিকে চোখ তার। পরিষ্কার করার জায়গাটার তিনদিক থেকে কচুড়ি এসে যাতে দখল নিতে না পারে সেজন্য পানির ওপর তিনদিকে তিনটা লম্বা বাঁশ ফেলে কচুড়ি আগাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

কচুড়ি হচ্ছে অদ্ভুত আগাছা। রাতারাতি বংশ বাড়াবার ওস্তাদ। আজ দেখলে একখান কচুড়ি কালই দেখলে চারপাশে আরও সাতআটখান ছোট ছোট গজিয়ে গেছে। নীল বেগুনি আর সাদায় মিশানো ফুল ছাড়া কচুড়ির আর কিছুই সুন্দর না।

তবে তিনদিকে কচুড়ি একদিকে ঘাটলা আর অনেকখানি জায়গা জুড়ে পবিত্র মানুষের মনের মত পানি, সেই পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে।

বড়বুজানের লাগে কী না কে জানে! নিভে আসা চোখের আলোয় পানির স্বচ্ছতা সে দেখতে পায় কী না কে জানে! তবু তাকিয়ে থাকে।

পুকুরের ওপারে বাঁশবন, দুইতিনটা হিজল বউন্নাগাছ। গাছগুলি জড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজপাতার এক রকমের লতা। দুপুরের নির্জনতায় ঘুঘু ডাকে সেই ঝোপে। ঘুঘুর ঘুঘ, ঘুঘুর ঘুঘ।

বড়বুজানকে ঝুলবারান্দায় বসিয়ে কুন্তি হয়তো তখন নাইতে আসছে ঘাটলায়। বদনা ভরে পানি তুলে মাথায় ঢালবার আগে রান্নাঘর থেকে হাতের তালুতে করে আনা কয়লার ফাকি আঙুলের আগায় নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজার অভ্যাস আছে তার। উদাস আনমনা ভঙ্গিতে দাঁতটা হয়তো সে তখন মাজছে, ঘুঘুপাখি তখনই হয়তো ডাকছে ঝোপে, সেই ডাকে, সেই দুপুরের নির্জনতায় মনটা কেমন করে তার! ঘাটলায় বসে পানির আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে কুন্তির মন যে চলে যায় কোনখানে!

এই জীবন কি এমন হবার কথা ছিল কুন্তির?

সতীনের সংসার হোক, সংসার তো একটা পেয়েছিল। সেই সংসারে না ছিল ভাত কাপড়ের সুখ, না ছিল স্বামীর আদর সোহাগের সুখ। সতীনটা ছিল দজ্জাল। কথায়

AMARBOI.COM

কথায় চুলাচুলি করত, মারধোর করত। তিন চারটা পোলাপান জন্ম দেওয়ার পরও দেহে ছিল মাগীর দামড়ির মত জোর। খেয়ে না খেয়ে বড় হওয়া কাহিল কুট্টি কিছুতেই কুলাতো না তার সঙ্গে। বেদম মারধোর খেয়ে বাড়ির আঙিনায় বসে অসহায়ের মত কাঁদতো। এই নিয়ে স্বামী কোনও কথা বলতো না। হয়তো ওরকম করে বসে কাঁদছে কুট্টি আর সেই লোকটা রান্নাচালার সামনে বসে নির্বিকার ভঙ্গিতে নাড়কেলের হুকায় গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানছে।

মানুষটার সঙ্গে শোয়ার সুযোগও তেমন পেত না কুট্টি। কোনও কোনও রাতে তো সতীন মাগিটা এসে কুট্টির পাশ থেকে টেনেই তুলে নিয়ে যেতো তাকে। দেহ অনুযায়িই চাহিদা ছিল তার। লোকটা বোধহয় কুলাতেও পারতো না তার সঙ্গে। ফলে যে দুইচারদিন তাকে ভাগে পেত কুট্টি, পাশে শুয়ে এমন ম্যাড়ার মতন (দুর্বল অর্থে) আচরণ করত, ওই আচরণে খুশি হওয়ার কথা না কোনও যুবতী মেয়ের। কিন্তু ওইটুকুতেই যেন শরীরের সুখে মরে যেত কুট্টি। ওইভাবেই হয়তো জীবনটা সে কাটাতেও পারতো।

কিন্তু ভাতের কষ্ট!

ক্ষুধার কষ্ট!

কোনও কোনও দুপুরে ঘাটলায় দাঁড়িয়ে দাঁত দাঁত মাজতে পানির তলায় নিজেকে দেখতে দেখতে সেই জীবনটার কথা মনে পড়ে কুট্টির। আজকের জীবন আর সেদিনকার জীবনের মাঝখানে পরিষ্কার আবরণ। চোখ খুলে তাকালেই ফেলে আসা জীবনটা সে দেখতে পায়। মনটা খারাপ হয়।

তবে যে কোনও দুঃখের জীবনেও একটু না একটু সুখ থাকেই মানুষের। সেই জীবনেও তেমন এক সুখ কুট্টির ছিল। সতীনের ছোট ছেলেটির বয়স ছিল তিন সাড়ে তিন বছর। শ্যামল রংয়ের ল্যাংটাপুটো ছেলেটি সারাদিন ঘুর ঘুর করতো বাড়ির আঙিনায়। শরীরের কোথাও কোনও বস্ত্র নেই, মাজায় কালো কাইতান বাঁধা, কাইতানের সঙ্গে পিতলের ছোট্ট ঘুঙুরদানা। চলার তালে তালে মৃদু ঝুমঝুম এ শব্দ হতো। সেই শব্দে বোঝা যেত কোনদিকে যাচ্ছে সে। বারবাড়ির দিকে গেল, একলা একা কি নেমে গেল চকের দিকে, নাকি সবার অজান্তে গেল পুকুরঘাটে! পানিতে পড়ল!

কী মিষ্টি মায়াবি মুখ ছিল শিশুটির! টানা টানা চোখ, মেয়েলি ধাঁচের। মাথাভর্তি ঘন চুল। ছোট্ট সুন্দর দাঁতে এত সুন্দর করে হাসতো, সেই হাসিতে চারপাশ ফকফক করে উঠত।

যখন তখন মুগ্ধ চোখে শিশুটিকে দেখতো কুট্টি।

সতীনের ছেলেমেয়েরা দুইচোক্ষে দেখতে পারত না কুট্টিকে। তার সামনেও আসতো না। সৎমা হোক, মা তো ছিল কুট্টি, কেউ মা বলতো না। কখনও কখনও বলতো ওই শিশুটি। নাম ছিল নয়ন। কুট্টির পাশ দিয়ে কাইতানে বাধা ঘুঙুর দানার শব্দ তুলে ছুটে যেতে যেতে আচমকাই সে দুষ্টদুষ্টু চোখ করে তাকাতো কুট্টির দিকে। মিষ্টি একটুখানি হেসে পাখির গলায় একবার দুইবার ডেকে উঠতো, মা মা।

সেই ডাকে কুট্টির বুকের ভিতর তোলপাড় করত। সতীনের সংসার, ক্ষুধার কষ্ট আর মারধোর সব মুহূর্তের জন্য ভুলে যেত। নয়নের পিছু পিছু ছুটে গিয়ে দুইহাতে পাগলের মত বুকে নিত তাকে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে, গালে মুখে চুমু খেয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দিত ছেলেটিকে।

WWW.AMARBOI.COM

এইটুকু ভাল লাগাও তার ছিনিয়ে নিয়েছিল সতীন মেয়েছেলেটি। এক বিকালে মা ডাকার পর অমন করে নয়নকে আদর করছিল কুট্টি, নামার দিকে কী কাজে গিয়েছিল নয়নের মা, নয়নকে কুট্টির কোলে দেখে চিলে থাবা দিতে আসা ছানা রক্ষার জন্য যেমন করে ছুটে আসে মুরগি তেমন করে ছুটে এল। এসে ছো মেরে নিল নয়নকে। তারপর তুবড়ির মত গালাগাল। পোলাডারে আমার ভাগাইয়া নেওনের চিন্তায় আছচ মাগী? চুপ্পে চুপ্পে হিগায় দিছচ আমার পোলায় য্যান তরে মা ডাকে? জামাইরে হাত করতে না পাইরা অহন আমার পোনার মিহি হাত বাড়াইছচ? ঐ হাত ভাইঙ্গা (মুদ্রণযোগ্য নয়) ভইরা দিমু!

ঠাটাপড়া মানুষের মতন কুট্টি তখন স্থির। মায়ের কোল থেকে নয়ন দুঃখি মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সেই তাকানোয় কী যে মায়া ছিল! আজও যখন তখন সেই স্মৃতি মনে পড়ে কুট্টির। কতকাল আগের কথা, তবু সেই শিশুটিকে পরিষ্কার দেখতে পায় কুট্টি। তার মিষ্টি মুখখানি, তার ডাগর চোখ দেখতে পায়। আর কানের অনেক ভিতরে থেকে শুনতে পায় পাখির গলায় সে ডাকছে, মা মা।

সন্ধ্যার মুখে মুখে ঝুলবারান্দার দিককার দরজাটা বন্ধ করতে হয় ওদিকে আর কোনও কাজ থাকে না বলে। তাছাড়া দেশ গ্রাম এখন আর আগের মত নাই। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর দেশগ্রামে এখন বারো পদের মানুষ। চোর ধাউরে ভরে গেছে। মুকসেইদ্দা চোরাও নাকি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরেছে। দরজা খোলা থাকলে দক্ষিণের ঝুলবারান্দা টপকে কে এসে ঢুকবে ঘরে কে জানে! কুট্টি থাকবে তখন রান্নাঘরে, উত্তরের বারান্দায়, উদিসও পাবে না কে এসে ঢুকল ঘরে! আর বড়বুজানের তো য়োদবোদ (বোধ অর্থে) নাইই, মানুষের পায়ের শব্দ পেলে ভাববে কুট্টিই চলাফেরা করছে। কথাই বলবে না।

সুতরাং বিকাল ফুরিয়ে চারদিক ছায়াময় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওদিককার দরজা বন্ধ করে কুট্টি। তারপর নিশ্চিন্ত মনে রান্নাঘরের কাজ সেরে উত্তরের বারান্দায় এসে ঢোকে। কুপিবাতি জ্বেলে প্রথমে বড়বুজানকে খাওয়ায়, সেই ফাঁকে আলফু এসে বাইরের দিককার দরজা বন্ধ করে। দরজার আড়ালে রাখা হোগলা পেতে বসে।

বড়বুজানকে খাইয়ে আলফুকে খেতে দেয় কুট্টি, নিজে খায়। আগে বেশ তাড়াতাড়িই সারতো কাজটা। কথাবার্তা আলফু কম বলে, কুট্টিও তেমন বলতো না। খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার মত ব্যস্ত হতো। খাটালে ঢুকে বারান্দা আর খাটালের মাঝখানকার দরজা বন্ধ করে, হারিকেন নিভু নিভু করেই শুয়ে পড়ত কুট্টি। বন্ধ দরজার ওপাশে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়ত আলফু। যে যার মতো চলে যেত ঘুমের জগতে।

মাকুন্দা কাশেমের ঘটনার কদিন আগে, সেই যে সেই দুপুরে চালতাতলায় পিছন থেকে আলফুর পিঠ কাঁধ দেখে শরীরের খুব ভিতরে আশ্চর্য এক কাঁপন লাগল কুট্টির, আর একদিন কী কাজে ঘাটলায় গিয়ে কচুড়ির চাক তুলে মাছ ধরতে থাকা আলফুকে দেখেও সেই একই অনুভূতি। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী যেন কী চাহিদা। শরীর যেন উন্মুখ হচ্ছে, মন উন্মুখ হচ্ছে। তারপর ঘটল মাকুন্দা কাশেমের ঘটনা। নিজের ভাগের ভাতটুকু কাশেমের সঙ্গে ভাগ করে খেতে বসেছিল আলফু, সেই দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আলফুর মনেরও যেন অনেকখানি দেখে ফেলল কুট্টি। একদিকে শরীর আরেকদিকে মন, ভিতরে

ভিতরে আলফুর জন্য কী যেন কী একটা কাণ্ড ঘটতে লাগল কুন্তির। আলফুর দিকে এখন তাকাতে লজ্জা তার, কথা বলতে লজ্জা। ইচ্ছা করে খুব। খুব তাকাতে ইচ্ছা করে মানুষটার দিকে। খুব দেখতে ইচ্ছে করে তার চোখ, মুখ। খুব বলতে ইচ্ছা করে তাকে মনের সবকথা। সামনে বসিয়ে খাওয়াবার সময় এটা ওটা তুলে দিতে ইচ্ছা করে পাতে। আর গভীর রাতে ঘুম ভাঙার পর ইচ্ছা করে নিঃশব্দে উঠে বারান্দা আর খাটালের মাঝখানকার দরজা খুলে চুপি চুপি চলে যায় মানুষটার কাছে। মা হওয়ার আগে মেয়ে বেড়ালটা যেভাবে যেত মেন্দাবাড়ির হোলোটার কাছে, ঠিক তেমন এক টান শরীর মনে।

আজ রাতে ঘুম ভাঙার পরও সেই একই অনুভূতি হল কুন্তির। ঘরের এককোণে নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে হারিকেন। গভীর রাতের জমাট অন্ধকার সেই আলোয় আবছায়া তৈরি করেছে। ঠাকুরবাড়ির ওদিককার গাছে বসে ডাকছে কোকিল। কী আকুল করা ডাক! রাতের দিক বিদিক ভেঙে সেই ডাক চলে যাচ্ছে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। এমন করে কেন ডাকে কোকিল? এই ডাকও যে মনের ভিতর, শরীরের ভিতর আশ্চর্য এক শিহরণ জাগায় কুন্তির!

ফাগুন রাতের হাওয়া বইছে। আঙিনার গাছপালায় বয়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ, ঝিঁঝিরাও ডেকে যাচ্ছে তাদের মতো করে। এইসব শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ করেই কুন্তির কানে এল মানুষের কষ্টযন্ত্রণার ক্ষীণ একটা শব্দ। যেন গভীর কষ্টেও শব্দ করতে চাইছে না মানুষটা, আবার চেপেও রাখতে পারছে না, নিজের অজান্তেই শব্দটা যেন বেরিয়ে আসছে।

কুন্তির বুকটা ধ্বক করে উঠল। কে করছে এমন শব্দ? বড়বুজানে?

ঘুমের তালে মওত এসে গলা টিপে ধরেনি তো বড়বুজানের? মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে না তো সে!

সর্বনাশ! যার জন্য এইবাড়ির বাঁধাঝি কুন্তি, যার জন্য তিনওক্ত ভরপেট খেয়ে, বছরের দুইঈদে দুইখান শাড়ি ছায়া ব্লাউজ আর স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পেয়ে, কখনও কখনও নগদ দশ বিশটাকা পেয়ে বেঁচে আছে, সেই মানুষ যদি রাতের অন্ধকারে গোপনে মরে যায় তাহলে কুন্তির দশা হবে কী! বড়বুজান মরলেই এই বাড়িঘর বিক্রি করে দিবে মাজারো বুজানে, জমিজমা ছাড়াবাড়ি সব বিক্রি করে দিবে। দেশগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কই রাখবে না। তখন কুন্তির উপায় হবে কী? কোথায় যাবে সে? গ্রামের কোন বাড়িতে কাজ নিবে! কে তাকে দিবে এই বাড়ির মত ভাত কাপড়, স্বাধীনতা?

আর তেমন হলে আলফুরই বা উপায় হবে কী? কোথায় যাবে সে, কোথায় কাজ নিবে?

আলফু পুরুষমানুষ, তার কাজের অভাব হবে না। চরে, নিজের দেশে গিয়েও কাজকাম করে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু মানুষটার জন্য কুন্তির শরীর মনে তৈরি হয়েছে যে অনুভূতি, বড়বুজান মরে গেলে জীবনের টানে দুইজন মানুষ ছিটকে যাবে দুই ভুবনে, আলফুর কোনও মায়ামমতা হবে কী না কুন্তির জন্য কে জানে, কুন্তির হবে। মানুষটিকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন করে!

এসব ভেবেই ধরফর করে উঠে বসল কুন্তি। নিজের জন্য আর আলফুর জন্য যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে বড়বুজানকে। গলাটিপে ধরা মওতকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে হবে বড়বুজানের সিথান থেকে।

WWW.AMARBOI.COM

সেরকম মারমুখো ভঙ্গি নিয়েই উঠে দাঁড়াল কুটি। তীক্ষ্নচোখে তাকাল বড়বুজানের বিছানার দিকে।

কিন্তু শব্দ ওদিক থেকে আসছে না। কুটির দিকে পিছন ফিরে বেভোরে (নিঃসাড়ে) ঘুমোচ্ছেন বড়বুজান।

তাহলে শব্দ আসে কোত্থেকে?

কুট্টি দিশাহারা হল, কানখাড়া করল। তারপরই বুঝে গেল শব্দটা আসছে উত্তরের বারান্দা থেকে। আলফু করছে।

কী হল মানুষটার? এমন করছে কেন? বোবায় ধরল নাকি?

বোবায় ধরার শব্দ এমন না। বোবায় ধরলে শব্দ করে গোঙায় পুরুষমানুষ। ছোটবেলায় বাবাকে দুইএকবার গোঙাতে শুনেছে সে। প্রায় রাতেই বাবাকে বোবায় ধরতো। তখন জোরে জোরে বাবাকে দুইতিনটা ধাক্কা দিত মা। সেই ধাক্কায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতো বাবা।

বোবা হচ্ছে একধরনের অলৌকিক শক্তিধর অসুর। রাত দুপুরে ঘুমন্ত মানুষের বুকে চেপে বসে। গলা চেপে ধরে। মৃতপ্রায় মানুষ তখন গোঙাতে থাকে। অন্য কেউ জোরে ধাক্কা না মারলে বুক থেকে ছিটকে পড়ে না বোবা। মানুষের জান কবচ করে তবে যায়।

কিন্তু এতদিন ধরে এই বাড়িতে আছে আলফু, বারান্দায় ঘুমাচ্ছে, কই কখনও তো বোবায় ধরেনি তাকে! কখনও তো রাত দুপুরে তার কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি!

আজ কী হল? কেন এমন করুণ স্বরে কাতরাচ্ছে?

কুট্টির ইচ্ছা করে দরজা খুলে আলেয়ার কাছে যায়। আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী অইছে আপনের? এমুন করতাছেন ক্যা?

নারীর সংকোচ তার পা চেপে ধরে রাখে। এরকম গভীর রাতে পরপুরুষের কাছে কেমন করে যাবে সে? নিজেকে কেমন মেয়েমানুষ মনে হবে তখন! আলফুই বা কী ভাববে আর এতকাছে বড়বুজান শুয়ে আছে, মরণের মুখে দাঁড়িয়েও যতটা সম্ভব কুট্টির দিকে নজর রাখে সে। আলফুর সঙ্গে কুট্টির কথাবার্তার শব্দ পেলেই কান খাড়া করে। জিজ্ঞাসা করে, কী এত প্যাচাইল পারচ জুয়ানমর্দ বেডার লগে? তুই যুবতী মাইয়া, হিসাব কইরা চলাফিরা করিচ। আকাম কুকাম কইরা পেটপোট বাজাইয়া মরিচ না।

এখনও বড়বুজানের কথাগুলি মনে পড়ল।

কিন্তু মানুষটা এমন করছে! তাছাড়া কুট্টির মন শরীর সবই তো তার জন্য অনেকদিন ধরে উন্মুখ। নিজেকে কুট্টি কতদিন ফিরিয়ে রাখবে?

নাকি আজ রাতেও ফিরাবে নিজেকে! আলফুর কাছে যাবে ঠিকই কিন্তু অন্যভাবে, সবদিক রক্ষা করে। প্রথমে বড়বুজানকে ডাকবে। ডেকে বলবে, আলফু জানি কেমুন করতাছে। হারিকেনডা লইয়া দুয়ার খুইল্লা দেহি।

তারপর শব্দ করে দরজা খুলে বারান্দায় যাবে, আলফুকে ডাক দিবে। কী অইছে আপনের?

দরকার হলে বড়বুজানও পালঙ্কে শুয়ে গলা উঁচু করে ডাকবে আলফুকে। কীরে আলফু, কী হইছে তর?

এসবের কিছুই কুট্টি করল না। বহুদিন ধরে শরীর মন উন্মুখ হয়ে আছে যে

AMARBOI.COM

মানুষটির জন্য, আজকের এই রাতদুপুরে সেই মানুষের কষ্ট যন্ত্রণার শব্দ শুনে শেষ পর্যন্ত যে রকম করে যাওয়ার কথা তার কাছে ঠিক তেমন করেই কুট্টি গেল। নিঃশব্দে দরজা খুলে, পা টিপে টিপে অন্ধকার বিছানায় আলফুর পাশে গিয়ে বসল। ফিসফিস করে ডাকলো, হোনছেন? হোনছেননি? এমুন করতাছেন ক্যা? কী অইছে আপনের?

কুট্টির মতোই ফিসফিস করে মুমূর্ষু গলায় আলফু বলল, মাথাডা ছিট্টা পড়তাছে বেদনায়। বেদম জ্বর আইছে।

কন কী? কুনসুম জ্বর আইলো?

ভাতপানি খাইয়া হোওনের পরঐ।

তারপরও নারীর সেই সংকোচ কিছুটা সময় আটকে রাখল কুট্টিকে। ভিতরে ভিতরে নিজের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করল কুট্টি। তারপর আর পারল না। ডান হাত গভীর মমতায় রাখল আলফুর কপালে। কেন যে তখন সেই ছোটবেলার কথাটা আবার মনে পড়ল,

কুট্টি লো কুট্টি
তরে দিলাম ছুট্টি!

WWW.AMARBOI.COM

কী লো বানেছা, মাইয়াডা এমতে কান্দে ক্যা?

বিকালবেলা দুয়ারের সামনে আলার মাকে দেখে মুখে কী রকম একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল বানেছার। ছয়দিন বয়সের মেয়েটা ওঁয়াও ওঁয়াও করে কাঁদছে। কান্নার শব্দে বোঝা যায় বহুক্ষণ ধরে একটানা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়েছে। এখন আর ঠিকমতো কাঁদতেও পারছে না। গলা ভেঙে আসছে।

মেয়ের কান্না থামাতে নানা রকম চেষ্টা করছে বানেছা। কখনও বুকের দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে, দুধ মুখে না নিয়ে মেয়ে কাঁদছেই। তখন দিশাহারা ভঙ্গিতে দুইহাতে মেয়েকে দোল দিতে দিতে বলছে, ও কান্দে না, কান্দে না। ওরে আমার সোনারে, আমার মানিকরে, কান্দে না।

মেয়ে কাঁদছেই।

এই অবস্থায় আলার মা এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারের সামনে। মেয়ের কান্না শুনে প্রশ্নটা করেছে।

কাঁথা কাপড়ে জড়ানো মেয়েকে দোল দিতে দিতে বানেছা বলল, কীর লেইগা যে এমুন কান্দন কানতাছে কইতে পারি না চাচী।

কুনসুম থিকা কান্দে?

বিয়াইন্না রাইত থিকা।

হারাদিন কানছে?

হ। কানতে কানতে গলা ভাইঙ্গা গেছে।

ইট্টুও থামে নাই? ইট্টুও ঘুমায় নাই?

না।

বুকের দুদ দিছচ? খাইছে?

দিছি, খায় না।

আলার মা চিন্তিত হল। পেড বেদনা করে নি?

কেমতে কমু?

তালমিছরির পানি আর মধু বেশি খাওয়াচ নাই তো?

না। ঘরে তালমিছরি আর মধু তো নাইঐ। নাদেরের বাপে আনে নাই। দিমু কই থিকা?

তাইলে খাওয়াইছচ কী? খালি বুকের দুদ?

হ।

বুকের দুদে পেড কামড়ানের কথা না। মাইয়া তাইলে কানবো ক্যা?

বুজতাছি না। বহো চাচী, বহো।

ঘরের মেঝেতে হোগলা পাতা। হোগলার উপর পাতলা কাঁথা পিঠের তলায় দেওয়া মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে বানেছা। আজিজ গাঁওয়ালে গেছে সকালবেলা, এখনও ফিরে নাই। পোলাপানরা নামার দিককার খোলা জায়গায় গোল্লাছুট খেলতে গেছে। ছদিন আগে, মেয়ে হওয়ার আগে যে ছেলে ছিল বানেছার কোলে সে এখন নিজের অজান্তেই দূরে সরে গেছে। এখন থাকে পরি জরির কোলে। বড়বোনের কোলে চড়ে সেও গেছে গোল্লাছুটের মাঠে। সে তো আর খেলার উপযুক্ত হয়নি, নিশ্চয় কোনও বোন তাকে কোলে নিয়ে মাঠপারে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা খেলছে ওরা দুইজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

বানেছার কথা শুনে তার পাশে বসল আলার মা। ক্লান্তির শ্বাস ফেলল।

বানেছা বলল, বাইত থিকা আইলা নি?

না।

তয়?

গেছিলাম কুতুব আলীগো বাড়ি। কুতুব আলীর ছোড ভাইর বউর আহুজ পড়বো। আটমাস চলতাছে। পয়লা পথম তো, বউডা ডরায়। আইজ দোফরের সমায় চিইক্কাইর শুরু করছে, কয় বেদনা উটছে। আমারে খবর দিছে। আমি তো জানিঐ এই বেদনা আসল বেদনা না। এইডা অর মনের বেদনা। গিয়া বুজ দিয়া আইলাম। যাওনের সমায় মনে করলাম তর মাইয়াডারে দেইক্কা যাই। ঐ বানেছা, মাইয়ার নাই (নাভি) হুগাইছে?

না, অহনতরি কাচা। নাইর চাইরমিহি রাঙ্গা হইয়া রইছে।

কচ কী?

হ।

দেহা আমারে।

বুকের কাছ থেকে এনে সামনের দিকে দুইহাতে শিশুটিকে মেলে ধরল বানেছা। সে তখনও তার মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কান্না খেয়াল করল না আলার মা। বয়সী চোখ যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ম করে শিশুটির নাভির দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। নাভির

AMARBOI.COM

চারপাশটা বেশ লাল হয়েছে। সুতার গিটঠু দেওয়া জায়গাটায় একটু যেন পাক ধরেছে, ভিতরে যেন একটু একটু পুঁজ। এই ব্যথায়ই কাঁদছে মেয়ে? কিন্তু এমন কেন হল? এমন হওয়ার তো কারণ নাই।

আলার মার বুকের খুব ভিতরে অশুভ একটা কাঁপন লাগল। লক্ষণটা ভাল না। নাভিতে পচন ধরেছে। আজ রাতেই খিচুনি হবে। কাল সকাল নাগাদ থেকে থেকে হাত পা বাঁকা হয়ে আসবে। ধনুষ্টংকার। এখন আর ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেও কাজ হবে না। অষুদ ইনজেকসান কোনও কিছুতেই কাজ হবে না। কাল দুপুর নাগাদ চলে যাবে শিশুটি।

মুখে ম্লান ছায়া পড়ল আলার মার। চোখ উদাস হল। তবু বানেছাকে কিছু বুঝতে দিল না। চিন্তিত গলায় বলল, নাইডা এমুন হইছে ক্যা? পাতলা কাপোড়ের ত্যানা পোড়া ছাই লাগাচ নাই নাইতে?

লাগাইছি তো?

তয় এমুন অইবো ক্যা?

এবার বানেছাও চিন্তিত হল। তয় কি নাইর বেদনায় কানতাছে মাইয়াডা?

হ।

বানেছা দিশাহারা হল। এই বেদনা তাইলে কমামু কেমতে?

হেইডা বোজতে পারতাছি না। এক কাম কর, আজিজ বাইত্তে আইলে, যহনঐ আইবো তহনঐ মাইয়াডারে লইয়া কাজিরপাগলা যাবি। করিম ডাক্তাররে দেহায় আন। অষইদ দিলে, সুই দিলে বেদনা কইমমা যাইবো।

শুনে ঠোঁট উল্টালো বানেছা। হ, তুমিও যেমুন! এই মাইয়া লইয়া হেয় যাইবো ডাক্তারের কাছে! পোলা মাইয়ার কোনও দাম আছেনি হের কাছে?

এবার আলার মা একটু রাগল। দাম না থাকলে পোলাপান হওয়ায় ক্যা?

হেইডা তো আমিও কই?

তুই বা অরে কচ না ক্যা, তুইই বা হওয়াচ ক্যা?

আমি কী করুম?

যা করনের তাই করবি। পোলাপান যাতে না অয় হেই বেবস্থা করবি।

শিশুটি তখন আরেকটু নিস্তেজ হয়েছে। গলার স্বর আরও বসে গেছে। এমন করুণ শোনাচ্ছে কান্না! জাতসাপে থাবা দিয়ে ধরার পর, সাপের বিষাক্ত মুখে আটকা পড়ে যেমন করে গোঙায় কুনোব্যাঙ, শিশুটির কান্না অনেকটাই তেমন।

আলার মা মনে মনে বলল, আল্লাহ রহম করো, রহম করো।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল। যাই লো মা।

বানেছা হতাশ গলায় বলল, ডাক্তরের কাছে যাওন ছাড়া আর কোনও উপায় নাই?

কইতে পারি না।

আলার মা আর দাঁড়াল না। শিশুটির দিকে একপলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরুল। পশ্চিম দিককার ভাঙন দিয়ে চকে নামল। নেমেই মনে হল তার কোনও গাফিলতির জন্য এমন হয়নি তো? আজিজ গাঁওয়ালের কথা শুনে মনটা অন্যরকম হয়েছিল বলে নাভিটা সে কি যত্ন করে কাটেনি? সুতার গিটঠু কি যত্ন করে দেয়নি? পোড়া কাপড়ের ছাই কি জায়গা মত লাগায়নি? নিজের অজান্তে কি সে তাহলে আজিজের কথা মতোই কাজ করেছে? শিশুটি যাতে বেঁচে থাকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করেছে?

AMARBOI.COM

হায় হায় এতকাল ধরণীর কাজ করে এই শেষ বয়সে এসে এ কোন পাপ সে করল? ছয়দিনের হোক আর যাই হোক মানুষতো! আলার মা তাহলে মানুষ খুন করল!

এসব ভেবে বুক কেমন করতে লাগল আলার মার। চিন্তা চেতনা এলোমেলো হয়ে গেল।

মাঠ থেকে রোদ তখন গুটিয়ে নিচ্ছিল সূর্য। দিগন্তরেখা অতিক্রম করে আগাচ্ছিল সন্ধ্যাবেলার ছায়া। রোদে পোড়া দিনের তাপ মুছে দিতে হু হু করে বইছিল মায়াময় হাওয়া। মাঠ প্রান্তর থেকে বিষয়কর্ম সেরে মানুষ ফিরছিল যে যার সংসারে, পাখিরা উড়ে উড়ে যাচ্ছিল আপনগাছে। আলার মার আঙিনার তালগাছের বাসায় আর ডালে ডগায় বসে কিচিরমিচির করছিল বাবুই পাখিরা।

চক ছাড়িয়ে, ভাঙন ঠেলে নিজের আঙিনার দিকে উঠতে উঠতে আলার মা টের পেল পা চলছে না তার। কোমরের তলা থেকে পায়ের বহু বহুবছরের পুরানা হাড়গুলি অসাড় হয়ে গেছে। হাড়ের ভিতর থেকে যেন টেনে নিয়েছে মজ্জা। চামড়ার তলায় লুকিয়ে থাকা পুরানা মোটা চিকন রগ বন্ধ করে দিয়েছে রক্তের চলাচল। মাংস পেশিগুলি করে দিয়েছে অকেজো।

তবু কোনও রকমে যেন তালগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল সে। আতুর লুলা শিশুর মত লেছড়ে পেছড়ে বসে পড়ল গাছতলায়। কোমরের তলা থেকে অসাড় ভাবটি তখন ঠেলে উঠছে উপর দিকে। পেট, পেটের পরে বুক গলা মুখ আস্তে ধীরে অসাড় হয়ে আসে। শরীরের ভিতর লুকিয়ে থাকা হাজার লক্ষবাতির সবগুল যেন এক এক করে নিভে আসছে, নিভে আসছে। তালগাছে হেলান দিয়ে তবু মাথার ওপরকার ডালে ডগায়, নারীগর্ভের মত বাসার মুখে ভিতরে বসা বাবুই পাখিদের কিচির মিচির শব্দটা সে শুনতে পায়। চোখের অনেক ভিতর থেকে ধীরে, কমে আসা আলোয় দেখতে পায় পুকুরের দক্ষিণ দিককার উঁচু পার ধরে হেঁটে আসছে ছোটখাট পবিত্র চেহারার একজন মানুষ। মাথায় টুপি, মুখে সুন্দর চাপদাড়ি আর আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। ধীরে, অতিধীরে পুকুরপার ঘুরে তালগাছটির দিকে এগিয়ে আসে সেই মানুষ।

বাবুই পাখিরা তখনও ডাকছিল।

AMARBOI.COM

ও কুটি, কার লগে কথা কচ? কেডা মরছে, আ?

উত্তর দিককার বারান্দার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে কুটি। তার মুখোমুখি উঠানে দাঁড়ানো বাদলা। বাদলার পরনে লাল সবুজের ডোরাকাটা লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি। দুইটা পুরানা, ধুলা ময়লায় মলিন কিন্তু ছেঁড়া না।

আজই প্রথম বাদলাকে লুঙ্গি গেঞ্জি পরা দেখল কুটি। রাবির ওইটুকু ছেলে লুঙ্গি

পরার ফলে আচানক বড় হয়ে গেছে। দুইটা মৃত্যু সংবাদ কুট্টিকে দিল একেবারে বড়দের কায়দায়।

আলফু বসে আছে রান্নাঘরের ছেমায়। গায়ে খাকি রংয়ের পুরানা চাদর। পাঁচদিন জ্বরে ভুগে উঠেছে। এমনিতে পাঁচ সাতদিনে একবার মুখ কামানোর স্বভাব। জ্বর আসার তিন চারদিন আগে কামিয়েছিল। ফলে মুখে এখন আট নয়দিনের দাড়ি মোচ। তীব্র জ্বরে মুখ এমনিতেই শুকিয়েছে, তার উপর এমন দাড়ি মোচ, মুখখান আলফুর খুবই ম্লান দেখাচ্ছিল।

বাদলার কথা শুনতে শুনতে আড়চোখে প্রায়ই আলফুকে দেখছিল কুট্টি আর মনটা ভরে যাচ্ছিল আশ্চর্য মায়ায়। দিনে দিনে কেন যে এত মায়া বাড়ছে মানুষটার জন্য! দুইটা মৃত্যু সংবাদেও সেই মায়া চাপা পড়তে চাইছে না।

বাদলা কথা বলছিল জোরে জোরে। এজন্যই খাটালে শোয়া বড়বুজানের কানে গেছে। এজন্যই কুট্টিকে তিনি ডেকেছেন।

বড়বুজানের কাছে গেল না কুট্টি। পিছনদিকে মুখ ঘুরিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, খাড়ন, বেক কথা হুইন্নালই। তারবাদে আপনেরে আইয়া কইতাছি।

সকালবেলার রোদ ভালভাবে ছড়িয়েছে। গাছপালা ঘরের চাল টপকে উঠান পালানে নেমেছে। বাদলার হাঁটু তরি রোদ, তার উপর থেকে বড়ঘরের ছায়া।

কুট্টি বলল, নিজের উডানের তালগাছতলায় আলার মা চাচী বইলো ক্যা? ঘরে গিয়া মরলো না ক্যা?

বাদলা বলল, হেয় তো বাইত্তে আছিলো না।

গেছিলো কই?

কুতুব আলীগো বাড়ি। বাইত্তে আওনের সমায় গাওয়াল বাড়ি অইয়া গেছে। গাওয়ালের যেই মাইয়াডা অইছিল, হেইডারে দেইক্কা তারবাদে বাড়িমিহি মেলা দিছে।

বাদলার কথা শেষ হওয়ার আগেই আলফু বলল, মনে অয় বাইত্তে ওডনের সমায়ই আজরাইল আইয়া সামনে খাড়ইছে। ঘর তরি চাচীরে আর যাইতে দেয় নাই।

বাদলা বড়দের কায়দায় বলল, হ, এর লেইগাঐ হেয় তালগাছতলায় বইয়া পড়ছিল।

কুট্টি বলল, বাড়ির মাইনষে কেঐ হেরে দেকলো না? হাইজ্জাকালে উডানের তালগাছতলায় কিয়ের লেইগা বইয়া পড়লো হেয়, এইডা কেঐ খ্যাল করবো না? তোতা দাদার বউ পোলাপানরা আছিলো কই?

বাইত্তেঐ আছিলো। যেই পোলাডা দাদীর কাছে থাকতো ওঐত্তো পয়লা দেকছে তালগাছতলায় বইয়া রইছে দাদী। রাইত অইয়া যাইতাছে আর দাদী বইয়া রইছে তালগাছতলায়, ঘরে আহে না, এইডা দেইক্কাঐ ছেমড়া দৌড়াইয়া গেছে দাদীর কাছে। কী অইছে দাদী? এহেনে বইয়া রইছো ক্যা? ঘরে লও। দাদী কথা কয় না দেইক্কা হাত ধইরা টান দিছে। লগে লগে কাইত অইয়া মাডিতে পড়ছে আলার মায়।

কুট্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আহা রে, কেমন মউত মরলো।

আলফু বলল, দাফোন অইয়া গেছে?

না অহনতরি অয় নাই। রাইত্রেঐ গোসল দেওয়াইছে। মাওয়ার বাজার থিকা

AMARBOI.COM

কাফোনের কাপোড় চোপড় আইন্না ফিন্দাইছে। বড়ঘরেঐ রাকছে লাশ। আমি গিয়া দেইক্কাইছি। জহুর নমজের আয়জানের লগে লগে লইয়া যাইবো খাইগো বাড়ির মজ্জিদের সামনে। নমজ শেষ কইরা মাওলানা সাবে জানাজা পড়বো। তারবাদে গোরস্থানে লইয়া যাইবো।

কুন্তি বলল, তুই যাবি না?

বাদলা গভীর আগ্রহের গলায় বলল, কন কী? যামুনা মাইনি? অবশ্যাই যামু। পুরানবাড়ি থিকা ফিরনের সমায় আপনেগো বাড়ির উপরে দিয়া যাইতাছিলাম, মনে করলাম খবরডা আপনেগো দিয়া যাই। অহন বাইত্তে গিয়া নাইয়া ধুইয়া তারবাদে আবার যামু পুরানবাইত্তে। লাশের লগে যামু মজ্জিদে। নমজ পইড়া, জানাজা পইড়া গোরস্থানে মাডিও দিতে যামু।

মাডি দিয়া আহনের পরও তো তর আবার নাওন লাগবো।

ক্যা?

মানুষ গোর দিয়া আহনের পর নাইতে হয়।

এইডা নিয়ম?

হ।

তয় নামু। দিনে দুইবার নাইলে অসুবিদা কী? আর অহন তো শীতের দিনও না। চইত মাস আইয়া পড়ছে। গরমের দিনে দুই চাইরবার নাইলে অসুবিদা নাই।

বাদলার শেষ দিককার কথাগুলি যেন কানে গেল না আলফুর। আপনমনে সে বলল, শইলডা ভাল থাকলে আমিও যাইতে পারতাম চাচীরে মাডি দিতে।

তারপর কুন্তির দিকে তাকাল। না কি পুকঐরে গিয়া দুইহান ডুব দিয়াইয়া যামু চাচীরে মাডি দিতে?

জ্বর আসার রাত থেকে, সেই যে কুন্তি এসে কপালে হাত দিয়েছিল, তারপর গামছা ভিজিয়ে বড়বুজান যাতে টের না পান এমন নিঃশব্দে রাতভর পানিপট্টি দিয়েছিল আলফুর কপালে, পাঁচটা দিন ধরে জ্বর উঠলেই পানিপট্টি, মাথায় বদনার পর বদনা পানি, শিশুর মত মুখ মুছিয়ে, জোর করে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া এমন একটা অবস্থা কুন্তি তৈরি করেছে, যেন আলফু আর আলফু না, আলফু যেন ছোট্ট শিশু, কুন্তি যা বলছে তাই করছে, যেভাবে চালাচ্ছে সেইভাবেই চলছে।

এজন্যই কুন্তির দিকে তাকিয়ে কথাটা এখন আলফু বলল। যদি কুন্তি বলে তাহলে কাজটা করবে, কুন্তি না বললে করবে না।

কুন্তি না করল।

আলফুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কাম নাই। এই শইল লইয়া দুইবার নাইলে আবার জ্বর আইবো। কাইল রাইত্রে জ্বর ছাড়ছে। রইদের মইদ্যে এতাহানি হাইট্টা গেলে শইল বহুত খারাপ লাগবো।

আলফু কথা বলল না। বলল বাদলা। হ। আপনের যাওনের কাম নাই কাকা। আপনে বাইত্তেঐ থাকেন। আমরা বেবাকতে গেলে জানাজার মাইনষের টান পড়বো না।

বাদলার কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল কুন্তি। তুই দেহি বড় অইয়া গেছচ রে বাদলা? কথাবার্তা হুইন্না তরে তর বাপ মতলার থিকাও বড় লাগতাছে।

AMARBOI.COM

শুনে বাদলাও হাসল। আমি তো বড় অইয়া গেছিঐ। দশ পোনরো দিনের মইদ্যে আমারে মোসলমানী করাইয়া দিবো।

চইত মাসে কেঐর মোসলমানী করায়নি? মোসলমানী করান লাগে শীতের দিন শেষ অইয়া আহনের লগে লগে। ফালগুন মাসে। ওই দিনে করাইলে ঘাওডা তাড়াতাড়ি হুগায়। গরমের দিনে করাইলে ঘাও হুগাইতে দেরি অয়।

অউক গা। মায় কইছিল আর বচ্ছর শীতের দিনে করাইবো। আমি কইছি, না, গরমের দিন অউক আর যাই অউক, এই বচ্ছরঐ করায় দেও। আমি ডাঙ্গর অইয়া গেছি।

এসময় আবার ডাকল বড়বুজান। কী লো কুট্টি, আইলি না? কইলি না আমারে কেডা মরছে?

কুট্টি আগের ভঙ্গিতে আবার মুখ ফিরাল পিছনদিকে। অহনও বেক কথা হুনি নাই। হুইন্নাইতাছি।

তারপর বাদলার দিকে তাকাল। অহন পরির বইনডার কথা ক তো! মাইয়াডা মরলো কেমতে?

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পা ধরে এসেছে বাদলার। কাঠের সিঁড়িতে বসল সে। বসে মুখটা ঘুরিয়ে রাখল কুট্টির দিকে। আউজকা সাতদিন অইতো খুকির। আউজকাঐ বিয়াইন্না রাইতে মরলো।

অইছিলো কী?

নাইডা পইচ্চা গেছিলো।

কচ কী?

হ। কাইল হারাদিন কানছে। রাইত্রে খালি খিচ উটছে। বিয়াইন্না রাইত্রে মইরা গেছে।

তুই গেছিলি ঐ বাইত্তে?

গেছিলাম।

দাফোন দোফোন করছে?

বাদলা ঠোঁট উল্টে বলল, ধুরো। আজিজ গাওয়ালরে আপনে চিনেন না? সাতদিনের মরা মাইয়ার লেইগা হেয় খরচা করবো নি? দুনিয়ার কিরপিন মানুষ।

কথাটা শুনে কুট্টি আলফু দুজনেই চমকাল। কুট্টি কথা বলবার আগেই আলফু বলল, তয় করবো কী? মাডি দিবো না? মাডি দিতে অইলে কাফোন লাগবো, জানাজা লাগবো।

বাদলা হাসল। এই খরচার কথাঐত্তো আমি কইলাম।

কুট্টি অধৈর্যের গলায় বলল, তয় মাইয়ার লাচটা করবো কী?

নিজের ডানহাত লম্বা করে, বাঁহাতে কনুই ধরে শিশুটির দেহের মাপ বুঝতে চাইলো বাদলা। আমার হাতের একহাত লাম্বা অইবো মাইয়াডা। আমি আহনের সমায় দেকলাম গাওয়ালের বউ উঁ উঁ কইরা ইট্টু কানলো আর গাওয়ালে কেতা কাপোড়ের মইদ্যে প্যাচাইয়া মাইয়ার লাচ কুলে লইয়া বিড়ি টানতে টানতে চকের মিহি নাইম্মা গেলো।

কচ কী?

AMARBOI.COM

হ। লিশ্চই (নিশ্চয়) বিলের বাড়ির ঐমিহি গিয়া, গোরস্থান বরাবইর জঙ্গল মঙ্গলে কেতা কাপোড় সুদ্দা হালাইয়া দিবো।

কুট্টি হায়আফসোসের গলায় বলল, আহা রে হিয়াল খাডাসে খাইবো লাচটা।

আলফু বলল, যেই বাপে পোলাপানের লাচও দাফোন করতে চাইবো না হেই রকম বাপের পোলাপান জন্ম দেওনের কাম কী?

কুট্টি কথা বলল না, আলফুর দিকে তাকিয়ে রইল।

একপলক কুট্টিকে দেখে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে রইল আলফু।

আজ সকাল থেকেই কুট্টি খেয়াল করছে জ্বর থেকে ওঠার পর আগের সেই গম্ভীর মানুষটা যেন আর নাই। প্রয়োজন ছাড়া একটিও কথা না বলা মানুষটা যেন আর নাই। আজ যেভাবে টুকটাক কথা বলছে, আজকের আগে কখনও মানুষটার এরকম কথাবার্তা শোনেনি কুট্টি।

তাহলে কি কুট্টি যেমন বদলেছে আলফুও তেমন করে বদলাচ্ছে?

বাদলা বলল, কুট্টিখালা, আপনেরা কি নাস্তাপানি খাইয়া হালাইছেন নি?

কুট্টি চমকাল। হ। ক্যা রে?

আমি অহনতরি কিছু খাই নাই।

কুট্টি ব্যস্ত হল। আগে কবি না।

তারপর বারান্দার পশ্চিম দিককার কোণে গিয়ে জের থেকে পরিমাণ মতো মুড়ি নিঃশব্দে আঁচলে নিয়ে বাদলার সামনে এল। গলা নিচু করে বলল, লুঙ্গি পাত।

বাদলা লুঙ্গি পাতালো, আঁচলের মুড়িটা ঢেলে দিয়ে কুট্টি বলল, মিডাই দিতে পারলাম না।

একমুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে বাদলা বলল, ক্যা, মিডাই নাই?

আছে। তয় আছে বড়বুজানের পালংয়ের তলে। ওহেন থিকা অহন বাইর করন যাইবো না। তুই তো জানচঐ বুজানরা বহুত কিরপিন। তরে মুড়ি দিছি, আবার মিডাও দিছি, উদিস পাইলে খাইয়া হালাইবো আমারে।

বুজছি। তয় খালি উক্কুম খাইতেও সাদ লাগে।

কুট্টি সরল, হাসিমাখা স্নেহের গলায় বলল, যা অহন খাইতে খাইতে বাইত যা।

বাদলা উঠল। হ যাইতাছি। বাইত্তে গিয়া ম্যালা কাম। নাইয়া ধুইয়া পানজামি ফিন্দা পুরানবাড়ি যামু।

পানজামি আছেনি?

আছে একহান। আর বচ্ছর রোজার ঈদে দেলরা বুজি কিন্না দিছিলো।

লুঙ্গির কোচড় উঁচু করে ধরে, কোচড় থেকে মুড়ি নিয়ে মুখে দিতে দিতে আমরুজতলার ওদিক দিয়ে মিয়াবাড়ি থেকে নেমে গেল বাদলা।

কুট্টি তখন খাটালে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে। এখন গিয়ে বড়বুজানকে সব বলতে হবে। তার আগেই আলফু বলল, তোমার লগে কথার কাম আছে।

কুট্টি ঘুরে দাঁড়াল। কন।

অহন না, পরে কমুনে। তুমি আগে বড়বুজানের লগে কথা কইয়াহো।

পলকের জন্য আলফুর মুখের দিকে তাকাল কুট্টি তারপর খাটালের দিকে পা বাড়াল। আইচ্ছা।

AMARBOI.COM

বুকের ভেতর কুট্টির আশ্চর্য এক উত্তেজনা খেলা করছে তখন। আলফু কি এমন কোনও কথা বলবে যে কথা শুনে গভীর আনন্দে ভরে যাবে তার বুক! যে কথা শুনে মন আর শরীরে বয়ে যাবে অচেনা শিহরণ। যে কথা শুনে জেগে আর ঘুমিয়ে অপূর্ব সব স্বপ্ন দেখবে কুট্টি!

পরিকে দেখে দবির হামিদা দুইজনেই অবাক।

শেষ কবে এই বাড়িতে এসেছিল মেয়েটি দুইজনের কারোরই সে কথা মনে পড়ল না। যখনই এসে থাক, নিশ্চয় ছনুবুড়ি মরার আগে। তখন আজকের তুলনায় অনেকখানি ছোট সে।

আজ বড়সড় লাগছে পরিকে।

লম্বা ঝুলের ছিট কাপড়ের জামা পরা। হাঁটু বরাবর নেমেছে জামা। অনেকখানি পথ হেঁটে আসার ফলে মুখে গলায় ঘাম চিকচিক করছে। চোতমাস এল কী এল না, নাকি দুইচারদিন এখনও বাকি আছে, হলে হকে কী, বেজায় গরম সকালবেলা থেকেই পড়তে শুরু করেছে দেশগ্রামে। রোদ ওঠে বাঘের মত। খোলামেলা জায়গায় বেরুলেই থাবলা মেরে ধরে।

পরিকেও ধরেছিল। ফলে মুখ রোদে পুড়ে ম্লান হয়েছে। এমনিতেই চোখে মুখে ছিল বিষণ্নতা, গভীর মন খারাপের ছায়া, তার উপর রোদ ঘাম, আচমকা বড় হয়ে ওঠা পরিকে কাহিল দেখাচ্ছিল। দবির হামিদা দুইজনেই তা খেয়াল করল।

দবির বসেছিল ঘরের ছেমায়। হাতে হুকা। গুড় গুড় করে তামাক টানছিল। হামিদা ছিল রান্নাচালার ওদিকে। উঠানের কোণ থেকে খড়নাড়া নিয়ে রাখছিল চুলারপারে। খানিকবাদেই রান্না চড়াবে। নূরজাহান বসে আছে ঘরের ভেতর, চৌকির উপর। বসে নিজের শাড়ির ছিঁড়ে যাওয়া পাড় সুইসুতায় মেরামত করছে। কোনও দিকেই খেয়াল নাই তার। মান্নান মাওলানার মুখে ছ্যাপ ছিটিয়ে দেওয়ার পর, মজনুদের ঘর থেকে, মরনির ডানার আড়াল থেকে সেই যে সেইরাতে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল দবির হামিদা তারপর একমুহূর্তের জন্যেও মেয়েকে আর চোখের আড়াল করেনি কখনও। এক মুহূর্তের জন্য বাড়ির সীমানার বাইরে যেতে দেয়নি। পাখির মত স্বাধীন মেয়েটি আচমকাই বন্দি হয়ে গেছে খাঁচায়।

প্রথম কদিন বাড়িতে বসে থাকতে খুবই কষ্ট হয়েছে নূরজাহানের। যখন তখন ইচ্ছা করেছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। হাজামবাড়ি মিয়াবাড়ি মেন্দাবাড়ি হালাদার বাড়ি আর নয়তো খোলামাঠ সড়কপার, কোথাও না কোথাও ছুটে যেতে ইচ্ছা করেছে। মা

WWW.AMARBOI.COM

বাবা যেতে দেয়নি। অসহায় নূরজাহান তখন বন্দিপাখির মত ছটফট করেছে, কান্নাকাটি করেছে। আদরে শাসনে, রাগে সোহাগে মা বাবা দুইজনেই তাকে বুঝিয়েছে, যে কাণ্ড সে করেছে, আল্লাহপাকের রহমত ছিল বলে সেই কাণ্ডের পরও তার কিছু হয়নি, সে এখনও ভাল আছে, বেঁচে আছে। মান্নান মাওলানা যদি তাকে মাফ না করতেন তাহলে কেউ বাঁচাতে পারতো না নূরজাহানকে। কাক চিলে শকুনে শেয়ালে যেমন করে ছিঁড়ে খায় সড়কখোলায় ফেলে রাখা গরু বরকির মৃতদেহ, জীবন্ত নূরজাহানকেও তেমন করে ছিঁড়ে খেতো মান্নান মাওলানার লোকজন। দূরের লোকজনের দরকারই হতো না, মাওলানা সাহেবের ছেলে আতাহার আর তার ইয়ার দোস্তরাই যথেষ্ট ছিল।

এসব কথাই মেয়েকে বুঝিয়েছে দবির। তুই পোলাপান মানুষ দেইক্কা, নাদান মাইয়া দেইক্কা কিছু না বুইজ্জা আকামডা কইরা হালাইছিলি, এর লেইগা হুজুরে তরে মাপ করছে। আতাহাররে কইছে তর য্যান কোনও ক্ষতি না করে। তয় মনের মইদ্যে কইলাম রাগহান তাগো রইয়া গেছে। তুই যুদি আবার আগের লাহান চকে মাডে যাচ, সড়ক নাইলে এইবাড়ি ওইবাড়ি, আর হেই ফাকে যুদি আতাহরগো চোক্ষে পইড়া যাচ, মাইনষের রাগের কথা কওন যায় না, একবার তুই বাচ্ছচ, আর কইলাম বাচবি না।

হামিদা ভয় দেখিয়েছে অন্যভাবে। তুই ডাঙ্গর মাইয়া, আতাহাররা যুদি তরে ধইরা লইয়া একরাইত কোনওহানে আটকাইয়া রাখে আর দলবাইন্দা আকাম কুকাম করে, তয় তুই বাচবি না। তয় তুই মইরা যাবি। আর যুদি বাইচ্চা থাকচও তর পেটপোট অইয়া যাইবো। বচ্ছর ঘোরনের আগে পোলাপান অইবো। আবিয়াত মাইয়াগো পোলাপান অইলে কী অয় জানচ! মাইনষে গু উডাইয়া দিবো মোকে। শরমে মোক দেহান যাইবো না কেঐরে। তরে লইয়া দেশগেরাম ছাইড়া যাওন লাগবো। তুইঐ অহন ঠিক কর, কোনডা করবি। আমার কথা হুনবি না নিজের লাহান চলবি?

নূরজাহান কথা বলেনি।

কাজ করে ফেলার পর ভয়ে আতঙ্কে মরে যেতে বসেছিল সে। মরনি তাকে বাঁচিয়েছে। মায়ের কথা শুনে সেই ভয় আতঙ্ক যেন নতুন করে ফিরে এসেছিল নূরজাহানের বুকে। মুখে বলেনি কিছুই কিন্তু ভিতরে ভিতরে মেনে নিয়েছে মা বাবার কথা, বন্দিজীবন।

সেদিনের পর থেকে নূরজাহানের বিয়াশাদির প্যাচালও কখনও কখনও পাড়ে দবির হামিদা। সেইসব কথা টুকটাক কানে আসে নূরজাহানের। লজ্জায় লাল হয়।

কার লগে বিয়া হবে নূরজাহানের? কে হবে নূরজাহানের জামাই? কোন গ্রামে বাড়ি? দেখতে কেমন?

এসব ভাবতে ভাবতে কেন যে একজন মানুষের মুখ ভেসে ওঠে নূরজাহানের চোখে। ঢাকায় থাকে মানুষটি। খলিফাগিরি করে। মান্নান মাওলানার চোখ থেকে, আতাহারদের থাবা থেকে সেদিন যে মানুষটি বাঁচিয়েছিল নূরজাহানকে, বোনের ছেলে হয়েও মানুষটি আসলে তারই ছেলে। মজনু। মজনু খলিফা।

সেইসব মুহূর্তে মজনুর কথা ভেবে মন যখন নূরজাহানের ভরে গেছে আশ্চর্য এক ভাললাগায় তখনই হয়তো দবির বলছে, তয় বিয়া যে মাইয়ার দিতে চাও, মাইয়া তো সংসার কইরা খাইতে পারবো না। সংসারের কাম কাইজ হিগাও মাইয়ারে। রান্দন বাড়ন হিগাও।

AMARBOI.COM

তারপর থেকে চঞ্চল মেয়েটিকে সংসারের কাজে ঢুকিয়েছে হামিদা। রান্নাবাড়া করায়, এটা ওটা করায়। আজ যেমন দিয়েছে নিজের শাড়ির পাড় সিলাই করতে। নূরজাহানও কেমন ধীরস্থির ভঙ্গিতে কাজগুলি করে। নিজের অজান্তেই যেন জীবনটা সে মেনে নিয়েছে।

এখন কি পরিকে দেখে পলকের জন্যে হলেও নিজেদের মেয়েটির কথা মনে পড়ল দবির হামিদার? পরি যেভাবে একা একা চলে এসেছে এই বাড়িতে একদিন নূরজাহানও এইভাবেই চলে যেত তাদের বাড়িতে। একটি মাত্র ঘটনা সেই জীবন বদলে দিয়েছে মেয়ের। নিজের রাগ জিদ মুহূর্তের ভুলে যে জীবনটা সে হারিয়ে ফেলল সেই স্বাধীন সুখের জীবন এই জীবনে আর কখনও ফিরে পাবে না।

হুকা নামিয়ে পরিকে দবির বলল, বাইত থিকা আইলা মা?

পরি কথা বলবার আগেই হামিদা বলল, তয় কইথিকা আইবো?

না অন্যকোনও বাইত্তেও যাইতে পারে! ওহেন থিকাও আইতে পারে।

পরি ম্লান গলায় বলল, না বাইত থিকাঐ আইছি।

হামিদা এগিয়ে এসে পরির মাথায় হাত দিল। তরে আমি ম্যালাদিন বাদে দেকলাম মা। তুই তো ডাঙ্গর অইয়া গেছচ।

দবির বলল, আমার কাছে অত ডাঙ্গর লাগে না। আমি তো দুই চাইর দিন পর পরঐ দেহি। তুমি দেহো না দেইক্কা তোমার চোক্কে বেশি ডাঙ্গর লাগে।

মা বাবার কথা শুনে, পরির কথা শুনে শাড়ির পাড় সিলাই করতে করতেই মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল নূরজাহান। পরিকে দেখে খুশি হল না বেজার, বোঝা গেল না। আবার নিজের কাজে মন দিল।

তখনই যেন পরির মুখের বিষণ্ণতাটা দেখতে পেল দবির। বলল, কী গো মা, কী অইছে, মোকহান এমুন হুগনা ক্যা?

হামিদাও বলল কথাটা। হ। মুকহান বহুত হুগনা। কী অইছে রে পরি?

পরি উদাস গলায় বলল, আমার একহান বইন অইছিল সাতদিন আগে। আইজ বিয়াইন্না রাইতে মইরা গেছে।

দবির হামিদা দুইজনে প্রায় একসঙ্গে বলল, ইন্নালিল্লা....।

পরি বলল, আনার মা দাদীও তো মরছে কাইল সন্ধ্যায়।

একসঙ্গে দুইটা মৃত্যুর কথা শুনে দবির হামিদা দুজনেই হকচকাইয়া গেল। হুকাটা পিড়ার লগে ঢেলান দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল দবির। কী কলি, ধরণী খালায় মইরা গেছে? হায় হায় আমার নূরজাহান জন্মাইছিল তার হাতে।

দুইজন মানুষের মৃত্যুর কথা শুনে হাতের কাজ ফেলে নূরজাহান বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পলকের জন্য সেই আগের নূরজাহান হয়ে গেল সে। ইচ্ছা হল কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়েই চক পাথালে দৌড় দেয়। সোজা চলে যায় পুরানবাড়ি। ধরণী দাদীর মুখখান শেষবারের মত একবার দেখে আসে। তারপর যায় আজিজ গাঁওয়ালের বাড়ি। সাতদিন বয়সে মরে যাওয়া মেয়েটি কেমন হয়েছিল দেখতে, দেখে আসে।

ঘর থেকে বেরিয়েই বাবা মায়ের মুখ দেখে সে টের পেল দুইপায়ে তার শিকল বাঁধা। বাড়ির সীমানার চারপাশ জুড়ে যেন তৈরি হয়ে আছে লোহার খাঁচার চারপাশ

AMARBOI.COM

জুড়ে যেমন থাকে জানলার শিকের মত সরু সরু শিক তেমন অজস্র শিক। এই বাড়িটিই যেন হয়ে গেছে এক অদৃশ্য লোহার খাঁচা। এই খাঁচা ভেঙে বের হবার সাধ্য নূরজাহানের নাই।

পলকেই আগের নূরজাহান ফিরে এল বর্তমানে। পরির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, আয় পরি, ঘরে আয়। তর কাছ থিকা হুনুম নে বেবাক কথা।

নূরজাহানের লগে ঘরে ঢুকল পরি। চৌকিতে বসল।

উঠানে তখন দবিরগাছি হামিদাকে বলছে, ধরণী খালারে শেষ দেহাডা দেইখা আইতে অয় না?

হামিদা বলল, হ।

তয় গেলে তো মাডি না দিয়া আইতে পারুম না।

আইবা। অসুবিদা কী?

দিনডা কাবার অইয়া যাইবো?

যাউক।

এইমিহি যে ইট্টু কাম আছিলো!

কী কাম? শীতের দিন গেছে গা, রসের কারবার তো অহন নাই।

রসের কাম না থাউক অন্যকাম আছে না? ক্ষেতখোলার কাম!

হামিদা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, যেডু ক্ষেত তার আবার কাম? এক দেড়কানী ক্ষেত আবার ক্ষেত অইলো নি?

আমার লেইগা ওডুঐ অনেক। ইরি বুনছি। ধানও ভাল অইছে। অহন ইট্টু ফাস ফোস (সার টার) দিলে বচ্ছরের খাওন অইয়াও বেশি। মনে করছিলাম আইজ্জ থিকা ক্ষেতে নামুম।

গলার স্বর বদলে আন্তরিক হল হামিদা। কাইল থিকা নাইমো। আইজ্জ যাও ধরণী খালারে গোর দিয়া আহো। আহনের সমায় পরিগো বাইত অইয়াও। মাইয়াডা মরছে, অগো ইট্টু বুজ দিয়াইও।

আইচ্ছা।

আগের দিন থাকলে আমিও যাইতাম তোমার লগে। নূরজাহানরে রাইক্কা যাইতাম বাইত্তে।

না হেইডা পারতা না।

ক্যা?

আমগো দুইজনের আগে নূরজাহানঐ যাইতো গা। অরে তুমি বিচড়াইয়াঐ পাইতা না।

হ ঠিকঐ কইছো। বাইত্তে থাকন লাগতো আমারঐ। তুমি যাইতা একমিহি দা তোমার মাইয়ায় যাইতো আরেক মিহি দা।

দবির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দিনগুনি বইদলা গেল! কী দিন কী অইয়া গেল? ক্যান যে এমুন কামডা করলো মাইয়ায়?

একটু থেমে বলল, আইচ্ছা আরেক কাম করলে অয় না? পরি আর নূরজাহান থাউক বাইত্তে আমরা দুইজনে যাই।

AMARBOI.COM

না।

ক্যা?

পয়লা কথা, তোমার মাইয়ার মতিগতি বুজা যায় না। কুনসুম কী করবো কেঐ বুজতে পারবো না। তারবাদে তোমার আসকারায় মাইয়াডা গাছে উইট্টা গেছিলো। গাছ থিকা একবার পড়ছে, ভাল একহান আছাড় খাইছে। আমি চাই না আবার গাছে উড়ুক, আবার পড়ুক, আবার আছাড় খাউক। বছরহানির মইদ্যে বিয়া দিয়া জামাইবাড়ি না পাডান তরি এই মাইয়ারে আমি পলকের লেইগাও চোক্কের আঐল করুম না। আমার যাওনের কাম নাই। আমি বাইত্তেঐ থাকুম। তুমি যাও।

হামিদার কথায় সেদিনের পর আজ আবার দবির টের পেল নূরজাহানের জন্য কী পরিমাণ টান তার মায়ের। নূরজাহান ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও কিছু নিয়েই তার কোনও আগ্রহ নাই।

খুশি হল দবিরগাছি। মনে মনে বলল, নূরজাহানের মা গো, তোমার কাছে আমার আর কিছু চাওনের নাই। আমার মাইয়াডারে তুমি সব সময় এমতেঐ আগলাইয়া রাইখো।

মুখে বলল, তয় আর কী! তয় আমি একলাঐ যাই।

হ যাও।

চকের দিকে নেমে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল দবির। আরেকহান কথা কই?

কও।

পরি আইছে, নূরজাহান আইজ পরির লগে কথাবার্তা কউক।

কউক। আমার অসুবিদা কী?

না কইতাছিলাম আইজ আর অরে কাম কাইজ করতে কইয়ো না। আইজ ও ইট্টু আজাইর থাউক। পরির লগে কথাবার্তা কইয়া দিনডা কাডাউক।

হামিদা হাসল। এইডা তুমি না কইলেও অইতো। আমি আগেঐ চিন্তা করছি আইজ অরে কিছু করতে কমু না। আইজ অর ছুট্টি।

তয় ঠিক আছে।

দবির খুশিমনে চকের দিকে নেমে।

AMARBOI.COM

বড়বুজানের সঙ্গে কথা শেষ করে অনেকক্ষণ আগে রান্নাঘরে এসেছে কুট্টি। যে মানুষটার জন্য বড়বুজানের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে আনমনা হচ্ছিল সে, ভিতরে ভিতরে ছটফট করে মরে যাচ্ছিল, কখন কথা শেষ হবে, কখন বড়বুজানের কবল থেকে

ছাড়া পাবে, কখন ছুটে যাবে মানুষটার কাছে, সেই মানুষটা নেই কেন? এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় চলে গেল?

আসলে কি এইটুকু সময়?

না, সময় অনেকখানিই কেটে গেছে। দুই দুইটা মওতের খবরে বড়বুজান খুবই বিচলিত হয়েছিলেন। আজিজ গাঁওয়ালের মেয়েটার ব্যাপারে কথা কমই বলেছেন, বলেছেন বেশি ধরণী চাচীকে নিয়ে। তার মৃত্যু সংবাদে বড়বুজান কাতর হলেন। কীভাবে কী হলো অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন কুট্টিকে। বাদলার কাছ থেকে যেভাবে যা শুনেছে কুট্টি ঠিক সেভাবেই বড়বুজানকে সব বলল। শুনে বড়বুজান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নিজের মওতের কথা বললেন। কবে আসবে তাঁর, কখন কীভাবে আজরাইল এসে দাঁড়াবে সিথানে, জান কবচ করবে! দিনের আলোয় নাকি রাতের অন্ধকারে! নাকি দিন রাত্রির মিশেল দেওয়া সন্ধ্যাবেলা, ভোরবেলা! কখন, কখন আসবে মওত!

হয়তো আসবে রাতের অন্ধকারে। ঘরের কোণে তখন নিভু নিভু হয়ে জ্বলবে হারিকেন। পালঙ্কের মুখামুখি পাটাতনের মেঝেতে ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে কুট্টি, দরজার ওপাশের উত্তরের বারান্দায় থাকবে আলফু, পাঁচ ছানা নিয়ে বেড়ালটা চুপচাপ ঘুমাবে পালঙ্কের তলায়, বাইরের অন্ধকার কিংবা চাঁদের আলোয় হু হু করে বইবে গভীর রাতের হাওয়া, ঘুমন্ত গাছের পাতারা তিরতির করে কাঁপবে, গলায় মৃদুশব্দ তুলে উড়ে যাবে রাতচরা পাখিরা, কেউ টের পাবে না এরকম সময়ে আজরাইল এসে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার বহুকালের পুরানা এক মানুষ মিয়াবাড়ির বাসিন্দা বড়বুজানের সিথানে। তোষকের পর তোষক ফেলা নরম বিছানায় শোয়া, শীতকাল হলে থুতনি তরি ঢাকা থাকবে মোটা লেপে, গরমকাল হলে পাতলা চাদরে, এই সবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দেহের অভ্যন্তর থেকে তাঁর রুহু কবচ করে নিয়ে যাবে আজরাইল। পরদিন অনেক বেলা হওয়ার পর হয়তো টের পাবে কুট্টি। তারপর একে একে জেনে যাবে গ্রামের সব মানুষ। খবর যাবে ঢাকায়। রাজা মিয়া আর রাজা মিয়ার মা ছুটে আসবেন। সামান্য একটু কান্নাকাটি। তারপর গোরস্থানে নিয়ে দাফন কাফন। দুইচারটা দিন তাঁকে নিয়ে টুকটাক কথা বলবে মানুষজন, তারপর ভুলে যাবে। এই তো মানুষের জীবন।

আর যদি দিনেরবেলা হয় বড়বুজানের মউত কুট্টি হয়তো তখন রান্নাঘরে, হয়তো রান্না শেষ করে নাইতে গেছে পুকুরঘাটে, বিকালের মুখে মুখে হয়তো সিঁড়িতে বসে আরামছে মাথা আচড়াচ্ছে, কাকুইয়ের ফাঁদ থেকে নিজের মাথার উকুন বের করে নিজেই মারছে, ওদিকে সামান্য দূরে যে পালঙ্কে শোয়া মানুষটা মরে যাচ্ছে, টেরও পাবে না।

ভোরবেলা হলে কুট্টি থাকবে থালবাসন ধোয়ার কাজে, সন্ধ্যাবেলা কুপিবাতি জ্বালাবার কাজে, অর্থাৎ যখনই আসুক বড়বুজানের মওত এত কাছে থেকেও কুট্টি উদিস পাবে না।

আলার মার মৃত্যুর কথা শুনে নিজেকে নিয়ে এসব কথাই কুট্টিকে বলছিলেন বড়বুজান। কথার কিছু কানে যাচ্ছিল কুট্টির কিছু যাচ্ছিল না। তার মন পড়েছিল রান্নাঘরের সামনে বসা মানুষটার কাছে।

কী কথা সে কুট্টিকে বলবে!

কুট্টিকে চুপ করে থাকতে দেখে বড়বুজান বলেছিলেন, কী অইলো, ওই ছেমড়ি, চুপ কইরা আছচ ক্যা?

কুট্টি আনমনা গলায় বলেছে, কী কমু?

ক কিছু। আমার মরণ লইয়া ক কিছু।

একথায় কেন যে হঠাৎ করে গভীর মমতায় মন ভরে গিয়েছিল কুট্টির। বড়বুজানের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, না এমতে আপনে মরবেন না। আইজ এতডি বচ্ছর আপনেরে আমি দেইক্কা রাকছি, আর আমি উদিস পামুনা আপনে মইরা যাইবেন, এইডা অইবো না। আপনে মরবেন আমার কুলে। আমার চোক্কের সামনে।

শুনে বুড়া মানুষটা কেঁদে ফেললেন, আল্লায় য্যান হেইডাঐ করে। আলার মার লাহান একলা একলা মরণ য্যান আমার না অয়। আর কেঐ না অউক, আমি য্যান তর সামনে মরি।

তারপর কুট্টি তার স্বভাব মতো বদলালো। অইছে, এত মরণ মরণ কইরেন না তো! সহাজে আপনেরে আমি মরতে দিতাছি না। আপনি মরলে আমার উপায় অইবো কী? চুপচাপ হুইয়া থাকেন, আমি রান্ধনঘরে গেলাম। আইজ আপনেরে ঘইন্না সুটকি দিয়া ভাত খাওয়ামু।

কিন্তু যে মানুষটার জন্য এত ছটফটানি কুট্টির, তার সঙ্গে কথা আছে বলে কোথায় চলে গেল সে। মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে এই শরীর নিয়ে রোদে বেরুলে জ্বর আবার আসবে।

কুট্টি নিজেই কি একটু খুঁজে দেখবে কোথায় গেল সে। চালতাতলায় নাকি ঘাটপারে। নাকি ছাড়াবাড়ির দিকে গেল? ক্ষেতখোলার দিকে যায়নি তো? পাঁচদিনের জ্বরে ঘর থেকে বেরয়নি। পাঁচদিনে ক্ষেতের অবস্থা কী, ইরিধানের চাড়া কতটা বাড়ল, শরীরের কথা ভুলে এসব দেখতে চলে যায়নি তো!

কুট্টি কি একটু খুঁজে দেখবে?

হাতের কাছে খাদায় ভিজানো হয়েছে ঘইন্না মাছের সুটকি। বহুদিন ধরে টিনের পটে ছিল সুটকি। বেজায় শক্ত। অত শক্ত সুটকি কাটতে গেলে গুড়া হয়ে যাবে। ভিজিয়ে নরম করে তবে কাটতে হবে। এভাবে সুটকি ভিজিয়ে রেখে অন্যদিকে গেলেই উঠানে তক্কে তক্কে থাকা কাকগুলি এসে ঢুকবে রান্নাঘরে। খাদায় ভিজানো সুটকি ঠোঁটে নিয়ে উড়াল দিবে। পাঁচ ছানা নিয়ে বিড়ালটাও আছে উঠানে। ফাঁক পেলে কাণ্ডটা সেও ঘটাতে পারে। বিড়ালরা সহজে পানির কাছে আসে না। খিদার জ্বালায় আসতেও পারে। খাদায় ভিজানো সুটকির যে দিকটা উপর দিকে আছে কায়দা করে সেখানটাই কামড়ে ধরবে। তারপর যে কোনও ঘরের পাটাতনের তলায় গিয়ে ছানাদের নিয়ে আরাম করে খাবে। ওদিকে বড়বুজানকে বলা হয়ে গেছে তাঁকে আজ দুপুরে ঘইন্না মাছের সুটকি দিয়ে ভাত খাওয়াবে কুট্টি, আর এদিকে সুটকি গেল কাক বিড়ালের পেটে, না এটা ঠিক হবে না।

তাছাড়া মানুষটাকে নিয়ে এত আদেখলাপানা দেখানোও ঠিক হবে না। মানুষটা তাকে বেহায়া ভাবতে পারে। লোভী ভাবতে পারে। দুনিয়ার বেশিরভাগ পুরুষই মেয়েমানুষের মন বোঝে না। মেয়েরা যা ভাবে, পুরুষরা ভাবে তার উল্টা।

AMARBOI.COM

তারপরও মানুষটার জন্য অস্থিরতা কুত্তির কমে না। জ্বর থেকে ওঠা দুর্বল শরীরে কোথায় চলে গেল? আসছে না কেন? যে কথা কুত্তিকে বলতে চায় বলছে না কেন? কুত্তি যে উদগ্রিব হয়ে আছে তার কথা শোনার জন্য কেন বুঝতে পারছে না!

এসব ভাবতে ভাবতে পিঁয়াজ কুটতে বসেছে কুত্তি। ঘইন্না সুটকি ম্যালা পিঁয়াজ দিয়ে ভুনা করতে হয়। প্রথমে তেল মশলা পিঁয়াজ, তারপর সুটকির টুকরা ছেড়ে সরার ঢাকনা দিতে হবে কড়াইতে। সুটকি সিদ্ধ হয়ে আসার পর থেকে কাঠের হাতায় ডলে ডলে থেতলাতে হবে। রান্না শেষ হওয়ার পর সুটকির চেহারা দাঁড়াবে ভর্তার মত। গন্ধে ভরে যাবে ঘরবাড়ি। পেটের ভিতর চনচন করে উঠবে ক্ষুধা।

ধারালো বটিতে পিঁয়াজ কুটতে কুটতে কুত্তি বোধহয় আনমনা হয়েছিল। এসময় উঠান থেকে হঠাৎই উড়াল দিল দুটা কাক। কুত্তি বুঝে গেল মানুষটা ফিরেছে। বুকের ভিতরটা অচেনা আবেগে ভরে গেল। একপলক মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামাল সে।

কিন্তু মুখটা আলফুর একটু যেন ফর্সা লাগছে!

কুত্তি আবার তাকাল। সত্যি মুখ ফর্সা লাগছে আলফুর। আট নয়দিনের দাড়ি মোচ সাফ হয়ে গেছে।

কুত্তি বুঝল এই কাজেই গিয়েছিল আলফু। তবু বলল, কই গেছিলেন?

রান্নাঘরের তিনদিকে বেড়া আর একটা দিকে কিছু নাই, খোলা। দুচারদিন পর পর রান্নাঘরের মেঝে পিড়া লেপে পুছে তকতইকা করে রাখে কুত্তি। রোজ সকালে উঠে রান্নাঘর উঠান এসব ঝাট দেয়। ফলে চারদিকটা বেশ পরিষ্কার।

রান্নাঘরের খোলা দিককার পিড়া বরাবর বসল আলফু। গেছিলাম চাউলতাতলায়। ওহেনে বইয়া মুক বানাইলাম। তারবাদে ঘাডে গিয়া মোক হাত ধুইয়া আইলাম। বেলেড বুলেড রাইক্কা দিছি জাগা মতন।

কুত্তি হাসল। ভাল করছেন। অহন মোকহান সোন্দর অইছে। জ্বরে যা কাহিল না করছিল মোচ দাড়িতে তার থিকা বেশি কাহিল দেহাইতাছিল।

আলফু কথা বলল না। আনমনা হয়ে রইল।

কুত্তি বলল, খিদা লাগিছেনি? খাইবেন কিছু?

না, কী খামু কও?

উরুম আইন্না দেই?

না থাউক।

জ্বর থিকা ওডনের পর মাইনষের কইলাম অনেক খিদা লাগে। খিদা লাগলে খাইতে অয়। খাইলে শইল তাড়াতাড়ি ভাল অয়।

আলফু হাসল। না খিদা আমার লাগে নাই। ঘন্টাহানি পর লাগবো। তহন তো ভাতঐ অইয়া যাইবো।

হ।

তরকারি আইজ কী রানতাছো?

সেচিশাক ঘইন্না সুটকি আর ডাইল।

ঘইন্না সুটকির কথা শুনে আলফু খুশি হল। সুটকি রানতাছো? ভাল, ভাল। জউরা (জ্বরো) মোকে সুটকি দিয়া ভাত খাইতে সাদ লাগবো।

AMARBOI.COM

কুট্টি খুশি হল। হ, এইডা আমি জানি। জ্বর থিকা ওডনের পর ইট্টু ঝালঝোল খাইতে মন চায়।

একটু থেমে মাথা নিচু করে কুট্টি বলল, আপনের কথা চিন্তা কইরাঐ সুটকিডি আমি আইজ বাইর করছি।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলফু। জ্বরের রাইত থিকা আমারে লইয়া বহুত চিন্তা কর তুমি, না?

কুট্টি লজ্জা পেল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে কথা ঘুরাল। আপনে যে কইছিলেন আমার লগে কথার কাম আছে। কী কথা?

আলফু সরল গলায় বলল, না তেমুন কিছু না।

কুট্টি নিভে গেল। আলফুর কথা আছে তার সঙ্গে শোনার পর থেকে যে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল শরীর আর মনে, যে রকম ছটফটানি অস্থিরতা, আর যে অপেক্ষাটা ছিল এতক্ষণ ধরে, আচমকাই নিভে গেল সব। কোনও রকমে বলল, তাও কন। হুনি।

আমি ইট্টু দ্যাশে যাইতে চাই।

কুট্টি চমকাল। কী?

হ। বচ্ছর অইয়াইলো দ্যাশে যাই না। দুইচাইর মাস পর পর মাওয়ার ঘাডে গিয়া দ্যাশের মানুষ বিচড়াইয়া বাইর কইরা তাগো লগে টেকা পয়সা পাডাই। চউরা দ্যাশের মাইনষে বিক্রমপুর অহন ভইরা গেছে। ঘাডে গেলেঐ আমগো চরের মানুষজন পাওয়া যায়। তয় খালি টেকা দিয়া তো অয় না। বুড়া মায় আছে, বউ পোলাপান আছে তাগো লগে তো ইট্টু দেহাও করন লাগে, না কী কও?

কুট্টি কথা বলল না। মন উথাল পাথাল করছে। মন আশা করেছিল কী, শুনছে কী!

কুট্টি কেন কথা বলছে না এটা যেন ভেবেও দেখল না আলফু। বলল, ধান কাডন লাগবো বৈশাখ মাসের শেষ দিকে। বাড়িঘর পুকঐর কোনওহানেঐ কাম কাইজ অহন তেমুন নাই। অহনঐ যুদি মাসেকখানি দ্যাশে থাইক্কাহি তয় ভাল অয়। জ্বর থিকা উটছি, বাইত্তে ইট্টু জিরাইয়াও আইলাম।

একথায় কুট্টির কেমন অভিমান হল। বাড়ি না গেলে কি জিরানো আলফুর হবে না? এই বাড়িতে এখন কোনও কাজই নাই। দিনরাত আলফু যদি শুধুই জিরায়, কে তাকে মানা করবে? রাতভর দিনভর সে যদি পড়ে পড়ে ঘুমায়, খাওয়ার সময় উঠে যদি খায়, কে তাকে মানা করবে? তাছাড়া জ্বরের সময় সে কি টের পায়নি কত মায়ায়, কত যত্নে স্নেহে মমতায় সেবায় কুট্টি তাকে সারিয়ে তুলেছে। বড়বুজান টেরও পায়নি এমন করে খাটাল আর বারান্দার মাঝখানকার দুয়ার খুলে চলে গেছে আলফুর বিছানায়, সারারাত বসে থেকেছে আলফুর সিথানে। মাথায় পানিপট্টি দিছে, হাত বুলায়া দিছে।

প্রথম রাতের পরই বড়বুজানকে কুট্টি বলে দিয়েছিল, আলফুর বহুত জ্বর।

শুনে বুজান বলল, ফালগুন চইত মাসে জ্বরজ্বারি অয়। মাথায় বেশি কইরা পানি দিতে কইচ, আর কাজিরপাগলা বাজারে কেঐরে পাডাইয়া আমগো বাড়ির কথা কইয়া করিম ডাক্তারের কাছ থিকা টেবুলেট (ট্যাবলেট) য্যান আইন্না লয়। মাথায় পানি দিলে আর টেবুলেট খাইলে দুই তিনদিনের মইদ্যে ভাল অইয়া যাইবো। তর কাছে হাটবাজার করনের লেইগা যেই টেকা রাজা মিয়ার মায় দিয়া গেছিলো ওহেন থিকা পাচহান টেকা

আলফুরে দিচ। টেকাডা বেতন থিকা কাডা যাইবো। ঐ টেকা দিয়া য্যান টেবুলেট আইন্না খায়।

তারপর কুট্টিকে সাবধান করেছেন বড়বুজান। জ্বরজ্বারি অউক আর যাই অউক, পুরুষপোলারা পুরুষপোলাঐ। আল্লাদ দেহাইতে যাইচ না। ঝামেলায় পইড়া যাবি।

শুনে কুট্টি মনে মনে হেসেছে। ঝামেলায় আর নতুন করে পড়বে কী, পড়ে তো গেছেই। এতদিন দূর থেকে শরীর মন উন্মুখ হয়েছে, কাল রাতে নিঃশব্দে দুয়ার খুলে যখন আলফুর বিছানায় গিয়ে তার জ্বরে পোড়া কপালে হাত দিয়েছে, তারপর থেকে নিজের বলে কুট্টির আর কিছু নাই। সবই আলফুর হয়ে গেছে। শরীর, মন। যদিও কোনওটার ওপরই আলফু এখনও দখল নেয়নি কিন্তু কুট্টির তো ছুট্টি হয়ে গেছে।

বড়বুজানের কথা কিছুই আলফুকে কুট্টি বলেনি। জ্বরের ঘোরে দিনের বেলা আলফু শুয়ে থেকেছে পশ্চিমের ঘরে, যখন তখন সেই ঘরে গিয়ে পুকুর থেকে বালতি ভরে পানি এনে বদনার নল দিয়ে পানি ঢেলে গেছে আলফুর মাথায়। রাবির জামাই মতলাকে দিয়ে করিম ডাক্তারের কাছ থেকে ট্যাবলেট আনিয়ে নিয়েছিল, সময় মতো ট্যাবলেট খাওয়াইছে। বুজানের দুধ থেকে দুধ বাচিয়ে আটার রুটি আর দুধ খাওয়াইছে, ভাত খাওয়াইছে জোর করে।

দিনভর পশ্চিমের ঘরে থাকলেও সন্ধ্যাবেলা আলফু চলে এসেছে বড়ঘরের বারান্দায়। রাতভর জ্বরে পুড়তো। বুজান টের পাবার ভয়ে শোয়ার সময় মাঝখানকার দরজা বন্ধ করার ভান করেও করত না কুট্টি। আবজায়া রাখতো এমন ভাবে, দেখলে যে কেঐ ভাববে দরজাটা বন্ধ। তারপর নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতো কিছুক্ষণ। যখন টের পেত বুজান ঘুমিয়ে গেছে তখন উঠে যেত আলফুর কাছে। শব্দ হবে বলে রাতে মাথায় পানি দিত না, দিত পানিপট্টি। দিত নিঃশব্দে মাথা টিপে।

দুয়েকদিন ধরা পড়ে যেতে যেতেও পড়েনি। গভীররাতে আলফুর মাথা টিপছে কুট্টি, ঘুম ভেঙে বুজান ডাকলেন, কুট্টি ও কুট্টি, ওট বইন। পেশাব করুম।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মতন পা টিপে টিপে নিজের বিছানায় চলে এসেছে কুট্টি। এসে প্রথমে শুয়ে পড়েছে তারপর যেন বড়বুজানের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠেছে, এমন করে উঠে বসেছে।

দিনেরবেলাও হয়েছে এমন। পশ্চিমের ঘরে জ্বরে অচেতন আলফুর মাথায় হয়তো পানি দিচ্ছে কুট্টি, বড়বুজান ডাকলেন, কুট্টি ও কুট্টি, কই গেলি, আ?

কুট্টি মিথ্যা সাড়া দিয়েছে, আমি রান্ধনঘরে। কাম সাইরা আইতাছি।

এই বাড়ির মানুষরা হাড় কৃপন। অসুখ বিসুখের সময় ঝি গোমস্তাকে অষুদ বিষুদের পয়সা দিলেও বেতন থেকে পয়সাটা কেটে রাখে। আলফুরটাও রাখবে। কিন্তু জ্বরের সময় কথাটা শুনে মন খারাপ হবে আলফুর এজন্য কথাটা তাকে বলেনি কুট্টি। যার জন্য এত ভাবনা কুট্টির আর সে কি না জ্বর থেকে উঠেই চলে যেতে চাইছে বাড়ি। মুখে না বললেও কুট্টি তার কথায় বুঝেছে, বউর আদর যত্নের আশায়ই বাড়ি যেতে চাইছে। এদিকে যে একজন মানুষ নিজের দিনরাত হারাম করে, বড়বুজানকে ফাঁকি দিয়ে, নিজের ভিতর থেকে নিজেকে ছুটি দিয়ে মানুষটার সেবা করে গেল তার কথা একবারও ভাবল

AMARBOI.COM

না? এত করতে পেরেছে যে মানুষটি সে কি আরও পারবে না? বউর কাছে আলফু যা পাবে তা কি কুট্টির কাছে পাবে না?

এসব ভেবে কুট্টি স্তব্ধ হয়ে রইল। বুক ঠেলে উঠতে চাইল গভীর কষ্টের কান্না। কান্নাটা জোর করে রাখল সে।

পরির কথা শুনে নূরজাহান হতভম্ব হয়ে গেল। কী কইলি? গোর দেয় নাই খুকিরে? কেতা কাপোড়ের মইদ্যে প্যাচাইয়া বিলে হালাই দিয়াইছে?

পরি মন খারাপ করা গলায় বলল, হ।

হায় হায় এইডা কেমুন কাম অইলো? তর মায় কিছু কয় নাই?

মায় কইলে বাবায় হের কথা না হুইন্না পারতোনি? মা বাবায় দুইজনেঐ চাইছে যে মইরা গেছে তার লেইগা আর টেকা পয়সা খরচা করনের কাম নাই। কাফোনের কাপোড় চোপড় কিনতে টেকা লাগতো না?

হের লেইগা এমুন করবো?

পোলাপানের লেইগা আমার মা বাপের কোনও মায়া নাই।

নূরজাহান রাগল। মায়া না থাকলে বচ্ছর বচ্ছর হওয়ায় ক্যা?

হেইডা তাগো কে কইবো!

পরির কথা শুনে নূরজাহান টের পাচ্ছিল হঠাৎ করেই যেন কেমন বড় হয়ে গেছে সে। কথাবার্তা চিন্তা ভাবনা এমন কি মুখের ভাবভঙ্গিও বড়দের মত।

কোন ফাঁকে এমন হল পরি? নূরজাহান যে টের পেল না।

আগে তো দুইচারদিন পর পরই তাদের বাড়ি যেত নূরজাহান। পরির সঙ্গে দেখা হতো। আজ দেড় দুইমাস না হয় বাড়ি থেকে বেরয় না সে, পরি কেন, তাদের বাড়িতে না এলে গ্রামের কারও সঙ্গেই নূরজাহানের দেখা হয় না। পরির সঙ্গেও হয়নি।

কিন্তু দেড় দুইমাস একটি মেয়ে এভাবে বড় হয়ে যেতে পারে! বদলে যেতে পারে!

কথাটা নূরজাহান বলল, পরি, তুই কইলাম বড় অইয়া গেছচ।

নূরজাহানের দিকে তাকাল পরি। হ আমারও মনে অয় আমি বড় অইয়া গেছি।

ক্যান মনে হয় রে?

বহুত কথা চিন্তা করি আমি।

কেমুন কেমুন কথা ক তো আমারে!

নূরজাহানের চোখের দিকে তাকিয়ে পরি বলল, হুইন্না তুমি আমারে পাকনা মাইয়া ভাববা না তো!

WWW.AMARBOI.COM

নূরজাহান হাসল। না।

আমি কইলাম আইজ এই হগল কথা কওনের লেইগাঐ তোমগো বাইত্তে আইছি।

সত্যঐ?

হ। তুমি তো আমার থিকা অনেক বড়। তুমি বেবাক কিছু জানো। যা জানো বেবাক আমারে বুজাইয়া দিবা।

নূরজাহান চিন্তিত হল। কী বুজাইয়া দিমু তরে?

আমি যা যা জিগামু।

একটু থেমে বলল, যেদিন খুকি অইলো হেদিন মিয়াবাইত্তে গেছিলাম কুট্টি ফুবুর কাছে। ফুবুরেও জিগাইছিলাম দুয়েকহান কথা। ফুবু যা কইলো হেই হগল তো আমি জানিঐ। আমি ক্যা, আমার থিকা ছোড জরিও জানে। কুট্টি ফুবু যুদি বেবাক কথা আমারে হেদিন কইতো তয় মনে অয় আমি আইজ তোমগো বাইত্তে আইতাম না।

নূরজাহান বলল, ও তয় তুই খুকি মরছে দেইক্কা, খুকিরে গোর দেয় নাই দেইক্কা মন খারাপ কইরা আমগো বাইত্তে আহচ নাই? আইছচ আমার লগে ঐ হগল প্যাচাইল পারতে?

পরি নির্বিকার গলায় বলল, হ।

একটু চুপ করে রইল নূরজাহান। তারপর বলল, ঐ পরি, ছোড অউক আর যাই অউক একজন মানুষ মরল তগো বাইত্তে, তরা কেঐ কান্দচ নাই?

না আমরা ভাইবইনরা কেঐ কান্দি নাই। বাবায় তো নাঐ। বাবার মোক দেইক্কা মনে অইলো মাইয়াডা মরণে হেয় খুশি। খালি মায় ইট্টু উঁ উঁ করলো। হেইডাও আমার মনে অয় অন্তর থিকা না। মাইনষেরে দেহানের লেইগা। অন্তর থিকা যুদি মাইয়াডার লেইগা হের মায়া অইতো তাইলে তো বাবারে কইয়া গোরঐ দেওয়াইতো খুকির!

পরির কথা শুনে নূরজাহান আবার টের পেল, যতটা না বয়স তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে পরি। যেসব কথাবার্তা বলছে, যেভাবে বলছে, পরির বয়সি কোনও মেয়ের এভাবে বলার কথা না। নিশ্চয় সংসারের সবকিছু খেয়াল করতে শুরু করেছে সে, সবকিছু ভাবতে এবং বুঝতে শুরু করেছে। গভীরভাবে সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছে বলেই এভাবে বলতে পারছে।

পরিকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে পরির পাশে বসেও আনমনা হয়ে রইল নূরজাহান।

বাইরে তখন দুপুর। খা খা করছে রোদ। হাওয়া নাই। ঘরের ভিতরও টের পাওয়া যাচ্ছে রোদের তাপ। রান্নাচালার পিছন দিককার বাঁশঝাড়ে শিস দিচ্ছে কী একটা পাখি। দুই তিনটা লোভী কাক নেমেছে বাড়ির উঠানে। ভাত চড়িয়ে মাছ কুটতে বসেছে হামিদা। টাকিমাছ। কাকগুলি সেই মাছের লোভে আছে। ফাঁক পেলে যখন তখন মাছের টুকরা নিয়ে উড়াল দিবে।

ভাত চড়াবার আগে এইঘরে একবার এসেছিল হামিদা। পরিকে বলে গেছে, তুই কইলাম অহন যাবি না পরি। নূরজাহানের লগে বইয়া কথাবার্তা ক। দুফইরা ভাত খাইয়া তারবাদে যাবি।

শুনে নূরজাহান বলেছিল, পরি, বাইত্তে কইয়াছচ যে তুই আমগো বাইত্তে আইছচ?

না।

AMARBOI.COM

তয় বাড়ির মাইনষে তরে বিচড়াইবো না?

না। বেশি পোলাপানআলা বাইত্তে কেঐ কাঐরে বিচড়ায় না। আর খুকি মরণে আমি তো গেছি আজাইর অইয়া।

কেমতে?

কুলের ভাইডা আছিল মার কুলে। বইনডা অওনে মার কুল থিকা আইয়া পড়ছিল আমার কুলে। সাতদিন আমার কুলে আছিল। আইজ বইনডা মরণে ভাইডা আবার গেছে গা মার কুলে। আমার অহন কোনও কাম নাই। এর লেইগা আমারে কেঐ বিচড়াইবো না।

শুনে হামিদা আর কথা না বলে চলে গিয়েছিল রান্নাচালায়।

যে শাড়িটার পাড় সিলাই করছিল নূরজাহান, শাড়িটা দলা মোচড়া হয়ে আছে চৌকির ওপর। সুঁই সুতা রাখা আছে শাড়ির উপর। নূরজাহান একবার শাড়িটার দিকে তাকাল, তারপর চৌকির উত্তর দিকে সরে গিয়ে বেড়ার সঙ্গে ঢেলান দিয়ে বসল। হাসিমুখে বলল, আইচ্ছা তয় অহন ক কী কবি?

চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসেছিল পরি। নূরজাহানের দেখাদেখি সেও পা তুললো চৌকিতে তারপর আসনপিঁড়ি করে বসে ফ্রক টেনেটুনে পায়ের দিক যতটা সম্ভব ঢেকে দিল। দিয়ে বলল, আগে কও, হুজুরের মোকে তুমি ছ্যাপ ছিড়াইয়া দিছিলা ক্যা?

আচমকা এই প্রশ্নটা করবে পরি নূরজাহান কল্পনাও করেনি। সে একটু চমকাল। তারপর বলল, তুই বলে কবি অন্যকথা, এই হগল জিগাচ ক্যা?

যেদিন তুমি কামডা করছ হেদিন বাবায় আর মায় তোমারে লইয়া যেই হগল কথা কইছে হেইডা আমি আঐল থিকা হুনছি? বাবায় তেমুন কিছু কয় নাই, কইছি মায়।

কী কইছে?

কইছে হুজুরের লগে এমুন কাম করছো তুমি, হুজুরের পোলায় তোমারে ধইরা লইয়া যাইবো। নিয়া আকাম কুকাম কইরা তোমার পেটপোট বানাইয়া দিবো। পোলাপান অইয়া যাইবো তোমার।

নূরজাহান চুপ করে রইল।

পরি বলল, আমি পরে মাইনষের কাছে হুনছি মাকুন্দা কাকায় চুরি করে নাই, তারে চোর সাজাইয়া গেরাম থিকা বিদায় করনের লেইগা হুজুরে এই কামডা করছে।

হ, এইডাঐ আসল কথা। আর কামডা হেয় ক্যান করছে জানচ?

না। ক্যান?

তর দাদীর লেইগা।

আমার দাদী কী করছে? হেয় তো মইরাঐ গেছে।

মইরা ঐত্তো ভেজালডা লাগাইছে। হুজুরে কইছিল তর দাদী চুন্নি আছিলো, চুন্নির জানাজা অইবো না। আর খাইগো বাড়ির মাওলানা সাবে তার জানাজা পড়াইছে। হুজুরের বাড়ির গোমস্তা অইয়া মাকুন্দা কাকায় আইছিল হেই জানাজা পড়তে। কাকার উপরে এইডা অইলো হুজুরের আসল রাগ।

বুজছি।

মাকুন্দা কাকায় আমারে বেবাক কথা কইছে। জীবন ভইরা হুজুরের বাড়ির গরুডি

AMARBOI.COM

হেয় পালছে, এর লেইগা গরুডির লেইগা আছিলো ম্যালা টান। শীতের রাইত্রে গরুডিরে হেয় দেকতে গেছিলো। হেই ফাকে হুজুর আর তার পোলায় ধইরা ....।

কথা শেষ করল না নূরজাহান, চোখ মুখ অন্যরকম হয়ে গেল তার। বলল, যেই মাইর মাকুন্দা কাকারে অরা মারছিল, কাকার মোকহান দেইক্কা আমি আর কিছু সইজ্জ করতে পারি নাই। এর লেইগাঐ ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছিলাম হুজুরের মোকে। মাইয়া না অইয়া আমি যুদি পোলা অইতাম, তয় যেই লাডি দিয়া হুজুরে আর তার পোলায় কাকারে পিডাইছিল হেই লাডি দিয়া অগো দুই বাপপুতেরে আমি ঠিক ওমতে পিডাইতাম।

কথাগুলি বলেই দিশাহারা হল নূরজাহান। চট করে এগিয়ে এসে পরির একটা হাত ধরল। ভয়ার্ত গলায় বলল, যাহ্ কথা তালে বেক কথা তরে কইয়া হালাইলাম। আল্লার কিরা লাগে তর, এই হগল কথা কেঐরে তুই কইচ না পরি। ক কেঐরে কবি না।

পরি দৃঢ় গলায় বলল, না কমু না।

আল্লার কিরা?

আল্লার কিরা।

এবার মুখ থেকে ভয়ার্ত ভাব উধাও হল নূরজাহানের। তবু পরির হাতটা সে ধরে রাখল।

পরি বলল, নূরজাহান বুজি, তোমার কথা হুইন্না আইজ আমি ছ্যাপ ছিডানের কারণডা বোজলাম। অহন আমারে আসল কথাগুলির জব দেও।

ক।

আমি জানি, কুট্টি ফুবুও ওদিন কইছে, বিয়া অওনের পর মাইয়াগো পোলাপান অয়, তয় মায় যে কইছিল হুজুরের পোলায় তোমারে ধইরা লইয়া গিয়া আকাম কুকাম কইরা পেটপোট বাজাইয়া দিব, পোলাপান হওয়াই দিব, এইডা কেমতে অইবো? আকাম কুকাম জিনিসটা কী? পেট অয় কেমতে? পোলাপান অয় কেমতে?

নূরজাহান গম্ভীর গলায় বলল, অহনঐ এই হগল জাননের কাম নাই তর। আট্টু বড় হ, এমতেঐ জাইন্না যাবি। বেবাক মাইয়াঐ জানে।

না আমি অহনঐ জানুম। অহনঐ তুমি আমারে কইবা।

নূরজাহানকে ভয় দেখালো পরি। না কইলে কইলাম তুমি যে আমারে কিরা দিছ হেই কিরা আমি ভাইঙ্গা হালামু।

পরির ভঙ্গি দেখে হাসল নূরজাহান। তুই বহুত চালাক অইছচ রে পরি। আইচ্ছা কইতাছি। তয় তুই কইলাম এই হগল কথা আর কেঐরে কইচ না।

কারে কমু?

তর ভাই বইনগো।

আরে না।

আল্লার কিরা?

আল্লার কিরা।

নূরজাহান তারপর মেয়েমানুষ পুরুষমানুষের শরীর, বিয়া সন্তান জন্মের রহস্য যতটা সে জানে বোঝে ততোটাই ফিসফিসা গলায় বুঝিয়ে বলল পরিকে। খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনলো পরি, শুনে চিন্তিত গলায় বলল, তয় পুরুষপোলাগো তো আরাম

AMARBOI.COM

বেশি। তাগো কাম একটাঐ, মাইয়া মাইনষের লগে হোওন। কষ্ট তো বেবাক মাইয়া মাইনষের। আমার মারে দেইক্কাও কষ্টটা আমি বুজছি। নয় দশটা মাস এত বড় পেট লইয়া কষ্ট করে। তারবাদে আহুজ পড়নের দিন, যহন বেদনা ওডে, আহা রে কী কষ্ট। মায় বেদনায় মরে আর বাবায় বইয়া বইয়া উক্কা খায়।

নূরজাহান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হ বেডাগো সুবিদা অনেক। ধর আমি যুদি মাইয়া না অইয়া পোলা হইতাম, তয় হুজুরের মোকে ছ্যাপ দিতাম না, দিতাম পিডান। কাকারে যেমুন পিডাইছে অমুন পিডানহান দিতাম। তারবাদে বিচার সাল্লিস যা অইতো অইতো। এমুন কইরা বাইত্তে তো পলায় থাকন লাগতো না আমার। মাইয়ামানুষ দেইখা পলাইয়া রইছি। কোনওহানে যাই না। আমারে লইয়া মা বাপের যেই ডর আমারও হেই একঐ ডর। যুদি আতাহাররা আমারে ধইরা লইয়া যায়, জোর কইরা আকাম কুকাম করে! আর মাইয়া মাইনষের শইল এমুন, একবার ওইকাম হইয়া গেলে শইলডা গেল নষ্ট অইয়া। যত সোন্দরঐ হচ কেঐ তরে আর বিয়া করতে চাইবো না।

পরি চিন্তিত গলায় বলল, বুজছি। আইজ বেবাক কথা বুজছি আমি। তয় বুইজ্জা নিজে যে মাইয়ামানুষ অইয়া জন্মাইছি হেইডার লেইগা বহুত দুঃখ অইতাছে আমার। ইস, আল্লায় যে ক্যান আমারে মাইয়ামানুষ বানাইয়া পাডাইলো!

একটু থেমে বলল, আমার যেই বইনডা মরছে, মইরা বাইচ্চা গেছে। মাইয়ামানুষ অইয়া বাইচ্চা থাকনের থিকা মইরা যাওন অনেক ভাল।

AMARBOI.COM

তোমার কী অইছে?

বিকালবেলা বড়ঘরের সিঁড়ির মাঝবরাবর উদাস হয়ে বসে আছে কুট্টি। নামার দিক থেকে আমরুজতলা পেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল আলফু। কুট্টি তাকে একপলক দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিল, আগের মতোই উদাস হয়ে গেল। আলফু খনিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারপর প্রশ্নটা করল।

কুট্টি আর আলফুর দিকে তাকাল না। পায়ের দিককার সিঁড়ির ধাপগুলির দিকে তাকিয়ে মন খারাপ করা গলায় বলল, কী অইবো! কিচ্ছু হয় নাই।

আমার মনে অয় অইছে।

না।

তয় তোমার মনডা এমুন খারাপ ক্যা?

কুট্টি তবু আলফুর দিকে তাকাল না। আগের মতোই মাথা নিচু করে বলল, আপনে কেমতে বোজলেন আমার মন খারাপ?

বুজা যায়। জ্বরের সময় থিকা আমি তোমার মনডা বুজি। চরের মাডির লাহান মুলাম তোমার মন।

এবার চোখ তুলে আলফুর দিকে তাকাল কুট্টি। অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, যুদি এতডু বুইজা থাকেন তয় আপনেঐ কন মনডা আমার কীর লেইগা খারাপ।

আলফুও কুট্টির মতো করেই তাকিয়ে রইল কুট্টির দিকে। চোখে পলক না ফেলে ধীর শান্ত গলায় বলল, আমার লেইগা। আমার লেইগা তোমার মন খারাপ। দুইদিন আগে আমি যে তোমারে কইছিলাম আমি ইট্টু দ্যাশে যাইতে চাই, মাসেকহানি বাইত্তে থাইক্কাহি, এই কথা হোননের পর থিকা তোমার মন খারাপ। তারপর থিকা আমার মিহি ভাল কইরা চাও না, আমার লগে কথা কও না। ভাত খাইতে দিয়া অন্যমিহি চাইয়া থাকো, আমার শইল্লের কথা জিগাও না। কপালে হাত দিয়া দেহ না আবার জ্বর আইলোনি?

গলায় কী ছিল আলফুর কে জানে, কুট্টির মনের ভিতরটা খান খান হয়ে গেল। বুক থেকে চোখের দিকে ঠেলে উঠতে চাইল অভিমানের কান্না। অতিকষ্টে কান্নাটা কুট্টি ধরে রাখল। মাথা নিচু করে বলল, আপনের লেইগা আমার মন খারাপ অইবো ক্যা? আপনে আমার কে?

তোমার এই কথার জব অহন আমি দিতে পারুম না। তয় দিমু একদিন, সমায় মতন দিমু।

জব দেওনের কিছু নাই। আমি জানি আমি আপনের কেউ না, আপনে আমার কেউ না।

কেউ না অইলে নিজের কথা তোমারে আমি কইছি ক্যা?

কুট্টি আবার চোখ তুলে তাকাল। কোন কথা কইছেন আমারে?

দ্যাশে যাওনের কথা! ঐ কথা তো তোমারে না কইয়া বড়বুজানরেঐ কইতে পারতাম। বড়বুজানরে কইয়া তার পরদিনঐ যাইতাম গা। যাওনের সমায় তোমারে কইতাম, আসি গিয়া। তোমারে কওনের পর আইজ দুইদিন অইলো, গেলাম না ক্যা? বড়বুজানরেও যাওনের কথাডা কইলাম না ক্যা?

ক্যান যান নাই, ক্যান কন নাই?

আলফু আবার তাকাল কুট্টির দিকে। মায়াবি গলায় বলল, তোমার লেইগা।

কী?

হ। তোমার লেইগা যাই নাই, তোমার লেইগাঐ কথা কই নাই বড়বুজানের লগে।

ক্যা আমি আপনেরে যাইতে না করছি?

হ করছো।

কুট্টি অবাক হল। কুনসুম করলাম?

করছো।

কী কন আপনে? আমি তো কোনও কথাঐ কই নাই।

অনেক সমায় কথা না কইয়াও অনেক কথা কওন যায়। তুমি হেদিন না কইয়াঐ কইছো আমি য্যান দ্যাশে না যাই।

কুট্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যাইবেন না ক্যান? আমার লেইগা আপনে ক্যান এহেন

AMARBOI.COM

বইয়া থাকবেন। আমি তো আপনের আপনা কেঐ না। দ্যাশে আপনের বউ পোলাপান আছে, মা বইন আছে, হেরা আপনের আসল আপনা। আপনা মাইনষের কাছে আপনে যাইবেন না ক্যা?

তুমিও আমার আপনা।

কেমতে?

এই বাইত্তে আমি ম্যালাদিন ধইরা কাম করি। তুমিও করো। দুইজন দুইজনরে চিনি বহুত বচ্ছর ধইরা, কেঐ কোনওদিন কেঐর আপনা আছিলাম না। আমার যহন মন চাইতো দ্যাশে যাইতাম গা। তোমারে জিগাইতামও না। তুমিও ফিরা চাইতা না আমি বাইত্তে আছি না গেছি গা। যে যারে লইয়া আছিলাম। তুমি তোমারে লইয়া, আমি আমারে লইয়া। যেই রাইত্রে আমার জ্বর আইলো, নিজের কথা না ভাইবা, মান ইজ্জতের ডর না ডরাইয়া দুয়ার খুইল্লা তুমি আমার কাছে আইলা, আমার কপালে হাত দিলা, তহন থিকা আমি জানি আমি তোমার কে, তুমি আমার কে?

ক্যা এর আগে জানেন নাই?

না। তয় ইট্টু ইট্টু বুজছিলাম।

কবে থিকা বোজছেন কন তো?

মাকুন্দারে লইয়া নিজের ভাত যেদিন চাউলতাতলায় বইয়া ভাগ কইরা খাইছিলাম।

ঠিকঐ কইছেন। একদোম ঠিক। তয় আমারে কিছু বোজতে দেন নাই ক্যা?

তোমার কথা চিন্তা কইরাঐ তোমারে বোজতে দেই নাই।

কুট্টি আবার তাকাল আলফুর দিকে। কথাডা বুজলাম না।

আলফু বলল, আমি বিয়াত্যে মানুষ। তিনডা পোলাপান ডাঙ্গর অইয়া গেছে। তোমার থিকা বয়সে অনেক বড়। আমি তোমারে কী দিতে পারুম, কী করতে পারুম তোমার লেইগা?

আমি কিছু চাই না আপনের কাছে।

আলফু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কুট্টি বলল, আমারও তো বিয়া অইছিলো।

অইছিলো তয় সংসারের বন্ধন তো তোমার নাই। আমার আছে। এই হগল চিন্তা কইরাঐ তোমার মিহি আউগ্গাই নাই আমি। তোমারে বোজতে দেই নাই তোমার মনে যা আমার মনেও তা।

আলফুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে মনের ভিতর চেপে বসা অভিমান কেটে গেছে কুট্টির, কখন যে মন হয়ে গেছে শরতকালের মেঘ সরে যাওয়া আকাশের মত কুট্টি তা টের পায়নি। এখন মন জুড়ে আশ্চর্য এক ভাললাগা, আশ্চর্য এক অনুভব। এই ভাললাগা মনের মানুষকে হঠাৎ করে পাওয়ার জন্য, এই অনুভব মনের মানুষের সঙ্গে মন বিনিময়ের অনুভব।

আর আলফুর কথা শুনে কী যে মুগ্ধ কুট্টি, কী যে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা জীবনে প্রথম তার। দিনের পর দিন চুপচাপ থাকা মানুষটি তাহলে এই রকম! এত সুন্দর করে কথা বলে, এত সুন্দর করে বোঝে মনের মানুষকে! ইস এই মানুষকেই কিনা ভুল বুঝেছিল কুট্টি!

AMARBOI.COM

তততোক্ষণে বিকাল একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। গাছপালা ঝোপঝাড় ঘর দুয়ারের আনাচ কানাচ থেকে বেরিয়ে আসছিল অন্ধকার। নিজস্ব গাছপালায় ফিরছিল দিন শেষের পাখিরা। মাঠ থেকে মাঠে ছড়িয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যাবেলার হাওয়া আর পশ্চিম আকাশে পাকা কুমড়ার ফালির মত উঠেছিল লক্ষ কোটিবার ওঠা পুরানা চাঁদ।

বড়ঘরের খাটাল থেকে বড়বুজান ডাকলেন, কুট্টি ঐ কুট্টি, আন্ধার অইয়া গেছে। কুপিবাত্তি আঙ্গা।

কুট্টি উঠে দাঁড়াল।

আলফু বলল, তয় দ্যাশে কইলাম আমি যাইতাছি না।

শুনে এই প্রথম সুন্দর করে হাসল কুট্টি। গভীর মমতার গলায় বলল, হাইজ্জাকালে বাইরে থাকনের কাম নাই। হাত পাও ধুইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে আহেন।

সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত পায়ে খাটালের দিকে চলে গেল কুট্টি।

AMARBOI.COM

দুপুরবেলা মামুদপট্টির ওদিক থেকে ফিরছিল আজিজ গাঁওয়াল।

কাঁধে তামা পিতল এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি পাতিল লোটা বদনা কলসি ভর্তি ভার। বেশ ওজনদার ভার। এমনিতে চোত মাসের প্রথম দিক্কার খাড়া রোদ তার ওপর কাঁধে ওজনদার ভার, আজিজের দিশা বেশ কাহিল। পথের ধারে ছায়াময় কোনও গাছপালা পেলে তার তলায় বসে খানিক জিরাবার মতলবে ছিল।

বহিছাড়ার কাছাকাছি এসে ওরকম একটা জায়গা পেয়ে গেল।

বহিছাড়ার পশ্চিম দিককার পুকুরের পশ্চিমপার দিয়ে চলে গেছে হালট। সেই হালটের পশ্চিমপাশে কানীখানেক জমির পর ঝাপড়ানো একটা হিজলগাছ। ভার কাঁধে হেলেদুলে সেই গাছটার কাছে এলো আজিজ। এসে দেখে একজন মানুষ বসে আছে গাছতলায়। হিজলের গোড়ার দিকটায় টেলান দিয়ে পা দুইটা ঘাসের উপর মেলে দিয়ে বসে আছে মানুষটা। পরনে খয়েরি রংয়ের লুঙ্গি, মাজায় বান্ধা গামছাটা এখন আর মাজায় নেই। ডান দিককার কাঁধে ফেলা। কিন্তু চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে মানুষটার। দুপুরের নির্জনতায় একাকী মাঠপারের হিজলতলায় বসে আকুল হয়ে কাঁদছে সে।

পলকেই মানুষটাকে চিনতে পারল আজিজ। পুরানবাড়ির তোতা। ধরণী চাচীর সাইজ্জা পোলা।

তোতা এখানে এভাবে বসে কাঁদছে কেন?

গ্রামের লতাপাতা ধরে তোতার সঙ্গে আজিজের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

তোতার বাপ আজিজের বাপের দূর সম্পর্কের ভাই। সেই হিসাবে তোতাও আজিজের ভাই। ওই একই হিসাবে ধরণী চাচীকে চাচী ডাকতো আজিজ। দিন কয়েক আগে মরল চাচী। যাকে দেখতে আজিজের বাড়িতে এসেছিল সে মরল বিয়ানরাতে।

তোতাকে দেখে এসব কথা মনে পড়ল আজিজের।

তোতা প্রথমে টের পায়নি তার কাঁধে একজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে হিজলতলায়। ভার যখন নামাতে গেছে আজিজ, চমকে তার দিকে তাকিয়েছে। তারপর যেন এরকম জায়গায় এভাবে বসে কান্নাটা তার ঠিক হয়নি, যেন ভারি একটা লজ্জার কাজ সে করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে কাঁধের গামছা টেনে চোখ মুছল। গলা যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক করে বলল, কই থিকা আইলা আইজ্জাদা?

তোতার পাশে বসল আজিজ। ক্লান্তির শ্বাস ফেলে বলল, গেছিলাম কান্দিপাড়া। কান্দিপাড়া থিকা কালিরখিলের ওইমিহি অইয়া আইছি মামুদপট্টি। গরমে এক্কেরে শেষ অইয়া গেছি। জিরানের লেইগা গাছতলায় আইছি। আইয়া দেহি তুই বইয়া রইছস? তুই এহেনে এমতে বইয়া রইছস ক্যা ভাই?

তোতা ধরা গলায় বলল, এমতেঐ। এই ক্ষেতটা আমার। হিজলগাছটাও আমার ক্ষেতের মইদ্যে পড়ছে। আইছিলাম ধানের অবস্থা দেখতে। রইদ দেইখা গাচতলায় বইয়া রইছি।

তয় কানতাছিলি ক্যা?

তোতা বুঝল। তার কান্না দেখে ফেলেছে আজিজ। বলল, বোজ নাই কির লেইগা কানতাছিলাম?

বুজুম না ক্যা, বুজছি। চাচীর লেইগা।

হ। এহেনে আইয়া বহনের পর মার কথা বহুত মনে পড়তাছিল। কুনসুম যে চক্কু বাইয়া পানি নামছে, উদিস পাই নাই।

আজিজ তারপর চিরকালের সেই প্রবোধের কথাটা বলল, কাইন্দা আর কী করবি ভাই? যে গেছে সে তো আর ফিরত আইবো না। আর মা বাপ কেঐর চিরকাল থাকে না। আমার মায়ও তো মরলো। কেমুন মরণডা মরলো ক! রাইতের বেলা তিয়াস লাগছিল, পানি মনে কইরা খাইল মাইট্টা তেল। বড়ঘরের একহান খামে উলু লাগছে, খামডায় দেওনের লেইগা মাইট্টা তেল আইন্না রাকছিলাম, হেই তেল খাইয়া মরলো। লোসকান অইলো আমার দুইহান। মাইট্টাতেলও গেল, মায়ও গেল। খামডায় অহনতরি আর মাইট্টা তেল দেওয়া অয় নাই।

আজিজের কথা শুনে গা জ্বলে গেল তোতার। আশ্চর্য মানুষ! তেল খাইয়া মায় মরছে তাতে নাকি দুইটো লোকসান হইছে। তেল গেছে, মাও গেছে। পরের দিককার কথায় বোঝা গেল মায়ের থেকে তেলটাই তার বেশি দরকার ছিল। মা মরছে মরছে, তেলটা না খেয়ে মরলেই পারতো। ঘরের খামটা রক্ষা পেত আজিজের।

তোতার একবার ইচ্ছা হল এসব নিয়ে কিছু কথা আজিজকে সে শোনায়। তারপরই মনে হল, কী দরকার কটু কথা বলার! কথায় কথা বাড়বে। সে আজিজকে বললে আজিজও তাকে কিছু বলবে। নিজের সংসার হওয়ার পর ছনুবুড়ির দিকে আর কখনও ফিরে তাকায়নি আজিজ। সংসারে থেকেও ছনুবুড়ি হয়ে গিয়েছিল সংসারের বাইরের

মানুষ। ছেলের সংসারে তিনওক্ত খাবার পেত না। তার ওপর বানেছার যা তা ব্যবহার। এইবাড়ি ওইবাড়ি ঘুরে, এর বদনাম ওকে ওর বদনাম তাকে, এই করে পেটের আহার জোটাতো। যখন এইসব কায়দায়ও আহার জুটতো না তখন করতো চুরি। আজিজ জানতো সব কিন্তু মাকে নিয়ে ভাবতো না।

তোতা কি ভাবতো?

সেও কি একটু অন্য রকমভাবে আজিজের মতোই আচরণ করেনি তার মায়ের সঙ্গে! বিয়ের পর, সংসারে বউ পোলাপান আসার পর সেও কি আর ভেবেছে মায়ের কথা? তার বউ কি আজিজের বউয়ের মতন না হোক, একটু কম হলেও যা তা ব্যবহার তোতার মায়ের সঙ্গে করেনি?

এসব কথা কমবেশি গ্রামের সবাই জানে। সুতরাং আজিজকে ওসব নিয়ে কথা শোনাতে গেলে আজিজই বা তাকে ছাড়বে কেন?

মনে মনে ভাবা কথা মনে মনেই চেপে গেল তোতা। উদাস চোখে সামনের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে রইল। মনের ভিতর বারবারই ভেসে উঠছিল মায়ের মুখ। জন্মের পর থেকে দেখে আসা মুখ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলালো। এক বয়সের মানুষ আরেক বয়সে যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা। একই মানুষের চেহারায় এখন যেন দুইজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে তোতা। একজন সেই প্রথম জীবনের, স্বামী উধাও হয়ে যাওয়া, চার চারটা সন্তান নিয়ে দিশাহারা মা। আরেকজন কদিন আগের, বুকের কাছে গভীর মায়ায় যে জড়িয়ে রেখেছে নাতীর মুখ।

নিজের কাছেই নিজে বলছে এমন গলায় তোতা বলল, আমার পোলাডা থাকতো মার কাছে। মরণ কারে কয় বোজে না পোলাডা। দিনভইরা দাদীরে বিচড়ায়। এই মিহি যায় ওই মিহি যায়। দাদী গো, ও দাদী, দাদী বইলা ডাক পারে। মনে করে দাদী মনে হয় কোনওহানে গেছে, কোনও রাইতেও ধরণীর কামে গেছে। ঐ কামে কোনও কোনও রাইত্রেও থাকন লাগে, পোলাডা মনে করে অমুন কামেঐ গেছে দাদী, ফিরত আইবো। কয়দিন অইয়া গেল আহে না দেইক্কা আইজ বিয়ান থিকা চিইক্কর পাড়তাছে। দাদী গো, ও দাদী আমারে থুইয়া তুমি কই গেলা গা? দাদী, ও দাদী, তোমারে ছাড়া আমার তো ঘুম আহে না। আমার তো খিদা লাগে না।

কথা বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলল তোতা। আবার গামছায় চোখ মুছল।

আজিজ ততোক্ষণে বিড়ি ধরিয়েছে। তোতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি শুনছে না বোঝা যাচ্ছে না। তোতার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানছে ঠিকই, কিন্তু চোখের ভিতর যেন এখনকার এই দৃশ্য নেই। চোখের ভিতর যেন খেলা করছে অন্যকিছু।

আজিজের এই উদাসীনতা খেয়াল করল না তোতা। আগের মতোই আপনমনে বলল, পোলাডার লেইগা বহুত খারাপ লাগতাছে। অরে থামাই কেমতে? কেমতে বুজাইয়া কই, বাজান রে, দাদী তো তর মইরা গেছে। ঐ যে হেদিন দেকলি না, হাইজ্জাকালে তালগাছতলায় বইয়া রইছিলো, তুই ডাক পাড়লি, হোনে না, তারবাদে যহন হাত ধইরা টান দিলি, ধুরুম কইরা পড়লো মাডিতে, তহনঐ তর দাদী মইরা গেছে। তারবাদে দেকলি না নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া, কাফোনের সাদা কাপোড় ফিন্দাইয়া তারে গোরস্তানে নিয়া গোর দিয়া আইলাম। বাজান রে, গোর দেওনের পর কেঐ আর

AMARBOI.COM

ফিরত আহে না। তর দাদীও ফিরত আইবো না বাজান। মনে রে বুজ দে। অহন থিকা হারাডা জীবন দাদীরে ছাইড়াঐ তর থাকন লাগব। দাদীর লগে এই জীবনে তর আর কোনওদিন দেহা অইবো না।

কথা বলতে বলতে আবার কাঁদে তোতা, আবার চোখ মোছে। পোলায় আমার এই হগল কথা বুজবো না। ভাত পানি খাওন ছাইড়া দিছে, রাইত্রে উইট্টা বইয়া থাকে। দাদীরে ডাক পারে। দাদী গো, ও দাদী! এই পোলারে আমি কেমতে বাচামু?

তোতার কথা শুনে আজিজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাতের বিড়ি শেষ হয়ে এসছিল, শেষটান দিয়ে ভার রাখা জায়গাটার ওদিকে ঘাসবনে ফেলে দিল। বলল, মানুষ বহুত স্বার্থপর রে ভাই। নিজের সুক সুবিদা ভালমন্দ ছাড়া আর কিছু বোজতে চায় না।

আচমকা এরকম কথা আজিজ কেন বলল বুঝতে পারল না তোতা। চোখ মুছে আজিজের দিকে তাকাল। আথকা এমুন কথাডা কীর লেইগা কইলা আইজ্জাদা? কথাডা বুজলাম না।

বুজাইয়া কইলে বুজবি।

তয় কও।

দেক, মাইট্টা তৈল খাইয়া আমার মায় মরলো, আমি তরে কইলাম আমার লোসখান হইল দুইখান। মায়ও গেল, মাইট্টা তেলও গেলো। সত্য কথাডা তরে কই, মায় মরছিল মরছিল, মাইট্টাতেলহানি যুদি থাকত, আমি মনে হয় খুশিঐ অইতাম। বড়ঘরেব খামডা বাচাইতে পারতাম। অহনও মাইট্টাতেল কিন্না আইন্না বাচামু ঠিকঐ, তয় কয়ডা টেকা আমার যাইবো। যেই মায় দশমাস দশদিন পেডে রাইক্কা, এত কষ্ট কইরা জন্ম দিল, লাইল্লা পাইল্লা ডাঙ্গর করলো, বিয়াশাদি কইরা সংসার পোলাপান অওনের পর হেই মার মিহি আমরা আর ফিরা চাই না। মায় যেন পর অইয়া যায়, কান্দের বোজা অইয়া যায়। তিনওক্ত খাওনও তারে দিতে চাই না। খালি সংসার, খালি পোলাপানের কথা চিন্তা করি। বুজি না এমুন চিন্তা আমার মায়ও আমারে লইয়া একদিন করছে। আইজ্জ আমার মার মিহি আমি যেমুন ফিরা চাই না, এমুন একদিন আইবো যহন আমার পোলাপানেও আমার মিহি চাইয়া দেকবো না। আমারেও ভাত দিবো না। আমার কাছে মার থিকা মাইট্টাতেলের দাম বেশি। তর কাছে তর মার থিকা অহন তর পোলার চিন্তা বেশি। মায় মরছে মরছে, তারে লইয়া চিন্তা করতাছচ না, করতাছচ পোলাডারে লইয়া। পোলারে বাচাবি কেমতে। এর লেইগাঐ কইলাম, মানুষ বহুত স্বার্থপর। নিজেরে ছাড়া কিচ্ছু ভাবে না।

আজিজের কথা শুনতে শুনতে তোতা একটু বিচলিত হল। ঠিক কথাই সে বলেছে। আসলে তো মার কথা ভাবছিল না তোতা, ভাবছিল নিজের ছেলেটির কথা। নিজের ছেলের ভালমন্দ কথার রেশ ধরে তার ভাবনা চলে গিয়েছিল মায়ের স্মৃতিতে। কান্নাটা তার ছেলের জন্য না মায়ের জন্য বুঝতে পারছিল না।

এখন আজিজের কথায় বুঝল।

তারপর ছনুবুড়িকে নিয়ে যেসব কথা মনে হয়েছিল তোতার সেসব কথা আজিজকে না বলে মনের ভিতর চেপে রাখার জন্য নিজের ওপর খুশি হল। আজিজকে ওসব কথা বললে আজিজ নিশ্চয় খুব খারাপ ভাবে তাকেও কিছু কথা বলতো। এখন যেভাবে বলল

AMARBOI.COM

তাতে যে মায়ের ব্যাপারে আজিজের সঙ্গে তার আসলে কোনও ব্যবধান নাই সেটা পরিষ্কার।

আজিজ বলল, চিন্তা কইরা দেহিচ কথাডি আমি সত্য কইলাম না মিছা।

তোতা ধীর গলায় বলল, না সত্য কথাঐ কইছো। খাটি কথা। সত্যঐ আমরা বহুত স্বার্থপর।

হোন, আমি তরে আমার মনের আরেকহান কথা আইজ কই। মার দাফোন কাফোনের লেইগা যেই খরচাডা অইছে, হেইডাও আমার করতে ইচ্ছা করে নাই। মনে মনে মার উপরে বিরক্ত অইছি। কী কাম আছিলো মরণের? না মরলে তো টেকাডি আমার খরচা হয় না। মনের মইদ্যে খালি খচখচ খচখচ করছে। হিসাবের একহান খাতায় মনে মনে আমি খালি হিসাব কিতাব করছি। মার দাফোন কাফোনের টেকাডা আমি কবে রুজি করতে পারুম, কবে উডাইতে পারুম। তারবাদে আবার এইডাও বুজছি, যেই টেকা যায় হেই টেকা আর কোনওদিন ওডে না। পরে যেই টেকা তর হাতে আইবো, হেইডা তো তুই আগের টেকাডা না গেলেও রুজি করতি! বোজছচ আমার কথাডা?

তোতা ম্লান গলায় বলল, বুজছি।

আজিজ বলল, মান্নান মাওলানায় কইছিল চুন্নীবুড়ির জানাজা অইবো না। অর লাচ মড়কখোলায় হালাই দিয়াইতে ক, শিয়াল হকুনে খাইবো। তুই বিশ্বাস কর, হুইন্না আমি মনে মনে খুশি অইছিলাম। কেঐরে কইতে পারি নাই, আইজ তরে কইলাম। যদি অমতে হালায় দিয়াইতে পারতাম তয় তো দাফোন কাফোনের খরচাডা আমার বাচতো। কাফোন কিনতে গিয়া মোতালেইব্বাও কয়হান টেকা চুরি কইরা খাইতে পারতো না।

আজিজের কথা শুনে তোতা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আজিজের মুখের দিকে। এতকথা জীবনে কোনওদিন আজিজের সঙ্গে তার হয়নি। মেউন্না ধরনের মানুষটি যে এরকম করে ভাবে, এভাবে কথা বলে জানা ছিল না তোতার। আর কত সহজভাবে অকপটে নিজের ভাবনার কথা বলে যাচ্ছে! সত্যি, বহুকাল ধরে কাছ থেকে দেখা মানুষকেও আসলে দেখা যায় না। তার ভেতরটা কেমন, দেখা যায় না। মনের ভিতর কী আছে, বোঝা যায় না। কোনও কোনও সময় মানুষ নিজের অজান্তে মনের অনেকখানি খুলে বসে। আজিজও যেন আজ সেভাবেই বসেছে। আর তোতা নিরব দর্শক হয়ে দেখছে তার মনের ভিতরটা।

আজিজ খুবই হিসাব করে বিড়ি খায়। দিনরাত মিলিয়ে কয়টা বিড়ি খাবে, কতক্ষণ পর পর খাবে সব তার হিসাব করা। কিন্তু এখন সেই হিসাবটা সে মানল না। লুঙ্গির কোচড় থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। তোতা বিড়ি খায় কি খায় না, তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত কিনা, বিড়ি সাধা উচিত কিনা ভাবল না, বিড়ি ধরিয়ে বড় করে টান দিয়ে নাকমুখ দিয়ে ধুমা ছাড়ল। দুপুরবেলার হিজলতলা কুম্ভিপাতার বিড়ির গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে গেল।

তোতা বিড়ি খায় না। তবে গন্ধটা তার ভাল লাগল।

বিড়ি টানতে টানতে আজিজ বলল, ধরণী চাচী বহুত ভাল মানুষ আছিল। এই পদের মানুষরে আল্লায় বহুত ভাল জানে। বেহস্ত নসিব এইপদের মাইনষেরেঐ আল্লায় করে।

AMARBOI.COM

তোতা বলল, কেমতে বোজলা?

বুজছি। বহুত ভাল কইরা বুজছি। একহান ঘটনায় আমি যেমতে চাচীরে বুজছি, দুইন্নাইর আর কেঐ তারে অমতে বোজে নাই। তরা তার পেডের পোলা অইয়াও বোজচ নাই।

কও তো ঘটনাটা।

যে মেয়েটি হয়ে মরল তার জন্মের দিন বানেছার আহুজ ঘরে ঢোকার আগে ধরণী চাচীর সঙ্গে যা যা কথা আজিজের হয়েছিল সব তোতাকে সে খুলে বলল। সে কী চেয়েছিল, ধরণী চাচী কী বলেছিল সব বলল।

শুনে তোতা এতটাই অবাক হল, প্রথমে কোনও কথা বলতে পারল না। তারপর গভীর বিস্ময়ের গলায় বলল, কও কী?

আজিজ বলল, হ।

তুমি এমুন মানুষ?

কী করুম ক? বচ্ছর বচ্ছর পোলাপান অয়, না তর ভাবীছাবরে কিছু বুজাইতে পারি, না নিজে বুজি। রাইত্রে বউর লগে হুইলে বেউস অইয়া যাই। তহন আর পোলাপানের কথা মনে থাকে না। কয়দিন পর তর ভাবীছাবে যহন উকালি করতে শুরু করে তহন মনে মনে খালি ইসাব করি। ইসাবের খাতায় খালি যোগ বিয়োগ করি। আরেকজন আইতাছে, তারে খাওয়ামু কী? এর লেইগাঐ কথাডা চাচীরে কইছিলাম। মাইয়াডারে মাইরা হালাইতে চাইছিলাম। তয় আল্লায় কইছেন অনেক সময় মাইনষে যা চায় হেইডাঐ করে। আমি মাইয়াডারে মাইরা হালাইতে চাইছিলাম, মারতে আমার অইলো না। আল্লায়ঐ অরে উডাইয়া নিলো।

AMARBOI.COM

তুমি বলে মাইয়াডার দাফোনও করো নাই?

না করি নাই। মার দাফোন করতে যেই পোলার বুক টনটনায় হে কেমতে ওডু মাইয়ার দাফোন করে? টেকা খরচের কাম কী?

এইডা লইয়া তো গেরামে কথা অইছে।

হ আমি হুনছি।

এর লেইগা মাওলানা হুজুরে বলে তোমারে ডাকাইবো?

কোন মাওলানা হুজুরে? খাইগো বাড়ির নাকি আতাহারের বাপে?

আতাহারের বাপে।

ডাকাইলে আর কী করুম? যামু। গালি দিলে গালি হুনুম। পায়ের খরম দিয়া পিডাইলে পিডাইবো।

বিড়িতে শেষটান দিল আজিজ, আগের মতোই ঘাসবনে ছুঁড়ে ফেলল। তয় তরে একহান কথা কই ভাই, এই জীবনডা এমুন আমি আর রাখুম না।

কী করবা?

বদলাইয়া হালামু।

কেমতে?

চাচী আমারে পথটা দেহাইয়া গেছে।

কী পথ?

হেইডা তরে আমি কমু না। তয় এইডা জাইন্না রাখিচ, এই আজিজ গাওয়াল আর কোনওদিন বাপ অইবো না। মনের মইদ্যে হামলাইয়া রাখা ইসাবের খাতাডা ছিড়া হালাইবো।

তোতা আবার উদাস হয়েছে। মেলে দেওয়া পায়ের সামান্য দূর থেকে শুরু হওয়া রোদে ভেসে যাওয়া ধানীমাঠের দিকে খনিক তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, তোমার কথা হুইন্না আবার মনে অইলো মার কথা। কী কষ্ট চাইরডা পোলাপান লইয়া এক সমায় করছে। বাবায় কোনওদিন ফিরত আইলো না। একহান পয়সা নাই ঘরে। দুই তিনকানী জমিন বর্গা দেওয়া। ধান যেডু পায়, বচ্ছর চলতে চায় না। ধরণীর কাম কইরা কইরা মায় আমগো বাচাইয়া রাকছিলো। আশা করছিলো পোলারা বড় অইলে এই দুঃখের দিন শেষ অইবো। কাম কাইজ ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি নাইলে গিরস্তালি কইরা পোলারা তারে খাওয়াইবো। কিয়ের কী! বড় অইয়া পোলারা যে যার লাহান নিজের ভাগের জমিন বেইচ্চা গেল গা। মার লগে রইলাম খালি আমি। হেই আমিও বিয়ার পর মার মিহি আর ফিরা চাইলাম না। এক সংসারে থাইক্কাও বউ পোলাপান লইয়া ভিন্ন অইয়া গেলাম। মায় কুনসুম খায়, কই যায় কই থিকা আহে কিছু খবর রাখি না। পায়ে বাতের বেদনা আছিলো মার। ছোডকালে আমি যহন মাইয়াগো লাহান মার লগে লগে থাকতাম, বাতের বেদনা উটলেঐ মার পাও আমি টিপ্পা দিতাম। আইজ তোমার কথায় বোজলাম, ওই টিপনডাও আমি টিপতাম স্বার্থে। আপনা স্বার্থে। য্যান অন্য তিনপোলার থিকা মায় আমারে বেশি আদর করে। য্যান মায় ভাগের জমিনডু আমারে দিয়া দেয়।

চাচী তো তরেঐ দিছে।

হ। তয় মরণের আগেও আমাবইশ্যায় পুন্নিমায় বাতের বেদনাডা উটতো মার। রাইতভইরা বেদনায় কষ্ট পাইতো মায়, কেফিনের দুয়ার আটকাইয়া বউর লগে হুইয়া ঘুমাইতাম আমি। খাটালে যে মায় বাতের বেদনায় কোকায়, উদিসও পাইতাম না।

এইডাও কইলাম স্বার্থের কারণে।

হ। অহন তো মার পাও টিপ্পা আমার কোনও লাভ নাই। মার ভাগের জমিন তো আমি পাইয়াঐ গেছি। বউ পোলাপান সংসার বেবাকঐ পাইয়া গেছি। আর মায় মরণেও আমার লাভ অইছে। ধরণীর কাম কইরা কইরা বারো তেরেশো টেকা জমাইছিলো মায়, হেই টেকাডি অহন আমার।

আজিজ হাহাকারের গলায় বলল, স্বার্থ স্বার্থ। মাইয়াডা হওনের দিন চাচীরে পাচহান টেকা দিছিলাম। নেয় নাই দেইক্কা বহুত খুশি হইলাম আমি। যাউক পাচহান টেকা তো বাচলো!

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তোতার দিকে তাকাল আজিজ। তোতা রে, আমি ম্যালা ডাঙ্গর অওনের পর আমার বাপে মরছে। আমি একহান মাত্র পোলা, তাও বাবায় আমারে দুই চোক্কে দেখতে পারতো না। গিরস্তালির কামে ক্ষেতে লইয়া যাইতো, গরু রাকতে বিলে পাডাইতো, কোনও কামঐ আমি ঠিক লাহান করতাম না। এই মিহি ওই মিহি যাইতাম গা। এর লেইগা বাবায় আমারে মারতে চাইতো। তয় কোনওদিন মারতে পারে নাই, বোজছচ।

ক্যা?

মায় মারতে দেয় নাই।

বাবায় থাই থাপড় উডাইলেঐ পাগলের লাহান দৌড়াইয়া আইতো মায়। আমারে সরাইয়া দিয়া খাড়ইতো বাবার সামনে। খবরদার আমার পোলার শইল্লে হাত উডাইবা না। পোলার দরদ তুমি কী বুজবা? গরভে রাকছি আমি। লাইল্লা পাইল্লা ডাঙ্গর করছি আমি। তুমি কে আমার পোলারে শইল্লে হাত উডানের? বাপ অইতে একমিনিট লাগে, মা অইতে লাগে দশমাস দশদিন। জন্মের পরও বুকের দুধ দিয়া, আদর যত্ন দিয়া পোলাপান ডাঙ্গর করে মায়। বাপে করে কী! খালি খাওন দাওন যোগাড় করে। খাওন দাওন লইয়া বড়াই কইরো না। যেই পোলাপানের বাপ না থাকে মায়ঐ তাগো খাওয়াইয়া বাচাইয়া রাখে। আলার মায় রাকছে না তার পোলাপানরে! বাবায় থাইম্মা যাইতো। আমার শইল্লে আর হাত উডাইতো না।

একটু থামল আজিজ। বিয়াশাদি কইরা হেই মারে আমি কেমতে ভুইল্লা গেলাম! খাওন দাওন দিতাম না। পেডের দায়ে মায় কুটনামি করতো, চুরি চোট্টামি করতো, বেবাকঐ আমি হোনতাম। এককান দিয়া হোনতাম আরেককান দিয়া বাইর কইরা দিতাম। সব থিকা বড় অন্যায় যেইডা করতাম, কহেক বছরে ধইরা কাইজ্জাকিত্তন লাগলে মার শইল্লে হাত উডাইতো বানেছা। যেমতে অমতে মারতো আমার মারে। আমি দেইক্কাও দেকতাম না। বইয়া বইয়া বিড়ি খাইতাম। মাইর খাইয়া কানতে কানতে যেই মিহি ইচ্ছা যাইতো গা আমার মায়। আইজ মনে অইতাছে, বাপের মাইরের হাত থিকা যেই মায় আমারে হারাডা জীবন বাচাইয়া রাকছে, আমার চোক্কের সামনে হেই মায়রে পিছাদাও পিডাইছে আমার বউয়ে, আমি কোনওদিন আমার মারে বাচাইতে যাই না। যদি মার পক্ষ লই তয় বউ বিগড়াইবো। সংসারে অশান্তি। স্বার্থ, হায়রে স্বার্থ।

কথা বলতে বলতে শেষদিকে গলা ভেঙে এল আজিজের। বুক ঠেলে উঠল বহুকাল ধরে চেপে রাখা কান্না। রোদে ভেসে যাওয়া শস্যের চকমাঠের দিকে তাকিয়ে গভীর কষ্টের কান্নায় কাঁদতে কাঁদতে আজিজ বলল, মাগো মা, আমারে তুমি মাপ কইরা দিও মা। তোমার এই মেন্দুন্না পোলাডারে তুমি মাপ কইরা দিও। আমি তোমার লেইগা কিচ্ছু করতে পারি নাই মা। আমারে তুমি মাপ কইরা দিও।

আজিজের কান্না দেখে নিজের মায়ের জন্য নিঃশব্দে চোখ ভাসছিল তোতার।

কেমন কেমন করে যেন মোতালেবের লগে খাতির করে ফেলেছে বাদলা। সারাক্ষণই মোতালেব কাকা মোতালেব কাকা করছে আর তার পিছন পিছন ঘুরছে। কবুতর দেখছে, কবুতরদের খাবারও দিচ্ছে। কোনও কোনও সময় উঠানের কোণে,

AMARBOI.COM

ঘরের ছনছায় লেছড়ে পেছড়ে বসে থাকা মোতালেবের আঁতুড় লুলা মেয়ে ময়নার সঙ্গেও কথাবার্তা বলছে। এর মধ্যে একদিন সকালবেলা মোতালেবের বউ মউলকা বানিয়েছিল, টিনের থালায় করে একসঙ্গে দুইখান মউলকা দিয়েছিল মোতালেবকে। বাদলা ছিল সামনে, একখান মউলকার অর্ধেকটা ভেঙে বাদলাকে দিয়েছিল মোতালেব।

এরকম কাণ্ড যে ঘটতে পারে জানা ছিল না বাদলার। খুবই মুগ্ধ হল সে। সেই মউলকা খেতে খেতে মোতালেবের যেন আরও ভক্ত হয়ে গেল। মোতালেবের ফুট ফরমাস খেটে দিচ্ছে, মোতালেব যেখানে যাচ্ছে বাদলাও যাচ্ছে। আর সারাক্ষণ নানা রকমের কথা বলছে।

এসব দেখে বাড়ির লোকজন তো অবাকই, বেশি অবাক রাবি আর মতলা। দেলোয়ারা তো একদিন হাসিমুখে রাবিকে বললেনই, কী রে রাবি, তর পোলায় দেহি মোতালেইব্বার ট্যাণ্ডল অইয়া গেছে।

বারি লাজুক গলায় বলল, হ। দুইজনের বহুত খাতির।

ভালঐ অইছে। কাইজ্জাকিত্তনডা কমলো।

আজ দুপুরের মুখে লুঙ্গি কাছা মেরে মাজায় শক্ত করে গামছা বেঁধেছে মোতালেব। কাঁধে নিয়েছে পলো। নিয়ে বাদলাকে বলল, যাবি নিরে বাদলা?

বাদলা উৎসাহি গলায় বলল, কই?

গোরস্থানের পুকঐরে যামু। ঐ পুকুঐরে আইজ মানুষ নামবো। পলো চাবাইতে যামু। তুই যুদি ডুলা রাকচ তয় তরেও মাছের ভাগ দিমুনে।

বাদলা রাজি। লন কাকা।

তারপর ডুলা হাতে মোতালেবের পিছন পিছন চকে নেমেছে। আজকাল কথা বলার স্বভাব হয়েছে বাদলার। চকে নেমেই মোতালেবকে বলল, মোতালেব কাকা, একহান কথা জিগামু?

মোতালেব নির্বিকার গলায় বলল, জিগা।

আপনেগ বাড়িডার নাম মেন্দাবাড়ি ক্যা? মেন্দা জিনিসটা কী?

মুখ ঘুরিয়ে বাদলার দিকে তাকাল মোতালেব। হাসল। আথকা এইডা তর মনে অইলো ক্যা?

আথকা মনে অয় নাই। বহুতদিন ধইরাঐ মনে অয়। গেরামে খালি তিনডা বাড়িঐ মেন্দাবাড়ি। আর কোনও মেন্দাবাড়ি নাই। দেলরা বুজির মোকে একদিন হুনছি পুরা বিক্রমপুরেও বলে আর কোনও মেন্দাবাড়ি নাই।

পুরা বিক্রমপুরে কী রে বেডা, পুরা বাংলাদেশেও নাই।

কন কী?

হ। এই তিনবাড়ি ছাড়া মেন্দা পদবীর কোনও মানুষও নাই কোনওহানে।

মায় একদিন কইছিল এইডা কেমুন পদবী? মেন্দা? মাইনষের পদবী অয় চদরী খা সৈয়দ বেপারি ফকির। আপনেগো মেন্দা অইলো ক্যা?

হুনবি?

হ কন।

আমগো পরদাদারা আছিলো কাউলিপাড়ার মানুষ।

AMARBOI.COM

কাউলিপাড়াডা কোনহানে?

ফরিদপুর জিলায়। সাবাসনগর, বিলাসপুর এই হগল গেরামে আছিলো আমগো তারা। কাউলিপাড়ার বাবুরা আছিল তহনকার জমিদার। আমগো পরদাদারা আছিলো বাবুগো প্রজা।

কাম আছিলো কী তাগো? কী করতো?

গিরস্তালি। গরু পালতো। তয় বহুত সাহসী মানুষ আছিলো তারা। আর সাই (মহা) জুয়ান, পাজি। কেঐর কথা হোনতো না। বাবুগো ধানক্ষেতে গরু ছাইড়া দিতো। বাবুরা ডাকলেও যাইতো না।

কন কী?

হ। তয় ক্ষেতখোলা গরু ছাড়া ম্যালা নৌকাও আছিলো তাগো। এই নৌকার লেইগাঐ পদবী আছিলো তহন বেপারি।

বাদলা অবাক হল। বেপারি?

হ বেডা। আমরা আদতে আছিলাম বেপারি।

বাদলা হি হি করে হাসল। অইয়া গেলেন মেন্দা।

মোতালেবও হাসল। হ। হোন ঘটনাডা।

আইচ্ছা কন।

একবার আমগো এক পরদাদায় বিরাট বিরাট দুইহান চিতলমাছ ধরছে। ধইরা বাইত্তে লইয়াইছে। তার মায় চিতলমাছ দেইক্কা কইলো, এতবড় দুইডা মাছ দা আমরা কী করুম। একহান মাছ জমিদার বাবুরে দিয়ায়। মাছ লইয়া হেয় গেছে জমিদার বাড়ি। জমিদারে মাছ দেইক্কা বহুত খুশি। জিগাইছে এতবড় মাছ পালি কই? আমার লেইগা লইয়াইছচ কী মনে কইরা? মাছের আবার দাম দেওন লাগবোনি? এতবড় জুয়ান মর্দ মানুষ, এত সাহসী, এত জিদি, বাবুর কথা হুইন্না কোনও জব দিতে পারে না। খালি মিন মিন মিন মিন করে। ঐ মিনমিনানী দেইক্কা বাবু কইলো, এইডা এমুন মিনমিনায় ক্যা? মেন্দা নি? ঐ যে বাবু মেন্দা কইলো, তারপর থিকাঐ বেপারীরা অইয়া গেল মেন্দা। বুজলি?

বাদলা আবার হাসল। হ বুজছি। কিচ্ছাডা বহুত ভাল।

মোতালেব একটু রাগলো। কিচ্ছা না বেডা। সত্য ঘটনা।

আইচ্ছা ঠিক আছে।

ছেউল্লার বাড়ি ছাড়িয়ে ওরা ততোক্ষণে বিলে নেমে গেছে। চারদিকে চৈত্রমাসের বাজখাই রোদ। এই রোদে বিলভরা ইরিধানের ক্ষেত গোড়ায় পানি নিয়ে ঝিমঝিম করছে। দূরে গোরস্থানের লগে পুকুরে ম্যালা লোকজন। কারও হাতে পলো, কারও ঝাঁকিজাল। এখনও পলোয় চাব দিতে শুরু করেনি কেঐ, খ্যাও দিতে শুরু করেনি ঝাঁকিজাল। পুকুর জোড়া ঠাসা কচুড়ি। কচুড়ি তোলা শুরু হয়ে গেছে। কচুড়ি তোলা হয়ে গেলে পরিষ্কার পানিতে পলো নিয়ে নামবে লোকে, খ্যাও দিতে শুরু করবে ঝাঁকিজাল।

ওদিকে তাকিয়ে বাদলা উত্তেজিত হল। মোতালেব কাকা, বেবাকতে তো নাইম্মা গেছে। আমরা যাওনের আগেঐ বেবাক মাছ ধইরা হালাইবো।

AMARBOI.COM

এতদূর থেকেও আগেই ব্যাপারটা দেখে নিয়েছে মোতালেব। শান্ত গলায় বলল, আরে না বেডা। খালি কচুড়ি উডাইতাছে। আস্তে হাট। কচুড়ি উডাইন্না শেষ কইরা মাইনষে যহন পলো লইয়া জাল লইয়া নামবো তহন গিয়া আমরা পুকঐর পারে খাড়ামু। অহন গেলে কচুড়ি উডান লাগবো। কচুড়ি উডান বহুত কষ্টের কাম। মাইনষে উডাইয়া সাফা করুক, আমি গিয়া পলো লইয়া নামুম। কোনও কষ্ট করুম না, মাছটি ধইরা লইয়ামু।

শুনে খুশি হল বাদলা। আপনে বহুত চালাক মানুষ মোতালেব কাকা।

আমার লগে থাক, তুইও চালাক অইয়া যাবি।

হ আছি তো আপনের লগে। চালাকও ইট্টু ইট্টু অইতাছি।

খানিক চুপচাপ হেঁটে বাদলা বলল, মেন্দাগো আর কোনও কিচ্ছা নাই?

মোতালেব আবার একটা ধমক দিল। তরে না কইলাম, কিচ্ছা না, সত্য ঘটনা।

হ কইছেন।

তয়?

মোক দিয়া আইয়া পড়ছে। কন আরও সত্য ঘটনা কন।

আমার পরদাদার নাম আছিলো কিয়ামুদ্দিন হাজি। তার ভাই আছিলো কাদির মেন্দা। এমুন জুয়ান আছিলো, এই রকম চইত মাইস্যা রইদ্রে নৌকা মাথায় দিয়া হাটতো।

কী? কী মাথায় দিয়া হাটতো?

নৌকা। ডিঙ্গিনৌকা, কোষানৌকা মাথলার লাহান মাথায় দিয়া হাটতো। সাবাসনগর বিলাসপুর এই হগল গ্রাম আছিলো পদ্মার পারে। পদ্মায় তহন ম্যালা কুমইর (কুমির) আছিল। একদিন গাঙ্গে নাইতে নামছে কাদির মেন্দা, তার পাও কামড় দিয়া ধরছে বিরাট এক কুমইরে। হেয় করছে কী, কুমইরডারে টাইন্না ছুডাইছে। তারবাদে পারে উডাইয়া আছড়াইয়া আছড়াইয়া মারছে।

শুনে বাদলা হতভম্ব। কন কী, কুমইর আছড়াইয়া মারছে?

হ বেডা। যেই মানুষ নাও মাথায় দিয়া হাটতো, হেয় একহান কুমইর আছড়াইয়া মারতে পারবো না?

হ পারনের তো কথা।

মোতালেব একটু চুপ করে রইল। কাঁধে ধরা পলো এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে আনল। আইজ থিকা একশো সইত্তর বচ্ছর আগে ফরিদপুরের সাবাসনগর বিলাসপুর এই হগল গ্রাম পদ্মায় ভাইঙ্গা যায়। আমার পরদাদারা আছিল ছয় ভাই। ঐ যে কইলাম, বহুত জুয়ান আছিলো তারা। তয় গাঙ্গের লগে তো জুয়ানকি চলে না। গাঙ্গের ভাঙ্গনে তারা গেল বাস্তুহারা অইয়া। বাড়িঘর জাগাজমিন বেবাক গেল পদ্মায়। ছয়ভাই বউ পোলাপান লইয়া নৌকায় কইরা পদ্মা পাড়ি দিল। ভাইগ্যাকূলে আইয়া নামলো। নাইম্মা তাগো এক জ্ঞাতি আউয়াল তালুকদারের পরদাদার লগে দেহা অইলো। আউয়াল তালুকদারের পরদাদার নামডা আমি ভুইল্লা গেছি।

বাদলা উৎসাহি গলায় বলল, কাম নাই নামের। আপনে কন।

WWW.AMARBOI.COM

হ কই। হেয় কইলো, লন মেদিনমোণ্ডল যাই। হেইডা হিন্দু বাবুগো গেরাম। দুই চাইর ঘর মোসলমানও আছে। গেলে বাবুরা তালুক দিতে পারে, থাকন খাওনের জাগা জমিন দিতে পারে। আমগো লাহান জুয়ান মর্দ মানুষগো বহুত দরকার তাগো। এই আমার পরদাদায় আইলো মেদিনমোণ্ডল গেরামে। আহনের পর ঠিকঐ বাবুরা তাগো তালুক দিল, জাগা সম্পত্তি দিল। তালুক পাইয়া আউয়ালের পরদাদায় অইয়া গেল তালুকদর। আর আমার পরদাদারা পাইলো জাগা সম্পত্তি, বাড়িঘর। তালুক পাইলো না দেইক্কা তালুকদার অইতে পারলো না। কাউলিপাড়ার জমিদাররা মেন্দা কইছিলো মেন্দাঐ রইয়া গেল।

একটু থামল মোতালেব। তয় একহান কথা কইলাম দেলরা বুজি আর আমি দুইজনেঐ তরে ভুল কইছি। এই মেদিনমোণ্ডল গেরাম ছাড়াও কইলাম আরেকহান মেন্দাবাড়ি আছে।

সত্যই?

হ।

কোন গেরামে?

ভাইগ্যাকূল। ঐ যে কাদির মেন্দা, নৌকা মাথায় দিয়া চলতো, কুমইর আছড়াইয়া মারতো, হেয় কইলাম মেদিনমোণ্ডল আহে নাই। ভাইগ্যাকূলেঐ রইয়া গেছিলো। এর লেইগা ঐ গেরামে আরেকহান মেন্দাবাড়ি আছে। তয় আমগো লগে তাগো কোনও সমন্দ নাই। কে কোনহানে গেছে গা কে জানে। মেন্দা পরিচয়ও অহন আর অনেকের নাই। নামের লগে পদবীডা কেঐ আর লাগায় না। এই ধর আমার নাম। পুরা নাম অইলো আব্দুল মোতালেব মেন্দা। মেন্দা তো আমিঐ লাগাই না। নাম কই মেন্দাছাড়া। খালি আব্দুল মোতালেব।

পুকুরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। হঠাৎ করেই যেন মোতালেবের মনে পড়েছে এমন গলায় বলল, ঐ বাদলা, তর বলে মোসলমানি?

বাদলা মহা উৎসাহের গলায় বলল, হ।

কবে?

শুক্কুরবার বিয়ালে।

ঠিক আছে। মোসলমানির সমায় আমি কইলাম ধরুম তরে।

আইচ্ছা ধইরেন।

তর মারে কইয়া রাখিচ। আর ক্ষির য্যান আমারে ইট্টু বেশি কইরা খাওয়ায়।

বাদলা আবার হাসল। আইচ্ছা কমু নে।

একটু থেমে বলল, ও মোতালেব কাকা, মোসলমানি করনের সমায় কেমুন লাগে? অনেক দুঃক্কু পাওয়া যায়?

আরে না বেডা। খালি একহান পিপড়ার কামোড়। তুই উদিসঐ পাবি না। তয় তর মারে কইচ আবদুলরে দিয়া করাইতে। হাজামবাড়ির মইদ্যে আবদুলের কামডাঐ ভাল।

বাদলা আবার বলল, আইচ্ছা।

রোয়াইলতলার ছাপড়াঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আবদুল খুবই মোলায়েম গলায় তার মাকে ডাকতে লাগল। মা ওমা মা।

দুপুরের ভাত খেয়ে মেয়ের পাশে একটু কাত হয়েছিল তছির মা। তছি কাঁথা মুড়া দিয়া শুয়ে আছে। তার পাশে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়েছিল মা। কখন ঘুম ঘুম ভাব হয়েছে উদিস পায়নি। আবদুলের ডাকে ভাবটা কাটল। ধীর শান্ত ভঙ্গিতে উঠে বসতে বসতে বলল, কীরে বাজান, ডাক পারচ ক্যা?

ইট্টু বাইরে আহো। কথার কাম আছে।

কাঁথারতলায় তছি জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যায় না। তবে দিনেরবেলাটা সে কমবেশি ঘুমায়। জেগে থাকে সারাটা রাত।

তবে কারও গলার বা পায়ের শব্দ পেলে যে ঘুমঘোরেও চমকে ওঠে সে, ভেঙে যায় ঘুম, মা সেটা টের পায়। যদিও তছি নিজে কোনও শব্দ করে না, কথা বলে না, কাঁথারতলার অন্ধকার দুনিয়ায় লুকিয়ে থাকে, তবু মা টের পায়।

এখনও পেল।

আবদুলের ডাকে তার যেমন তন্দ্রা ভাঙছে, সে যেমন জেগে উঠছে, তছিও তেমনই জেগে উঠছে। ভাইর গলা চিনে আশ্বস্ত হয়েছে।

তছির মা ঝাঁপ সরিয়ে ঘর থেকে বেরুল। কীরে বাজান? কী অইছে?

বাইরে তখন বিকাল প্রায় হয়ে আসছে। তবু রোদের তেজ কমেনি। গাছপালা উঠান পালান আর ঘরের চাল রোদের তেজে ভাল রকমই পুড়ছিল।

মাকে দেখে ভারি আনন্দের একখান হাসি হাসল আবদুল। একহান কাম আইছে।

এই কাম যে মুসলমানির মা তা বুঝে গেল। মুসলমানির কাজ পেলে এভাবেই বলে হাজামবাড়ির লোকে। অন্যান্য নানানপদের কাজ করে তারা বেঁচে থাকে ঠিকই কিন্তু মূল পেশার কাজ যখন হাতে আসে তখন চেহারায় খেলা করে অন্য রকমের ভাললাগা।

আবদুলের চেহারায় আজ তেমন ভাললাগা খেলা করছিল।

ছেলের মুখ দেখে মাও খুশি। বলল, ভাল, খুব ভাল। তয় কোন গেরামের কাম? কোন বাড়ির?

আমগো গেরামেরঐ। মেন্দাবাড়ির।

কোন মেন্দাবাড়ি?

ঐ তো দেলরা আম্মাগো বাড়ি।

AMARBOI.COM

মা অবাক। ঐ বাইত্তে মোসলমানি করানের পোলা কো?

আবদুল হাসল। আছে।

কেডা?

দেলরা আম্মাগো ঘরে থাকে রাবি আর মতলা, অগো পোলা বাদলা।

হ বুজছি। তয় কামডা কবে?

এইতো রাবি আইয়া কইয়া গেল। শুক্কুরবার বিয়ালে।

অরা টেকা পয়সা দিতে পারবো?

আমিও পয়লা এইডা চিন্তা করছি। রাবিরে কইলাম। হুইন্না কইলো হেইডা চিন্তা কইরেন না। অন্যহানে কাম কইরা যা পান আমার পোলার কামেও হেইডাঐ পাইবেন।

তয় মনে হয় দেলরা দিব টেকাডা।

আমারও মনে অয়। দেলরা আম্মায় দিলে আর কোনও চিন্তা নাই। কাম অওনের লগে লগেঐ টেকা হাতে পামু।

মায়ের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে আবদুল বলল, পাগলনির খবর কী? রাইত ভইরা জাইগ্গা থাকে, দিন ভইরা ঘুম, বাইত থিকা তো দূরের কথা আইজ দুই আড়াইমাস ঘর থিকাঐ বাইর অয় না। এইডা কেমুন পাগলামি মা?

চোখ তুলে ছেলের মুখের দিকে তাকাল মা। খানিক তাকিয়ে থেকে ভাবল, কথাটা কি আবদুলকে সে বলবে! একা একা এই যন্ত্রণা সে আর বুকে চেপে রাখতে পারছে না। তছির তার জীবনও বদলে গেছে। তারও দিন গেছে রাত হয়ে, রাত হয়েছে দিন। হাত পা কান মাথা শরীর সব বাঁধা পড়ে আছে রেয়োইলতলার ঘরে। আবদুলের যে ছেলেটা, বারেক দিনরাত চব্বিশঘণ্টা দাদীর কাছে, সেই বারেকের দিকেও আগের মতো নজর দিতে পারছে না।

এই যন্ত্রণার কারণ কি সে আবদুলকে বলবে?

কিন্তু তছি যদি কোনওমতে টের পায় বা জানতে পারে যে মা তার বড়ছেলেকে কথাটা বলে দিয়েছে তাহলে আর রক্ষা নাই। কাঁথারতলা থেকে দুইহাত বের করে গলা টিপে ধরবে মায়ের, মায়ের দশাও করবে রুস্তম রিকশাআলার মত।

তবু কথাটা আবদুলকে বলা উচিত। এমনভাবে বলবে, এত সাবধানে যেন সে আর আবদুল ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানতে না পারে। ছেলেকে সব খুলে বলতে পারলে মায়ের বুক কিছুটা হলেও হালকা হবে। কিছুটা হলেও বেঁচে যাবে মা।

তছির মা তারপর আবদুলের মতোই ফিসফিস করে বলল, তর লগে আমার একহান কথা আছে। এহেনে কওন যাইবো না। কেঐ য্যান না হোনে এমুন কইরা কওন লাগবো। কোনও নিটাল জাগায় ল।

নিটাল জাগা অহন বাড়ির সবহানেঐ। তোমগো বউ পোলাপান লইয়া ঘরে হুইয়া রইছে। যেহেনে ইচ্ছা বইয়া কথা কইতে পারো।

তছির মা আগের মতোই ফিসফিস করে বলল, তয় যেই মিহি ইচ্ছা ল। এইঘরের সামনে কওন যাইবো না। কোনওভাবে যুদি পাগলনির কানে যায় তয় সব্বনাশ অইয়া যাইবো। অর হাত থিকা আমারে বাচাইতে পারবি না।

মায়ের কথা শুনে আবদুল চিন্তিত হল। কও কী?

AMARBOI.COM

হ।

ছেলের হাত ধরে অনেকটা যেন জোর করেই তাকে নিয়ে বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে চলে এল তছির মা। এদিকটায় বিশাল দুইখানা বড়ইগাছ। বড়ইতলাটা ঝকঝকা তকতকা। বাড়ির পোলাপান খেলা করে বলে আবদুলের বউ যত্ন করে ঝাট দিয়ে রাখে। বড়ইতলার একপাশে কিছু খড়নাড়া কিছু শুকনা ধইনচা (ধনচে) পড়ে আছে। অর্ধেকটা গাছের ছায়ায় অর্ধেকটা রোদে। খড়নাড়ার উপর ছায়ার দিকটায় গিয়ে বসল মা ছেলে। বসেই উৎকণ্ঠিত গলায় আবদুল বলল, কী অইছে মা?

ছেলের কাছে কথাটা বলার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় যে চাপা উত্তেজনা মায়ের মনে ছিল, এতক্ষণে সেইভাব সে চাপা দিয়েছে। এখন ধীর গম্ভীর গলায় বলল, তয় তুই আর আমি ছাড়া কথাটা অন্য কেঐ জানলে, বাজানরে, সব্বনাশ অইয়া যাইবো।

আবদুল অধৈর্যের গলায় বলল, কী অইছে হেইডা কও। আসল কথা না কইয়া এত প্যাচাইল পারতাছো ক্যা?

তর বইনে এক বেডারে মাইরা হালাইছে।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না আবদুল। বলল, কী? কী করছে?

খুন করছে এক বেডারে, খুন।

আবদুলের বুকটা হিম হয়ে গেল। চোত মাসের বিকালের দিককার গরমেও কেমন শীত করে উঠল তার। গলা শুকিয়ে এল। ঢোক গিলে কোনও রকমে বলল, কী কইলা? খুন করছে? আমার বইনে মানুষ খুন করছে?

হ।

কারে, কারে খুন করছে?

কথাটা তুই হোনছচ। ঐ যে দুই আড়াইমাস আগে একদিন ছিন্নগর থিকা আইয়া আমারে কইলি, রোস্তম নামের এক রিকশাআলার লাচ পাওয়া গেছে একহান ছাড়াবাড়ির লগের খালে....।

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবদুল উত্তেজিত গলায় বলল, হ। বেডার গলায় গামছার ফাস আছিলো।

হ ঐ খুনডা তর বইনে করছে।

কও কী তুমি?

হ। সত্যঐ। পাগলনি আমারে বেবাক কইছে।

রোস্তম রিশকাআলারে ও পাইলো কই? অতদূর গেছিলো কেমতে?

রিসকাডা লইয়াইছিল এনামুল। পাগলনিরে দশহান টেকাও দিছিল। পাগলনী চাইছিল মুড়লিভাজা খাইতে। মুড়লি খাওনের লোভ দেহাইয়া কুমতলবে রোস্তম অরে রিসকায় উডাইছিল....।

এবারও মায়ের কথা শেষ করতে দিল না আবদুল। ধরা গলায় বলল, বুজছি বুজছি। আর কওন লাগবো না। কেমতে কী হইছে আমি অহন পানির লাহান বোজতাছি।

যেন নিজের কাছে নিজে বলছে এমন গলায় আবদুল বলল, হায় হায় অহন কী অইবো? থানার পুলিশ দারোগারা তো বেবাক খোজ খবর লইয়া হালাইবো, কেমতে কী

অইছে, কে খুন করছে বেবাক বিচড়াইয়া বাইর কইরা হালাইবো। ধরা পড়লে পাগলনির তো ফাসি অইবো।

হ এই চিন্তায় ঐত্তো মইরা যাইতাছি আমি।

শিশুর মত অস্থির গলায় আবদুল বলল, ওমা, হেদিন থিকাঐ পাগলনি এই ভেক ধরছে? নাইড়া অইয়া গেছে, হারাদিন কেতারতলে পইড়া থাকে, ঘুমায়। ঘর থিকা বাইর অয় না। খায়ও না। রাইত্রে উইট্টা চুপ্পে চুপ্পে বেবাক কাম করে। নায় ধোয়, দিন রাইত্রের ভাত তুমি রাইক্কা দেও হেই ভাতপানি খায়।

হ।

তয় এমুন কইরা ও বাচতে পারবো?

কেমতে কমু বাজান?

দুইদিন আগে আর পরে পুলিশ দারোগারা বিচড়াইয়া বাইর করবোঐ ওদিন রিসকা লইয়া কোন গেরামে আইছিলো রোস্তম। কারে নামাইয়া কারে উডাইছিলো রিসকায়। কেমতে কী অইছে বেবাক বাইর কইরা হালাইবো।

হ আমিও এই ডরঐ ডরাইতাছি।

একটু থেমে বলল, তয় এতডি দিন অইয়া গেল অহনতরি তো কিচ্ছু অইলো না বাজান। পুলিশ দারোগারা ভুইল্লা যায় নাই তো ঘটনাডা?

আরে না। পাগল অইছো তুমি। খুনের মামলা পুলিশ দারোগারা কোনওদিন ভোলে না। বারো বচ্ছর পর অইলেও বিচড়াইয়া ঠিকঐ বাইর করবো।

এবার তছির মা একেবারে ভেঙে পড়ল। তয় অর বাচন নাই বাজান? পুলিশ দারোগার হাত থিকা, ফাসির দড়ি থিকা অর বাচন নাই?

আবদুল ভাঙাচোরা গলায় বলল, আল্লাহ ছাড়া কেঐ কইতে পারবো না। অরে অহন বাচানের মালিক আল্লায়।

নাকি অরে বাইত থিকা কোনওহানে সরায় দিবি বাজান? অন্য কোনওহানে গিয়া পলাই থাকুক।

কই সরাই দিবা? কই পলাই থাকবো?

তগ জ্ঞাতিগুষ্ঠির কাছে। রানাইদ্যা।

না, জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা নানান পদের চিন্তা ভাবনা করবো। কীর লেইগা পাগলনিরে আমরা ঐ গেরামে পাডাইছি এই হগল লইয়া প্যাচাইল পোচাইল পাইড়া আরও ভেজাল লাগাই দিব। আর পুলিশ দারোগারা আইয়া যুদি অরে বাইত্তে বিচড়াইয়া না পায় তয় পয়লাঐ যাইবো রানাইদ্যা।

ক্যা?

পুলিশ দারোগারা জানে রানাইদ্যায় আমগো বংশের মানুষ বেশি। পাগলনিরে আমরা ঐ গেরামেঐ হামলাইয়া রাকছি।

হ ঠিকঐ কইছচ বাজান। তয় সুবইদ্দা (সুভাইড্ডা) লইয়া যা। শইপ্পার (শফির) হৌর বাইত্তে থুইয়া আয়।

শইপ্পা অরে রাকতে রাজি অইবো না।

ক্যা?

AMARBOI.COM

ও থাকে ঘরজামাই। হেই বাইত্তে নিজের বইনরে নিয়া রাখবো কেমতে?

হ কথা ঠিক। তয় কি কুগইট্টা রাইক্কাবি? অজুফার জামাই বাইত্তে?

আবদুল অসহায় গলায় বলল, এই বইশশা পাগল মাইয়া কেঐ কাঐর বাইত্তে রাকতে চাইবো, কও। আমরা অইলে চাইতাম?

না চাইতাম না। তয় শইপ্পা তর ভাই, অজুফা তর বইন। পাগলনি অউক আর যাই অউক, বিপদে পড়া বইনরে অরা জাগা দিবো না?

না মা দিবো না। তোমার ওই দুইডা পোলা মাইয়া বহুত স্বার্থবাজ। নিজেরডা ছাড়া কিচ্ছু বোজে না।

মা কেঁদে ফেলল। তয় কি আমার মাইয়াডা বাচবো না? জেল ফাসিতে যাইবো?

একথায় আবদুলেরও চোখ ভরে পানি এল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের পানি সামলাতে লাগল সে। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় বলল, ওমা, আমরা যে এত চিন্তা করতাছি পাগলনিরে লইয়া, আমরা যুদি কোনও ব্যবস্থা করিও, কোনওহানে অরে পাডাইতে চাই, ও তো যাইবো না। চিইক্কইর বাইক্কইর পাইড়া বেবাক আন্দার কইরা হালাইবো।

মা হাহাকার করে উঠল। না বাজান না, তছি অমুন করবো না।

কেমতে বোজলা?

ও ভাল অইয়া গেছে বাজান, একদোম ভাল অইয়া গেছে।

এই অবস্থায়ও আবদুল খুবই অবাক হল। কী কইলা? ভাল অইয়া গেছে?

হ বাজান। ও অহন আর পাগল না। এর মইদ্যে একদিন, বানেছার যেদিন মাইয়া অইলো, হেদিন আমার লগে বহুত কথা কইলো। এত ভাল কথা কোনও পাগলে কয় না বাজান। ও একদোম ভাল অইয়া গেছে।

আবদুল কাতর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। না মা, তুমি বোজো নাই। ভাল ও অয় নাই। এইডা অর আরেক রকমের পাগলামি। যুদি ভাল অইতো তয় এমতে ও থাকতো না। দিনরে রাইত কইরা, রাইতরে দিন, নাইড়া মাথা, কেতারতল, না মা, এইডা ভালর লক্ষণ না। এইডা আরও বড় পাগলামি। মানুষ খুন কইরা ও বদ্ধপাগল হইয়া গেছে।

হ ঠিক কথাই কইছচ। আসলে এইডা আরও বড় পাগলামি।

একটু থেমে হাহাকারের গলায় তছির মা বলল, আহা রে, আহা। কী পোড়া কপাল মাইয়াডার আমার। জন্ম থিকা পাগল। যুদি পাগল না অইয়া ভাল অইতো তয় অজুফার লাহান অরও বিয়াশাদি অইতো, জামাই সংসার পোলাপান অইতো। জীবনডা মাইনষের জীবন অইতো। হেইডা তো অইলোঐ না, মইদ্যে থিকা ও অইলো খুনী। মানুষ খুন করলো। জীবনডা যেমতে কাটতে ছিল কাটতো, অহন যে যাইবো জেল ফাসিতে! গলায় ফাসের দড়ি লইয়া যে মরবো! আহা রে আহা, আল্লা মাবুদে ক্যান অর জীবনডা এমুন করলো? জন্ম থিকা যে পাগল হে তো কোনও গুনা করতে পারে না। তয় অরে জীবনডা ভর এমুন শাস্তি আল্লায় ক্যান দিলো? কোন গুনার শাস্তি এইডা?

মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মায়ের পাশে বসা আবদুলও তখন নিঃশব্দে কাঁদছিল।

AMARBOI.COM

শোয়াব উল ঈমান নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে কাবাগৃহের আদি ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে বলা হইয়াছে, হযরত আদম আলাইহেওয়াসাল্লাম ও বিবি হাওয়া যখন বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নির্বাসিত হইলেন, তখন আদম আলাইহেওয়াসাল্লাম সারণদ্বীপে, অনেকের মতে বর্তমানে যাহা লঙ্কা, শ্রীলঙ্কা আর বিবি হাওয়া আরব দেশে পতিত হইলেন। প্রায় একশত বৎসর উভয়ে এইভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেন। অতঃপর, অনেক সাধনার পর হযরত আদম আলাইহেওয়াসাল্লাম আরব দেশে আসিয়া বিবি হাওয়ার সহিত মিলিত হইলেন। তখন হযরত আদম আলাইহেওয়াসাল্লাম কৃতজ্ঞতাভরে আল্লাহতায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ, পাকপরোয়ারদিগার! বেহেশতে অবস্থান কালে বায়তুল মামুর নামক যে মসজিদে ফেরেশতাগণের সহিত আমি নিত্য তোমার ইবাদত করিতাম সেই রকম একটি মসজিদ তুমি আমাকে দান করো, যাহাতে দুনিয়াতেও আমরা তোমার গুণগান করিতে পারি। আদম আলাইহেওয়াসাল্লামের এই প্রার্থনা আল্লাহপাক কবুল করিলেন। তখন সেই বেহেশতী বায়তুল মামুরের একটি প্রতিকৃতি দুনিয়াতে নামিয়া আসিল। হযরত আদম সন্তুষ্টচিত্তে সেইখানে ইবাদত বন্দেগী করিতে লাগিলেন। ইহাই হইতেছে কাবাগৃহ। একটি বেহেশতী ঝর্নাও সেইখানে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ঝর্নাই পবিত্র যমযম।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনামিয়া ফিসফিস করে বলল, সোবহানাল্লাহ, সোবহানাল্লাহ।

জুমার নামাজের অনেক আগেই আজ খাইগো বাড়ির মসজিদে চলে আসছে সোনামিয়া। অনেকদিন ধরেই মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের মুরিদ হয়েছে সে। যখন তখন হুজুরের এখানে এসে বসে থাকে। হুজুরের কথা শোনে। ধর্মের কত কিছু যে জানেন হুজুর। যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করলে কোরান হাদীস থেকে বয়ান করে যান। কথা বলার ভঙ্গিটা কী সুন্দর! শুনলে শুধু শুনতেই ইচ্ছা করে।

আজ মসজিদে এসে সোনামিয়া দেখে তখনও নামাজীরা কেউ আসেনি। হুজুর একাকি চুপচাপ বসে আছেন মসজিদের বারান্দায়। যেন গভীর করে ভাবছেন কিছু। সোনামিয়াকে দেখে মৃদু হাসলেন। আসেন বাবা, আসেন।

তারপর কথায় কথায় সোনামিয়া জানতে চেয়েছিল দুনিয়ার প্রথম মসজিদের কথা। হুজুর এতক্ষণ ধরে সে কথাই বলছিলেন। হয়তো আরও অনেক কথাই বলতেন, তার আগেই আজানের সময় হয়ে গেছে। নামাজীরা আসতে শুরু করেছে।

AMARBOI.COM

নামাজ শেষ হওয়ার বেশ খানিক পর মসজিদ থেকে বেরিয়েছেন মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব। তখনও সোনামিয়া আছে, অন্য সবাই যে যার মতো চলে গেছে। সোনামিয়াকে কিছু একটা বলতে যাবেন তিনি, দেখেন মসজিদের বারান্দার দক্ষিণ কোণের দিকে ঘোমটা ঘামটা দিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। সঙ্গে দশ এগারো বছরের একটি ছেলে। মা ছেলে কাউকেই তিনি চিনতে পারলেন না।

চিনল সোনামিয়া। বলল, কীরে বাদলা, কীর লেইগা আইছচ?

বাদলা তার স্বভাব মতন চটপটা গলায় বলল, আমি আহি নাই। মায় আমারে লইয়াইছে।

কীর লেইগা?

হেইডা মারেঐ জিগান।

সোনামিয়া রাবির দিকে তাকাল। কীর লেইগা আইছো কও।

ঘোমটায় মুখ ঢাকা রাবি বলল, আইছি হুজুরের কাছে।

এবার মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব নরম মায়াবি গলায় বললেন, কী জন্য আসছেন মা, বলেন।

আমার পোলাডার আইজ বিয়ালে মোসলমানি করামু। এর লেইগা আপনের কাছে লইয়াইছি। অরে আপনে ইট্টু দোয়া কইরা দেন হুজুর। কামডা য্যান ভাল মতন অয়। ও য্যান দুঃক্কু মুক্কু না পায়।

আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে।

বলেই ধীর পায়ে বাদলার কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। বাদলার মাথায় হাত রেখে বললেন, আল্লাহপাক তাঁর রহমতের সব দরজা তোমার জন্য খুলে দেবেন বাবা। কোনও ভয় নেই। ইনসাল্লাহ ভালোয় ভালোয় সব কাজ হয়ে যাবে।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের আচরণে এতটাই মুগ্ধ হল রাবি, বাদলাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ঐ বাদলা, ছেলাম কর হুজুররে। ভাল কইরা ছেলাম কর।

বাদলা নত হয়ে পায়ে হাত দিল মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের। বাদলার পর রাবিও করল কাজটা। তারপর দ্রুত পায়ে দক্ষিণ দিককার আমগাছগুলির গা ছুঁয়ে নেমে যাওয়া পথ ধরে মাঠের দিকে নেমে গেল।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তখন সোনামিয়ার দিকে তাকিয়েছেন। মুসলমানী বা সুন্নতে খৎনার ইতিহাসটা আপনি জানেন বাবা?

সোনামিয়া বলল, না হুজুর। জানি না। কেমতে জানুম কন? আপনে তো কন নাই।

এখন কি শোনার সময় হবে আপনার?

ক্যান অইবো না?

দুপুর হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে ভাত খাবেন না?

আমার অহনতরি খিদা লাগে নাই হুজুর। আরও ঘণ্টাহানি পর বাইত্তে গিয়া খামুনে।

তারপর হাসিমুখে বলল, আপনের লাগে নাই?

না বাবা।

ভাত দিয়া গেছে?

AMARBOI.COM

জ্বী দিয়ে গেছে।

আইজ কোন বাইত থিকা দিল?

কাজীবাড়ি থেকে।

কী খাইবেন জিগাই গেছিলো?

জ্বী সকালবেলা এসে জানতে চেয়েছিল কী মাছ খাব। নাকি মুরগি রান্না করবে। এই কথাটা বলতে আমার কোনওদিনও ভাল লাগে না বাবা। গ্রামের এককেবাড়ি থেকে এককেদিন আমার খাবার দিচ্ছেন আপনারা, বেতনটা দিচ্ছে মসজিদ কমিটি। সবকিছু অতি সুন্দরভাবে চলছে। কিন্তু মানুষগুলো আপনাদের গ্রামের এতভাল, যে বাড়ি থেকে যেদিন তিনবেলার খাবার পাঠাবার কথা সেই বাড়ি থেকে সেদিন কিংবা আগের দিন রাতে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে কোন বেলায় কী খাব। আমি বলি আপনারা যা খাবেন তাই দিয়ে যাবেন বাবা। আমার জন্য বিশেষ কিছু করতে হবে না। কিন্তু তারা শোনে না। জোরাজোরি করে। কাজীবাড়ির লোকেরাও তাই করেছে। শেষপর্যন্ত আমি বলেছি যে কোনও মাছ হলেই হবে। তারা মাছই পাঠিয়েছেন।

তয় আপনে খাইয়া লন হুজুর। আমি বহি। তারবাদে মোছলাডা (মাছলা মাছায়েল) হুইন্না বাইত্তে যাই।

না আমারও এখনও ক্ষুধা লাগেনি।

তয় লন মজ্জিদের ভিতরেঐ বহি হুজুর। ভিতরডা ঠাণ্ডা।

চলুন।

দুইজন মানুষ আবার ঢুকেছে মসজিদে। খোলা দরজা বরাবর বসেছে। বসেই নিমীলিত চোখে, পরিষ্কার মায়াবি গলায় মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বলতে শুরু করেছেন মোসলমানি বা সুন্নতে খৎনার কথা। আল হোরায়রা রাদিআল্লাহুআনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম বয়ান করিয়াছিলেন, আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহেওয়াসাল্লাম নিজহস্তে নিজের খৎনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আশি বৎসর। খৎনা করিলেন নিজহস্তের কুঠারের সাহায্যে।

এইটুকু শুনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল সোনামিয়া। আপনমনে ফিসফিস করে বলল, সোবানাল্লাহ, সোবানাল্লাহ।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তা খেয়াল করলেন না। আগের মতনই বলতে লাগলেন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহেওয়াসাল্লামের পূর্বে খৎনা করিবার নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম তিনিই খৎনা করিবার জন্য পরোয়ারদিগারের আদিষ্ট হন। যখন আল্লাহপাকের এই আদেশ তিনি উপলব্ধি করিলেন তখন তাঁহার বয়স আশি বৎসর। তিনি আল্লাহপাকের আদেশ পালনে এতই অনুগত ও উদগ্রীব রহিয়াছিলেন যে আশি বৎসর বয়সেই খৎনার মতো কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য অতি তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করিলেন। আল্লাহপাকের আদেশ প্রাপ্তির সময় তাঁহার কাছে কাঠ কাটিবার একখানা কুঠার ছিল। অন্যকোনও অস্ত্র ছিল না। আল্লাহপাকের আদেশ পালনে বিলম্ব হবে এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ কুঠারের সাহায্যেই নিজের হাতে নিজের খৎনাকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সোনামিয়া আবার বলল, সোবানাল্লাহ, সোবানাল্লাহ।

AMARBOI.COM

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বললেন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহেওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আপনাকে আমি বলব বাবা। আস্তে আস্তে বলব। তাঁর কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম বহু কিছু পেয়েছে।

আইচ্ছা হুজুর, আইচ্ছা কইয়েন।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তাহলে আপাতত...

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই যতটা দ্রুত সম্ভব উঠে দাঁড়াল সোনামিয়া। বিনীত গলায় বলল, জী হুজুর, জী। আপনে খাওয়া দাওয়া করেন। আমিও বাইত্তে যাই।

মসজিদের দক্ষিণ দিককার আমগাছি বসে একটা কাক ক্লান্ত গলায় কা কা করছিল।

কী রে আবদুল, কী চিন্তা করচ?

দেলোয়ারাদের পালানের এক কোণে বসে পাতলা সাদা এক টুকরা কাপড় মোমের আগুনে পুড়ে ছাই করছে আবদুল। তার সামনে জলচৌকি আর পিঁড়ি। আবদুল বসে আছে পিঁড়িতে। জলচোকি আর পিঁড়ির মাঝখানে তাজা এক টুকুরা কলাপাতা। একপাশে জ্বলছে চারভাগের তিনভাগ পুড়ে শেষ হওয়া চিকন একখান মোম। মোমের আগুনে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পাতলা কাপড়ের টুকরাটা ধরে রেখেছে আবদুল। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে টুকরা তবু খেয়াল করছে না। যদিও ছাইটাই সে কলাপাতায় জমিয়ে রাখবে, ছাইটাই তার দরকার। অন্যদিকে চিকন এক টুকরা পাতলা কাপড়ও দরকার। সেটা সে আগেই যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

কিন্তু মুসলমানির কাজে এসে আজ এমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে কেন আবদুল?

অদূরে দাঁড়িয়ে আবদুলের কাজ দেখছিল মোতালেব। মোমের আগুনে কাপড়ের টুকরা পোড়ানো দেখতে দেখতে তার অন্যমনস্কতাও দেখে ফেলল। দেখেই প্রশ্নটা করল।

মোতালেবের কথায় আবদুল একটু চমকাল, তারপর ম্লান হাসল। না কী চিন্তা করুম!

হ কী জানি চিন্তা করচ। তোর মোক দেইক্কা বোজতাছি।

না কিছু চিন্তা করি না।

করিচ না। এই হগল কামের সমায় অন্যচিন্তা করলে বিপদ ঘইট্টা যাইবো। বেশি কাইট্টা কুইট্টা হালাইলে পোলাডা মরবো। তারবাদে যুদি পোলার মা বাপে থানায় গিয়া কয় তর লেইগা তাগো পোলা মরছে, তর নামে কেস অইয়া যাইবো। থানার দারোগা পুলিশ আইয়া ধইরা লইয়া যাইবো তরে, জেল ফাসি অইয়া যাইবো। কারণ এইডাও এক রকমের খুন।

শুনে সেদিন মায়ের মুখে রুস্তম রিকশাআলার খুনের কথা শুনে প্রথমেই যেমন বুক হিম হয়েছিল আবদুলের এখনও তেমন হল। আসলে তছির কথা ভেবেই অন্যমনস্ক হয়েছিল সে। সেদিনের পর থেকে মনটা ভাল নাই। যখন তখন মনে পড়ে তার বোন একজন লোককে খুন করেছে। যখন তখন সেই খুনের জের ধরে পুলিশ আসবে বাড়িতে। কাঁথার আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাগল বোনটাকে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর জেল, ফাঁসি।

এখন মোতালেবের কথা শুনে মনে হল ঠিক কথাই বলছে মোতালেব। এক খুনের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে থাকা আবদুল যদি মুসলমানি করতে গিয়ে পরিমাণের চেয়ে বেশি কেটে ফেলে বাদলার অঙ্গ তাহলে তো সেও হয়ে গেল বোনের মত আরেক খুনি। বোনটা না হয় পাগল, পাগলে কী না করে, আবদুল তো পাগল না। আবদুল সুস্থ মাথার ধীর স্থির মানুষ।

আবদুল তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। না, এরকম অন্যমনস্ক থেকে কাজটা সে করতে পারে না। তাছাড়া এটা হচ্ছে ধর্মের কাজ। দুনিয়াদারির দারোগা পুলিশের চেয়েও বড় একজন দারোগা পুলিশ বসে আছেন সাত আসমানের উপর। সবদিকে চোখ তার। ধর্মের কাজে কেউ গাফিলতি করছে দেখলে সেই মানুষের উপর গজব নাজেল করবেন। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করবেন সেই মানুষকে।

না না এমন কাজ আবদুল করতে পারে না। তার মনে যা আছে তা মনেই থাকুক। যে পবিত্র কাজে সে এসেছে সেই কাজ সুন্দরভাবে শেষ হোক।

আবদুল দৃঢ় গলায় বলল, সব ঠিক আছে। কোনও চিন্তা কইরেন না মোতালেব কাকা।

শুনে খুশি হল মোতালেব। তয় আনুম বাদলারে?

হ আনেন।

তুই রেডি?

হ একদোম রেডি।

বাড়ির পোলাপানরা এইদিকে আজ বিকালে কেউ ভিড়তে পারছে না মোতালেবের ভয়ে। বাড়িতে আগেই মোতালেব রাষ্ট্র করে দিয়েছে, এদিকটায় যেন কেউ না আসে। মুসলমানির কাজ পোলাপানদের দেখা উচিত না। কাজটা ভয়ের। যে কেউ ভয় পেতে পারে। সুতরাং যে যার পোলাপান আগলে রাখার চেষ্টা করছে।

তারপরও ঘর দুয়ারের আনাচ কানাচ থেকে উঁকি মারছে কেউ কেউ। বাড়ির বউঝিরাও কেউ কেউ করছে কাজটা। যেই মোতালেব তাদের দিকে তাকাচ্ছে অমনি চট করে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে আড়ালে।

রাবি এতক্ষণ ছিল নিমতলার চুলার পারে। খাজুইরা মিঠাই নাড়কেল দুধ আর ঢেঁকিছাটা চিকন চাউল দিয়ে ক্ষির রেঁধেছে। দেলোয়ারাও ছিলেন তার সঙ্গে। বাড়িতে মুসলমানি হলে নানান পদের নাড়ু আসে আত্মীয় বাড়ি থেকে। রাবির তো আর তেমন কোনও আত্মীয় স্বজন নাই। নাড়ু নিয়ে আসবে কে! এজন্য দেলোয়ারা নিজেই আজ প্রায় সারাদিন বসে বাদলার জন্য তিল মুড়ি কাউন আর নাড়কেলের নাড়ু বানিয়েছেন। খানিক আগে হাতের কাজ শেষ করে নাড়ু মোয়া নিয়ে ঢুকেছেন বড়ঘরে। রাবিও তার ক্ষিরের

AMARBOI.COM

হাড়ি নিয়ে গেছে। দুইজনেই তারা এখন বড়ঘরে ওইসব জিনিসের তদারক করছে। বারান্দার চৌকিতে বসে আছে মতলা। তার সামনে নতুন লুঙ্গি আর নতুন সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা বাদলা দাঁড়িয়ে। ডর ভয় কিচ্ছু যেন নাই ছেলেটির। অতি উৎসাহে মুসলমানির জন্য অপেক্ষা করছে।

এসময় মোতালেব এসে ঢুকল ঘরে। ল রে বাদলা।

বাদলা উৎসাহি গলায় বলল, লন।

খাটালে বসা দেলোয়ারা বললেন, ঐ রাবি, তুই এইমিহি থাকিচ না। তুই বাইর বাড়ি মিহি যা গা। মোসলমানি হওনের পর আমি তরে ডাক দিমু নে।

কেন দেলোয়ারা তাকে চলে যেতে বলছেন বুঝতে পারল না রাবি। বলল, ক্যা, পোলার মোসলমানির সামনে আমি থাকুম না?

না। মোসলমানির সমায় দুক্কু পাইয়া পোলায় যহন কানবো হেই কান্দনডা তর অন্তরে গিয়া লাগবো। হেই কান্দনডা মা বাপের হোনন উচিত না।

কথাটা মোতালেবও বলল, হ। বুজি ঠিকঐ কইছে। তুই আর মতলা বাইর বাড়ি মিহি যা গা।

মতলা বলল, না আমার যাওনের কাম নাই। আমি আপনের লগেঐ থাকুম নে।

ক্যা?

আপনে একলা তো পাও দুইহান ফাক কইরা ধরবেন। আমি পিছে থিকা চক্কু ধইরা রাখুম নে।

ডর করবো না তর?

না, কীয়ের ডর? আর যুদি ডর করে তয় চক্কু বুইজ্জা থাকুম।

মতলার কাঁধে চাপড় দিল মোতালেব। এমতে ম্যারা অইলে কী অইবো, তর তো বেডা সাহস আছে। ল।

বাদলাকে নিয়ে তিনজন মানুষ ঘর থেকে বেরুল। বাদলাকে বেরুতে দেখে রাবি দ্রুত পায়ে চলে গেল বারবাড়ির দিকে।

পালানে এসে বাদলাকে কোলে নিয়ে আবদুলের জলচৌকিতে বসল মোতালেব। বাদলার লুঙ্গি তুলে দুই ঠ্যাঙের ফাঁক দিয়ে দুইহাত ঢুকিয়ে এত শক্ত করে ধরল বাদলাকে, ছেলের নড়াচড়ার শক্তি রইল না।

মতলা দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে। আবদুল জেনে গেছে ছেলের চোখ ধরবে বাপ। সে মতলাকে ইশারা করল চোখ ধরতে। মোতালেবের ঘাড়ের দুইপাশ দিয়ে দুইহাত এনে বাদলার চোখ চেপে ধরল সে।

মোতালেব তখন ছেলে ভুলানো কথা বলছে বাদলার সঙ্গে। ঐ বাদলা, তর মনে আছে হেদিন গোরস্থানের পুকঐরে কী মাছ পাইছিলাম আমরা?

বাদলা বলল, হ মনে আছে।

ক তো।

কই পাইছিলাম আষ্টহান, দুইহান গজার টাকি, আর...

কথা শেষ করবার আগে বাদলা টের পেল তার পেচ্ছাবের জায়গার মাথার দিককার চামড়া টেনে ধরেছে আবদুল। কিন্তু সে কোনও ব্যথা পাচ্ছে না। এজন্য ব্যাপারটা সে

AMARBOI.COM

পাত্তা দিল না। মোতালেবের কথার রেশ ধরে বলল, বিরাট বিরাট রয়না পাইছিলাম ছয়হান....

ঠিক তখনই বাঁশের চোঁচ দিয়ে ঘ্যাচ করে আবদুলের কাজটা আবদুল সেরে ফেলল। বাদলা উঃ করে সামান্য একটু শব্দ করল।

মোতালেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ব্যাপারটা। তার পিছনে দাঁড়ানো মতলাও দেখছে।

কাটাকাটির কাজ সেরে কাপড় পোড়া ছাই জায়গা মতো লাগাতেই বাদলা মোচড় দিয়ে উঠল। উহু রে উহু রে। জ্বলতাছে, জ্বলতাছে।

মোতালেব বলল, কাম অইয়া গেছে। অহন ইট্টু জ্বলবোঐ।

ছাইটা জায়গা মতন লাগাবার পর আবদুল তখন যে পাতলা কাপড়ের টুকরা রেখে দিয়েছিল সেটা দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দিচ্ছে বাদলার। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, কাজ শেষ হয়ে গেল। আবদুল হাসিমুখে বলল, যান, অহন ঘরে লইয়া যান।

ওই অবস্থায়ই বাদলাকে ঘরে নিয়ে এল মোতালেব। এনে বারান্দার চৌকিতে শোয়াইয়া দিল। বাদলার সামনে তখন অনেক লোক। দেলোয়ারা মতলা মোতালেবের বউ। বারবাড়ির দিক থেকে পাগলের মত ছুটে এল রাবি। এসে ছেলের উপর প্রায় ঝাপিয়ে পড়ল। দুক্কু পাইছো বাজান? এঁ্যা, দুক্কু পাইছো?

যেন বিশাল একখান গর্বের কাজ শেষ করেছে বাদলা এমন গলায় হাসিমুখে বলল, আরে না। ইট্টুও দুক্কু পাই নাই। খালি একহান পিঁপড়ার কামড়ের লাহান। ইট্টুহানি জ্বলছে।

বড় একখান মুড়ির মোয়া বাদলার হাতে ধরিয়ে দিলেন দেলোয়ারা। ভাল অইছে। অহন মোয়া খা।

মোতালেব ততোক্ষণে আয়েশ করে বসেছে বাদলার পাশে। মুখে পরিতৃপ্তির ভাব। রাবির দিকে তাকিয়ে খুবই আন্তরিক গলায় বলল, দে রে রাবি, ক্ষির দে। ইট্টু বেশি কইরা দেইচ। কাম শেষ অইছে, অহন আরাম কইরা ক্ষিরডা খাই।

গাবদা গোবদা একটা রেকাবিতে মোতালেবকে বেশ খানিকটা ক্ষির এনে দিল রাবি। রেকাবিটা হাতে ধরে খেতে শুরু করল মোতালেব। খেতে খেতে বাদলার দিকে তাকাল। তর মোসলমানি দেইক্কা আইজ অন্য একহান ঘটনার কথা মনে পড়ল।

মুড়ির মোয়ায় কামড় দিয়ে বাদলা বলল, কী?

আমগোবাড়ির একজন মানুষ কইলাম নিজের মোসলমানি নিজেঐ কইরালাইছিল।

শুনে বাদলা তো অবাক হলই, রাবি মতলা আর বাদলাকে দেখতে আসা বাড়ির অন্যান্য পোলাপানও অবাক। কেউ কোনও কথা বলবার আগেই খাটালের পালঙ্কে বসা দেলোয়ারা হাসলেন। হ হাবজা দাদায়।

বারান্দা থেকে মোতালেবও হাসল। আপনের তাইলে মনে আছে বুজি?

দেলোয়ারা বললেন, থাকবো না? এমুন একহান ঘটনা কেঐ ভোলতে পারে?

বাদলা বলল, ক্যা, এমুন কাম হেয় কীর লেইগা করছিল?

বাদলার আচরণে বোঝাই যাচ্ছে না খানিক আগে মুসলমানি হয়েছে তার। মুড়ির মোয়া খেতে খেতে কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে যেন কিছুই হয়নি। যেন নিত্যদিনের মতো স্বাভাবিক আছে সে, সেভাবেই কথা বলছে।

AMARBOI.COM

এক খাবলা ক্ষির মুখে দিয়ে মোতালেব বলল, বাপ চাচাগো উপরে রাগ কইরা। কন কী?

হ। বারো চৌদ্দ বচ্ছর বস্ হইয়া গেছে তার কেঐ মোসলমানি করায় না। ওইদিকে তার থিকা বস্সে ছোড ফুবাতো ভাই মন্নাফদাদা দলিলদাদা তাগো বেবাকতের মোসলমানি অইয়া গেছে, এর লেইগা একদিন রাগ কইরা সন্ধ্যার পর পর তাগো পুবের ঘরের কেফিনে বইয়া বেলেড দিয়া নিজের মোসলমানি নিজেঐ কইরালাইছে। আমার বাপ চাচাগো এক ফুবু থাকতো ঐঘরে, তারে বেবাকতে কইতো হাইজ্যা বুড়ি, হাবজা দাদায় নিজের মোসলমানি নিজে কইরা হাইজ্যা বুড়ির একহান কাপোড় দিয়া জাগাডা চাইপপা ধইরা রাখছিল। রক্তে হেই কাপোড় ভিজ্জা গেছিলো।

বাদলা গভীর আগ্রহের গলায় বলল, তারবাদে?

ক্ষির প্রায় শেষ করে মোতালেব বলল, তারবাদে আর কী? বাইত্তে চিকরাচিকরি পইড়া গেল। দুই চাইরদিন পর আবার সব ঠিকঠাকও অইয়া গেল।

খাটাল থেকে দেলোয়ারা বললেন, আমগো বাড়ির পোলাপানের মইদ্যে হাবজা দাদায় অইলো সবার বড়। হের যহন যা মন চাইতো করতো। কেঐর কথা হোনতো না। হারাদিন খালি ঘুড়ুর ঘুড়ুর করতো। এইডা বানায়, ওইডা বানায়। এই করতে করতে মিস্তিরি অইয়া গেল। এমুন নামকরা বাপের বড়পোলা, অইলো কাঠ মিস্তিরি!

দেলোয়ারার কথা শুনে কেউ আর কোনও কথা বলল না।

ওদিকে কলাপাতায় জড়িয়ে বাদলার শরীরের সেই অংশটুকু পায়খানা ঘরের ওদিককার ঝোঁপ জঙ্গলে তখন ফেলে দিচ্ছিল আবদুল। আর মনে মনে কাজটি ভালভাবে শেষ করবার জন্য আল্লাহপাকের দরবারে শোকরগুজার করছিল।

AMARBOI.COM

তুমি খাইবা না?

চোখ তুলে আলফুর দিকে একবার তাকাল কুন্তি। তারপর মাথা নিচু করে বলল, পরে খামুনে।

মুখের ভাত গিলে আলফু বলল, পরে কুনসুম?

আপনে খাইয়া গেলে।

ক্যা?

এমতেঐ।

আগে তো আমার লগে বইয়াঐ খাইতা। কয়দিন ধইরা দেকতাছি লগে বইয়া খাও না। আমারে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া তারবাদে খাও।

হ।

কীর লেইগা?

অমতে খাইতেঐ ভাল্লাগে।

আলফু কুট্টির দিকে তাকাল। কুপির আলোয় কুট্টির মুখখান পাকা ডালিমের মতন লজ্জারাঙা দেখাচ্ছে। দেখে ভাল লাগল আলফুর। বলল, আমি বুজছি।

কী বোজছেন কন তো!

স্বামীর খাওনের পর বউরা যেমতে খায় তুমি কয়দিন ধইরা ওমতে খাও।

লগে লগে আলফুকে সাবধান করল কুট্টি। ঠোঁটে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, আস্তে কথা কন। বুজানে কইলাম জাগনা।

আমার মনে হয় না জাগনা। জাগনা থাকলে আওজ পাইতাম না?

আওজ নাও করতে পারে। বুড়ি বহুত ট্যাটনা। এই বয়সেও কানে ভাল হোনে। আপনেরে খাইতে দিয়া কী কথা কই আমি, চুপ কইরা হেই কথা হোনে। মাঝে মাঝে আমারে আবার জিগায় আলফুর লগে কীয়ের এত কথা কচ।

তহন তুমি কী কও?

আমি চেইত্তা যাই। কী কমু? আলফু আমার ভাতার নি যে হের লগে আমি রঙ্গরসের কথা কমু! আমারে চেততে দেকলে ডরায় যায় বড়বুজানে। মনে করে চেইত্তা থাকলে আমি হের কাম কাইজ করুম না। হাইগ্গা মুইত্তা বিছনা নাশ করবো, ধুমু পাকলামু না।

থালে ভাত তরকারি মাখতে মাখতে হাসল আলফু। অহন যে তুমি এত জোরে কথা কইতাছো এইডা হোনতাছে না বড়বুজানে?

আলফুকে হাসতে দেখে কুট্টিও হাসল। তারপর গলা নিচু করে বলল, আমারও মনে অয় জাগনা নাই বুজানে। ঘুমাইয়া পড়ছে। কোনও কোনওদিন খাওনের লগে লগেঐ ঘুমাইয়া যায়।

আইজ ঘুমাইছে নি দেখবা?

ক্যা?

হেয় ঘুমাইয়া পড়লে নিশ্চিন্ত মনে তোমার লগে কথা কইতাম।

কী কথা?

অনেক কথা আছে। হেদিনের পর থিকা কইতে চাই, কওয়াই হয় না।

একথা শুনে কুট্টির মন উত্তেজনায় ভরে গেল। শরীরের পরতে পরতে আচমকাই লাগল আশ্চর্য এক শিহরণ। মনে মনে সে বলল, হেদিন না, আমি তো তার অনেকদিন আগে থিকাঐ অনেক কথা আপনেরে কইতে চাই। কইতে পারি না। শরম করে।

মনের শরম এখন কুট্টির চোখেমুখেও ছিল। তবু আলফুর কথা মত উঠল সে। পাটাতনে যেন শব্দ না হয় এমন পা টিপে টিপে খাটালের পালঙ্কের কাছে গিয়েই ফিরে এল। নিজের পিঁড়িতে বসতে বসতে হাসিমুখে বলল, বুজান ঘুমাইয়া গেছে। ব্যাভোর (বেঘোর) ঘুমে অহন।

আলফু হাপ ছাড়ল। তয় নিশ্চিন্ত মনে কই।

কন।

আমি যে দ্যাশে গেলাম না এইডা লইয়া দিহি তুমি আর কোনও কথা কইলা না?

AMARBOI.COM

কী কমু?

তুমি ব্যাজার অইছো না খুশি?

আপনের কী মনে অয়?

মনে অয় খুশি অইছো।

হ। বহুত খুশি অইছি।

আলফুর পাতে একটু ভাত তুলে দিল কুট্টি, গজার মাছের সালুন তুলে দিল।

আলফু হাত তুলে বলল, আর দিও না। খাইতে পারুম না।

পারবেন। এতবড় জ্বর থিকা উটছেন, কয়দিন ঠিক লাহান না খাইলে শইল ভাল অইবো না।

শইল ভাল অইয়া গেছে। পুরাপুরি ভাল। তুমি যেমতে আদর যত্ন করছো, অত আদর যত্নের পর শইল ভাল না অইয়া পারে।

তারবাদেও তো দ্যাশে যাইতে চাইলেন। কইলেন মাসেকহানি জিরাইয়া আইবেন।

আলফু আচমকা বলল, কোন জিরান জিরাইতে চাইছিলাম তুমি বোজো নাই?

শুনে লজ্জায় মরে গেল কুট্টি। শরীরের ভিতর কেমন করতে লাগল তার। সে কোনও কথা বলল না।

আলফু বলল, আমি জানি তুমি আমার কথা বোজছো। বোজবা না ক্যা? তুমি তো ডাঙ্গর মাইয়া। বিয়াও অইছিলো। না বোজনের কথা না। তয় বুইজ্জা থাকলেও যে এই হগল কথার জব তুমি দিবা না হেইডা আমি বুজি। বিয়াতো অউক আর আবিয়াতো, মাইয়া মাইনষের বুক ফাডে তো মুখ ফোডে না।

কুট্টি মনে মনে বলল, ঠিক কথা, একদম ঠিক কথা।

মুখে কিছু বলল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

আলফু বলল, তুমি আমারে লইয়া মনে মনে যা চিন্তা করছো, আমিও অহন হেইডাঐ চিন্তা করি। আমাগো দুইজনের মন কী চায় আমরা দুইজনেঐ হেইডা জানি। তয় কেমতে কী করুম হেইডা বোজতাছি না।

মাথা নিচু করেই কুট্টি বলল, কী করতে চান?

চাই তো সবঐ করতে। তয় তোমার নাইলে সংসার নাই আমার যে আছে।

বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বিড়ালটা ঘুরঘুর করছিল আলফুর পাতের কাছে। খেতে খেতে দুইএকটা মাছের কাঁটা, একটুখানি মাখা ভাত বিড়ালটাকে দিচ্ছিল আলফু। মাথা নিচু করেই দৃশ্যটা দেখছিল কুট্টি। কিন্তু আলফুর সংসারের কথা শুনে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল তারপর আবার মাথা নিচু করল। আমি তো আপনের সংসার ভাঙতে কই নাই। আমি তো আপনেরে কই নাই আমারে আপনে বিয়া করেন।

আলফু বলল, না তুমি কও নাই কিছুঐ। কইতাছি আমি। আমি তোমার মনডা বুজছি। তুমিও আমার মনডা বুজার চেষ্টা কইরো। যেই চিন্তা কইরা আমার দ্যাশে যাওনের কথা হুইন্না তুমি মন খারাপ করছিলা হেই চিন্তা কইরাঐ দ্যাশে আমি যাই নাই। তয় সাফ কথা তোমারে আমি কই, এমতে থাকতে আমি আর পারতাছি না। আমার ভাল্লাগে না।

কুট্টি মনে মনে বলল, আমিও থাকতে পারতাছি না। আমারও ভাল্লাগে না।

AMARBOI.COM

ভাত খাওয়া শেষ করে থালে হাত ধুতে ধুতে আলফু অস্থির গলায় বলল, রাইত্রে আমার একদোম ঘুম আহে না। খালি ছটফট ছটফট করি। ঘরের ঐমিহি তুমি হুইয়া থাকো, এইমিহি আমি, মদ্যিহানে বন্ধদুয়ার। আমার মনে অয় দুয়ারডা আমি ভাইঙ্গা হালাই। তোমার কাছে যাইগা, আর নাইলে তোমারে লইয়াহি আমার কাছে।

আলফুর কথা শুনে মনের ভিতরকার লজ্জা শরম কোথায় যে কেমন করে উধাও হয়ে গেল কুট্টির। চোখ তুলে আলফুর দিকে তাকাল সে। অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে ধীর শান্ত গলায় বলল, আমারও এমুন হয়। আমারও রাইত্রে ঘুম আহে না। আমিও ছটফট ছটফট করি। আমার খালি মনে অয় দুয়ার খুইল্লা আমি আপনের কাছে আইয়া পড়ি। আপনের মাথায় বুকে হাত দোয়াইয়া (বুলিয়ে দেয়া অর্থে) দেই। আপনেরে ঘুম পাড়াইয়া, আপনের বুকের সামনে মুখ দিয়া আমিও ঘুমাইয়া পড়ি।

তয় তুমি তা কর নাই ক্যান! ক্যান আহো নাই আমার কাছে। দুয়ারের ওইপাশে হুইয়া রাইত ভইরা মনে মনে আমি যে তোমারে খালি ডাক পাড়ি, তুমি হোনো নাই ক্যান? তোমার অন্তরের ভিতর থিকা আমার ডাক তুমি হোনো নাই ক্যান?

হুনছি। আপনের ডাক আমি হুনছি। আপনের মনের বেবাক কথা আমি হুনছি। আপনে যেমতে হোনছেন আমারডা, যেমতে বোজছেন, ঠিক অমতেঐ আপনেরডাও হুনছি আমি, আপনেরডাও বুজছি।

তয় ক্যান আহো নাই আমার কাছে? ক্যান আমার মাথায় বুকে হাত দোয়াইয়া আমারে ঘুম পাড়াইয়া দেও নাই! ক্যান নিজে হুইয়া থাকো নাই আমার বুকের কাছে?

গভীর মায়াবি গলায় কুট্টি বলল, আইজ থিকা থাকুম। আইজ থিকা আমার নিজের বইলা আর কিছু রইলো না। আইজ থিকা আমার নিজের বেবাক কিছু আমি আপনেরে দিয়া দিলাম। এই ধরেন আমার হাত।

কুট্টি তার ডানহাতটা আলফুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

কুট্টির চোখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তার হাতটা দুইহাতে ধরল আলফু।

কুপির আলোয় মানুষ দুইটিকে তখন দেবদেবীর মতন লাগছিল।

AMARBOI.COM

আপনি যেন কে?

কাঁধের ভার মসজিদের বারান্দার কোণে নামিয়ে আজিজ গাঁওয়াল হাসিমুখে বলল, আপনে আমারে চিনেন নাই হুজুর?

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তখনও তাকিয়ে আছেন আজিজের দিকে। বয়সী চোখে মানুষকে চিনতে না পারার দৃষ্টি। আমতা গলায় বললেন, চেনা চেনা লাগছে, ঠিক মনে

করতে পারছি না। বয়স হয়ে গেলে মানুষের দৃষ্টি এবং স্মৃতি দুটোই দুর্বল হয়ে যায়। আজ তো দেখছি কথাও একটু এলোমেলো হচ্ছে। বলা উচিত ছিল চেনা চেনা লাগছে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না, বললাম ঠিক মনে করতে পারছি না।

আজিজ বিগলিত গলায় বলল, তাতে কোনও অসুবিদা নাই হুজুর। আমার লাহান মানুষরে চিননের লেইগা চিন্তা ভাবনা কইরা সময় নষ্ট করনের কাম নাই আপনের। আমি নিজেই নিজের পরিচয়ডা দিতাছি। আমি আজিজ, আজিজ গাওয়াল।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব স্নিগ্ধ মুখে হাসলেন। এবার চিনেছি বাবা। মান্নান মাওলানা সাহেব আপনার মায়ের জানাজা পড়াতে চাননি, আমি গিয়ে পড়িয়েছিলাম। সেই আজিজ না আপনি?

জ্বে হুজুর, জ্বে। এইত্তো চিনছেন।

আসলে আমার শরীরটা বোধহয় আজ খারাপ বাবা। অথবা বেশি ক্লান্ত হয়েছি। দুপুরবেলা একটু পড়াশুনা করেছিলাম। এই ধরুন ঘণ্টাখানেক। তাতেই ক্লান্ত হয়ে গেলাম। বয়স হয়ে গেলে অল্পতেই মানুষ বড় ক্লান্ত হয়।

আপনের বয়েস কত অইলো হুজুর?

ষাট বাষট্টি তো হবেই।

এইডা আর কী এমুন বয়েস।

মসজিদের বারান্দা ছাড়িয়ে পুবদিকে কয়েক কদম খোলা জায়গা। তারপর বাঁধানো ঘাটলার পুকুর। নামাজী মানুষদের জন্য ঘাটলা তৈরি করা হয়েছে মসজিদের বারান্দা বরাবর। পানির দিকে নেমে যাওয়া সিঁড়িগুলি বেশ পরিষ্কার। পুকুরের পানিটাও খুবই স্বচ্ছ, টলটলা। বিকালবেলার রোদ পুকুরের অর্ধেক পানিতে পড়েছে, বাকি অর্ধেক ছায়াময়। ফলে একই পুকুরের পানি রোদ ছায়ায় দুইরকম দেখাচ্ছে। পদ্মা মেঘনার মত। যেখানে এসে মিলিত হয়েছে এই দুই নদী সেখানটায় গেলে দেখা যায় পদ্মার পানি ঘোলা, রাগী ধরনের। মেঘনারটা কালচে, স্নিগ্ধ।

খানিক আগে আছরের নামাজ শেষ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব। নামাজীরা চলে যাওয়ার পরও নিত্যদিনের মত কিছুক্ষণ ছিল সোনামিয়া। সে চলে যাওয়ার পর পরই তিনি ভেবেছিলেন ঘাটলায় গিয়ে থাকবেন। তখনই ভার কাঁধে এল আজিজ গাঁওয়াল। আজিজকে নিয়ে ঘাটলায় গিয়ে বসতে পারেন তিনি। আজিজের যদি কোনও কথা থাকে বসে বসে শোনবেন।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব আজিজের মুখের দিকে তাকালেন। কী মনে করে এলেন বাবা?

আগের মতনই বিগলিত গলায় আজিজ বলল, আপনেরে কিছু কথা কইতে চাই হুজুর। কিছু অন্যাই স্বিকার করতে চাই আপনের কাছে।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব চমকালেন। কী করেছেন আপনি?

অনেক কিছু করছি হুজুর। অনেক অন্যাই, অনেক গুণা করছি। হেই হগল কথা আপনের কাছে কইতে চাই। গাওয়াল করতে গেছিলাম কোলাপাড়া মিহি। বড় সড়ক ধইরা গেলে এতক্ষুণে বাইত্তে যাইতাম গা। ঐ মিহি না গিয়া আইছি আপনের কাছে। আপনের হুজুর ইট্টু সমায় অইবো আমার কথা হোননের?

AMARBOI.COM

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব অমায়িক গলায় বললেন, নিশ্চয় হবে, নিশ্চয়। আসুন ঘাটলায় গিয়ে বসি। বসে বসে শুনি আপনার কথা।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের পিছন পিছন ঘাটলায় এল আজিজ। বেঞ্চে পিঠ ঠেকিয়ে বসলেন মহিউদ্দিন সাহেব। আজিজকে বললেন, বসুন বাবা, বসুন।

মুখামুখি বেঞ্চটায় বসল না আজিজ, বসল হুজুরের পায়ের কাছে।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বিব্রত হলেন। ওকি, ওখানে বসলেন কেন? উঠুন, ওই বেঞ্চটায় বসুন।

না হুজুর, আপনের সমান জাগায় বহুম না।

কেন, কী অসুবিধা?

আমার ভাল্লাগবো না হুজুর। আপনের পায়ের সামনেঐ ভাল্লাগতাছে।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব আবার স্নিগ্ধমুখে হাসলেন। মায়ের মৃত্যুর দিন আপনাকে যেমন দেখেছি, সেই আপনি আর আজকের আপনি যেন এক নন বাবা। আপনি মনে হয় অনেক বদলেছেন।

কেমুন বদলাইছি কইতে পারবেন হুজুর?

কিছুটা বোধহয় পারবো।

কন তো।

আগে আপনি কথা খুব কম বলতেন, চুপচাপ ধরনের ছিলেন। আজ একেবারেই অন্যরকম। বেশ কথা বলছেন, বেশ চটপটে হয়েছেন।

ঠিকই ধরছেন হুজুর। আসলেই আমি অনেক বদলাইছি। তয় আরও বদলাইতে চাই, একদোম বদলাইতে চাই। ছুলুম (খোলস) বদলাইয়া সাপে যেমুন নতুন সাপ অইয়া যায়, হেমুন নিজের সবাব চাল-চলন কথাবার্তা বদলাইয়া আমি একজন নতুন মানুষ অইয়া যাইতে চাই হুজুর। একদোম নতুন মানুষ।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তীক্ষ্ণচোখে আজিজের মুখের দিকে তাকালেন। আপনি কি খুব বড় কোনও গুণাহ করেছেন?

আজিজ অকপটে বলল, হ হুজুর করছি। একটা তো বহুত বড় গুণা করছি। হেইডা মাইনষেরে দেহাইয়াঐ করছি। আর মনে মনে করছি অনেক গুণা, হেইডি খালি আমিঐ জানি, কেঐরে কই নাই, কেঐ জানে না।

একটু থেমে চিন্তিত গলায় বলল, তয় আপনে বোজলেন কেমতে? কেমতে আমারে জিগাইলেন আমি কোনও বড় গুণা করছি নি?

ওই যে আপনি বদলে যাওয়ার কথা বললেন, ওকথা শুনে। বড় ধরনের গুণাহ করা কোনও কোনও মানুষ এইভাবে বদলায় কিংবা বদলে যাওয়ার কথা ভাবে। এই ধরনের চিন্তা থেকেই একশো একটা খুন করার পরও পীর আউলিয়া হয়ে যায় কোনও কোনও মানুষ। তবে এই সবই হয় আল্লাহপাকের ইসারায়।

হ আল্লার ইসারা ছাড়া গাছের পাতাও লড়ে না।

একটু চুপ করে থেকে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বললেন, এবার বলুন বাবা, কী বলতে চান।

কোনডা আগে কমু? মার কথা না মাইয়ার কথা?

AMARBOI.COM

আপনার মন কোনটা আগে বলতে চায়?

মার কথাঐ কইতে চাই আগে।

আপনার মা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আমি জানি। ওসব বলবেন না। মৃত মানুষ সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে হয় না। অন্যকিছু বলতে চাইলে বলুন।

আপনে যা জানেন, আমার মা ছনুবুড়ির ঐ হগল কথা গেরামের বেবাকতেঐ জানে। আমার মায় কূটনি আছিলো, চুন্নি আছিলো। পেডের ভাত জোগানের লেইগা ঠাইট না ঠাইট মিছাকথা কইতো, এইত্তো আছিলো আমার মার দোষ। তয় মার এই হগল দোষের লেইগা মায় দায়ী আছিলো না। দায়ী আমি। উপযুক্ত পোলা অইয়া বউর ডরে মারে আমি তিনওক্ত খাওন দেই নাই। নিজের বউ পোলাপানরে লইয়া পেড ভইরা ভাত খাইছি, মার কথা চিন্তাও করি নাই। মার মিহি ফিরাও চাই নাই। মায় খাইলো কী খাইলো না, বাইত্তে আছে না কোনওহানে গেছে, মার শইলডা ভাল না মন্দ, মার ফিন্দনের কাপোড় আছে না নাই, বাপ না থাকলে উপযুক্ত পোলার কাম অইলো এই হগল দেহন, আমি হুজুর কোনওডা দেহি নাই।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, এটা আপনি সত্যি বড় অন্যায় করেছেন। গর্হিত অন্যায় করেছেন। এটা ঠিক শেষ জীবনে আপনার মায়ের যে পরিণতি সেজন্য আপনি দায়ী। পবিত্র কোরান মজিদে বলা হয়েছে, তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও উপাসনা না করিতে ও মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন। তোমার জীবদ্দশায় উহাদের একজন বা দুইজনই বার্ধক্যে পৌঁছাইলেও তাহাদেরকে 'উহ্ আহ্' বলিও না, আর উহাদের অবজ্ঞা করিও না, উহাদের সহিত সম্মান করিয়া নরমভাবে কথা বলিবে। দয়াদের সহিত বিনয়ের ডানা নামাইবে, আর বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! উহাদের ওপর দয়া কর যেইভাবে ছেলেবেলায় উহারা আমাকে লালন পালন করিয়াছিলেন।

'আমি তো মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। কষ্টের পর কষ্ট করিয়া জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, আর তাহার দুধ ছাড়াতে ছাড়াতে দুই বৎসর কাটে। তাই আমার ওপর ও তোমার পিতামাতার ওপর কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তো প্রত্যাবর্তন।'

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের কথা শুনে বুকের ভিতর উথাল পাথাল করে উঠল আজিজের। সেদিন দুপুরে মাঠপারের হিজলতলায় বসে তোতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় যেমন বুক ঠেলে উঠেছিল গভীর কষ্টের কান্না তেমন কান্না এখনও চোখের দিকে ঠেলে উঠল। জোর করে কান্নাটা আজিজ আটকে রাখল। কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে বসে রইল, নিজেকে সামলালো। তারপর মুখ তুলে হুজুরের দিকে তাকাল। আমার মনডা পাপে ভরা হুজুর, লোভে ভরা। মার মিহি ফিরা না চাওনের কারণও লোভ। সংসারে এতডি পোলাপান, বউ। অবস্থা যে আমার বহুত খারাপ তা না, জাগা সম্পত্তি ধানপান গিরস্তালি আর গাওয়াল কইরা আল্লায় আমারে মন্দ রাখে নাই। তিনওক্ত খাওনডা ভালঐ জোডে। তারবাদেও মনের লোভে আমার মনে অইছে, মায়

AMARBOI.COM

একজন বাড়তি মানুষ, হের মিহি চাইয়া আমার লাভ কী! হেয় খাইলো না, না খাইলো, ফিনলো না, না ফিনলো, মরলো না বাচলো, আমার কী!

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অন্যায়, বড় অন্যায়।

এইসবের থিকাও বড় অন্যাই মারে লইয়া আমি করছি হুজুর। মরণের সময় পানির তিয়াস লাগছিল মার। হাতের সামনে পানি না পাইয়া পাইছিলো মাইট্টা তেল। তেলডা আমি কিন্না আনছিলাম বড়ঘরের খামে দেওনের লেইগা। হেই তেল খাইয়া, মাইত্তে হালাইয়া বিনাশ করলো মায়, এইডা দেইক্কা আমার কী মনে অইলো জানেন হুজুর?

জানি।

আজিজ চমকাল। আপনে জানেন হুজুর? কেমতে জানলেন? আমি তো কেঐরে কই নাই। আমার মনের কথা আপনে কেমতে জানলেন?

অনুমানে! আপনার কথা শুনে এতক্ষণ ধরে আপনাকে যতটা বুঝেছি তাতে অনুমান করা যায় এই ধরনের ক্ষেত্রে কী মনে হতে পারে আপনার।

ইট্টু কন তো হুজুর, ইট্টু মিলাইয়া দেহি আমার মনে যা আছিলো হেইডা আপনে কইতে পারেননি!

আজিজের চোখের দিকে তাকিয়ে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বললেন, আপনার মনে হয়েছিল, মা মরেছে ভাল হয়েছে। একটা যন্ত্রণা শেষ হল কিন্তু আমার মেটে-তেলটা কেন নষ্ট করে মরল!

হুজুরের কথা শুনে কেঁপে উঠল আজিজের। হতভম্বের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বললেন, কী, আমার অনুমান কিছুটা কি ঠিক? কিছুটা কি মিলেছে আপনার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে?

আজিজ কোনও রকমে বলল, কিছুডা না হুজুর, পুরাডাঐ মিলছে। একদোম মিল্লা গেছে। আপনে যে হুজুর বহুত কামেলদার মানুষ এইডা আমি আউজকা পুরাপুরি বোজলাম।

না না এভাবে বলবেন না। আমি খুবই সামান্য একজন মানুষ। অতি নগন্য একজন মানুষ।

নিজেরে আপনে যা মনে হয় কন হুজুর, আপনে কী মানুষ হেইডা আমি বুজছি। তয় মাইট্টাতেল ছাড়া মারে লইয়া আরেকহান কথাও আমার মনে অইছিল হুজুর। হেইডা আরও বড় অন্যাই। হেইডা কমু হুজুর?

না বলতে হবে না। সেটাও আমি অনুমান করতে পারি।

আমি বুজছি, আপনে সত্যঐ পারেন। কন হুজুর, কন। আমার মনের ভিতরে বইসা থাকা পাপের কথাডা কন।

আপনি নিশ্চয় আপনার মায়ের দাফন কাফনের খরচা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন।

এবারও আগের মতোই হতভম্ব হল আজিজ। ঠিক হুজুর, একদোম ঠিক। ঐডাঐ আমি চিন্তা করছিলাম।

AMARBOI.COM

তারপর হুজুরের পায়ের দিকে এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনের পাও দুইহান ইট্টু ধরি হুজুর? ইট্টু ছেলাম করি আপনেরে?

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তটস্থ হলেন। পা টেনে নিয়ে বললেন, আরে না না, কেন? ওসব করবেন না। একদম না।

আজিজ আবার সরে গেল। তয় ঠিক আছে।

একটু থেমে বলল, এইবার আপনে বোজেন হুজুর, কেমুন বেঈমান পোলা আমি। যেই মায় দশমাস দশদিন গরভে রাইক্কা জন্ম দিল, বুকের দুদ খাওয়াইয়া ডাঙ্গর করলো, সামর্থ থাকনের পরও হেই মায়ের পোলায় মার কাফোনের কাপোড় কিনতে চায় না। মনে মনে চায় মান্নান মাওলানায় যেই ফতোয়া দিছিলো হেই ফতোয়া হোননঐ ভাল আছিলো। মার লাচ সড়কখোলায় হালাইয়া দেওনঐ ভাল আছিলো।

অথচ আল্লাহপাক পবিত্র কোরান মজিদে বলেছেন 'আমি মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। কষ্ট করিয়া তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, কষ্ট করিয়া তাহাকে প্রসব করিয়াছে আর ত্রিশ মাস কষ্ট করিয়া তাহাকে বহিয়াছে তাহার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত, ক্রমে সে সমর্থ হয় আর চল্লিশ বৎসরে পৌঁছাইবার পর বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে শক্তি দাও যাহাতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য, আর যাহাতে আমি সৎকাজ করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার সন্তান সন্ততিদের সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমারই দিকে মুখ ফিরাইলাম ও আত্মসমর্পণ করিলাম।'

আজিজ চুপ করে বসে রইল। কথা বলল না।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বললেন, আজ আপনি যেভাবে মায়ের কথা অনুভব করছেন, তিনি বেঁচে থাকতে যদি এই অনুভবটা আপনার হতো তাহলে তিনি কিছুটা হলেও মনে শান্তি নিয়ে যেতে পারতেন।

আজিজ হতাশ গলায় বলল, কী জানি! মায় বাইচ্চা থাকলে মারে লইয়া এই রকম চিন্তা আমার মনে আইতো কী না কে কইবো। তয় মার দাফোন কাফোনের খরচাডা আমি কইলাম অন্য আরেক মিহি দিয়া পোষাইয়া হালাইছি হুজুর।

সেই ঘটনাও আমি জানি। শুনেছি।

কে কইছে আপনেরে?

অনেকেই বলেছে যে আপনি আপনার সাতদিন বয়সী মেয়ের দাফন করেননি। কাঁথা কাপড়ে প্যাচিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছেন।

হ হুজুর, এইডাও আমার একহান বড় গুণা। এই হগল কইতেঐ আইজ আমি আপনের কাছে আইছি।

অথচ নিয়ম হচ্ছে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুক্ষণ পর নবজাতকের মৃত্যু হলে তাকেও যথারীতি গোসল, কাফন, নামাজে জানাজা ও দাফন করতে হবে। তার নামও রাখতে হবে। আপনার মেয়েটি তো সাতদিন জীবিত ছিল। তার নিশ্চয় নামও রাখেননি?

WWW.AMARBOI.COM

না, তয় খুকি বইলা ডাকতো অর মায়।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব একটু চুপ করে রইলেন তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবা, কাজগুলো খুবই খারাপ করেছেন আপনি। এখন শুধু একটাই কাজ করতে হবে আপনাকে। তওবা করে মন সাফ করতে হবে আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে হবে। পবিত্র কোরান মজিদে পাকপরোয়ারদিগার বলেছেন 'আর যাহারা অসৎকাজ করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও বিশ্বাস করিলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমা করেন, দয়া করেন।' 'তিনি তাঁহার দাসদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন ও পাপ মোচন করেন; আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন'। 'যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও নিজেদের সংশোধন করিলে তাহাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আজিজ দূরাগত উদাস গলায় বলল, মা কী জিনিস এইডার একহান প্রমাণ আছে দামলার ঐদিককার মাইজপাড়া গেরামে। বাপ মা মইরা যাওনের পর এক হিন্দুবাবু বাপ মার নামে একহান মন্দির বানাইলো। বানানের সমায় মিস্তিরিগো উচার দিকে একহান মাপ দেহাইয়া কইলো ঐতরি অইলো আমার বাপের নামে, বাপের ঋণ শোধ করনের লেইগা, তারপর থিকা যত উচা সম্ভব করবা মন্দির, শেষতিরি যত উচা অইবো মন্দির ওইডা অইলো আমার মার নামে, মার ঋণ শোধ করনের লেইগা। কিন্তু বাপের সীমানা পইরযন্ত উচা হওনের পর যেই মার নামে আরেকটু উচা অইলো মন্দির অমতেঐ ভাইঙ্গা পড়লো। যতবার উডায় মিস্তিরিরা ততোবারই ভাইঙ্গা পড়ে। পরে বাবু বুঝলো ভগবানের ইসারায় এইটা হইতাছে। বে বেক্কা। সে জানে না যে মায়ের ঋণ কোনওদিন শোধ অয় না। সে আর ঐ মন্দির ধরলো না। বাপের নামে যতহানি উচা অইছিলো মন্দির ওহেনেঐ থাইম্মা থাকলো। বহুত বচ্ছর আগের ঘটনা। মন্দিরহান অহনও আছে। উপরের দিকটা ভাঙ্গা।

শেষদিকে গলা ধরে এল আজিজের।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বুঝেছি বাবা, আমি সব বুঝেছি। মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে এল। যান বাড়ি যান। আপনার মনে যে অনুশোচনা হয়েছে এই অনুশোচনাই আপনাকে পথ দেখাবে। তওবা করুন, পবিত্র মনে নামাজ পড়তে শুরু করুন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তিনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

তখন নিঃশব্দে আজিজ গাঁওয়ালের চোখ বেয়ে নেমেছে কান্নাধরা। চারদিকের চকমাঠ থেকে উধাও হতে থাকা দিনের শেষ আলোয় মানুষটিকে পৃথিবীর সবচাইতে অসহায় মানুষ মনে হচ্ছিল।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব এগিয়ে এসে তার মাথায় মায়াবি একখানা হাত রাখলেন। গভীর মমত্বের গলায় বললেন, এই কান্নাটা আল্লাহর কাছে কাঁদবেন। আপনার মনের সব কালিমা মুছে দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহপাক। তিনিই রহমানুর রাহিম। তিনিই পথ দেখাবেন।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের হাতখান ধরে হু হু করে কাঁদতে লাগল আজিজ।

WWW.AMARBOI.COM

হামেদ বলল, ওমা, রাইত অইয়া গেল, বাবায় দেহি অহনতরি আহে না।

সাতদিনের মেয়েটা মারা যাওয়ার পর বছরখানেক বয়সের ছেলেটাকে আবার কোলে ফিরিয়ে এনেছে বানেছা। সন্ধ্যা বসে যাওয়ার পর সেই ছেলেটাকে আজ বুকের দুধ দিচ্ছিল। গলায় বুকে পিঠে পেটে বেশ ঘামাছি হয়েছে ছেলের। কুপির আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘামাছি মারছিল। পিঠের দিককার ঘামাছি মারতে পারছিল না, গলা বুক আর পেটের দিককারগুলি মারছিল।

সন্ধ্যার পর পোলাপানরা সব ঘরে ঢুকে গেছে। মায়ের চারপাশ ঘিরে বসে আছে সবাই। আজিজ এখনও গাঁওয়াল সেরে ফিরেনি বলে দরজাটা খোলা। বাইরের উঠান অন্ধকারে থই থই করছে।

ছেলের কথাশুনে চোখ তুলে বানেছা একবার উঠানের দিকে তাকাল। হ বুজতাছি না ক্যান আহে না অহনতরি।

নাদের বলল, গেছে কই?

বানেছা কথা বলবার আগেই পরি বলল, তুই জানচ না গাওয়ালে গেছে?

জানুম না ক্যা?

তয়?

তয় কোনমিহি গেছে হেইডা জিগাইছি।

হামেদ বলল, বাবায় কি মারে কইয়া যায় আইজ কোনমিহি যাইবো?

বানেছা বলল, হ কইয়া যায়।

নাদের বলল, আইজ কোনমিহি গেছে?

দিগলি যাওনের কথা। গাওয়াল করতে করতে ভাঙ্গারির দোকানে যাইবো, গিয়া পুরানা মালছামান বেচবো, বেইচ্চা নতুন মালছামান লইবো তারবাদে গাওয়াল করতে করতে বাইত্তে আইবো।

জরি বলল, তয় অহনতরি আহে না ক্যা? বাবায় তো কোনওদিন রাইত করে না, হাজের আগে আগে বাইত্তে আইয়া পড়ে।

জরির ছোট একটা ছেলে বানেছার। নাম বদরুল, বাড়ির সবাই বদু বলে ডাকে। কথায় কথায় নাকি কান্না কাঁদবার স্বভাব। সেই ছেলে সন্ধ্যার পর থেকেই ঘ্যান ঘ্যান করছে। তার দিকে তাকিয়ে বানেছা বলল, এই গোলামের পোয় এমুন করতাছে ক্যা?

পরি বলল, অর মনে অয় খিদা লাগছে।

AMARBOI.COM

মাত্র হাজ অইছে অহনঐ খিদা!

নাদের বলল, আমরা তো এই সমায়েঐ ভাত খাই।

হামেদ পরি সবাই বলল কথাটা।

বানেছা লজ্জা পেল। আসলেই তো সন্ধ্যা হওয়ার লগে লগেই পোলাপান নিয়া রাতের ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে তারা। আজ কেন সেটা বানেছার মনে নাই?

ব্যাপারটা বুঝল পরি। নাদেরের দিকে তাকিয়ে বলল, বিয়ালের মইদ্যেই তো বাইত্তে আইয়া পড়ে বাবায়। আইয়া সন্দার পর আমগো লগে বইয়া ভাতপানি খায়। আইজ বাবায় অহনতরি আহে নাই দেইক্কা মার মনে অয় মনে নাই যে সন্দা অইয়া গেছে। সন্দা না রাইতঐ অইয়া গেছে।

মেয়ের কথা শুনে হাসল বানেছা। হ ঠিক কথাঐ কইছচ! এর লেইগাঐ আমি উদিস পাই নাই যে রাইত হইয়া গেছে, তগো খিদা লাইগ্যা গেছে।

জরি বলল, তয় ভাত দিয়া দেও। বদু কানতাছে।

হামেদ বলল, বাবায় আহনের আগেঐ খাইয়া হালামু!

নাদের বলল, বাবায় কুনসুম না কুনসুম আহে হের লেইগ্যা বইয়া থাকুমনি!

বানেছা বুঝল পোলাপানের ভালই ক্ষুধা লেগেছে। স্বামীর জন্য আর অপেক্ষা না করে ভাত বাড়তে বসে যাওয়া উচিত। তারা খেতে খেতে যদি এসে পড়ে তো ভাল না হলে যখন আসবে তখন তার ভাতটা বেড়ে দিবে বানেছা।

কিন্তু এত দেরি আজ সে করছে কেন?

সঙ্গে নতুন মালসামানের ভার, লুঙ্গির ভিতরে মাজার কাইতানের সঙ্গে বাধা টাকার তহবিল এসব নিয়ে রাত বিরাত করে ফিরছে, পথে যদি চোর ডাকাতে ধরে! অনেকদিন জেল খেটে মুকসেইদ্দা চোরাও তো ফিরেছে গ্রামে। মানুষটা কি এসব জানে না? সে তো খুব সাবধানী লোক, টাকা পয়সার ব্যাপারে খুবই হিসাবি। সে তাহলে আজ এমন বেহিসাবির মত আচরণ করছে কেন? কোথায় আটকা পড়ল? কতদূর চলে গিয়েছিল, কতদূর থেকে ফিরছে! দীঘলি বাজারে তো সপ্তাহ দশদিনে একবার করে যাচ্ছে, বহুদিন ধরে যাচ্ছে, কই কোনওদিন তো রাত করে ফিরে নাই! আজ কী হল?

এসব ভাবতে ভাবতে কোলের ছেলেটিকে মেঝে পেতে রাখা হোগলায় ভাতের হাড়িপাতিলা রাখার দিকটায় চলে গেল বানেছা, ভাত বাড়তে বসল। পোলাপানরা যে যার মত থাল নিয়ে বসল, পানির জগ গেলাস নিয়ে বসল।

পোলাপান আর স্বামীর ভাত বেড়ে দিয়ে নিজের ভাতটাও নেয় বানেছা। একসঙ্গেই খায় সবাই। আজ নিজের ভাত বানেছা নিল না। পোলাপানেরটা বেড়ে দিয়ে উদাস হয়ে বসে রইল। দেখে হামেদ বলল, তুমি খাইবা না মা?

হামেদের কথা শুনে নাদের পরি আর জরি তাকাল বানেছার দিকে। বানেছা খেতে বসেনি দেখে অবাকই হল।

বানেছা বলল, না আমি অহন খামু না।

নাদের বলল, তয় কুনসুম খাইবা?

পরি বলল, বাবায় আইলে।

ক্যা?

AMARBOI.COM

রাইত্রের ভাত আমরা বেবাকতে একলগে খাই। আইজ বাবায় নাই দেইক্কা খাইতে ইচ্ছা করতাছে না মার।

বানেছার দিকে তাকাল পরি। না মা?

বানেছা কথা বলল না। মেয়ের বুদ্ধি দেখে অবাক হল। ঠিক কথাই বলছে পরি। স্বামীর কারণেই খেতে ইচ্ছা করছে না তার। ক্ষুধাই লাগছে না। আজিজের জন্য যে তার মনে ভাল রকম টান, বহুদিন পর আজ সেই টান গভীর ভাবে উপলব্ধি করছে।

কিন্তু পরি ঐটুকু মেয়ে, সে এতকিছু বুঝছে কী করে! মায়ের মনের ভিতরটা যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মেয়ে। খানিক আগে বলল রাত যে হয়ে গেছে, বাবায় ফেরিনি বলে মা তা টের পাচ্ছে না। এখন বলল, বাবার জন্য খেতে ইচ্ছা করছে না মায়ের। কী করে এসব বুঝতে পারছে?

নাকি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে এমনই হয়! শিশু বয়সেই মেয়েরা জেনে যায় সংসারের অনেক কিছু। ছেলেরা যতটা না জানে বোঝে মেয়েরা জানে তার চেয়ে অনেক বেশি। কেউ শিখিয়েও হয়তো দেয় না তবু কেমন কেমন করে যেন জেনে যায়, টের পেয়ে যায়।

নাদের বলল, বাবারে ছাড়া কোনওদিন রাইত্রের ভাত খাই নাই। আইজ পয়লা।

হামেদ বলল, তয় বাবায় কোনওদিন এমুনও করে নাই। আইজ করল ক্যা? কই গেলো গা?

জরি ভাতের লোকমা মুখে দিয়ে চাবাতে চাবাতে জড়ানো গলায় বলল, ভাঙ্গারির দোকান থিকা বাইর অইয়া মনে হয় দূরে কোনওহানে গেছে।

পরি বলল, অইতে পারে।

বদু ছেলেটা এখনও ঠিকঠাক মত ভাত মাখাতে পারে না, ঠিকঠাক মত লোকমা দিতে পারে না। থালের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ভাত। এখনও পড়ছিল। দেখে পরি বলল, একহান কাম কর মা। বদুরে খাওয়াইয়া দেও।

ক্যা?

ও তো ঠিক লাহান খাইতে পারে না। আর তুমিও তো আজাইরা আছো।

বানেছা বিরক্ত হল। আমারে আজাইরা থাকতে দেখলে তর ভাল্লাগে না? আমি পারুম না। যেমতে খাইতাছে খাউক।

সালুন দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ করে ডাল নিয়েছে হামেদ। পরিমাণে একটু বেশিই নিয়েছে। ভাত পড়ে গেছে ডালের তলায়। পাঁচ আঙুলে চেছে চেছে ডালের তলা থেকে ভাত উদ্ধার করে কয়েকবার খেল সে তারপর থাল তুলে ডালে চুমুক দিল। সুরুৎ করে বড় রকমের একখান টান দিয়ে শেষ করল ডাল। হাসিমুখে পরির দিকে তাকাল। বাবায় আহে নাই দেইক্কা মার মন মিজাজ ভাল না পরি। মার লগে বেশি কথা কইচ না। কথা কইলে মাইর গুতা খাবি।

পরি কথা বলল না। ভাত খেতে লাগল।

নাদের তার খাওয়া শেষ করে এনেছে। ডাল দিয়েই শেষ ভাতটা খায় সে। তবে হামেদের মতো অতখানি ডাল নিয়ে, ভাত ডুবিয়ে খাওয়ার অভ্যেস নাই। অল্প ডাল নিয়ে শুকনা শুকনা মাখা ভাত খেতে তার ভাল লাগে। সেভাবেই খাওয়া শেষ করল। থালায়

AMARBOI.COM

হাত ধুতে ধুতে বলল, আমরা ভাত খাওনও শেষ করলাম তাও দেহি বাবায় আহে না। গেলো গা কই?

জরি বলল, আইজ রাইত্রে যুদি না আহে?

মেয়েকে ধমক দিল বানেছা। চুপ কর মাগী। খালি অলইক্কা কথা। বাইত্তে আইবো না যাইবো কই তর বাপে? বাইত ছাড়া হেয় কোনওদিন কোনওহানে থাকছে?

মায়ের ধমকে সবাই চুপসে গেল। আর কোনও কথা না বলে যে যার মত খাওয়া শেষ করল, তারপর বিছানায় গিয়ে বসল কেউ, কেউ শুয়ে পড়ল।

দরজাটা তখনও খোলা।

নাদেরকে হামেদ বলল, ঐ দাদা, দুয়ারডা খোলাঐ থাকবো?

নাদের কথা বলবার আগেই বানেছা বলল, হ তর বাপে না আহনতরি খোলাঐ থাকবো।

তারপর দ্রুত হাতে পোলাপানের জুড়া থাল বাসন গুছাতে লাগল।

কোলের ছেলেটির নাম নাজিম। এই নামে কেউ তাকে ডাকে না। ডাকে নাজু। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে সে। বদুকে তার পাশে শোয়াইয়া দিল পরি। তারপর বড় চার ভাইবোন তারা মেঝেতে পাতা হোগলার বিছানায় বসে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার উঠানের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাতের কাজ সারতে সারতে বানেছা তখন কান পেতে রেখেছে বাইরের উঠানের দিকে। এই বুঝি পুবদিককার ভাঙন ঠেলে ভার কাঁধে উঠানে এল মানুষটা! এই বুঝি তার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল! এই বুঝি পাওয়া গেল তার দূরপথ অতিক্রম করে আসার ক্লান্তিকর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ।

না কিছুই পাওয়া যায় না। মানুষটা ফিরে না। বাইরে ঝিঁঝির শব্দ।

হামেদ বলল, ঐ দাদা, এমতে বইয়া থাকবিনি?

নাদের বলল, তয় কী করুম?

এমতে বইয়া থাকলে আমার ঘুম আইবো।

পরি বলল, ঘুম আইলেও জাইগ্গা থাকবি।

ক্যা?

মায় যে কইল বাবায় না আহনতরি দুয়ার আটকান যাইবো না।

জরি বোকার মত বলল, বাবায় যুদি হারারাইত না আহে তয় হারারাইত দুয়ার খোলা থাকবো? হারারাইত আমরা জাইগ্যা বইয়া থাকুম? হারারাইত ঘুমামু না?

জরির কথা শুনেও না শোনার ভান করল বানেছা।

বোনকে ধমক দিল পরি। চুপ কর। মায় না তরে কইলো অলইক্কা কথা কবি না।

বোনের ধমকে ভয়ে ভয়ে একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল জরি। কুপির আলোয় উদাস চিন্তিত হয়ে আছে মায়ের মুখ। কিছুদিন আগে বিশাল পেট ছিল তার, শরীর ছিল ভারি। বোনটা হওয়ার পরই চেহারা ঘুরে গেছে। পাতলা পোতলা দেখায় আজকাল। বোনটা মরে যাওয়ার পর যেন চেহারাও সুন্দর হয়ে গেছে। শরীর চেহারায় স্বস্তির ছাপ। বোনটা মরে যেন রেহাই দিয়ে গেছে তাকে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হামেদ বলল, ঐ দাদা, কিচ্ছা ক। বইয়া বইয়া কিচ্ছা হুনি। তয় আর ঘুম আইবো না। বাবায় যহন ইচ্ছা আহুক, জাইগ্গা থাকুম নে।

পরি জরিও বলল। হ দাদা, ক। কিচ্ছা ক।

নাদের বলল, কীয়ের কিচ্ছা কমু?

হামেদ বলল, উই যে মার যেদিন আহুজ পড়লো হেদিন সড়কপারের ইজ্জলতলায় বইয়া যেই হগল কিচ্ছা কইছিলি ঐ পদের কিচ্ছা ক।

ঐডি তো কিচ্ছা না, সত্যকথা।

তয় সত্যকথাঐ ক।

ভূত প্রেতের গল্প করতে বেজায় উৎসাহ নাদেরের। সত্য অসত্য মিলিয়ে এসব গল্প সে ভালই বলে।

এখন রাত, দরজা খোলা, বাইরে গা ছমছমা অন্ধকার। এই অবস্থায় ওসব গল্প বলা কী ঠিক হবে।

কথাটা সে বলল।

শুনে হামেদ আর পরি জরি সবাই বলল, না আমরা ডরামু না। এতডি মানুষ ঘরে, ডরামু ক্যা? মায় আছে না?

বানেছা তখনও একই জায়গায় বসে আছে। পোলাপানের কথা শুনেও শুনছে না।

নাদের একবার মায়ের দিকে তাকাল তারপর বলল, তয় কউপটাহারের ঘটনাডা কই।

হামেদ বলল, ক।

মেদিনমোণ্ডল থিকা বিলের উপরে দিয়া যে হালটখান গেছে হেই হালট দিয়া কান্দিপাড়া মিহি গেলে মাঝবরাবইর হাতের ডাইনমিহি অইলো কউপটাহার। কউপটাহার অইলো একহান ডেঙ্গা। অহন তো হুগাইয়া ধানক্ষেত অইয়া গেছে। আগিলা দিনে আছিলো বিরাট ডেঙ্গা। ডেঙ্গার খাই (গভীরতা) কত কেঐ কইতে পারতো না, এক্কেরে পাত্তালে গিয়া ঠেকছে।

নাজুর পাশে শোয়া বদু আধো গলায় বলল, পাত্তাল কোনহানে দাদা?

পরি তাকে একটা ধমক দিল। তুই চিনবি না। চুপ কর।

হামেদ বলল, হ দাদায় কিচ্ছা কওনের সমায় কেঐ কোনও কথা কবি না।

তারপর নাদেরের দিকে তাকাল। ক দাদা, ক।

নাদের বলল, কউপটাহারে আছিলো তামা পিতলের থাল বাসন জগ গেলাস ভোল বাডি হাতা চামিচ, তামার বিরাট বিরাট ডেগ, ডেগের ঢাকনা, লাম্বা লাম্বা হাতা।

শুনে জরি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। বলল, ডেঙ্গার মইদ্যে এই হগল আছিলো কোনহানে। কোনবাড়ির জিনিস? কেডা রাকছিলো?

নাদের রাগ করল না। হাসিমুখে বলল, আরে বলদি (বলদের স্ত্রীলিঙ্গ) কোনও বাড়ির জিনিস না। কেঐ রাখে নাই। ঐডি অইলো গাইবি (গায়েবি) জিনিস। ডেঙ্গার পানির তলে থাকতো।

মাইনষে তাঐলে দেকতো কেমতে?

হোন, হেইডাঐতো কইতাছি।

AMARBOI.COM

আইচ্ছা ক।

নাদের একবার অন্ধকার উঠানের দিকে তাকাল। তারপর বলল, কউপটাহারের চাইরমিহির যে কোনও বাইত্তে বিয়াশাদি মোসলমানি জিয়াফত মেজবানি অইলে বাড়ির মাইনষে গিয়া কউপটাহারের সামনে খাড়ইতো, খাড়ইয়া কইতো, এতডি থাল, এতডি কলসি জগ গেলাস, এতডি ডেগ, অর্থাৎ মেজবানির বাইত্তে শয়ে শয়ে মাইনষেরে একলগে বহাইয়া খাওয়ানের লেইগা যা যা লাগে কউপটাহারের পানির মিহি চাইয়া কইয়াইতো, পরদিন বিয়ানে গিয়া দেখতো যা যা কইছে ঠিক অতডি জিনিসঐ কউপটাহারের পারে। মাইনষে মাথায় কইরা, কান্দে কইরা জিনিসটি বাইত্তে লইয়াইতো। কাম কাইজ শেষ অওনের পর আবার রাইক্কাইতো কউপটাহারের পারে। জিনিসটি আপনা আপনি পাইনতে নাইম্যা যাইতো।

বদু বলল, কেমতে উটতো আর কেমতে নামতো দাদা? ঘড়ি বাড়ির আত পাও আছে নি?

হামেদ বলল, তুই চুপ কর। তুই এই হগল বুজবি না। দাদা, তুই ক।

নাদের একটু নড়েচড়ে বসল। একবার কান্দিপাড়ার এক বাইত্তে মেজবানি। কউপটাহার থিকা ডেগ থাল বাসন যা যা লাগে বেক লইয়া গেছে। কাম কাইজ সাইরা আবার ফিরতও দিয়া গেছে। তয় জিনিস তো আর পাইনতে নামে না। কী বিষয়? কেঐ কিছু বোজতে পারে না।

একদিন যায়।

দুইদিন যায়।

তিনদিন যায়।

না জিনিস তো পাইনতে নামে না। বাড়ির এক মুরব্বি বুইজ্জা গেল লিশ্চই কোনও গণ্ডগোল অইছে। বাড়ির বেবাকচতেরে হেয় জিগাইতে লাগলো, কউপটাহারের জিনিস কেঐ কিছু হামলাইয়া রাখছেনি। রাকলে স্বিকার করো, বাইর কইরা দেও। নাইলে আমগো বংশ নিরবংশ অইয়া যাইবো।

বাড়ির ছোডপোলার বউয়ের আহুজ পড়বো। মুরব্বির কথা হুইন্না হেয় কইলো, হ আমি একহান চামিচ হামলাইয়া রাকছি।

মুরব্বি কইলো, সব্বনাশ করছচ। তাড়াতাড়ি বাইর কইরা দে। অহনঐ থুইয়াহি কউপটাহারের পারে।

চামিচটা বাইর কইরা দিল বউ। মুরব্বি গিয়া রাখলো কউপটাহারের পারে। তহন আস্তে আস্তে বেবাক জিনিস নাইম্মা গেল পাইনতে। তারপর থিকা কোনওদিন কেঐ গিয়া চাইলে জিনিস আর উটতো না।

হামেদ বলল, আর ঐ বউডার কোনও শাস্তি অয় নাই?

অইছে। পোলাপান অইয়া সাতদিন পর মইরা গেছে। বাচে নাই।

একথা শুনে স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠায় বসে থাকা বানেছার বুকটা কেমন তোলপাড় করে উঠল। পলকের জন্য স্বামীর কথা ভুলে গেল সে, মনে পড়ল সাতদিন বয়সে চলে যাওয়া মেয়েটির কথা। এতগুলিদিন গর্ভের অন্ধকারে কত না যত্নে মায়া মমতায় বানেছা তাকে আগলে রেখেছিল। কত না কষ্টে বেদনায় নাড়ি ছিঁড়ে তাকে বের করল পৃথিবীর

AMARBOI.COM

আলো হাওয়ায়। তারপরও থাকল না মেয়েটি। নাভিতে পচন ধরল। দেড়দিন ধরে শুধুই ওয়াও ওয়াও করল ব্যথা বেদনায়, তারপর খিঁচুনি উঠতে উঠতে মরল।

ওইটুকু মেয়ের মরণে কিছুই যেন হল না সংসারে। কেউ একটু কাঁদল না, কেউ ফিরে তাকাল না। আজিজ যেন খুশিই হল। যাক একটা যন্ত্রণা গেছে। দাফন কাফন পর্যন্ত করল না। কাঁথা কাপড়ে প্যাচিয়ে কোথাকার কোন জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এল।

নয় মাস দশদিন গর্ভের আড়ালে এত যত্নে মায়ায় রাখা মানুষটিকে এত অবহেলায় কেমন করে ফেলে দিতে পারল মেয়ের বাপ? মা হয়ে বানেছাই বা কেন তাকে বলল না, জঙ্গলে হালাইয়ো না আমার মাইয়াডারে। দাফোন কাফোন করো। জঙ্গলে হালাইলে আমার বুকের ধন শিয়াল খাডাসে খাইবো।

নিশ্চয় শেয়াল খাটাসেই খেয়েছে সেই মেয়ে। পৃথিবীর কোথাও তার এখন আর কোনও চিহ্ন নাই।

একদিকে স্বামীর না ফিরা আরেকদিকে মেয়ের শোক উথলে ওঠা, বানেছার চোখ ফেটে যেতে চাইল। পোলাপানদের সামনে কাঁদতেও চাইল না সে, হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল। নাদেরকে বলল, রাইত অনেক অইছে। দুয়ারডা লাগাইয়া দে। দিয়া তরা বড় চাইর ভাইবইন চকিতে হো। বদু নাজুর লগে আমি হুইতাছি মাইত্তে। তয় আমি জাইগ্গাঐ থাকুম নে। তর বাপে আইলে দুয়ার খুইল্লা দিমুনে।

মায়ের কথা মতই কাজ করল নাদের। দরজা বন্ধ করে চৌকিতে উঠে গেল।

ছোট দুই ছেলের পাশে হোগলার বিছানায় শোয়ার আগে ম্যাচটা বালিসের তলায় রাখল বানেছা, তারপর কুপি নিভাল। স্বামী ফিরলে চট করেই যেন ম্যাচ বের করতে পারে কুপি জ্বালাতে পারে।

কিন্তু আজিজ ফিরল না।

AMARBOI.COM

দুপুরের রান্না শেষ করে হাড়ি পাতিল বড়ঘরের বারান্দায়, জায়গা মত রেখে, দরজা আবজাইয়া পুকুরঘাটে গোসল করতে গিয়েছিল কুট্টি। গোসল সেরে শুকনা শাড়ি ছায়া ব্লাউজ পরে, ভিজা কাপড় চোপড় চিপড়ে হাতে নিয়েছে, নিয়ে দ্রুত পায়ে উঠানের দিকে ফিরছিল, চালতাতলার থেকে পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে দুইহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল আলফু।

প্রথমে কুট্টি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তারপর ছটফট করে উঠল। হায় হায় করেন কী। ছাড়েন, ছাড়েন।

কুট্টির পিঠের উপরদিকটায় মুখটা একটুখানি ঘষে দিয়ে আলফু বলল, না ছাড়ুম না।

আলফুর মুখের ঘষায় কুট্টির সারা শরীর তখন কাঁটা দিয়ে উঠছে। অদ্ভুত ধরনের অবশ করা ভাব ছড়িয়ে গেছে শরীরে। ইচ্ছা করছিল এভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা আলফু তাকে জড়িয়ে ধরে রাখুক। শুধু পিঠে না শরীরের যেখানে যেখানে ইচ্ছা হাত বুলিয়ে মুখ ঘষে বা অন্যকিছু করে আদর করে দিক। কিন্তু মুখে মেয়েদের চিরকালিন ঢংটুকুও সে করল। জোর করে আলফুকে ছাড়াতে চাইল। বলল, ছাড়েন, কেঐ দেইক্কা হালাইবো।

দুরন্ত প্রেমিকের গলায় আলফু বলল, কে দেখবো? কেঐ নাই দেহনের। এই বাইত্তে খালি তুমি আর আমি।

বড়বুজানেও আছে।

হেয় বিছনায় থাকা মানুষ। হেয় দেখবো কেমতে। যহন দেহনের তহনঐ দেহে না, দেহন তো দূরের কথা উদিসঐ পায় না যে তার পালঙ্কের সামনের পাটাতনে শোয়া যুবতী মাইয়াডা যে রাইত দোফরে উইট্টা দুয়ার খোলে। মনের মাইনষের কাছে গিয়া তার লগে হুইয়া থাকে। বিয়াইন্না রাইত্রে উইট্টা আবার ফিরা যায় নিজের বিছনায়।

মুখ ঘুরিয়ে আলফুর ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল কুট্টি। চুপ করেন। ইস লজ্জা শরম নাই।

কীয়ের লজ্জা শরম? তোমার কাছে আমার আর লজ্জা শরম কী! আমার কাছেই বা তোমার লজ্জা শরম কী! আমরা দুইজন মানুষ মিল্লা অহন একজন।

তাও আমার শরম করে।

কুট্টির ঠোঁটে গভীর করে একটা চুমু খেল আলফু। কীয়ের শরম? এহেনে তোমারে কে দেখতাছে!

কুট্টির শরীরে তখন আগুন জ্বলছে। তবু কোনও রকমে সে বলল, মাইনষে না দেহুক অন্য জিনিসে তো দেখতাছে আমগো।

কথাটা বুঝল না আলফু। বলল, অন্য জিনিস আবার কী?

কুট্টি হাসল। বাড়ির কাউয়া, শালিক, গাছ, গাছের পাতা, চৈতালি বাতাস বইতাছে, হেই বাতাস। মাথার উপরের আসমান, এই হগল জিনিসে দেখতাছে না আপনে আমারে প্যাচাইয়া ধইরা রাখছেন।

ও এই হগল জিনিসে দেখতাছে! আইচ্ছা দেহুক।

তয় দোফরবেলা পিরিতি এমুন উথাল দিয়া উটলো ক্যা?

তোমারে দেইক্কা।

আমারে কই থিকা দেকলেন?

চাউলতাতলা থিকা।

চাউলতাতলায় আইলেন কুনসুম?

অনেকক্ষুণ আগে আইছি।

কন কী? আমি দিহি উদিস পাইলাম না।

গেছিলাম আজিজ গাওয়ালের বাইত্তে। ঐ বাইত্তে একহান কাম অইছে।

কী কাম?

হেইডা পরে কমুনে। আগে নিজের কথাহান কইয়া লই।

আইচ্ছা কন।

বাইত্তে আইয়া তোমারে বিচড়াইলাম। বড়ঘরের দুয়ার আবজাইন্না দেইখা বুজলাম

তুমি নাইতে গেছ। তোমার নাওন দেহনের লেইগা চুপ্পে চুপ্পে আইয়া চাউলতাতলায় খাড়ই রইছি।

কুট্টি মজার মুখ ভঙ্গি করে বলল, ইস।

কুট্টির গালে দুইবার মুখ ঘষল আলফু। হ। বিশ্বাস করো।

আলফুর শ্বাসের সঙ্গে আসছিল বিড়ির গন্ধ সেই গন্ধ আর মুখের ধারালো দাড়ি মোচের ঘষায় শরীর কাঁটা দিচ্ছিল কুট্টির। অস্থিরতা বাড়ছিল। তবু গলার জোর কমালো না সে। বলল, আমারে আবার নতুন কইরা দেহনের কী অইলো? হেদিন থিকা তো রোজ রাইত্রেঐ দেকতাছেন।

না রাইত্রে দেহা যায় না। বারিন্দায় ঘুটঘুইট্টা আন্ধার। তোমার শইল্লের কিছুঐ দেহা যায় না।

বুজা তো যায়?

তা যায়। ঐ মজা এক, দেহনের মজা আরেক।

অইছে। অহন ছাড়েন। আমি গিয়া ভাত বাড়ি আপনে নাইয়া ধুইয়া আহেন।

আলফু শিশুর মত জেদি গলায় বলল, না।

তয় কী করবেন? এমতে প্যাচাই ধইরা খাড়ঐ থাকবেন?

না।

তয়?

তোমারে পাতালি কুলে কইরা চাউলতাতলায় লইয়া যামু।

তারবাদে?

তারবাদে যা অওনের অইবো।

এবার কুট্টি ছটফট করে উঠল। এই না, না। দিন দোফরে এই হগল অইবো না।

আমার ইচ্ছা করতাছে।

না। আমি নাইয়াইছি।

তাতে কী অইছে। আমার লেইগা নাইলে আরেকবার নাইবা।

একবার না, আপনের লেইগা আমি দশবারও নাইতে পারি, তয় দিন দোফরে গাছতলায় এইডা ঠিক অইবো না।

ক্যা?

কওন যায় না, কে কোন হানদা এই বাইত্তে আইবো। কার চোক্কে পইড়া যামু। একবার যুদি কেঐ বুইজ্জা যায় তয় কইলাম বেবাকঐ গেলো।

তারপর কুট্টিও চট করে আলফুর গালে একটা চুমু খেল। একবার আপনেরে যহন আমি পাইছি, এই জীবনে আপনেরে আর হারাইতে চাই না। আমার সবকিছু আপনের। যহন যেমতে ইচ্ছা চাইবেন আমি আপনেরে বেক কিছু দিয়া দিমু। তয় সবঐ করতে হইবো সাবধানে। রাইতে তো আমি আপনের কাছেঐ থাকি। অসুবিদা কী?

চট করেই কুট্টিকে ছেড়ে দিল আলফু। ঠিকঐ কইছো। কোনও কিছু লইয়াঐ বাড়াবাড়ি ভাল না। তয় আমার কইলাম দোষ আছে একহান।

কী দোষ?

আমি কইলাম অনেক কিছু বোজতে চাই না। বহুত বাড়াবাড়ি করি।

AMARBOI.COM

হ আগে বুজি নাই, অহন বুজি।

বোজছো যহন তহন আমারে কইলাম শাসনে রাইখো।

কেমতে?

আমি যা চামু তাতেঐ লগে লগে রাজি অইয়ো না।

তয় কী করুম?

আগে চিন্তা করবা যে কামডা ঠিক হইবো কী না। যদি ঠিক অয় করবা আর না অইলে লগে লগে আমারে ফিরাইবা।

অহন যেমুন ফিরাইলাম?

হ।

কুট্টি হাসল। আইচ্ছা।

একটু থেমে বলল, তয় আমিও তো কোনও কোনও সমায় আপনের লাহান করতে পারি।

কেমুন?

আমিও অবুজ অইয়া যাইতে পারি, বাড়াবাড়ি করতে পারি।

এবার আলফু হাসল। তহন আমি তোমারে ফিরামু।

তয় আগে ফিরান নাই ক্যা?

আগে কবে?

ঐ যে জ্বরের রাইত্রে। ক্যান ওদিন নাইলে তারপরে কোনওদিন আমারে কইতেন তুমি যা চাও হেইডা সম্ভব না। দ্যাশে আমার বউ আছে, ডাঙ্গর ডাঙ্গর পোলাপান আছে।

আমি কইলেঐ তুমি ফিরতা?

কইতে পারি না।

জানি, ফিরতা না। অহন বুজি আমি কই মনের কথা মনেঐ তুমি চাইপ্পা রাখো নাই ক্যান? আমারে কইছো ক্যান? আর আমার দ্যাশে যাওনের কথা হুইন্না মন খারাপ করছো ক্যান। আমি যহন গেলাম না তহন এত খুশি অইলা ক্যান? তারবাদেও কহেকদিন চুপচাপ রইলা। এক রাইত্রে আমারে ভাত দিয়া নিজের হাতখান বাড়াইয়া দিলা। রাইত্রে চইলা আইলা আমার বিছনায়। তারবাদে আইজ কও এই কথা, আমি তোমারে ফিরাই নাই ক্যান! আরে ক্যান ফিরামু? তুমি যেমতে চাইছো আমারে আমিও তো ওমতে চাইছি তোমারে!

আলফুর চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর মায়াবি গলায় কুট্টি বলল, হারাজীবন এমতে চাইবেন তো?

চামু। যতদিন বাইচ্চা আছি এমতেঐ চামু তোমারে। তুমি আমারে যেই সুক দিছো এই সুখে জিন্দেগিতে পাই নাই আমি। বউ আমার আছে কিন্তু এমুন সুক হেয় আমারে দিতে পারে নাই।

আমারেও পারে নাই নয়নের বাপে। আপনের লগে না থাকলে আমি কোনওদিন বোজতামঐ না জিনিসটা এত সুকের। ওই সুক একবার পাইয়া মইরা গেলেও সুক। দুইন্নাইতে আর কিছু চাওনের থাকে না।

আসলে দুনিয়ার বেবাক কাম অয় আল্লার ইসারায়। আল্লায় যহন চাইছে তোমার আমার মিল অউক তহনঐ অইছে।

AMARBOI.COM

এই মিলডা য্যান আল্লায় জনম ভইরা রাখে।

রাখবো। লিশ্চই রাখবো।

আচমকা কুট্টি বলল, এইবার কন আইজ্জাদার বাইত্তে কী অইছে।

এক ভাবনা থেকে চট করেই আরেক ভাবনায় এল আলফু। হেয় তো পাচদিন ধইরা বাইত্তে আহে না।

কী?

হ। পাচদিন আগে গাওয়ালে গেছে অহনতরি আহে না। ভাবীছাবে কাইন্দা কাইট্টা অস্থির। পোলাপানডিও বাবা গো, বাবা গো কইরা কান্দে।

কন কী?

হ।

গাওয়াল করতে গেছিলো কই?

দিগলির ঐমিহি।

তয় ঐমিহি বিচড়াইতে পাডাইতো কাওরে?

আইজ দুই পোলারে পাডাইছে। নাদের আর হামেদ গেছে।

অতডু অতডু পোলারা গিয়া কী খবর লইবো?

হেইডাঐত্তো কথা।

আইজ্জাদ্দার আত্মীয় স্বজনগ খবর দেয় নাই?

দিছে। ভাবীছাবের ভাই বেরাদারগো, বইনজামাই আততিয় স্বজন বেবাকতেরেঐ জানাইছে। বেবাকতেঐ বিচড়াইতাছে। এই গেরামের মানুষজনও যে যেই মিহি যাইতাছে হেই মিহিঐ বিচড়াইতাছে।

কুট্টি উদাস হল, চিন্তিত হল। মানুষ একবার হারাইয়া গেলে হেয় যুদি নিজে থিকা ফিরত না আহে তয় তারে আর বিচড়াইয়া বাইর করন যায় না। পাওয়া যায় না।

আলফু ভুরু কুঁচকালো। এই কথা কইলা ক্যা?

কইলাম আলা কাকার বাপের কথা চিন্তা কইরা। চল্লিশ পাচ্চল্লিশ বচ্ছর আগে বাড়িত থিকা ইমামতির কামে গেল চানপুরের মতলব না কোন জাগায় জানি। আর কোনওদিন ফিরত আইলো না। হারাজীবন ধইরা দাদী তার লেইগা বইয়া রইলো। চাইরডা পোলাপান লইয়া কত কষ্ট করলো।

ঠিকঐ কইছো! আইজ্জাদায়ও যুদি এমুন করে? যুদি আর কোনওদিন ফিরত না আহে।

আকথা কইয়েন না। আল্লায় য্যান অমুন কাম না করে। ভাবীছাবে মানুষ ভাল না। ছনুফুবুরে বহুত জ্বালাইছে, তারবাদেও আইজ্জাদায় যুদি ফিরত না আহে তয় এতডি পোলাপান লইয়া তার উপায় হইবো কী?

হ, ঠিকঐ। আমগো বেবাকতের উচিত আইজ্জাদারে বিচড়াইয়া বাইর করন। তয় আমার মনে অয় কোনও কামে হেয় আইটকা পড়ছে, দুই চাইর দিন বাদে ফিরত আইবো।

আল্লায় য্যান তাই করে।

আলফুর চোখের দিকে তাকিয়ে কুট্টি বলল, আপনে কোনওদিন এমুন করবেন না তো?

আলফু অবাক। কেমুন?

কোনও কামের কথা কইয়া আমারে ছাইড়া যাইবেন আর ফিরত আইবেন না।

তোমার মনে অয় এমুন কাম আমি করতে পারি?

মাইনষের মনের কথা কওন যায় না।

তয় এই কথাডা তো তোমারেও আমি কইতে পারি। তুমিও তো আমারে ছাইড়া যাইতে পারো। আর ফিরত নাও আইতে পারো আমার কাছে।

হেইডা কেমতে অইবো?

ক্যান? অইতে পারে না?

না অইতে পারে না। আমার যাওনের জাগা নাই। বহুতদিন আগে সতীনের সংসার থিকা ফিরত আইছি। মা বাপে জাগা দেয় নাই বাইত্তে। মিয়াবাইত্তে আইয়া ঝিয়ের কাম লইছি। আততিয় স্বজন কেঐ কোনহানে নাই যে আমারে একওক্ত খাওন দিবো। এমুন মানুষ যাইবো কই!

কুট্টি যখন এভাবে কথা বলে আলফুর মন আশ্চর্য মমতায় ভরে যায়। ইচ্ছা করে দুহাতে বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে দেয়।

এখনও করল। কিন্তু জড়িয়ে কুট্টিকে সে ধরল না।

কুট্টি বলল, আপনের দশা আমার লাহান না। আপনের যাওনের জাগা আছে। চরে আপনের দ্যাশ আছে, সংসার বউ পোলাপান আছে। একবার হেই চরে গিয়া আপনে যুদি আর ফিরত না আহেন, আমি কেমতে গিয়া আপনেরে বিচড়াইয়া আনুম? আর কোন মোকে বিচড়ামু? আমি তো আপনের বিয়া করা বউ না। আমার তো আপনের উপরে কোনও দাবি নাই। আপনে আমার মনের মানুষ এইডা অন্য মাইনষে বোজবো না। মাইনষে বোজতে চাইবো আপনের লগে আমার বিয়া অইছেনি। কবুল কইরা, কাবিন কইরা আপনে আমারে বিয়া করছেননি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুট্টি। কইতে পারি না কপালে আমার কী আছে? কোন কান্দন হারাজীবন ধইরা আপনের লেইগা আমার কান্দন লাগে। কপালডা আমার ছোট্টকাল থিকাঐ খারাপ। গরিব মা বাপের ঘরে জন্মাইছি, এমুন একহান দিনও যায় নাই যেদিন তিনওক্ত খাওন পাইছি। কোনও কোনও সমায় দুইতিনদিনও না খাইয়া রইছি। সংসারের অভাব দেইক্কাঐ সতীন আছে জাইন্নাও আধা বইস্সা নয়নের বাপের কাছে বিয়া বইলাম। ওহেনেও টিকতে পারলাম না। আমার সব থিকা সুখের দিন অহন এই বাইত্তে। মাজারো বুজানে দুই চাইরদিন বাইত্তে থাকলে ইট্টু ঝামেলা অয়, কাম কাইজ বেশি করতে অয়, দৌড়ের উপরে থাকতে অয়, হেয় না থাকলে পুরা বাড়িঐ আমার। যহন যা মনে চায় খাই। ইচ্ছা অইলে কাম করি না অইলে করি না। অভাব ছিল খালি একহান জিনিসের। একজন মনের মানুষ, তার আদর সোহাগ। হেইডাও আমি পাইতাছি আপনের কাছ থিকা। অহন আমার কোনও দুক্কু নাই, কোনও কিছুর কোনও আকাল নাই। সুকে আমি এক্কেরে ডুইব্বাছি। এই সুক কতদিন সইবো এইডাঐ কথা।

কুট্টির কথা শুনতে শুনতে আবার সেই প্রথম দিককার আবেগটা ফিরে এল আলফুর। কিন্তু দুইহাতে কুট্টিকে সে জড়িয়ে ধরল না। একহাতে কাছে টেনে অন্যহাতে তার চিবুকটা তুলে ধরল। হৃদয়ের গভীর থেকে বলল, আমি তোমারে কোনওদিন ছাইড়া

AMARBOI.COM

যামু না। যতদিন বাইচ্চা থাকি, যেহেনেঐ থাকি, তোমারে লইয়াঐ থাকুম। রাইতভর তোমারে প্যাচাইয়া ধইরা ঘুমামু, দিনভর কামকাইজ করুম আর ফাকে ফাকে দেহুম তোমার মুখ। এক লগে বইয়া ভাত খামু দুইজনে, সুখ দুক্কের কথা কমু। এই জীবন তোমারে ছাড়া আমি কাটামু না।

আলফুর কথায় আবেগে বুক ভরে গেল কুট্টির। ইচ্ছা করল দুইহাতে আলফুর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আপনে যেমতে চান আমিও অমতেঐ চাই সব। আমিও আপনেরে ছাড়া আমার এই জীবনডা আর কাটাইতে চাই না।

একথা না বলে কুট্টি বলল অন্যকথা। কেমতে আমারে লইয়া জীবনডা আপনে কাটাইবেন? চরে যে আপনের বউ পোলাপান আছে, সংসার আছে?

আলফু বলল, তাগো লইয়াও চিন্তা আমার আছে। তয় হেই চিন্তার কথা আইজ তোমারে কমু না। কমু আরেকদিন। তয় আইজ খালি এড্ডু কই, তোমার লেইগা আমি সব ছাড়তে পারুম।

না না হেইডা আপনে করবেন না।

ক্যা?

তারা তো কোনও দোষ করে নাই! তাগো আপনে কীর লেইগা কষ্ট দিবেন! আপনে তাগো চিন্তা না করলে মানুষটি যাইবো কই? পোলাপানগো উপায় অইবো কী?

সবদিক চিন্তা কইরাঐ পথ আমি বাইর করুম। কেওরে কষ্ট দিমু না। সোন্দরভাবে করুম কামডা। তয় শেষ কথা অইলা তুমি। যেই আদর সোহাগ মায়া মমতা তোমার কাছ থিকা আমি পাইছি, এইডা আমি হারাইতে চাই না। এইডা আমার জীবনের সবথিকা বড় সম্পদ। এই সম্পদ আমি বুকে দিয়া আলগাইয়া রাখুম।

আলফুর কথা শুনে মন ভরে গেল কুট্টির। শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল সেই প্রথমদিন চালতাতলার আধো অন্ধকারে বসা আলফুকে দেখে যেমন করে কাঁটা দিয়েছিল ঠিক তেমন করে। খানিক আগে আলফুর যা ইচ্ছা করেছিল, কুট্টি টের পেল এখন তার শরীর জুড়ে, মন জুড়ে সেই ইচ্ছা। এখন দিন না রাত্রি বুঝতেই চাইল না সে, আবার গোসল করতে হবে কী হবে না, বুঝতে চাইল না। আচমকা কেউ এসে পড়বে কি না, একবারও মনে হল না। একহাতে ধরা চিপড়ানো শাড়ি ছায়া ব্লাউজ আস্তে করে মাটিতে ছেড়ে দিয়ে দুইহাতে গভীর করে আলফুর গলা জড়িয়ে ধরে কুট্টি বলল, আমারে পাতালি কুলে লন।

আলফু অবাক হল কিন্তু করল কাজটা।

আলফুর কোলে উঠে দুইহাতে তার গলা জড়িয়ে মুখটা আদুরে ভঙ্গিতে তার মুখে ঘষতে ঘষতে কুট্টি বলল, চাউলতাতলায় লইয়া যান আমারে।

আলফু ততোক্ষণে বুঝে গেছে কী চায় কুট্টি। তবু বলল, কীর লেইগা?

কুট্টি আধো গলায় বলল, আপনে যা চান আমিও তাই চাই।

শুনে আলফুর শরীরের ভিতর জেগে উঠল দুর্দান্ত এক কামার্ত পুরুষ। কুট্টিকে নিয়ে চালতাতলায় এলো সে। আলফু প্রায়ই এখানটায় বসে জিরায়, বিড়ি খায়। কিছু খড়নাড়া ফেলা আছে। সেই খড়নাড়ার উপর কুট্টিকে শোয়াইয়া দিয়া তার ভিতর একটু একটু করে ডুবে যেতে লাগল আলফু। গোঙাতে গোঙাতে কুট্টি শুধু কোনও রকমে বলল, আপনে আমারে ছাইড়া যাইয়েন না, কোনওদিনও ছাইড়া যাইয়েন না।

AMARBOI.COM

তখন ঠাকুরবাড়ির ওদিক দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কোনও বয়াতি ধরনের মাটিয়াল গলা ছেড়ে রূপবানের গান গাইছিল,

শোন তাজেল গো,
মন না জেনে প্রেমে মইজো না
মন না জেনে প্রেমে মইজো না
মন না জেনে
এ প্রেমে মইজো না।

এই গান শুনে ওই অবস্থায়ও কুন্তির বুকটা একটু কেঁপে উঠল।

ভাঙ্গারি কাকায় বহুত ভাল মানুষ, না রে দাদা!

নাদের কথা বলল না। ভাঙ্গারির দোকান থেকে বের হবার পর থেকেই কেমন গম্ভীর, কেমন চিন্তিত হয়ে আছে। হামেদের পাশাপাশি হাঁটছে ঠিকই, সঙ্গে যে হামেদ আছে সেকথা যেন মনেই নাই।

এখন হামেদের কথা শুনেও তার দিকে তাকাল না নাদের। কথাও বলল না।

হামেদ নিজের ভাল লাগায় ডুবে আছে। গদগদ গলায় বলল, এত্তবড় বড় দুইহান কইরা রসোগোল্লা খাওয়াইলো! আর এত্ত সাদ রসোগোল্লার। এত্ত সাদের, এত্তবড় রসোগোল্লা আমি কোনওদিন খাই নাই। দুইহান খাইয়া পেট একদোম ভইরা গেছে। রাইত্রের আগে আর ভাত খাওন লাগবো না।

নাদের তবু কথা বলল না। দ্রুত হাঁটার স্বভাব তার। হামেদ কখনও ভাইয়ের লগে হেঁটে পারে না। নাদের হাঁটলে হামেদ সব সময়ই পিছনে পড়ে। পিছন থেকে সব সময় দৌড়ে এসে ধরতে হয় ভাইকে।

এখন তেমন হচ্ছে না।

দিঘলি বাজারের ভাঙ্গারির দোকান থেকে বের হয়ে আগের হাঁটাটা যেন ভুলেই গেছে নাদের। অথচ সকালবেলা বাড়ি থেকে বের হয়ে হাঁটছিল তুফানের মত। সারাটা পথই ভাইয়ের পিছন পিছন দৌড়ে আসতে হয়েছে হামেদকে। আর এখন হাঁটছে ভাইয়ের পাশাপাশি।

নাদেরের এইসব ব্যাপার নিয়ে যেন কোনও আগ্রহই নেই হামেদের। সে মুগ্ধ হয়ে আছে ভাঙ্গারি কাকার ব্যবহারে, বড় বড় দুইখান রসোগোল্লার স্বাদে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমরা তো রসোগোল্লা আমিত্তি বালুসা এই হগল খাই বচ্ছরে একদিন। গলুইয়ার দিন। গলুইয়ার দিন বাবায় আমগো বেবাকতেরে লইয়া কালিরখিলের মাডে যায়, মাডির

WWW.AMARBOI.COM

দুয়েকহান ঘোড়ামেড়া কিন্না দেয়। তারবাদে গান্দির দোকান থিকা রসোগোল্লা আমিত্তি আর বালুসা কিন্না নতুন একহান মাডির হাড়িতে কইরা বাইত্তে লইয়াহে। হাড়ির মোকহান গান্দির দোকানের মাইনষে বাশকাগজ আর চিকন রসি দিয়া এমতে বাইন্দা দেয়, হাতে ঝুলাইয়াঐ হাড়িডা বাইত্তে লইয়াহে বাবায়। তারবাদে মার হাতে দেয়। তয় মায় কইলাম রাইত্রে হেদিন ভাতপানি রান্দে না। জের থিকা মুড়ি ঢাইল্লা দেয় বেবাকতের থালে তারবাদে একহান কইরা আমিত্তি একহান বালসু আর একহান কইরা রসোগোল্লা। ইস হেই রাইতটা যে আমার কী আমোদে কাডে রে দাদা! বহুত আরাম লাগে মিষ্টি খাইয়া।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা তখন ঘোরদৌড়ের খালের কাছে চলে এসেছে। খালের উপর কাঠের পুরনা পুল। পুলে উঠতে উঠতে নাদের বলল, এই হগল আমি জানি। এই হগল প্যাচাইল আমার লগে অহন পারিচ না।

ক্যা রে দাদা? তর মন খারাপ?

পুল পেরুতে পেরুতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল নাদের। তর খারাপ না?

দুপুর ঢলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। চারদিকে চৈত্রমাসের ঘোরতর রোদ। একটুখানি হাওয়া নাই গাছপালায়। খালের পানি মাটি গাছপালা শস্যের মাঠ খা খা করছে। গরমে ঘামে দুইভাইই অতিষ্ঠ। কিন্তু এতবড় দুইখান রসোগোল্লার স্বাদ মুখে লেগে থাকার ফলে এইসব রোদঘাম গায়েই লাগছিল না হামেদের। অন্যকোনও কিছু আর মনেই ছিল না। কী কাজে মেদিনীমণ্ডল থেকে পাঁচ ছয় মাইলের দূর দিঘলীর বাজারে এসেছিল তারা, কতক্ষণ থেকে আবার ফিরে যাচ্ছে, কিছুই যেন মনে নাই। বোধহয় এজন্যই বলল, ক্যা, মন খারাপ অইবো ক্যা?

বাবার লেইগা?

এবার চট করেই ব্যাপারটা মনে পড়ল হামেদের। তাই তো, বাবার খোঁজেই তো তারা আজ দিঘলি বাজারে এসেছিল ভাঙ্গারি কাকার দোকানে। আজ পাঁচদিন গাঁওয়ালে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছে না বাবা। কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। গ্রামের কারও সঙ্গে কোথাও বাবার দেখাও হয়নি। দেশগ্রাম থেকে মানুষটা যেন একদমই উধাও হয়ে গেছে।

পাঁচদিন ধরে বাবার পথ চেয়ে চেয়ে মা আজ সকালে তাদের দুইভাইকে পাঠিয়েছিল দিঘলী বাজারে। কিন্তু ভাঙ্গারি কাকাও বাবার কোনও হদিস দিতে পারল না। বলল, পাচদিন আগে আইছিলো। পুরানা মাল দিয়া নতুন মাল নিল, কিছু টেকা পাইতো হেইডা নিল, তারবাদে দোফরের আগে আগেঐত্তো বাড়ি মিহি মেলা দিল। আর তো আমার এহেনে আহে নাই।

শুনে নাদের হামেদ যখন খুবই হতাশ তখনই দুইখান করে বড় সাইজের রসগোলা এনে খাওয়াল দুইজনকে। নানা রকম বুঝ দিয়ে ফিরত পাঠাল। মনে হয় কোনও কামে গিয়া আটকা পড়ছে। তোমার মারে কইয়ো চিন্তা ভাবনা য্যান না করে। দুই চাইর দিন পর লিশ্চই ফিরত আইবো। ফিরত না আইয়া যাইবো কই, কও!

লোকটির নাম রতন পাল। বহুদিন ধরে ভাঙ্গারির ব্যবসা করে বলে নাম পড়ে গেছে রতন ভাঙ্গারি। মুখে মধুমাখা রতন ভাঙ্গারির। কথা বলে এত সুন্দর করে, খারাপ কথাও

AMARBOI.COM

শুনতে ভাল লাগে। বাচ্চা ছেলে দুইটার বাপ যে পাঁচদিন ধরে বাড়ি ফিরে না, লোক যে তার কাছ থেকেই মালছামান নিয়ে বহুবছর ধরে গাঁওয়াল করে, সব শুনেও তার চেহারায় বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা দেখা গেল না। খুবই মধুর ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ করে এমন ভাবে শান্তনা দিল, যেন পাঁচদিন কেন পাঁচ বছরও কারও জন্য বাড়ি না ফিরা কোনও ব্যাপারই না। তার আচরণে মুগ্ধ হয়েই বোধহয় বাবার কথা ভুলে গিয়েছিল হামেদ। এখন নাদেরের কথায় মনে পড়ল।

তারপরও ভাঙ্গারি কাকার কথার রেশ ধরে রাখল হামেদ। বলল, বাবার লেইগা মনডা আমার খারাপ ঠিকঐ, তয় বেশি খারাপ না।

পুল থেকে নেমে খানিকদূর এগিয়েছে ওরা। এখানটায় রাস্তার দুইপাশে কিছু ঝোঁপজঙ্গল, গাছপালা। বেশ ছায়া আছে। যদিও হাওয়া বলতে গেলে নেইই তবু রোদের তেজ তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না। কাছাকাছি কোথাও থেকে থেকে ডাকছে একটা ঘুঘুপাখি। সেই ডাকে কী রকম এক নির্জনতা যেন নেমেছে চারদিকে।

হামেদের কথা শুনে দাঁড়াল নাদের। বলল, বেশি খারাপ না ক্যা?

ভাঙ্গারি কাকায় যে কইলো কোনও কামে আটকা পড়ছে। লিগ্গিরই আইয়া পড়বো।

যুদি না আহে?

শুনে ভয় পেয়ে গেল হামেদ। মুখ শুকিয়ে গেল। আইবো না তয় যাইবো কই?

বয়, ইট্টু জিরাই। জিরাইতে জিরাইতে কথা কই।

দুইভাই পথের ধারের জামগাছতলায় বসল। গাছটার পিছনে আর দুইপাশে ঝোঁপজঙ্গল, সামনে সবুজ ঘাস। গাছের ছায়ায় আরামদায়ক হয়ে আছে ঘাসগুলি। বসার পর ভাল লাগল হামেদের। বলল, এইবার ক ভাই। বাইত্তে না আইয়া বাবায় যাইবো কই?

নাদের চিন্তিত গলায় বলল, বাবারে কেঐ মাইরাও হালাইতে পারে।

কী?

হ।

কেডা মারবো বাবারে? ক্যান মারবো?

টেকা পয়সার লেইগা।

কীয়ের টেকা পয়সা?

ঐ যে ভাঙ্গারি কাকায় কইলো, মাল বেচইন্না টেকা আর নতুন মালছামান লইয়া হের দোকান থিকা ওইদিন বাইর অইছে বাবায়।

এমুন তো সব সমায়ঐ বাইর অয়!

হ অয়। তয় বিপদটা মনে অয় ঐদিনঐ অইছে।

কেমতে?

মনে কর এমুন জঙ্গইল্লা কোনও নিটাল জাগা দিয়া ভার কান্দে লইয়া হাইট্টা যাইতাছিল বাবায়, জঙ্গলে পলাইয়া আছিলো চাইর পাচজন ডাকাইত। বাবারে একলা পাইয়া রামদাও লইয়া সামনে আইয়া খাড়ইছে। বাবায় তো কিরপিন মানুষ। মনে অয় টেকা পয়সা আর মালছামান দিতে চায় নাই। এর লেইগা ডাকাইতরা হের কল্লাডা এক কোবে নামাইয়া দিছে। দিয়া কল্লাডা আর শইলডা গুইজ্জা রাকছে কচুরি পেনাআলা কোনও পুকঐরের কেদার তলে। তারবাদে টেকা পয়সা মালছামান লইয়া গেছে গা।

AMARBOI.COM

শুনে ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল হামেদের। ঘট করে একটা ঢোক গিলল। হায় হায় কচ কী?

নাদেরের গলা তখন ধরে আসছে। ভাঙ্গা গলায় বলল, হ। আমার মনে অয় এমুনঐ অইছে। নাইলে বাবায় যাইবো গা কই?

যুদি এমুন অইয়া থাকে তয় তো বাবায় আর ফিরত আইবো না, না?

কেমতে আইবো? মইরা গেলে মানুষ আর ফিরত আহে?

তয় বাবার লগে আমগো আর দেহা অইবো না?

বাইচ্চা থাকলে সেন্না অইবো!

হামেদ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবায় না থাকলে গাওয়াল করবো কেডা? ক্ষেতে ধান বোনবো কেডা? রুজি করবো কেডা? আমরা খামু কী?

অনেকক্ষণ ধরেই চোখ ভরেছিল নাদেরের। এবার গাল বেয়ে কান্না নামলো। কাঁদতে কাঁদতে বলল, কইতে পারি না। আমি কিচ্ছু কইতে পারি না। আমার অহন বাবা গো বাবা গো কইরা চিইক্কর পাইড়া কানতে ইচ্ছা করতাছে।

ভাইকে কাঁদতে দেখে হামেদও কেঁদে ফেলল। তয় অহন বাইত্তে গিয়া কী কবি মারে? ডাকাইতে যে বাবার কল্লা কাইট্টা হালাইছে এইডা কবি?

নাদের চোখ মুছে বলল, আরে না।

তয়?

আমরা তো জানি না যে এমুন অইছে। আমি আন্দাজ করছি।

হামেদ নাক টেনে বলল, তয় মারে গিয়া কবি কী?

ভাঙ্গারি কাকায় যা যা কইছে হেইডাঐ কমু।

এই হগল হুইন্না কি মায় বুজবো? মায় তো চিইক্কর পাইড়া কানবো নে।

কানলে অহন কী করুম ক?

দুইভাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। রাস্তার ওপাশের খোলা মাঠে চৈতালি ঘূর্ণি ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে হামেদ বলল, ঐ দেক বানাডুলি আইতাছে দাদা। এমুন নিটাল জাগায় বইয়া থাকনের কাম নাই। ল জাইগা।

হ, ল।

নাদের উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে হামেদ বলল, ঐ দাদা, আমার অহন খালি একহান কথা মনে অয়।

কী কথা?

মনে অয় আমরা এত ছোড অইয়া রইলাম ক্যা? আমরা আরও ডাঙ্গর, জুয়ানমর্দ অইলাম না ক্যা?

অইলে কী হইতো?

বাবার কামডি আমরা করতে পারতাম। তুই গাওয়াল করতি, বদু আর নাজুরে লইয়া আমি ক্ষেতখোলা চুইতাম (চাষ করা অর্থে)। পরি আর জরি করতো মার কামডি। রান্দন বাড়ন বেবাক কিছু। তয় তো খাওনের আকাল অইতো না। অহন তো অইবো। অহন তো না খাইয়া মরণ লাগবো।

নাদের কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

AMARBOI.COM

হামেদ বলল, ঐ দাদা, আর যুদি এমুন না অইয়া থাকে?

কেমুন?

ধর ডাকাইতে বাবার কল্লাডা কাডে নাই। বাবায় বাইচ্চাঐ আছে। কয়দিন বাদে ফিরত আইলো?

তয় তো কোনও কথাঐ নাই। আমার কথা অইলো বাবায় এতদিন থাকবো কই?

মনে কর কোনও আত্মীয় বাইত্তে গিয়া বেড়াইতাছে।

কেঐরে কিছু না কইয়া বেড়াইতে হেয় যাইবো ক্যা? মাইনষে কি এমতে বেড়াইতে যায়?

হামেদ চিন্তিত গলায় বলল, হ্ এইডাও তো কথা। বাবায় তো কোনওদিন এমুন করে নাই।

নাদের হতাশ গলায় বলল, তুই যাঐ কচ, আমার মনে অয় বাইচ্চা নাই বাবায়। বাবারে ডাকাইতেঐ মারছে। আগে ডাকাইতের গেরাম আছিল ছিন্নগড়ের ঐমিহি বাজপুর, অহন অনেক গেরামেঐ ডাকাইত আছে। কোন গেরামের উপরে দিয়া গাওয়াল কইরা বাড়ি মিহি যাইতাছিল বাবায়, কোন গেরামের ডাকাইতে তারে মারছে কে কইবো! আমরা কোনওদিন জানতেও পারুম না কেমতে কী অইছিলো। আহা রে, আহা!

নাদেরের হাহাকারে বুকটা আবার তোলপাড় করতে লাগল হামেদের।

AMARBOI.COM

ছেলেদের মুখে স্বতন্ত্র ভাঙ্গারির কথা শুনে উঠানে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল বানেছা। হায় হায় কয় কী? কয় কী রে? তয় তো হেয়ে আর বাইচ্চা নাই। ডাকাইতেঐ খাইছে হেরে। হায় হায় এইডা কেমুন সব্বনাশ অইলো আমার! এতডি পোলাপান লইয়া আমি অহন কেমুন করুম! পোলাপানগো খাওয়ামু কী! কেমতে বাচাইয়া রাখুম!

একবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বানেছা, একবার উঠে বসে। দুইহাতে পাগলের মত বুক চাপড়ায়।

বানেছার আকুলি বিকুলি দেখে পোলাপানরাও কাঁদে। ছোটভাই নাজুকে কোন ফাঁকে কোলে নিয়েছে পরি। বদু দাঁড়িয়ে আছে জরির গা ঘেষে। নাদের আর হামেদ এতদূর পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত। ঢেঁকিঘরের ওটার সামনে বসে আছে দুইভাই। মাথা নিচু করে কাঁদছে তারা।

এসময় রাবি আর বাদলা এল ছুটতে ছুটতে।

বাদলার পরনে মুসলমানির দিনকার সেই লুঙ্গিটা। গায়ে আর কিছু নাই। মুসলমানির পর এই কয়েকদিনে সে যেন আরও বড় হয়ে গেছে। এই বাড়িতে এসেই

চলে গেল নাদের হামেদের কাছে আর রাবি এসে জড়িয়ে ধরল উঠানে আছাড়ি পিছাড়ি করে কাঁদা বানেছাকে। এমুন কইরেন না ভাবীছাব, এমুন কইরেন না। আল্লারে ডাক পারেন, আল্লায় রহম করব।

বানেছা বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হেয় যেদিন থিকা আহে না হেদিন থিকা দিনরাইত চব্বিশ ঘন্টা আমি খালি আল্লারে ডাক পাড়ি। পোলাপান ঘুমাইয়া থাকে, আমার ঘুম আহে না। আমি ঘুমাইতে পারি না। মনে মনে খালি আল্লারে ডাকপাড়ি, কই, আল্লা আমার মানুষটারে তুমি ফিরাইয়া আনো। আমি তোমার নামে একহান মুরগি সতকা (সদগা) দিমু। আল্লায় তো আমার কথা হোনে না রে বইন। হেয় তো ফিরত আহে না।

আবার কান্না বাড়ে বানেছার। ফিরত আইবো কেমতে? বাইচ্চা থাকলে তো আইবো? বাইচ্চা হেয় নাই। হেরে ডাকাইতেঐ খাইছে। টেকা পয়সা মালছামান রাইক্কা হেরে মাইরা এমুন হানে হালাই দিছে দুইন্নাইর কেঐ বিচড়াইয়া পাইবো না।

বানেছাকে স্বান্তনা দেয়ার চেষ্টা করে রাবি। অলইক্কা কথা কইয়েন না ভাবীছাব, অলইক্কা কথা কইয়েন না। কিচ্ছু অয় নাই হের। হেয় বাইচ্চাঐ আছে।

বাইচ্চা থাকলে বাইত্তে আহে না ক্যা? কই গিয়া পলাই রইছে? কোনওদিন তো এমুন করে নাই হেয়। হায় হায় রে, কোন গজব নাজিল অইলো আমার সংসারে! মাইয়াডারে দাফোন না করনের পাপে ধরল? হেই পাপে শেষ অইলো নাদেরের বাপে! হায় হায় এইডা কী অইলো! কী অইলো!

জরির পাশে দাঁড়ানো বদু কাঁদতে কাঁদতে বলল, মায় এমুন করে ক্যা? মারে এমুন করতে দেইক্কা আমারও তো কান্দন আহে।

জরি চোখ মুছতে মুছতে বলল, মায় কান্দে বাবার লেইগা। আমরা বেবাকতেঐ কানতাছি বাবার লেইগা।

বাবারে মাইরা হালাইছে ক্যারা?

মায় তো কয় ডাকাইতে।

দাদারা কী কয়?

অরা কিছু কয় না।

পরির কোলে তখন নাজু শব্দ করে কাঁদতে শুরু করেছে। বাড়ির সবার কান্নাকাটির অর্থ বুঝতে পারছে না। সে কাঁদছে সবাইকে কাঁদতে দেখে।

অন্য সময় হলে ভাইকে থামাবার চেষ্টা করত পরি। এখন করছে না। এখন তার চোখেও পানি। বুকটা কেমন করছে বাবার জন্য। জন্মের পর থেকে দেখে আসা মানুষটা হঠাৎ কোথায় চলে গেল! যদি সত্যি সত্যি ডাকাতে তাকে মেরে ফেলে থাকে তাহলে আর কোনওদিনও ফিরে আসবে না। জীবনে কোনওদিনও বাবার সঙ্গে পরির আর দেখা হবে না।

এসব ভেবে পরির কান্না আরও গভীর হচ্ছিল। মনে পড়ল খুকি মারা যাওয়ার পর নূরজাহানদের বাড়ি গিয়ে বাবাকে নিয়ে অনেক কথা নূরজাহানকে সে বলেছিল। খুকির দাফন কাফন করেনি দেখে বাবার ওপর রাগ করেছি। সেসব কথাই নূরজাহানকে বলেছিল।

AMARBOI.COM

এখন ওসব কথা ভেবে মন কেমন করতে লাগল। যদিও বাবা কোনওদিন জানতে পারবে না, তবু তো পরি তাকে ছোট করেছে নূরজাহানের কাছে। নিজের বাপের বদনাম করেছে অন্যের কাছে। এটা কি ঠিক হয়েছে?

এসব কথা যতই মনে পড়ছিল ততোই ভিতর থেকে কান্নার স্রোত ঠেলে উঠছিল পরির চোখে। মুখ নিচু করে রাখার ফলে চোখের টপটপ করে ঝড়ছিল উঠানের মাটিতে।

বানেছার চোখের পানি ফুরায়া আসছে, বিলাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়েছে সে। এখন ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। পাশে বসে দুইহাতে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে তাকে জড়িয়ে রেখেছে রাবি।

বানেছা কান্নাকাতর অসহায় গলায় বলল, আসলে তার কোনও দোষ নাই। হেয় বড় ভাল মানুষ। বেবাক দোষ আমার। এই সংসারে অলক্ষি লাগনের মূলে অইলাম আমি। এতডি পোলাপান অইছে আমার লেইগাঐ। হেয় বহুত চেষ্টা করছে, আমি হের কথা হুনি নাই। আর হেয় যেই ডরান ডরায় আমারে! আমি যা কই হেইডাঐ হোনে। আমার উপরে দিয়া কোনও কথা কোনওদিনও কয় নাই। তার কথা হোনলে আমার ভাল অইতো। আমি মানুষ ভাল না। আমি বহুত বজ্জাত মানুষ। আমিঐ নষ্টের নারদ। আমার লেইগা আইজ্জ এই দশা অইলো সংসারের। আমার লেইগাঐ মানুষটার আইজ্জ এই দশা। আমার লেইগাঐ মরছে হেয়।

বানেছা আবার কাঁদতে লাগল। অন্নাই কি খালি আমি হের লগে করছি, সবথিকা বড় অন্নাই তো করছি আমার হরির লগে। হরি অইলো মার লাহান, হেই মারে আমি একওক্ত খাওন দেই নাই। একদিন, বুঝি, তহন পেডে, বিয়ানবেলা পোলাপান লইয়া বউয়া খাইতাছিলাম, কত নিয়ারা (অনুনয়) হরি আমারে করলো, আমার পোলাপানরে করলো, আমি হেরে একমুঠ বউয়া খাইতে দেই নাই। উল্টা মাগীমুগি কইয়া কত বকলাম। আমার হরি কুটনি অইছিলো আমার লেইগা। চুন্নি অইছিলো পেডের দায়ে। হেইডাও আমার লেইগাঐ। আমার ডরে নাদেরের বাপে এই হগল লইয়া কথা কয় নাই। দুই চাইরদিন হরিরে আমি মারছিও। দেইক্কাও হেই মাইর দেহে নাই নাদেরের বাপে। ছেমায় বইয়া অন্যমিহি চাইয়া চাইয়া বিড়ি টানছে। কোনও কোনও সমায় দুক্কে চক্ষু পুচছে, আমি দেকছি। তাও আমারে কিছু কয় নাই। অহন আমার মনে অয়, আমিও তো একদিন হরি অমু। নাদের হামেদ বদু নাজুর বউ আইবো সংসারে। আমি আমার হরির লগে যা করছি, আমার পোলার বউরা যুদি আমার লগে অমুন করে? যুদি আমারে তারা মারে আর আমার পোলারা চাইয়া চাইয়া দেহে, আমার মনডা তহন কেমুন লাগবো?

বানেছা আবার বুক চাপড়ায়, আবার বিলাপ করে। হায় হায়রে, কী কাম আমি আমার হরির লগে করছি। এত অন্নাই করছি তার লগে, আমার মাইর খাইয়া কানতে কানতে বাইত থিকা বাইর অইয়া গেছে, তয় কোনওদিন আমারে আর তার পোলারে, নাতিনাতকুররে কোনও অদিশাপ দেয় নাই। সাত আছমানের উপরে বইয়া আল্লায় এই হগল কাম দেকছে, তহন কোনও গজব আমার উপরে নাজিল করে নাই। বহুদিন পর অহন করলো। হেই গজবে নাদেরের বাপে গেল। আল্লাগো আল্লা, আমার পাপের শাস্তি তুমি আমারে এমতে দিলা? এতডি এন্দাগেন্দা লইয়া আমি অহন কী করুম? খাওয়ামু কী

AMARBOI.COM

অগো? বাচাইয়া রাখুম কেমতে? অন্নাই আমি করছিলাম শাস্তি তুমি আমারে দিতা। আমারে উডাইয়া নিতা? নাদেরের বাপরে নিলা ক্যা? হেয় তো কোনও অন্নাই করে নাই। হেয় বহুত ভাল মানুষ আছিলো। হেরে তুমি এই শাস্তিডা ক্যান দিলা আল্লা, ক্যান দিলা?

মায়ের কথা শুনে পরির এলোমেলো হয়ে গেল। নিজেকে যেন সে আর চিনতে পারল না। নাজুকে কোল থেকে নামিয়ে দুইহাতে চোখ মুছে খুবই মারমুখি ভঙ্গিতে উঠানের মাটিতে লেছড়ে পেছড়ে বসে থাকা বানেছার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, কীর লেইগা এমুন করছো তুমি? দাদী তোমার কাছে কী অন্নাই করছিলো যে দাদীর লগে তুমি এমুন করছো? দাদী কি তোমারডা খাইতো না তার পোলারডা খাইতো? হরির কাছে বউ তো মাইয়ার লাহান। তুমি তারে যহন তহন মারছো। অহন যুদি আমি তোমারে মারি তোমার কেমুন লাগবো? এ্যাঁ, কেমুন লাগবো তোমার?

পরির আচরণে কান্না ভুলে হতভম্ব হল বানেছা। অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে। তাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকা রাবির অবস্থাও একই রকম। সেও তাকিয়ে আছে পরির দিকে। ঢেঁকিঘরের ওটায় বসা নাদের হামেদ কান্না ভুলে তাকিয়েছে পরির দিকে, বাদলাও তাকিয়েছে, জরি বদু এমন কি অবুঝ নাজুও।

পরি কোনও কিছুই খেয়াল করল না, কোনও দিকেই তাকাল না। নাক ফুলিয়ে তেজাল গলায় চিৎকার করে বলল, আমার বাপে কিরপিন অইছিলো তোমার লেইগা। খুকির দাফোন কাফোন অয় নাই তোমার লেইগা। সংসারে বেডারা যা কয় তা অয়, আমগো সংসারে বাবার কথার কোনও দাম আছিলো না। তুমি যা কইছো তাঐ অইছে। বাবার কথায় সংসার চললে এই দশা আইজ অয় না। তুমি চাইলে এতডি ভাইবইনও আমগো অইতো না। তুমি মনে করো আমি ছোড মানুষ, আমি এই হগল কই ক্যা? ছোড অইলেও আমি সব জানি। নূরজাহান বুজি বেক কিছু আমারে হিগায় দিছে।

দাঁতে দাঁত চেপে পরি বলল, তুমি একটা বদ মাইয়াছেইলা। তোমার লেইগা বাবায় মরছে। এতডি ভাইবইন যুদি আমরা না অইতাম তয় গাওয়াল করন লাগতো না বাবার। ক্ষেতখোলা চুইয়া, গিরস্থালি কইরাঐ সংসার ভাল চলতো। গাওয়াল না করতে অইলে, গেরামে গেরামে ভার কান্দে লইয়া দৌড়াইতে না অইলে ডাকাইতে বাবারে পাইতো কই? মারতো কেমতে? বাবায় মরছে তোমার লেইগা। তুমি একটা বদ মাইয়াছেইলা, শয়তান মাইয়াছেইলা। তুমি মানুষ না, তুমি পেতনি।

বানেছাকে ছেড়ে রাবি তখন হাছড় পাছড় করে উঠেছে। উঠে দুইহাতে জড়িয়ে ধরেছে পরিকে। হায় হায় তুই আতকা এমুন শুরু করলি ক্যা মা? এই অবস্থায় মার লগে কেঐ এমুন করে? চুপ কর মা, চুপ কর।

রাগে ক্রোধে পরি তখন ফোঁস ফোঁস করে হাপাচ্ছে। কোন ফাঁকে নতুন করে কান্নাও আসছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল তার। তবু বলল, বাবায় মরছে এই মাগীর লেইগা। আমরা এতিম অইছি এই মাগীর লেইগা। আমগো এতিম কইরা অহন ঢংগের কান্দন কান্দে মাগী।

পরির মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করল রাবি। এমুন করিচ না মা, এমুন কথা কইচ না। মার লগে কেঐ এমুন করে না। বিপদের দিনে ধৈর্য ধরতে অয়। আল্লার নাম ল।

AMARBOI.COM

বানেছা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না কউক। কইতে দে অরে। যা মনে লয় কউক। সত্য কথাই তো কয়। আমিঐত্তো বেবাক সব্বনাশের মূল। পোলাপানের কথা নি, কয়দিন পর যহন ভাত দিতে না পারুম পোলাপানরে তহন অগো আতের মাইরও খাওন লাগবো। গুণার শাস্তি জনমভর এইভাবেঐ আল্লায় আমারে দিব।

এতক্ষণ ধরে এই বাড়িতে আছে, একটা কথাও বাদলা বলেনি। এখন পরিবেশ ঠাণ্ডা হওয়ার পর বলল, আইচ্ছা কাকারে ডাকাইতেঐ মারছে না হেয় অহনও বাইচ্চা রইছে, না কী অইছে তার এইডা তো কেঐ কইতে পারে না। আগে তো জানন উচিত আসলে কী অইছে।

নাদের বলল, হেইডা আমরা কেমতে জানুম?

একহান কাম করলেঐ জানোন যাইবো। জ্বিন ডাক দেওন লাগবো। জ্বিনে আইয়া বেবাক কিছু কইয়া দিবো।

শুনে এই অবস্থায়ও বানেছা উৎসাহি হয়ে উঠল। নাদের হামেদের দিকে তাকিয়ে বলল, তয় অহনঐ ফকির বাইত্তে যা বাজানরা। আমি বাদলারে দিয়া এইমিহি সব জোগার করি। তরা গিয়া ফকিরকে ডাইক্কা লইয়ায়। আইজঐ জ্বিন ডাক দেই।

জ্বিন ডাকার কথায় হঠাৎ করেই আশার সঞ্চার হল মানুষগুলির মধ্যে। সাড়া পড়ল। নাদের হামেদ খুবই উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সকালবেলা দিঘলি গেছে, এতদূর হেঁটে গিয়ে এতদূর থেকে ফিরা আসছে, তার ওপরে বাবাকে নিয়ে কান্নাকাটি সব ভুলে গেল তারা। দুইজন একত্রে বলল, আইচ্ছা যাইতাছি।

তারপর দৌড়ে নেমে গেল ভাঙনের দিকে।

বাদলা তখন রাবিকে বলছে, ওমা, আমি আইজ রাইত্রে এই বাইত্তে থাকুম। জ্বিন ডাক দেওন দেহুম।

রাবি নরম গলায় বলল, আইচ্ছা থাকিচ।

AMARBOI.COM

এখন নাদের হাঁটছে তার স্বভাব মতন।

হামেদ কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না ভাইর সঙ্গে। নাদের হাঁটছে, তার সঙ্গে তাল রাখার জন্য হামেদ ছুটছে।

রোদ নরম হতে শুরু করেছে। দিন ফুরিয়ে এল। চারদিককার চকমাঠ গ্রাম গাছপালা মানুষের ঘরবাড়ি আর ঢাকা থেকে উঁচু হয়ে আসা ঢাকা খুলনা মহাসড়ক সবখানেই দিনশেষের রোদ ফুরাতে বসেছে।

নাদেরের পিছন পিছন চক পাথালে হামেদ ছুটছিল দোগাছি বরাবর। দোগাছি গ্রামে

ঢোকার মুখে সেজাল খাঁ ফকিরের বাড়ি। তিনি গত হয়েছেন কয়েক বছর হল। তার উপর ছিল জ্বিনের আছড়। তিনটা জ্বিন সারাক্ষণ থাকতো তার সঙ্গে। নিদানে পড়া মানুষ সেজাল খাঁ ফকিরকে ডেকে রাতের আঁধারে নিজঘরে জ্বিন ডাকিয়ে মুশকিলের আছান চাইতো। জ্বিনেরা পথ বাতলে দিয়ে যেত।

সেজাল খাঁ ফকির গত হওয়ার পর তার ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ পায়নি জ্বিন, পেয়েছে পাশের বাড়ির আক্কাস মাঝি। আক্কাস এই গ্রামের লোক না, কালিরখিলের ওদিককার বেলদার বাড়ির লোক। খরালিকালে ঘোড়া বাইতো। নিজেদের রোগা ঘোরাগুলির পিঠে চাপিয়ে হাট বাজারে মাল বইতো, আর বর্ষাকালে বাইতো কেরায়া নৌকা। লঞ্চঘাট থেকে, হাট বাজার থেকে লোকজন পৌঁছাতো যার যার বাড়িতে। কখনও কখনও নাইওরি আনা নেওয়ার কাজও করতো।

এই আক্কাস একসময় সেজাল খাঁর মুরিদ হয়ে গেল। যুবক বয়স। বিয়াশাদি করে নাই। সংসার মা বাপ ভাই বোন ঘোড়া আর নৌকা বাওয়া বাদ দিয়ে সারাক্ষণ ফকিরের সঙ্গে। ফকির যেখানেই জ্বিন ডাক দিতে যায়, ছায়ার মতো তার লগে আছে আক্কাস। গানের গলাটা ভাল। জ্বিন ডাক দেবার সময়কার গানগুলি খুবই ভাল গায়। অতি নরম বিনয়ী ভালমানুষ। জ্বিন ডাক দেওয়ার কাজ না থাকলেও ফকিরের লগে লগেই থাকে। বাড়ির কাজকাম সব করে দেয়। সেজাল খাঁ ফকির তো তাকে পছন্দ করতোই, লগের তিনটা জ্বিনও খুবই পছন্দ করতো আক্কাসকে। এই কারণেই ফকির বলেছিলেন, আমি মইরা যাওনের পর বাবারা তো আর অন্য কেঐর কাছে যাইতে চাইবো না, তরেঐ দিয়া যামু তাগো। ডাক দেওনের নিয়ম কানুন মন্ত্র সেবাক হিগাইয়া দিয়া যামু।

ফকির করেছেও তাই।

মরণ ঘনিয়ে আসার আগে আগেই আক্কাসকে দিয়ে গেছে জ্বিন। এখন আক্কাসই ডাকাডাকির কাজটা করে। সেজাল খাঁ ফকিরের রোজগারটা তারই হয়।

মরণের কয়েক বছর আগে অবশ্য আরেকটা কাজ আক্কাসের জন্য করেছিল ফকির। পাশের বাড়িটা সেজাল খাঁ ফকিরের এক জ্ঞাতির। সেই জ্ঞাতিবাড়ির তিন শরিকের মাজারো শরিকের এতিম এক মেয়ে ছিল, নাম বকুলি, বকুলির লগে আক্কাসের বিয়া দিয়া দিল। আক্কাস হয়ে গেল সেই বাড়ির ঘরজামাই। ফলে সারাক্ষণ সেজাল খাঁ ফকিরের বাড়িতে আর পড়ে থাকতে হয় না তার। বকুলির আদরে সোহাগে শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। দরকার হলে বারবাড়ির দিকে গিয়ে ফকির তাকে গলা ছেড়ে ডাক দেয়, পলকে আক্কাস এসে হাজির। ফকির মারা যাওয়ার পর তার ঘরের জ্বিনেরআসন তুলে নিজের ঘরে নিয়া আসছে আক্কাস। সকাল সন্ধ্যা আগরবাতি মোমবাতি জ্বালায় সেখানে। জবা ফুল বাতাসা আর আধা গেলাস কাঁচা দুধ রাখে আসনে। যখন ইচ্ছা জ্বিন তিনটা এখন আক্কাসের ঘরেই আসা যাওয়া করে। দুধ বাতাসা খেয়ে যায়। কাঠের তৈরি বড় জলচৌকি সাইজের আসনে যখন তখন এসে বসে থাকে, আক্কাস ছাড়া কেউ তাদের দেখতে পায় না বুঝতেও পারে না, তাঁরা আছেন, না নাই।

সেজাল খাঁ ফকির মারা যাওয়ার পর চুল দাড়ি মোচ আর পোশাক একেবারেই ফকিরের মত করে ফেলেছে আক্কাস। গেরুয়া রঙের ফতুয়া আর লুঙ্গি, গরমকাল নাই, শীতকাল নাই কাঁধে খয়েরি রংয়ের পুরানা চাদর। ফকিরের মতন ঘন ঘন বিড়ি

AMARBOI.COM

খাওয়াটাও রপ্ত করেছে। অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে আক্কাসই এখন সেজাল খাঁ ফকির। মরে গিয়েও সেজাল খাঁ যেন এখনও বেঁচে আছে আক্কাসের মধ্যে।

আক্কাসকে লোকে ডাকে 'ফকির সাব'। সেজাল খাঁ ফকির বেঁচে থাকতে জ্বিন ডাকার আসরে দিতে হতো পাঁচটাকা। এখন পঁচিশ টাকা। বেশি দিলে আপত্তি নাই। কম দিলে হাজার ডাকলেও জ্বিন আসবে না। কাজ হবে না। গান গাইতে গাইতে গলা ছিঁড়ে ফেললে ঘরের চালায় এসে বসে থাকবে জ্বিন, কম টাকার আসরে নামবে না। শব্দও করবে চালায়, জানান দিবে, আমরা আছি কিন্তু নামবো না।

এসব কথা দেশগ্রামের সব মানুষই জানে।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা পিছনে পড়েছিল হামেদ। দৌড়ে দিয়ে এসে ভাইকে ধরল। ক্লান্ত গলায় বলল, ঐ দাদা, এত জোরে আডচ ক্যা? আমি তর লগে আইট্টা পারি না! আউজকার দিনে কী আডাডা আটছি, দিগলি গেছি আইছি, আবার অহন যাইতাছি দোকাছি, আমার পাও দুইহান ভাইঙ্গা আহে দাদা। আস্তে হাট।

ভাইয়ের কথা শুনে মায়া লাগল নাদেরের। দাঁড়াল। তুই তো একলা দিগলি যাচ নাই, আমিও তো গেছি।

হামেদ হাসল। তুই বড়। আমি কি তর লাহান নি?

তয় তাড়াতাড়ি না গেলে ফকির সাবরে যুদি না পাই!

আমার মনে অয় পামু। আইজ আমার যা যা মনে অইছে সবঐ অইছে।

কেমুন?

দিগলি যাওনের সময় তুই একবার কইলি গিয়া যুদি ভাঙ্গারি কাকারে না পাই তয় এতাহানি জাগা আইট্টা আইয়া লাভ কী অইলো? আমি কইলাম, তুই চিন্তা করিচ না। দেকবি ভাঙ্গারি কাকায় দোকানেঐ আছে।

হ।

অহনও দেকবি ফকির সাবে বাইত্তেঐ আছে।

তয় তো ভালঐ।

নাদেরের লগে পা চালিয়ে খানিকদূর হাঁটলো হামেদ। ঐ দাদা, সেজাল খাঁ ফকিরে জ্বিন পাইছিলো কেমতে হেই ঘডনাডা তুই জানচ?

হ জানুম না ক্যা?

তয় ইট্টু ক। কথা হোনতে হোনতে আডনের কষ্ট উদিস পামু না।

নাদের একবার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। এই হগল বহুতদিন আগের কথা। সেজাল খা ফকির তহন পোলাপান। আমার থিকা পাচ ছয় বচ্ছরের বড় অইবো। বিয়াশাদি করে নাই। বাপ চাচা ভাই বেরাদরগো লগে গিরস্তালি করে। ঐ যে বিলের বাড়িডা আর গোরস্তান দেহচ ঐ মিহি ম্যালা জমিন আছিলো তাগো।

বুজছি। তারবাদে?

হেই বচ্ছর এমুন ফাল্গুন চইত মাস, সেজাল খা ফরিকগো বাইত্তে বসন্ত উটছে। বসন্তে দুইজন মইরাও গেছে। খালি সেজাল খারঐ ওডে নাই। আবার বিলের জমিনে হেই বচ্ছর বাঙ্গি বুনছে ফকিররা। বেদম বাঙ্গি অইছে ক্ষেতে। বেত্তুইনের (বেতফল) লাহান। পদ্মার হেইপার থিকা ছিপনাও লইয়া বাঙ্গি চোররা আহে। গাঙ্গের পারে নাও

AMARBOI.COM

থুইয়া বিলে আইয়া ছালায় ভইরা বাঙ্গি চুরি কইরা, নৌকা ভইরা লইয়া যায়। রাইত্রে বিলে গিয়া ক্ষেত পাহারা না দিলে রক্ষা নাই। তয় ফকির বাড়ির বেবাকতের তো বসন্ত উটছে, কে যাইবো ক্ষেত পাহারা দিতে। আর একজনে তো রাইত ভইরা বিলে গিয়া বইয়া থাকতে পারবো না। যাইতে হয় তিন চাইরজনে মিল্লা। সবমিহিঐ ঝামেলা।

একটু থামল নাদের। তারপর বলল, এক রাইতে ম্যাটম্যাইট্টা জোছনা উটছে। বাড়ির উডানে বাইর অইয়া সেজাল খা ফকিরের মনে অইলো বিয়ান অইয়া গেছে। কয়দিন ধইরা কেঐ বাঙ্গি ক্ষেত পাহারা দিতে যায় না। ক্ষেতে কি বাঙ্গি আছে না বেবাকঐ চোরে লইয়া গেছে ইট্টু দেইক্কাহি। হেয় গেছে বিলে।

হামেদ বলল, আমার মনে অয় তহন বিয়ান অয় নাই। তহন রাইত দোফর।

নাদের অবাক হল। কেমতে বুজলি?

ঐ যে জোছনা রাইত্রের কথা কইলি! ম্যাটম্যাইট্টা জোছনা আছিলো।

হ ঠিকঐ কইছচ। তহন রাইত দোফর।

আইচ্ছা ক। তারবাদে?

সেজাল খা একলা একলা গেছে বিলে। গিয়া অবাক। চাইরমিহি এমুন নিটাল, একজন মানুষও নাই কোনওহানে। থাকবো কেমতে, তহন তো রাইত দোফর। তয় মনের মইধ্যে কেন জানি ডর ভয়ও নাই ফকিরের। রাইতে এমুন বসন্ত উটছে বেবাকতের, দুইজন মরছে। এই অবস্থায় মাইনষের কী আর উসজ্ঞান থাকে?

হ।

এমুন সমায় ফকিরে হাটতে হাটতে আইয়া পড়ছে গোরস্তান বায়ে রাইখা তাগো ক্ষেত বরাবইর। আইয়া দেহে একজন যাইতাছে।

হামেদ অবাক হল, কেডা যাইতাছে?

নাদের তাকে একটা ধমক দিল। আগে হোনঐ।

আইচ্ছা ক।

একজন যাইতাছে, ফকিরে তারে পিছে থিকা দেকতাছে। তয় তার পাও দেহা যায় না। দেহা যায় খালি চুল। সাত আষ্টহাত লম্বা অইবো চুল। হেয় য্যান চুলের উপরে ভর দিয়াঐ হাটতাছে।

কয় কী?

হ। এমুন দেইক্কা সেজাল খা ফকিরের মনে অইলো হেয় লিশ্চই বড় কোনও কামেল দরবেশ অইবো। এই দরবেশরে ধরতে পারলে কাম অইবো। বসন্ত ভাল অইয়া যাইবো বাড়ির মাইনষের। আর কেঐ মরবো না। এই চিন্তা কইরা দিকপাশ আর চাইলো না সেজাল খা ফকিরে। পিছ থিকা দৌড়াইয়া গিয়া প্যাচাইয়া ধরলো তারে। লগে লগে এমুন একহান ঝাড়া হেয় দিলো, ফকির তিনচাইর কানী জমিনের হেই পারে গিয়া পড়লো। তয় দুক্ক পাইলো না ইট্টুও। উইট্টা দৌড়াইয়া গিয়া আবার আগের লাহান প্যাচাইয়া ধরলো। এইবারও ঝাড়া খাইলো, এইবারও গিয়া পড়লো তিনচাইর কানী জমিনের হেইপারে। এইভাবে তিনবার।

একটু থামল নাদের।

হামেদ বলল, তারবাদে?

AMARBOI.COM

শেষবারের বার ঝাড়া হেয় আর মারলো না। ফকিরের মিহি মুখ ফিরাইলো। ওরে নাদান, কী চাচ?

ফকির সাবে কথা কইবো কী, তার চেহারা দেইক্কা টাস্কি লাইগ্যা গেল। এমুন নূরানী চেহারা, য্যান পুন্নিমার চান। হেয় আবার কইলো, ক কী চাচ? ফকির সাবে কাইন্দা দিলো। বাবা, আমার বেবাক গেছে। বাইত্তে বসন্ত। আপনে দয়া না করলে বেবাকতে মরবো। হেয় কইলো, ঘর দুয়ার সাফ সুতরা কইরা রাখিস। কাইল হাজের বেলায় তগো বাইত্তে যামু।

ফকির সাবে বাইত্তে আইয়া এইকথা কেঐরে কইলো না। তয় নিজের ঘরহান সাফ সুতরা কইরা রাকলো। হাজের পর হেরা আইলো। সাতজন। চোক্কে দেহা যায় না কেঐরে, খালি উদিস পাওয়া যায়, কথা হুনা যায়। কইলো, তর ঘরে আসন দিচ। আমরা তর কাছে আমু। তয় এই বাইত থিকা বসন্তে আরেকজন যাইবো, তারবাদে সব ভাল অইয়া যাইবো। ফকির সাবে জিগাইলো, বাবা আপনেরা কারা? কইলো, জ্বিন। ডাকিনী যুগিনী। হুইন্না ফকির সাবে ডরাইয়া গেল। হেরা কইলো, ডরাইচ না। এমতে এমতে ডাক দিবি, আমরা আমু। আইয়া নিদান থিকা উদ্ধার করুম। এই ভাবে জ্বিনডিরে পাইছিলো সেজাল খা ফকিরে।

হামেদ বলল, আর ঐ যে কইছিলো আরেকজন যাইবো, হেইডার অর্থ কী? বসন্তে আরেকজন মরছিলো?

হ। ফকিরের ছোডভাই মরলো দুইদিন পর। তারবাদে বেবাকতে সাইরা উটলো।

অহনও কি সাতজন জ্বিনঐ আছে?

না। আছে চাইরজন।

অন্য তিনজন কো?

ফকিরে বাইচ্চা থাকতেঐ আসামের আরেক ফকিররে তিনহান জ্বিন দিয়া দিছিলো। হেই তিনডা আছিলো সাই পাজি। ইট্টু এদিক ওদিক অইলেঐ ফকিররে বেদম মাইর দিতো। একবার বাড়ির তেঁতুইল গাছ থিকা হালাই দিছিলো।

আর আসামের হেই ফকির সেজাল খারে কী দিছিলো?

বাওন্ন জোড়া বান হিগাইছিলো, বানের ফিরানি হিগাইছিলো।

ঐ হগলও কি আক্কাস ফকিররে দিয়া গেছে সেজাল খা ফকিরে?

কইতে পারি না।

ততোক্ষণে আক্কাস ফকিরের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। রোদ নেই। চোত মাসের শেষ বিকালে কোনও কোনওদিন একটা হাওয়া বইতে শুরু করে চকেমাঠে। সেই হাওয়াটা আজ বইছে। ফকির বাড়ির উঠানে উঠতে উঠতে সেই হাওয়ার পরশে নাদেরের কী হল কে জানে, হামেদের মন ফুরফুরা হয়ে গেল। মনে হল ফকির সাবকে অবশ্যই বাড়িতে পাওয়া যাবে। আজ রাতেই জ্বিনেরা তাদের ঘরে এসে বলে যাবে, ডাকাতে মারেনি আজিজ গাঁওয়ালকে। সে বেঁচেই আছে। যে কোনওদিন মালছামান কাঁধে বাড়ি ফিরে আসবে।

আক্কাস ফকিরের উঠানে ফকিরের পোলাপানরা বউয়াছি খেলছিল, বড়ঘরের দরজায় বসে হারিকেনের চিমনি পরিষ্কার করছে বকুলি, নাদের হামেদের দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ।

নাদের গলা খাকাড়ি দিল। বকুলি তাকাল তাদের দিকে।

নাদের বিনীত গলায় বলল, ফকির সাবে আছে?

আছে। আসনে বাত্তি দেয়।

ইট্টু ডাক দিবেন।

দিতাছি।

বকুলি ডাকল। হোনছেন, আপনের কাছে মানুষ আইছে।

বেরিয়ে এল আক্কাস। পরনে লুঙ্গি আর গেরুয়া পাঞ্জাবি। মুখে দাড়ি মোচ, মাথায় বাবরি চুল। চুল দাড়ি সবই তেল চকচকা।

নাদের হামেদের দিকে তাকিয়ে বলল, কই থিকা আইছো?

নাদের বলল, মেদিনমোণ্ডল থিকা। আমার বাপের নাম আজিজ গাওয়াল।

নামটা শুনে উৎফুল্ল হল আক্কাস। বুজছি, বুজছি। গাওয়ালের তো বলে পাচ সাতদিন ধইরা খবর নাই। আসন দিবা?

হ। এর লেইগাঐ আইছি।

আইজঐ দিবা?

হ।

বেক ঠিকঠাক আছে?

হ ব্যবস্থা কইরাঐ আপনের কাছে আইছি।

তয় লও। অহনঐ মেলা দেই।

লন।

আক্কাস বকুলির দিকে তাকাল। আমার চাইদ্দইরহান দেও।

হারিকেনের চিমনি মোছা রেখে ঘরে ঢুকে স্বামীর চাদর নিয়ে এল বকুলি। চাদর যত্ন করে কাঁধে ফেলে আক্কাস বলল, লও মেলা দেই।

AMARBOI.COM

আমার এই আসরে আইসো দয়ালচান
আমার এই আসরে আইসো মুর্সিদচান!

আক্কাস ফকিরের লগে গলা মিলাচ্ছে নাদের হামেদ বাদলা। চৌকির ওপর পরি জরি বদু নাজুকে নিয়ে বসে আছে বানেছা। নাজু ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। বদু পরির কোল ঘেষে বসে আছে। জরি বসে আছে মা বোনের গা ঘেষে।

মেঝেতে হোগলার উপর ধোয়া সাদা চাদর বিছানো হয়েছে। তার উপর পশ্চিমমুখি হয়ে বসেছে আক্কাস ফকির। তার পিছনে দূরত্ব রেখে গা ঘেষাঘেষি করে বসেছে নাদের হামেদ বাদলা। তাদের পিছনে বন্ধ দরজা।

আক্কাস ফকিরের সামনে জলচৌকির উপর আসন। আসনে কয়েকটা লাল রংয়ের জবাফুল, তার পাশে এলুমিনিয়ামে বাটিতে আখিগুড়ের ছোট সাইজের বাতাসা, কাচের গ্লাসে গলা তরি ভরা কাঁচাদুধ আর এক গ্লাস পানি। তার পাশে টিনের চাউল ভরা মগে একথোকা আগরবাতি জ্বলছে। চারটা চিকন চিকন মোমবাতি জ্বলছে জলচৌকির চারপাশে। এসবের মাঝমধ্যিখানে দুইখান দশ আর একখান পাঁচটাকার নোট ভাজ করে রাখা।

আসরে বসার আগেই ঘরের কুপিবাতি সব নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু মোমের আলো। সেই আলোয় গভীর রাতের ঘরখানি গা ছমছমা হয়ে আছে।

নাদের হামেদকে ফকির বাড়ি পাঠিয়ে বাদলাকে বানেছা পাঠিয়েছিল মাওয়ার বাজারে। আগরবাতি মোমবাতি বাতাসা আর দুধ আনতে গিয়ে মালেক দরবেসের বাড়ি থেকে জবাফুলগুলিও জোগাড় করে এনেছিল বাদলা। খুবই কাজের ছেলে। চট করেই আসন গুছাবার কাজগুলি করে ফেলেছিল। বানেছার শরীর মন কোনওটাই চলছিল না বলে ফকির সাহেবের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে গিয়েছিল রাবি। ঘোপায় দুইখান কইমাছ জিয়ানো ছিল। পিঁয়াজ মশলা দিয়ে সুন্দর করে রান্না করে দিয়ে গেছে সেই মাছ। ঢেঁকিছাটা আলা চাউলের (আতপচালের) ভাত রান্না করে দিয়ে গেছে। মাছ তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়ার পর দুধভাত খাওয়ার স্বভাব ফকির সাবের। ঘন দুধের লগে একদলা খাজুড়া মিঠাই আর সামান্য ভাত এই না হলে তার খাওয়া শেষ হয় না। সেই ব্যবস্থাও রাবিই করে গিয়েছিল। প্রথমেই পোলাপানদের খাওয়াইয়া নিজে কোনও রকমে কয়েক লোকমা মুখে দিয়ে ফকির সাহেবকে খেতে দিয়েছিল বানেছা। তারপর দরোজা বন্ধ করে গুছগাছ করে বসেছে।

বাইরে তখন বেশ রাত। অন্ধকারে থই থই করছে চারদিক। নিজেদের নিয়মে ডেকে যাচ্ছে ঝিঁঝিপোকারা। গাছের পাতায় কখনও কখনও একটুখানি হাওয়ার শব্দ। ডানায় মৃদুশব্দ তুলে আকাশ পাথালে উড়ে যাচ্ছিল দুইএকটি বাদুড়।

ফকির তখন ধ্যানীভঙ্গিতে বসেছে আসনের সামনে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। ঘরের ভিতর শব্দ নাই। এমন চুপচাপ, সবাই যেন শ্বাসও ফেলছে শব্দ বাঁচিয়ে।

অনেকক্ষণ পর মন্ত্রপড়া শেষ করল ফকির। নিয়মমতো সাবধান করল সবাইকে। জানো ঐত্তো মাহাজনরা হাকিহুকি হুনতে পারে না, হাসাহাসি হুনলে একমিনিটও থাকব না। আর যুদি কেঐ পাদপোদ দেয় তয় কইলাম আর রক্ষা নাই। কামের কাম তো অইবোঐ না, আমার উপরে দিয়া আজাব যাইবো।

শুনে সবাই সাবধান হলো কিন্তু কেউ কোনও কথা বলল না।

ফকির তখন প্রথমে গুনগুনাইয়া তারপর খোলা গলায় দরুদ পড়তে লাগল। তার লগে গলা মিলালো নাদের হামেদ বাদলা। চৌকিতে বসা বানেছাও নিচু গলায় গুনগুন করছিল। মোমের আলোয় ঘরের ভিতর তৈরি হয়েছে ভৌতিক অবস্থা।

দরুদ পড়া শেষ করে বিড়বিড় করে আবার মন্ত্র পড়ে ফকির। টুকটুক করে পাঁচখান টোকা দেয় জলচৌকির আসনে। তারপর ধরে মুর্শিদী।

সেই মুর্শিদীই চলছে এখন।

মুর্শিদী শেষ হওয়ার পর আবার সব চুপচাপ। বিড়বিড় করে আবার মন্ত্রপড়ে ফকির,

AMARBOI.COM

আবার পাঁচখান টোকা দেয় আসনে। মুখ ঘুরিয়ে হামেদের দিকে তাকায়। ঐ ছেমড়া তুই বলে বহুত ভাল গান করছ?

জ্বিন ডাক দিতে বসে আচমকা এই রকম প্রশ্ন, হামেদ থতমত খেল। কে কইছে আপনেরে?

হুনছি।

বাদলা বলল, ঠিকঐ হোনছেন। সত্যঐ ও বহুত ভাল গান গায়।

তয় অহন একহান গা। ভাল গান অইলে মাহাজনরা তাড়াতাড়ি আহে।

চৌকিতে বসা বানেছা বলল, গাও বাজান, গাও।

নাদের কনুই দিয়ে গুতা দিল। গাচ না ক্যা?

হামেদ আর দেরি করল না। গলা ছেড়ে গান ধরল,

আমারে সাজাইয়া দিও নওসারও সাজন
হইলে পরে মাগো আমার বিয়ারও লগন
কাঁচা বাঁশের পালকি করে মাগো আমারে নিও!

জ্বিন ডাকার আসরের লগে গানটা মানানসই কিনা কেউ ভাবল না। তবে গান শেষ হওয়ার পর আব্বাস ফকির মুগ্ধ গলায় বলল, গলাহান খুব ভাল রে তর। এমুন কঠিন গানডা বহুত সোন্দর কইরা গাইলি। এইডা আব্দুল আলিমের নামকরা গান। গানের অর্থডা জানচ?

হামেদ বলল, না।

তর জাননের কথাও না। অনেক বড় মাইনষেও জানে না।

বাদলা উৎসাহি গলায় বলল, আপনে জানেন ফকির সাব?

নাদের বলল, কী কচ বেডা? ফকির সাব জানে না এমুন কথা আছে নি?

তয় অর্থডা আমগো কন।

অর্থ অইলো মরণ। নওসা অর্থ অইলো জামাই। বিয়ার জামাই। আর এই গানের মইধ্যে বিয়া অইলো মরণ। পোলায় মারে কইতাছে মরণের সমায় অইলে নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া কাফোন কিনাইয়া, আতর গোলাপ মাখাইয়া সাজাইয়া দিও আমারে। আর কাঁচা বাঁশের পালকি অইলো, লাচ টাননের খাট। যেই খাটে কইরা লাচ লইয়া যায় গোরস্থানে।

ফকিরের কথা শুনে চৌকি বসা বানেছার বুক তোলপাড় করে উঠল। যদি ডাকাতে সত্যি সত্যি মেরে ফেলে থাকে মানুষটাকে, যদি কচুড়িপানাআলা পুকুরে, কাদার তলায় গুজে রেখে থাকে তার দেহ, যদি সত্যি তেমন হয়ে থাকে তাহলে কী দুর্ভাগ্য তার, মরণের পর কবরটাও পেল না। কাফন জানাজা কিচ্ছু পেল না। দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে তার খাট গোরস্থান মুখি বয়ে নিল না কেউ।

কেন এমন হল মানুষটার!

চট করেই তারপর সাতদিন বয়সের মেয়েটার কথা মনে পড়ল বানেছার। সামর্থ থাকার পরও, বাপ হয়েও মেয়ের দাফন কাফন করেনি আজিজ খরচের ভয়ে। এই অন্যায়ের প্রতিশোধই কি আল্লাহ আজিজের উপর নিল? প্রতিশোধ নেয়ার সময় আল্লাহ কি মনে মনে বললো, দেখ যে টাকার মায়ায় মেয়ের দাফন কাফন করিস নাই তুই,

AMARBOI.COM

তারচেয়ে অনেক অনেকগুন বেশি টাকা তোর তহবিল থেকে নিয়ে নিচ্ছে ডাকাতরা, সঙ্গে নিচ্ছে অনেক অনেক টাকা দামের মালছামান। মরা মেয়ের দাফন করিস নাই তুই, আমিও ডাকাতের হাতে তোকে মারলাম, আমিও তোর নসিবে গোর রাখলাম না। পুকুরের পানির পচা কাদার তলায় তোর লাশ থাকবে। জঙ্গলে ফেলা তোর মেয়েকে যেমন খেয়েছে শেয়াল খাটাসে, কাদার তলায় তর লাশ খাবে কচ্ছপ আর শামুক ঝিনুকে। আমার প্রতিশোধের নিয়মই এমন।

আসনে জ্বলা মোমের আলো চৌকি তরি পৌঁছায়নি। এদিকটা আবছায়া হয়ে আছে। কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না। এই অবস্থায় স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে গাল বেয়ে নেমেছে কান্না, বানেছা টের পায়নি।

রাত তখন অনেকটাই গভীর। বাইরে ঝিঁঝিঁপোকারা ডেকেই যাচ্ছে। ঢেঁকিঘরের পিছন দিককার গাছে একটা কাক একবার একটু শব্দ করেছে। ঠাকুরবাড়ির দেবদারু গাছে খানিক আগে বাগ দিয়েছে কোড়ল পাখিটা। পরির কোলের কাছে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে গেছে বদু।

আক্কাস ফকির আবার ধরেছে গান,

তোমায় কোন বনে যাইয়া লাগুর পাবো
দয়াল রে আমার।
কোন বনে যাইয়া লাগুর পাবো।

নাদের হামেদ বাদলাও আগের মতনই গলা মিলাচ্ছে।

গান গাইতে গাইতে একসময় পর পর তিনবার জলচৌকির আসনে পাঁচটা করে টোকা দিল আক্কাস ফকির। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিগুলি নিভিয়ে দিল। ঘর ভরে গেল অন্ধকারে। ঘরের মানুষগুলির রক্তচলাচল দ্রুত হল। ফকির টের পেয়ে গেছে মহাজনরা বাড়ির কাছাকাছি চলে আসছেন। আলোর সামান্য রেখা দেখলেও বাড়িমুখি হবেন না। তাঁরা চান গভীর অন্ধকার। অন্ধকারে প্রথমে ঘরের চালায় এসে বসবেন। তারপর হাওয়ার মতন করে ঢুকবেন ঘরে। সেই সময় ঘরের চালে বেড়ায় ধামধুম শব্দ হবে। ঘরে ঢুকে তাঁরা বসবেন জলচৌকির আসনে আর নয়তো ফকিরের পিঠে। তাঁরা ঘরে ঢোকার লগে লগে পিঠ পেতে দিবে ফকির, একজন দুইজন তার পিঠে বসার লগে লগেই সেই ওজনে জ্ঞান হারাবে ফকির। কিন্তু শরীর কিছুতেই নুইয়ে পড়বে না মেঝেতে। ওই অবস্থায়ই থাকবে। মহাজনরা চলে যাওয়ার পর, আলো জ্বালাবার পর দেখা যাবে সেজদার ভঙ্গিতে উপুর হয়ে আছে ফকির তবে অজ্ঞান। তখন আসনে রাখা গ্লাসের পানিটার কয়েক ছিটা দিতে হবে তার গায়ে। তাতে জ্ঞান ফিরে পাবে সে। উঠে বসবে।

এসব নিয়ম দেশগ্রামের সবাই জানে।

এই কারণেই মোমবাতি নিভাবার লগে লগে নাদেরের এখন অন্য কিছু মনে না পড়ে পড়ছিল মহাজনরা চলে যাওয়ার পরের অবস্থাটা। ফকিরের সেজদার ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দেহটা যেন সে দেখতে পাচ্ছিল।

ফকির তখন গাইছে,

নিদানকালে একবার দেখা দিও
দয়াল রে আমার।

AMARBOI.COM

টিনের চালে ধামধুম শব্দ হল। ভূমিকম্পের মতন কেঁপে উঠল ঘর। বিশাল শক্তিশালি, অতিকায় কোনও প্রাণী যেন আজিজ গাঁওয়ালের পৈতৃকসূত্রে পাওয়া বহুকালের পুরানা চৌচালা ঘরের ঢেউটিনের বেড়া ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল ঘরের ভিতর। সেই শব্দ আর অন্ধকার মিলেমিশে এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর, ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরি হল, প্রতিটি মানুষ ভয়ে সিটিয়ে গেল। চৌকির উপর বসা জরি একহাতে চেপে ধরল পরির হাত। পরি বসল মায়ের গা ঘেষে। আর নাদের হামেদ বাদলা আরও ঘন হল।

তখন অলৌকিক স্বরে সালাম দিল জ্বিনেরা। পরপর তিনবার, তিন রকম স্বরে। বোঝা গেল তাঁরা তিনজন আসছেন। আর সেই সালামের শব্দে তাঁদের মুখ থেকে আসছিল দারচিনি লং আর এলাচের গন্ধ। ঘরের পরিবেশ পবিত্র হয়ে যাচ্ছিল।

একজন খুনখুনা নাকিস্বরে বলল, কঁন্যা, ও কঁন্যা, কী চাঁও মাঁ? চাঁও কী?

বানেছা বুঝল তাকে ডাকছেন মহাজনরা। জানতে চাইছেন কী চায় সে। কী জন্য ডেকেছে তাদেরকে!

বানেছা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কী কমু বাবারা, আপনেরা তো বেবাকঐ জানেন? নাদেরের বাপে গাওয়ালে গিয়া আর ফিরত আহে নাই। তার সম্বাত আমরা কিছু জানি না। বাইচ্চা আছে না মইরা গেছে কইতে পারি না।

অন্য একটি গলা ফ্যাসফ্যাসা স্বরে বলল, আল্লাহ বঁলো, আল্লাহ বঁলো।

অর্থাৎ আল্লার নাম নিতে বলছে। সঙ্গে শিসের মতন শব্দে দীর্ঘ একটা ফুঁ। সেই ফুঁয়ের সঙ্গে ভেসে আসে দারচিনি আর লং এলাচের গন্ধ।

কিন্তু মহাজনরা কথা বলছেন না কেন? বলছেন না কেন আজিজ গাঁওয়াল বেঁচে আছে না ডাকাতরা সত্যি সত্যি তাকে মেরে ফেলেছে। কেন চুপ করে আছেন তাঁরা!

তখনই বানেছার মুখে এসে পড়ে কার যেন এক গোছা চুলের পরশ! দুইবার, তিনবার। সেই পরশে কেঁপে ওঠে বানেছা। তাহলে বড় মহাজনও আজ আসছেন! তিনি হচ্ছেন জটাধারি। কোনও কথা বলেন না, শব্দ করেন না। ভাল সংবাদ থাকলে জটা বুলিয়ে দেন নিদানে পড়া মানুষের গায়ে।

বানেছাকে দিচ্ছেন।

তার মানে কী? সুসংবাদ আছে বানেছার? আজিজ গাঁওয়াল তাহলে মরে নাই? বেঁচে আছে। যখনই হোক ফিরে আসবে। এসব ভেবে প্রবল উত্তেজনায় বুক ফেটে যেতে চাইল বানেছার।

প্রথম কণ্ঠ তখন বলল, কঁন্যা, হাঁত পাঁতো। হাঁত পাঁতো।

অন্ধকারে নিজের ডানহাত সামনের দিকে মেলে দিল বানেছা। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে এসে পড়ল ছোট্ট সুগন্ধি গাছের শিকড়।

ফ্যাসফ্যাসা কণ্ঠ বলল, কাঁলো জীবের দুঁধ আর জোঁড়পুঁষ্প, বোঁঝলা, গুঁহন কঁরবা, গুঁহন। বুঁঝলা?

বানেছা বলল, বুঝছি বাবা, বুজছি। বরকির দুধের লগে জোড়াফুল আর এই অষইদ মিশাইয়া খামু।

প্রথম কণ্ঠ বলল, আল্লাহ বঁলো, আল্লাহ বঁলো।

অর্থাৎ বানেছা ঠিক বুঝেছে।

মহাজনরা আসার পর থেকেই নাদেরের মনে হচ্ছিল তাদের কথাবার্তা সে বুঝতে পারছে না। বাবা বেঁচে আছে না মরে গেছে পরিষ্কার করে তারা কিছু বলছে না। সাহস করে সে এখন জিজ্ঞাসা করে ফেলল, বাবায় বাইচ্চা আছে না মইরা গেছে বুজলাম না বাবারা? বাইচ্চা থাকলে বাইত্তে আইবো কবে?

বানেছা বলল, তর বোজনের কাম নাই। আমি বুজছি।

ফ্যাসফ্যাসা কণ্ঠ বলল, দুষ্টু বাঁলক। আল্লাহ্ বঁলো।

প্রথম কণ্ঠ বলল, যাঁই কঁন্যা, যাঁই বাঁলকরা। আঁসসাঁলামাইকুম।

টিনের চাল বেড়ায় আবার সেই শব্দ। ঘরের ভৌতিক পরিবেশ পলকে কেটে গেল।

বানেছা বলল, নাদের ম্যাচটা তর কাছে না?

হ মা।

কুপি আঙ্গা।

নাদের কুপি জ্বালাল। কুপির আলোয় আড়মোড় ভাঙল সবাই, নড়েচেড়ে উঠল। নাজুকে চৌকির ওপর শোয়াইয়া দিয়া নেমে এল বানেছা। তার দেখাদেখি পরি আর জরিও নামল। হামেদ বাদলা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু ফকির সেজদার ভঙ্গিতে অজ্ঞান হয়ে আছে আসনের সামনে।

বাদলা এগিয়ে গিয়ে আসন থেকে পানির গ্লাস নিয়ে কয়েক ছিটা পানি দিল ফকিরের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বিনদের মতন ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল ফকির, সোজা হয়ে বসল। যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারপর পকেট থেকে বগলা সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে সিগ্রেট ধরাল। সিগ্রেটে বড় করে টান দিয়ে আসনের টাকাটা যত্ন করে বুক পকেটে রাখল।

দুই মেয়েকে নিয়ে বানেছা তখন বাইরে গেছে কাজ সারতে। বেগ আছে নাদের হামেদ বাদলারও। উঠানের কোণেই কাজ সেরে ফেলল তারা।

কিন্তু হামেদের মন পড়ে আছে বাতাসার দিকে। কখন বাতাসা বিলি হবে, কখন চুষে চুষে বাতাসা খাবে।

কথাটা নাদেরকে সে বললও। ঐ দাদা, ঘুম আইতাছে তো! বাতাসা দে।

নাদের বাতাসা নিয়ে সবাইকে দিল। নিজেও মুখে পুড়ল দুইখান।

ফকির বলল, আসনের ফুল বিয়ানবেলা পুকঐরে হালাইয়া দিও। আর দুধ গরম কইরা খাইয়া হালাইয়ো।

তারপর বানেছার দিকে তাকাল। মাহাজনগো কথাবার্তা আপনে বোজছেন তো ভাবীছাব?

বানেছা গদগদ গলায় বলল, বুজছি। আইজ বড় মাহাজনেও আইছিলো। নাদেরের বাপের কথা হুইন্না যহনঐ আমার মোখে জট ছোয়াইছে তহনঐ বুজছি হেয় বাইচ্চা আছে। বরকির দুদ জোড়াফুল আর যেই অষইদ দিছে হেই অষইদ খাইলে হেয় বাইত্তে আইয়া পড়বো।

হ। তয় কাইলঐ খাইয়া হালাইয়েন।

আইচ্ছা।

AMARBOI.COM

নাদেরের দিকে তাকাল ফকির। একহান বালিস দেরে ছেমড়া। ঘুমাই।
চৌকির উপর থেকে পরিষ্কার একখান বালিস ফকিরকে দিল নাদের।

দুপুরের ভাত খেয়ে চৌকিতে একটু কাত হয়েছে মরনি, পাটাতন ঘরের দরোজা আবজানো, সেই দরজার বাইরে, উঠানের দিক থেকে কে ডাকলো, বইন আছোনি? বইন!

গলাটা চিনতে পারল না মরনি। ধরফর করে উঠে বসল। কাপড় চোপড় গুছাতে গুছাতে বলল, কেডা?

আমি আদিলউদ্দিন।

মানুষটাকে চিনতে পারল মরনি। এই বাড়িতেই তাকে একদিন, বেশ কিছুদিন আগে আশ্রয় দিয়েছে সে। এই বাড়িরই দক্ষিণের ভিটির ঘরটায় থাকে। কখন এসে ঢোকে ঘরে, কখন বেরিয়ে যায়, মরনি টের পায় না। কাজ করে মাটিয়ালের, য়োড়াটাও মরনিই দিয়েছে, তবু কয়েকমাস আগের সেই প্রথম দিনের পর মানুষটির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি।

আজ কী মনে করে এল সে?

আবজানো দরজা পুরাপুরি খুলে মরনি বলল, কই থিকা আইলেন?

আদিলউদ্দিনের পরনে ধোয়া পুরানা লুঙ্গি, গায়ে গামছা চাদরের মত জড়ানো, মাথায় টুপি। এই কয়েকমাসে বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে। কাঁচাপাকা দাড়ি মোচের মুখ ভাঙাচোরা। চোখের কোলে গাঢ় হয়ে পড়েছে কালি। শরীরও রোগা। মনে হয় সামান্য ধাক্কাতেই মাত্র হাঁটতে শিখা শিশুর মত টালমাটাল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

মরনিকে দেখে ক্লিষ্টমুখে হাসল আদিলউদ্দিন। কেমুন আছো বইন?

আমি তো ভালঐ আছি। আপনে আছেন কেমুন?

আছি। আল্লায় রাকছে এক রকম।

কী মনে কইরা আইছেন?

ইট্টু কথার কাম আছে। মাস দেড়দুই আগে একরাইতে বাইস্তে আইয়া মনে করছিলাম তোমারে ডাক দিমু, তোমার লগে কথা কমু, তোমার ঘরের দুয়ারের সামনে আইয়া খাড়ইছি, খালি ডাকহান দিমু, হুনি তোমার ঘরে কে জানি কান্দে। কারা জানি কথা কয়। এর লেইগা তোমারে আর ডাক দিলাম না।

মরনি চিন্তিত হল। কবের কথা?

WWW.ARBOI.COM

ঐ যে যেদিন নূরজাহান মাওলানা সাবরে...

আদিলউদ্দিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই মরনি বলল, বুজছি বুজছি। আর কওন লাগবো না। নূরজাহানঐ কানতাছিল। অরে আমি জাগা দিছিলাম। অর মা বাপে আইছিলো অরে নিতে।

আদিলউদ্দিন মুগ্ধ গলায় বলল, বহুত ভালকাম করছো বইন, বহুত ভালকাম করছো। বিপদে পড়া মাইনষেরে আশ্রয় দিলে হাসরের দিন আল্লায়ও তোমারে বেহেশতে আশ্রয় দিবো।

একটু থেমে বলল, বিপদে পড়া তিনজন মাইনষেরে তুমি এই তরি আশ্রয় দিছো। মা মরা পোলাডারে যেই বাপে হালায় দিল, হেই পোলাডারে বুকে তুইল্লা আনলা। লাইল্লা পাইল্লা ডাঙ্গর করলা। খলিফা কামে ঢাকা পাডাইলা। এর থিকা বড় আশ্রয় আর কী অয় মানুষের! তারবাদে পেডের পোলার থিকা তারে বেশি মহব্বত করো, এই মহব্বতও তো বড় একহান আশ্রয়।

মজনুর কথা ওঠায় মরনি আনমনা হয়ে গেল। উদাস চোখে দক্ষিণের ঘরের চালের উপর দিয়ে চোতমাসের রোদভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

আদিলউদ্দিন বলল, যেই বাপে পোলারে হালাই দিছিলো, একদিন আবার হেই বাপরেও তুমি আশ্রয় দিলা। এই যে আমি অহন মাইষ্টালের কাম কইরা বাইচ্চা রইছি, এইডাও তোমার লেইগাঐ।

এবার কথা বলল মরনি। এমতে কইয়েন না। আপনে আমার মজনুর বাপ। আমার বইনজামাই। একদিন বহুত অন্নাই আপনে আমার মজনুর লগে করছেন। আপনের উপরে আমার বহুত রাগ। তারপরও রাগটা আমি ধইরা রাখি নাই।

তুমি মানুষটা বড় ভাল বইন। এর লেইগাঐ রাগহান ধইরা রাখো নাই। রাখলে আমারে দেহনের লগে লগে পিছ্ছা পিডাইয়া খেদাইয়া দিতা।

মরনি লজ্জা পেল। থাউক এই হগল কথা কইয়েন না।

আদিলউদ্দিন বলল, নূরজাহানরে আশ্রয় দিয়াও বহুত বড় কাম তুমি করছিলা বইন। নাইলে সব্বনাশ অইয়া যাইতো মাইয়াডার। এই কামের ফল তুমি হাসরের দিন পাইবা।

এতক্ষণে মরনির মনে হল সে দাঁড়িয়ে আছে পাটাতনের উপর আর মানুষটা তার মুখামুখি উঠানে। ভাগ্যের ফেরে আজ সে মাটিয়াল কিন্তু মরনির বোনজামাই তো! মজনুর বাপ তো! যত রাগই তার ওপর থাক মরনির, অসম্মান তো তাকে সে করতে পারে না।

মরনি ব্যস্ত হল। আহেন ঘরে আহেন, বাইরে খাড়ই রইলেন ক্যা?

আদিলউদ্দিন একটু দ্বীধা করল, বিব্রত হল। তোমার ঘরে আহুম?

হ আইবেন না ক্যা?

এমন আন্তরিক গলায় কথাটা মরনি বলল, আদিলউদ্দিনের চোখ ছলছল করে উঠল। বিনয়ী ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল সে।

মরনি বলল, বহেন বহেন। কন দিহি কী কথার কাম আছে আমার লগে।

পানিতে চোখ ভরে গেছে আদিলউদ্দিনের। গামছার খুঁটে চোখ মুছতে লাগল সে।

AMARBOI.COM

মরনি বলল, কী অইলো? কান্দেন ক্যা?

আদিলউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোক্কে পানি আইলো বইন। এই যে তুমি আমারে ঘরে ডাইক্কা বহাইলা, এতে আমি বোজলাম, আমার উপরে রাগটা তোমার আর নাই। এর লেইগা চোক্কে পানি আইলো।

থাউক কাইন্দেন না। দুফইরা ভাত খাইছেন?

হ বইন খাইছি।

কই খান, কেমতে খান?

পবনদের সঙ্গে রান্না করে খাওয়ার কথা বলল আদিলউদ্দিন। আজ যে মাটিয়ালের কাজ সে করেনি, আজ যে তার রান্নার কাজ ছিল সব গুছিয়ে বলল মরনিকে।

শুনে মরনি বলল। কী মানুষের জীবন কী অইয়া গেছে।

এইডা আমার কপালের দোষ। পাপের শাস্তি। যেই অন্নাই আমি আমার পোলাডার লগে করছিলাম হেই অন্নাইয়ের শাস্তি আল্লায় আমারে দিতাছে। তয় আমি অহন আর দুঃখু করি না। পাচওক্ত নমজ পইড়া আল্লারে কই, দরকার অইলে আমারে তুমি আরও শাস্তি দেও, শাস্তি দিয়া মাইরা হালাও, তাও আমার মজনুরে ভালা রাইখো। সুখে রাইখো আল্লাহ মাবুদ।

পরের ঘরের পোলাপানগো লেইগা দোয়া করেন না?

না।

ক্যা? অরাও তো আপনের ঘরেঐ জন্মাইছে।

যেই পোলাপান বাপের শইল্লে হাত উডায়, বাড়িত থিকা পিডাইয়া বাইর কইরা দেয় বাপরে, হেই পোলাপানের লেইগা দোয়া আহে না বইন। অনেক সময় চিন্তা করছি, পোলাপান মানুষ, না বুইজ্জা অন্নাই করছিল। আমি অগো মাফ কইরা দেই। মাফ আমি মনে মনে কইরাও দিছি, তাও অগো লেইগা আমার দোয়া আহে না। অগো কথা আমার মনেও আহে না। মনে আহে খালি মজনুর কথা, মজনুর মার কথা। তোমার কথাও মনে আহে বইন। তোমগো বেবাকতের লেইগা আমি দোয়া করি। যেই জীবনডা আমি একদিন ভুইল্লা গেছিলাম, আইজকাইল মনে অয় হেইডাঐ আমার আসল জীবন আছিলো। হেই জীবনডার মইদ্যেই য্যান আমি আবার ফিরত গেছি।

একটু থেমে আদিলউদ্দিন বলল, মজনুর মায় মরণের পর, মজনুরে লইয়া তুমি আইয়া পড়নের পর যেই জীবনডা আমি পাইলাম হেই জীবনডার কথা ভুলেও আমার মনে পড়ে না বইন। হেই জীবনডারে আমার নিজের জীবন মনে অয় না।

আদিলউদ্দিনের কথা শুনতে শুনতে মানুষটার জন্য অদ্ভুত এক মমতায় মন ভরে গেল মরনির। বহু বহুকাল পরে হলেও নিজের জীবনের ভুলটা বুঝতে পেরেছে সে। সেই ভুলের মাশুল দিচ্ছে মজনু আর মজনুর মার জন্য দোয়া করে, মজনুকে কোলে পিঠে করে যে মানুষ করেছে তার জন্য দোয়া করে। ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হওয়া মানুষকে আল্লাহপাকও ক্ষমা করেন। আর মরনি আল্লাহর তৈরি সামান্য একজন মানুষ, সে কেন পারবে না সেই মানুষকে ক্ষমা করতে!

মরনি মায়াবি গলায় বলল, থাউক ঐ হগল কথা আর চিন্তা কইরেন না। চিন্তা

AMARBOI.COM

কইরা মনে কষ্ট পাইয়েন না। অহন কন কাম কাইজ ঠিকঠাক লাহান করতে পারতাছেন নি, খাওন দাওন, নাওন ধোওন, ঘুম বেবাক ঠিকঠাক লাহান অয়নি?

অয় বইন, সবই ঠিকঠাক মতন অয়। তয় রাইত দোফরে কোনও কোনও সমায় ঘুমডা ভাইঙ্গা যায়। তহন যে কত কথা মনে অয়!

কী কথা?

মজনুর কথা মনে অয়, তোমার বইনের কথা মনে অয়। আর মনে অয় মরণের কথা!

বয়স অইলে মরণের কথা বেবাক মাইনষেরঐ মনে অয়।

কয়দিন ধইরা রোজ রাইত্রেঐ মনে অয়। আর তোমার বইনরে স্বপ্নে দেহি।

কন কী? এতদিন আগে মরছে বইনে, তারে স্বপ্নে দেহেন?

হ। একদোম পরিষ্কার দেহি।

কিছু কয় হেয়?

হ।

কী কয়?

কয় এতদিন ধইরা আমারে ছাইড়া আপনে আছেন কেমনে? আমার কথা আপনের মনে পড়ে না? আমার লেইগা মনডা আপনের কান্দে না? আমার তো কান্দে। আমার তো খালি আপনের লেইগা মনডা কান্দে।

শুনে মরনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার থিকাও নরম মনের মানুষ আছিলো আমার বইনে। বহুত টান আছিলো আপনের লেইগা। মরণের পর এত বচ্ছরেও মনে অয় হেই টানডা যায় নাই। এর লেইগাঐ এত ঘন ঘন তারে আপনে স্বপ্নে দেহেন।

মনে অয়। আবার মনে অয়, আমার মউত বুঝি ঘনাইয়া আইছে। এর লেইগাঐ তোমার বইনে আমারে ডাক পারে।

আরে না। আল্লায় আপনেরে আরও বহুতদিন হায়াত দরাজ করবো। অহন কন, কী কথার কাম আছে?

তার আগে কও তুমি আমার কথাডা রাকবা। তুমি আমার কথাডা হালাইবা না।

মরনি হাসিমুখে বলল, আগে কন। হুইন্না লই।

কোমরের কাছ থেকে নীল রংয়ের ময়লা মতন ছোট্ট একখান থুতি বের করল আদিলউদ্দিন। মুখটা চিকন রসি দিয়ে যত্ন করে বাঁধা। থুতির মুখ খুলে পঞ্চাশ একশো দশ বিশ আর পাঁচটাকার একগাদা নোট বের করল। টাকাটা বাড়িয়ে দিল মরনির দিকে। টেকাডি ধরো বইন।

টাকা দেখে অবাক হয়েছে মরনি। বলল, কীয়ের টেকা?

হালাল টেকাঐ। মাইট্টালগিরি কইরা রুজি করছি। দুই হাজার থিকা পঞ্চাচ টেকা কম আছে।

এই টেকা আমারে দিতাছেন ক্যা?

তোমারে দিতাছি না, দিতাছি মজনুরে। কোনওদিন তো পোলাডার লেইগা কিছু করতে পারি নাই, আইজ কাইল মনে অয় কোনদিন রাইত্রে তোমার ঐ ঘরে হুইয়া ঘুমের তালে মইরা যামু, নাইলে মাডি ভরা য়োড়া মাথায় লইয়া আছাড় খাইয়া পইড়া জানডা

AMARBOI.COM

যাইবো, কোচড়ে টেকাডি থাকবো কিন্তু পোলারে দেওয়া অইবো না, এর লেইগা এই টেকাডি তোমার কাছে রাকতে আইছি বইন। টেকাডি তুমি রাখো। মজনুরে দিও। দিয়া কইয়ো এক পোড়া কপাইল্লা বাপের ঘরে ও জন্মাইছিলো, বাপে অরে কিচ্ছু দিতে পারে নাই। না মায়া মহব্বত, না জাগা জমিন। তয় শইল্লের রক্ত দিয়া, জান পরান দিয়া রুজি করা শেষ সম্বল কয়ডা টেকা অরে দিয়া গেছে। এই টেকায় অনেক বরকত দিবো আল্লায়। ও যুদি কোনওদিন কায়কারবার শুরু করে, যুদি খলিফা দোকান দেয়, এই কয়হান টেকা ও য্যান কামে লাগায়। তাইলে মরণের পরও আমার মনডা শান্তি পাইবো বইন।

টাকাগুলি মরনির কোলের উপর রেখে দুইহাতে মরনির ডানহাতটা জড়িয়ে ধরল আদিলউদ্দিন। অনেকক্ষণ ধরেই বুক ঠেলে উঠছিল গভীর কষ্টের কান্না, সেই কান্না এখন আর ধরে রাখতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে জরানো গলায় বলল, আমার এই কথাডা তুমি রাইখো বইন। আর আমারে মাফ কইরা দিও। মজনুরে কইয়ো অর পোড়া কপাইল্লা বাপটার উপরে য্যান রাগ না রাখে। বাপটারে য্যান মাপ কইরা দেয়।

আদিলউদ্দিনের কান্না দেখে মরনিরও তখন চোখ বেয়ে নেমেছে কান্না। কাঁদতে কাঁদতে কোনও রকমে সে বলল, আপনের জীবনডা এমুন অইলো ক্যান দুলাভাই? মজনু আর আমার জীবনডা এমুন অইলো ক্যান?

আদিলউদ্দিন জবাব দিতে পারল না। দুইজন মানুষের হৃদয় ভাঙা কান্নায় প্রকৃতি স্তব্ধ হয়েছিল।

AMARBOI.COM

গাওয়ালের কোনও খবর পাওয়া গেল না?

রাতের ভাত খেয়ে খোলা দরজার সামনে বসে তামাক খাচ্ছে দবির। অদূরে মেঝেতে পাতা হোগলার বিছানায় পা লম্বা বসে আছে হামিদা। সারাদিন সন্ধ্যার পরের সবকাজ সেরে এই সময়টা সে একদম আজার। খানিক আগে স্বামী কন্যাকে ভাত খাওয়াইয়া নিজে খাইছে। তারপর থালবাসন গুছিয়ে গা ছেড়ে বসছে। তামাক সাজাইয়া টানতে বসছে দবির আর নূরজাহান উঠে গেছে চৌকিতে। এখন মা বাবার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। কুপির আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না তাকে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

আজকাল আগের মত শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে না নূরজাহান। অনেকক্ষণ জেগে থাকে।

আগে সারাদিন টো টো করতো গ্রামে। এই বাড়ি যেত, ওই বাড়ি যেত। যখন তখন

চকপাথালে ছুট লাগাতো, একদৌড়ে চলে যেত সড়কপারে। ফলে ছুটাছুটির ক্লান্তিতে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। সারারাত হুস থাকতো না।

এখন সেইদিন নাই নূরজাহানের। এখন সে খাঁচায় পাখি। চব্বিশঘণ্টা এই বাড়ির মধ্যে। এইঘর রান্নাচালা ঘাটপার লাকড়িখড়ি রাখার ঘর আর বাঁশঝাড়তলার ওদিককার পেশাব পায়খানার ঘের, এই হচ্ছে নূরজাহানের দুনিয়া।

বাড়ি থেকে বেরুবার নামার মুখেই শুরু হয়েছে শস্যের মাঠ, চক। খানিকদূর দিয়ে মাটি ভরাট হয়ে আগাচ্ছে মহাসড়ক, কোনও কোনও উদাস দুপুর আর শেষ বিকালে বাড়ি থেকে নামার ওই মুখটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নূরজাহান। বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে চকমাঠের দিকে। শস্যের মাঠ, মাঠের উপরকার আকাশ আর সড়কের দিকে তাকিয়ে নিজের জন্য দুঃখে মন কাঁদে। খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাকা এই মাঠচক, সড়কপার, মেদিনীমণ্ডল গ্রামখানি, গ্রামের প্রতিটি বাড়িই একদিন তার ছিল। যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যেত। মাঠচক আর সড়কপারে, গ্রামের মেঠোপথ এবাড়ি ওবাড়ি। জ্ঞাতি আত্মীয় না হয়েও কত আপনমানুষ গ্রাম জুড়ে। মানুষের কত আদর স্নেহ ভালবাসা, শাসন আর সোহাগ ছিল। একটিমাত্র ঘটনা এইসব থেকে সরিয়ে এনেছে নূরজাহানকে। এখন তার জীবন বন্দি মানুষের জীবন। বেতের খাঁচায় আটকে থাকা ডাহুক ঘুঘুপাখির জীবন।

আজ সন্ধ্যার পর চৌকিতে শুয়ে এসবই ভাবছিল নূরজাহান। তখনই কথাটা বলল হামিদা।

শুনে তামাক টানা বন্ধ করে দবির বলল, না। কোনও খবরঐ পাওয়া যায় নাই। দেশ গেরামের বেবাকতেঐ হোনছে আজিজ্জ গাওয়াল নিরুদ্দিশ অইয়া গেছে। চিনা জানা যে যেই মিহি যায় হেই মিহিঐ গাওয়ালের কথা জিগায়। কেঐ কোনও সমবাত দিতে পারে না। হাজামবাড়ির আবদুল্লের লগে আইজ বাজারে আমার দেহা অইছিলো। বহুত দুক্কু করলো গাওয়ালরে লইয়া। অগো বাড়ি আর গাওয়ালের বাড়ি তো একলগেঐ, মইদ্যে খালি একহান পুকঐর। এইবাড়ি থিকা কথা কইলে ঐবাড়ি থিকা হুনা যায়। অরা বলে হোনে, রাইত ভইরা বউডা বিলাপ কইরা কান্দে।

হামিদা বলল, কানবো না? এমুন জুয়ানমর্দ মানুষটা নিরুদ্দিশ অইয়া গেল, এতডি পোলাপান লইয়া বউডা বাচবো কেমতে?

হ।

আবার তামাক টানতে লাগল দবির।

নূরজাহান তখন চোখের ভিতর দেখতে পাচ্ছে আজিজ্জ গাঁওয়ালকে, তার বাড়িঘর উঠান পালান। যেন বিকালের মুখে নূরজাহান গেছে সেই বাড়িতে। বাড়ির নামার দিকে গোল্লাছুট খেলছে নাদের হামেদরা। বড়ঘরের ওটার একধাপ উপরে বসেছে বানেছা, তার বুক বরাবর একধাপ নিচে বসেছে পরি। খাটো ধরনের ঘনদাঁতের কালো কাঁকুই দিয়ে মেয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে বানেছা। দুইএকটা উকুন আটকে যাচ্ছে কাঁকুইয়ের দাঁতে, ঝাড়ুর এক টুকরা চিকন শলা রাখা আছে হাতের কাছে, সেই শলা দিয়ে উকুন বের করে একহাতের বুড়া আঙুলের নখে রেখে অন্যহাতের নখ দিয়ে পুটুস করে মারছে। কোলের ছেলেটা সেই ফাঁকে এসে মায়ের বুকের দুধের জন্য ঘেঙটি (ঘ্যান ঘ্যান অর্থে)

www.amarboi.com

পাড়ছে। বানেছা ফিরেও তাকাচ্ছে না তার দিকে। দূরে, ঢেঁকিঘরের সামনে পিঁড়িতে বসে আপনমনে তামাক টানছে আজিজ গাঁওয়াল।

আহা এই সুখি চেহারা এখন আর নাই সেই বাড়িতে। কয়েক মাসের মধ্যে কত ঘটনা ঘটে গেছে গাওয়াল বাড়িতে। মাইটাতেল খাইয়া মরল ছনুবুড়ি, বানেছার একটা মেয়ে হল, নাভিতে পচনধরে সাতদিনের মাথায় মরল সেই মেয়ে। খরচ বাঁচাতে মেয়ের দাফন কাফনও করল না গাওয়ালে। তারপর নিজে গাওয়ালে বেরিয়ে উধাও হয়ে গেল না ডাকাতের হাতে মরল সেই হদিসও কেউ পাচ্ছে না।

আহা রে মানুষের জীবন! কখন যে কী থেকে কী হয়ে যায় আল্লাহ মাবুদ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

নূরজাহানের জীবনই যে এমন হবে নূরজাহান কি ভুলেও কখনও তা ভেবেছে! কোন কুক্ষণে সেদিন সে ছুটে গিয়েছিল সড়কপারে, দেশ গ্রামের এতলোকে দেখছিল মাকুন্দাকে, এতলোকে টের পাচ্ছিল আসল ঘটনা কী ঘটেছে, কেউ ঐ নিয়ে কোনও কথা বলল না, কাণ্ডটা ঘটাল নূরজাহান। সেই কাণ্ডের মাসুল দিতে দবির হামিদাকে কতই না অনুনয় বিনয়ের মাশুল দিতে হয়েছে মান্নান মাওলানা আর আতাহারের কাছে, কত না হাতে পায়ে ধরতে হয়েছে তাদের। নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে নূরজাহানকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছিল মরনি। ভয়ে আতঙ্কে জ্বরে পুড়ে মরতে বসেছিল নূরজাহান।

তারপর বন্দিজীবন।

এই বাড়ি হয়ে গেছে জেলখানা। বাড়ির চারদিকে আকাশ সমান উঁচু হয়ে আছে লোহার গরাদ। সেই গরাদের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে যাবার উপায় নাই নূরজাহানের। দুইহাতে দুই গরাদ ধরে তার মাঝখানে মুখ রেখে অসহায় চোখে বাইরের দুনিয়া দেখা ছাড়া নূরজাহানের আর কিছু করার নাই।

তামাক খাওয়া শেষ করে হুকাটা বেড়ার লগে ঝুলিয়ে রেখেছে দবির। হামিদা বলল, রাইত ম্যালা অইলো। দুয়ার লাগানো, ঘুমাইয়া পড়ি।

দবির বলল, ধুর কীসের রাইত অইছে! চইত মাইস্যা গরম। আট্টু খোলা থাউক দুয়ার। হাওয়া বাতাস আহুক।

হাওয়া বাতাস কইত থিকা আইবো? থাকলে তো?

হ। ইট্টুও হাওয়া বাতাস নাই। তাও দুয়ারডা খোলা থাকলে আরাম লাগে।

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় দবির বলল, গাওয়ালের লেইগা জ্বিন ডাক দিছিলো বাইস্তে।

হামিদা উদগ্রিব হল। কী কইলো জ্বিনে?

হেরা তো খোলসা কইরা কিছু কয় না, ইসারা ইঙ্গিতে বলে বুজাইছে, বাইচ্চাঐ আছে গাওয়ালে। অষইদ দিয়া গেছে। খাইতে কইছে বানেছারে। নিয়ম মতন খাইলে কাম অইবো।

ফিরত আইবো গাওয়ালে?

হোনলাম তো।

এইডা তোমারে কে কইলো?

দেলরা বুজিগো বাড়ির বাদলা। বাদলার লগে দেহা অইছিলো পুরানবাড়ির সামনে।

AMARBOI.COM

হামিদা দয়ালু গলায় বলল, আল্লায় য্যান তাই করে। গাওয়ালে য্যান ফিরত আহে।

খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার উঠানের দিকে তাকাল দবির। তয় গাওয়াল নিরুদ্দিশ অইয়া যাওনের পর থিকা আমার খালি তোতার বাপের কথা মনে অয়। এমুন পরহেজগার মানুষ, এই যে নিরুদ্দিশ অইলো, আর কোনদিন ফিরত আইলো না। জীবনডা ভর ধরণীখালায় হের লেইগা পথ চাইয়া রইলো।

হ গো, ঠিকঐ কইছো।

গাওয়ালেও যুদি এমুন করে? আর ফিরত না আহে?

এমুন কথা কইয়ো না। বাইচ্চা থাকলে ফিরত না আইয়া যাইবো কই?

মাইনষের অনেক যাওনের জাগা থাকে, জানো। একজন মানুষ যুদি ইচ্ছা করে যেহেনে ইচ্ছা ওহেনে যাইবো গা, যাইতে পারে।

বউ পোলাপান, সংসার?

এই হগলের মায়া কাডাইতে অয়। মায়ার বানহান (বন্ধনখানি) না কাডাইতে পারলে বিবাগি অইতে পারে না কেঐ। মাইনষের মনডা বহুত ঝামেলার, বোজলা না? কোনও কোনূও মাইনষের আথকা মনে অইলো, ধুত্তরি, ঘোড়ার আণ্ডা সংসার পোলাপান বউঝি দিয়া কী করুম, এই জীবন আমার ভাল্লাগে না। আমি এই সংসারে থাকুম না। যাইগা যেই মিহি দুইচক্কু যায়। মনের মইদ্যে একবার এই টান উটলে সংসারের মায়া কাটাইতে পারে মাইনষে। বিবাগি অইতে পারে। কত মানুষ আছে না বেবাক কিছু হালাইয়া বচ্ছরের পর বচ্ছর মাজার মোজারে পইড়া থাকে। সংসার বউ পোলাপান হালাইয়া নিরুদ্দিশে গিয়া নতুন কইরা বিয়াশাদি কইরা সংসার পাতে। আগের জীবনের কথা ভুইল্লা যায়।

হামিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হ, মানুষ বহুত আজব পদের। কুনসুম যে মনের মইদ্যে কী টান দিবো, কী কাম যে তহন কইরা বইবো, হেয় নিজে তো জানেঐ না, এক আল্লাহ মাবুদ ছাড়া কেউ জানে না।

মুখ উঁচু করে চৌকিতে শোয়া নূরজাহানের দিকে তাকাল হামিদা। আমগ মাইয়াডার কথাঐ চিন্তা করো। যেই কামডা করছিলো, ওই কামডা কি অর করনের কথা! অলক্কিতে না টানলে এমুন কাম কেঐ করে! ঐ একহান কামের লেইগা অর জীবনডা কেমুন বদলাইয়া গেল।

দবির মন খারাপ করা গলায় বলল, হ। মাইয়াডার কথা চিন্তা করলে আমার খালি মালেক দরবেশ সাবের কথা মনে অয়। দরবেশ সাবে কইতো, দুনিয়া ভইরা আল্লায় খালি জেলখানা বানাইয়া থুইছে। নানান পদের জেলখানা। কোনও জেলখানা দারোগা পুলিশের, কোনও জেলখানা সমাজ পনচাইতের কোনও জেলখানা মা বাপ জ্ঞাতীগুষ্ঠির শাসনের, আর কোনও জেলখানা অইলো মাইনষের নিজের মনের ভিতরের জেলখানা। তুমি যুদি খুন খারাপি কইরা, চুরি ডাকাতি কইরা ধরা পড়ো, তয় দারোগা পুলিশের জেলখানায় যাইবা। সমাজের মাইনষের লগে যুদি কোনও অন্নাই কর, তয় সমাজ পনচাইত তোমারে একঘইরা করবো, এইডা অইলো আরেকপদের জেল। নূরজাহানের লগে আমরা যেইডা করতাছি হেইডা অইলো শাসনের জেলখানা। অর ভালর লেইগাঐ অরে আমরা আটকাইয়া থুইছি।

AMARBOI.COM

এই জেলখানাডা আমি মনে করি ভাল। মাইয়া মাইনষের এমুন জেলখানায় থাকনঐ ভাল। তয় আর বেশি তেড়িবেড়ি করতে পারে না।

ঠিকঐ কইছো। তয় এই হগল ছাড়াও আরেকহান জেলখানা আছে, দরবেশ সাবে কইতো, হেইডাঐ বলে আসল জেলখানা। নিজের মনের ভিতরের জেলখানা। কোনও মানুষ হয়তো এমুন কোনও অন্নাই কাম, পাপকাম করছে, যেইডা হেয় নিজে ছাড়া অন্য কেঐ জানে না, এমুন কোনও কোনও মানুষ আটকা পড়ে নিজের মনের জেলখানায়। হেই জেলখানার ভিতরে বইয়া তার মনডা খালি কান্দে। কাইন্দা কাইন্দা কয়, আমি এইডা কী করছি, ক্যান করছি! মনের জেলখানার গারদে মাথা কুইট্টা মরে। ঐ জেল থিকা আল্লাহ মাবুদ ছাড়া কেউ তারে ছাইড়া দিতে পারে না।

হামিদা বলল, বুজছি। অহন ওডো, দুয়ার লাগাও। আমার ঘুম আইতাছে।

দবির উঠে দাঁড়াল।

চৌকির ওপর তখনও জেগে আছে নূরজাহান। মা বাবার সব কথাই সে শুনেছে। শুনে নিজের জন্য এত দুঃখ হয়েছে। বুক ঠেলে উঠেছে কান্না। নিঃশব্দে তখন কাঁদছিল নূরজাহান। চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যাচ্ছিল তার।

AMARBOI.COM

'চৈত্রমাসে রাই যমুনার যে পথে নাইতে যেতেন, সে পথ জল ঢেলে কানু শীতল করে রাখতেন। দুপুরে পসরা নিয়ে যাবার সময় হাতজোড় করে এসে বলতেন, 'এই দুপুরবেলা পথের ধুলো তেতে উঠেছে, তুমি এই কদমগাছের নিচে খানিকটা এসে বিশ্রাম কর, পথে আসতে বড় ব্যথা পেয়েছ!' তারপর রাই বসলে, কৌতুক করে বলতেন, 'কত মণিমুক্তা তোমার গায়ে ঝলমল করছে। ব্রজের আহীরেরা দিনদুপুরে ডাকাতি করে, তুমি কোন্ সাহসে বের হয়েছ? এইখানে আমার কাছে থাক। তোমার মুখখানি পদ্মের মত, কি জানি যদি ভ্রমরের দল ফুল ভেবে দংশন করে! তুমি এইখানে আমার কাছে থাক।'

তারপর, দানী সেজে রাইয়ের ওপর কত কৌতুকের জুলুম করেছেন, 'দান দাও' বলে পথ আগলে হাত পেতেছেন, সে সকল দিনের কথা স্মরণ করে রাইয়ের চৈত্রমাস কি করে কাটবে?'

এই তরি পড়ে ফুলমতি আনমনা হল। বহুপুরানা, পোকায় খাওয়া চটি বইখানা বন্ধ করে উদাস চোখে উঠানের কোণে তুলসি মঞ্চটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ফুলমতি বসে আছে পুবের ভিটির প্রায় ভেঙেপড়া দরদালানের বারান্দায়। বারান্দা আর দালানের ভিতরকার কামরাগুলি গোবর আর আঁটালমাটির মিশেল দিয়ে যত্ন করে লেপা, পয়পরিষ্কার। দরদালানে পলেস্তারা বলে কিছু নাই, শুধুই বহুকাল আগের ছোট

সাইজের খয়েরি রংয়ের ইট চারদিকে। ছাদ দেওয়ালের কোথাও কোথাও এখনও জেগে আছে দুইএক চাক সুরকি। কখনও কখনও আপনা আপনিই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে।

দরদালানের এদিক ওদিকে গজিয়েছে বট অশত্থের চারা। কোনও কোনওটা বড়ও হয়েছে। চৈত্রদিনের বিকালবেলার হাওয়ায় নিজেদের মধ্যে যেন ফিসফাস করছিল বট অশত্থের পাতারা। পিছন দিককার কার্নিসে চাক বেঁধেছে মৌমাছি। দিনভর মধু নিয়ে চাকে আনাগোনা তাদের। দিনভর গুনগুন শব্দ।

এখনও শব্দটা পাচ্ছিল ফুলমতি।

বারান্দায় পুরানা ছপ (মাদুর) বিছিয়ে বসেছে সে। দুপুরের পর পর ঠাকরুন বাড়ির বড় পুকুরের পুবপারে কয়েকঘর বাসিন্দার কোনও কোনও বউঝি আসে ফুলমতির কাছে। কখনও রামায়ণ মহাভারতের গল্প, কখনও পুরাণের গল্পগাথা কখনও বা কোনও বই থেকে ধর্ম আর দেবদেবীর কথা তাদেরকে পড়ে শোনায় ফুলমতি। এই সময়টা তার যেমন প্রিয়, যারা তার কাছে আসে তাদেরও তেমন প্রিয়। আর ফুলমতি কথা বলে এত সুন্দর করে, পড়ে এত সুন্দর করে, সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে।

আজ ফুলমতির কাছে এসেছে গনেস নাপিতের বড়মেয়ে আরতি আর নিমাইয়ের বউ মায়ারানি। মায়ারানির কোলে দুইবছরের মেয়ে পুষ্প। মেয়েটা এতই চুপচাপ ধরনের, শব্দ বলতে গেলে করেই না। মায়ের লগে সেও যেন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল চৈত্রদিনে কৃষ্ণের বিরহে কাতর হওয়া রাধার মনোকষ্টের কাহিনী।

বাড়িতে এখন লোক বলতে ফুলমতির মা বাসনা। দুইদিন ধরে একটু একটু জ্বর তার। লগে খুসখুসা কাশিও আছে। এই নিয়ে সংসার সে একদমই সামলাতে পারছে না। কাঁথা গায়ে ওই তো শুয়ে আছে বারান্দার লগের কামরায়। সংসার দুদিন ধরে সামলাচ্ছে ফুলমতি।

বাপ রামদাস পানের কারবার করে। দেশগ্রামের লোকে আস্তে ধীরে তাকে পাউন্না বলতে শুরু করেছে। রামদাস পাউন্না। আজ সকালবেলা উঠে সে চলে গেছে মুন্সিগঞ্জের ওদিককার রনছ পারুলপাড়া নামের এক গ্রামে। সেই গ্রাম পানের বরজে ভরা। সেখান থেকে সস্তায় পান এনে শ্রীনগর দীঘলি আর নয়তো গোয়ালিমান্দ্রার হাটে বিক্রি করবে। এই কারবারে রোজগার তার মন্দ না।

বড়ছেলে নিখিলকে অনেকদিন ধরেই চাইছে এই কারবারে নামাতে। নিখিল গা করছে না। বাপের মুখের উপর একদিন বলেছে, মইরা গেলেও পাউন্না অমু না।

কিন্তু রামদাসের ছোট দুইছেলে সেন্টু মিন্টু বাপের কারবারটা পছন্দ করছে। চাষবাসের ফাঁকে ফাঁকে পাউন্না হতে কোনও আপত্তি নাই তাদের।

বারান্দায় বসে উদাস হয়ে ফুলমতি কি এখন এসব কথা ভাবছে! নাকি ভাবছে তার নিজের কথা। বাল্যবিধবা জীবনের কথা!

আরতি বলল, কী অইলো? ও দিদি, আর পড়বেন না?

উদাস মুখখান হাসি হাসি করল ফুলমতি। না গো দিদি, আইজ আর পড়ুম না। ভাল্লাগতাছে না।

মায়ারানি বলল, ক্যা, কী অইছে আপনের?

কিছু অয় নাই। মার শইলডা ভাল না তো, দুইদিন ধইরা বাড়ির বেবাক কাম করি, শইলডা কেলান্ত লাগে।

AMARBOI.COM

আরতি বলল, হ। আপনের মুখ দেইক্কাঐ বুজা যাইতাছে। এত সোন্দর মুখহান হুগাইয়া গেছে।

মায়ারানি বলল, হুগাউক আর যাই করুক, দিদির লাহান সোন্দর মাইয়া এই দেশে আর একজনও নাই। না হিন্দুগো ঘরে না মোসলমানগো ঘরে।

এই ধরনের কথা শুনলে ফুলমতির অস্বস্তি লাগে। ভেতরে ভেতরে কী রকম জড়সড় হয়ে যায় সে। এখনও হল। কিন্তু এই নিয়ে কোনও কথা বলল না।

মায়ারানি বলল, দিদি যুদি মোসলমান ঘরে জন্মাইতো তয় এমুন জীবন দিদির অইতো না। এত সোন্দর মাইয়া, এত গুণে ভরা, যেমন কাম কাইজ যেমন লেখাপড়া চালচলন, জামাই মইরা যাওনের পরও বহুত বড়ঘরে দিদির বিয়া অইতো।

আরতি বলল, দিদি যুদি কইলকাত্তায় থাকতো তাও তার আবার বিয়া অইতো। আমি হুনছি ইন্ডিয়াতে আইজ কাইল হিন্দু বিধবাগো বিয়া হয়।

ফুলমতি শান্ত গলায় বলল, চুপ কর। এই হগল প্যাচাইল পারিচ না। আমার ভাল্লাগে না।

আরতি একটু একরোখা ধরনের মেয়ে। ধমক ধামক পাত্তা দেয় না। তবে এখন সে অন্যকথা বলল। ও দিদি, আপনে কোন কেলাস তরি পড়ছেন?

ফুলমতি বলল, কোনও কেলাস না।

তয়?

বাইত্তে বইয়া বইয়া যেড়ু হিগার হিগছি।

মায়ারানি বলল, আপনের আসলে সবদিক দিয়াঐ পোড়া কপাল। বড়ঘরে জন্মাইলে বহুত বিদ্যান অইতেন আপনি। জজ বালিস্টার (ব্যারিস্টার) অইতেন।

পুষ্পর বোধহয় ক্ষুধা লেগেছে। একহাতে মায়ের বুক খুঁজছিল সে। মায়ারানি হয়তো বুকের দুধ দিতও মেয়েকে কিন্তু তখনই বারবাড়ির দিক থেকে হনহন করে হেঁটে ভিতর বাড়িতে ঢুকল নিখিল। হাতে ঝুলছে দুইখান ডেকরা মোরগ।

নিখিলকে দেখে মেয়েকে আর বুকের দুধ দিল না মায়ারানি। আরতিকে বলল, ল রে আরতি, বাইত যাই। নিখিল দাদায় আইছে, অহন কাম আছে দিদির। ঐ যে মোড়গ দেকতাছচ অহন ঐ মোড়গ জব কইরা কষাইয়া দেওন লাগবো দাদারে।

মায়ারানি বা আরতির দিকে তাকাল না ফুলমতি। নিখিলের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, আইজ আমি আর কিছু পারুম না। আমার খুব কেলান্ত লাগতাছে।

নিখিল হাসিমুখে বলল, উপায় নাই। করনঐ লাগবো। তুই তেল মোশলা বাইর কর, আমি মোড়গ জব কইরা, বানাইয়া দিতাছি।

মায়ারানি আর আরতি তখন উঠান পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

ফুলমতি বিরক্ত গলায় বলল, দুই চাইরদিন পর পরঐ এইকাম আমার ক্যান করন লাগবো? তর অন্য দোস্তগো বাড়ির কেঐ রানতে পারে না?

পারে। তয় তর লাহান না।

এই হগল কথা কইয়া আমারে ভুলান লাগবো না। আইজ আমি পারুমঐ না।

নিখিল অনুনয়ের গলায় বলল, দিদি তো ভাল। আউজকারডা কইরা দে। এরপরে আতাহাররা আবার যেদিন কইবো, আমি কমুনে দিদির শইল ভাল না। দিদি আইজ পারবো না।

AMARBOI.COM

রান্নাঘর থেকে বটি নিয়ে মোড়গ কাটতে বাড়ির উত্তর দিককার জঙ্গলমুখি চলে গেল নিখিল।

ফুলমতি বুঝেছে, যত ক্লান্ত থাক আর যাই থাক, উপায় নেই। কাজটা তাকে করতেই হবে।

তারপর সে উঠেছে। ঘরে গিয়ে হাতের বই জায়গা মত রেখেছে, চৌকির দিকে তাকিয়ে দেখেছে মা জেগে আছে না ঘুমিয়ে।

ঘুমিয়েই আছে।

ফুলমতি তারপর রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে। মশলা কিছুটা বাটাই থাকে রান্নাঘরে, শুধু চাক চাক করে পিঁয়াজ কাটতে হবে। তারপর তেল মশলা পিঁয়াজ দিয়ে কষাতে হবে মাংস।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ফুলমতি তারপর পিঁয়াজ কুটতে বসেছে। পেঁয়াজ কোটা শেষ হতে না হতেই মোড়গ বানিয়ে পুকুরঘাট থেকে ধুয়ে পাকলে একেবারে রেডি করে নিয়ে এসেছে নিখিল। এখন শুধু চড়িয়ে দিলেই হবে।

গুছিয়ে রান্নাটা চড়াল ফুলমতি।

নিখিল একটা পিঁড়ি নিয়ে বসেছে বোনের পাশে। বসে বুক পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরাল। উদাস হয়ে টানতে লাগল।

কয়েক পলক ভাইকে দেখল ফুলমতি, হঠাৎ করে বলল, তর দিন কি এমতেঐ যাইবো নিখিল?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্ন, নিখিল চমকালো। বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কেমতে?

এই যে দোস্তগো লগে আমোদফুর্তি কইরা, মদ খাইয়া, সংসারের মিহি না চাইয়া।

এইডা ছাড়া কী করুম ক! বাবায় যেই কামের কথা কয় হেই কাম ভাল্লাগে না।

তয় অন্যকাম কর। ঢাকা গিয়া চাকরি বাকরি ল।

একথা শুনে চমকে উঠল নিখিল। আরে না না, গেরাম ছাইড়া যাওন যাইবো না।

ক্যা?

নিখিল সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, এমতেঐ।

একটু থেমে কথা যেন ঘুরাল। ঢাকা গিয়া আমার ভাল্লাগবো না। বেবাকতে দেশে থাকবো আর আমি থাকুম ঢাকা, টিকতে পারুম না দিদি।

ফুলমতি গম্ভীর গলায় বলল, খালি এইডাঐ কারণ?

তয় আর কী কারণ থাকবো, ক? তরা বেবাকতে এহেনে, আমার দোস্তরা এহেনে আর আমি গিয়া থাকুম ঢাকায়, ধুৎ, মইরা গেলেও আমি হেইডা করুম না।

মাংসের হাড়িতে হাতা দিয়ে খানিক উলট পালট করে ফুলমতি বলল, আমি কইলাম জানি তুই কীর লেইগা যাইতে চাস না।

কীর লেইগা ক তো?

আমার লেইগা।

কী?

AMARBOI.COM

হ। আমার কথা চিন্তা কইরা তুই কোনওহানে যাইতে চাস না। এক রাইত গেরাম ছাইড়া থাকচ না।

বোনের চোখের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, কে কইছে তরে?

আমি জানি। আমার লেইগাঐ আতাহারগো লগে দুস্তি কইরা চলছ তুই, অরা তরে চাকরের লাহান খাডায়, যাতা কইয়া গাইল দেয়, বেবাক তুই মাইন্না লইতাছচ খালি আমার লেইগা। নিজের জীবনডা তুই নষ্ট করতাছস আমার লেইগা।

নিখিল কথা বলল না। উঠানের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে সিগ্রেট টানতে লাগল।

হাড়ির মাংস আবার উলট পালট করল ফুলমতি। সেই ফাঁকে তেল মশলা লং এলাচের গন্ধ উঠে ছড়িয়ে গেল ঘরে। হাড়িতে বলকে ওঠা তেল জলের ঘরঘর একটুখানি শব্দও পাওয়া গেল।

এসবের কোনও কিছুই যেন খেয়াল করল না ফুলমতি। আগের মতোই উদাস গলায় বলল, আমি জানি আতাহারগো লগে থাইক্কা তুই আসলে অগো মন ভুলাইয়া রাখচ, আমারে পাহারা দেচ। এইডা না করলে যহন তহন বিপদ অইবো আমার। আমরা হিন্দু মানুষ। আমগো পক্ষে থাকবো কেডা? রাইত বিরাইত যহন তহন অরা আইয়া....।

সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে নিখিল রুক্ষ গলায় বলল, চুপ কর। এই হগল চিন্তা তর করন লাগবো না। আমি যা করতাছি, যেমতে চলতাছি এমতেই চলনঐ ভাল।

কিন্তু আমার লেইগা তুই তর জীবন নষ্ট করতাছচ ক্যা? আমারে তুই আমার কপালের উপরে ছাইড়া দে। তুই তর পথ দেখ। আমার কপালে যা আছে তাই অইবো। মনে কর আমি তর বইন না, আমি তর ভাই।

নিখিল আর কোনও কথা বলল না। চুপচাপ উঠানের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। চৈত্রদিনের বিকালবেলার ছায়াময় রান্নাঘরে বসে থাকা দুটি ভাইবোনকে দুনিয়ার সবচেয়ে অসহায় মানুষ মনে হচ্ছিল।

কী রে, মালাউনের বাচ্চায় দিহি অহনতরি আহে না!

কথাটা আতাহার কাকে বলল কেউ জানে না, তবে জবাব দিল সুরুজ। মনে অয় মুরগি কষাইন্না অয় নাই।

একথা শুনে খ্যাক করে উঠল আতাহার। চেডের (লিঙ্গের) কথা কইচ না। দুইহান মুরগি কষাইতে কতক্ষুণ লাগে?

আলমগির বলল, ছেমড়ারে এত দোষ দিচ না। কাম তো খালি মুরগি কষাইন্না না! দুইফরের পর পয়লা গেছে মুরগি বিচড়াইতে। কোন বাইত্তে পাইছে কে জানে! তারবাদে হেই

AMARBOI.COM

মুরগি লইয়া বাইত্তে গিয়া পয়লা জব করছে, তারবাদে ফইর মইর হালাইয়া মুরগি দুইহান বানাইছে। তারবাদে দিদিরে দিছে কষাইতে। এতডি কাম করতে সময় তো ইট্টু লাগবোঐ।

আলমগিরের কথা শুনে চৌকির পুবকোণায় বসা আলী আমজাদ চোখ তুলে তাকাল। আজ তার পরণে সাদা লুঙ্গি আর লাল সবুজের চেক হাওয়াই সার্ট। কোলের কাছে দুইহাতে ধরা কেরু কোম্পানির বড় বোতলের দুইবোতল মল্টেড হুইস্কি। পাঁচটা কাচের গ্লাস রাখা আছে পায়ের কাছে। নীল রংয়ের প্লাস্টিকের একটা পানি ভর্তি জগ আছে। অর্থাৎ মদ খাওয়ার সব ব্যবস্থাই পাকা। শুধু নিখিল এলেই হয়।

কিন্তু নিখিলের জন্যই যে এখনও বোতল খোলা হয়নি তা না। কষানো মুরগির মাংসের জন্যে অপেক্ষাটা চলছে। আতাহার আর আলী আমজাদ দুইজনেরই স্বভাব হচ্ছে গ্লাসে বড় করে চুমুক দিয়েই ঝাল ঝাল মাংস মুখে দেওয়া, তারপর সিগ্রেটে টান দেওয়া। এই না হলে মদ খাওয়াটা তাদের জমে না। সুরুজ আলমগিরের অবশ্য এসব সমস্যা নাই, মদের লগে তাদের শুধু সিগ্রেট হলেই হয়। তারপরও মদটা যদি বাংলা হয়, সাধনা নয়তো শক্তি ঔষধালয়ের মৃতসঞ্জিবনী যদি ঠেকায় পড়ে খেতে হয় তখন গ্লাসে চুমুক দেয়ার পর পরই মুখের বদস্বাদ মারার জন্য চানাচুর লাগে। কারণ বাংলা আর মৃতসঞ্জিবনী দুটাই নিকৃষ্ট জিনিস, মুখে দিলে মনে হয় বরকির মুত খাচ্ছি।

তবে কেরু কোম্পানির মালের স্বাদ ভাল। এক্সপোর্ট কোয়ালিটির একটা ড্রাই জিন আছে, সেভেনআপের লগে লেবু দিয়ে খেলে মন ভরে যায়। খেতে যেমন মজা নেশাও হয় তেমন। কেরুর হুইস্কির মধ্যে মল্টেডটা অসাধারণ। সহজে পাওয়াই যায় না। এই জিনিসের লগে কেন যে ঝাল ঝাল কষানো গোস্তের দরকার হয় আতাহার আলী আমজাদের, আলমগির সুরুজ কারও তা মাথায়ই ঢোকে না।

আলমগির একবার বলতে চাইল, কনটেকদার সাব, বতল খোলেন। ঢালেন গেলাসে। আমরা মারতে থাকি। নিখিলা আহুক অর সুবিদা মতন।

তার আগেই আলী আমজাদ বলল, আলমগির, তুমি একহান কথা ভুল কইছো।

আলমগির অবাক হল। কোন কথা?

ওই যে কইলা নিখিলার অনেক কাম। মুরগি জোগার কইরা জব কইরা বানাইয়া তারবাদে ফুলমতিরে দিবো কষাইতে।

আলমগির চোখ ছোট করে বলল, হ, মিছাকথা কইলামনি?

না ঠিকঐ আছে তয় একহান কথা কইছো ভুল।

কোনডা?

মুরগি জব করনের কথাডা।

আলমগির কথা বলবার আগে সুরুজ বলল, ক্যা, এইডা ভুল ক্যা?

পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল আলী আমজাদ। নিজে সিগ্রেট ধরিয়ে খুবই হেলাফেলার সঙ্গে প্যাকেটটা ফেলে রাখল চারজন মানুষের মাঝখানে, ভাবটা এইরকম, যেন সে কাউকে সাধবে না, যার ইচ্ছা খাবে, যার ইচ্ছে নাই সে খাবে না।

সিগ্রেটে বড় করে টান দিয়ে আলী আমজাদ বলল, হিন্দুরা তো কোনও কিছু জব কইরা খায় না। কল্লাডা খালি কাইট্টা হালায়। পুজার সময় হোনো না পাডা বলি দেয়। বলি অইলো এক কোবে কল্লা নামায় দেওন। মুরগিও কইলাম অমতেঐ বলি দেয়।

www.amarboi.com

সুরুজ তার স্বভাব মত অবাক হল। কন কী?

হ।

আলমগির বলল, মোসলমান অইয়া আমরা বলি দেওয়া মুরগির কষাইন্না গোস্ত খাই? ওইডা তো হারাম। বিসমিল্লা বইলা জবো না করলে কোনও জিনিসঐ হালাল অয় না!

আলী আমজাদ বলল, হ। একে হিন্দু মাইয়ার হাতের রান্দন, তার উপরে বলি দেওয়া মুরগি, দুইডাঐ আমগো লেইগা হারাম।

সুরুজ সিগ্রেট ধরাল। প্যাকেটটা নিজের মনে করে আলমগিরের দিকে বাড়িয়ে দিল। খাবিনি?

দে।

বলে আলমগিরও সিগ্রেট ধরাল।

আতাহার অনেকক্ষণ ধরে থম ধরে আছে। মুখ দেখে বোঝা যায় নিখিলের উপর রেগেছে। আলী আমজাদ তাকে একটু প্রফুল্ল করতে চাইল। দুইহাতে ধরা মদের বোতল কোলের কাছে রেখে বলল, বোস্তাছি নিখিলার উপরে তুম খুব চেস্ছ। চেইত্তো না। আইয়া পড়বো নে। পাচজনে মদ খাইতে বইয়া একজনে চেইত্তা থাকলে মজমাড়া জুইতের অয় না।

সিগ্রেটের প্যাকেট দেখিয়ে বলল, নেও সিগ্রেট খাও।

আতাহার নাক ফুলিয়ে বলল, আমার কাছে সিগ্রেট আছে।

নিজের বুক পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল আতাহার, ম্যাচ বের করে সিগ্রেট ধরাল। তার ভঙ্গি দেখে আলী আমজাদ বুঝল, যত কায়দাই করুক আতাহারকে কিছুতেই সুরুজ আলমগিরের কাতারে সে নামতে পারবে না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই ঠিকই তয় আতাহার তেমন কাক না। সব কিছুর পরও কোনও না কোনওভাবে নিজের মর্যাদা সে রাখে। আলী আমজাদের লগে সবই করে আবার দূরত্বও রাখে। ছোটখাট নানা রকমের ছলচাতুরি করেও আলী আমজাদ দেখেছে শেষ পর্যন্ত আতাহার আলাদাই থাকে। নিজেকে সস্তা করে ফেলে না। সিগ্রেট নিতে বলে আজও ওরকম একটা পরীক্ষা আতাহারকে সে করল, আতাহার ঠিকই বুঝল ব্যাপারটা, ঠিকই ফসকে গেল। আলী আমজাদের সিগ্রেট ছুঁয়েও দেখল না।

এসব নিয়ে আতাহার আবার কোনও কথা তোলে কি না ভেবে চটপট অন্যদিকে কথা ঘুরাল আলী আমজাদ। হিন্দুগো থিকা কইলাম মোসলমানরা অনেক ভাল।

তার কথা লুফে নিল সুরুজ। কেমুন?

মোসলমান বাইত্তে কইলাম হিন্দুরা সহাজে খায় না। আর হিন্দুগো রান্দনঘরে যুদি কোনও মোসলমান হাইন্দা যায় তাইলে কইলাম চুলার বেবাক জিনিস হেরা হালাইয়া দেয়। আবার নতুন কইরা রান্দন চড়ায়। আর আমরা মোসলমানরা কত ভাল, হিন্দুগো হাতের বেক কিছুঐ খাই। এই যেমুন নিখিলার বলি দেওয়া মুরগি, ফুলমতির হাতের রান্দন। জানি যে হারাম খাইতাছি, তাও খাই। জাইন্না হুইনাঐ খাই।

আতাহার বলল, আপনে মিয়া বহুত প্যাচগি মানুষ। কথাবার্তা কোনমিহি ঘুরান বুজা যায় না।

AMARBOI.COM

আলী আমজাদ হাসল। আমি বাতাস বুইজ্জা চলি। বাতাস যেই মিহি যায় আমিও হেইমিহিঐ যাই।

এইডা আর আমারে কওন লাগবো না। আমি জানি। আমাগো দলের মইদ্যে আমিঐ আপনেরে সবথিকা ভাল চিনি। হোনেন, বহুত হারাম হালাল তো এতক্ষণ ধইরা বুজাইলেন, অহন আমার একহান কথার জব দেন তো?

কও।

হিন্দুগো এইডা হারাম, ওইডা হারাম, হিন্দু মাইয়া হারাম না হালাল?

আলমগির বলল, ধুৎ বেডা! তুই খালি আকথা কচ।

আলমগিরকে ধমক দিল আতাহার। আকথা কইলে তর কী? তুই চুপ কর।

সুরুজ বলল, আমার হোনতে ভালঐ লাগে। আতাহর, তুই ক।

আলী আমজাদ বলল, তোমরা চুপ করো। জিগাইছে আমারে, জবটাও আমি দেই।

আতাহার বলল, দেন।

হিন্দুগো হাতেরডা খাওন যেমুন হারাম, অগো মাইয়া খাওনও অমুন হারাম।

না, আপনে কিছুই জানেন না। হোনেন আমার কাছে। মোসলমানের লেইগা হিন্দু মাইয়া পুরাপুরি হালাল। আমাগো ধর্মে আছে, যুদ্ধ কইরা বিধর্মীদের সম্পত্তি আর মাইয়াছেইলা দখল করবা। তাদেরকে ভোগ করবা। এইডা জায়েজ। এর লেইগাঐ একাত্তোর সালে পাকিস্তানী মেলেটারিরা খালি হিন্দু মারছে আর হিন্দু মাইয়াগুলিরে ধর্ষণ করছে। ওইডা জায়েজ, মানে হালাল।

আলমগির তার হাতের সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে ছাপড়াঘরের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে ধীর শান্ত গলায় বলল, ওই আতাহার, তুই তো মুসল্লিঘরের পোলা, ধর্মের কথা অনেক জানচ। তয় একহান কথা ক তো আমারে। আমগো ধর্মে বিধর্মীগো লইয়া যেই হগল কথা আছে, বিধর্মীগো ধর্মেও আমগো লইয়া তাইলে হেই হগল কথাঐ আছে?

হ। তর কথাডা আমি বুজছি। যুদ্ধ জয় করনের পর বিধর্মীগো সহায় সম্পত্তি আর মাইয়াছেইলা ভোগ করন আমগো লেইগা যেমুন জায়েজ, আমগো জাগায় যুদি অরা অয় তাইলে অইবো এইটার উল্টা। অর্থাৎ আমগো সহায় সম্পত্তি আর মাইয়াগুলিরে ভোগ করন অগো লেইগা জায়েজ অইয়া যাইবো।

এইবার তাইলে আরেকহান কথার জব দে।

ক।

একাত্তোর সালে পাকিস্তানী মেলেটারিগো মইদ্যে কি হিন্দু সোলজারও আছিলো?

আরে না বেডা?

তয় আমগো দেশের মোসলমান মাইয়াগুলিরে ধর্ষণ করলো কারা? ওই টাইমে তো তিনলাখ মা বইন ধর্ষিতা অইছে। তার মইদ্যে হিন্দু কয়জন আর মোসলমান কয়জন? একশোতে নাইলে পঞ্চাশটাঐ ধরা যায় হিন্দু! বাকিডি? তাগো ধর্ষণ করছিল কারা?

সুরুজ বলল, আরে থো এই হগল প্যাচাইল। আইছি মদ খাইতে, শুরু অইছে পলেটিস।

আলী আমজাদ বলল, তয় আলমগির যে আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করে, এইডা

AMARBOI.COM

আইজ আবার বুজাইয়া দিলো। এই হগল প্যাচ আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেঐর মাথায় খেলবো না। কোনহান থিকা কথাডারে কোনহানে লইয়া গেছে।

আতাহার সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, আমরা এহেকেজন এহেক পারটি সাপোর্ট করি, তারবাদেও দোস্ত। একলগে বইয়া মদ খাই।

বোজলাম, কিন্তু নিখিলা তোমগো দোস্ত অইলো কেমতে? তোমরা বেবাকতে বড়ঘরের পোলা, আর নিখিলা অইলো গরিব হিন্দুঘরের। ও তোমগো দোস্ত অইলো কেমতে?

সুরুজ বলল, এই কথার জব আমরা আগেও একদিন দিছি। আমরা চাইরজন কাজির পাগলা ইসকুলে একলগে পড়তাম।

আলমগির বলল, গরিব অউক আর যাই অউক নিখিলরা বেবাকতেঐ খুব ভাল। মা বাপ ভাই বইন, বেবাকতে।

আলী আমজাদ বলল, তয় আমি আগেও কইছি আইজও আবার কই তোমরা নিখিলারে দোস্ত মনে করো আর যাই মনে করো, ও কইলাম তোমগো তা মনে করে না।

ধুৎ মিয়া, না মনে করলে আমগো লগে দিনরাইত ও আছে ক্যা?

আছে নিজের স্বার্থে। তোমগ লগে আছে দেইক্কাঐ দেশে গেরামে এমুন দাপটে অরা থাকতে পারতাছে। তোমগো ডরে অগো কেঐ কিছু কয় না। নাইলে অগো বাড়িঘর জাগা জমিন বেবাক এতদিনে মোসলমানরা দখল কইরা হালাইতো। ফুলমতি আর ফুলমতি থাকতো না। বীরঙ্গনা অইয়া যাইতো।

আতাহার বলল, আমি আপনের লগে একমত। আমার দোস্তরা এইডা বুজুক না বুজুক আমি বুজি। বুজি দেইক্কাঐ নিখিলারে চাকরের লাহান খাডাই। আর গোপন একহান খায়েশও আছে মনে। হেইডা আপনেগো কেঐরে কমুনা। একদিন ওই খায়েশহানও আমি মিডামু। আমিও আমার বাপের লাহানঐ।

তখনই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল নিখিল। তার হাতে চার বাটির পুরানা আমলের টিফিন কেরিয়ার। ছাপড়াঘরের চৌকির উপর জ্বলিছল হারিকেন, হারিকেনের আলোয় নিখিলের মুখখান করুণ, বিষণ্ন দেখাচ্ছিল।

গভীর রাতে ভাত খেতে বসে তছি বলল, নাইতে গিয়া আমার মনডা বহুত খারাপ হইছে মা।

রোয়াইলতলার ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে পিতলের কুপি। সেই আলোয় খানিক

AMARBOI.COM

আগে গোসল করে আসা তছিকে ভিজা ভিজা দেখাচ্ছে। মাথার চুল এখন বেলকাঁটার মত লম্বা হয়েছে। দিনভর কাঁথারতলায় থাকার ফলে, রোদ হাওয়া গায়ে না লাগার ফলে শরীরের রঙ হয়েছে পাকাগাবের ভিতরকার মত। মুখ ফুলে ঢলঢল হয়েছে। শরীরও মোটার দিকে।

মা বুঝতে পারে, শুয়ে থাকার ফল।

রাত অনেকখানি হয়ে যাওয়ার পর, বাড়ির লোকজন খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর রোজ রাতের মত আজও কাঁথার তলা থেকে বেরিয়েছে তছি। বেরিয়ে মাথার কাছে রাখা ধোয়া শাড়ি হাতে ঘর থেকে বেরিয়েছে। আজ ম্যাটম্যাটে একটুখানি জ্যোৎস্না আছে, সেই আলোয় পেশাব পায়খানা সেরে উঠানের কোণের চুলা থেকে একখাবলা নাড়ার ছাই তুলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মেজে গেছে পুকুরঘাটে নাইতে। বদনা ভরে পানি তুলে অনেকক্ষণ ধরে নেয়ে খানিক আগে ঘরে এসে খেতে বসেছে।

হুমহাম করে খেতে খেতেই কথাটা বলল।

আজ কদিন হল বারেক ছেলেটি রানাদিয়া গেছে নানার বাড়ি বেড়াতে। গিয়ে দাদীকে ভুলেছে। রাত বিরাত যখন তখন নাতির কথা মনে পড়ে তছির মার। একদিকে তছির জন্য জ্বালা, অন্যদিকে নাতির জন্যও বুকটা পোড়ায়।

মানুষের যে কত রকমের অশান্তি!

দিনে ভাত তছি আজকাল আর খায় না। খায় রাতে। একবার সন্ধ্যারাতে, আরেকবার ভোররাতে। সন্ধ্যারাতে খেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। অন্ধকারে ভূতের মত সারারাত ঘুরে বেড়ায় বাড়িতে। পেটের ভাত হজম হওয়ার পর ঘরে এসে আরেকবার খায়। মাকে ডেকে তুলে আবার ঢুকে যায় কাঁথার তলায়। সে যতক্ষণ জেগে থাকে মা ঘুমায়, আর সে যখন ঘুমায় মা তখন জেগে বসে থাকে সিথানে।

নাতির জন্য ঘুমটা রাতে কদিন ধরে ভাল হয় না তছির মার। যখন তখন ভাঙে। আজও ভেঙেছে। ভাঙার পর উঠে বসে আছে। মাকে জাগনা দেখেই কথাটা তছি বলল।

মা বলল, কীর লেইগা মন খারাপ অইছে তর?

তছি ভাতের লোকমা মুখে দিয়ে চাবাতে চাবাতে বলল, আইজ্জাদার বউর লেইগা?

বানেছার লেইগা?

হ।

কী করছে বানেছা?

ঘাটপার গিয়া হোনলাম বিলাপ কইরা কানতাছে। নাদেরের বাপ গো, ও নাদেরের বাপ, আমগো হালাইয়া কই গেলা গা তুমি! এতডি পোলাপান লইয়া আমি অহন একলা একলা কেমুন করুম? আমার কথা নাইলে তুমি ভুইল্লা গেলা, এতডি পোলাপানের একজনের কথাও তোমার মনে অয় না? কেঐর লেইগা ইট্টু মায়া লাগে না? নাদেরের বাপ গো, ও নাদেরের বাপ, ফিরা আহো তুমি। আল্লা রসুলের দোহাই লাগে, ফিরা আহ।

ভাত খাওয়া শেষ করে ঢকঢক করে একগ্লাস পানি খেল তছি। যে গামলায় খেয়েছে সেই গামলায়ই কচলে কচলে হাত ধুয়ে ফেলল।

তছির দুপুর আর রাতের ভাত একবারেই সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসে তছির মা। প্রথম

AMARBOI.COM

প্রথম আবদুলের বউ বিরক্ত হতো, বলতো, এইডা কোন রঙ্গের পাগলামি? এমুন তো কোনওদিন দেহি নাই যে কোনও পাগলের কাছে দিন গেছে রাইত অইয়া আর রাইত অইছে দিন। যত রঙ্গের কারবার এই বাইত্তে।

কিন্তু করার নেই কিছুই। মেনে নিতে হয়েছে। এই পাগলামি ভিতরে যে কী রহস্য জানে শুধু তছি তার মা আর ভাই।

হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মুখ মুছল তছি। দুঃখি গলায় বলল, এমুন কামডা আইজ্জাদায় কীর লেইগা করলো কও তো মা?

ইচ্ছা কইরা করছেনি? আমার মনে হয় জ্বিনেরা যা কয় কউক, আইজ্জা বাইচ্চা নাই। ডাকাইতেঐ খাইছে অরে।

না ডাকাইতে খায় নাই। হেয় বাইচ্চাঐ আছে।

তুই কেমতে কচ?

আমার মনে কয়। আমি দেকছি আমার মনে যা কয় হেইডা সত্য অয়।

তছির কথা শুনে মা একটু উদগ্রিব হল। খুনের ঘটনার পর তছি অনেক বদলেছে। তার কথাবার্তা চালচলন এখন সুস্থ্য মানুষের মত। মনের মধ্যে চেপে বসে থাকা অপরাধের চাপে বুঝি মাথার গণ্ডগোল কেটে গেছে তার। এই ধরনের পরিস্থিথিতে কোনও কোনও পাগলের ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তি এসে ভর করে। কামেল ফকির হয়ে যায় তারা। তছির তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি তো?

আল্লাহ, আল্লাহ! যদি তেমন হয়ে থাকে তছি তাহলে বেঁচে গেল। কামেল ফকির ধরনের পাগল মেয়েমানুষ কাউকে খুন করতে পারে এই সন্দেহ দারোগা পুলিশরা কখনও করবে না। জেল ফাঁসি কিছুতেই হবে না তছির।

অতি উৎসাহের গলায় মা বলল, ক তো তয় কী কয় তর মনে?

আমার মনে কয় আইজ্জাদার কিছু অয় নাই। হেয় ভাল মতনঐ বাইচ্চা আছে। দূরের কোনও দেশ গেরামে আছে। ইচ্ছা কইরাঐ বাইত্তে আহে না।

আইবো তর মনে অয়?

হ আইবো। না আইয়া পারবো না।

কীর লেইগা এমুন পলাইয়া রইছে?

মনে অয় আমার লাহান কোনও কাম করছে হেয়।

শুনে চমকে উঠল মা। কী? খুন করছে?

তছি বিরক্ত হল। আরে না, খালি খুন করনঐ খারাপ কাম নি? এইডা ছাড়াও তো কত খারাপ কাম আছে। খুনের থিকাও বড় খারাপ কাম আইজ্জাদায় হের মার লগে করছে। বউর ডরে মারে ভাত দেয় নাই।

হ এইডা ঠিক কথা।

তারবাদে মাইয়াডারে দিল জঙ্গলে হালাইয়া। খরচের ডরে দাফোন কাফোন করলো না। এই কামডাও খারাপ।

তছির কথা শুনে অবাক হচ্ছিল মা। একদম ভাল মানুষের মত কথা। বুঝদার মানুষের মত কথা। কাঁথার তলায় শুয়ে শুয়ে কোন ফাঁকে পাগল মেয়েটা এভাবে বদলে গেল, ভাল হয়ে গেল! এভাবে কথা বলতে শিখে গেল কখন?

AmarBoi.com

তছি একবার মায়ের দিকে তাকাল, তারপর ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিল।

মা অবাক। কুপি নিভালি ক্যা?

বোজ্জ নাই কীর লেইগা নিভাইলাম?

বুজছি। কোনহান থিকা কেঐ য্যান না দেকতে পায় হাজামবাড়ির রোয়াইলতলার ঘরে রাইত দোফরে কুপি আঙতাছে। কেউ য্যান কিছু সন্দ না করে।

হ।

বাইরে মধ্যরাতের ম্যাটম্যাটে জোৎস্না আছে। ঘরের ভাঙাচোরা বেড়ার ফাঁক ফোকড় দিয়ে জ্যোৎস্নার আভাস দেখা যায়।

তছি একবার জ্যোৎস্না দেখল। তারপর বলল, রুস্তম রিসকাআলারে খুন কইরা আমার যেই দশা অইছে, মার লগে মাইয়ার লগে খারাপ কামডি কইরা আইজ্জাদারও হেই দশাঐ অইছে। আমি পাগল অই আর যাঐ অই মাইয়ামানুষ তো! আমি তো ইচ্ছা করলেঐ কোনও মিহি চইলা যাইতে পারি না। দুইন্নাই ভইরা ঐত্তো খালি রুস্তম রিসকাআলা। যে যেহেনদা পারবো জঙ্গল মিহি টাইন্না নিতে চাইবো। কয়জনরে খুন করুম আমি! কয়জনের হাত থিকা বাচুম! এর লেইগা নিজেগো বাইত্তে, নিজেগো ঘরে কেতার তলে পলাইয়া থাকি। আইজ্জাদায় তো পুরুষপোলা, এর লেইগা হেয় পলাইছে বাড়ির বাইরে। পুরুষপোলাগো তো কোনও অসুবিদা নাই, যেহেনে রাইত হেহেনে কাইত। তয় আমার মনে কয় ফিরত আইবো আইজ্জাদায়। কয়দিন সংসার থিকা, বউ পোলাপানের কাছ থিকা পলাইয়া থাইক্কা, নিজের দোষের কথা, গুণার কথা যহন ইট্টু কইম্মা আইবো মনে, তহন ফিরত আইবো, দেইহোনে।

সত্যঐ কচ তুই?

হ সত্যঐ কই।

আল্লায় য্যান তাই করে গো মা, আল্লায় য্যান তাই করে। নাইলে এতডি পোলাপান লইয়া কী উপায় অইবো বানেছার!

তছি আর কথা বলল না। চুপ করে বসে রইল।

মা বলল, তরে একহান কথা জিগামু মা?

তছি শান্ত গলায় বলল, জিগাও।

তুই কি আসলেই পাগল, নাকি ভাল অইয়া গেছচ?

মায়ের কথা শুনে তছি অবাক হল। আথকা এই কথা জিগাইলা ক্যা? তুমি জানো না আমি ছোডকাল থিকা পাগল, জন্ম থিকা পাগল।

হ জানি তো। জানুম না ক্যা? তুই তো আমার পেডেঐ অইছচ। মায় জানবো না মাইয়া কেমুন!

তয় আবার জিগাও ক্যা?

জিগানের কারণ আছে।

কী কারণ?

কয়দিন ধইরা আমার মনে অয় তুই আর পাগল না। তুই ভাল অইয়া গেছচ।

একথা শুনে একটুও অবাক হল না তছি। আগের মতোই ধীর শান্ত গলায় বলল, সত্যঐ তোমার মনে অয় মা?

AMARBOI.COM

হ।

তছি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্য কথাঐ মনে অয় তোমার।

মা চমকালো। কী?

হ। আমি অহন আর পাগল না। আমি ভাল অইয়া গেছি। মাথা নাইড়া কইরা যেদিন কেতার তলে ঢুকছি হেদিন থিকা ইট্টু ইট্টু কইরা ভাল অইয়া গেছি মা।

একটু থেমে বলল, তয় ভাল অওন মনে অয় ঠিক অয় নাই মা?

ক্যা? ক্যা ঠিক অয় নাই?

আমার খালি ঐ বেডার কথা মনে অয়। রুস্তম রিসকাআলা। মরণের সমায় কেমুন দাপড়ানডা দাপড়াইছিলো। বাচনের লেইগা কেমুন চেষ্টাডা করছিলো। কেতার তলে হুইয়া হুইয়া আমি খালি বেডার ঐ চেহারাডা দেহি মা। ঘুমাইয়া থাকলেও দেহি, জাইগ্গা থাকলেও দেহি। আর খালি নিজের মরণের কথা মনে অয়।

শুনে বুকটা কেঁপে উঠল মায়ের। কী, কী মনে অয়?

নিজের মরণের কথা। মরতে তো একদিন অইবোঐ। আমি যেমতে বেডার জানডা কবচ করছিলাম আজরাইল আইয়া আমার জানডাও তো ওমতেই কবচ করবো। তহন আমিও তো বেডার লাহান দাপড়ামু, বাচনের চেষ্টা করুম। আমার খালি এই হগল কথা মনে অয় মা। আর বেডার চেহারার বদলে আমি খালি তারবাদে নিজের চেহারাডা দেহি। গলায় য্যান ফাস দিয়া ধরছে আজরাইলে, চক্ষু দুইহান বাইর অইয়া আইতাছে আমার, জিবলাহান বাইর অইয়া আইতাছে। মাগো, আমার তহন বহুত ডর করে মা। বহুত ডর করে।

মেয়ের কথা শুনে বুক তোলপাড় করে মায়ের। চোখ ফেটে নামে কান্না। কথা না বলে অন্ধকার ঘরে মেয়ের মাথাটা বুকে টেনে আনে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে দুইহাতে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখে মেয়ে। ফিসফিস করে বলে, তুমি সব সময় আমার সিথানে বইয়া থাইক্কো মা। বইয়া বইয়া আমারে পাহারা দিও। আমার জান কবচ করতে আজরাইল য্যান কেতার তলে না ঢুকতে পারে।

মা কোনও কথা বলে না। মা শুধু কাঁদে।

ও ফুবু, একখান কথা জিগামু তোমারে?

দুপুরের পর গোলাঘরের চৌকিতে কাত হয়েছে রহিমা। সারাদিনে এই সময়ই কিছুটা আজার পায় সে। সকাল থেকে শেষ দুপুর পর্যন্ত একটানা কাজ করে, বাড়ির লোকজনের খাওয়া দাওয়া যখন শেষ হয় তখন সে গিয়ে সামনের পুকুরে চওড়া তক্তা

AMARBOI.COM

ফেলে যে ঘাটলা করা হয়েছে সেই ঘাটলায় বসে। কদিন হলো হাসু আসছে তার কাছে। আসার পর থেকে ফুফুর লগে হাসুও আছে সবকাজে, সবসময়। ফুফুর লগে হাত লাগিয়ে সেও সকাল থেকে একটানা কাজ করে। তারপর ফুফু যখন ঘাটলায় গিয়ে বসে হাসুও যায়। হাতে এলুমিনিয়ামের বদনা। ঘাটলায় বসে বদনা ভরে পানি তুলে গোসল করে দুইজনে। শুকনা কাপড় চোপড় রেখে যায় বাড়ির সামনের নাড়ার পালায়। গোসল শেষ করে নাড়ার পালার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাপড় বদলে ভিজা কাপড় হাতে আবার যায় ঘাটলায়। পুকুরের পানিতে কাপড় চুবিয়ে ঘাটলার তক্তায় দুইতিনবার খুচে, শরীরের সব শক্তি দিয়ে চিপড়ে আবার এনে মেলে দেয় নাড়ার পালায়।

মান্নান মাওলানার বাড়ির কাজের লোকদের সাবান ব্যবহারের কপাল নাই। মাসে এক দুইবার একটুখানি সোডা পায় রহিমা। ওই দিয়ে ত্যানা ত্যানা দুইএকখানা শাড়ি সিদ্ধ করে। মাস ধরে ধুলামাটি যা জমে শাড়িতে, গরম পানি আর সোডায় সেই ধুলামাটির যতটা না কাটে, বেশি কাটে ঘাটলার তক্তায় ফেলে রহিমা যখন কাপড়গুলি আছড়ায়।

আজ তেমন আছড়া আছড়ির কাজ ছিল না। দ্রুতই গোসল সারতে পেরেছে ফুফু ভাইঝি। নাড়ার পালার আড়ালে দাঁড়িয়ে যখন কাপড় বদলাচ্ছে দুইজনে, রহিমা না, হাসু দেখে পুবদিককার কচুড়ি ভর্তি পুকুরের ওপারে মুকসেইদ্দা চোরার বাড়ির পিছন দিককার জামগাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা লোক বিড়ি টানছে আর আড়চোখে হাসুর কাপড় বদলানো দেখছে।

কথাটা ফুফুকে বলেনি হাসু। মনে মনে হাসছে। ওই বেডা, কী দেহো আমারে? আমার শইল অহন আর মাইয়ামাইনষের শইল না। দেহনের কিছু নাই।

লোকটা কে?

মান্নান মাওলানার বাড়িতে বহুদিন ধরে আসা যাওয়া হাসুর। এই বাড়ির সব শরিককেই হাসু চিনে। আশপাশের বাড়ির লোকজন বউঝি পোলাপান সবাইকেই কম বেশি দেখেছে, চিনে। মুকসেইদ্দা চোরার বাড়ির লোকজনও তার অপরিচিত না। শুধু যার নামে বাড়ির নাম, 'মুকুসেইদ্দা চোরার বাড়ি' সেই মুকসেদ আলীকে কখনও দেখে নাই। যখনই এই বাড়িতে আসে তখনই শোনে চুরির দায়ে মুকসেদ আবার ধরা পড়েছে, আবার গেছে জেলে।

এবার কি ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে মুকসেদ? ওই লোকটাই কি সে?

এসব ভাবতে ভাবতে ফুফুর বাড়ি ফিরেছে হাসু। বাড়ির লোকজনের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের খাওয়ার নিয়ম। মাকুন্দা কাশেমকে জেলে দেওয়ার আগেই হাফিজদ্দি নামে একজন গোমস্তা রেখেছেন মান্নান মাওলানা। বিলে গরু চড়াতে দিয়ে দুপুর শেষে সেও আসে ভাত খেতে। তিনজন মানুষ কদিন ধরে একলগে বসে ভাত খাচ্ছে। হাফিজদ্দি ভাত খায় খুবই আয়েশ করে, ধীরে সুস্থে। রহিমারও একই অবস্থা। হাসু খায় হুমহাম করে, দ্রুত। যেন এখনই নাকে মুখে ভাত গুঁজে কোনও জরুরী কাজে ছুটতে হবে। এই দেখে প্রথমদিনই হাফিজদ্দি তাকে বলেছিল, এমুন হরতরাইস্যা (ছটফটে) ক্যান তুমি? যেই খাওনের লেইগা দুইন্নাইদারি হেই খাওনডা জুইত কইরা খাও। লোকমাডা ভাল কইরা দেও।

AMARBOI.COM

হাসু কথা বলবার আগেই রহিমা বলেছে, কইয়া ফয়দা অইব না। হাসু এমনঐ।

আজও তিনজন মানুষ এক বসে খেয়েছে কথা বলতে গেলে হয়ইনি। খাওয়া শেষ করে মাজায় বান্ধা গামছা খুলে মুখ মুছেছে হাফিজদ্দি, রান্নাঘরের কোণ থেকে নারকেলের হুঁকা নিয়ে তামাক সাজাতে বসেছে। এখন অনেকক্ষণ ধরে তামাক টেনে আবার বিলমুখি মেলা দিবে। সন্ধ্যার আগে আগে গাইগরু নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

হাফিজদ্দি তামাক নিয়ে বসার পরই ফুফুর গোলাঘরে এসে ঢুকেছে হাসু।

বাড়িটা এখন একেবারেই নিটাল। চৈত্র মাসের দুপুর শেষের রোদ স্থির হয়ে আছে গাছপালায়, ঘরের চালে আর উঠানে। পশ্চিমের ভিটির বাংলাঘরের ছেমায় চালের ছায়া এসে ওই দিককার উঠানের অনেকখানি জায়গা ছায়াময় করেছে। আর সাচ্চারা (সাতচারা) খেলার খোপ কেটেছে মান্নান মাওলানার বড়ছেলে মোতাহারের তিন ছেলেমেয়ে, শিরিন, নসু আর নূরি। নূরি এখন তার বিধবা মায়ের বুকের কাছে শুয়ে ঘুমাচ্ছে বড়ঘর গোলাঘরের কোণে, পুব উত্তরের ভিটির চৌচালা পাটাতন ঘরে। শিরিন আর নসু খেলছে। আট নয় বছরের শিরিনের পরনে নীলের উপর সাদা বুটিদার পুরানা ছেঁড়া জামা আর হাঁটু তরি লম্বা প্যান্ট। প্যান্টের ইলাস্টিক ঢিলা হয়ে গেছে। এখন তার দান। কোনও একটা ঘরে চারা ছুড়ে মারার পর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে সে। নসু উৎসুক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। লাফাবার তালে তালে প্রায়ই পরনের প্যান্ট কোমর ছাড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে শিরিনের। খেলার ফাঁকেই প্যান্ট টেনে তুলছে সে।

নসুর পরনে খয়েরি রংয়ের মোটা কাপড়ের হাফপ্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গেঞ্জিটা প্রায় নতুন। কয়েকদিন আগে গোয়ালিমান্দ্রা হাট থেকে কিনা হয়েছে।

কিন্তু ছেলেমেয়ে দুইটা একেবারেই চুপচাপ। খেলছে ঠিকই মুখে শব্দ নাই।

হাসু জানে চুপচাপ তারা হয়ে আছে মান্নান মাওলানার ভয়ে। খেয়ে দেয়ে মান্নান মাওলানা এসময় ঘুমান। বাড়িতে হৈচৈ হচ্ছে, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে এটা কিছুতেই সহ্য করবেন না তিনি। উঠে দিকবিদিক ভুলে হাতের কাছে যা পাবেন তাই দিয়ে পিটাতে শুরু করবেন যে শব্দ করেছে তাকে। তার উপর স্ত্রী তহুরা বেগম বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। বুক ধরফরানির ব্যারাম হয়েছে। কখনও কখনও বুকে ব্যথাও হয়। ডাক্তার বলেছেন হার্টের অসুখ। সারাদিন চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। সামান্য শব্দেও দিশাহারা মত চোখ খোলেন, বুক ধরফরানি শুরু হয় তাঁর।

এইসব কারণে বাড়িতে শব্দ বলে কিছু নাই।

এখন এই দুপুর শেষের নির্জনতায় চৈত্র মাসের হাওয়া বইছে গাছের পাতায়, তার একটা শন শন শব্দ আছে, আর রান্নাঘরের পিছন দিককার ঝাঁকড়া মাথার তেঁতুল গাছে একটানা ডেকে যাচ্ছে একটা কাক। কা কা। মাওলানা সাহেবের যত ক্ষমতাই থাক, প্রকৃতির এইসব শব্দ তো তিনি থামাতে পারবেন না। তাঁর কথায় কী আর হাওয়ার চলাচল বন্ধ হবে, গাছের পাতারা নড়বে না! তাঁর কথায় শাসনে কী আর স্তব্ধ হবে মুক্ত পাখিরা, হাম্বা দিতে ভুলে যাবে গোয়ালের গাই গরু!

এই নির্জনতায় হাসুর কথাটা যেন জোরেই শুনতে পেল রহিমা। চৌকিতে কাত হওয়ার আগে মুখে একটুখানি পান দিয়েছে। তহুরা বেগমের পান খাওয়ার স্বভাব আছে। তাঁর পান থেকে দুই একটা টুকরা দীর্ঘদিন ধরেই সরিয়ে রাখে রহিমা, সুপারি

খয়ের চুন সরিয়ে রাখে। কোনও কোনওদিন গিটঠু দিয়ে রাখে। আজও রেখেছিল। দুপুরের ভাত খেয়ে গোলাঘরের চৌকিতে কাত হয়ে এই পানটুকু অনেকক্ষণ ধরে চাবানোই রহিমার একমাত্র শৌখিনতা।

হাসুর কথা শুনে মুখের পান গালের একপাশে আনলো রহিমা। জড়ানো গলায় বলল, কী কথা জিগাবি?

ধানের গোলার পাশে কাজির পাগলা বাজারের চাউলকল থেকে ভাঙিয়ে আনা তিনবস্তা চাউল একটার উপর আরেকটা করে রাখা। সেই বস্তাগুলিতে ঠেলান দিয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসেছে হাসু। চোয়া হয়ে আসা মাথায় বাচ্চা ঘোড়ার লেজের মত যা কিছু চুল সেইগুলিতে কোন ফাঁকে ডলেছে একখাবলা তেল। ফলে মাথায় লেপটে বসা চুল আরও পাতলা দেখাচ্ছে। মেয়েমানুষ হওয়ার পরও যে তার মাথায় দ্রুত পড়ছে টাক তা এই এতটা দূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল রহিমা। এই চুলে আধাবিঘত পরিমাণ কালো ভাঙাচোরা একখান কাঁকুই মনোযোগ দিয়ে চালাচ্ছে হাসু। ঘচঘচ করে খানিকক্ষণ মাথা আঁচড়েই চোখের সামনে কাঁকুই তুলে দেখছে কাঁকুইয়ের দাঁতের ফাঁকে উকুন আটকা পড়েছে কি না। পিছার চিকন দারার ছোট্ট এক টুকরা রেখেছে হাতের কাছে। কাঁকুইয়ের ফাঁকে উকুন পেলে ওই দারা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করছে। বুড়ো আঙুলের এক নখে উকুন রেখে অন্য নখে পুটুস করে চাপ দিয়ে মারছে। পুরা মনোযোগ উকুনের দিকে। রহিমাকে যে একটা কথা বলেছে, রহিমা যে সে কথার পিঠে আরেকখান কথা বলেছে সেদিকে যেন তার মনই নাই।

খানিক অপেক্ষা করে রহিমা বলল, কী রে, কচ না কী কথা?

হ কই কই।

বলেই কাঁকুইয়ের দাঁত থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা লিক বের করল হাসু। কাঁকুই মাটিতে রেখে লিকটা মেরেই রহিমার দিকে তাকাল। অনেকদিন ধইরাঐ মনে করতাছি কথাডা তোমারে জিগামু। এত আহি যাই এই বাইত্তে, কোনহানদা যে দিন জায়গা, কথাডা আর মনেও থাকে না। ফিরত যাওনের পর আবার মনে অয়।

রহিমা আবার বলল, কী কথা?

ছোডকালে আমি আবছা আবছা হুনছি কানীবগে ঠোকর দিয়া বলে আমার বাপের একখান চক্ষু কানা কইরা দিছে। হের লেইগাঐ বলে আমার বাপ দলিলরে মাইনষে কয় কানা দলিল। আসলে ঘটনাডা কী ফুবু? সত্যঐ বগে ঠোকর দিয়া কানা করছে আমার বাপরে?

হ সত্যঐ।

কেমতে অইছিল এই কাম? কানীবগে পাইলো কই তারে? কেমতে ঠোকর দিলো?

আর কইচ না। এইডা একখান অবিশ্বাসের ঘটনা। আমরা তহন খুব ছোড। আমি হমু এই বাড়ির নূরির লাহান আর দইল্যাদায় (দলিল দাদায়) নসুর লাহান। আমগ গেরামের নাম তো জানচঐ, ষোল্লঘর (ষোলঘর)।

বলেই যেন একটু লজ্জা পেল রহিমা। হায় হায় কেমুন কথা কই আমি! খালি আমগো গেরাম কইলাম ক্যা! তর গেরামও তো! তুইও তো ওই গেরামেরঐ মাইয়া, আমগো বাড়ির মাইয়া।

www.amarboi.com

হাসু উদাস গলায় বলল, না আমি ওই গেরামের মাইয়া না। আমি তোমগো বাড়ির মাইয়া না। আমার কোনও গেরাম নাই, কোনও ঘরবাড়ি নাই, মা বাপ কিচ্ছু নাই।

রহিমা টের পেল হাসুর গলায় গভীর অভিমান। অভিমানের কারণটা সে জানে। দ্বিতীয় বিয়ের পর কানা দলিল তার আগের ঘরের একটা মাত্র সন্তানের দিকে ফিরেও তাকায়নি। সৎমায়ের নানারকম অত্যাচার থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করেছিল ফুফু রহিমা। মৌছামান্দ্রার এক বাড়িতে এনে তাকে ঝিয়ের কাজে লাগিয়েছে। আজ কত কত বছর কানা দলিল একবারও খবর নিতে আসেনি মেয়ের। মেয়েকে নিয়ে যায়নি বাড়িতে। এক ওক্ত ভাল মন্দ খাওয়ায়নি। যে বাপ মেয়েকে ভুলে গেছে এইভাবে সেই বাপকে মনে রাখবে কোন মেয়ে!

তবু ভাইঝিকে স্বান্ত্বনা দিল রহিমা। এমুন কথা কইচ না মা। বাপ যত দূরেই থাউক, বাপ তো! জন্মদাতা। তারে তুই অস্বীকার করতে পারবি না!

হাসু মুখ ঝামটে বলল, হইছে, বুজছি। ভাইয়ের পক্ষ লইয়া কথা কওনের কাম নাই। যা কইতা ছিলা হেইডা কও।

হ কই। ঘোল্লঘরের পচ্চিমে একখান খাল আছে, খালের পাড়ে একখান চিতাখোলা। হেই চিতাখোলার পচ্চিমে অইলো আড়ইল বিল। বচ্ছর ভর ধানে মাছে ভরা থাকে বিল। আমার বাপে আছিল গরিব গিরস্ত। বিলে দেড় দুইকানি জমিন আছিল আমগো। হেই জমিনের ধানেঐ দিন যাইতো। কাতি আগন মাসে ধানকাডা লাগতো। ধান কাটতে গিয়া বিলের পানিতে ম্যালা মাছও পাইতো গিরস্তে। এত বড় বড় কই, পুরানা কই, বুকখান লাল টকটইক্কা। আড়ইল বিলের শীতকাইল্যা কই হোনলেঐ গিরস্তের মোক দিয়া লোল পড়তো। বাবার আছিলো অন্য একখান শক। পাড়ইন (ডাহুক ধরার এক ধরনের খাঁচা) পাইত্তা ডাউক ধরতো। ধান কাডা অইয়া যাওনের পর চোয়া ক্ষেতের কোণায়, এই ধরো কাতি আগন মাসে পাড়ইন পাইত্তা রাইক্কাইতো। পাড়ইনের ভিতরে ঝুলাইয়া দিতো একছড়া পাকাধান। হেই ধানের লোভে ডাউক গিয়া হানতো পাড়ইনে। হান্দনের লগে লগেঐ পাড়ইনের দুয়ার বন্ধ। বিল বাঐরে ডাউকের তো আকাল নাই। দুই চাইরদিন পর পরঐ এউক্কা দুগ্গা (একটা দুটো) কইরা ডাউক ধইরা লইয়াইতো বাবায়। উডানে পলোতে আটকাইয়া থুইতো। জবো কইরা কইরা হেই ডাউকের গোস্ত খাইতাম আমরা। ছোডকালে হারা বচ্ছর ডাউকের গোস্তঐ খাইতাম আমরা। কুকরা কোনওদিন খাওনঐ লাগতো না। আর বাবার আছিলো ভাল ভালাই খাওনের লোব। ধান কাডা অইয়া গেলে, হেই ধান পাড়াইয়া পোড়াইয়া গোলায় উডানের পর মাস দেড়মাস বাবায় কোনও কাম কাইজ করতো না। খালি খাইতো আর হুইয়া থাকতো। কামের মইদ্যে কাম করতো দুইখান। দুইফইরা ভাত খাইয়া পাড়ইন লইয়া যাইতো বিলে, পাইত্তা থুইয়াইতো। বিয়াইন্না রাইত্রে, আন্দার থাকতে থাকতে গিয়া পাড়ইন লইয়াইতো বাইত্তে। পাড়ইনে রোজঐ দেকতাম একখান দুইখান ডাউক। পলোতে হেই ডাউক আটকাইয়া থুইতো আর আমি দইল্যাদায়, বাড়ির অন্য শরিকের পোলাপান বেবাকতে মিল্লা ডাউক দেকতাম। মার তহন হারাদিন কাম। ইট্টুও আজাইর নাই। হারাদিন চাচী ফুবুগো লগে ঢেকি পাড়াইতাছে। আলা চাউলের বউয়া চিতইপিডা আর মউলকা বাবায় খুব সাদ কইরা খাইতো। ডাউকের গোস্ত দিয়া চিতইপিডা নাইলে

AMARBOI.COM

চাউলের রুডি, ছিটরুডি কাতি আগন মাসে দুই একদিন পর পরঐ খাইতো বাবায়। হারাদিন ঢেকি বাইন্নাও বাবার লেইগা এই হগল রান্দন রানতে অইতো মার।

এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না হাসুর। বলল, হুনতে চাইলাম এক কথা তুমি আরম্ব করলা অন্য প্যাচাইল। এত আগিলা দিনের কথা আমি হুইন্না কী করুম! আমারে খালি বাবার কানা অওনের কথাডা কও। আমি হুনছি কানীবগের কথা তুমি লাগাইছো ডাউকের প্যাচাইল!

মুখে পানের ছোবা এখনও আছে রহিমার। একগাল থেকে সেই স্বাদের জিনিস আরেক গালে নিয়ে হাসল সে। হোনঐ। ডাউকের কথা না কইলে বগের কথা বুজবি না। একবার পাড়ইন পাইত্তা একখান কানীবগ ধরলো বাবায়।

একথা শুনে ভুরু কোঁচকাল হাসু। পাড়ইনে বগ ধরবো কেমতে? বগে তো ধান খায় না! কীয়ের লোভে পাড়ইনে হানবো?

হোনঐ। কামডা করছিলো বাবায়ঐ। পাড়ইনে ধানের ছড়া না দিয়া দুই তিনডা য়োকল টাকি (এক ধরনের ছোট ছোট লালচে ধরনের টাকিমাছ) ঝুলাইয়া দিয়াইছিলো একদিন। ঐ য়োকল টাকির লোবে একখান কানীবগ গিয়া হানছে পাড়ইনে। পরদিন বাবায় হেইডারে ধইরা বাইত্তে লইয়াইছে।

হাসু স্বস্তির শ্বাস ফেলল। হ, এইবার বুজলাম। তারবাদে?

মুখের পানে দুইতিনটা চাবান দিয়া রহিমা বলল, কানীবগ দেইক্কা বাড়ির পোলাপানে তো ফালাইতে (লাফাতে) লাগলো। এতদিন খালি ডাউক দেকছে আর আইজ দেকতাছে কানীবগ! বাবায় করলো কী, কানীবগটারেও ডাউকের লাহান পলোর মইদ্যে আটকাইয়া থুইলো। থুইয়া হাতপাও ধুইতে গেছে ঘাডে। অহন সকাইল্লা নাস্তা করবো। এক টুপইর (টোপর) মুড়ি, একদলা খাজুইরা মিডাই লইয়া ঘচর মচর কইরা খাইবো ছনছায় বইয়া। আমরা বেবাকতে দূর থিকা পলোয় আটকাইন্না কানীবগ দেকতাছি। দইল্যাদায় আছিলো কই জানি, কানীবগের কথা হুইন্না হাদাইতে হাদাইতে (হাঁপাতে হাঁপাতে) আইলো। আইয়াঐ করলো কী পলোর উপরের মিহি যেই চুঙ্গাডা (চোঙা) আছে হেইডার মইদ্যে চউক্কু লাগাইয়া ভিতরের মিহি চাইছে। এইয়া দেইক্কা বগটা কেমুন জানি লইড়া চইড়া উটলো। তারবাদে ঠোডদুইহান উপরের মিহি উডাইয়া দইল্যাদার ডাইন দিককার চোক্কে একখান ঠোকর দিল, দিয়া পানির তল থিকা ঠোকর দিয়া বগে যেমতে ছোড মাছ ধইরা ঠোডে উডায় ঠিক অমুন কইরা চক্কুডারে দুই ঠোডে ইট্টু ধইরা রাখল তারবাদে কোৎ কইরা মাছের লাহান গিল্লা হালাইলো।

হায় হায় কও কী?

হ। আসলে অইছে কী, পলোর উপরে দইল্যাদার চক্কু দেইক্কা, চক্কুর লড়ন চড়ন দেইক্কা বকটায় মনে করছে পানির তলে কোনও চেলামাছ লড়তাছে। ঠোকরডা এর লেইগাঐ দিছিলো।

তারবাদে?

তারবাদে আর কী। দইল্যাদায় কানা অইয়া গেল। দিনে দিনে নাম অইলো কানা দইল্যা।

হাসু স্তব্ধ। চৌকিতে কাত হওয়া রহিমা নড়েচড়ে উঠল। মুখের পানে ঘচর মচর করে আবার কয়েকটা চাবান দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আহা রে, কত সুখের দিন

আছিলো হেইডি কত মানুষজন বাইত্তে, কত পোলাপান! দইল্যাদার চক্কু বগে খাইয়া হালাইছে দেইক্কা কী চিকরা চিকরি। কেরাই নাও ভাড়া কইরা দইল্যাদারে বাপ চাচারা ফুবারা লইয়া গেল ছিন্নগর বাজারের নন্দী ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারে দেইক্কা কইলো চক্কু তো আর হাতের চাড়ি না যে কেঐ টাইন্না উডাইয়া হালাইলে আবার হইব! যেই চক্কু গেছে হেইডা গেছেঐ। তয় পোলার তেমুন ক্ষতি অইবো না, হারাজীবন খালি কানা হইয়া থাকবো। ব্যথা বেদনা যাতে না অয় হেরলেইগা অষইদ দিতাছি।

তখন চৈত্রের বিকাল প্রসারিত হচ্ছিল। বাড়ির উঠান পালানে ছায়া হচ্ছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। তেঁতুলগাছে একটানা ডাকতে থাকা কাকটা কখন উড়ে গেছে। বাংলাঘরের ছেমায় তখনও সাচ্চারা খেলছে শিরিন আর নসু। ঘুম ভেঙে নূরিও এসে দাঁড়িয়েছে ভাইবোনের পাশে। হাতে টিনের চলটা ওঠা বাটিতে একমুঠ মুড়ি দিয়েছে মোতাহারের বিধবা বউ পারুল। শালিক পাখির মত খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছে নরি আর ড্যাব ড্যাবে চোখে তাকিয়ে ভাইবোনের খেলা দেখছে।

ঘরের আবজানো দরজার ফাঁক দিয়ে নূরির দিকে একবার তাকাল হাসু। বলল, অহন তাইলে আরেকখান কথা জিগাই?

বাইরের বিকাল ঘরের ভিতর তৈরি করেছে পাতলা ছায়া। হঠাৎ করেই যেন এই অবস্থাটা দেখতে পেল রহিমা। দেখে ধরফর করে উঠে বসল। চৌকি থেকে নামতে নামতে বলল, অহন আর কোনও কথা জিগাইচ না লো মা। কইতে পারুম না। বিয়াল অইয়া গেছে। বহুত কাম অহন। ল বাইর অই, কাম কাইজ সারি। কথা জিগাইতে অইলে রাইত্রে জিগাইচ। হুইয়া হুইয়া কমুনে।

ফুফুকে চৌকি থেকে নামতে দেখে হাসুও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতের কাঁকুই জায়গা মত রেখে ঘর থেকে বেরুতে যাবে, রহিমা বলল, তয় তর লগেও আমার কথা আছে। আমারে তুই সব কথা খোলসা কইরা একদিন কবি। কীর লেইগা তুই ঐ বাইত্তে থাকতে চাচ না, কোন ব্যাডারা তরে জ্বালায়, বেবাক আমারে কবি। তারবাদে আমি হুজুরের লগে কথা কইয়া দেহুম এই বাইত্তে তরে রাখন যায় কি না!

একটুক্ষণ থম ধরে থেকে কী ভাবল হাসু, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, আইচ্ছা, একদিন তোমারে আমি বেবাক কথা কমু।

AMARBOI.COM

আছরের নামাজ পড়ে মন্তাজের সীমানায় এলেন মান্নান মাওলানা। পরনের সাদা পাঞ্জাবী, পেটের কাছটা যথারীতি টাইট হয়ে আছে। নীল রংয়ের লুঙ্গি গোড়ালির উপর পর্যন্ত পড়েছে। লুঙ্গি তিনি এভাবেই পরেন যাতে গোড়ালি ছাড়িয়ে নিচে নামতে না

পারে। পাঞ্জাবির তলায় পেটের কাছটায় গিটঠু দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছেন লুঙ্গি। প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছে ভুঁড়ি, গিটঠু দিয়ে না বাঁধলে হাঁটাচলার সময় ভুঁড়ির কাঁপনে আলগা করে প্যাঁচ দিয়ে রাখা লুঙ্গির খুলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাথায় মাওলানা সাহেবের জরির কাজ করা গোল টুপি। পায়ে টায়ারের দোয়াল (বেল্ট) দেওয়া পুরানা খরম। হাঁটার সময় চটর পটর শব্দ হচ্ছিল। দুপুরের ভাত খেয়ে ঘন্টা দুয়েকের ঘুম দিয়েছেন। চোখ ফোলা ফোলা। নিজের সীমানা পেরিয়ে তিনি যখন মন্তাজের সীমানায় এলেন, মন্তাজদের বড়ঘরের কেবিনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফিরোজা তাঁকে দেখল। মন্তাজের মায়ের মাথার কাছে বসে তার চুলে বিলি দিচ্ছিল ফিরোজা। বুড়ির তদারকি সারাদিনই করে মেয়েটি। ভয়ার্ত ধরনের, চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে। এক পলক মান্নান মাওলানাকে দেখেই চোখ সরিয়ে নিজের কাজে মন দিল। পরনের শাড়ি গোছগাছ করে একটু যেন জড়সড় হল।

আড়চোখে ফিরোজার এই ভঙ্গিটা দেখলেন মান্নান মাওলানা। ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটল তাঁর। খরালিকাল এসে পড়েছে বলে মোটা ফ্লানেলের পাঞ্জাবি তিনি আর পরছেন না। তাঁর শরীরে শীত যেমন গরমও তেমন। কোনওটাই সহ্য করতে পারেন না। এজন্য খরালি আসতে না আসতেই গরম লাগতে শুরু করেছে তাঁর। পাতলা সুতি পাঞ্জাবি পরতে শুরু করেছেন। ফিরোজাকে কেবিনের জানালায় দেখার পর হঠাৎ করেই শরীরে অন্য রকমের একটুখানি গর্মিভাব দেখা দিল। বুকে ধাক্কা লাগল। মন্তাজদের বড়ঘরের কেবিনের জানালা বরাবর উঠানে দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সবুজ রংয়ের চিরুনি বের করে হাসি হাসি মুখ করে জানালার দিকে তাকিয়ে পরিপাটি করে দাড়ি আঁচড়াতে লাগলেন।

মান্নান মাওলানাকে দেখে সেই যে মুখ নিচু করে মন্তাজের মায়ের চুলে বিলি কাটার জোর বাড়িয়েছে ফিরোজা সেই জোর আর কমছেই না। খুবই মন দিয়ে কাজটা সে করছে। উঠানে দাঁড়িয়ে যে মান্নান মাওলানা দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে তা যেন তাকিয়ে দেখার সময় নাই ফিরোজার।

ফিরোজার এই ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হওয়ার কথা মান্নান মাওলানার, বিরক্ত তিনি হলেন না। শান্ত ভঙ্গিতে দাড়ি আঁচড়ানো শেষ করলেন, চিরুনি পকেটে রাখলেন তারপর খরমে চটর পটর শব্দ তুলে মন্তাজদের বড়ঘরে এসে ঢুকলেন। চাচীআম্মা, ও চাচীআম্মা! কেমুন আছেন?

মন্তাজের মা বহুবছর ধরে বিছানায় শোয়া। ওঠার ক্ষমতা নাই। চব্বিশঘন্টা তদারকিতে আছে ফিরোজা। চোখে এখনও একটু একটু দেখতে পায় মন্তাজের মা, কানে কম শোনে। কথাও বলতে পারে তবে পষ্ট না, জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। ফিরোজা ছাড়া তার কথা পরিষ্কার কেউ বুঝতে পারে না।

মান্নান মাওলানার গলা শুনে বুড়ি তার জড়ানো গলায় বলল, ঐ ফিরি, কে আইলো? কেডা কথা কয়?

ফিরোজা গলা নিচু করে বলল, আতাহার দাদার বাপে।

AMARBOI.COM

ফিরোজার এই ধরনের নিচু গলা শুনতে পেল বুড়ি তবে বুঝতে পারল না। বলল, কেডা?

মান্নান মাওলানা খেয়াল করলেন বুড়ি বেশ জোরে জোরে, অনেকটা চিৎকার করে কথা বলে। বোধহয় কানে কম শোনে বলে তার মনে হয় সে আস্তে বললে তার কথা কেউ শুনতে পাবে না। মানুষ সব সময় নিজের অবস্থা দিয়ে অন্যকে ভাবে, অন্যকে বোঝার চেষ্টা করে।

ঘরে ঢুকে মান্নান মাওলানা তখন মাটির মেঝেতে কেবিনের দরজা বরাবর দাঁড়িয়েছেন। শুনলেন মন্তাজের মা বুড়িকে বেশ শব্দ করেই ফিরোজা বলছে, আতাহার দাদার বাপে আইছে। মাওলানা হুজুরে।

মান্নান মাওলানার কথা শুনে বুড়ির আগ্রহ হল। তড়বড়ে গলায় বলল, কো? আইতে ক, আমার কাছে আইতে ক।

কেবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে ফিরোজা বলল, আহেন। বুজি আইতে কয়।

খড়ম জোড়া কেবিনে ওঠার সিঁড়ির সামনে রেখে শক্ত পায়ে সিঁড়ি ভাঙলেন মান্নান মাওলানা, কেবিনে বুড়ির যে পাশে ফিরোজা বসে আছে তার উল্টা পাশে বসলেন। তিনি কেবিনে ঢোকার লগে লগে, হাঁটা চলার তালে তালে মটমট করেছিল কেবিনের পাটাতন, এখন বসার ফলেও তেমন শব্দ হল। এই শব্দে ফিরোজা একটু ভয় পেল। যেই ওজনদার শইল হুজুরের, কেফিনের পাডাতন ভাইঙ্গা যাইবো না তো!

তার এই ভাবনা এলোমেলো করে দিল বুড়ি। একটা হাত তুলে কোনও রকমে মান্নান মাওলানার একটা হাত ধরল সে, তারপর হড়বড় হড়বড় করে কী যেন বলল তার কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলেন না মান্নান মাওলানা। ফিরোজার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী কয় রে? কিছুই তো বুজি না।

মান্নান মাওলানার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল ফিরোজা। বুকে আঁচল টেনে জড়সড় হল। মা কয় হেইডা হোননের কাম নাই।

ক্যা? হোনলে কী অইবো?

আপনে হোনতে চাইলে আমি কইতে পারি।

ক।

বুজি কইলো গাছির মাইয়ার কথা।

নূরজাহানের কথা বলেছে মন্তাজের বুড়ি মা শুনেই শক্ত হয়ে গেলেন মান্নান মাওলানা। কাঁচাপাকা ঘন চাপদাড়ির আড়ালে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তাঁর, চোখ ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। তবে এসবই কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরই নিজেকে সামলালেন তিনি। গম্ভীর গলায় বললেন, গাছির মাইয়ার কথা কী কইলো?

ঐ যে আপনেরে ছ্যাপ ছিডাইছে হেই কথা।

এই কথা হেয় হোনলো কই? তুই কইছচ?

না।

তয়?

ফিরোজা কথা বলল না, চুপ করে রইল।

WWW.AMARBOI.COM

বুড়ি তখন আবার হড়বড় হড়বড় করে কী কী বলছে। মুখ ঘুরিয়ে কোনও রকমে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়েছে, মান্নান মাওলানা আর ফিরেও তাকাচ্ছেন না বুড়ির দিকে। ফিরোজার দিকে তাকিয়ে বললেন, কথা কচ না ক্যা? ক কে কইছে?

ফিরোজা মাথা নিচু করে বলল, আতাহার দাদায়।

আতাহার নাম শুনে যেন সাপের ফণায় মন্ত্র পড়া ধুলা পড়ল এমন ভঙ্গিতে গুটিয়ে গেলেন মান্নান মাওলানা। বললেন, আতাহার, আমার পোলা আতাহার?

হ।

ও আহেনি এই ঘরে?

ফিরোজা আগের মতোই জড়সড় ভঙ্গিতে বলল, আহে। পেরায় পেরায়ঐ আহে।

কীর লেইগা?

আইয়া বুজির লগে প্যাচাইল পোচাইল পারে।

একলাঐ আহে নাকি ইয়ার দোস্তগো লইয়া?

একলাঐ। দুই তিনদিন খালি নিখিলদাদারে লইয়াইছিল।

চোখ তীক্ষ্ণ করে ফিরোজার দিকে তাকালেন মান্নান মাওলানা। তর লগে কথাবার্তা কয় না?

ফিরোজা ভয়ার্ত গলায় বলল, কয়।

কী কয়?

এসময় বুড়ি আবার তার নিজের মতো করে কী কী বলল, মান্নান মাওলানা বুঝতে পারলেন না, ফিরোজা বুঝল কিন্তু কিছু বলল না। তার বুক এখন ঢিব ঢিব করছে। আতাহার দাদায় যে এই ঘরে আসে একথা বলে নিশ্চয় সে বড় রকমের ভেজাল লাগিয়ে দিয়েছে। মাওলানা হুজুর এই নিয়ে নিশ্চয় আতাহার দাদার লগে কথাবার্তা বলবেন। সব শুনে আতাহার দাদা যাবে ফিরোজার উপর বিগড়ে।

ইস কেন যে কথাগুলি বলে ফেলল ফিরোজা। বুজি বলছিলেন বলছিলেন তার বলার দরকার কী! বুজির কথা তো হুজুর আর বুঝতে পারেননি, ফিরোজা চালাকি করে অন্যকথা বলে দিলেও পারত!

মান্নান মাওলানা বললেন, কইলি না আতাহার কী কয়?

ফিরোজা এবার কথা ঘুরাতে লাগল। যা বলবার আগে বলে ফেলেছে সেই কথা তো এখন আর ফিরত নেওয়া যাবে না, চালাকি যা করবার এখন করতে হবে। প্যাঁচিয়ে পুঁচিয়ে কথা বলে আগের কথা অন্যদিকে ঘুরাতে হবে।

ফিরোজা বলল, বুজির লগে আতাহার দাদার খুব খাতির। হের কথাবার্তাও ভালঐ বোজে আতাহার দাদায়। হের লগেঐ প্যাচাইল পোচাইল পারে। আমি খালি এককাপ চা বানাইয়া খাওয়াই।

একটুখানি উৎসাহিত গলায় ফিরোজা বলল, আপনেরে এক কাপ চা বানাই দিমু? খাইবেন?

মান্নান মাওলানা অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। বললেন, না।

তারপর মনমরা ভাব কাটাবার চেষ্টা করলেন। ফিরোজার দিকে আর ফিরেও

AMARBOI.COM

তাকালেন না, মন্তাজের মায়ের দিকে ঝুঁকে বললেন, আপনে তো গাছির মাইয়ার কথা জিগাইলেন চাচীআম্মা। গেরামের বেবাকতেঐ মনে রাখছে ছেমড়ির কথা। যেই কামডা ও করছে হেই কামের কথা মাইনষের ভোলনের কথা না। তয় আমি কইলাম চাচীআম্মা ভুইল্লা গেছি। নাদান পোলাপান, না বুইজ্জা একখান কাম কইরা হালাইছে, হেইডা মনে রাখন মাইনষের কাম না। আমি আল্লার খাসবান্দা, আমি অরে মাপ কইরা দিছি।

বুড়ি তার মত করে আবার কী কী বলল, মান্নান মাওলানা বুঝতে পারলেন না, বুঝতে চাইলেনও না। দুইহাতে কেবিনের পাটাতনে ভর দিয়ে মোটা শরীর নিয়ে বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়ালেন। যাইগা অহন। গইন্নাগো ঘরে ইট্টু যামু। এইমিহি আইছিলাম দেইক্কা আপনের লগে দেহা কইরা গেলাম।

কেবিন থেকে নামলেন মান্নান মাওলানা। ফিরোজাও এল তাঁর পিছন পিছন। মান্নান মাওলানার ব্যাপারে এখন যেন সাহস অনেক বেড়ে গেছে তার, এখন যেন তাঁকে আর ভয় পায় না ফিরোজা। এই বাড়িতে আসার পর থেকে যেভাবে তার দিকে চোখ ফেলেছিলেন মান্নান মাওলানা, কোনও না কোনও অছিলায় গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতেন, আভাসে ইঙ্গিতে ইতর সম্পর্ক তৈরি করতে চাইতেন, আতাহার এই ঘরে আসে শুনে, ফিরোজা তাকে চা তৈরি করে খাওয়ায় শুনে সেই ভাব উধাও হয়ে গেছে তাঁর। আজ ওই ধরনের কোনও ইঙ্গিত তিনি আর দেননি, ফিরোজার গায়েও হাত দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। এই সব কারণেই বোধহয় তাঁর ব্যাপারে আড়ষ্টতা, ডর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকা একেবারেই কেটে গেছে ফিরোজার। মান্নান মাওলানার ব্যাপারে বুকে চাপ ধরে থাকা ভাবটা উধাও হয়েছে। বুকটা এখন পরিষ্কার। স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতে পারছে ফিরোজা।

আর একটা কথা ভেবেও ফিরোজা খুব খুশি। আতাহার দাদার কথা শুনেই যেহেতু নিভে গেছেন মান্নান মাওলানা, ফিরোজার ব্যাপারে আর কোনওদিনও তাহলে জ্বলে উঠবেন না। ছেলে যেখানে যাতায়াত করে সেখানকার ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। ঘামাতে গেলে অস্ত্র তো হাতে একটা পেয়েছেই ফিরোজা, আতাহার দাদার নাম, চট করে বলে দিবে।

এসব ভেবে খুশিতে ফেটে পড়ছিল ফিরোজা।

মান্নান মাওলানা তখন কেবিন থেকে নেমে গম্ভীর মুখে খড়ম পায়ে দিচ্ছেন। ফিরোজা দাঁড়িয়ে আছে কেবিনের দরজায়। খড়ম পরা শেষ করে বললেন, চাচীআম্মার সামনে তো সত্য কথাডা কইতে পারি নাই, তরে কইয়া যাই। গাছির মাইয়ারে কইলাম মাপ আমি করি নাই। কব্বরে যাওনের আগ তরি অর কথা আমি মনে রাখুম। যেই ছ্যাপ ও আমার মোকে ছিডাইছে হেই ছ্যাপ দিয়া অরে আমি...

কথা শেষ করলেন না মান্নান মাওলানা, খড়মে চটর পটর শব্দ তুলে উঠানে নেমে গেলেন।

কেবিনের দরজায় তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফিরোজা। ঘরের ভিতর জমতে শুরু করেছে বিকাল শেষের অন্ধকার। বাইরের উঠান থেকে রোদ চলে গেছে দক্ষিণের পুকুর পারে। খানিকপর এই রোদও উধাও হবে।

AMARBOI.COM

মোতাহার ছিল ঘর গেরস্তি করা লোক।

একটু নরম সরম, দুর্বল ধরনের, পেটরোগা। ভাল ভালাই খেয়ে হজম করতে পারত না। বিয়াশাদির বাড়িতে মেজবানি খেতে গিয়ে স্বাদ করে মোটা চাউলের ভাত আর তেলচর্বিতে গলে গলে যাওয়া গরুর গোসত, লগে আলাম (আস্ত) দুইয়েকখান গোলালু, মাঝারি ধরনের ঘন মুগের ডাল তারপর মেজবানি উপলক্ষে দুইদিন ধরে বাড়িতে পেতে রাখা দই নয়তো খাঁটি দুধের ঘন ফিরনি ভরপেট খেলেই পেট ফুলে ঢোল হয়ে যেত তার। ঘন ঘন চুকা ঢেউক (চোঁয়া ঢেকুর) উঠতো, ধরে রাখার চেষ্টা করেও পারত না বলে বাড়ির ময়মুরব্বির সামনে, পোলাপানের সামনে যখন তখন ফুটফাট শব্দে বায়ু ত্যাগ করত। রাতভর বুক গলা জ্বলতো, ঘুমাতে পারত না, বিছানায় শুয়ে উসপিস উসপিস করত। কাজির পাগলা বাজারের করিম ডাক্তারকে নিয়মিত দেখাতো মোতাহার। ডাক্তার বলেছিলেন রোগটার নাম গ্যাস্ট্রিক। বাছবিচার করে খেতে হবে, নিয়ম করে চলতে হবে। শিশিতে ভরা ঘন দুধের মতন অষুদ দিতেন। খাওয়ার আগে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁকিয়ে চা চামচের দুইচামচ অষুদ আর দুইচামচ পানি মিশিয়ে খেতে হতো। লগে সাদা ছোট্ট একখানা ট্যাবলেট। এসব খেয়ে ভালই থাকত মোতাহার। কিন্তু নিয়ম করে অষুদটা সে খেত না। দুই চারবেলা অষুদ খেয়ে যখনই দেখত পেটের আরাম হচ্ছে তখনই বন্ধ করে দিত। ছয় সাত বছরের পুরানা বউ পারুল অষুদ খাওয়ার কথা বললেই উদাস হয়ে যেত। কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে বলতো, পেডে অহন কোনও গোলমাল নাই। খামাখা অসইদ খামু ক্যা?

তবে ভাল ভালাই খাওয়ার ব্যাপারে বেজায় লোভ ছিল মোতাহারের। বিয়ার পর পরই মান্নান মাওলানা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছিলেন। পুবউত্তর কোণার চৌচালা একখান ঘর, ঘরের পচ্চিমে একটুখানি উঠান, মাথার ওপর জংয়ে খেয়ে ফেলা তিনখান ঢেউটিন ফেলা, তিনদিকে হরমাইলের বেড়া, সামনের দিকটা খোলা এমন রান্নাচালা। রান্নাচালার পুবপাশে ছোট্ট আথাল, দুইতিনখানে বেশি গরু বাছুর আঁটবে না, এমন। আথালের মাথার উপর আমগাছ। সেই গাছের তলা দিয়ে চিকন রাস্তা উত্তর দিককার নামায় নেমে গেছে। ভিন্ন করে দেওয়ার পর একটা দুধের গাই, একটা দামড়ি আর দুইটা কাহিল আবাল বড়ছেলেকে দিয়েছিলেন মান্নান মাওলানা। আথালের লগের রাস্তা দিয়া ভাঙনের দিকে নামলেই ব্যাকাচোরা দুইখান হিজলগাছ, লম্বা খালের মতন সরু একখান ডোবা, ডোবায় তক্তা ফেলে বউ পোলাপানের জন্য ঘাটলা করেছিল মোতাহার। খারালিকালে

AMARBOI.COM

ডোবার পানি তলায় গিয়ে ঠেকলে এদিককার ঘাটলা আর ব্যবহার করতে পারত না তারা। তখন যেতে হতো বাড়ির সামনের দিককার পুকুরে। ওই পুকুরের খাই বেশি।

ডোবার ওপারে আড়াইকানি ধানের জমিন মান্নান মাওলানার। বাঁজা ধরনের জমি। বিলের জমিগুলি মত পোম (উর্বরা শক্তি) নাই এই জমির। বছর ভর খেটে ধান যা পাওয়া যায়, পরতা পড়ে না গিরস্তের। চাষের জন্য এই জমিটুকুই মোতাহারকে দিয়েছিলেন মান্নান মাওলানা। চাষবাসের দিনে আবালের কাঁধে লাঙল জোয়াল দিয়া সকাল থেকে দুপুর তরি মাথলা মাথায় জমি চষতো মোতাহার, তারপর বাড়িতে এসে গোসল খাওয়া সেরে আবার যেত ক্ষেতে। একলা মানুষ বলে যে কাজ দশদিনে হওয়ার কথা, মোতাহারের লেগে যেত পনের কুড়িদিন। তার উপর দুর্বল পেটরোগা লোক, আজ এটা কাল ওটা লেগে আছে। তবু ঘর গেরস্তিটা সে মন দিয়ে করত। ক্ষেত চষা শেষ করে ইটামুগুর দিয়া খুটখুট করে চাকা ভাঙত, মই দিতো। মাথায় টুপি দিয়ে আগল ভর্তি বীজধান নিয়ে খুবই মনোযোগ দিয়ে পাইট (পাট) করা জমিতে ছড়িয়ে দিতো। বছরের প্রথম বৃষ্টি পেয়েই অঙ্কুরিত হতো বীজ।

পারুলের মনে আছে, মাথায় টুপি দিয়ে বীজ ছড়ানোর ব্যাপারে মোতাহার তাকে একবার বলেছিল, জমিনে ফসল ফলানো অইলো এবাদত বন্দেগির লাহান কাম, পাক পবিত্র কাম। এই কাম নাইয়া ধুইয়া, অজু কইরা, মাথায় টুপি দিয়া করতে অয়। নাইলে মাডি বেজার অয়, ফসল দেয় না।

এসব বিয়ার ছয়সাত মাস পরের ঘটনা। স্বামী লোকটাকে ততোদিনে অনেকখানি বুঝে ফেলছে পারুল। নির্বিরোধ স্বভাবের, অতিশান্ত, কারও সাতেপাঁচে না থাকা লোক। দুর্বল, পেটরোগা। রাতেরবেলা স্বামী স্ত্রীর ভাব ভালবাসায় পারুল যখন মাত্র উত্তপ্ত হয় তখনই ফুরিয়ে যায় মোতাহার, মরার মতন ঘুমায়া পড়ে। আর পারুলের রাত কাটে ছটফট করে, শরীরের যন্ত্রণায়। কারণ পারুল স্বাস্থ্যবতী, একহারা সুন্দর গড়নের। শরীরে টগবগ করে ফুটছে যৌবন। এই ধরনের মানুষ সহজে বুড়া হয় না, শরীর ছেড়ে যৌবন তাদের সহজে যায় না।

পারুরও যায়নি। বেশ কয়েক বছর স্বামীর ঘর করেছে সে, তারপর স্বামী মরেছে আজ চার বছর। তিন ছেলেমেয়ে নিয়া বিধবা জীবন। তবু যেন সেই প্রথম যৌবনের মতনই রয়ে গেছে পারু। সংসারের দুর্বিপাক একটুও কাবু করতে পারেনি তাকে। একটুও ম্লান করতে পারেনি তার সৌন্দর্য। এখনও যখন দিনের কাজ শেষ করে বিকালের মুখে মুখে মাথায় একটু নারকেল তেল দেয়, মাথা সুন্দর করে আঁচড়ায়া মাথাভর্তি ঘন কালো পিঠ ছাপানো চুল গ্রীবার কাছে আলগা খোপা করে রাখে, চোখে দেয় একটুখানি কাজল, এই সামান্য প্রসাধনেই তাকে সদ্য যৌবন পাওয়া বালিকার মতন মনে হয়। শ্যামল বরণ মুখ শিশুর ত্বকের মত লাবণ্যময়। পুঁটিমাছ আকৃতির চোখ দুটিতে সরল সুন্দর দৃষ্টি। পেটে জমেনি এক ফোটাও মেদ, পারুর বুক এখনও অবিবাহিতা যুবতীর মত, শক্ত ধরনের, হাঁটাচলায় তেমন দোল খায় না। পিছন দিক কখনও তেমন ভারী নায়, ছিপছিপা শরীরের লগে মানানসই। এখনও হঠাৎ হঠাৎ কেউ কেউ তাকে দেখে অবিবাহিতা মনে করে। এই তো গেল বছরও কি যেন কী কাজের ব্যাপারে কথা বলতে এসে কে একজন তার ছেলের জন্য পারুর বিয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।

AMARBOI.COM

লোকটা ভেবেছে পারু মান্নান মাওলানার মেয়ে। আচমকাই ভিতর বাড়ির দিকে পারুকে এক পলক দেখেছিল। অবিবাহিতা ভেবে বিয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এই নিয়ে বাড়িতে কী হাসাহাসি! পারুকে কথাটা বলেছিল রহিমা। অবশ্য আতাহারও বলেছিল। বলেছিল খুবই গম্ভীর গলায়। তার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিল পারু।

কথায় কথায় প্রাণ খুলে খিলখিল করে হাসার স্বভাব আছে তার। যে কোনও বিষয়ে ঠাট্টা মশকরা করার, মজা করার স্বভাব আছে। আতাহারের মুখে বিয়ার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল, আব্বায় কইলেঐ পারতো, হ আমি তার ছোড মাইয়া। অহনও বিয়া অয় নাই। বিয়া দিয়া দিলেঐ পারতো আমারে!

শুনে আতাহার বলেছিল, মনে হয় বিয়া বহনের খুব শক।

দুইহাতে আতাহারের গলা জড়িয়ে ধরে পারু বলেছিল, হ, খুব শক। খুব।

একবার বিয়া বইয়া সাদ মিটে নাই?

না গো, না। যেই বিয়া আমার অইছিলো হেইডা কোনও বিয়ার জাতঐ না। তোমার ভাইয়েও জামাইয়ের কোনও জাত আছিলো না।

ভাইয়ে যুদি জামাইয়ের জাত না অয় তাইলে তিনডা পোলাপান তোমার অইলো কেমতে?

একথা শুনে অপলক চোখে আতাহারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল পারু। তুমি জানো না ছোডমিয়া, পোলাপান তিনডা কেমতে অইছে!

সেই রাতটাও ছিল আজকের মতোই রাত দুপুর, আজকের মতোই ঘুটঘুইটা আন্ধাইরা রাত। ছেলেমেয়েদেরকে আজকের মতোই কেবিনে ঘুম পাড়িয়েছে পারু। গভীর ঘুমে যখন ছেলেমেয়ে তিনটা পুকুরতলার থিকথিকা কাদা তখন কেবিন থেকে পা টিপে টিপে বের হয়ে আসছে পারু। কেবিনের দরজার বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছে। হারিকেন নিবু নিবু করে পাটাতনের এক কোণে রেখে নিজে চুপচাপ বসে থেকেছে কেবিনের বাইরে, পুবদিককার জানালার লগে রাখা শক্ত ধরনের পালঙ্কে। সুগন্ধি দিয়ে সাজিয়েছিল দুইখান পান, নিজে একটা মুখে দিয়া আর একটা রেখে দিয়েছিল তার গভীর রাতে চুপি চুপি আসা শরীর ও মন মানুষটির জন্য। মুখে সারাদিন ধরে জমে থাকে তার সিগ্রেটের বদগন্ধ, কোনও কোনওরাতে মদ খেয়ে আসে। মদের গন্ধটা তেমন খারাপ লাগে না, লাগে সিগ্রেটেরটা। যে রাতেই পারুর কাছে আসে সে পারু তার জন্য পান সাজিয়ে বসে থাকে। নিজের মুখের সুগন্ধি পান, দয়িতের মুখের সুগন্ধি পানের সুবাসে শরীরের মিলন অন্যরকম এক আনন্দময়তা বয়ে আনে।

কিন্তু আজ এত দেরি করছে কেন সে? কোথায় বসে চাটামি (আড্ডা অর্থে) করছে ইয়ার দোস্তদের লগে! নিশ্চয় আলী আমজাদের ছাপড়া ঘরে! নিখিলদের বাড়িতেও যেতে পারে। কিছুদিন ধরে ঘন ঘন যাচ্ছে নিখিলদের বাড়িতে। ফুলমতির দিকে নজর পড়েনি তো! এই বাড়িতেও তো মন্তাজদের ঘরে প্রায়ই যাচ্ছে আজকাল। মন্তাজের বুড়িমার দেখাশোনা করে যে ডাঙ্গর ছেমড়ি ফিরোজা, বাপে পোয়ে দুজনেই কি নজর দিয়েছে ছেমড়ির দিকে! মাজায় কত জোর তার, এতদিন ধরে পারুরই লগে থেকেও কি তার শরীরের ঝাজ (তাপ) মিটছে না! পারু কি তাকে খুশি রাখতে পারছে না! কই এমন কথা তো সে কখনও বলে না! মিলিত হওয়ার সময় সেই শুরু থেকেই তো প্রতিবার

কোনও না কোনওভাবে বলে, তুমি খুব ভাল! তোমার লগে থাইক্কা বহুত আরাম পাই। দুই চাইরদিন পর পরঐ তোমার লগে না থাকলে শইল ফাইট্টা যাইতে চায়। দেহ না তোমার হায়েজের (মাসিক) সময়ডাও মানতে চাই না আমি।

আজ রাতে পালঙ্কের বসে নিবু নিবু হারিকেনের দিকে তাকিয়ে এসব ভাবছে পারু। যদি সত্যি সত্যি এমন হয় তাহলে অন্য মেয়েছেলের কাছে কেন যাবে সে! পারুই বা তা সহ্য করবে কেন!

আজ কি এসব নিয়ে তার কথা বলবে পারু!

এখনও সে আসছে না কেন? মুখের পান যে ফুরিয়ে যেতে বসল পারুর! তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বুঝি মুখের সুগন্ধও মিলিয়ে যাবে।

আথালের পিছনকার আমগাছে বুঝি আজ আশ্রয় নিয়েছে কোনও কাক। এক দুইবার ডানা ঝাপটাল সেই পাখি। সন্ধ্যার আগ থেকেই কামারবাড়ির ওদিকে ডাকছে একটা কোকিল। রাত দুপুরে কোকিলের এরকম ডাকে বুকের ভিতর কেমন করে মন মানুষের জন্য অপেক্ষা করা মানুষের। পারুরও করছিল। এই ভাব আচমকাই উধাও হল গণি মিয়ার সীমানায় তাদের কালোপানা নেড়িকুত্তাটা যখন ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তাহলে কি ওদিককার সীমানা দিয়ে বাড়িতে এসে উঠেছে সে! রাত দুপুরে নিজেদের সীমানায় মানুষ দেখে ঘেউ দিচ্ছে প্রভুভক্ত কুকুর! তারপরে সেই মানুষের গায়ে চেনাগন্ধ দেখে নিরস্ত হয়েছে!

তারপরও অপেক্ষার পালা শেষ হয় না পারুর। সময় বয়ে যায়, তার মানুষটা আসে না।

আতাহারের জন্য এই অপেক্ষা পর্বটা তৈরি হয়েছিল বিয়ার কিছুদিন পর থেকেই। বয়সে তারা দুইজন কাছাকাছি। পারু হয়তো বছরখানেকের বড় হতে পারে। আত্মীয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হয়েছিল, মান্নান মাওলানার সৎমায়ের দিককার মামাতো ভাইয়ের মেজোমেয়ে পারু, ছোটবেলা থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে আসা যাওয়া ছিল। পারুর বাপের বাড়ি বহুদূরের দীঘিরপারের ওদিককার গ্রাম বেসনাল আর আতাহারদের বাড়ি মেদিনীমণ্ডল, তবু দুইচার বছরে বিয়াশাদির অনুষ্ঠানে আসা যাওয়াটা ছিল। লতায় পাতায় হলেও ভাইবোনের সম্পর্কটা তাদের ছিল। এই কারণেই বাড়ির বউ হয়ে আসার পরও বউ আসলে হতে পারেনি পারু, আত্মীয়ের মেয়ে হয়েই ছিল। এই বাড়িতে এসেই সমবয়সি আতাহারের লগে খুনসুটির সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। বাড়ির কেউ কিছু মনে করত না। মোতাহারও না। কারণ এরকম খুনসুটির সম্পর্ক যে অন্যদিকে গড়াতে পারে এমন ভাবনা ভাবার মতন মন তার ছিলই না। সে ছিল তার রোগা পেট নিয়া ব্যস্ত। পেট একটু ভুটভাট করলেও বউকে কিছু না বলে মা ন্যাওটা শিশুর মত তহুরা বেগমের কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করত। ও মা, কাইল রাইত থিকা আমার পেটটা জানি কেমুন ফাইপপা (ফেপে) রইছে। পায়খানাডাও ঠিক মতন অয় নাই। গলাডা জ্বলতাছে, ঢুমা ঢেউক (এক প্রকারের ঢেকুর) উটতাছে।

পেটরোগা ছেলেটির জন্য অন্যরকমের একখান টান বড় হয়ে যাওয়ায় পরও, বিয়াশাদি করে আলাদা সংসারের মালিক হয়ে যাওয়ার পরও মোতাহারের জন্য তহুরা বেগমের রয়ে গিয়েছিল। ছেলে যখনই গিয়া মায়ের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করত, মা তাকে

AMARBOI.COM

নিয়া ব্যতিব্যস্ত হতেন। রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকলেও সেসব ফেলে উঠে আসতেন। অমুকটা কর বাজান, তমুকটা কর বলে ছেলেকে স্বান্ত্বনা দিতেন। পেটে পিঠে, গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতেন। যেন মোতাহার সংসারী ছেলে নায়, যেন এখনও সে ছোট্ট শিশুটি। মা হাত বুলিয়ে দিলেই যেন পেটের যন্ত্রণা মিটে যাবে, আরাম পাবে সে। কখনও কখনও পেটের যন্ত্রণায় শিশুর মত মায়ের পাশে গিয়ে শুয়েও থাকত সে। মা তার পেটে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন।

সংসারের বড়ছেলে মোতাহার, তার আগে দুইটা মেয়ে, হাজেরা আর মদিনা, মোতাহারের পর আয়শা তারপর আতাহার, আতাহারের পর আরেক মেয়ে ফাতেমা, সবার ছোট আজাহার। চার মেয়েরই বিয়াশাদি হয়ে গেছে অনেক আগে। গ্রামে থাকে শুধু মাজারোমেয়ে মদিনা। সাতঘরিয়ায় শ্বশুরবাড়ি। হাজেরা থাকে নারায়গঞ্জে, আয়শা আর ফাতেমা ঢাকায়। আয়শা গোপীবাগে আর ফাতেমার বাসা গেণ্ডারিয়ায়। আজাহার অনেক বছর ধরে জাপানে। তার টাকায়ই চলছে মান্নান মাওলানার সংসার। অবশ্য জায়গা জমিন আছে ম্যালা। বিলের জমিতে যে পরিমাণ ধান হয়, আর আটদশটা গরুর দুধ বেচে যে নগদ টাকা সব মিলিয়ে মান্নান মাওলানা বেশ অবস্থাপন্ন। চিন্তার মধ্যে চিন্তা তাঁর এখন একটাই, মাজারো পোলা আতাহার। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়াশাদি করছে না ছেলে, সংসারী হচ্ছে না। বাদাইরা (বাউণ্ডুলে, বেশ্যাসেবী অর্থে) হয়ে গেছে।

আতাহারের বিয়াশাদি না করার কারণটা অবশ্য বাড়ির সবাই জানে, আত্মীয় স্বজনরাও জানে কিছু কিছু, গ্রামের লোকেও জানে। ভাইর বউর লগে ভাব। ভাইর বউ পারুই নাকি বিয়া করতে দেয় না আতাহারকে।

ওদিকে আজাহার ফিরে আসি আসি করছে জাপান থেকে। জাপান সরকারও নাকি বাংলাদেশিদের আর থাকতে দিবে না তাদের দেশে। অবশ্য টাকা পয়সা যা জমেছে আজাহারের দেশে ফিরে ঢাকার গাউছিয়া মার্কেটে দোকান দিতে পারবে সে। ওই মার্কেটে দোকান নিয়ে বসতে পারলে সারাজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত।

বিয়ার বয়স আজাহারেরও হয়ে গেছে অনেক আগে। মাঝে মাঝেই চিঠিতে সে আতাহারের বিয়ার কথা লেখে। সব জেনেশুনেও লিখছে কেন সে বিয়া করছে না। বুঝাতে চাইছে, আতাহার বিয়া না করলে দেশে এসে বড়ভাইকে রেখে ছোটভাই বিয়া করে কী করে? আর এই সমস্যা না মিটলে তাদের সংসারের দুর্নামও তো ঘুচছে না! যতদিন আতাহার বিয়া না করবে ততোদিনই লোকে বিশ্বাস করবে ঠিকই বড়ভাইর বউর লগে তার সম্পর্ক। একবার তো সরাসরি তহুরা বেগমকে আজাহার লিখেছিল ভাবীর লগে আতাহারের বিয়াশাদির ব্যাপারে কথা বলতে। তহুরা বেগম বলেও ছিলেন। শুনে পারু সরল গলায় বলেছিল, আমি তারে বিয়া করতে না করছিনি? হেয় করে না ক্যা?

শাশুড়িকে অবশ্য সত্য কথাটা বলেনি পারু। সেই আসলে আটকে রেখেছে আতাহারের বিয়া। আতাহারকে বলেছে, যতদিন আমি তোমারে খুশি রাকতে পারুম হেতদিন তুমি বিয়া করবা ক্যা? আমি ফুরাইয়া গেলে করবা। যহন আমার শইল ঠাণ্ডা অইয়া যাইবো, তহন আমি তোমারে কিছু কমু না।

শুনে আতাহার হেসেছে। মোকে কইবা না, তয় অন্তরে তো জ্বলবা।

না জ্বলুম না।

www.amarboi.com

যহন আমি তোমার চোক্কের সামনে বউ লইয়া ঘরে দুয়ার দিমু তহন তোমার কেমুন লাগবো? তহন তুমি জ্বলবা না?

হ জ্বলুম। তয় তহন একখান স্বান্ত্বনাও আমার থাকবো যে আমি ফুরাইয়া গেছি। আমার তো তোমারে দেওনের লাহান আর কিছু নাই। পুরুষপোলাগো আগে মাইয়া মানুষরা ফুরাইয়া যায়। আমি ফুরামু, তুমি ফুরাইবা না। তোমার শইল চাইবোঐ আরেকজনের শইল।

আতাহারের লগে কবে শুরু হয়েছিল শরীরের খেলা! কতকাল আগে!

দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে পারুর। সেটা ছিল বসন্তকালের এক মনোরম বিকাল। বসন্তকালের বিকালে ফুরফুর করে বয় চমৎকার এক হাওয়া। গাছের পাতায় আর আকাশে কী যেন এক পরিবর্তন! সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া যেন এসে লেগেছিল পারুর শরীরে আর মনে। বিকালবেলা সেদিন আকাশ রংয়ের শাড়ি পরেছিল সে। বিয়ার মাস সাতেক পরের ঘটনা।

সেই ঘটনার কথা মাত্র মনে পড়েছে পারুর ঠিক তখনই পাটাতন ঘরের উত্তর দিককার দরজার ফাঁক ফোকর দিয়ে একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল টর্চের আলো। দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল পারু, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ যেন আলোড়িত হল। ওই তার মানুষটি আসছে। রাত দুপুরে পারুর লগে মিলিত হতে এসে কখনও সে দরজায় শব্দ করে না, কখনও ফিসফিস করেও নাম ধরে ডাকে না পারুকে। রাত বিরাত চলাফেরা করার স্বভাব বলে টর্চ তার হাতে থাকেই। টর্চের আলো দরজার পায়ের কাছে একবার মাত্র ফেলে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে আলোটা একবার মাত্র ঝিলিক দিয়ে যায় অন্ধকারে। তাতেই পারু বুঝে যায়, মানুষটা তার আসছে। আজ বহুবছর ধরে চলছে এই কায়দা।

তবে প্রতিরাতেই তো আর পারুর কাছে আসছে না সে। সপ্তাহ দশদিনে একবার। মোতাহার মারা যাওয়ার পর অতিকষ্টে চল্লিশটা দিন কাটিয়েছিল তারা। একজনের ভাই আর আরেকজনের স্বামী মারা গেছে, শরীরের কষ্ট যতই হোক চল্লিশটা দিন অন্তত অপেক্ষা করতে হয়। তারা তা করেছিল। তারপর কয়েকদিন বেশ ঘন ঘন দেখা হল। দুই একদিন পর পরই। তারপর কমে এল। এখন সপ্তাহ দশদিনে একবার আসে আতাহার। যেদিন আসবে সেদিন অদ্ভুত এক কায়দায় সে কথা জানিয়ে দেয় পারুকে। দিনের কোনও না কোনও এক সময় দূর থেকে হোক বা পারুর ঘরের কাছে এসে হোক, সরাসরি পারুর চোখের দিকে তাকাবে। শব্দ না করে ঠোঁট নেড়ে বলবে, আইজ রাইতে আমু।

আতাহারের এই ঠোঁট নাড়া দেখলেও রোমাঞ্চে আলোড়িত হয় পারুর রোমকূপ। ঠোঁট টিপে সামান্য হেসে সেও ঠিক একই কায়দায় বলবে, আইচ্ছা।

মাসিকের সময় কোনও কোনওদিন না করে সে। আবার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী ওই অবস্থায়ও কখনও কখনও রাজি হয়ে যায়। এ এক আশ্চর্য শরীরী তৃষ্ণা দুইজন মানুষের।

এই তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতেই দরজা খুলল পারু। যেমন নিঃশব্দে দরজা খুলল ঠিক সেই ভঙ্গিতেই ঘরে ঢুকল আতাহার। পায়ের চাপে পাটাতনের তক্তায় মৃদু কাঁপন

AMARBOI.COM

লাগল। উত্তর দিককার জোড়া হিজলগাছের পাশের পায়েচলা পথে চক থেকে আজ উঠে আসছে সে। ওদিক দিয়ে আসছে বলেই ঘরের পিছন দিককার দরজায় আলো ফেলেছে। অন্যকোনও সীমানা দিয়ে উঠলে সামনের দরজায় আলো ফেলতো।

ঘরে ঢুকেই ক্লান্তির শ্বাস ফেলল আতাহার। পরনে সাদার উপর নীল ডোরাকাটা লুঙ্গি আর খয়েরি রংয়ের ফুলহাতা শার্ট। শার্টের হাতা বগল তরি গুটানো। বুক পকেটে ক্যাপস্টান সিগ্রেটের প্যাকেট, ম্যাচ। পায়ে বাটা কোম্পানির স্যাণ্ডেল। পারু যখন নিঃশব্দে দরজার ডাসা লাগাচ্ছে তখন স্যাণ্ডেল খুলে পালঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে আতাহার। মাথার কাছে বালিশের পাশে রেখেছে টর্চ।

পারু এসে তার পাশে বসল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে আতাহার এলে তার গলার স্বর এমন একটা স্তরে নামে, না একেবারেই ফিসফিসা না তেমন কোনও শব্দ, শুধু দুইজন শুনতে পায় দুইজনার কথা। এমন কি এই ঘরের বাইরে বেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বা বেড়ায় কান লাগালেও কেউ শুনতে পাবে না তাদের কথা। অদূরে কেবিনে শুয়ে থাকা কোনও শিশুর যদি কোনওক্রমে ঘুম ভেঙে যায় সেও শুনতে পাবে না কিছু, বুঝতে পারবে না। মাকে হাতের কাছে শুয়ে থাকতে না দেখে ভাববে নিশ্চয় বাইরে (প্রকৃতার ডাকে সাড়া দিতে যাওয়া অর্থে) গেছে মা।

আজ রাতে আতাহারের পাশে বসেই শার্টের উপর দিয়ে তার বুকে ডানহাতটা রাখল পারু। রঙ্গিনী গলায় বলল, এত রাইত করলা ক্যা?

আতাহার ক্লান্ত গলায় বলল, কাম আছিল।

কী কাম?

যেই হগল কাম করি রোজ, ঐহগলঐ।

করো তো খালি চাডামি।

আর কী করুম কও। দোস্তগো লগে চাডামি আর তোমার লগে বদামী এই দুইডা ছাড়া আমার কোনও কামঐ নাই।

সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল আতাহার, ম্যাচ জ্বেলে সিগ্রেট ধরাল।

পারু আহ্লাদী গলায় বলল, অহন আবার সিকরেট ধরাইলা?

হ ধরাইলাম।

তয় আমি যে তোমার লেইগা পান সাজাইয়া রাকছি!

দেও, পানও খাই।

শাড়ির আঁচলে বেঁধে রাখা পান বের করল পারু। দেখে পানের জন্য হাত বাড়িয়েছে আতাহার, হাতটা সরিয়ে দিল। ক্যা আমি খাওয়াইয়া দিতে পারি না?

সিগ্রেটের ধোয়া ছেড়ে হাসল আতাহার। পারবা না ক্যা? দেও খাওয়াঐ দেও।

আতাহার হা করল, তার মুখে পান গুজে দিল পারু। ঘচর মচর করে সেই পান মুখের আয়ত্বে এনে আতাহার বলল, আসলে আমার মিজাজটা বহুত খারাপ।

ক্যা গো?

এইসব সময়ে অনেক সময়েই গো কথাটা বলে পারু। আতাহারের খুব ভাল লাগে কথাটা। এখনও লাগল। মন ভাল করা গলায় পান চাবাতে চাবাতে, সিগ্রেটে টান দিতে দিতে বলল, খালি আইজঐ খারাপ না, অনেকদিন ধইরাঐ খারাপ।

WWW.AMARBOI.COM

কবে থিকা, আমি জানি।

কও তো কবে থিকা?

ঐ যে নূরজাহানি যেদিন আব্বার মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছে।

হ। হেদিন থিকা শইলডা জ্বইল্যা যাইতাছে। মনে অইতাছে চুতমারানির ঝিরে ধইরা ....।

আতাহারের কথা শেষ হওয়ার আগেই গম্ভীর গলায় পারু বলল, আমার সামনে আকথা কুকথা কইবা না।

আতাহার থমকাল। না আকথা আমি তোমার সামনে কোনওদিনও কই না। আমি জানি ঐ হগল কথা তুমি বহুত ঘিন্না করো।

হ। তোমার লগে আমার সব পদের সমন্ধঐ আছে, কিন্তু আমার মোকে আইজ তরি তুমি কোনওদিন কোনও অসইভ্য কথা হোনো নাই।

হ, আমার মোকেও তুমি হোনো নাই।

পয়লা পয়লা দুই চাইরবার হুনছি। তারবাদে আমি যহন কইছি অসইভ্য কথা হোনতে আমার ঘিন্না লাগে তহন তুমি ঐ হগল কথা কওন বন্দ করছো।

সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে পালঙ্কের মাথার দিকে ডলে ডলে নিভাল আতাহার, তারপর ছুঁড়ে ফেলে ঘচর মচর করে মুখের পানে কয়েকটি চাবান দিয়া বলল, তোমার এই সবাবখান আমার বহুত ভাল লাগে। তোমার সব কিছুর মইদ্যে ভারি একখান সইনদর্য আছে। তয় আমি কইলাম নূরজাহানিরে লইয়া বদকথা কইতে চাই নাই। তুমি আগেঐ চেইত্তা গেলা।

আতাহারের কথা শুনে গম্ভীর ভাব কেটে গেল পারুর। বলল, বাদ দেও অন্য মাইনষের কথা। আহো নিজেগো কথা কই।

আতাহারের শার্টের বোতাম খুলতে লাগল পারু। যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় বলল, আমার জিনিসটি আনিছো?

আতাহার হাসল। না আনলে উপায় আছে?

আছে।

কী উপায়?

তুমি আবার বাপ অইবা!

সব্বনাশ। হেইডা আর অইবো না। দাদায় বাইচ্চা থাকতে তিনবার বাপ অইছি, বুজছি খালি তুমি আর আমি। মাইনষে বোজে নাই। মাইনষে মনে করছে দাদারঐ পোলাপান। অহন কিছু অইলে আর উপায় নাই।

লুঙ্গির কোচর থেকে বড়ির প্যাকেট বের করে পারুর হাতে দিল আতাহার। অতিযত্নে জিনিসটা আঁচলে গিটঠু দিয়া বাইন্ধা রাখল পারু।

পারুর হাতে বোতাম খোলা শার্ট শরীর আলগা করে পুরাপুরি খুলে ফেলল আতাহার। মুখ থেকে চিরিক করে পানের পিক আর ছোবড়া ফেলল পালঙ্কের মাঝ বরাবর পাটাতনের উপর। ধুৎ পান চাবাইতে আর ভাল্লাগে না।

পারু হাসল। আর না চাবাইলেও অসুবিদা নাই। আমার কাম অইয়া গেছে।

হ অহন আর মোকে গন্ধ নাই।

আতাহারের বুকের কাছে মুখ রেখে শুয়ে পড়ল পারু। দুহাতে আতাহার তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

পারু বলল, কাজির পাগলা বাজারে গেছিলা?

আতাহার চমকাল। না তো!

তাইলে জিনিস কিনলা কই থিকা?

আমি কিনি নাই।

পারু অবাক হল। তয়?

কিনছে নিখিলা।

কও কী?

হ। অরে পাডাই ছিলাম মাওয়ার বাজারে।

তোমরা কি আইজ কনটেকদার সাবের ঘরে আছিলা?

হ।

কে কে?

আমি কনটেকদার সাবে, আলম সুরুজ। নিখিলারে বাজারে পাডাইছিলাম বতল আনতে, লগে তোমার জিনিসখানও আনতে। বতল পায় নাই আইজ। কুটুমিয়া ডাক্তারের ফারমেসি থিকা তোমার জিনিসটা কিন্না আনছে।

তোমার দোস্তরা দেহে নাই?

পারুর পিঠের দিকটায় হাত বুলাতে বুলাতে আতাহার বলল, আরে না। দোস্ত অইলেও নিখিলা আমার খাসলোক। খালি ওঐ তোমার আমার সমন্দের কথা জানে। অরে দিয়া অনেকদিন ধইরাঐ এই হগল জিনিস কিনাই আমি। আমার নিজের কিনতে শরম করে।

আতাহারের খোলা বুকে ছোট্ট করে একটা কামড় দিয়ে পারু বলল, আমার লগে যহন থাক তহন শরম করে না?

পারুর ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে আতাহার বলল, হ করে। এর লেইগা ঐত্তো তহন চক্ষু বুইজ্জা থাকি। তোমার মিহি চাই না।

পারুর শরীর জুড়ে করে ভয়ংকর উষ্ণতা মাথা চাড়া দিচ্ছে। গোঙানোর মতন বলল, আইজ সকাল থিকাঐ মাথা বেদনা শুরু অইছে। ডাইন মিহির হাত পাওয়ে ঝিম ঝিমাইন্না বেদনা। বোজতাছিলাম আইজ তোমার লগে দেহা না অইলে রাইত্রে ঘুমাইতে পারুম না। মাথা বেদনায় মইরা যামু। বিয়ালে এর লেইগাঐ বাংলাঘরের মিহি চাইয়া দুয়ারে খাড়ই রইছিলাম। তুমি আহনের ইশারা না করলে আমিঐ করতাম। আমি আর টিকতে পারতাছিলাম না।

আতাহারের শরীরেও তখন একই ধরনের উষ্ণতা। পারুর মতো জড়ানো গলায় বলল, দূর থিকা তোমার মিহি চাইয়াঐ এইডা বুজছিলাম। আমারও বহুত ইচ্ছা করতাছিল।

এই যে তুমি আইলা, অহন আবার কয়দিন ভাল থাকুম।

বাইরের অন্ধকার রাত গভীর হচ্ছে। ঝিঁঝি ডাক প্রবল হয়েছে। কামারবাড়ির ওদিককার গাছে বসে গলা ছেড়ে ডেকে যাচ্ছিল এক কোকিল। কুহু কুহু।

www.amarboi.com

মোতাহারের পেট ফুলে ভোজকোমড় (অতিকায় মিষ্টি কুমড়া) হয়ে গেছে।

কোথায় কোন বাড়িতে মেজবানি খেতে গিয়েছিল। গরুর গোসত মুগের ডাল আর দই খেয়েছে পেট ভরে। তারপরই পেট ফুলে ভোজকোমড়। সেই ফোলা পেটে শুকনা মুখে তহুরা বেগমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও মা, দেহ আমার পেটটা কেমুন ফুইল্লা গেছে। বুকটা কেমন করতাছে, গলাডা জ্বলে। খালি ঢুমা ঢেউক উটতাছে।

তহুরা বেগম যেন শুয়ে আছেন বড়ঘরের পালঙ্কে। পায়ের কাছে বসে যেন রহিমা তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। এই অবস্থায় ছেলের কথা শুনে যেন দিশাহারা হলেন। বুকের ধরফরানি যেন বাড়ল। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, আয় বাজান, আমার কাছে আয়। আমার বুকের কাছে আইয়া হো। আমি তর পেট দোয়াইয়া দেই, বুক গলা দোয়াইয়া দেই। দেকবি আরাম লাগবো। ফাপা পেট ভাল অইয়া যাইবো।

তারপর যেন রহিমার দিকে তাকিয়েছেন তহুরা বেগম। ঐ রহি, তুই অহন যা। আমার পোলায় হুইবো আমার কাছে।

রহিমা বেরিয়ে যাওয়ার লগে লগে যেন তহুরা বেগমের বুকের কাছে শিশুর মত শুয়ে পড়েছে মোতাহার। আর নিজের অজান্তেই যেন ছেলের পেটে বুকে গলার কাছটায় হাত বুলাতে শুরু করেছেন তহুরা বেগম। আধো আধো গলায় ছেলেকে বলছেন, দেহিচনে বাজান অহনঐ পেট ফাপা কইমমা যাইবো। আরাম লাগব।

একটুক্ষণ চুপ থেকে মোতাহার যেন বলছে, হ মা, আমার অহন বহুত আরাম লাগতাছে। পেটফুলা কইম্যা গেছে, বুকখানও ভাল, গলাডা আর জ্বলে না।

তারপর মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন মুখটা গুঁজে দিয়েছে তহুরা বেগমের বুকে, একহাতে জড়িয়ে ধরেছে মায়ের গলা। আমি তোমার কাছে থাকুম মা। তোমার লগে থাকুম। তুমি যে আমারে ভিন্ন কইরা দিছো, আমি যে একলা একলা অহন অন্য একখান ঘরে হুইয়া থাকি, মা, ওমা আমার কথা তোমার মনে অয় না? আমার লেইগা তোমার মায়া লাগে না মা? মনডা কান্দে না? আমারে ছাইড়া তুমি কেমতে থাকো?

ছেলের কথা শুনে তহুরা বেগমও যেন তার মাথাটা গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরেছেন বুকে। ছেলের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন, হ বাজান, তর লেইগা আমার বহুত মায়া লাগে, মনডা বহুত কান্দে। তরে আমি আর একলা ঘরে হালাইয়া রাখুম না। আমিও আইয়া থাকুম তর লগে। কয়ডা দিন সবুর কর বাজান।

ফজরের আজানের আগে আগে এই স্বপ্নটা দেখলেন তহুরা বেগম। তারপরই ঘুম

AMARBOI.COM

ভাঙল। ঘুম ভাঙার পর বুকটা একটু ধরফর করে তাঁর, অস্থির অস্থির লাগে। আজ আর তেমন হল না। আজ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই লাগছে। তয় মনটা কেমন হয়ে আছে। জেগে ওঠার পরও যেন মোতাহারকে বুকের কাছে শুয়ে থাকতে দেখছেন। ছেলের শরীরের স্পর্শ যেন পাচ্ছেন। আর কেমন যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। সত্যি তো ছেলেটি তাঁর কোথাকার কোন একলা ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে! কবর তো আসলে এক প্রকারের ঘরই! সেই ঘরে আজ চারবছর কেমন আছে তাঁর বুকের মানিক! কবরের অন্ধকারে চারবছরে মানুষের শরীর কি আর শরীর থাকে! শরীর থেকে আস্তেধীরে খসে যায় ছাল চামড়া মাংস, গলে গলে মাটির শরীর মাটিতে মিশে। চোখ গলতে থাকে পানির তলায় দিনের পর দিন পড়ে থেকে যেমন করে গলে রোয়াইল ফল। থাকে শুধু শরীরের খাঁচা, হাড়, দাঁত নখ চুল। দিনে দিনে এসবও মিশে মাটিতে।

চারবছরে কি শরীরের হাড়ও মাটিতে মিশে গেছে মোতাহারের! দাঁত নখ চুল সব মিশে গেছে! দুনিয়াতে এসে কিছুদিন কাটাল একজন মানুষ, তারপর চলে গেল কবরে। চোখ থেকে চোখের আড়ালে। তারপর কবরের ভিতর থেকেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একদিন, উধাও হয়ে গেল! এই তো মানুষ, এই তো মানুষের জীবন।

মাটির শরীর মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও সেই মানুষটি থেকে যায় প্রিয় মানুষের মনে, চোখের ভিতরে, স্মৃতিতে, স্বপ্নে। ঘুরে ফিরে সেই মানুষটির মুখ কারণে অকারণে দেখতে পায় মানুষ। তহুরা বেগম যেমন গত চারবছর ধরে যখন তখনই দেখছেন তাঁর ছেলেটির মুখ। দুপুরবেলা নিরিবিলি ঘরে শুয়ে আছেন, হঠাৎ করেই তাঁর মনে হয়, মোতাহার যেন এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারের সামনে। মা মাগো বলে যেন তাঁকে একবার ডাকল। হয়তো তখন তন্দ্রামতন এসেছিল চোখে, সেই ডাকে ধরফর করে ওঠেন তিনি। তারপর আর ঘুম হয় না। শুধুই মোতাহারের মুখটা ভেসে থাকে চোখের সামনে। বিকালের দিকে উঠান পালানে, বারবাড়ির সামনের নাড়ার পালাটির ওদিকে কখনও কখনও পায়চারি করেন তিনি। হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পান বিলের দিক থেকে যেন ফিরে আসছে তাঁর ছেলে। আস্তেধীরে হেঁটে এসেও যেন খুবই ক্লান্ত হয়েছে। তবু বাড়ি ঢোকার মুখে বারবাড়ির কাছে মাকে দেখে যেন তার মুখে ফুটে উঠেছে মোহময় এক হাসি।

দুপুরে খেতে বসেও ছেলের কথা মনে পড়ে তহুরা বেগমের। সকালের নাশতা খাওয়ার সময় মনে পড়ে, রাতের খাবার সময় মনে পড়ে। রাতেরবেলা দুধভাত খাওয়ার অভ্যাস তহুরা বেগমের। আধ থাল ভাতের লগে থাল ভর্তি দুধ আর একটুখানি খাজুরিমিঠাই বা একখানা কবরিকলা অতিযত্নে মাখিয়ে মাখিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খান তিনি। বিয়ার পর, পোলাপানের বাপ হয়ে যাওয়ার পরও, সেই ছেলেবেলার মতো করেই যখন তখন মায়ের রাতের খাবারের সময় মোতাহার এসে সামনে বসত কোনও কোনও রাতে। নিজের ভিন্ন সংসার হয়েছে, সেই সংসারে রাতের খাবার সে হয়তো সেরেও নিয়েছে, তবু মায়ের দুধভাত খাওয়া দেখে তাঁর সামনে বসে শিশুর মত হা করেছে। আমারে এক লোকমা দেও মা।

ওই সময় তহুরা বেগম দেখেছেন তার বড় হয়ে যাওয়া, ভিন্ন সংসারের মালিক হয়ে যাওয়া ছেলেটি তাঁর সামনে বসা নাই, আছে বহুকাল আগের ন্যাওটা একটা শিশু। দুই মেয়ের পর সংসারে আসছে যে, মায়ের নয়নের মণি যে। শিশুকে ভাত খাওয়াবার

www.amarboi.com

তঙ্গিতে হাত উঠে গেছে তাঁর। শিশুদেরকে খাওয়াবার সময় কোনও কোনও মায়ের মুখে যেমন ঠোঁটের বিশেষ একটা ভঙ্গি ফুটে ওঠে, তেমন হয়েছে। একবার খেয়েই হয়তো মুখ সরিয়ে নিয়েছে মোতাহার, তহুরা বেগম আরেক লোকমা তুলে বলেছেন, একবার খাওন ভাল না বাজান। একবার খাইলে পাইনতে পইড়া মরে!

এই সংসারে মৃত্যুর থাবা প্রথমে এসে পড়ল মোতাহারের উপরই। এত লোকজন সংসারে, এত পোলাপান সবাই সবার মত ঠিক থাকল, আজরাইল এসে শুধু জান কবচ করল মোতাহারের। এইভাবেও মৃত্যু হয় ওই বয়সী ছেলের! কত বয়স হয়েছিল তার, তিরিশ বত্রিশ। এই বয়সে ছেলেরা তো বিয়াশাদিও করে না আজকাল!

কপাল, সব কপালের দোষ। নিজেরা পছন্দ করে তহুরা বেগম আর মান্নান মাওলানা আত্মীয়ের মেয়ে আনলেন ছেলের জন্য। নরম শান্ত লাজুক স্বভাবের মিষ্টি মেয়ে পারুল। শ্বশুর বাড়িতে এসে স্বামী রেখে স্বামীর ভাইর লগে সম্পর্ক করল। তার ওপর মান্নান মাওলানা দিলেন ভিন্ন করে। দুইআড়াই কানি বাঁজা জমি, ম্যারা ম্যারা দুইতিনখান গাই গরু, সবমিলে বছরের ভাত জোগাড় করা মুশকিল। একদিকে বউ আর ছোট ভাইয়ের ঘটনা টের পেয়ে গেল মোতাহার, বউর গর্ভে ভাইয়ের সন্তান আসছে দেড় দুইবছর পর পর, বাড়ির লোকে ভালই টের পাচ্ছে সব, পারু আতাহারকে রাত বিরাতে দেখেছে কেউ কেউ, বাড়ির ঝি চাকরদের কান থেকে গেছে অন্যবাড়ির ঝি চাকরদের কানে, ছড়িয়েছে ঘটনা। হয়তো মান্নান মাওলানার ভয়ে মুখ খোলেনি কেউ, তয় জানে তো সবাই। একদিকে এই লজ্জায় নিজের ভিতর গুটিয়ে থাকতো মোতাহার, অন্যদিকে ভাত কাপড়ের ভয়। নিজের বাপকে ভালই চিনতো সে। মোতাহারকে দেখতেই পারতেন না তিনি। শরীর স্বাস্থ্য খারাপ, নরম সরম দুর্বল স্বভাবের পেটরোগা ছেলেটার লগে সব সময়ই পিসপিস করতেন, কাজির পাগলা স্কুলে দুইতিনবার ফেল করে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত ওঠার পর মোতাহারকে আর তিনি পড়ালেনই না। গিরস্তি কাজে লাগিয়ে দিলেন। বিয়া করে ভিন্ন করে দিয়া বললেন, নিজেরডা নিজে কইরা খাবি। আমি আর দুই পয়সাও দিমু না, একসের চাউলও দিমু না।

মোতাহার জানতো বাবায় যা বলেন তাই করেন। এই করণে ওই রোগা শরীরে পরিশ্রম তাকে ম্যালাই করতে হতো। একদিকে পেটের আহার জোটাতে হিমশিম, অন্যদিকে বউ ভাইয়ের গোপন সম্পর্ক, এসব নিয়া কখন কে কোন কথা বলে ফেলে, মানসম্মান থাকে না যায়, সবমিলে গ্যাস্ট্রিক রোগটা হল। এই রোগির বউদের স্বামীর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে নজরদারি করতে হয়। ডাক্তার কী কী খেতে মানা করেছেন সেসব খাবার চোখের সামনে না আনাই ভাল। তয় পারু বোধহয় সেসব মনে রাখত না। এক রাতে সেচিশাক আর ছোট ছোট তিতপুঁটি চচ্চরি করছে। গ্যাস্ট্রিক রোগিদের শাক খাওয়া নিষেধ। পারু মানাও করেছিল স্বামীকে, বলেছিল, আপনে দুধ দা ভাত খান। শাকশোক খাইয়েন না। আমি আর পোলাপানে খামু নে।

মোতাহার শোনেনি। একটু শাকপাতা, একটু ঝালঝোল তরকারির প্রতি লোভ ছিল। আয়েশ করে সেচিশাক আর পুঁটি মাছের চচ্চরি খেল, তারপর দুধভাতও খেল কবরিকলা দিয়ে। রাত দুপুরে পেট ফুলতে লাগল। উসপিস উসপিস শুরু করল। দুধের

AMARBOI.COM

মত অষুদটা খেল, ট্যাবলেট খেল তয় কানও কাজই হল না। মনে হচ্ছে পেট যেন বেলুন, ভিতর থেকে ফুঁ দিয়া দিয়া কেউ যেন তা শুধু ফুলিয়েই যাচ্ছে।

এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে গেল মোতাহার। পারুর কান্নাকাটি চিৎকারে বাড়ির লোকজন জেগে উঠল। আতাহার আর মাকুন্দা কাশেম গিয়া করিম ডাক্তাররে নিয়া আসলো। ডাক্তার এসে নাড়ী দেখলেন, বন্ধচোখ খুলে দেখলেন, পেট টিপে দেখলেন। তারপর হতাশ মুখে মাথা নাড়লেন। মোতাহার নাই। পেটে প্রচণ্ড গ্যাস হয়েছিল, গ্যাস থেকে হার্টএ্যাটাক, অনেক আগেই চলে গেছে সে।

স্বপ্নে মোতাহারকে দেখার পর, ঘুম ভাঙার পর উঠানে খলফার ওপর শোয়া কাফন পরা ছেলেটিকে যেন দেখতে পেলেন তহুরা বেগম। পেট তখনও ভোজ কোমড় হয়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি। তাঁর কান্নার শব্দেই ঘুম ভাঙল মান্নান মাওলানার।

এসময় অবশ্য রোজই ঘুম ভাঙে তাঁর। বহুদিনের অভ্যাস। ঘুম ভাঙার পর উঠানের কোণে বসে অজু করেন, আজান দেন, বড়ঘরে এসে স্বামী স্ত্রী দুইজনেই নামাজ পড়েন।

কিন্তু তহুরা বেগম আজ এসময় এভাবে কাঁদছেন ক্যান! শরীর কি বেশি খারাপ করল!

যদিও স্ত্রীকে নিয়া আগ্রহ নাই মান্নান মওলানার। তবু বিছানায় উঠে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কী অইছে? কান্দো ক্যা?

তহুরা বেগম কথা বললেন না। আঁচলে চোখ মুছলেন, নাক ঝাড়লেন। তয় কান্না থামল না। মান্নান মাওলানা বিরক্ত হলেন। বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন, উইট্টা নমজ কালাম পড়ো তারবাদে যতো ইচ্ছা কাইন্দো। আগে আল্লার নাম তারবাদে কান্দন।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অজু সেরে আজান দিয়ে ঘরে ফিরে মান্নান মাওলানা দেখেন তহুরা বেগম তখনও আগের মতোই শুয়ে আছেন, আগের মতোই কাঁদছেন। দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মান্নান মাওলানার। খেঁকুড়ে গলায় বললেন, কী অইলো, অহনতরি উডো নাই? নমজের সময় তো যাইতাছে গা!

আবার আঁচলে নাক ঝাড়লেন তহুরা বেগম। যাউক গা। নমজ পড়ুম না।

মান্নান মাওলানা থতমত খেলেন। তহুরা বেগমের মুখে এই ধরনের কথা কখনও শোনেননি তিনি। বহুকাল হল মানুষটি তাঁর সংসারে। অতি নিরীহ, নরম নির্বিরোধ ধরনের মানুষ। স্বামীকে প্রচণ্ড ভয় পান। স্বামীর কত রকমের অনাচার চোখে দেখেও ভয়ে স্বামীর মুখামুখি হন নাই, ওই নিয়া কথা বলেন নাই। স্বামী যা বলেছেন বুঝিয়েছেন সারাটা জীবন মুখ বুজে তাই বুঝে গেছেন, তাই মেনে নিয়েছেন। কখনও স্বামীর মুখের উপর কথা বলেননি, মুখ ঝামটাননি। সাত সাত সন্তান জন্ম দিয়েছেন তবু যেন স্বামীর মন পাননি। স্বামীর কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি স্ত্রীর মর্যাদা, সম্মান। মান্নান মাওলানা চিরকালই বাড়ির ঝিয়ের মতো আচরণ করেছেন। এক অর্থে রহিমা আর তহুরা বেগমের মধ্যে তেমন কোনও ব্যবধান নাই। সেই মানুষ কি না আজ স্বামীর মুখের উপর বলছেন নামাজ পড়বেন না!

কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

AMARBOI.COM

মান্নান মাওলানার যা স্বভাব, তিনি কখনও না শুনে অভ্যস্ত নন। যাকে যা বলবেন তা তাকে শুনতে হবে। না শুনলে জাতসাপের মত ফুঁসে উঠবেন, ফণা তুলবেন। কোনও না কোনওভাবে দংশাবেন তাকে। মাকুন্দা কাশেমকে যেমন ভাবে দংশে ছিলেন। দংশাবেন নূরজাহানকেও। কীভাবে দংশাবেন সেই চিন্তা মনের ভিতর সেদিনের পর থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে। সময় নিচ্ছেন দংশাবার পথ বের করবার জন্য। উপরে উপরে সবাইকে বোঝাচ্ছেন, নূরজাহান পোলাপান মানুষ, নাদান মাইয়া, না বুইজ্জা কামডা করছে, আমি আল্লার ন্যাকবান্দা, এর লেইগা অরে আমি মাপ কইরা দিছি। আসলে তো মনের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন।

কিন্তু তহুরা বেগমের আজ কী হয়েছে! এতদিনকার চিনা মানুষটা আজ ভোররাতে হঠাৎ করে এমন বদলে গেছেন কেন! কাঁদছেনই বা কেন!

মান্নান মওলানা বুঝে গেলেন শান্ত মানুষরা হলে দিকপাশ ভুলে যায়। তহুরা বেগমও আজ ভুলতে পারেন। এজন্য তাঁর লগে এখন রাগারাগি করা ঠিক হবে না। নরম সুরে কথা বলে বুঝে নিতে হবে ব্যাপারটা কী! হঠাৎ এমন অচেনা আচরণ তিনি কেন করছেন!

ধীর শান্ত নরম গলায়, হাসি হাসিমুখে মান্নান মাওলানা তারপর বললেন, আমি বুজছি কোনও কারণে তোমার মিজাজ বিগড়াইছে। এর লেইগা বিয়াইন্না রাইত্রে উইট্টা কানতাছো। কী অইছে হেইডা আমি পরে হুনুমনে। অহন ওডো, অজু কইরা নমজ পড়ো। তাইলে মনডাও শান্ত অইবো।

বাইরে ভাতের পাতলা ফ্যানের মত ট্যালট্যালে আলো ফুটেছে। কাক শালিকরা ডাকতে শুরু করেছে। গোয়ালের ওদিকে থেকে থেকে ডাকছে দোয়েল পাখি। ঘরের আনাচ কানাচ থেকে উধাও হবে রাতভর ঘাপটি মেরে থাকা অন্ধকার। আলো অন্ধকারের খেলা চলছে আল্লাহতালার দুনিয়ায়।

কী ভেবে তহুরা বেগম তারপর উঠে বসলেন। স্বামীর চোখের দিকে তাকালেন। তয় ঘরের আলো অন্ধকারে মিশেলে চোখ পরিষ্কার দেখতে পেলেন না তাঁর। তবু অপলক চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে জীবনে এই প্রথমবারের মত দৃঢ় গলায় বললেন, নমজ আমি নিজের গরজেই পড়ুম অহন। আপনের কথায় না। আউজকার পর যতদিন বাইচ্চা থাকুম আপনের কোনও কথা আমি আর হুনুম না। আর আপনের সংসারে আহনের পর থিকা হারাডা জীবন মনের মইদ্যে আমার যেই হগল দুঃখ ব্যাদনা জমছে, রাগ ঘিন্না জমছে বেবাক আপনেরে আমি হুনাইয়া যামু। আপনে মনে করছেন আপনের কিরতি কলাপের অনেক কিছুই আমি বুজি নাই, বুজছি, হগলই আমি বুজছি। কোনওদিন মোক ফুইট্টা কিছু কই নাই। মরণের আগে বেবাক কইয়া যামু। আইজ আমি আমার পোলাডারে আবার সপনে দেকছি। ও আইয়া আমারে ডাক পাড়ছে। পোলার ডাকে আমি বুজছি আমার মরণ ঘনাইছে। মরণের ডরে কইলাম আমি কান্দি নাই। আমি কানছি আমার পোলাডার লেইগা। আমার পোলাডা মরছে আপনের লেইগা। কেমতে অরে আপনে মারছেন হেই হগল আপনেরে আমি কইয়া যামু।

বিছানা থেকে নামলেন তহুরা বেগম। পালঙ্কের তলায় রাখা স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পরলেন। হার্টের অসুখ দেখা দেওয়ার পর থেকে চলাচল ধীর হয়েছে তাঁর। আজ

AMARBOI.COM

সকালে হঠাৎ করেই যেন সেই ধীর চলাচল উধাও হয়ে গেল। প্রথম জীবনে এই সংসারে এসেই যেমন চটপটা ভঙ্গিতে চলাফেরা করতেন, আজ তাঁর চলাচল হল তেমন।

স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পরে এই জীবনে প্রথম তহুরা বেগমকে খুবই তেজি ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলেন মান্নান মওলানা। দেখে বুকটা একটু কাঁপল তাঁর।

সন্ধ্যার দিকে নাড়ার পালায় শুকাতে দেওয়া কাপড় তুলতে এসেছে হাসু। তার আর রহিমার কাপড় তুলছে। হঠাৎ করে ডানদিককার কাঁধে কে হাত দিল। আচমকা সাপের লেজে পাড়া দিলে যেমন করে লাফিয়ে উঠে ফণা তোলে বিষাক্ত সাপ ঠিক তেমন করে লাফিয়ে উঠল হাসু। রাগ ক্রোধে ফেটে পড়া চোখে যে তার কাঁধে হাত দিয়েছে সেই মানুষটার মুখ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। লগে লগে রাগিমুখ মোলায়েম হল, দৃষ্টি নরম হল। হাসি হাসিমুখ করে হাসু বলল, ও আতাহার দাদায়! আমি ডরাই গেছিলাম।

নীল লুঙ্গির উপর সাদা হাফহাতা গেঞ্জি পরা আতাহার। পায়ে স্যাণ্ডেল নাই হাতে সিগ্রেট আছে। অর্ধেক শেষ হওয়া সিগ্রেট। সেই সিগ্রেটে বড় করে টান দিল সে। তুই কী মনে করছচ? কে হাত দিছে তর কান্দে?

হেইডা বুজি নাই।

আমি বুজছি।

কী, কন তো?

তুই মনে করছচ পিছ থিকা আইয়া আমার বাপে তর কান্দে হাত দিছে।

হাসু বেশ একখান ঢং করল। আউ ছি। হেয় মুরব্বি মানুষ, পরহেজগার লোক, হেয় ক্যান আমার কান্দে হাত দিবো?

আতাহার আবার সিগ্রেটে টান দিল। এই হগল আল্লাইদ্যা প্যাচাইল পারিচ না। আমার বাপে কী জিনিস হেইডা বেবাকতে জানে। তুই আমগো বাইত্তে আহচ ম্যালা দিন ধইরা, তুইও জানচ। যুদি না জাইন্না থাকচ তয় তর ফুবু রহিরে জিগাইচ। রহি খুব ভাল কইরাঐ জানে আমার বাপে জিনিসহান কী?

আবার সিগ্রেটে টান দিল আতাহার। হাসল। আমিও কইলাম হেই বাপেরঐ পোলা।

আতাহারকে হাসতে দেখে হাসুও হাসল। রহিমার শাড়িটা টেনে নামাল নাড়ার পালা থেকে। শাড়ি ভাঁজ করতে করতে বলল, আপনের খবর আমার কাছে আছে।

কী খবর ক তো!

কমু?

AMARBOI.COM

হ ক।

হুইন্না আবার চেইত্তা যাইবেন না তো?

না চেতুম না।

সত্য?

হ সত্য।

আল্লার কিড়া?

এত কিরামিরা কাডন যাইবো না। তুই ক, আমি চেতুম না।

একপলক আতাহারের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল হাসু। আপনে বহুত মাইয়াছেইলা ঘেষা মানুষ। মাইয়াছেইলা ছাড়া থাকতে পারেন না।

আতাহার আবার সিগ্রেটে টান দিল। সন্ধ্যাবেলার হাওয়ায় সিগ্রেটের ধুমা উড়ায়া বলল, এই কথা হুইন্না আমি চেতুম ক্যা রে? এইডা ঐত্তো আসল কথা। হ আমি বহুত মাইয়াছেইলা ঘেষা মানুষ। মাইয়াছেইলা ছাড়া থাকতে পারি না।

থাকতে যহন পারেন না তয় বিয়া কইরা লন না ক্যা?

বিয়া করলে অসুবিদা আছে।

কীয়ের অসুবিদা?

তহন খালি বউর লগেঐ থাকন লাগবো। বারো মিহি যাওন যাইবো না।

বারো মিহি যওনের কাম কী?

কাম আছে। তুই বুজবি না।

বুজাইয়া কন আমারে, হুনি।

একজন মাইয়াছেইলার লগে রোজ রোজ আমি থাকতে পারি না। আমার ভাল্লাগে না। মনে হয় এক তরকারি দিয়া রোজ ভাত খাইতাছি।

একথা শুনে আবার একটু ঢংগি হলো হাসু। খিলখিল করে হাসল। এখন বারবাড়ির দিকে কেউ আসবে না। মন্নান মাওলানা আর তহুরা বেগম নামাজ পড়ছেন বড়ঘরে বসে। হাফিজদ্দি আছে গোয়ালে, ধুপ দিচ্ছে। রহিমা পাকেরঘরে রাতের ভাত চড়িয়েছে। বারবাড়ির দিকটা একেবারেই নিটাল। এই অবস্থায়, এই সময়ে হাসু কল্পনাই করেনি আতাহার বাড়ি ফিরতে পারে, তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে। প্রথমে সে ভয় পেয়েছে, তারপর বহুদিনের অভ্যাসের ফলে কোন পুরুষকে কীভাবে ফিরাতে হবে জানে বলে ঢংগি ভাব ধরছে। যে সব কথা বললে আতাহারের মতো পুরুষরা খুশি হয় সেই লাইনেই কথা বলতে শুরু করছে।

সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে দুই আঙুলের টোকায় ছুঁড়ে ফেলল আতাহার। সাবধানী চোখে একবার বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আস্তে হাস ছেমড়ি, মাইনষে হোনবো।

কথা বলার ফাঁকে তার আর ফুফুর শাড়ি ভাঁজ করে বুকের কাছে সাবধানী ভঙ্গিতে ধরেছে হাসু। এমনভাবে আড়াল করেছে বুক যেন একটুখানি অন্যমনস্কতার সুযোগেও আচমকা বুকে হাত দিতে না পারে আতাহার। আতাহারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে হাসু। তয় মুখের কথায় আর আচরণে এমন ঢংগিভাব ফুটিয়েছে যেন আতাহার তার হাত ধরে টানলেই এই নাড়ার পালার পিছনে গিয়ে আতাহারের সঙ্গে সে শুয়ে পড়বে।

WWW.AMARBOI.COM

আতাহারের সাবধানী ভাব দেখে হাসু বলল, কেঐ হোনবো না। বাড়ির মাইনষে যে যার কামে আছে। এইমিহি কেঐ আইবো না।

না আইলেও একজন আবার সবমিহি কান রাখে, সবমিহি হের চোখ। হেইডা খালি আমার লেইগাঐ। চব্বিশঘণ্টা হেয় আমারে চোক্কে চোক্কে রাখে।

যেন কিছুই জানে না এমন মুখ করে হাসু বলল, হেইডা আবার কেডা? কে আপনেরে চোক্কে চোক্কে রাখে?

তুই জানচ না?

না।

এই ছেমড়ি, ফাইজলামি করিচ না আমার লগে।

না দাদা, আমি ফাইজলামি করতাছি না। আমি সত্যঐ জানি না।

চোখ সরু করে হাসুর মুখের দিকে তাকাল আতাহার। ভাবীছাবের কথা জানচ না?

হাসু সরল মুখ করে বলল, না তো! ভাবীছাবে আবার কী করছে?

হের লগে আমার ইটিস পিটিস (প্রেম পিরিতী অর্থে) তুই জানচ না?

এইডা তো জানিঐ। বাড়ির বেবাকতেঐ জানে।

তয়?

তয় আবার কী?

আরে ছেমড়ি ভাবীছাবে ঐত্তো আমারে চোক্কে চোক্কে রাখে। আমি বাইত্তে আইলেঐ হের চক্কু দুইখান আমার মিহি, কান দুইডা আমার মিহি। হের লেইগা ফিরির কাছে আমি যাইতে পারি না।

একথা শুনে হাসু অবাক হল। ফিরির লগেও কাম অইছে নি আপনের?

না, অহনতরি পুরাপুরি অয় নাই। ইট্টু ইট্টু কথাবার্তা অয়। ভাবীছাবরে ফাঁকি দিয়া অগো ঘরে আমি কয়দিন ধইরা যাই। ফিরির ভাব চক্করে মনে অইতাছে দুই চাইর দিনের মইদ্যেঐ অইয়া যাইবো।

আপনের।

কেমুন?

যারে চান তারেঐ পান। ভাবীছাবের লাহান একজনরে পাইছেন, অহন চেষ্টা করতাছেন ফিরিরে।

আরেকজনরেও চেষ্টা করতাছি।

কারে?

ফুলমতি।

ও নিখিলাদাদার রাড়ি বইন।

হ।

নিখিলাদাদায় না আপনের দোস্ত?

দোস্ত অইছে কী অইছে?

দোস্তের বইনের লগে এই কাম করবেন?

দোস্তের বইনের লগে তো করন যায়ঐ। আমার বাপে যে পোলার জিনিসের লগেও করতে চায়। অনেকদিন ধইরা ফিরির মিহি হের নজর। আমার মনেঅয় গাছির মাইয়ার

AMARBOI.COM

মিহিও নজর দিছে চুতমারানির পোয়। নাইলে দারোগা পুলিশ আর গেরামের বেবাক মাইনষের সামনে ছেমড়ি হের মোকে ছ্যাপ ছিডাইয়া দিল, হেয় কিছু কইলো না। এমুন নুলাম জিনিস তো আমার বাপে না। ছনুবুড়ির জানাজায় যাওনের লেইগা মাকুন্দারে চোর সাজাইয়া জেলে দিল যেই মানুষ হেয় এতবড় অপমান সইজ্জ করলো ক্যা হেইডা কেঐ না বোজলেও আমি বুজি। নূরজাহানির ব্যাপারে হের অন্যকোনও মতলব আছে।

হাসু বলল, যা ইচ্ছা থাউক। ময়মুরব্বিগো লইয়া কথা কইয়েন না।

আতাহার হাসল, তয় আয় তরে লইয়া কই।

কইতাছেন ঐত্তো। আরও কন, হুনি।

তুই আমার লগে এমুন করচ ক্যা, ক তো?

কী করি?

বোজচ না কী করতাছচ?

না।

আইজ সাত আষ্ট বচ্ছর ধইরা দুই চাইর মাস পর পরঐ আমগো বাইত্তে আহচ তুই। এতদিন ধইরা তর মিহি আমার নজর। বহুত কায়দা ফায়দা তর লেইগা আমি করছি, তুই আমারে দেচ না ক্যা?

কথাটা যেন বুঝতে পারল না হাসু। সরল গলায় বলল, কী দিমু?

বোজচ না?

না।

আতাহার থতমত খেল। এরচেয়ে সোজাসুজি আর কীভাবে বলা যায় জানে না সে। আমতা গলায় বলল, শইল্যে মইল্যে হাত দিতে দেচ না, যা কই হোনচ না। আইজ সাত আষ্টবচ্ছর ধইরা কইতাছি, টেকা পয়সা লাগলেও দিমু। কত রাইত তর লেইগা জাইগগা বইয়া রইছি, তরে কইছি তর ফুফু ঘুমাইয়া যাওনের পর তুই চুপ্পে চুপ্পে উইট্টা বাংলাঘরে আইয়া পড়িচ, তুই কোনওদিন আহচ নাই। আমি বিচনায় হুইয়া তর লেইগা খালি উসপিস উসপিস করছি।

এসব কথা শুনে শরীর শক্ত হয়ে গেল হাসুর। গলা শুকিয়ে এল। তয় আতাহারকে কিছুই বুঝতে দিল না সে। মুখটা হাসি হাসি করে ঢংগি গলায় বলল, আমার লাহান মাইয়ার লেইগা এই রকম আপনের হওন উচিত না।

ক্যা, কী অইছে তর?

আপনে আমার মোকের মিহি কোনওদিন চাইছেন, শইল্লের মিহি চাইছেন?

চামু না ক্যা?

আমার মনে অয় চান নাই। চাইলে আমার লেইগা ক্ষায়েস আপনের অইতো না। চান, আমার মিহি চান, চাইয়া দেহেন আমারে মাইয়াছেইলা মনে অয়নি?

আতাহর হাসিমুখে হাসুর দিকে তাকাল। ততোক্ষণে ভর সন্ধ্যা। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। খুব কাছে দাঁড়িয়েও পরিষ্কার দেখা যায় না মানুষের মুখ। হাসুর মুখও পরিষ্কার দেখতে পেল না আতাহার, শরীর দেখতে পেল না। বলল, শইল মইল ঠিকঐ আছে তর, খালি গলার আওয়াজখান বেডাগো লাহান অইয়া গেছে। এমুন অইছে ক্যা? আগে তো এমুন আছিলো না।

AMARBOI.COM

বিরক্ত হল আতাহার। বাদ দে এই হগল। ম্যালা প্যাচাইল তর লগে এতুক্ষণ পারছি, আর প্যাচাইলের কাম নাই। ল অহনঐ কাম সারি। নাড়ার পাল্লার পিছে যাই।

হাসুর একটা হাত ধরল আতাহার। লগে লগে হাসু যেন আর হাসু রইল না, হাসু যেন এক জোয়ানমর্দ পুরুষ হয়ে গেল। এমন ঝাড়া (ঝটকা) মারল, আতাহার ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল, কোনও রকমে নিজেকে রক্ষা করল। তারপর হতভম্ব হয়ে গেল। কী রে, সত্য ঐত্তো তরে আর মাইয়াছেইলা মনে অইলো না। হাতখান লোহার লাহান শক্ত, এক্কেরে বেডাগো হাত। এমুন অইছে ক্যা তর? তর লগে হুইলে তো মনে অইবো বেডার লগে হুইছি। কাম নাই তর লগে হোওনের।

লুঙ্গির কোচর থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর ম্যাচ বের করে সিগ্রেট ধরাল আতাহার। দুই ঠোঁটে সিগ্রেট কায়দা করে আটকে প্যাকেট ম্যাচ আবার রাখল কোচড়ে, বাড়ির দিকে উঠতে গেল, হাসু হাসতে হাসতে বলল, ক্ষায়েস মিট্টা গেছে?

আতাহার সিগ্রেটে টান দিয়া বলল, হ। যেই হাত তর আমি ধরছিলাম, ওই হাত যুদি কোনও ছেমড়ির অইয়া থাকে তাইলে ঐডা আর ছেমড়ি নাই, ওইডা বেডা অইয়া গেছে। বেডা অইয়া বেডাগ লগে আকাম কুকামের অব্বাস আমার নাই। আইজ থিকা তুই বাদ, তর মিহি জিন্দেগিতেও আর চাইয়া দেহুম না আমি। আমি ফিরির কাছে যাই।

বসে যাওয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সিগ্রেট টানতে টানতে আতাহার তারপর উঠানের দিকে উঠে যায়। পিছনে নাড়ার পালার সামনে তখনও দাঁড়িয়ে আছে হাসু। বুক জুড়ে তার গভীর স্বস্তি। অনেক বছর ধরে পুরুষমানুষ ফিরাতে ফিরাতে, নিজেকে রক্ষা করতে করতে সে যেন সত্যি আর মেয়েমানুষ নাই, সে যেন পুরুষমানুষ হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

কিরে গণি তুই বলে আমার লগে দেহা করতে গেছিলি?

গণির হাতে চায়ের কাপ। খানিক আগে এক ডালা মুড়িমিঠাই খেয়েছে। মুড়িমিঠাই খেয়ে পানি খেলে পেট ফুলে কোমড় (কুমড়া) হয়। হাঁটাচলা করলে পেটের ভিতর ঘটমট ঘটমট শব্দ হয়। কিন্তু খানিক পরই মেলা দিতে হবে গণির। কাঁধে রেকসিনের ব্যাগ নিয়ে সোজা হেঁটে যাবে শ্রীনগর। সেখান থেকে স্পিডবোটে ষোলঘর হয়ে আলমপুর। আলমপুর থেকে লঞ্চে ফতুল্লা সদরঘাট। কিন্তু এই দুই জায়গার আগেই সৈয়দপুরে নেমে যাবে গণি। নেমে নৌকা করে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে বাসে চড়বে। সেই বাস সোজা যাবে জিঞ্জিরা। জিঞ্জিরা থেকে পার হতে হবে বুড়িগঙ্গা। ওপারে বাদামতলী ঘাট। সেখান থেকে রিকশা করে সোজা যাত্রাবাড়ি।

এই পথে হাঙ্গামা একটু বেশি। তবু একটানা তিন সাড়েতিন ঘণ্টা লঞ্চে বসে থাকার

একঘেয়েমি নাই। আধঘন্টা পৌনে একঘন্টা কখনও কখনও তার চেয়েও কম সময়ে এটা বদলে ওটায় ওঠো, পা থেকে স্পিডবোট, তারপর লঞ্চ তারপর নৌকা তারপর বাস তারপর আবার নৌকা তারপর রিকশা তারও পরে বাড়ি। অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি যানে চড়া, অদল বদল করা, সবমিলে ভাল রকমের ব্যস্ততা। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টের পাওয়া যায় না। একঘেয়েমি বলতে কিচ্ছু নাই।

তবে ধৈর্য ধরে তিন সাড়েতিন ঘন্টা লঞ্চে বসে থাকলে এত হাঙ্গামা করতে হয় না। ফতুল্লায় নেমে নারায়ণগঞ্জ থেকে গুলিস্তান ফিরা বাসে চড়লে যাত্রাবাড়ির মোড়ে নেমে যাওয়া যায়। তারপর পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে বাড়ি।

সদরঘাটে নামলেও অসুবিধা নাই। সদরঘাট থেকে রিকশায় যাত্রাবাড়ি। ভাড়াটা একটু বেশি পড়ে এই আর কি!

বয়স বাড়ার ধৈর্য যেখানে বেড়ে যায় মানুষের, গণির ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টা। কমে গেছে। ধৈর্য বলতে গেলে এখন নাইই। সারাক্ষণ অস্থিরতার মধ্যে আছে সে। ছটফটানির মধ্যে আছে। আগে হাঁটাচলায়, কথা বলায় ধীর শান্ত ভাব ছিল। সেটা এখন নাই। গণি এখন আর হাঁটে না, দৌড়ায়। গণি এখন কথা বলে হড়বড় হড়বড় করে। যেন পলকেই জীবনের সব কথা বলে শেষ করবে। কয়েক বছরের মধ্যে এই বদলটা হয়েছে তার। দুই ছেলে জাপানে গিয়া দেদারছে টাকা পাঠাতে শুরু করবার পর থেকে এইভাবে বদলে গেল গণি। এখন যে চা খাচ্ছে সেই খাওয়ায়ও কেমন এক তাড়াহুড়ার ভাব। অতিরিক্ত গরম চা মুখে দিয়া জিবলা একটু পুড়ছেও। মতি মাস্টারের বউ এই দৃশ্য দেখে বলেছে, গরম চা আস্তেসুস্থে খান দাদা। হুরতরাইস্যার লাহান খাইয়েন না। মোক পোড়বো।

তারপরও ঠিক একই কায়দায় চায়ে চুমুক দিতে গেছে গণি তখনই মান্নান মাওলানা এসে দাঁড়িয়েছেন তার বড়ঘরের সামনে, ওই কথা বলেছেন। শুনে গণি লাফিয়ে উঠতে গিয়েছিল। হাতের চা চলকে পড়ার ভয়ে ঠিক লাফিয়ে না উঠলেও অনেকটাই ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে বলল, হ দাদা, গেছিলাম।

মান্নান মাওলানার হাতে তসবি। অবিরাম তসবিদানা টিপে যাচ্ছেন আর মনে মনে দোয়া পড়ছেন। সেই অবস্থায় গণির লগেও কথা বলতে শুরু করলেন। কীর লেইগা?

আহেন, ঘরে আইয়া বহেন। তারবাদে কই।

না অহন আর বমু না। বেইল উইট্টা গেছে। বাজার মিহি যামু। রহি কইলো তুই আমার লগে দেহা করতে গেছিলি, আমি তহন নমাজ শেষ কইরা কোরান শরিফ লইয়া বইছি এর লেইগা বলে না দেহা কইরাঐ আইয়া পড়ছস।

হ দাদা।

ক্যা? কীর লেইগা গেছিলি?

কথার কাম আছে।

ক।

তারপরই মান্নান মাওলানার মনে হল হয়তো গোপন কথা হবে। বললেন, বেশি দরকারি কথা? এহেনে কওন যাইবো না?

গণি বলল, হ দরকারিঐ। তয় গোপন না। সবহানেঐ কওন যাইবো।

উঠানের পুবকোণে একখান আমগাছ। বউল আর গোটায় ভরে গেছে গাছ। সকালবেলার রোদ পড়েছে গাছে। বাতাসে ভাসছে বোলের ঝাঁঝাল গন্ধ। অজস্র মধুপোকা এসে জমেছে মধু নিতে। তাদের সূক্ষ্ম গুনগুনানিতে মুখর হয়ে আছে গাছ। এই গাছের পুবপাশে গণির বড়সড় রান্নাঘর। ঢেউটিনের দোচালা, চারপাশে বাঁশের বেড়া। ঘরটা রান্না আর ঢেঁকি দুই ঘরই। একপাশে মাটির দুইমুখি চুলা অন্যপাশে ঢেঁকি, ঢেঁকির লোট। ঢেঁকির একপাশ দিয়ে কারে ওঠার জন্য চার পাঁচখান কাঠ গজাল দিয়ে খামের লগে গেঁথে মইয়ের মত সিঁড়ি করা হয়েছে। কারে রাখা হয় সারা বছরের লাকড়িখড়ি, দুইতিন হাঁড়ি মুড়ি ভাজার বালি, ঝাঝড়। কাহাইল ছিয়াও আছে চিরা কোটার জন্য। পিঠা বানাবার জন্য চাউল গুড়া করবার কাজেও লাগে কাহাইল ছিয়া। অনেক সময় ঢেঁকিতেও কাজটা সারে কেউ কেউ। এই ঘরের সামনে, দরজার দক্ষিণপাশে আমগাছটার তলায় মাটিতে লেছড়ে পেছড়ে বসে আছে মতি মাস্টারের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে হিরা মানিক। হিরা মেয়ে, সে বড়। ষোল সতের বছর বয়েস হবে। মোটাসোটা নড়বড়ে শরীর, মুখটা গোলগাল, চোখ টানা টানা, গায়ের রং মতি মাস্টারের বউর মতই ফর্সা। নীল রংয়ের পাজামা আর ছিট কাপড়ের ফ্রক পরা হিরা হাঁটাচলা করতে পারে না, পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না। সারাক্ষণ মুখ দিয়ে ছেবড়ি উটছে। মানিকের অবস্থাও একই রকম। তয় অতিকষ্টে হাঁটাচলা সে করতে পারে। পা দুইখান বেকা, হাত দুইখান বেঁকা, মুখও স্বাভাবিক না। দুইজনেই কথা বলে হাউমাউ করে। হিরার স্বভাব হচ্ছে যে কাউকে দেখলেই মাটিতে লেছড়ে লেছড়ে তার পায়ের কাছে চলে আসে। গোঙানির মত শব্দ করে হাসতে থাকে। আসলে মানুষ দেখে আমোদ পায়।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই দুই প্রতিবন্ধী ভাই বোনের একে অপরের জন্য অপরিসীম টান, অপরিসীম মায়া। কেউ কাউকে এক পলক না দেখে থাকতে পারে না। এক লগে খাওয়া ঘুমানো তাদের, এক লগে দিনরাত্রি কাটানো।

এখন এই সকালবেলা দুইজনেই তারা অসহায় ভঙ্গিতে জবুথুবু হয়ে বসে আছে আমগাছটার তলায়। মান্নান মাওলানাকে দেখে হিরা তার স্বভাব অনুযায়ী লেছড়ে লেছড়ে পায়ের কাছে আসতে চাইছে, কিন্তু মানিক তাকে আসতে দিচ্ছে না। যতবারই আসার চেষ্টা করে ততোবারই মানিক তার ফ্রক টেনে ধরে আর ঠিক ততোবারই খলখল করে হেসে ওঠে হিরা। যেন খুবই মজার খেলা খেলছে দুইভাইবোনে। অদূরে বাড়ির নেড়িকুত্তাটা খামোস হয়ে বসে আছে।

মান্নান মাওলানাকে দেখেই মতি মাস্টারের বউ আছিয়া মাথায় ঘোমটা দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চায়ের কাপ হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে গণি তাকে বলল, এক কাম করো, আগে দুইখান চের দেও উডানে। দাদায় আমি বহি, বইয়া বইয়া কথা কই। এই ফাকে দাদার লেইগা তুমি এককাপ চা বানাও।

মান্নান মাওলানা বললেন, নারে অহন আর চা খামু না। বিয়ানে খাইছি। বেশি চা খাই না।

তয় ঠিক আছে। আমি তাইলে দুই চুমুকে চাডা খাইয়া লই।

হুস হুস করে দুইতিন চুমুকে কাপের পুরা চা শেষ করল গণি। আছিয়া চেয়ার এনে রেখেছে উঠানে। মান্নান মাওলানা বসেও পড়েছেন। বসার আগে গণি তার হাতের কাপ

AMARBOI.COM

আছিয়ার হাতে দিল। নেও, ধুইয়া রাখো। দাদার লেইগ চা বানানের কাম নাই। হেয় খাইবো না।

মান্নান মাওলানার দিকে তাকাল গণি। সে কথা বলবার আগেই মান্নান মাওলানা বললেন, ওই গণি, তগো বাড়ির মানুষজন কো? বউ পোলাপান?

গণি হাসল। ঢাকা গেছে গা।

কবে?

সাত আষ্টদিন অইলো।

তর বাড়ির কাম শেষ অইছে?

হ। গত শুক্কুরবার বাইত্তে মলুদশরিপ (মিলাদ) পড়াইছি।

কচ কী?

হ।

এর লেইগাঐ তর বাইত্তে নতুন মানুষজন দেকতাছি?

হ দাদা। আমার এক দূর সম্পক্কের খালাতো ভাই অইলো মতি, মতি মাস্টার। ওই যে মতির বউ আছিয়া, আর ওই যে দুইখান লুলা আতুর পোলাপান, হিরা মানিক। মতি গরিব মানুষ। মেট্রিক পাস। আগে জশিলদা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতো। চাকরিডা অহন নাই। নিজের বাড়িঘরও নাই। এক সময় আছিলো। গ্রামের নাম উয়ারি। জাগাজমিন বাড়িঘর বেবাকঐ আছিলো। কিছু নিছে গাঙ্গে বাদবাকি গেছে পোলাপান দুইডার চিকিস্যায়। অহন পথের ফকির। এই গেরামে হেই গেরাম ঘুইরা ছাত্র পড়ায়। রোজগারপাতি খুব কম। পেরায় পেরায়ঐ আমার কাছে আহে সাহাইয্যের লেইগা। কইলাম, আমি তো আর দ্যাশ গেরামে থাকুম না, তরা আইয়া আমার বাইত্তে থাক। বাড়ি পইর দিবি আর থাকবি। দরকার অইলে টেকা পয়সা দিয়াও সাহাইয্য করুম। দুইদিন অইলো আইছে অরা।

আর এর লেইগাঐ তুই গেছিলি আমার লগে দেহা করতে?

গণি হাসল। হ দাদা। আমি আর মত্তাজ এই বাড়ির দুই শরিক অইলেও বাড়ির আসল মালিক অইলেন আপনে। আমগো সীমানায় যেঐ থাউক, তাগো কথা তো আপনেরে না কইয়া পারুম না। তাগো দেখাশুনা ভালমন্দ সবকিছু নির্ভর করবো আপনের উপরে। আপনের কথা মতন চলবো সবাই। আপনে যা কইবেন হেইডাঐ হোনবো। অর্থাৎ কিনা আপনে অইলেন মুরব্বি। ইংরাজিতে যারে বলে গার্জিয়ান। আগে আমি পরিবার লইয়া থাকতাম বাইত্তে, তহন আপনে আছিলেন আমার গার্জিয়ান, অহন অইবেন মতি মাস্টারের গার্জিয়ান, মতির বউ আর আতুড় লুলা পোলাপানের গার্জিয়ান।

গণির কথায় খুবই খুশি হলেন মান্নান মাওলানা। এতটা তোয়াজ আজকের আগে কখনও তাঁকে করেনি গণি। আজ কেন করছে তাও বুঝলেন। নিজে এখন থেকে বউ পোলাপান নিয়ে থাকবে ঢাকায় আর বাড়িতে থাকবে মতি মাস্টার আর তার বউ পোলাপান, আগেভাগেই যদি মতির বউর সামনে মান্নান মাওলানাকে অতিরিক্ত তোয়াজ করে পটিয়ে ফেলা যায় তাহলে এই বাড়িতে তারা থাকবে রাজার হালে। মান্নান মাওলানা ঠিক তো পুরা বাড়ি ঠিক। কায়দাটা গণি ভালই ধরেছে।

এসব কথা তো আর গণির মুখের ওপর বলা যায় না! তোয়াজ শুনে খুশি হওয়ার

AMARBOI.COM

ব্যাপারটাও চেপে থাকার নিয়ম। এসব দিক বিবেচনা করে অন্য লাইন ধরলেন মান্নান মাওলানা। আমগাছ তলায় জবুথুবু হয়ে বসা মতি মাস্টারের অথর্ব ছেলেমেয়ে দুইটির দিকে তাকিয়ে বললেন, পোলাপান দুইডারে আতুড় লুলা কইচ না গণি। আল্লায় ব্যাজার অইবো। আল্লার ইশারা ছাড়া গাছের পাতা লড়ে না। অরা দুইজন যে এমুন অইছে এইডাও আল্লার ইশারায়ঐ অইছে। এই দুইন্নাইতে অরা নাইলে আজাব পাইতাছে পরকালে অরা থাকবো তর আমার থিকা বেশি আরামে।

গণি বলল, হ দাদা, এইডা দামি কথা কইছেন।

গণির পরনে আজ কালো রংয়ের ফুলপ্যান্ট, পায়ে দোয়ালাঅলা রংয়ের চামড়ার স্যাণ্ডেল। গায়ে সাদার ওপর সূক্ষ্ম নীল ডোরাকাটা হাফহাতা শার্ট। বাঁ হাতের কব্জিতে সাদা নিকেলের চেনআলা ঘড়ি। দেখে বোঝা যায় এই ঘড়ি ঢাকা থেকে কিনে গণি, এই ঘড়ি আসছে জাপান থেকে। দুই দুইটা পোলা জাপানে পাঠিয়ে হাড় হাভাতে গণি হয়ে গেছে বড়লোক, তিনকাঠার ওপর চারতলা বাড়ি করে ফেলেছে যাত্রাবাড়িতে। বউ পোলাপান নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছে ঢাকায়। এখন বাড়ি দেখাশোনার জন্য মতি মাস্টারের পরিবারকে রেখে যাচ্ছে। দুই পোলার কারণে কোথাকার মানুষ কোথায় গেছে!

তাঁর ছোট ছেলেটাও আছে জাপানে, আজাহার। টাকা যে পরিমাণ এতদিনে পাঠাবার কথা সেই পরিমাণ পাঠায় নাই। ছেলেটা একটু বেশি স্বার্থপর। হয়তো নিজের কামাই রোজগারের বেশির ভাগটাই নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে। হয়তো ভাবছে দেশে যা পাঠাবে তাই চলে যাবে বাপের পেটে। বাপের উপর ভরসা কম। ভাবছে দেশে ফিরে দেখবে তার পাঠানো টাকার একটাও নাই। আর আজকালকার বাজারে নগদ টাকা না থাকলে তার কোনও দাম নাই। এইসব কারণেই হয়তো টাকা পয়সা আজকাল সে ঠিকঠাক মতো পাঠাচ্ছে না। দুই তিনমাস পর পর কিছু পাঠায়।

মান্নান মাওলানা আনমনা হয়ে আছেন দেখে গণি বলল, কী চিন্তা করেন দাদা?

মান্নান মাওলানা চমকালেন। না কিছু চিন্তা করি না।

একটু থেমে বললেন, তুই কোনও চিন্তা করিচ না গণি। আমার উপরে যহন ভরসা করছস ভরসার কাম আমি করুম। আমি অগো দেইক্কা শুইন্না রাকুম। তুই কি অহনঐ ঢাকা যাইতাছস?

হ দাদা। ব্যাগবোগ রেডি। চা খাইয়াঐ মেলা দিতাম। আপনেরে দেইক্কা বইলাম।

ঠিক আছে যা। অগো খালি কইয়া যা সুবিদা অসুবিদা বেবাক যেন আমারে জানায়।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ানো আছিয়ার দিকে তাকাল গণি। হোনছো কী কয় দাদায়? কয় সুবিদা অসুবিদা বেবাক তারে কইয়ো।

মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে রেখেছে আছিয়া। সেই অবস্থায় কোনও রকমে বলল, আইচ্ছা কমু।

গণি উঠল। তয় আমি অহন মেলা দেই দাদা?

আর ইট্টু বয়। তর কাছ থিকা জাপানের খোঁজ খবর লই। জাপান থিকা বলে বেবাক বাংলাদেশিগো খেদাইয়া দিবো?

গণি হাসল। কে কইছে আপনেরে?

হোনলাম।

বাজে কথা। আমিও হুনছিলাম। হুইন্না পোলারা ফোন করনের পর অগো জিগাইছি, কয় মিছাকথা। যতদিন ইচ্ছা জাপানে অরা থাকতে পারবো। আমিও কইছি, যতদিন পারচ থাইক্কা আয়। দরকার অইলে থাকতে থাকতে বুড়া অইয়া যাবি তাও দেশে ফিরনের নাম লবি না। এই দেশে কোনও কাম নাই, ব্যবসা বাণিজ্য নাই। টেকা যা রুজি কইরা আনবি ওইডিঐ বইয়া বইয়া খাওন লাগবো।

আবার হাসল গণি। এইডি আসলে মিছাকথা দাদা। এইসব কইয়া পোলা দুইডারে জাপানে আমি আটকাইয়া রাখছি। এইদিক দিয়া অগো টেকায় চাইরতালা বাড়ি করছি। দোতালায় আমরা থাইক্কা বাকি তিনহান তালা ভাড়া দিমু। এহেক তালায় দুইখান কইরা ফেলাট। এহেক ফেলাটের ভাড়া তিন হাজার। ভাড়া পামু আঠরো হাজার টেকা। আমি থাকুম দোতালায়। দোতালার দুইখান ফেলাট জোরা দিয়া একখান বানাইছি। আপনে তো বোজেনঐ দাদা, আমার বড় সংসার। আটখান মাইয়া। বিয়া দিছি মাত্র তিনজনের। বাকি পাচজনের বিয়া বাকি। দুই পোলারে কইছি পাচ বইনের বিয়া দিয়া তারবাদে দেশে আবি। পোলারাও রাজি। কয় বইনগো লেইগা সমন্দ দেহেন। টেকা দিয়া পারেন পয়সা দিয়া পারেন বিদাই করেন এহেকজনরে। আমি দাদা ঘটকও লাগাইয়া দিছি। ঢাকায় যহন নিজের বাইত্তে উইট্টা গেছি, মাইয়াগো বিয়া অহন অইবোঐ। তিন জামাইও চেষ্টা করতাছে। তয় মাজে মাজে পোলা দুইডার লেইগাও দাদা মায়া লাগে। বিদেশের বাইত্তে খাইয়া না খাইয়া অড়ু অড়ু দুদের পোলারা লাক লাক টেকা পাডাইতাছে।

টাকার আওয়াজটা গণি কেন দিল বুঝলেন মান্নান মাওলানা। যাতে তিনি প্রশ্ন করেন গণির দুই ছেলে মাসে কত টাকা পাঠায়। যা পাঠায় গণি বলবে তার দ্বিগুণ। তারপর জানতে চাইবে আজাহার কত পাঠায়। মান্নান মাওলানা যে অংকই বলবেন শুনে অযথা অবাক হয়ে বলবে, ক্যা এত কম পাডায় ক্যা? আমার দুই পোলায় তো মাসে পাডায় তিনলাক। তয় মনে অয় আজাহার ভাল কাম পায় নাই জাপানে। অর্থাৎ আজাহারের তুলনায় নিজের ছেলেদেরকে বড় করে তোলার চেষ্টা।

এই কারণে ওসব বিষয়ের ধার দিয়েই মান্নান মাওলানা গেলেন না। তুললেন অন্য কথা। আচমকা বললেন, ঐ গণি, কী অইছে রে তর?

গণি থতমত খেল। কী অইবো?

তর মাথায় কোনও গণ্ডগোল অইছেনি?

গণি আকাশ থেকে পড়ল। কন কী দাদা, কীয়ের গণ্ডগোল?

তুই দিহি অহন ম্যালা প্যাচাইল পারচ! আগে তো এত প্যাচাইল পারতি না!

গণি কেলানো একখান হাসি দিল। হ দাদা, এইডা আপনে ঠিকঐ কইছেন। প্যাচাইল আমি অহন ইট্টু বেশি পাড়ি। আর খালি ছটফট ছটফট করি। আমি চাই চোক্কের নিমিষে আমার এহেকখান কাম অইয়া যাউক। পাচদিনের মইদ্যে পাচ মাইয়ার বিয়া অইয়া যাউক। দুই পোলার লেইগা দুইহান দোকান কিনুম গাউছিয়া মার্কেটে, টেকাও জমতাছে, তয় হেই টেকায় কুলাইতাছে না। বাড়ি করনের পর ক্যাশ টেকা আইটকা গেছে ম্যালা। পোলারা কইতাছে আষ্ট নয়মাস দেরি করেন আব্বা, অইয়া যাইবো নে। আমার সইজ্জ অয় না। বাড়ি বানানের সময়ও এমুন অইছে। মনে অয়

বহুতদিন লাইগ্যা যাইতাছে তাও য্যান বাড়ির কাম শেষ অয় না। সব কিছুতে আমার একখান হরতরাইস্যা ভাব। এই বদলানডা আমি দাদা কুনসুম জানি বদলাইয়া গেছি। আমার খালি মনে অয় টাইম শ্যাষ অইয়া যাইতাছে, কামডি শেষ অইতাছে না।

এই লক্ষণডা ভাল নারে? এইডা মরণের লক্ষণ।

একথা বলেই পুব দক্ষিণ কোণার ঘাটলার ওদিকে চোখ গেছে মান্নান মাওলানার, দেখেন মুকসেইদ্দা চোরার বাড়ির উত্তর ভিটির ঘরের পেছন দিকে অচেনা একজন লোক দাঁড়িয়ে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। পরনে উঁচু করে পরা লুঙ্গি, খালি গা। হাতে বোধহয় সিগ্রেট জ্বলছে। মুখে মোচ দাড়ি নাই, কামানো মুখ।

লোকটা কে?

গণিকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল, অরে চিনেন নাই দাদা? ঐত্তো মুকসেইদ্দা।

কচ কী?

হ। মাস দুয়েক নাকি তারও আগে জেল থিকা ছাড়া পাইছে।

আগে না মোকে দাড়ি মোচ আছিল?

হ। কামাই হালাইছে।

মান্নান মাওলানা চিন্তিত হলেন। মুকসেইদ্দা ছাড়া পাইছে, এইডা তো চিন্তার কথা। গেরামে চুরি চামারি বাইরা যাইবো।

না দাদা বাড়বো না।

কেমতে কচ?

মুকসেইদ্দার লগে আমার কথা অইছে।

কী কয় চোরায়?

কয় চুরি চামারি আর করবো না। দ্যাশ গেরামেঐ থাকবো। গিরস্তি কইরা খাইবো। জেল খাটতে খাটতে অর বলে আর ভাল্লাগে না।

কথা যুদি সত্য অয় তয় তো ভালঐ।

আমার মনে অয় সত্য। কারণ অইলো দুই আড়াই মাসে তো কোনও বাইত্তে চুরি অয় নাই। আর মানুষ তো দাদা বদলায়। মাইনষের বাইরের রূপ বদলায়, ভিতরের রূপ বদলায়। এই যে আমারে আপনে কইলেন আমি বদলাইয়া গেছি। এমুন বদলান কইলাম দাদা আপনেও বদলাইছেন। নাইলে গাছির মাইয়ায় আপনের লগে যেই অন্যায় করছে, অরে তো আপনে কব্বর দিয়া হালাইতেন! অর বাপ মারে পিডাইয়া মাইরা হালাইতেন। কিন্তু আপনে দিলেন ছেমড়িরে মাপ কইরা। এতেঐ বুজা যায়, আপনেও বদলাইছেন।

তারপর হাতের ঘড়ি দেখল গণি। দেখে ছটফটা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, পাগলের মত ছুটে গিয়ে বড়ঘরের দরজার সামনে রাখা ব্যাগটা হাতে নিল। আর দেরি করণ যাইতাছে না দাদা, আমি মেলা দেই।

মান্নান মাওলানাও উঠলেন। আচ্ছা যা।

গণি যখন উত্তর দিককার নামার দিকে নেমে যাচ্ছে, গণির দিকে তাকিয়ে মান্নান মাওলানা মনে মনে বললেন, তর কথা ঠিক না গইন্না। আমি ইট্টুও বদলাই নাই। আমি খালি থোম ধইরা রইছি। অহনঐ যুদি গাছির মাইয়ারে লইয়া কাইজ্জাকিত্তন আরম্ভ করি তাইলে আমার আসল কামডা অইবো না। ওই কামডা করনের লেইগা দরকার অইলে

AMARBOI.COM

হেই ছ্যাপ দিয়া অরে আমি....।

গোলাঘরের পুবদিককার বাঁশের বেড়ার তলা দিয়ে চাঁদের এক টুকরা আলো এসে ঢুকেছে। ঘুটঘুটা অন্ধকার ঘর ওইটুকু আলোয় অপার্থিব হয়ে উঠেছে। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে হাসু বলল, ও ফুবু, ঘুমাইছো?

হাসুর দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে রহিমা। ভাইঝির কথায় সোজা হল। না।

হাসু শুয়ে আছে রহিমার দিকে মুখ করে। চৌকির উপর থেকে তার খোলা চোখ গিয়ে পড়েছে পুবদিককার বেড়ার ওদিকে। চাঁদের আলোটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। এই আলোর কারণেই কি না কে জানে, ঘুম আসছেই না হাসুর। মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে আজ রাতে ঘুম আর আসবেই না। মনে হচ্ছে আজ রাতটা ফুফুর লগে গল্প করে কাটালে ভাল লাগবে। এই কারণেই রহিমাকে সে ডাকল। রহিমা সোজা হয়ে শোয়ার পর মনটাও আনন্দে নেচে উঠল হাসুর। ওই যে তোমারে একদিন বিয়ালে একখান কথা জিগাইতে চাইছিলাম ফুবু, তোমার মনে আছে?

রহিমা বলল, থাকবো না ক্যা?

কথাহান আউজকা জিগাই?

জিগা।

হুইন্না তুমি আবার চেইত্তা যাইবা না তো?

রহিমা হাসল। তর মনে অয় চেতুম?

চেততে পারো।

আমি ইট্টু ইট্টু বুজছি তুই কী জিগাবি। হেদিন বিয়ালেঐ বুজছিলাম। জিগা, আমি চেতুম না।

না চেতলা, হাচা কথা কইবা তো?

উদাস দুঃখি গলায় রহিমা বলল, কমু। মনের বেবাক কথা হারাজীবন মনের মইদ্যে চাইপপা রাখলাম। চাইপপা রাখতে রাখতে বুকের ভিতরডা পাথরের লাহান অইয়া গেছে। কেঐরে যুদি বেবাক কথা একদিন কই, বুকের পাথরডা মনে অয় নামবো। পাতলা বুক লইয়া মরতে পারুম। তুই জিগা, যা তর মনে লয় জিগা। বেবাক সত্যকথা তরে আমি কমু। একখানও মিছাকথা কমু না, একখান কথাও হামলামু (লুকানো) না। লজ্জা শরমের কথাও কইয়া দিমু।

ফুফুর কথা শুনে বুকের ভিতরটা কী এক মায়ায় মোচড় দিয়ে উঠল হাসুর। একটা

AMARBOI.COM

হাত ফুফুর বুকের কাছে রাখল সে। গভীর মায়াবি গলায় বলল, আমার কাছে তোমার আবার শরম কী? আমারে তুমি বেবাক কথাঐ কইতে পারো। আর আমারে না কইলে কইবা ঐবা কারে। আমি ছাড়া তোমার আছে কে?

হ, তরও তো আমি ছাড়া কেঐ নাই।

এর লেইগাঐত্তো আমরা দুইজন দুইজনরে বেবাক কথা কইতে পারি। তোমার কথা হোননের পর আমিও তোমারে আইজ আমার কথাডি কমুনে। কির লেইগা মউচ্ছামান্দ্রার বাইত্তে আমি থাকতে চাই না, খালি এই বাইত্তে তোমার কাছে আইয়া পড়ি। আমার শইল্লের এমুন ব্যাডা ব্যাডা দশা ক্যান, বেবাক তোমারে কমু নে।

আইচ্ছা।

আমার কথা হোনতে হোনতে তুমি আবার ঘুমাইয়া পড়বা না তো?

রহিমা ম্লান গলায় হাসল। আরে না ছেমড়ি। সুক দুঃখের কথা কইতে কইতে মাইনষে আবার ঘুমায় কেমতে?

না, ঘুম তো আইতে পারে। হারাদিন যেই কাম করো তুমি! বিয়াইন্না রাইত্রে উইট্টা আরম্ব করো, দুইফইরা ভাত খাইয়া ইট্টুহানি জিরান, তারবাদে আবার। আজাইর অও অনেক রাইত্তে।

হারাজীবন ধইরাঐত্তো এই আন্নাতান্না করতাছি। এই হগল কইয়া আর লাব কী! কপালে যা বাইন্দা লইয়াইছি তা কি আর বদলাইবো? ছিনুবুড়ি আর আলার মার মরণের কথা হোননের পর থিকা যহনঐ ইট্টু আজাইর থাকি, কাম কাইজ না থাকে হাতে, উডানের কোণায় নাইলে রান্দনঘরে, নাইলে এইঘরে হইয়া বইয়া থাকি, হুজরানীর পান থিকা যেই পানডু হামলাইয়া নাইলে চাইয়া চুইয়া আনি, হেই পান চাবাইতে চাবাইতে মরণের কথাও মনে অয়। মনে অয়, যে জিন্দেগী কাডাইয়া গেলাম হেই জিন্দেগীর থিকা মরণ অনেক ভাল আছিলো। মাইয়ামানুষ অইয়া জন্মাইলাম তারবাদেও নিজের সংসার অইলো না, পোলাপান অইলো না। জিন্দেগী কাটলো হুজুরের বাড়ির বান্দি অইয়া। খালি বান্দির কাম কইরা বাইচ্চা থাকলেও ভাল আছিলো। তাও তো পুরাপুরি অইলো না। এই হগল কামের আড়ালে আবডালে আরও কত কাম করতে অইছে।

কোন কাজের কথা বলতে চাইল রহিমা মোটামুটি বুঝল হাসু তয় ওই নিয়া কথা বলল না। বলল অন্যকথা। বিয়া তো তোমার অইছিল, হেই বিয়া টিকলো না ক্যা, সংসার অইলো না ক্যা তোমার?

রহিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ওই যে কইলাম, কপালের দোষ। বিয়া তো বাপ চাচারাঐ দিছিলো। জামাইবাড়ি আছিল কোলাপাড়া। কোলাপাড়া অইলো কাচারুগো (কাশারু) গেরাম। কাচারু কাগো কয় জানচ তো? যারা তামা পিতলের কারবার করে, কাচের থাল বাসনের কারবার করে। তারা এহেকজন বিরাট বড়লোক। টেকা পয়সার আকাল নাই। তয় তর ফুবা কইলাম কোলাপাড়ার মানুষ অইয়াও কাচারু আছিলো না। ছিন্নগর বাজারে এক কাচারুর দোকানে কাম করতো। নাম আছিলো খালেক। আমগ লাহানঐ গরিব গুরবা মানুষ। সংসারে বুড়ি মা, তিনহান পোলাপানআলা বিধবা বইন, বইনডার নাম আছিল মাজেদা। খাড়ে দজ্জাল আছিলো মাগি। আমার হরিও কম দজ্জাল আছিলো না। জামাইডা ভালই আছিলো, তয় ইট্টু মেউন্না। মারে আর বইনরে সাই ডরান ডরাইতো। বিয়ার পর দেড়বচ্ছর কাডে নাই, আমার নন্দে আর হরি বদলাম উডাইলো,

AMARBOI.COM

আমি বাজা। আমার পোলাপান অইবো না। নতুন বিয়ার পর যাগো পোলাপান অওনের তাগো এতদিনের মইদ্যে হইয়া যায়। বিয়ার দুই তিনমাসের মইদ্যে মাথা ঘুরান আরম্ব অয়, তেতইল খাওন আরম্ব অয়, ঘন ঘন উকাল করে বউরা। আর দেড়বচ্ছর অইয়া গেল এই হগল কিছুই অয় না আমার, না মাথা ঘুরান, না উকাল পাকাল না কিছু। জামাইও জুয়ানমর্দ। আমি নিজেও চিন্তায় পইড়া গেলাম। পোলাপান অয় না দেইক্কা হরি আর নন্দে তো আগেঐ চেচছে, অহন দেহি জামাইও ঠিক নাই। আবল তাবল কথা কয়। কিছু না করলেও শইল্লে হাত উডায়, বকাবাজি করে। কয়দিন বাদে হুনি বিয়ার চাড়ি (হুজুগ) উডাইছে। হরি কয়, পোলারে আবার বিয়া করামু। এই বাজা মাগিরে সংসারে রাখুম না। নন্দেও হের লগে উচালি (উৎসাহ) দেয়। জামাই দিহি কোনও কথা কয় না। তারবাদেও আরও আষ্টমাস ওই বাইত্তে আমি আছিলাম। যেদিন মলবি ডাইক্কা বাড়ির উডানে ময়মুরব্বিগো সামনে খালেক আমারে তালাক দিল, কী কমু তরে, মাডিতে আছড়াইয়া পাছড়াইয়া চিক্কইর পাইড়া কানছিলাম আমি। বহুত হাতে পায়ে ধরছিলাম জামাইয়ের, হরি নন্দেরও কম ধরি নাই। জামাইরে কইছিলাম, বিয়া আপনে আরেকখান ক্যা, আরও তিনডা করেন, আমি কিছু কমু না। আমার লগে আপনের হোওনও লাগবো না। খালি এই বাইত্তে আমারে ইট্টু জাগা দেন। দাসি বান্দির কাম কইরা আপনেগো আমি খাওয়ামু। কেঐ আমার কথা হোনলো না। কইলাম তয় আমি অহন যামু কই? বেবাকতে কইল হেইডা আমরা জানি না। নন্দে কইলো, ক্যা তোমগো বাইত্তে যাও! তোমার বাপ নাইলে মরছে, চাচা ফুবুরা আছে, ভাই আছে, তাগো কাছে যাও।

আমারে বিয়া দেওনের পর বচ্ছরও ঘোরে নাই বাবায় মরলো। মায় তো মরছিলো আরও আগে। দইল্যাদায় তহনও বিয়া করে নাই। তর মায় আহে নাই সংসারে। অবস্তাও ভাল না আমগো। বাবায় মরণের আগে হের ভাই বেরাদররা জাগাজমিন খেতখোলা বেবাক ভাগ করছে। আমগো ভাগে যেডু জমিন পড়ছে হেই জমিন চইয়া তিন চাইরজন মাইনষের বচ্ছর চলবো না। বাপের জাগা জমিনের ভাগ দুই ইট্টু মাইয়ারাও পায়। চিন্তা করলাম বাইত্তে যাই, গিয়া দইল্যাদারে কই, জাগা জমিনের দাবি আমি করি না,তয় আপনে খালি এই বাইত্তে আমারে থাকতে দেন। আপনে আমার ভাই, আপনে জাগা না দিলে আমি যামু কই।

এই তরি শুনে হাসু বলল, ইস, আর মানুষ পাইলা না তুমি? গেলা আমার বাপের কাছে? ওই শুয়োরের পোয় মানুষনি? অর কাছে গেলা ক্যা?

হের কাছে ছাড়া আর যামু কই? আছে কে আমার?

আর কোনও আততিয় স্বজন আছিলো না? দুইন্নাইর বেবাক মাইনষের ঐত্তো আততিয় স্বজন দুই চাইরজন থাকে। তাগো মইদ্যে কি বেবাক মানুষঐ খারাপ? কেঐর লেইগা কেঐর মায়া মহব্বত নাই?

থাকবো না ক্যা, আছে। তয় গরিব মাইনষের আসলে মায়া মহব্বত থাকে না। যাগো প্যাডে ভাত নাই, নিজের প্যাডের ভাত জোগাইতে যাগো দিন যায় তারা আবার অন্য মাইনষেরে মায়া দেহাইবো কেমতে? আমগো আততিয় স্বজন বেবাক অইলো গরিব। আশিন কাতি মাসে না খাইয়া থাকে অনেকে। এমুন আততিয় স্বজনরা কে কারে জাগা দিবো নিজের সংসারে? কে কারে খাওয়াইবো?

AMARBOI.COM

হ, এইডা ঠিক কথা। আইচ্ছা কও দিহি, তারবাদে বাবায় তোমারে কী কইলো?

কইবো আর কী, জামাই তালাক দিছে যেই বইনরে হেই বইন বাইত্তে আইয়া উডনের লগে লগে ঐত্তো তারে আর খেদাই দেওন যায় না। দুই চাইরদিন থোম ধইরা রইলো। হেই ফাঁকে দেহি বাইত্তে ঘটক আহে, দইল্যাদায় নিজেঐ নিজের বিয়ার লেইগা মাইয়া দেকতাছে। দুইদিন দেখলাম আমার ছোডচাচা আর চাচতো ভাইগো লইয়া শার্ট পায়জামা ফিন্দা, মোকে ছুনু পাউডার মাইক্কা মাইয়া দেকতে গেল। বিয়াও ঠিক অইয়া গেল। তহন একদিন ছোডচাচা আর চাচতো ভাইগো লইয়া, দুই ফুবু আইলো বাইত্তে, তাগো পোলাপানরা আইলো, বেবাকতে মিল্লা বইয়া ঠিক করলো আমার অহন উপায় অইবো কী? তালাক অওয়া মাইয়ার কত বিয়া অয় আবার! তয় হেইডা তো আর আমার অইবো না। আমি তো বাজা! বাজা মাইয়া কে বিয়া করবো? আর ভাইর সংসারেও যে আমি থাকুম, ভাই বিয়া করতাছে, দিনে দিনে সংসার বড় অইবো, হেয় আমারে টানবো কেমতে? খাওয়াইবো কী? শেষমেশ আমার মাজারো ফুবায় কইলো, রহিরে কোনও বড়গিরস্ত বাইত্তে কামে দিয়া দিলে অয়। বিক্রমপুরে পয়সাআলা গিরস্তের আকাল নাই। ঝি চাকর ম্যালা লাগে তাগো। ইট্টু চেষ্টা করলে যে কোনও হেরামে কামে দিয়া দেওন যাইবো অরে। ভাল গিরস্ত বাড়ি পাইলে হারাজীবনঐ এক বাইত্তে থাকতে পারবো। ল বেবাকতে মিল্লা চেষ্টা কইরা দেহি অমুন বাড়ি পাইনি। যতদিন না পাই ইট্টু কষ্ট অইলেও দইল্যার সংসারেঐ রহি থাউক।

ঐ ফুবাঐ কয়দিন বাদে কেমতে কেমতে জানি মেদিনমোণ্ডলের এই বাড়িডা বিচড়াইয়া বাইর করলো। আল্লাআলা মাইনষের বাড়ি। এই বাইত্তে একজন বান্দা ঝি লাগবো। ঝি যুদি ভাল অয় হারাজীবন থাকতে পারবো। হইন্না আততিয় স্বজনরা বেবাকতে খুশি। মাওলানা সাবের বাড়ি অইলে তো ভালঐ। যুবতী মাইয়া ঐরকম বাইত্তে ভাল থাকবো। মাইয়ার দিহি কেঐ কুনজর দিবো না।

শুনে খিক করে হাসল হাসু। ইস মাইনষের যা চিন্তা ভাবনা না! হুজুর মুজুর হোনলেঐ মাইনষে মনে করে তাগো লাহান ভাল মানুষ আল্লার দুইন্নাইতে আর নাই। ভিতরে ভিতরে আলেমগুলি যে কী জালেম হেইডা বোজে খালি তোমার আমার লাহান মাইনষে।

হ এইডাঐ ঠিক কথা।

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে রহিমা বলল, ঐ হাসু, হুজুরে তরে কোনওদিন পাও পোও টিপতে ডাক দিছে?

না, অহনতরি দেয় নাই।

কোনওদিনও দেয় নাই?

না।

তয় দিতে পারে। সাবধানে থাকিস।

অহন আর সাবধানে থাকনের কিছু নাই আমার।

ক্যা?

আমি কি অহন আর মাইয়ামানুষনি! থোও আমার কথা। আমার কথা পরে হুইন্নো। আগে তোমারডা শেষ করো।

AMARBOI.COM

অনেকক্ষণ সোজা হয়ে শুয়ে কথা বলার ফলে ক্লান্ত লাগছে রহিমার। হাসুর দিকে পাশ ফিরল সে। কত কথা! হারারাইত ধইরা কইলেও ফুরাইবো না।

ফুফুকে পাশ ফিরতে দেখে হাসু এবার সোজা হল। আরে কও তুমি। ফুরাইবো। আইজ না ফুরাইলে আরেক দিন কইবা।

আইচ্ছা। তয় তর ঘুম আইতাছে না তো?

না। তোমার?

আমারও না।

তয় কও।

মাইনষের বাইত্তে ঝিয়ের কাম কইরা জিন্দেগী কাডাইতে অইবো হোননের পর থিকা আমি এক্কেরে থোম ধইরা গেছি। মনডার মইদ্যে এমুন দুঃখু অইছে! আহা রে, গিরস্ত ঘরের মাইয়া, পেটখান বাজা অইছে দেইক্কা, কপালের ফ্যারে কোনমিহি অহন যাইতে অইতাছে। ইচ্ছা করলে ভাইয়ে আমারে তার সংসারে রাকতে পারতো। নাইলে নিজের ভাইয়ের সংসারেঐ ঝিয়ের কাম কইরা খাইতাম! অন্যের বাইত্তে যাওনের কাম কী! যেই সংসারে দুইজন মাইনষের আহার জোডে হেই সংসারে তিনজনেরও জোডে। নাইলে নিজেগো গেরামেঐ এই বাইত্তে ঐ বাইত্তে ধান বাইন্না, মুড়ি ভাইজ্জা, চাউল কুইট্টা খাইতাম। হারাদিন কাম করতাম মাইনষের বাইত্তে রাইত্রে আইয়া খালি হুইয়া থাকতাম নিজেগ বাইত্তে। বড়ঘরে নাইলে দইল্যাদায় তার বউ লইয়া থাকতো, আমি নাইলে থাকতাম রান্ধনঘরে! এইভাবে কেঐ আমারে লইয়া চিন্তা করলো না! সংসার বাড়ি থিকা, গেরাম থিকা ভিন গেরামে পাডানের বন্দবস্ত করলো!

দুঃখে বুকটা আমার তহন ফাইট্টা যায়, তয় কেঐরে কিছু কই না। যা আছে কপালে, আমি ঐ বাইত্তে ঝিয়ের কামেঐ যামুগা। বাপের বাইত্তে কোনওদিন আহুম না।

তর মার লগে দইল্যাদার তহন বিয়া ঠিক অইয়া গেছে। বিয়ার দিন তারিকও ঠিক অইছে। ছোডচাচায় আমারে কইলো ভাইয়ের বিয়া খাইয়াঐ যাইচ। আমি কইলাম, না কাকা, থাউক। আমি পোড়া কপালি, এই হগল সুক আল্লাদ আমার কপালে নাই। আমি আগেঐ যাইগা। আর নতুন বউ সংসারে আইয়া দেকবো হের নন্দে ঝিয়ের কামে মেলা দিছে ভিন গেরামে, নুতন বউর কাছে শরম পাওন লাগবো। আগেঐ যাইগা।

কাকায় কইলো, হ, কথা মন্দ কচ নাই। তয় যা গা। বুকের দুঃখ বুকে চাইপপা, মাজারো ফুবার লগে পথে নামলাম। দুই হাতে বুকের কাছে ধরা ছোট্ট একখান গাট্টিতে আমার দুইহান ফিন্দনের কাপোড়, ছায়া বেলাউজ, আরও দুই চাইরহান টুকুর টাকুর জিনিস। দইল্যাদায় আমারে একবার কইলোও না, অহন যাইচ না বইন, বিয়ার পর যা। এই বাইত্তে আমি আইয়া উটলাম দোফরের পর। আমারে দিয়া ফুবায় গেল গা। মনে আছে ফুবার যাওন দেইখা আমি পোলাপানের লাহান ফোপাইয়া ফোপাইয়া কানছিলাম। মনে অইছিলো আমার শেষ আপনজন আমারে অচিন এক বাইত্তে রাইখা চিরদিনের লেইগা গেল গা। এই দুইন্নাইতে আমি অহন একলা। আমার কেঐ নাই।

রহিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কতকাল আগের কথা, তাও বেবাক মনে আছে। পয়লা পয়লা ভাল্লাগতো না এই বাইত্তে, আস্তে আস্তে দেহি ভালঐ লাগে। বেবাকঐ কেমুন জানি আপনা আপনা অইয়া ওডে। সব কিছুঐ নিজের মনে অয়। মাইনষের নিয়মঐ

এইডা, বুজলি হাসু, একহানে থাকতে থাকতে কুনসুম জানি হেই জাগাডাঐ তার আসল জাগা অইয়া যায়। এই বাড়িডাও দিনে দিনে আমার আসল বাড়ি অইয়া গেল।

গণি মিয়ার সীমানায় তাদের বুড়া কুত্তাটা হঠাৎই দুতিনটা ঘেউ দেয় এ সময়। চাঁদের আলোয় দূরে কোথায় একটানা ডেকে যাচ্ছে একটা কোকিল পাখি। তেঁতুল গাছটার ওদিকে বোধহয় বাদুড় ওড়াউড়ি করছে, ডানা ঝাপটাবার শব্দ পাওয়া যায়। বাঁশের বেড়ার ফাঁক ফোকর দিয়ে হু হু করে আসছে চৈত্র রাতের হাওয়া। গুটি ধরে আসার পরও পাক্ঘরের পিছন দিককার আমগাছ থেকে বোউলের গন্ধ এসে মিশছে হাওয়ায়। এই হাওয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন বুকে আটকে রাখল রহিমা। সেই ফাঁকে হাসু বলল, তয় তোমগো বাইত্তে তুমি আবার কবে গেলা? এই বাইত্তে আহনের কতদিন পর?

রহিমা বলল, দেড় দুইবচ্ছর পর। তুই হইছস হুইন্না গেলাম। একমনে যাইতে চাই নাই, আরেক মনে চাইছি। ভাইয়ের বিয়ার আগে আহনের দিন তো মনে মনে কইছিলাম আর কোনওদিন ফিরত আমু না। দেড় দুইবচ্ছর হেই ভাবটাঐ আছিলো মনে। তারবাদে যহন হোনলাম আমার ভাইয়ের একহান মাইয়া অইছে, হুইন্না মনডা নুলাম অইয়া গেল। একে ভাইর বউরে দেহি নাই, তার উপরে অইছে মাইয়া, দুইজনরে দেহনের লেইগাঐ মনডা আনচান আনচান করতে লাগলো। নিজে বাজা মাইয়াছেইলা, পোলাপান অইবো না কোনওদিন, এর লেইগা পোলাপানের লেইগা একখান আকাই (আকাঙ্ক্ষা) আমার আছে। তার উপরে আছে নিজের বাপের ভিডির টান, যত পরঐ কইরা দেউক ভাইয়ে, ভাই তো ভাইঐ, হের আবার একখান মাইয়া অইছে, মাইয়াডার মোক দেহনের লেইগা মনডা ছুইট্টা গেল। হুজরানিরে কইলাম পাচ ছয়দিনের লেইগা বাইত্তে যামু। হেয় কয়, যা। একদিন গিয়া উটলাম বাইত্তে।

বোজলাম, তয় যোল্লঘর থিকা কেডা আইয়া তোমারে বাড়ির খবর কইতো? আমার জন্মের কথা কে আইয়া কইলো তোমারে?

দ্যাশ গেরামের খবরা খবর কেমতে কেমতে জানি মাইনষের কাছে আইয়া পড়ে, বুজলি। সীতারামপুরের একজন মানুষ আছিলো, কারিকর। নাম অইলো মোসলেম। কারিকরের কাম হেয় করতো না, করতো দোকানদারী। তয় ঘরে বইয়া দোকানদারি না। কান্দে ভাড় লইয়া, ভাড়ের দুই মিহির চাঙ্গারিতে মালছামান লইয়া গেরামে গেরামে যাইতো। বেডা আবার ফউকরালিও (ফকিরি, ওঝার কাজ) করতো। কেঐর গলায় মাছের কাডা বিনলে বিড়বিড় কইরা দোয়া পইড়া কইতো, এইবার ঢোক গিলো। যার গলায় কাডা বিনছে হেয় ঢোক গিল্লা দেকতো কাডা নাই, গেছে গা। এই মোসলেম পেরায় পেরায়ঐ আইতো এই বাইত্তে, আবার দোকানদারি করতে আমগো গেরাম মিহিও যাইতো। আমার মোকে হুইন্না আমার ভাইরে চিনছিলো। ওই মোসলেম মোদি আইয়াঐ তর জন্মের খবর আমারে দিছিলো। রহিমা, তোমার ভাইর একখান মাইয়া অইছে।

তারবাদে তুমি গেলা?

হ।

যাওনের পর তোমার ভাইয়ে তোমারে দেইক্কা কী করলো?

হেয় দুইফইরা ভাত খাইতে বইছে। ভাবীছাবে তারে ভাত বাইড়া দিতাছে। তরে

AMARBOI.COM

হোয়ায় রাকছে চকির উপরে। এই এত্তোডু মাইয়া তুই। নিঃসাড়ে ঘুমাইতাছিলি। আমারে দেইক্কাঐ তর বাপে মোকহান কালা কইরা হালাইলো। যেন আমি তার খাওনে ভাগ বহাইতে গেছি। দেইক্কা আমি কইলাম, মোক কালা কইরেন না দাদা, আমি এই বাইত্তে থাকতে খাইতে আহি নাই। ভাস্তি অইছে হুইন্না মনডা ছুইট্টা গেল, এর লেইগা অরে ইট্টু দেকতে আইছি।

হুইন্না তর বাপে কথা কইলো না, তর মায় পাগলের লাহান ফালদা বাইরে আইলো। পোলাপানের লাহান দুইহাতে আমারে প্যাচাইয়া ধরলো। হায় হায় কয় কী, আমার নন্দে আইছেনি? আহেন বুজি, ঘরে আহেন। আমার মাইয়া তো আপনের মাইয়াঐ। দেহেন ঐ যে হুইয়া রইছে।

তর মার ব্যাভার দেইক্কা চোক্কে পানি আইয়া পড়লো আমার। এত ভাল একহান মানুষ আমার ভাইর বউ অইয়া আইছে! এমুন মায়া লাইগ্যা গেল তার লেইগা!

চোক্কের পানি পুইচ্ছা তরে আমি কুলে লইলাম। তুই তহন বেভোর ঘোমে। অনেকক্ষুণ তরে কুলে লইয়া বইয়া রইলাম। এই ফাঁকে তর মায় আমার লেইগা আবার ভাত রানলো, ঘোপায় জিয়াইন্না কইমাচ রানলো। তারবাদে আমারে সামনে বহাইয়া খাওয়াইলো। তার ব্যাভারে আমি আর ভাত খাইতে পারি না, আমার চোক্কে খালি পানি আহে। তর মায় যে আমার ভাইর বউ হেইডা আর মনে অয় না। মনে অয় হেয় আমার মা। বহুতদিন আগে মইরা গেছিলো তারবাদে য্যান আবার ফিরত আইছে। ছোডকালে আমারে যেমুন সামনে বহাইয়া ভাত খাওয়াইছে অহনও যেমুন হেমুন কইরাঐ খাওয়াইতাছে। বিয়ালবেলা আমি কইলাম, অহন যাইগা ভাবীছাব। ম্যালা দূরের পথ, যাইতে যাইতে হাজ অইয়া যাইবো। হুইন্না ভাবীছাব য্যান আসমান থিকা পড়লো। হায় হায় কন কী? কই যাইবেন আপনে? না না আপনে আর যাইতে পারবেন না। আপনে অহন থিকা এই বাইত্তেঐ থাকবেন। আমি খাইলে আপনে খাইবেন, আমি না খাইলে আপনেও খাইবেন না। আর বাইত্তে কোনও কামও আপনের করন লাগবো না। আপনে খালি ভাস্তিরে কুলে লইয়া বইয়া থাকবেন, বেবাক কাম আমি একলা করুম।

হাসু বলল, তারবাদেও তুমি থাকো নাই?

তিনদিন রইছিলাম। দইল্যাদার ব্যাভারে থাকতে পারি নাই।

কী করলো হেয়?

খালি ভাবীছাবের লগে পিসপিস পিসপিস। একদিন দেহি ভাবীছাবে চুপ্পে চুপ্পে কানতাছে। আহা রে আমার লেইগা একজন মানুষ স্বামীর গঞ্জনা সইতাছে। আপনা ভাই পর অইয়া গেছে, পর অইয়া গেছে আমার আপন। ভাবীছাবরে বুজাইয়া বাজাইয়া তিনদিনের দিন আমি আবার এই বাইত্তে আইলাম। তয় তারবাদেও বচ্ছর দুইবচ্ছরে একবার যাইতাম বাইত্তে। তরে দেকতে, ভাবীছাবরে দেকতে। তারবাদে মানুষটা মরলো। তর বাপে বিয়া করলো একটা দজ্জালনিরে। তরে আইন্না আমি কামে দিলাম মউচ্ছামান্দ্রা।

হাসু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আইচ্ছা ফুবু আমারে একখান কথা কও তো, বদ বেডাগো লগে খালি ভাল বেডিগো বিয়া অয় ক্যা? এইডা আল্লার কেমুন বিচার? ভাল মাইনষের কপাল বাইন্দা দেয় খাচ্চড় বেডাগো লগে। যেমুন আমার বাপের লগে দিছিলো আমার

মারে। এই বাইত্তে হুজুরের লগে দিছে হুজরানীরে। হুজুর যতো বদ, হুজরানী ততো ভাল।

হ এইডা ঠিকঐ কইছস। তয় হুজুর যে কী রকম বদ এইডা আমার থিকা ভাল আর কেঐ জানে না। হেই হগল কথা জিন্দেগিতে কেঐরে আমি কইতে পারুম না। যেই পেডের লেইগা জামাইর ঘর আমি করতে পারি নাই, জামাই আমারে তালাক দিছে, মাইয়া মাইনষের জীবনের সব থিকা বড় সুখ মা অওন, যেই পেডের লেইগা আমি কোনওদিন মা অইতে পারি নাই, এই বাইত্তে আহনের কয়দিন পর থিকাঐ আল্লার কাছে আমি খালি শুকুর করছি, আল্লাহ পেডহান এমুন কইরা তুমি আমারে বাচাইয়া দিছো। নাইলে যে কী আছিলো আমার কপালে! বচ্ছর বচ্ছর খালি জাউরা পোলাপান অইতো আমার পেডে। মাইনষেরে আমি মোক দেহাইতে পারতাম না। তুই ডাঙ্গর মাইয়া, তুই আমার কথা বোজছচ। এর থিকা বেশি কিছু তরে আমি আর কইতে পারুম না। গিরস্ত ঘরের যেই মাইয়া একদিন স্বামীর সংসারে গিয়া পোলাপান লইয়া সুখের সংসার করনের স্বপ্ন দেখছিলো হেই মাইয়া কপালের ফ্যারে অইয়া গেল এক বাড়ির দাসিবান্দি। যেই দাসিবান্দির দিনে অইলো এক কাম রাইত্রে আরেক কাম। হুজুরের ইশারায় হারারাইত ঘরের দুয়ার আবজাইয়া রাখন লাগে, কুনসুম হুজরানী ঘোমে বেভোর অইবো, কুনসুম হেয় আইয়া আমার লগে হুইবো। এই কইরা কইরা জীবনডা গেল আমার। কী জীবন কী অইয়া গেল!

রহিমা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর একহান কথা আইজ তরে আমি কই। আমার মনে অয় আমার পেডহান বাজা না।

যেন আচমকা কাঁটার খোঁচা খেয়েছে ইসু, এমন করে চমকাল। কী?

হ। জামাই বাইত্তে যেই দেড়বচ্ছর আছিলাম হেই দেড়বচ্ছর কিচ্ছু অয় নাই। এই বাইত্তে আইয়া যহন হুজুরের লগে থাকতে আরম্ভ করলাম, তিন চাইরবার কইলাম আমার মনে অইছিল আমার পেড অইছে।

গভীর বিস্ময়ের গলায় ইসু বলল, কও কী তুমি?

হ। পয়লাবার পাক্কা সাড়ে তিনমাস হায়েজ বন্দ। দেড় দুইমাসের মইদ্যে দেহি ইট্টু ইট্টু মাথা ঘুরায়, উকাল আহে। কেঐরে কিছু বোজতে দেই নাই। একমিহি ডরে কইলজা হুগাইয়া যায়, আরেকমিহি মনে জানি কেমুন ফুর্তি লাগে। একমিহি মনে অয়, সত্যঐ যুদি হুজুরের পোলাপান আইয়া থাকে আমার পেডে তাইলে তো মাইনষে খানকি কইবো, আরেকমিহি মনে অয় তাইলে তো আমার পেডহান বাজা না। এক রাইত্রে হুজুররে কইলাম, হুইন্না হুজুরেও ডরাইয়া গেল। হায় হায় কচ কী! তর ফুবায় যে কইছিলো তুই বাজা দেইক্কা জামাই তরে তালাক দিছে! অহন তাইলে এই ভেজাল কেমতে অইলো? আগে জানলে তো অন্য বেবস্তা করতাম আমি!

কইলাম, আমিও জানতাম আমি বাজা। এমুন তো কোনওদিন হয় নাই।

দুইজনেই তারবাদে আমরা চিন্তায় চিন্তায় থাকি। সাড়ে তিনমাসের মাথায় একদিন শইল খারাপ অইলো আমার। তয় হেই শইল খারাপটা সব সময়কার লাহান না। কেমুন জানি অন্যরকম। মনে অইলো পেড থিকা খালি রক্তঐ বাইর অইলো না রক্তর লগে যেন আরও কিছু বাইর অইলো?

www.amarboi.com

আগের মতই বিস্ময়ের গলায় হাসু বলল, আর কী বাইর অইবো?

তুই বোজচ নাই?

না।

পোয়াতি মাইয়াছেইলাগ পেড নষ্ট অয় না, আমার মনে অইলো আমারও য্যান পেড নষ্ট অইয়া গেল।

হ্ এইবার বুজছি।

তারও দুইবচ্ছর পর আরেকবার এমুন অইলো। হেইবারও হায়েজ বন্দ থাকল দুই তিনমাস। তারবাদে আবার অমুন অইলো। এই জীবনে মোটমাট চাইরবার এমুন অইছে আমার। তারবাদে আইজ সাত আস্টবচ্ছর পুরাপুরিঐ বন্দ।

আইজকাইল আমার কোনও কোনও সময় মনে অয় কি জানচ হাসু, মনে অয় পেড আমার পুরাপুরি বাজা আছিলো না। অল্প বিস্তর গণ্ডগোল আছিলো পেডে। ডাক্তার কবিরাজ দেহাইলে, চিকিচ্ছা করলে গণ্ডগোলডা যাইতো গা। পোলাপান আমার অইতো। কপালের দোষ, বেবাকঐ কপালের দোষ। গরিবের ঘরে না জন্মাইয়া যুদি বড় গিরস্তের ঘরে জন্মাইতাম, ধনী মাইনষের লগে যুদি বিয়া অইতো তাইলে এই জীবনডা অন্যরকম অইতো। টেকা পয়সা খরচা কইরা জামাই আমার পেড ভালা কইরা দিতো, পোলাপান লইয়া অন্য মাইয়াছেইলার লাহান সুখের সংসার করতাম আমি। আহা রে, জীবন!

হাসু ততোক্ষণে একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। ফুফুর কাছে আর যেন কিছুই জানার নাই তার। যা জানতে চেয়েছে তাতো জেনেছেই যা না চেয়েছে তাও জেনেছে। একজন মানুষের মনের অতলে লুকিয়ে থাকা সব কথাই আরেকজন মানুষ আজ জেনে গেছে। এখন বলার আছে হাসুর নিজের সবকথা। সেসব এখন আর বলতে ইচ্ছা করছে না। এখন বললে যেন সেইসব দুঃখের ভিতরকার প্রকৃত বেদনাবোধ ঠিকঠাক বোঝানো যাবে না ফুফুকে। বলতে হবে আরেকদিন, যেদিন ফুফুর ভিতরকার সব কথা জেনে প্রবল কষ্টের যে ধাক্কা হাসুর বুকে লেগেছে সেই ধাক্কার প্রচণ্ডতা কিছুটা হলেও কমে আসবে।

বাইরে চৈত্রমাসের জ্যোৎস্না রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল তখন। ঝিঁঝিরা ডেকে যাচ্ছিল আপন মনে। গাছের পাতায় পাতায় ছিল আমের বোউলের গন্ধে মাতোয়ারা হাওয়া। দূরে হঠাৎ হঠাৎই ডেকে উঠছিল ক্ষুধার্ত শিয়াল। সবকিছুর পরও প্রকৃতি উদাস হয়ে ছিল আপন মহিমায়।

বিয়ার পর পরই স্বামীর শরীরের ঘাটতিটা বুঝে ফেলেছিল পারু।

বিছানায় পুরুষের উদ্যামতা বলে কিছু নাই তার। নতুন বউর লগে দুর্বল কিছু আচরণ করেই নিস্তেজ হয়ে যায়। মরার মত ঘুমায়া পড়ে। এদিকে শরীর ভরা চাহিদা

নিয়ে জেগে থাকে পারু। ছটফট করে। রাতের পর রাত ঘুম হয় না। মাথা সারাক্ষণ ধরে থাকে। কালিমায় কালো হয় ডাগর দুইখান চোখের কোল। মুখে হাসি নাই, বিষণ্নতার ছায়া। তারপরও সংসারকর্ম করতে হয়। বিয়ার পর পরই মোতাহারকে আলাদা করে দিয়েছেন মান্নান মাওলানা, দুইজন মানুষের হলেও সংসার তো! কাজের আকাল নাই সেই সংসারে। সকাল থেকে শুরু করে দুপুর তরি একটানা কাজ। রান্নাবান্না, গোসল খাওয়া। দুপুর শেষ হওয়ার আগ তরি আজার নেই।

দুপুরের পর ঘন্টা দেড়ঘন্টার একটা ঘুম ছোটবেলা থেকেই বাঁধা পারুর। শ্বশুড় বাড়িতে এসেও সেই অভ্যাস বজায় ছিল। তার দেখাদেখি মোতাহারও শুয়ে পড়ত বউর পাশে। কয়েকদিনের মধ্যে তারও দুপুরের ভাতঘুমের অভ্যাস হয়ে যায়। বিকালের দিকে ঘুম থেকে উঠেই চকেমাঠে চলে যেত মোতাহার আর পারু মনমরা ভঙ্গিতে সামান্য সাজগোজ করত।

বিকালের দিকে সাজগোজের অভ্যেসটা হয়েছিল তার বালিকা বয়স থেকে। স্বর্ণগ্রাম হাইস্কুলে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেয়েই ঘুম দিত, ঘুম ভাঙার পর মা সুন্দর করে চুল বেঁধে দিতেন, চোখে কাজল দিতেন। কোনও কোনওদিন শাড়ি পরিয়ে দিতেন। সাজগোজের পর মন প্রফুল্ল হয় মানুষের। পারুর হয় একটু বেশি। সেই বালিকা বয়সে প্রফুল্ল মন নিয়া প্রতিটি বিকাল পারু কাটাতো তাদের বাড়ির বাধানো ঘাটলায় বসে, বাড়ির সামনের গাছপালা ঘেরা জায়গাটায় ঘুরে ফিরে।

তাদের বাড়িটা ছিল গাছপালায় ঘেরা, পুরানো ধরনের হিন্দুবাড়ি। ওই এলাকাটা হিন্দু প্রধানই ছিল। গ্রামগুলির নাম কামাড়খাড়া বাণীখাড়া নশঙ্কর। নামকরা মুখার্জী ব্যানার্জীদের বাড়ি ছিল। পার্টিশানের সময় সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন কলকাতায়। পানির দামে বাড়িঘর কিনে রেখেছে মুসলমানরা। কেউ কেউ আবার কিনেওনি, দখল করেছে। দিনে দিনে চেহারা বদলে গেছে বাড়িগুলির। তারপরও কোনও কোনও বাড়ির পুকুরে এখনও রয়ে গেছে বাধানো ঘাটলা, বাড়ির ভিতরে বাইরে প্রচুর গাছপালা, বাগান, বনেদীআনার ছাপ। পারুদের বাড়িটা তেমন।

বিকালবেলা যখন রোদ উঠে যেত গাছপালার মাথায়, রোদ ছায়ার মনোরম একটা পরিবেশ তৈরি হতো চারদিকে, পাখি ডাকত, হাওয়ায় ভাসত ফুলের গন্ধ তখন সাজগোজ করা প্রফুল্ল মনে পুকুর ঘাটে বসে থাকতে খুব ভাল লাগত পারুর, গাছপালায় ভরা বাগানে বেড়াতে ভাল লাগত। মনে আনন্দময় একটা ভাব সারাক্ষণই থেকে যেত।

শ্বশুর বাড়িতে এসে এই ভাবটা আর ছিল না। স্বামীর শারীরিক দুর্বলতা হরণ করেছিল মনের প্রফুল্লতা। তবু বিকালের মুখে মুখে সাজতে বসতো পারু। চুলে বেণী করত, চোখে কাজল দিত। কোনও কোনওদিন দুপুরে পরা শাড়ি বদলে সুন্দর শাড়ি পরত। এমনিতে নতুন বউ, গয়নাগাটি তার শরীরে দুই একটা থাকতোই। নাকে সুন্দর নাকফুল, কানে সরু রিং, হাতে কাচের চুড়ির লগে দুইখান করে সোনার চুড়ি, গলায় চিকন একখান সোনার চেন। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা সে, একহারা সুন্দর গড়ন, শ্যামল বরণ মুখখান খুব মিষ্টি। বিকেলের মুখে ওই সামান্য সাজে অসাধারণ লাগতো পারুকে।

সেই বিকালেও লাগছিল।

AMARBOI.COM

আকাশ রংয়ের শাড়ি পরে নিজের এক চিলতা উঠানে পায়চারি করছিল পারু। কেন যে সেই বিকাল তার বালিকা বয়সের একটি ঘটনার কথা মনে পড়েছিল!

তখন বর্ষাকাল। গ্রামের পাশে বড়সড় খালের মতন যে নদী, নদীর নাম রজতরেখা। এই নদী উত্তরে গিয়ে শেষ হয়েছে মুন্সিগঞ্জের কাটাখালির ওদিকে, আর দক্ষিণে দীঘিরপারের ভিতর দিয়ে গিয়ে পড়েছে পদ্মায়। খরালিকালে রজতরেখা আর নদী থাকে না, একেবারেই খাল, কোথাও কোথাও মরাখাল। পানি কমে মানুষের গলা বুক তরি নামে, কোথাও কোথাও মাজা সমান। বর্ষার মুখে মুখে পদ্মা থেকে আসা পানিতে প্রথমে টইটম্বুর হয় রজতরেখা, তারপর গ্রামের ভিতর ঢুকে যাওয়া নালার মতন সরু খাল দিয়া পানি পাঠাতে থাকে পশ্চিম পাশের গ্রামগুলিতে। নদীর পুবপারে গ্রাম কম, চরাভূমি। মানুষের ঘরবাড়ির চেয়ে শস্যের জমি বেশি।

সেই বছর বর্ষা একটু যেন তাড়াতাড়িই হয়েছিল। বর্ষা শুরুর দেড় দুই সপ্তাহের মাথায় গ্রামের মাঠঘাট, পুকুর ডোবা সব পানিতে ডুবে গেল। একে পদ্মা থেকে রজতরেখা ধরে আসা পানি খাল বেয়ে ঢুকছিল গ্রামে, লগে আছে একটানা বৃষ্টি, বড় বড় ফোটার অবিরাম বৃষ্টি, এরকম বৃষ্টিকে বিক্রমপুর এলাকার লোকে বলে 'ঢল'। একদিকে পদ্মা থেকে আসা পানি আরেকদিকে ঢলের পানি, দুই পক্ষের পানি মিলে মাস যেতে না যেতে লোকের উঠান পালানও ডুবুডুবু। পারুদের বাড়ির চারদিকে পানি। বাধানো ঘাটলাঅলা পুকুরের দক্ষিণ পাশের উঁচু হালট সামান্য জেগে আছে, পুকুরের পুব উত্তর পারে গাছপালা ঘেরা জঙ্গলে জায়গাটা ডুবুডুবু। পারুদের পশ্চিমের ভিটির বড়ঘরটার পিছনে বাঁশবাগান, সেই বাগানে একটু একটু করে ঢুকছে পানি। রান্নাঘরটা দক্ষিণের ভিটিতে, এই ঘরের পিছনে কচুবন, কচুগাছগুলির মাজা তরি উঠে গেছে পানি। শুধু পুবের ভিটির, পুবে পশ্চিমে লম্বা পাটাতন ঘরটার লগের দক্ষিণে যে ফল ফুলের বাগান সেই বাগানে ঢোকে নাই পানি। বর্ষার শুরু দিকে দিন বিশেক স্কুল বন্ধ। ওই বছরটাই ছিল পারুর স্কুল জীবনের শেষ বছর। ক্লাশ এইটে পড়ছে। একটু বেশি বড় হওয়ার পরই স্কুলে দেওয়া হয়েছিল তাকে। ক্লাশ এইটে পড়বার সময় পারুর বয়স ষোল সাড়েষোলর কম না। লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ওই বয়সে তাকে দেখাতো আর একটু বয়স্ক।

সেবারের সেই বর্ষায়ই ঘটেছিল ঘটনা।

পারুর বাবা আফাজউদ্দিন আর বড়ভাই রফু বরিশাল পটুয়াখালির ওদিককার গলাচিপা এলাকায় কাটাকাপড়ের কারবার করে। ওদিকটা ভাটির দেশ। চারদিকে শুধুই নদী খাল বিল, শুধুই পানি। কারবারটা তাদের নৌকায় নৌকায়। নৌকা নিয়া একেকদিন একেক হাটে বাজারে যায়, সেখানে দোকান সাজিয়ে বসে, সন্ধ্যাবেলা দোকান গুটিয়ে আবার ওঠে নৌকায়। মাঝিরা সারারাত নৌকা বেয়ে যায় অন্য এলাকার হাটবাজারে। এই কারবার। কারবারটা মন্দ না। রোজগার ভাল। তবে থাকা খাওয়া নৌকায় এই এক যন্ত্রণা। আর ছয়মাস নয়মাসের আগে বাড়ি ফিরা হয় না, ওই হচ্ছে আরেক যন্ত্রণা। তবে পারুদের বাড়ির আরও যে তিন শরিক তারাও ওই একই এলাকায় একই কারবার করে। দুইতিন মাসের মধ্যে ঘুরে ফিরে কেউ না কেউ বাড়িই আসেই। পারুর বাপ আর বড়ভাই তাদের লগে টাকা পয়সা পাঠায়, তাতে সংসার চলে। খোরাকির কোনও অসুবিধা হয় না।

AMARBOI.COM

পারুরা চারবোন তিনভাই। বড়বোন মোরশেদা খুবই সুন্দরী। ভাই বোনদের মধ্যে তার গায়ের রংই ফর্সা। হলে হবে কী, এই সুন্দরী বোনটাকে বাবা বিয়া দিছে দোজবরের কাছ। মোরশেদার জামাই হালিম আগে একটা বিয়া করছিল। আবদুল হাই নামের তিন বছরের একটা ছেলে রেখে বউ মারা যায়। হালিম অবস্থাপন্ন। ঢাকার সদরঘাটে থান কাপড় কাটাকাপড় মিলে চার পাঁচখান দোকান। অবস্থা ভাল দেখেই এত সুন্দরী বড়মেয়েকে আফাজউদ্দিন হালিমের কাছে বিয়া দেয়।

তয় হালিম বদরাগি স্বভাবের লোক। পান থেকে চুন খসলেই চেতে বোম হয়ে যায়। একবার চেতলে রাগ কমতে সময় লাগে। বউর উপর চেতলে শ্বশুর শাশুড়ি আর অন্যান্য মুরুব্বি কিচ্ছু মানে না, সবার সামনেই বকাবাজি এমন কি মারধোরও শুরু করে।

পারুদের পরিবারের সবাই নিরীহ, নরম আর নির্বিরোধ স্বভাবের। আফাজউদ্দিন আর রফু তো অতি সজ্জন! রাগারাগি দূরের কথা, জোরে কথাটা পর্যন্ত বলে না।

এই পরিবারের একটু রাগি ছেলে হচ্ছে কামরুল, কামু। কামু সেবার বাড়িতে ছিল না। গ্রামের মির্জা বাড়িতে কিছুদিন আগে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতি কেসে গ্রামের আরও কয়েকজন উঠতি যুবকের লগে কামুকেও আসামী করা হয়েছে। কেসের তদবির করতে কামু এখন ঢাকায়। মিরপুরে আফাজউদ্দিনের দূর সম্পর্কীয় এক ভাইয়ের বাসায় থাকে। ভাইয়ের নাম হায়দার। হায়দারের মেজোছেলে বুলু সেই বর্ষায় হঠাৎ করেই বেড়াতে এসেছিল পারুদের বাড়িতে। পারুর চেয়ে বছর তিন চারেকের বড় হবে। দেখতে সুন্দর। মায়াবি চেহারা। একটু উদাস উদাস ধরনের। কথাটথা কম বলে। তবে ভারি সুরেলা গলা তার, ভারি সুন্দর গান করে।

পারুর মেজোবোনের নাম নাহার। তার বিয়া হইছে বৈলতলী গ্রামে। শ্বশুর নাই, এক বিধবা ননদ আর শাশুড়ির লগে সে থাকে গ্রামে, জামাই তার ছোট ভাই নিয়া ঢাকার নিউমার্কেটের কাঁচা বাজারের ফুটপাতে বসে রেডিমেড জামাকাপড় বিক্রি করে। থাকে বাজারের লগের মেসে।

বাড়িতে সেবার পারু আর তার ছোট তিনটা ভাইবোন। পারুর পর এক ভাই মন্টু, মন্টুর পর বোন গোলাপি তারপর সবশেষ ভাই মিজু। এই অবস্থায় হঠাৎ করেই বুলু এসে হাজির। যেদিন দুপুরের পর খাজুরতলার ঘাটে লঞ্চ থেকে নামল বুলু, সেদিন সন্ধার সময় একখান কেরায়া নৌকা এসে থামল পারুদের বাড়ির সামনের হালটে। নৌকা থেকে সপরিবারে নামল হালিম। মোরশেদার কোলে মাস সাতেকের ছেলে আর হালিমের হাতে ধরা তিন বছরের মেয়ে।

একদিনে দুই আত্মীয় বেড়াতে আসছে, বাড়িতে ভাল রকমের হৈ চৈ পড়ে গেল। রান্না খাওয়া দাওয়ার বেশ ভাল আয়োজন। তখন কয়েকদিন ধরে মেঘ বৃষ্টিটা একদমই নাই। আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময়। ভাল গরম পড়েছে।

বাড়িতে ঘর মাত্র দুইটা, এতগুলি লোকের থাকার ব্যবস্থা কী হবে।

মেয়ে জামাইকে বড়ঘর ছেড়ে দেওয়া হল। রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে বুকের শিশুটিকে নিয়া স্বামীকে নিয়া বড়ঘরের দরজায় খিল তুলে দিল মোরশেদা আর পাটাতন ঘরে গিয়া ঢুকল বাকিরা। পাটাতন ঘরের দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে বড় চৌকি। সেই

AMARBOI.COM

চৌকিতে পশ্চিমে মাথা দিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা হল উত্তর দিক থেকে প্রথমে বুলু, বুলুর পর মিজু তারপর দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে মন্টু।

চৌকির মাথার দিকে পাটাতনের উপর মোরশেদার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে শুয়েছেন পারুর মা, পারু আর গোলাপির শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে উত্তর দিককার বেড়ার লগে, চৌকি বেড়ার মাঝখানকার জায়গায়। কিছু না ভেবেই বেড়ার দিকে শুয়েছিল গোলাপি আর চৌকি ঘেঁষে পারু। চৌকির ঠিক এদিকটাতেই বুলু শুয়েছিল।

অনেকরাত তরি বুলু সেই রাতে বাইরে।

ঘরে গরম। বাইরে ফুটফুটা জ্যোৎস্না। একটু একটু হাওয়া আছে। বাগানের দিকটায় হাঁটতে হাঁটতে গান গাইছিল বুলু। কোনও গানই পুরা না। যে গানের যতটুকু জানে ততোটুকুই দরদ দিয়া, মায়াবি গলায় গাইছিল। একটা গানের কথা আজও মনে আছে পারুর।

আমিও পথের মতো হারিয়ে যাব
আমিও নদীর মতো আসবো না ফিরে আর
আসবো না ফিরে কোনওদিন!

বুলুর গান শুনে মন উদাস হচ্ছিল পারুর। ঘুম আসছিল না। ঘরের আর সবাই গভীর ঘুমে। পারুর ইচ্ছা হল সে একটু বাইরে যায়। বাইরে গিয়া সেও একটু পায়চারি করে উঠানে কাপড় রোদ দেওয়ার যে তারটা টাঙানো আছে ওই তার ধরে চাঁদের আলোয় একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে।

মনের মধ্যে অন্যকোনও উদ্দেশ্য নাই, এমনিতেই বেরুতে ইচ্ছা হয়েছিল পারুর। শেষ তরি, বেরিয়েছিল সে। উঠানে গিয়ে তার ধরে উদাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বুলু তখনও বাগানের দিকে হাঁটছে, গান গাইছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় উঠানের দিকে এলো। এসে পারুকে দেখে চমকাল হয়তো, কোনও কথা বলল না। তখনও গান গাইছে সে। গান গাইতে গাইতেই পারুর পাশে এসে দাঁড়াল। আলতো করে একটা হাত রাখল পারুর কাঁধে। সেই প্রথম ওই রকম নির্জন রাতে কোনও পুরুষের স্পর্শ। পারুর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীরের ভিতরকার কোন অচিনস্তরে গিয়ে যেন নাড়া দিল এই স্পর্শ। পারু কথা বলল না, নড়ল না, কাঁধ থেকে বুলুর হাত সরিয়েও দিল না। চাইল হাতটা বুলু তার কাঁধেই রাখুক। যতক্ষণ ইচ্ছা রাখুক।

শুধু পারুর কাঁধেই তারপর হাতটা রাখেনি বুলু। শুধু একটা হাতই পারুর শরীরের রাখেনি। এক সময় পেছন থেকে দুইহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে পারুকে। পারুর বুকে পেটে হাত বুলাতে শুরু করেছে। কখন কোন ফাঁকে পারুর পেটের কাছ থেকে জামা তুলে হাত দিয়েছে খোলা বুকে।

পারু তখন অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে ডুবে গিয়েছিল, আশ্চর্য এক ভাল লাগায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। সে চাইছিল বুলু যা করছে তা আরও করুক, শরীরের যেখানে ইচ্ছা হাত দিক, যা ইচ্ছা করুক।

কিন্তু ঘরের দুয়ারখোলা। এতগুলি মানুষ একটা ঘরে শুয়ে আছে। যে কেউ যখন তখন বেরুতে পারে, কোনও কিছুই খেয়াল করছিল না পারু। হয়তো বুলু আড়চোখে পাটাতন ঘরের দরজার দিকে তাকাতে পারে। সে হয়তো একটু সাবধানী ছিল।

AMARBOI.COM

এভাবে কতটা সময় কেটেছিল মনে নাই পারুর। শুধু মনে আছে একটা সময়ে সে টের পাচ্ছিল তার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে, তার শরীর যেন গলে গলে যাচ্ছে। পুরুষ মানুষের স্পর্শে যে এমন জাদু সেই প্রথম টের পাওয়া পারুর।

বাকি রাতটুকু পারুর শরীর নিয়ে অন্য এক খেলা খেলেছিল বুলু।

ঘরে চলে আসার পর যে যার জায়গায় শুয়ে পড়েছিল তারা। বুলু চৌকিতে আর ঠিক তার পাশে মেঝের পাটাতনে পারু। কিছুক্ষণ পরই পারু টের পেল চৌকি থেকে বুলুর একটা হাত নেমে এসেছে নিচে আর সেই হাত তার শরীরের আনাচে কানাচে বিচরণ করছে।

সারারাত ওভাবেই কেটেছিল। শুধু হাতাহাতিতেই যেন পুরাপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছিল না পারু। সে চাইছিল চৌকি থেকে নিঃশব্দে তার শরীরের উপর নেমে আসুক বুলু, পুরুষমানুষরা যা করে তাই করুক। কিন্তু বুলু বোধহয় সাহস পায়নি।

পরদিন ভোরবেলা পারু টের পেল তার মাথা ধরে আছে। কিছু ভাল লাগছে না।

সেবার বুলু ছিল তিনদিন, তিনরাত। তিনরাত ধরে একই রকমের আচরণ চলল। আর তিনটি দিন তিনটি রাত পারুর মাথা এক রকম ভাবেই ধরে থাকল। আশ্চর্য ব্যাপার দিনেরবেলা পারু এবং বুলুর অবিরাম দেখা হচ্ছে কিন্তু রাতের ওই আচরণ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছে না, এমন কি কোনও ইঙ্গিতও করছে না। যেন রাতেরবেলা যে আচরণটা একজন মানুষ আরেকজনের শরীর নিয়া করছে সেটা যেন একেবারেই অন্য বিষয়, যে বিষয় নিয়া দিনের আলোয় কথা বলা যায় না। আর সেই প্রথম পারু টের পেল বুলুর লগে তার আচরণটা ছিল অসম্পূর্ণ। আচরণটা পূর্ণ হয় নাই বলে তার মাথা ধরেছে।

এসব ক্ষেত্রে মাথা কি শুধু মেয়েদেরই ধরে? পুরুষমানুষের ধরে না?

এই প্রশ্নের উত্তর আতাহারের লগে সম্পর্ক হওয়ার কিছুদিন পর পেয়েছিল পারু।

বসন্তের সেই মনোরম বিকালে বুলুর কথা মনে পড়েছিল পারুর, সেই ঘটনার কথা মনে পড়েছিল। সেবার সেই যে প্রথম মাথা ধরেছিল, বিয়ার পর ছয়সাত মাস ধরে যেন সেই মাথা ব্যাথাটাই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিয়েছে মাথায়, অবিরামই হচ্ছে। কোথায় বিয়ার পর শরীরের চাহিদা পূরণ হবে, স্বামীর কারণে মাথা ব্যথা দূর হবে চিরতরে, তা না ব্যথা স্থায়ী হয়ে গেল। স্বামী যেন স্বামী না, স্বামী যেন সেই ছেলেবেলার আরেকজন বুলু। জাগিয়ে দেয়, নিবৃত্ত করে না।

সেই বিকালেই পারুর জীবনে এসেছিল আতাহার। একজন প্রকৃত পুরুষ। যে জাগাতে জানে, নিবৃত্ত করতে জানে।

কাছাকাছি বয়সের বলে আতাহারের লগে মধুর একটা সম্পর্ক ছিল পারুর। একে দেবর দুয়ে দূর সম্পর্কের ভাই, যখন তখন নানা রকমের খুনসুটি তারা করত। সেই বিকালেও খুনসুটি করতেই আতাহার আসছিল। উত্তর দিককার জোড়া হিজলগাছের তলার পায়েচলা পথ দিয়ে চক থেকে উঠে এসেছিল আতাহার। আথালের পাশের আমগাছ তলায় ঘাপটি মেরে দেখেছিল ভাবীছাব কী করে! তারপর পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে চোখ টিপে ধরেছে পারুর। পারু লগে লগেই বুঝে গেছে কাজটা কার। তয় আতাহারের হাতের ছোঁয়া যেন আজ অন্যরকমভাবে উপলব্ধি করল সে। আগেও

AMARBOI.COM

যে আতাহার তার লগে এই ধরনের আচরণ না করেছে এমন না, তবে ঠিক এভাবে যেন উপলব্ধি করেনি পারু। তাছাড়া তার গ্রীবার কাছে পড়ছিল আতাহারের শ্বাস প্রশ্বাস, কেমন যেন উষ্ণতাও ছিল সেই শ্বাস প্রশ্বাসে। ফলে শরীরের ভিতর সেই ছোটবেলাকার আমেজ ফিরে আসছিল পারুর। মনে হচ্ছিল আতাহার যেন আতাহার না, তার স্বামীর ভাই, দেবর না, আতাহার যেন সেবারের সেই উদ্যাম বর্ষাকালের বুলু। তার শরীর শুধুই জাগিয়ে দিবে যে, নিবৃত্ত করবে না।

কিন্তু অবিরাম শুধুই শরীরের জাগরণ, শুধুই মাথা ধরা, একজন একজন করে তিন তিনজন পুরুষ ছোঁবে তাকে, যা ইচ্ছা তাই করবে তার শরীর নিয়া, বিনিময়ে শুধুই মাথা ব্যথা, কতকাল ধরে চলবে এই খেলা!

পারু তারপর নির্লজ্জের মতন একটা কাজ করেছিল। চোখ থেকে আতাহারের হাত সরিয়ে না দিয়ে নিজের কোমল মসৃণ হাতে তার চোখের ওপর ধরা আতাহারের হাতে বুলাতে শুরু করেছিল। এই স্পর্শে কী ছিল কে জানে, আতাহার প্রথমে একটু চিন্তিত হয়, তারপর সেও কেমন অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। মুখ নামিয়ে নেয় পারুর গ্রীবার কাছে, চোখ থেকে দুইহাত নামিয়ে নেয় পারুর বুকে। গভীর আবেশে চোখ বুজে পারু শুধু বলেছিল, ঘরে লও ছোডমিয়া।

সেই সন্ধ্যায় পারু টের পেল সত্যিকার পুরুষমানুষ কেমন! সাতমাস ধরে মাথায় চেপে বসা ব্যথা সেই সন্ধ্যায় উধাও হয়ে গেল। সেই প্রথম আতাহারের জন্য পাগল হল সে। আজ বারো বছর ধরে সেই একই রকম পাগল হয়ে আছে।

AMARBOI.COM

চাঁদের আলোয় ভোররাতের দিকে মোতাহারের বিধবা বউ পারুর ঘর থেকে আতাহারকে বেরিয়ে যেতে দেখল মুকসেদ, মুকসেইদ্দা চোরা। মাঝরাতে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছে সে। তিন শরিকের প্রত্যেকের সীমানায়ই ছায়ার মতন ঘুরে বেরিয়েছে। কোথাও চুরি করার মতন কিছু আছে কি না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। গ্রাম গিরস্তের বাড়িতে উঠান পালানে, ঘরের ছনছায়, গাছতলায় কখনও চুরি করবার মতন কিছু পড়ে থাকে না একথা মুকসেদ তার দীর্ঘ চোরজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। দুই পয়সা দামের জিনিসও যত্ন করে ঘরে নিয়ে তুলে রাখে গিরস্তবাড়ির বউঝিরা। সুতরাং এই বাড়িতে যে কিছু পাওয়া যাবে না তা মুকসেদ ভাল করেই জানে।

আর পাওয়া গেলেই কি চুরিটা আজ মুকসেদ করবে! গ্রামে ফিরার পর কাজটা কি সে আজ পর্যন্ত করেছে! ফিরার দিন সন্ধার পর পর দবির গাছির বাড়িতে গিয়া এতবড় সুযোগ পেয়েও তো শেষ পর্যন্ত চুরিটা সে করে নাই। মনের ভিতর গণ্ডগোল লেগে গিয়েছিল। গণ্ডগোলটা অবশ্য জেলখানায় থাকা অবস্থাতেই কম বেশি শুরু হয়েছিল।

বয়স মুকসেদের ম্যালাই হয়েছে। মান্নান মাওলানার চেয়ে বয়সে সে ছোট, তবে খুব ছোট না। ষাট বাষট্টি তো হবেই। অন্যান্য পেশায় যারা থাকে এই বয়সে তারা কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে বসে আল্লাহ বিল্লাহ করে। কাজকর্ম করে ছেলেরা। যদিও মুকসেদের সংসার নাই, যৌবন বয়সে বছর চারেকের জন্য সংসার একবার হয়েছিল। আড়াই বছরের একটা ছেলে রেখে বউটা মরল কলেরায়। ছেলেটাকে নিয়া গেল মুকসেদের ছোট বোন রিজিয়া। সে থাকে কক্সবাজার ছাড়িয়ে আরও দূরের নাফনদীর তীরবর্তী শহর টেকনাফে। তার স্বামী সেখানে সুটকি মাছের কারবার করে। দিনে দিনে মুকসেদের ছেলে হয়ে গেছে রিজিয়ার ছেলে। রিজিয়ার জামাইকেই বাপ ডাকে, বাপের সঙ্গে সেও সুটকি মাছের কারবার করে। বছর দুয়েক আগে ছেলে বিয়া করছে এক রাখাইন মেয়ে এই খবরও মুকসেদ পেয়েছে। তয় মুকসেদের লগে সেই ছেলের যোগাযোগ নাই। মুকসেদকে সে চিনেই না। চিনলেও প্রকাশ করে না। বাপ দাগী চোর হলে তার পরিচয় দেয় কোন ছেলে? আপন বোন হয়ে রিজিয়াই তো পরিচয় দেয় না। নিতান্তই মা মরা ছেলেটাকে দেখে মায়া লেগেছিল বলে কোলে করে চিরতরে টেকনাফে নিয়ে গিয়েছিল। কোনওদিন মেদিনীমণ্ডল গ্রামে আর ফিরতে দেয় নাই। নিজেও আর কখনও আসে নাই বাপের বাড়িতে। দুই ভাইয়ের একমাত্র বোন যে সে, সেই কথা ভুলে গেছে।

তয় মুকসেদের ছোট ভাই আক্কাস পারে নাই তার ভাইকে ভুলতে, পারে নাই ভাইকে ফেলতে। সে নিতান্তই গোবেচারা গিরস্ত। বাপদাদার সম্পত্তি তিনভাই বোনে যা ভাগে পেয়েছে সব সে একাই ভোগ করে। ধান পাট তিল কাউন সরিষা কলুই সবমিলে ফসল পায় ভালই। আথালে গরু আছে পাঁচ সাতটা, সংসারে পোলাপান আছে আটজন, তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে। অল্প বয়সেই বড় মাজারো পোলা বিয়া করছে, ছেলের ঘরের নাতী নাতকুরও আসছে আক্কাসের সংসারে। পাঁচ ছেলের তিনজন গেরস্তি কাজ করে বাপের লগে। চার নম্বরটা ঢাকায় কোন এক ব্যাংকের দারোয়ান, একদম ছোটটা মাওয়ার বাজারে চায়ের দোকান দিয়েছে। সবমিলে বেশ জমজমাট সংসার আক্কাসের। চুরির দায়ে জেল খেটে আক্কাসের সংসারেই ফিরে মুকসেদ। জেলে যাওয়ার আগেও এই বাড়িতেই তার বাস। পশ্চিমের ভিটির ভাঙাচোরা দিনভর পড়ে পড়ে ঘুমায়, আর রাত হলেই চুরি করতে বের।

এবার তার মন চুরি চামারিতে টানছে না। ফিরার দিন দবির গাছির বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসছে, তখন অল্পের জন্য তিনজন মানুষের গায়ের ওপর গিয়ে সে পড়েনি। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়েই ঘরের পিছনে গিয়ে ঘাপটি মেরেছিল। পরে মানুষ তিনজনের কথাবার্তায় বুঝেছে দবির তার বউ হামিদা আর মেয়ে নূরজাহান বড় রকমের বিপদে পড়েছে। বিপদটা কী বিস্তারিত বোঝার আগেই দবির গাছির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। বাড়ি এসে সেই রাতেই আক্কাসের মুখে ঘটনা শুনেছে। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওইটুকু মেয়ে নূরজাহানের তো সাহস আছে! মান্নান মাওলানার মুখে থুতু ছিটায়া দিছে! যাক ওই বাড়িতে চুরি না করে সে ভালই করেছে।

অবশ্য জেলখানায় বসে আর চুরি না করার একটা সিদ্ধান্ত মুকসেদ এবার নিয়েছিল। সংসার জীবন নাই, কোনও পিছুটান নাই সুতরাং চুরি তার করবার দরকার কী? কে খাবে তার চুরির পয়সা?

AMARBOI.COM

তাছাড়া বয়সও হয়েছে, একটা বয়সে এসে যে কোনও কাজ থেকেই অবসর নেয় লোকে। মুকসেদই বা নিবে না কেন? হোক না চুরি! চুরি কি কাজ না? চোরের কি অবসর নাই?

তার ওপর চুরি শুরু করার পর থেকে জীবনটা জেলে জেলেই কাটল। পুলিশের রোলের বাড়িতে শরীরের হাড়গোড়, মাংস চামড়া সবই লোহা হয়ে গেছে। মারধোরটা আজকাল সহ্যও হয় না। বাড়িগুলি এখন আর শরীরে লাগে না। শরীরের যেখানেই পড়ুক লাগে মাথার তালুতে গিয়া, বুকের মাঝখানে লুকিয়ে থাকা রুহের গোড়ায়। এইসব কারণেই চোর জীবনটা বাদ দিতে চাইছে মুকসেদ। অবসর নিতে চাইছে।

তয় বহু বছরের পুরনো অভ্যাস। মুক্ত জীবনে থাকলেই রাতেরবেলা ঘুম আসে না। মন উচাটন হয়ে চুরির ধান্দায়। ঘরে মন বসেই না। পা উসপিস উসপিস করে। খালি এইবাড়ি ওইবাড়ি যাইতে ইচ্ছা করে।

আজ রাতেও এই কারণেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মুকসেদ। বেরিয়ে দূরে কোথাও যায়নি। নিজেদের বাড়ির সীমানার ঢাল বেয়ে নেমে মান্নান মাওলানার বাড়ির তিন নম্বর শরিক গণি মিয়ার সীমানায় উঠেছে। গণি মিয়া ঢাকায় চলে গেছে কয়দিন হলো। বাড়িতে রেখে গেছে মতি মাস্টার তার বউ আর অথর্ব দুই ছেলেমেয়ে। তাদের লগে আছে বাড়ির কুকুরটা। আজ রাতে মুকসেদকে তাদের সীমানায় উঠতে দেখেই দৌড়ে এল তবে তেমন ঘেউ ঘেউ করল না। কারণ ঢাকায় যাওয়ার কয়দিন আগেই নিজের মনিব গণি মিয়ার লগে এই লোকটাকে কথা বলতে দেখেছে কুকুরটা। গত দুআড়াই মাসে দিনরাত মিলে দুই চারবার তাদের সীমানার পুবদিককার বাড়িটায়ও লোকটাকে সে দেখছে ঘরের ছাইছে দাঁড়িয়ে বিড়ি সিগ্রেট টানছে। দেখে দেখে চিনা হয়ে গেছে। লোকটা চোর ছ্যাচড় কি না বুঝতে পারছে না।

রাতেরবেলা বাড়ি থেকে সব সময়ই খালি গায়ে বেরয় মুকসেদ। শীত গরম নাই শরীরের উপরের অংশ খালিই থাকে। নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি যতটা সম্ভব শক্ত আর খাটো করে কাছা মারা। তার উপর কোমরের কাছে লুঙ্গি যেখানে গিটঠু দেওয়া ঠিক সেখানে একখান পুরনো লম্বা ধরনের গামছা লুঙ্গির মতোই শক্ত করে গিটঠু দিয়ে বাঁধে। গলা থেকে পায়ের গুড়গুড়া তরি সরিষার তেল এমন ভাবে মেখে নেয়, যেন তেল মাখে নাই শরীরে, যেন পুকুর থেকে এইমাত্র ডুব দিয়া উঠছে।

এরকম তেলমাখার কারণ চুরি করতে গেলে আচমকা যে কেউ দুইহাতে জাবরে (জাপটে) ধরবে, বা থাবা দিয়ে ধরবে হাত পা, ধরলেও ধরে রাখতে পারবে না। শোলমাছের মতন পিছলে যাবে মুকসেদ। কাছা মারা লুঙ্গির দিকটাও যে থাবা দিয়ে ধরবে, তাও পারবে না, গিটঠু খুবই কায়দা করে দেওয়া। থাবা দিয়া ধরেও হাতের মুঠায় রাখতে পারবে না, খুলে ল্যাংটাচোংটা করে ফেলতে পারবে না মুকসেদকে। একে শরীরে মাখা চপচপা তেল তার ওপর ধরার লগে লগে মাছের মতন পিছলে যাওয়ার সব কায়দা দীর্ঘদিন ধরে রপ্ত করেও ধরা জীবনে কম পড়ে নাই মুকসেদ। আর ধরা পড়ার পর যে দশা হয়েছে, বহুবার মরতে মরতেও মরে নাই। পুলিশের রোলের বাড়ি আর জেল তো পরের কথা, তার আগে ধরা পড়ার লগে লগে গিরস্তের যে মাইরটা আছে সেটার কোনও তুলনা নাই। কেচকি মাইর বলে একখান মাইর আছে, সেটা হলো

মাইরটা যে বেদম ভাবে মাইরা হইছে বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যাবে না। মনে হবে একদমই মারা হয়নি। শরীর চেহারা একেবারেই তেলতেলে তয় তলে তলে দশা কেরাসিন। কেচকি মাইর খেয়ে বসে আছ তো ঠিক আছে, উঠে দাঁড়াতে গেলেই টের পাওয়া যাবে মাইরটা কী পরিমাণ হয়েছে।

কেচকি মাইর জিনিসটা আসলে হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় মারা হয়, পায়ের তালুতে, হাতের তালুতে মারা হয়। হাত দুয়েক লম্বা ছেঁচা কাঠের মুঠ পরিমাণ মোটা, তেল চকচক একখান রোলার দিয়া হাড়ের জোড়াগুলি, যেমন পায়ের হাঁটু, গোড়ালি, হাতের কনুই, কবজি এসব জায়গা বেছে বেছে রোলার দিয়া বেদম পিটানো, চিৎ করে ফেলে বুকে চেপে থাকবে দুইতিন জুয়ান আর আরেকজন রোলার চালাবে পায়ের তালুতে, কখনও কখনও এক রোলারের উপর হাত পায়ের আঙুল লম্বা করে বসিয়ে আরেক রোলার দিয়া আঙুলের জোড়াগুলিই পিটানো, এই হচ্ছে কেচকি মাইর। জীবনে এক দুইবার ওই মার খেলে বাপের নাম ভুলে যেতে সময় লাগে না।

কেচকি মাইর জীবনে মুকসেদ খেয়েছে পাঁচ সাতবারের কম না। শেষবার তো এমন খাওয়া খেল, সাতঘরিয়ার এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়া ধরা পড়ছিল, কেচকি মাইর খেয়ে একদম ভাল মানুষের কায়দায় উঠানে বসে আছে, লৌহজং থানার পুলিশ দারোগা এসে মোটা দড়ি দিয়া কোমর বরাবর বাঁধল, দাঁড়াতে বলার পর মুকসেদ তো আর উঠে দাঁড়াতে পারে না! দারোগা পুলিশ দড়ি ধরে টানছে। কি রে মুকসেইদ্দা, উঠছিস না কেন?

মুকসেদ কিছুতেই উঠতে পারে না। দুই একবার উঠবার চেষ্টা করেই নেতিয়ে পড়ছে।

সেবারের দারোগাটি ছিল অল্প বয়েসি, বুদ্ধিমান মানুষ। মুকসেদের দশা দেখে বুঝল কারবারটা কী হয়েছে। গিরস্তের নাম মকবুল ফারাজী, তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কারবার তো মন্দ করেননি দেখি!

শুনে লোকটা আকাশ থেকে পড়ল। কিয়ের কারবার ছার (স্যার)। আমরা তো কোনও কারবার করি নাই। চোর ধরছি ঠিকঐ তয় ফুলের টোকাডাও শইল্যে দেই নাই। দিলে তো দেকতেনঐ দেহেন, ভাল কইরা দেহেন, শইল্যে কোনও দাগ আছে চোরার!

দারোগা হাসলেন। উপরের দাগ দিয়েই কি সব কিছু হয়! কিছু দাগ আছে দেয়া হয় শরীরের উপর দিয়েই কিন্তু দাগটা পড়ে গিয়ে ভিতরে। এই বিষয়ে আপনারা যে খুবই এলেমদার তা আমি বুঝেছি।

শুনে মুকসেদ কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, ঠিকঐ কইছেন ছার। ভিতরের দাগেঐ ফরাজীরা এইবার আমারে দাগাইছে। এমুন দাগাইন জিন্দেগীতেও খাই নাই। এর থিকা বাশডলা বহুত ভাল।

দীর্ঘ চোরজীবনে বাঁশডলাও কয়েকবার খেয়েছে মুকসেদ। কান্দিপাড়ার গাজী বাড়িতে বছর কয়েক আগে চুরি করতে গিয়া পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই তারা সেবার ধরা পড়ল। সে নওশের আর রহা, রহমত। ধরা পড়ার পর বাড়ির উঠানে ফেলে তাদের উপর একত্রে বাঁশডলা চালাল গাজীরা।

বাঁশডলা জিনিসটা কায়দার। মাটিতে উপুড় করে ফেলে, হাত আটেক লম্বা শক্ত

AMARBOI.COM

ধরনের একখান বাঁশের দুইমাথায় দুইজনে ধরে উপুড় হওয়া লোকটার পা থেকে মাথা তরি বেলুনে রুটি বেলার মতো করে বেলে। তাতে উপুড় হওয়ার দিকটার ছাল চামড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিলা মুরগির রূপ ধারণ করে, আর শরীরের ভিতরকার হাড়গোড় হরমাইলের মতন পটাপট ভাঙতে শুরু করে।

এছাড়াও কত পদের মার যে জীবনটা ভর খেল মুকসেদ! একবার এক কাঠমিস্ত্রিরির বাড়ি ধরা পড়ার পর কাঠের গায়ে অযথা গেঁথে থাকা পেড়েক সাঁড়াশি দিয়ে যে ভাবে টেনে তোলে সেভাবে বুড়া মিস্ত্রিরিটা মুকসেদের হাত পায়ের প্রায় সবগুলো নখ টেনে তুলে ফেলেছিল।

আরেকবার সমষপুরের এক বাড়িতে নখের তলা দিয়া ইয়া লম্বা লম্বা, মোটা মোটা সুঁচ ঢোকালো কয়েকজন মিলে।

এছাড়া লাথথি গুঁতা, ইটা মুগুর দিয়া পিটানো, বাঁশ দিয়া পেটানো, কন্নি (কনুইয়ের গুঁতো) মুক্কি (এক ধরনের ঘুষি) কিল ঘুষি থাপ্পড় এমন কি ঠোকনা (ঠোনা) পর্যন্ত খেতে হয়েছে। অর্থাৎ এমন কোনও মাইর নাই জীবনে যা না খেয়েছে মুকসেদ। বাঁ দিককার কানের লতিটাও তো একবার কেটে দিল কোলাপাড়ার এক কাচারু বাড়ির লোকজন। দুইতিনবার নাইড়া করে মাথায় গোবর দিয়া দিছে। একবার শিমুলিয়ার এক গিরস্ত বাড়িতে ধরা পড়ার পর ব্লেড দিয়া বুক পিঠের অনেক জায়গা কেচে ছিল গিরস্ত বাড়ির লোক, তারপর দলা দলা লবণ মাখায়া দিছিল।

গণি মিয়ার সীমানায় দাঁড়িয়ে আজ রাতে এসব কথা মনে পড়ছিল মুকসেদের। তারপর হঠাৎ করেই যেন মনে হলো, আইচ্ছা, এমুন পাকা চোর হওনের পরও এতবার ধরা আমি পড়ছি ক্যান?

গণি মিয়ার সীমানা থেকে মন্তাজদের সীমানার দিকে যেতে যেতে মুকসেদ মনে মনে গুণতে শুরু করল মোট কতবার গিরস্তের হাতে ধরা পড়েছে সে, কতবার জেলে গেছে।

আটবার।

এই আটবারের প্রত্যেক বারই যে জেলে যেতে হয়েছে তা না। তিনবার থানা পুলিশ জেল তরি গড়ায়ইনি ব্যাপার। এমন মার গ্রামের লোকরা দিছে, মাইরের চোটে হেগেমুতে একসা হয়েছে মুকসেদ, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মৃত ভেবে জঙ্গলে, ডোবা নালায় নয়তো ধানেরক্ষেতে ফেলে দিয়েছে। একবার কবুতরখোলার সর্দার বাড়ির লোকেরা শুধু মুখ বরাবর লাঠি চালিয়েছিল। লাঠি চালাতে চালাতে একটা কথাই তারা বলছিল, যেই মোক দিয়া চুরির জিনিস খাচ হেই মোক শেষ কইরা দিমু।

অবিরাম লাঠির বাড়িতে মুখের ভিতর মুকসেদের দুই তিনটি দাঁত কদু বিচির মতন ঝরে পড়েছিল। পরে থুতু ফেলার সময় মুখের লালা আর রক্তের লগে মাটিতে পড়েছিল।

আর যে পাঁচবার থানা পুলিশের হাতে পড়েছে, মাইর তো একটা সেখানেও আছে। সব মিলিয়ে জীবনটা মুকসেদের মাইর খেতে খেতেই গেল। তবু স্বভাবটা সে বদলাতে পারল না, অভ্যেসটা বদলাতে পারল না। এখনও রাত দুপুরে লুঙ্গি কাছা মেরে, মাজার কাছে গামছা বান্ধা, গায়ে চপচপা তেল, বাড়ি থেকে বেরয় মুকসেদ। গিরস্তবাড়ি ঢুকে পিড়ার দিকে তাকিয়ে সিঁদ কাটার স্বপ্ন দেখে।

AMARBOI.COM

এবারের ভাবটা নিজের কাছেই কেমন যেন অন্যরকম লাগছে মুকসেদের। সেই যে সেদিন, গ্রামে ফিরার দিন লঞ্চঘাটের চায়ের দোকানে পিয়ার খাঁর বাড়ির ওদিককার লোকটা তাকে চিনার পরই মাওয়ার বাজারে গিয়া মোচ দাড়িটা কামিয়ে মুখটা ফকফকা করে ফেলেছে। চুলে দিছে কদমছাট। তারপর গত দুইআড়াই মাসে আরও তিনবার মাথায় কদমছাট দিছে, দুইচারদিন পর পর বাড়িতে বসেই মুখ বানাচ্ছে। সব মিলিয়ে মুকসেদ এখন আর পুরনা মুকসেদ নাই। নতুন হয়ে গেছে। মোচ দাড়ি আর চুল যে মানুষকে এমন করে বদলে দিতে পারে বহুদিন পর টের পেল মুকসেদ। তখন থেকেই থেকে থেকে মনে হয় চেহারার মতো করে মনটাও যদি ফকফকা করে ফেলা যেত! মনের উপর মোচ দাড়ির মতন দাগী চোরের যে স্বভাবটা রয়ে গেছে সেটা যদি কামিয়ে ফেলা যেত!

চেষ্টা ভিতরে ভিতরে যে না করছে মুকসেদ তা নয়। গণি মিয়াকে সেদিন বলেছেও যে ওসব সে ছেড়ে দিছে। এখন থেকে ভাল হয়ে যাবে।

তয় এতদিনের অভ্যাস চট করে কি আর বাদ দেওয়া যায়! রাত হলেই, ঝিঁঝিপোকারা ডাকতে শুরু করলেই মনের ভিতর থেকে ডাক দিয়ে যায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরের পুরনা একজন চোর, মুকসেইদ্দা চোরা।

মুকসেদের পিছন পিছন লেজ নাড়াতে নাড়াতে মন্তাজের সীমানা তরি এলো গণি মিয়ার কুত্তাটা। এদিক ওদিক দুইতিনবার মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে গেল নিজেদের সীমানায়।

রাত এখন কতটা হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়ই আন্দাজ করতে পারে মুকসেদ। ভোর হওয়ার আরও ঘন্টা তিনেক বাকি। এসময় মানুষের ঘুম গাঢ় হয়। সহজে ভাঙতে চায় না। গিরস্তের ঘরে সিঁদ কেঁটে ঢোকার এই হচ্ছে মোক্ষম সময়। ইচ্ছা করলেই বাড়ি গিয়া একটা সাবল এনে যে কোনও ঘরের পিড়ায় সাবল চালাতে পারে সে। মানুষ ঢুকে যাওয়ার মতন গর্ত করে ঢুকে যেতে পারে। বেরুবার সময় তো দরজা খুলেই বেরুবে। শরীরে তেল মাখা তো আছেই, লুঙ্গিও কাছামারা আছে।

না, এই কাজটা মুকসেদ করবে না।

আর মান্নান মাওলানার বাড়িতে চুরি যদি তাকে করতেই হয় বড় রকমের চুরি তো সে ইচ্ছা করলেই করতে পারে। আথালে এতগুলি গরু বান্ধা। জুয়ান তাগড়া দামি একখান গরু খুলে নিলেই হল। দুইটো নিলে একা সামাল দেওয়া যাবে না। একটা নিলে টেনে হিঁচড়ে পথে নামাতে সুবিধা হবে। তারপর বাড়ির যে কোনও শরিকের রান্নাঘর বা কদু কুমড়ার ঝাকা থেকে বাঁশের কঞ্চি জোগাড় করে ওই দিয়া গরুটার পাছায় দুচার ঘা দিলেই সেটা সামনে হাঁটতে থাকবে। এখন গরু নিয়া রওনা দিলে ভোরবেলা গিয়া পৌঁছানো যাবে দেলভোগের হাটে। দুপুর নাগাদ বিক্রি করে নগদ টাকা কোছড়ে নিয়া বাড়ি ফিরা যাবে।

তয় গরু চুরি মুকসেদ করবে না। চোর কথাটা ভাল, গরুচোর খুবই খারাপ। জীবনে গরুচোর কখনও হয় নাই মুকসেদ। তার নামের লগে গরুচোর কথাটা যুক্ত হয়নি। চোর হলেও তার একটা সম্মান আছে, নীতিধর্ম আছে। এই বয়সে এসে সেই সম্মান আর নীতিধর্ম কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না।

মন্তাজের বড়ঘরের ভিতর থেকে কাশির শব্দ এলো। মন্তাজের এখন যাই তখন যাই মা ঘ্যারঘ্যারা গলায় কাশছে। তিন চারবার কেশেই থেমে গেল। তালুকদার বাড়ি আর

AMARBOI.COM

কামারবাড়ির মাঝ বরাবর পুবদিকে ধানী মাঠের কোণায় যে বিশাল মেঘশিরিষের গাছ সেই গাছের দিক থেকে ভেসে আসছে কোকিলের একটানা ডাক। মেঘশিরিষের ডালপালার আড়ালে বসে আকাশ থেকে আসা চাঁদের আলোর দিকে মুখ তুলে হয়তো ডেকে যাচ্ছে প্রকৃতির যৌবনে মগ্ন হয়ে থাকা পাখি। রাতের মধ্যযাম শেষ হয়ে আসার সময়কার নির্জনতায় এই ডাক যেন এই পরিচিত দেশ গ্রাম আর দুনিয়া ছাড়িয়ে বহুদূরের কোনও অচিনলোকে পাড়ি জমাচ্ছে। রাতের এসময় শীতল বাতাস বয়। চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে বলে গিরস্তবাড়ির ঘরদুয়ার তয় গাছপালার ছায়া পড়েছে উঠান পালানে। মন্তাজের সীমানায়, উঠানের এক কোণে নিমগাছ। নিমের ঝিরকিকাটা বড় রকমের ছায়া পড়েছে উঠানের অনেকখানি জুড়ে। হাওয়ায় নিমের ডালপালা দুলছে দেখে উঠানে পরা ছায়াও দুলছে। পুবদিক থেকে উড়ে আসা একটা বাদুড়ের ডানার ছায়াও পড়ল উঠানে। ঠিক তখনই আনমনা চোখে মোতাহারের ঘরের দিকে তাকিয়েছে মুকসেদ, দেখে নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে সেই ঘরের সামনের দিককার দরজা, দেখেই চট করে নিমগাছটার পিছনে সরে গেছে মুকসেদ, চোখ খুলে যাওয়া দরজার দিকে। তারপরই আতাহারকে পরিষ্কার দেখতে পেল সে। লুঙ্গির ওপর হাফহাতা গেঞ্জি পরা। ঘর থেকে বেরিয়েই এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে নিজেদের বাংলাঘরের দিকে চলে গেল। আর মোতাহারের বউ নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা। দুইজন মানুষের আচরণই চোরের মতো। চোরের মতো সাবধানতা, চোরের মতো শব্দ বাঁচিয়ে চলা।

এই দেখার পর মুকসেদের মনে হল সে তার এতদিনকার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে প্রত্যেক মানুষের ভিতরই একজন চোর বসবাস করে। জীবনের কোনও না কোনও সময়ে সেই চোরটি বেরিয়ে আসে, লোকের অগোচরে কিছু না কিছু চুরি করে। কখনও কখনও নিজের অগোচরেও করে, নিজের কাছ থেকেও কিছু না কিছু চুরি করে। সমাজ সংসার স্ত্রী সন্তান, মা বাপ ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন বা প্রাণের মানুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের চলছে এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি। এমন কি প্রকৃতির মধ্যেও যেন চলছে এক বিশাল চৌর্যবৃত্তির খেলা। গাছপালা, শস্যচারা মাটিকে জানান না দিয়ে মাটি থেকে রস শুষে নিয়ে বেঁচে থাকছে, নদী সমুদ্রকে জানান না দিয়ে মাথার ওপরকার বিশাল আকাশ মেঘ তৈরির জন্য টেনে নিচ্ছে পানি, রোদের ছদ্মবেশে সূর্যের আলো শুষে নিচ্ছে মাটির রস, বহতা হাওয়ার মধ্যেও যেন আছে এক চোরের বসবাস। এমন করে নিঃশব্দে বইছে, বহু সময়ই মানুষ যেন তা বুঝতে পারে না। আর জীবন অবসানের যে প্রক্রিয়া মৃত্যু, সে তো আসে একেবারেই চোরের মতো। রূহ কবচ করতে মহান আল্লাহতায়ালার প্রেরিত ফেরেশতা আজরাইল মানুষের শিয়রে এসে দাঁড়ান একেবারেই নিঃশব্দে, কখনই কাউকে বুঝতে দেন না কখন তিনি আসবেন, কখন কবচ করবেন আল্লাহর বান্দার জান।

এসব ভেবে নিজের চোরজীবন নিয়ে কেন যে আর কোনও আক্ষেপ রইল না মুকসেদের! ভোররাত তরি মান্নান মাওলানার বাড়িতে ঘুরঘুর করে ফজরের আজানের আগে আগে নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরতে গিয়া গণি মিয়ার সীমানায় মাত্র আসছে মুকসেদ, দেখে উঠানের এক কোণে দুই তিনটা কুনোব্যাঙ থপ থপ করে লাফাচ্ছে। খাদ্যের খোঁজে বেরিয়েছে। গিরস্তবাড়ির আঙিনায় রাতের যে কোনও মুহূর্তেই লাফাতে পারে ব্যাঙ, এ এমন কিছু চোখে দেখার মতন দৃশ্য না। মুকসেদ তেমন তাকিয়ে

দেখছিল না ব্যাঙগুলি, নিজের মতো করে বাড়ির নামার দিকে পা বাড়িয়েছে, তখন গা হিম করার মতন দৃশ্যটা সে দেখল। গণি মিয়ার আঙিনার পুব দিককার নামায় দুইটো বউন্নাগাছ, একটা মটকুরা গাছ আর ছিটকি টোসখোলার ঝোপ, সেই ঝোপের দিক থেকে নিঃশব্দে উঠে আসছে হাত পাঁচেক লম্বা, সাদার কাছাকাছি রংয়ের উপর কালো চওড়া ছোপ ছোপ অতিকায় এক শানকি (শঙ্খিনী) সাপ। একেবারেই নিঃশব্দে, চোরের ভঙ্গিতে ব্যাঙগুলির দিকে আগাচ্ছে।

সাপ দেখেই লাফ দিয়ে অনেকটা দূর সরে গেল মুকসেদ। অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কাজটা কী হচ্ছে। শরীর টেনে টেনে নিঃশব্দে ব্যাঙগুলির কাছাকাছি এসে স্থির হল সাপ, তারপর আচমকা প্রথম থাবাটা দিল, একটা ব্যাঙ ধরে আস্তেধীরে গিলতে লাগল। অন্য ব্যাঙগুলি তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা কী! তারা নিজেদের মতন চড়ছে। উঠানের এদিককার মাটির সরু সরু গর্ত থেকে এক ধরনের পোকা বেরুচ্ছে। ব্যাঙগুলিও চোরের ভঙ্গিতে সেই পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে। ব্যাঙ খাচ্ছে মাটিপোকা, আর সাপে খাচ্ছে ব্যাঙ। দুই খাওয়া খাওয়ির মধ্যেই যেন কাজ করছে এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি। জীবজগতের প্রত্যেকের কাজই যেন চুরির কাজ। রাত দুপুরে গিরস্ত বাড়ির ফলগাছে চোরের মতো এসে নামছে বাদুড়, গিরস্তের ফল খেয়ে শেষ করছে। বাদুড় তাড়াবার জন্য কত রাত দুপুরে ক্যানেস্তারা পিটায় কোনও কোনও গেরস্তে। তবু চোরের ছদ্মবেসে আসা বাদুড় ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শস্যের চকেমাঠেও চলে এই একই ধরনের কাজ। গিরস্তের সোনার ধান চোরের মতো এসে কেটে নেয় বাবুই পাখি আর মেঠো ইঁদুর। মেঠো ইঁদুরের গর্তে এসে চোরের মতন ঢুকে তাদেরকে খেয়ে শেষ করে দারাস সাপ। বনের বাঘ চোরের মতন এসে ধরে খায় হরিণ, তার ফেলে রাখা খাবার আবার চোরের মতন করেই এসে খেয়ে যায় শিয়াল হায়েনা। পানির তলার মাছ, মাছকে জানান না দিয়ে শিকার করে জেলেরা, সেই মাছেরা পেটের আহার জোটাতে শিকার করে অন্য মাছেদেরকে। শিকারও তো এক ধরনের চুরিই। জগতের সব প্রাণীই এক অর্থে চোর। আর এই চৌর্যবৃত্তির মূলে আছে ক্ষুধা কোনও না কোনও রকমের ক্ষুধা।

এই সব ভাবতে ভাবিতে নিজের বাড়িতে এসে উঠল মুকসেদ। তখন চাঁদ নেমে গেছে পশ্চিমে।

হাফিজদ্দি খেয়ে চলে যাওয়ার পর আজ দুপুরের ভাত খেতে বসল রহিমা আর হাসু। রান্নাঘরের মেঝেতে থালা ভর্তি ভাত তরকারি আর টিনের মগে দুইমগ পানি নিয়ে পিঁড়ি পেতে মুখামুখি বসেছে ফুফু ভাইজি। আজ একটু সময় নিয়ে আয়েশ করে খেতে

কোনও অসুবিধা নাই। কারণ বাড়িতে মান্নান মাওলানা তহুরা বেগম বা আতাহার কেউ নাই। বড়ঘর তালা দিয়ে তারা গেছে মেজোমেয়ে মদিনার শ্বশুর বাড়িতে দাওয়াত খেতে। দুপুরের খাওয়ার দাওয়াত এজন্য সকালের নাশতা করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তারা। পায়ে হেঁটে ঘণ্টাখানেক লাগবে সেই বাড়িতে পৌঁছাতে, তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে বিকালের মুখে মুখে মেলা দিলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা, সুতরাং দিনটা মোটামুটি শাসন বাধনের বাইরে আজ। রাখাল হাফিজদ্দির জন্য যেমন বাড়ির ঝি রহিমার জন্যও তেমন। আর রহিমা আজার থাকা মানে হাসুও আজার।

দূরে বাংলাঘরের ছনছায় বসে এখন বেশ গাছাড়া ভঙ্গিতে তামাক টানছে হাফিজদ্দি। হাটুর উপর লুঙ্গি তুলে, গামছাটা গলার উপর, গুড়গুড় করে তামাক টানছে সে। ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় কাজ কামের ব্যাপারে আজ তারও কোনও তাড়া নাই।

থালে ভাত মাখতে মাখতে একবার হাফিজদ্দিকে দেখল হাসু, তারপর রহিমার দিকে তাকিয়ে বলল, ফুবু, তোমার হেদিনকার কথাডি লইয়া আমি বহুত চিন্তা করছি।

মুখে ভাত ছিল রহিমার। ভাত চীবাতে চীবাতে হাসুর দিকে তাকাল। জড়ানো গলায় বলল, কী চিন্তা করছস?

এই বাইত্তে কামে আহনের পর হুজুরে যা চাইলো তাতে তুমি রাজি হইছিলা ক্যা?

মুখের ভাত গিলে রহিমা বলল, না রাজি অইয়া উপায় আছিলো না।

ক্যা, উপায় থাকবো না ক্যা?

হেই হগল অনেক কথা।

কও, আমি হুনুম।

হ আইজ তো কওন যায়ঐ। আইজ তুই আমি দুইজনেঐ আজাইর।

আমার কথা কইয়ো না, আমি তো আর এই বাড়ির বান্দি না!

বান্দিঐ।

কেমতে?

বান্দির কাছে আইয়া দিনের পর দিন যে থাকে হেও বান্দি। আর তুই তো এই বাইত্তে আমার কাছে থাকতেঐ চাইতাছস। বান্দি তো অইতেঐ চাইতাছস।

হাসু হাসল। হ।

তারপর এক লোকমা ভাত মুখে দিল। এইবার কও।

পয়লা পয়লা হুজুরের কথা আমি হুনি নাই। হেয় খালি তক্কে তক্কে থাকতো, আমার মিহি খালি চাইয়া থাকতো, আঐলে পাইলেঐ প্যাচাইয়া পোচাইয়া ধরতো, শইল্লে হাত দিত। টেকা পয়সা হাততো (সাধতো)। টেকা পয়সার লোব আমার আছিলো না। আইজও নাই। হের কাছ থিকা একখান পয়সাও আমি কোনওদিন নেই নাই।

বোজলাম। আসল কথা কও।

এই হগল কথাও আসল কথাঐ। বেবাক না কইলে বুজবি কেমতে?

ভাত খাওয়ার মাঝখানে ঢোকে ঢোকে পানি খাওয়ার অভ্যাস হাসুর। টিনের মগ তুলে একঢোক পানি খেল সে। ফুফুর দিকে তাকিয়ে বলল, আইচ্ছা কও।

রহিমা আরেক লোকমা ভাত মুখে দিল। দিনের পর দিন একজন মানুষ, তাও হুজুরের লাহান মানুষ এমুন করন লাগল, আমিও তো মানুষ, না কি! মাইয়ামানুষ, বয়েস

AMARBOI.COM

তহন তর লাহান, শইল সাস্ত ভাল, হুজুরের বয়েসও কম। অহন যা দেহচ তার থিকাও কত জুয়ান মর্দ। দেড় দুইবচ্ছর জামাইর ঘর করছি আমি। আমার শইলও তো শইল, আমারও তো সাদ আল্লাদ আছে! পয়লা পয়লা এই সাদ আল্লাদ আমি ঠেকাইয়া রাকছি। শইল্যে হাত দিলেঐ হুজুররে আমি ডর দেহাইতাম। এমুন করলে কইলাম হুজরানীরে কইয়া দিমু। হুইন্না হুজুরে ডরাইতো। কয়দিন আর আমার মিহি চাইতো না। দেকতো সত্যই আমি হুজরানীরে কইনি। কই না দেইক্কা আবার আগের লাহান অইয়া যাইতো। আবার আগের লাহান ঘ্যানর ঘ্যানর করতো কানের সামনে। হারাজীবন এই বাইত্তে থাকতে পারবি তুই, খাওন ফিন্দনের আকাল অইবো না। অসুক বিসুক অইলেও আমি তরে দেহুম, আমি কোনওদিন তরে হালামু না। আমি জামাই তালাক দেওয়া মাইয়া, তারপর পোলাপান অইবো না কোনওদিন, ভাইয়ে বাইত্তে জাগা দেয় নাই, এমুন কোনও আততিয় স্বজন নাই যার কাছে গেলে একওক্ত আমারে খাওয়াইবো। বোজলাম হুজুরে খারাপ মানুষ, হেয় যা চায় হেইডা না দিলে হেয় কোনও না কোনও উছিলায় এই বাইত থিকা আমারে খেদাইয়া দিবো। আমি তহন যামু কই? নাইলে অন্য বাইত্তে গিয়া কাম লমু। তয় যেই বাইত্তে কাম লমু হেই হগল বাইত্তেও তো পুরুষপোলা আছে, আমার লাহান যুবতী কামের ছেমড়ি পাইলে তারাও তো হুজুরের লাহানঐ করবো! এই বাইত্তে অইলো এক হুজুর আর অন্য বাইত্তে তো শয়ে শয়ে হুজুর! অত হুজুর আমি হামলামু কেমতে?

থালার ভাত অর্ধেক পরিমাণ শেষ হয়েছে। আরেক লোকমা ভাত মাত্র মুখে দিতে গিয়েছিল হাসু, ফুফুর শেষ কথাটা শুনে থতমত খেয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কেমন দুঃখি, মন খারাপ করা গলায় বলল, ঠিকঐ কইছো। মৌল্বামান্দ্রার যেই বাইত্তে আমারে কামে দিছ হেই বাইত্তেও হুজুরের কোনও আকাল নাই। বাপ পোলা বাড়ির কামলাবেডা থিকা শুরু কইরা এতজনে আমারে জ্বালায়, অগো ঠেকাইতে ঠেকাইতে, নিজের শইল অগো বদ মতলব আর কুনজর থিকা বাচাইতে বাচাইতে আমার আইজ এই দশা। রাইতের পর রাইত বেডাগো জ্বালায় আমি ঐবাইত্তে ঘুমাইতে পারি না, দিনেরবেলা আইলে পাইলেঐ বুক টিপ্পা ধরতে চায় কেঐ না কেঐ। এই হগল যন্ত্রণা থিকা নিজেরে বাচানডা অইলো যুইদ্ধের লাহান। আইজ দশ বারো বচ্ছর ধইরা এই যুইদ্ধ করতে করতে আমি এক্কেরে শেষ অইয়া গেছি ফুবু। মাইয়ামানুষ থিকা বেডামানুষ অইয়া যাইতাছি আমি। যুইদ্ধ করতে করতে যহন আর পারি না, শইল্যে কুলায় না, তহন আমি তোমার কাছে আইয়া উডি। ঐ বাইত্তে আর ফিরত যাইতে চাই না।

হাসুর কথা শুনে অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রহিমা। আইজ আমি বেবাক কিছু বোজলাম। এই হগল কথাঐ তর কাছ থিকা আমি জানতে চাইছি।

হাসু আরেক লোকমা ভাত মুখে দিল। ঐ বাইত্তে এহেকটা রাইত অয়, আর আমার আজাব শুরু অয়। আমি হুই রান্ধনঘরে। হেই ঘরের ঝাপহান আলগা। ইট্টুহানি ঠেলা দিয়াঐ ঘরে হান্দন যায়। পয়লা পয়লা বাড়ির আম্মারে কইছি, আম্মা, এই ঘরডায় আমারে রাইক্কেন না, আমার ঘুম আহে না, অসুবিদা অয়। হেয় আমার কথা হোনে নাই। কয়, বাড়ির বান্দিরে রান্ধনঘরে হুইতে দিমু না তো কি বড়ঘরের পালঙ্কে হুইতে দিমু? ঐ ঘরেঐ তর থাকন লাগবো। তারবাদে বাড়ির বেডাগো কথাও তারে আমি ভাইঙ্গা চুইরা

AMARBOI.COM

কইছি, কেঐর নামনোম কই নাই, হুইন্না হেয় আমারে কইল, বেডারা অমুনঐ। বেডাগো হাত থিকা নিজেরে বাচানোর কাম অইলো মাইয়াগো। তুইও বাচাইয়া চলবি। তয় তুমি আমারে কও তো ফুবু, কয়জনের হাত থিকা, কতদিন তুমি নিজেকের বাচাইবা?

রহিমা বলল, হ। এই হগল চিন্তা এই বাইত্তে আইয়া পয়লা পয়লা আমিও করছি। তারবাদে বেবাক চিন্তা বাদ দিয়া হুজুরের কথায় রাজি অইয়া গেছি। অহন যেই ঘরে তুই আমি থাকি, পয়লা থিকাঐ ঐ ঘরে থাকি আমি। হুজুরের কথায় ভিতর থিকা দুয়ারের খিল আলগা কইরা রাকতাম। রাইত দোফরে চোরের লাহান হুজুরে তার বউর পাশ থিকা উইট্টা আইয়া আমার ঘরে হানতো। নিজের শইল্যের সাদ আল্লাদ মিটাইতো। এই কইরা কইরা দিন গেল।

খাওয়া শেষ করে মগের পানিতে থালাতেই হাত ধুতে লাগল রহিমা।

হাসুর থালায় তখনও সামান্য ভাত রয়ে গেছে। কাচিয়ে কুচিয়ে সেই ভাত লোকমা করে মুখে দিল হাসু। আমি তোমার কথা বুজছি ফুবু। তয় তোমার আর আমার তো একদশা না। আমি তো বিয়াতো মাইয়া না। আমি অইলাম আবিয়াত মাইয়া। নিজের পেট আমি চিনি না। আর যেই বেডারা আমার কাছে আইতো হেরা তো কেঐ আমারে বিয়া করবো না! কাম কাইজ সাইরা যাইবো গা। আমার পেট অইয়া গেলে যাগ কারণে পেট হইব তারাঐ আবার আমার বিচার করবো। খারাপ মাইয়া কইয়া বাইত থিকা খেদাইবো আমারে। এই হগল চিন্তা কইরা বেডাগো হাত থিকা আমি খালি নিজেরে বাচাইছি। তয় কতদিন এমুন বাচান বাচান যায় কও? আইজ কয় বচ্ছর ধইরা রোজ রাইত্রে বিছানায় হুইয়া হুইয়া আমি খালি চিন্তা করি, মাইয়াছেইলা থিকা কোনও রকমে আমি যদি বেডা অইয়া যাইতে পারতাম, আমার গলার আওয়াজখান অইতো বেডাগো লাহান, হাত পাও, বুক মোক অইতো বেডাগো লাহান, আমার পোলাপান অওনের জাগাডা অইতো বেডাগো লাহান তয় বেডারা আমারে এমুন জ্বালান জ্বালাইতে পারতো না। রাইত ভর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারতাম।

ভাত শেষ করে এক ঢোক পানি খেল হাসু। তারপর মগের পানিতে রহিমার মতো করে থালায় হাত ধুতে ধুতে বলল, তারপর থিকা আমি কইলাম সত্যঐ বেডাগো লাহান অইতে লাগলাম ফুবু, খ্যাল করছ?

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে রহিমা বলল, হ। তুই তো অহন বেডাঐ! তর হাত পাও গলার আওজ বেবাকঐ বেডাগো লাহান। বুকও উচা না, বেডাগো লাহানঐ।

ফুফুর মতো করে হাসুও আঁচলে মুখ মুছল। তারপর হাসল। হ, অহন খালি পোলাপান অওনের জাগাহান বেডাগো লাহান অইয়া গেলেঐ অয়।

রহিমা ধমক দিল ভাইঝিকে। ধুর ছেমড়ি, কী কচ?

হ ফুবু, ভাল কথাঐ কই। তুমি দেকবা আমি একদিন সত্য সত্যই বেডা অইয়া যামু। মাইয়াছেইলা আমি আর থাকুম না। মাইনষের কোনও কোনও কথা আল্লায় কইলাম সত্য সত্যঐ হোনে। কহেক বচ্ছর ধইরা আমার কথা মনে অয় হোনতাছে। এর লেইগাঐ ইট্টু ইট্টু কইরা বেডাগো লাহান অইয়া যাইতাছি আমি। একদিন দেকবা পুরাপুরিঐ বেডা অইয়া গেছি।

রহিমা আর কথা বলল না। তার হাসুর আর হাফিজদ্দির আইট্টা (এঁটো) থালা বাসন

নিয়া পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেল। দুইটো কাক তখন রান্নাঘরের ছনছায় নেমে চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকিয়ে খাদ্য খুঁজছিল।

বিকালবেলা বড়ঘরের পিছন দিককার জামতলায় দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে চকের দিকে তাকিয়ে আছে ফিরোজা। এখান থেকে পশ্চিমে ঢাকা থেকে আসা বড় সড়কের অনেকখানি দেখা যায়, পুব উত্তরে দেখা যায় তালুকদার বাড়ির গাছপালা, গাছপালার আড়ালে দাঁড়ানো দালান কোঠার কার্নিসের উপরকার অশত্থের চারা। বাড়ির গা ঘেঁষে চলে যাওয়া খালের বাঁক দেখা যায়, সীতারামপুরের বাঁকে ছোট্ট একখান টংঘরের দোকান, দোকানের ওপাশে কারিকরদের বাড়িঘর, সব পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে।

এই বাড়ি থেকে পোয়া মাইল দূরত্বে এইসব দৃশ্যাবলি। মাঝখানে চক। চকে এখন ইরির চাষ হয়। জমির আল বেঁধে পানি আটকে ইরি রুয়েছে কৃষকরা। ফলে চক এখন গাঢ় সবুজ। এই সবুজের দিকে তাকিয়ে মন উদাস হচ্ছিল ফিরোজার।

ঠিক এই সময় ভেতর বাড়ির দিক থেকে তার পাশে এসে দাঁড়াল নিখিল। কী করো ফিরোজা?

আচমকা পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষ, কথাও বলছে, শুনে উদাস ছিল বলেই যেন একটু বেশি চমকাল ফিরোজা। চমকে মানুষটার মুখের দিকে তাকাল। ও নিখিলদাদায়! আমি ডরাই গেছিলাম।

নিখিল হাসল। ক্যা, ডরাইলা ক্যা?

আথকা মাইনষের পিছে মাইনষে আইয়া খাড়ইলে না ডরাইয়া উপায় আছে?

তারপরই যেন নিখিলকে খেয়াল করে দেখল ফিরোজা। নিখিলের পরনে আজ নীল রংয়ের নতুন লুঙ্গি। লুঙ্গির উপর পরেছে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর হাতা কনুই তরি গুটানো। বোধহয় আজই চুল কাটিয়েছে, দাড়ি মোচ কামিয়েছে। তারপর সাবান দিয়া হয়তো গোসল করছে। সব মিলিয়ে তরতাজা, প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে নিখিলকে। এমনিতে বেশ লম্বা, ছিপছিপা শরীরের নিখিলের গায়ের রং কালো। তবে মুখটা মায়াবি, নিরীহ ধরনের, কেমন একটু বিষণ্নতাও আছে মুখে। খানিক তাকিয়ে থাকলেই মায়া লাগে।

আজ নিয়া খুব বেশিদিনি যে কাছ থেকে নিখিলকে ফিরোজা দেখছে তা না। দূর থেকে মান্নান মাওলানার বাংলাঘরে আতাহারের লগে আনাগোনা করতে দেখছে অনেকদিন ধরেই। তখন ফিরোজার চোখে এতটা পড়েনি নিখিল। কিছুদিন ধরে পড়ছে। কারণ কিছুদিন ধরে কোনও না কোনও অছিলায় মন্তাজদের বড়ঘরে আসছে আতাহার।

AMARBOI.COM

লগে বেশির ভাগ দিনই আছে নিখিল। আতাহারের বন্ধু হওয়ার পরও নিখিলের লগে আতাহারের ব্যবহার চাকর বাকরের মতন। যখন তখন মানুষের সামনে ধমক দিচ্ছে, গালাগাল করছে, অপমানের একসা। তবু যেন ওসব আচরণ গায়ে মাখে না নিখিল। দুইদিন তার সামনেই মালাউনের বাচ্চা বলে গাল দিল। সেই গাল শুনে বিষণ্ন মুখ আরও বিষণ্ন হল নিখিলের, তারপরই মুখটা হাসি হাসি করল। যেন গালটা সে শুনতে পায়নি বা শুনেও ভুলে গেছে।

ওই সময়কার নিখিলের মুখ দেখে মায়া লেগেছে ফিরোজার!

কিন্তু আতাহার কেন আজকাল ঘন ঘন আসছে তাদের ঘরে, মন্তাজের বুড়িমাকে দেখার অছিলায়, তার ভালমন্দ খোঁজখবর নেওয়ার অছিলায় সে যে আসলে ফিরোজার কাছেই আসছে, ফিরোজাকেই পেতে চাইছে এসব মেয়েমানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা দিয়েই বুঝে নিয়েছে ফিরোজা। ছেলের মতন একই উদ্দেশ্যে মান্নান মাওলানাও যে সেদিন মন্তাজের বড়ঘরে এসে ঢুকেছিল, অনেকদিন ধরেই যে মাওলানা হুজুর চেষ্টা তদবির চালিয়ে যাচ্ছে ফিরোজার ব্যাপারে, সবই ফিরোজা টের পাচ্ছে। এই নিয়া মুখে কাউকে কিছু বলতে পারছে না। যেমন করে পারে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে। আতাহার এলেই তাকে চা করে খাওয়াচ্ছে। হাসি হাসিমুখে কথা বলে শরীর থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। আর মান্নান মাওলানাকে সেদিন চিরতরে ফিরিয়েছে তাঁর ছেলের এইঘরে আসা যাওয়া নিয়া। কথায় কথায় এমনভাবে আতাহারের কথা বলেছে শুনে মান্নান মাওলানা ভেবেছেন এই লাইনে তার এতেমদরে মাজারো পোলা ঠিকই অনেকদূর আগায়া গেছে। পোলায় যে মেয়ের ক্ষেত্রে এতদূর আগাইছে বাপ হয়ে সেই একই মেয়ের ক্ষেত্রে তার আগানো ঠিক হবে না। তবু শেষ পর্যন্ত নূরজাহানকে নিয়ে একখানা অশ্লীল কথা বলে মন্তাজের বড়ঘর থেকে মান্নান মাওলানা বেরিয়ে ছিলেন।

নূরজাহানের লগে চিন পরিচয় নাই ফিরোজার। তবে হুজুরের মুখে ছ্যাপ ছিটিয়ে যে আলোড়ন গ্রামে সে তুলেছে সেকথা তার কানে আসছে। সেদিন হুজুরের মুখে নূরজাহানের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার যে ধুরন্ধর ছায়া ফিরোজা দেখেছে ওই ভাবনায় রাতের ঘুমটা তার ঠিকঠাক মতো হয় নাই। বার বার মনে হয়েছে মান্নান মাওলানা যে রকম মানুষ ঠিকই মেয়েটিকে সে দেখে নিবে। কোনও না কোনও কায়দায় যা বলেছেন ঠিক ওই কাজটাই মেয়েটার লগে করবেন। সত্যি যদি কোনও মেয়ের লগে ওই কাজটা করা হয়, তাহলে তার আর থাকল কী! সবই তো গেল! বিয়ে হলে স্বামীকে সে দেবে কী?

এই একই ভয়ে আতাহারের কাছ থেকে প্রাণপণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ফিরোজা। মান্নান মাওলানাকে ছেলের কথা বলে ফিরিয়েছে, আতাহারকে ফিরাবে কার কথা বলে!

নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই যেন সেই মানুষটার সন্ধান আজ বিকালে পেয়ে গেল ফিরোজা। আতাহারকে কি যে কোনও কায়দায় একদিন সে জানিয়ে দিবে, আমার মিহি আর আউগ্গাইয়েন না আতাহার দাদা। আপনের দোস্ত নিখিলের লগে আমার অইয়া গেছে। দোস্ত অইয়া দোস্তের মনের মাইনষের মিহি আউগ্গান ঠিক অইবো না।

তয় নিখিল যে হিন্দু! হিন্দু পোলার লগে কি মোসলমান মাইয়ার এইসব হয়?

মনে মনে হাসল ফিরোজা। সত্যঐ তো আর অইতাছে না! এইডা তো মিছা! আতাহার দাদারে ফিরানের লেইগা।

ফিরোজার মত নিখিলও তাকিয়ে ছিল ফিরোজার মুখের দিকে। শ্যামলা গোলগাল মুখের এই মেয়েটিকে তার ভালই লাগে। লাল সবুজের ডুরে শাড়ি আজ পরেছে সে। ঘটিহাতা ছিট কাপড়ের ব্লাউজ পরেছে। লালফিতা দিয়া দুইখান বেণী করেছে, নাকে নাকফুল আছে, চোখে কাজল দিছে, সব মিলায় ভাল লাগছে ফিরোজাকে দেখতে।

কিন্তু কিছু ভেবে ফিরোজা কি মনে মনে হাসছে!

মনে মনে হাসার সময় নিজের অজান্তেই মানুষের মুখে সেই হাসির আভা ফুটে ওঠে। ফিরোজার মুখেও ফুটেছিল। এই ব্যাপারটা খেয়াল করল নিখিল। বলল, কী অইছে তোমার?

ফিরোজা চমকাল। কী অইবো?

আমার মনে অয় কিছু অইছে।

কেমতে বোজলেন?

তোমার মোক দেইক্কা।

ক্যা কী অইছে আমার মোকে?

মোক দেইক্কা মনে অইতাছে তুমি জানি মনে মনে কী চিন্তা কইরা হাসতাছো!

ফিরোজা চমকাল। আল্লা, কেমতে কইলেন আপনে?

নিখিল হাসল। ওই যে কইলাম, তোমার মোক দেইক্কা মনে অইলো।

ঠিকঐ মনে অইছে। আসলেই আমি হাসতাছিলাম।

ক্যা, আমারে এহেনে দেইক্কা?

ফিরোজা ভুরু কোঁচকাল। ক্যা আপনেরে দেইক্কা হাসুম ক্যা?

একলা একলা তোমাগো মিহি আইছি!

হেতে কী অইছে?

না তুমি অন্যকিছু মনে করতে পারো।

অন্যকিছু কী মনে করুম?

মনে করতে পারো আমি কোনও মতলবে আইছি।

মতলবে আহেন নাই?

নিখিল চমকাল। না, কী মতলবে আমু?

তয় আইছেন ক্যা?

আইছিলাম আসলে আতাহারের কাছে। আইজ হারাদিন অর লগে দেহা অয় নাই। কনটেকদার সাবে আলম সুরুজ অরা কইলো দেইক্কা আয় আতাহার বাইত্তে আছেনি, থাকলে ডাইক্কা লইয়ায়। আইয়া হাসুর কাছে হোনলাম অরা বেবাকতে মাজারো বইনের বাইত্তে দাওত খাইতে গেছে। তারবাদে ফিরত যাওনের সময় ভাবলাম, কী জানি আতাহার অর বইনের বাইত্তে থিকা আগেঐ আইয়া পড়ল কি না, আইয়া তোমগো ঘরে বইয়া রইলো কি না!

AMARBOI.COM

ফিরোজা অবাক হওয়ার ভান করল। ক্যা, বাইত্তে আইয়া নিজেগো ঘরে না গিয়া হেয় আমাগো ঘরে আইয়া বইয়া থাকবো ক্যা?

নিখিল হাসল। তুমি তো জানঐ আতাহারে তোমারে খুব পছন্দ করে।

হ জানি, তয় আমি তারে পছন্দ করি না।

ক্যা?

হের লাহান মাইনষেরে পছন্দ কইরা আমার কোনও লাব নাই।

কীয়ের লাব?

আপনে বোজেন নাই কীয়ের লাব?

না।

বোজন উচিত আছিলো।

নিখিল আবার হাসল। বুজি নাই যহন তহন আর কী করন যাইবো, বুজাইয়া কও।

হেয় অইলো বিরাট নামকরা মাইনষের পোলা। টেকা পয়সা জাগা জমিনের আকাল নাই। আমি যুদি হেরে পছন্দ করি, আর যাই করুক হেয় তো আমারে বিয়া করবো না।

নিখিল আবারও হাসল। করতেও পারে। রাজার পোলায়ও ভিকারির মাইয়ারে বিয়া করে?

হেইদিন আইজ কাইল আর নাই।

আছে। পেরেম মহব্বত থাকলে ধনী গরিব দিয়া কিছু অয় না।

আতাহার দাদার যে আরেকজনের লগে পেরেম আছে।

কার লগে?

এবার ফিরোজাও হাসল। ক্যান আমার মোক থিকা হোনতে চান? আপনে তো বেবাকঐ জানেন। বিয়া করনের মতলব থাকলে হেয় তো হের ভাবীছাবরেঐ করতে পারে। ভাবীছাবে অহনও কী সোন্দর! অহনও এক্কেরে আবিয়াত মাইয়াগো লাহান। হেমুন মাইয়ারেঐ যে বিয়া করে না হেয় আমার লাহান কামের ছেমড়িরে মইরা গেলেও বিয়া করবো না। আতাহার দাদায় বহুত চালাক। ভোমরার লাহান। একবার এইফুলে যাইবো, মধু খাইবো। আবার অন্যফুলে যাইবো, মধু খাইবো। কোনও ফুলেঐ হারাজীবন বইয়া থাকবো না।

ফিরোজার কথা শুনে নিখিল হকচকিয়ে গেল। কথা বলতে যেন ভুলে গেল। হা করে ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল ফিরোজা। কী অইলো? এমতে চাইয়া রইছেন ক্যা?

নিজেকে সামলাল নিখিল। তোমার কথা হুইন্না।

ক্যা, খারাপ কিছু কইছিনি আমি?

না খারাপ কও নাই। সত্য কথাঐ কইছো। আমি খালি চিন্তা করতাছি তুমি এত কিছু বোজলা কেমতে?

মাইয়ামানুষরা দুনিয়ার বেবাক পুরুষপোলার চক্ষু দেইখাঐ বোজে হেয় কী চায়? আতাহার দাদার মতলব, হের বাপের মতলব বেবাকঐ আমি বুজি।

তোমার মোক দেইক্কা কইলাম মনে অয় না তুমি এত কিছু বোজো।

মোক দেইক্কা মানুষ চিনন যায় না। কার ভিতরে কী, মোক দেইক্কা কেমতে বোজবেন?

হেইডা ঠিক। তয় মোক দেইক্কাঐ কইলাম মাইনষের লগে মাইনষের ভাব ভালবাসা অয়।

হ হেইডা ঠিক। মোক দেইক্কাঐ মাইনষে মাইনষের পয়লা বিচার করে। তারবাদে ঠক খায়।

নিখিল হাসল। বাপরে, তুমি তো দেহি এক্কেরেঐ অন্যপদের মাইয়া। তোমার মোক দেইক্কা তোমারে আমি যেমুন ভাবছি তুমি দিহি তার থিকা পুরাপুরি আলাদা।

একপলক নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়েই উদাস হল ফিরোজা। আমরা গরিব মাইয়া দাদা। বহুত হিসাব কিতাব কইরা, চিন্তা ভাবনা কইরা আমগো চলতে অয়। আমি জানি আমগো লাহান মাইয়ার শইলখানঐ আসল, শইলখানঐ সম্পদ। এই সম্পদ যুদি একবার নষ্ট অইয়া যায় তাইলে আর কিছু থাকলো না। বিয়াশাদি তো অইবোঐ না, আউজকা একজনে কাউলকা আরেকজনে খাবলাইয়া খাবলাইয়া খাইবো। মাইয়া মাইনষের নষ্ট শইল মরা গরুর লাহান। হকুনের লাহান বেডারা খালি ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া খায়। খাইতে খাইতে ছিবড়া কইরা হালাইয়া দেয়। হকুনে যেমুন গোস্ত খাইতে খাইতে মরা গরুর কংকাল বাইর কইরা তারবাদে উড়াল দেয় আসমানে, বেডারাও হেমুন করে।

ফিরোজার কথা শুনে নিখিল হতবাক। আরে এ তো আশ্চর্য মেয়ে! বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুবই বুদ্ধিমতী। আতাহারকে নিয়া ঠিক ভাবনাটাই সে ভাবছে। আর ফিরোজার কথাবার্তার ধরনে মেয়েটাকে যে হঠাৎ করেই কী ভাল লেগে গেল নিখিলের! আজ পর্যন্ত কোনও মেয়েকে এমন ভাল তার লাগে নাই।

নিখিলের ইচ্ছা হল যতক্ষণ সম্ভব এই নির্জনে দাঁড়িয়ে ফিরোজার লগে গল্প করে। আরও অনেক কথা শোনে ফিরোজার কাছ থেকে। সে যে বলল সে গরিব ঘরের মেয়ে, কেমন গরিব ঘর তাদের, কোন গ্রামে বাড়ি! মা বাবা ভাই বোনের কি বিত্তান্ত সবই জানতে ইচ্ছা করছে নিখিলের।

সেই কথা কীভাবে শুরু করা যায়?

ছোট্ট করে গলা খাঁকারি দিল নিখিল। এতক্ষুণ ধইরা তুমি যে এহেনে খাড়ইয়া আমার লগে কথা কইতাছো, তোমার কোনও অসুবিদা অইতাছে না?

ফিরোজা অবাক হল। অবাক হলে তার নাকের দুইপাশে ছোট্ট ভাঁজ পড়ে, নাকের পাটা সামান্য কুঞ্চিত হয়। মিষ্টি মুখটা তাতে আরও মিষ্টি দেখায়। ফিরোজার এই সৌন্দর্য আজকের আগে দেখে নাই নিখিল। তার কথা শুনে ফিরোজা যে বলল, কীয়ের অসুবিদা, সেকথা যেন শুনতেই পেল না। মুগ্ধ চোখে ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফিরোজা হাসল। কীয়ের অসুবিদা কইলেন না?

নিখিল থতমত খেল। না, ওই যে মস্তাজকাকার মায়, তারে ছাইড়া এতক্ষুণ ধইরা তুমি বাইরে! হেয় তোমারে বিচড়াইবো না?

www.amarboi.com

না। দোফরের পর থিকা বেদম ঘুম ঘুমাইতাছে হেয়।

ক্যা রাইত্রে ঘুমায় নাই?

কাইল রাইত্রে ঘোমডা পুরা অয় নাই। কেমুন উসপিস উসপিস করছে। হেই রাইত্রের ঘোম অহন দিতাছে।

আর এই ফাকে তুমি আইয়া খাড়ই রইছো জামগাছ তলায়!

হ। এই জাগাটায় খাড়ই থাকতে আমার বহুত ভাল্লাগে।

পাঞ্জাবীর ডান দিককার পকেট থেকে হাতিয়ে হাতিয়ে বাঁকাচোরা হয়ে যাওয়া একটা স্টার সিগ্রেট বের করল নিখিল। কয়েকটা মাত্র কাঠি আছে এমন একখান ম্যাচ বের করল। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে বড় করে একটা টান দিয়ে বলল, এহেনে খাড়ইয়া কী দেহো তুমি?

তেমুন কিচ্ছু না। সড়কটা দেহি, খোলা চক দেহি। আর একখান কথা চিন্তা করি।

কী?

চিন্তা করি বাড়ির বাইরে এতবড় একখান দুনিয়া, হেই দুনিয়ায় পা হালানের ক্ষমতা নাই আমার। আমি যেন খাচায় আটকাইন্না পাখি। এই বাড়ির খাচার মইদ্যে আইটকা রইছি।

নিখিল আবার সিগ্রেটে টান দিল। অর্থ কী কথাডার?

অর্থ অইলো, এই বাইত্তে যেমতে আছি এমতে থাকতে আমার আর ভাল্লাগে না। রাস্তা আর চকের মিহি চাইয়া আমার খালি মনে অয় একদিন ওই চকের মাঝখানকার রাস্তা দিয়া বহুত দূরে কোনওহানে যামু গা আমি। আর কোনওদিন এই দেশে ফিরত আমু না।

ক্যা এমুন মনে অয় ক্যা তোমার?

কইতে পারি না। মাইনষের মন কত কিছুঐত্তো কয়!

ফিরোজা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উদাস হয়ে চকের দিকে তাকিয়ে রইল।

এ বাড়ির উঠান পালানে পড়ে থাকা রোদ এখন ঘরের চালে আর গাছপালার মাথার দিকে উঠতে শুরু করেছে। রোদের রঙ হয়েছে গেন্দা ফুলের পাপড়ির মতন। চকের ধানীজমি আর খোলা মাঠে রোদ বেশ মোলায়েম। সেদিকে তাকিয়ে সিগ্রেটে আরেকটা টান দিয়ে নিখিল বলল, হোনো ফিরোজা, তুমি যে কইলা তুমি গরিব ঘরের মাইয়া, কোন গেরামের গরিব ঘর তোমগো?

নিখিলের দিকে তাকাল না ফিরোজা। চকের দিকে তাকিয়েই বলল, আমগো গেরাম অইলো গাদিঘাট। গাদিঘাট চিনেন?

চিনুম না ক্যা? বিক্রমপুরের কোন মাইনষে গাদিঘাট না চিনে? গাদিঘাটের নাম না হোনছে এমুন মানুষ বিক্রমপুরে নাই। মিষ্টি কোমড়ের লেইগা বিখ্যাত অইলো গাদিঘাট। হেই গেরামের ক্ষেতখোলায় খালি মিষ্টি কোমড় বোনে গিরস্তে। একমোণ দেড়মোণ ওজনের এহেকখান কোমড় হয়। এক কোমড়ে এক বাড়ির বিয়াশাদির মেজবানি হইয়া যায়। হেই কোমড়ের নাম ভোজ কোমড়। ভোজ খাওনের কোমড়।

হ, হেই গাদিঘাটে আমগো বাড়ি।

তোমার বাপে করে কী? গিরস্তি?

AMARBOI.COM

গিরস্তিঐ করে, তয় নিজের জমিন নাই। অন্যের জমিন বর্গা চোয়।

ভাইবইন কয়জন তোমার?

পাচবইন তিনভাই। আমার বড় দুইবইন দুইভাই। দুই বইনের বিয়া দিয়া বাবায় গেছে ফতুর অইয়া। বড়ভাই দুইডা বাপের লগে গিরস্তি করে। ছোড একটা বইন আমগো গেরামেঐ এক বাইত্তে আমার লাহান থাকে। একদোম ছোড বইনডা ইসকুলে পড়ে, কেলাশ ফোরে। ছোড ভাইডা পড়ে সিকসে। বড় সংসার তো! সংসার চলে বহুত কষ্টে। কোনও কোনওদিন না খাইয়াও থাকন লাগে। এর লেইগা বাবায় আমারে এই বাইত্তে দিয়া দিছে।

গাদিঘাট থিকা মেদিনমোণ্ডল ম্যালা দূর। এত দূরের এই বাইত্তে কোন পরিচয়ে আইলা তুমি?

ফিরোজা ম্লান হাসল। এ্যারা আমগো আত্মীয় অয়। কাছের আত্মীয়ঐ। আমরা গরিব দেইক্কা আত্মীয় পরিচয় দেয় না। তয় বাবার লগে মন্তাজ মামার কথা অইছে হের মায় যতদিন আছে হেতদিন তার মারে আমি দেহুম। আমার বচ্ছরের কাপড় চোপড় বেবাক হেরা দিবো, আর নানী মইরা গেলে মন্তাজ মামায় ভাল পোলা দেইক্কা ধুমধাম কইরা আমারে বিয়া দিয়া দিবো।

সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে নামার দিকে সিগ্রেটের শেষ অংশ ছুড়ে ফেলল নিখিল। তয় তো ভালঐ। তয় আর তোমার চিন্তা কী?

এবার খুবই রহস্যময় একখান হাসি হাসল ফিরোজা। চিন্তা আছে।

কী?

আমি একজনরে পছন্দ করি। আমি চাই আমার বিয়াডা হের লগে অউক।

কও কী? কারে, কারে পছন্দ করো তুমি?

হেইডা আপনেরে আমি কমু না।

ঠিক এসময় মন্তাজের বড়ঘর থেকে তার মায়ের জড়ানো গলার চিৎকার ভেসে এল। তারস্বরে ফিরোজাকে ডাকছে বুড়ি। অন্য যে কারও কাছে এই চিৎকারটা গোঙানির মতন বীভৎস মনে হবে, তয় ফিরোজা এই ডাকের অর্থ জানে। তার নাম ধরেই ডাকছে বুড়ি।

ডাক শুনে ফিরোজা চঞ্চল হল। ঐ যে নানী ডাক পাড়তাছে। আমি যাই।

বলেই বড়ঘরের দিকে দৌড় দিতে গেল ফিরোজা, দৌড় দিতে গিয়েই কী ভেবে থামল। একটা হাত জামগাছটার গায়ে রেখে অপূর্ব এক ভঙ্গিমায় বলল, আমি যারে পছন্দ করি, যার কাছে বিয়া বইতে চাই তার কথা আপনেরে একদিন কমু।

তারপর দৌড়ে বড়ঘরের দিকে চলে গেল।

নিখিলের বুকের ভিতর তখন একেবারেই অচেনা এক আবেশ খেলা করছে। মন ছেয়ে গেছে আশ্চর্য এক অনুভূতিতে। আজকের আগে কখনও এই অনুভূতি হয়নি তার। কাকে পছন্দ করে ফিরোজা? কার কাছে বিয়া বসতে চায়? সে কথা অন্য কাউকে না বলে তাকেই কেন বলবে একদিন? তাহলে ফিরোজার মনের কোনও এককোণে কি তার জন্যও একটুখানি জায়গা হয়েছে!

এসব ভাবতে ভাবতে মান্নান মাওলানার সীমানায় না ফিরে জামতলার ওদিককার

AMARBOI.COM

ভাঙন দিয়ে উত্তরের চকে নেমে গেল নিখিল। একেবারেই শেষ হওয়া বিকালের রোদে তখন পাকা পেঁপের রং ধরেছে। যখন তখন এই রোদ মুছে অন্ধকার নামবে। এর মধ্যেই ঝিঁঝিপোকারা ডাকতে শুরু করছে।

চৈত্রমাসের শেষ দিককার এক বিকালে তামা পিতল কাসা এলুমিনিয়ামের নানান পদের মালছামান ভর্তি ভার কাঁধে একজন মানুষ চক পাথালে আস্তে ধীরে হেঁটে আজিজ গাঁওয়ালের বাড়ির দিকে আগাতে লাগল। তার চলাচল গাঁওয়ালদের মতন অস্থির ধরনের না। ভার কাঁধে গাঁওয়ালরা যেমন ঘোড়ার মতন ছোটে, মুখে ক্লান্তির হুমহাম শব্দ করে, গাঁওয়াল বলতে যা বোঝায়, আজিজ গাঁওয়ালকে দেখে দেশগ্রামের লোক গাঁওয়াল মানুষের যে ছবি মনের ভিতর ধরে রেখেছে, মানুষটির চালচলন তেমন না। ধীর শান্ত নরম গতিতে বিকালের রোদ ভেঙে হাঁটছিল। মাথায় সাদা গোল টুপি, পরনে গেরুয়া রংয়ের পরিষ্কার ফতুয়া, গাঢ় সবুজ রংয়ের লুঙ্গি সামান্য উঁচু করে পরা, যেন পথের ধুলায় ময়লা না হয়। মুখে মানুষটার মাসখানেকের দাড়ি গোঁফ, খানে খানে সাদা খানে খানে কালো। চোখে নির্মল নিরীহ দৃষ্টি আর চোখের কোলে সুরমা। দূর থেকে দেখেও মানুষটাকে খুবই পাক পবিত্র আর ধার্মিক মনে হচ্ছিল।

আজিজ গাঁওয়ালের বাড়ির পুব দিককার নামায় চার পাঁচটা বউন্না হিজল আর মটকুরা গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় একখণ্ড সবুজ ঘাসের জমিন। বিকালবেলা বাড়ির পোলাপান এইখানে গোল্লাছুট দাড়িয়াবান্ধা ধরাছি খেলে। আজিজ গাঁওয়াল উধাও হওয়ার পর মাসখানেক হল খেলাধুলায় উৎসাহ নাই কারও। বাড়িটা যেন আর মানুষের বাড়ি নাই, গোরস্থান হয়ে গেছে। বাড়ির মানুষগুলি যেন বেঁচে নাই, লাশ হয়ে গেছে।

বিকালবেলা আজ বাড়ির পোলাপান সব উঠানে। নাজুকে কোলে নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে বড়ঘরের ওটায় বসে আছে বানেছা। তার মুখটা ভাঙাচোরা, চোখের কোলে গাঢ় হয়ে পড়েছে কালি, মাথার চুলে তেল পড়ে না অনেকদিন, পরনের শাড়িটা বেশ ময়লা, সব মিলিয়ে বানেছা একেবারেই ভেঙে পড়া অসহায় মানুষ। উদাস চোখে কোনদিকে যে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না।

নাদের হামেদ পরি জরি বদু বসে আছে মায়ের চারপাশে। এতগুলি মানুষ একলগে তয় কারও মুখে কোনও কথা নাই। সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করা বদু তরি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গাছপালা বাড়ির উঠান পালান আর ঘরের চালে বিকালবেলার রোদ তখন নরম হতে শুরু করেছে। একটা কাক ডাকছে ঢেঁকিঘরের পিছনে। দুইটো শালিকপাখি টুকটুক করে লাফাচ্ছে বারবাড়ির দিকে। সামান্য একটু হাওয়া আসছে দক্ষিণ দিক থেকে।

বাবা উধাও হওয়ার পর বিকালের দিকটায় হামেদের কখনও কখনও মনে হয়, আগে প্রতিদিন গাঁওয়াল করে বিকালের এই সময়টায় ফিরে আসতো বাবা। চক পাথালে ভার কাঁধে দুলে দুলে হেঁটে পুবদিককার ভাঙন ঠেলে উঠতো বাড়িতে। হয়তো আজও সেইভাবে ফিরে আসবে।

এই আশায় কোনও কোনওদিন বিকালে বাড়ির ওদিকটায় যায় হামেদ। বাড়ি থেকে নেমে যাওয়া ওঠার মুখে পথ চেয়ে বসে থাকে। মনে হয় এই বুঝি বাবা ফিরল। ওই তো চক পাথালে ভার কাঁধে দেখা যাচ্ছে তাকে।

বাবা ফিরে না।

বিকাল ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়। চকমাঠ ডুবে যায় অন্ধকারে, বাবা ফিরে না।

কোনও কোনও সন্ধ্যায় ওঠে চাঁদ। চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতন মায়াবী হয় চক মাঠ আর পায়েচলা মেঠোপথ। সেই পথে কত মানুষ ফিরে, বাবা ফিরে না।

তবু হামেদ বসেই থাকে, তাকিয়েই থাকে।

আজও সেই আশায় নামার দিকটায় এল হামেদ। এসেই চক পাথালে তাদের বাড়িমুখি হেঁটে আসতে দেখল একজন মানুষকে। কাঁধে বস্তুম মালছামান ভর্তি ভার, মানুষটি গাঁওয়াল মানুষ, দেখতে বাবার মতন, আবার বাবার মতন না। হাঁটাচলা অন্যরকম, পরনের কাপড় অন্যরকম। মাথায় টুপি, দূর থেকেও দেখা যায় মুখের দাড়ি মোচ।

মানুষটা কে?

কয়েক পলকমাত্র খেয়াল করে দেখল হামেদ। তারপর প্রাণফাটানো একখান চিৎকার দিল। মাগো, ওমা, বাবায় আইছে। বাবায়।

তারপর দিকপাশ না তাকিয়ে একদৌড়ে চকের দিকে নেমে গেল।

হামেদের চিৎকারে তখন বাড়িতে বিশাল সাড়া পড়ে গেছে। পোলাপানরা তো বারবাড়ির দিকে ছুটে গেছেই, নাজুকে কোলে নিয়াই পাগলের মতন ছুটে গেছে বানেছা। তার বুক থেকে যে খসে পড়েছে শাড়ির আঁচল, উঠোনের ধুলামাটিতে যে লুটাচ্ছে, খেয়ালই করল না।

হামেদ তখন বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। গিয়ে প্রথমেই দুইহাতে জড়িয়ে ধরেছে বাবাকে। তারপর কেঁদে ফেলেছে। তুমি কই গেছিলাগা বাবা? এতদিন আহো নাই ক্যা?

ছেলের এই আবেগ আগে কখনও দেখা হয় নাই আজিজের। বুকটা হু হু করে উঠল তার, চোখ ছলছল করে উঠল। ছেলের মাথায় ডানহাত রেখে মায়াবি গলায় বলল, কান্দিচ না বাজান, কান্দিচ না। এইতো আমি আইয়া পড়ছি।

তখন নাদের পরি জরি এমন কি বদুও ছুটে আসছে বাবার কাছে। বাবাকে ঘিরে ধরে কতো আবেগ, কতো মমতা তাদের। কেউ বাবার হাতটা একটু ধরে, পেটটা পিঠটা একটু ধরে, বদু এসে লেগে থাকে বাবার হাঁটুর লগে। নাদেরের ইচ্ছা করে বাবার কাঁধের ভারটা নামিয়ে নিজের কাঁধে নেয়। তয় সেই সামর্থ এখনও তার হয়নি। তবু অন্য একটা উপায় সে বের করল। বলল, এত ভারি ভার কান্দে, তোমার তো বহুত কষ্ট অইতাছে বাবা। আমরা বেবাকতে একটা একটা কইরা জিনিস হাতে লই, তাইলে বোজার ভার কমবো।

কোন ফাঁকে যে ভারটা কাঁধ থেকে চকে নামিয়েছে আজিজ, খেয়াল নাই। পোলাপানের এত আবেগ কখনও দেখা হয় নাই বলে ভিতরটা তোলপাড় করছিল গভীর আবেগে। চোখ বেয়ে বার বার নামতে চাইছিল কান্না। নাদেরের কথা শুনে কান্নাটা আর ধরে রাখতে পারল না সে। একহাতে চোখ মুছে আরেক হাতে বুকের কাছে টেনে আনলো ছেলের মাথা। না বাজান না, এত কষ্ট তোমগো করন লাগবো না। আমিঐ পারুম।

পরি জরিকে কাছে টানলো আজিজ। কী গো মারা, কেমুন আছো তোমরা?

বাপের আদরে দুই মেয়েই তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পরি বলল, তোমার লেইগা একটা রাইতও ঘুমাইতে পারি নাই বাবা। একদিকদা মায় কানছে বিলাপ কইরা আরেক দিকদা আমি আর জরি কানছি চুপ্পে চুপ্পে। বাবা গো, তুমি কই গেছিলা গা? আমগো কথা তোমার মনে অয় নাই? আমগো লেইগা তোমার মায়া লাগে নাই বাবা?

আজিজ চোখ মুছতে মুছতে বলল, হ গো মা লাগছে। খুব মায়া লাগছে। দূরে থাইক্কা, এতদিন বাদে ফিরত আইয়া আমি আইজ বুজছি তোমরা আমারে কত মহব্বত করো মা, আমি তোমগো কত মহব্বত করি।

জরি কান্নাভরা নাক টেনে বলল, আর কোনওদিন এমুন কইরো না বাবা। আমগো ছাইড়া কোনওদিন চইলা যাইও না।

না গো মা, যামু না, কোনওদিনও যামু না। হারাডা জীবন তোমগো বুকে লইয়াঐ বাইচ্চা থাকুম। তোমরা দেইখো।

হাজামবাড়ির নামার দিকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে তছির মা, মেয়ে কোলে দেখছে আবদুলের বউ। আর নিজেদের বারবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নাজুকে কোলে নিয়া অপলক চোখে দেখছে বানেছা।

চকে তখন নাদের আজিজকে বলল, ভারডা এহেনে থাউক, তুমি বাইত যাও বাবা।

আজিজ অবাক হল। কচ কী? তয় ভার নিবো কেডা?

আমরা নিতাছি।

কেমতে?

ঐ যে কইলাম এহেকজনে এহেকখান জিনিস হাতে লমু। বেবাকতে একহান দুইহান কইরা লইলে ভার খালি অইয়া যাইবো।

হামেদ বলল, তারবাদে খালি ভারডা ভাজ কইরা লইবো নে দাদায়।

আজিজ মায়াবি গলায় বলল, এত কষ্টের কাম কী বাজান? আমিঐ লইয়া যাই!

ভাইদের লগে পরিও তখন গলা মিলিয়েছে। না বাবা আমরাঐ নেই। তুমি যে ফিরত আইছো এইডা আমগো ঈদের লাহান আমোদ। আমগ ইট্টু আমোদ করতে দেও।

আইচ্ছা মা, আইচ্ছা। করো, যত ইচ্ছা আমোদ করো। তয় আমিও তোমাগো লগে একলগেঐ বাইত্তে যাই।

একটা দুইটা করে জিনিস হাতে নিল ছেলেমেয়েরা। কেউ দুইখান কলসি দুইহাতে, কেউ বুকের কাছে একপাজা থালবাসন, কেউ ঘটিবাটি লোটা বদনা, কেউ হাড়ি পানদান কড়াই। ছোট্ট বদু নিয়েছে এলুমিনিয়ামের একেবারেই হালকা একখান জগ। ভারটা ভাঁজ করে নিয়েছে নাদের। বাবাকে মাঝখানে রেখে বিকাল শেষ হয়ে আসা আলোয় দলটা বাড়ির দিকে আগাতে লাগল।

AMARBOI.COM

বানেছা তখনও পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছে বারবাড়িতে। কী যেন কী কারণে একদমই কান্না পাচ্ছে না তার। যে মানুষটার জন্য হাহাকার করে গত একমাসে প্রায় শেষ হয়ে গেছে সে, খাইতে পারে নাই, ঘুমাইতে পারে নাই, দুনিয়াদারি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যার জন্য সেই মানুষের ফিরে আসার কথা শুনে আনন্দ উত্তেজনায় যে রকম তোলপাড় করে উঠেছিল বুক, সেই অনুভূতিটাও যেন এখন আর নাই। কোথা থেকে যেন তার মনের ভিতর এসে চেপে বসেছে আশ্চর্য এক অভিমান। সেই অভিমান যেন একেবারেই নিরাবেগ করে রাখছে তাকে।

পোলাপানের লগে আজিজ তখন উঠে আসছে বারবাড়িতে। বানেছার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মুখ দেইখাই আমি বুইজ্জা গেছি কেমুন আছিলা তুমি। এর লেইগা কথাডা আর জিগাইলাম না। তয় বহুত কথা আছে তোমার লগে। পরে কমুনে। মাগরিবের ওক্ত অইলো, অহন ঘাডে গিয়া অজু কইরা আইয়া নমজ পড়ুম। এই ফাকে তুমি ইট্টু ভালভালাই রান্ধ। পোলাপানের লগে বইয়া খামুনে।

বানেছা কথা বলল না। রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কয়দিন ধরে সারারাত্র মাটি ফেলার কাজ চলছে সড়কে।

একদল নতুন মাটিয়াল নেওয়া হয়েছে, মাটিয়ালদের আরেকজন সর্দারও নেওয়া হয়েছে, তার নাম চানমিয়া। দিনেরবেলা সর্দারি করে হেকমত, সন্ধ্যার পর থেকে করে চানমিয়া। আবার উল্টাপাল্টাও হচ্ছে কোনও কোনওদিন। দিনের সর্দার দিনভর জিরায়া কাজ করছে রাতেরবেলা, রাতের সর্দার করছে দিনে। মাটিয়ালরাও কেউ কেউ সময় বদলে যার যখন ভাল লাগছে করছে। এই নিয়া আলী আমজাদের কোনও কথা নাই। যার যখন ইচ্ছা করুক তার কাজ হলেই হল। উপর থেকে চাপ আসছে, যত দ্রুত সম্ভব মাটির কাজ শেষ করতে হবে। তারপর শুরু হবে ইটবিছানোর কাজ, তারও পর পাকা করার কাজ। সেই ফাঁকে রাস্তার দুইপাশে লাগানো হবে গাছ।

অবশ্য ঢাকার দিক থেকে এইসব কাজ শুরুও হয়ে গেছে। ষোলঘরের ওদিক তরি ইট বিছানো হয়ে গেছে, গাছ লাগানো হয়ে গেছে। গাড়ি ঘোড়াও চলতে শুরু করেছে। এখন মাওয়া তরি মাটি ফেলার কাজ শেষ হলেই অন্যান্য কন্ট্রাক্টররা এসে অন্যান্য কাজ শুরু করে দেবে।

চব্বিশ ঘন্টাই কাজ চালাতে হচ্ছে বলে বাড়িতে আলী আমজাদ আজকাল যাচ্ছেই না। মোটর সাইকেল নিয়া সা সা করে এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে। মোটর সাইকেলের

WWW.AMARBOI.COM

পিছনে সব সময়ই কোনও না কোন ইয়ার দোস্ত আছেই। দৌড়াদৌড়ি শেষ করে পথপাশের ঘরে বসে আড্ডা চাটামি করছে। মদ প্রতিদিনই চলছে। দিন নাই, রাত নাই, যখন ইচ্ছা। ফলে ঘরের চারপাশ মদের গন্ধে সারাক্ষণই মাতোয়াড়া হয়ে আছে।

টাকা যেমন কামাচ্ছে লোকটা, ইয়ার দোস্তদের নিয়া খরচাও করছে মন্দ না। তবে ব্যবহারটা তার এখন যেন আগের চেয়েও খারাপ, আগের চেয়েও মারমুখি। মনমতো কিছু না হলে সর্দার মাটিয়াল কাউকেই ছাড়ছে না। আগে বকাবাজি করতো প্রথমে, তারপর হয়তো থেমে যেতো নয়তো চরচাপড় লাথি গুতা দুয়েকটা মারতো। এখন শুরুই করে মাইর দিয়া, বকাবাজি পরে।

এই কারণে সর্দার মাটিয়াল সবাই খুব সচেতন।

তবে রাতের কাজ দিনে, দিনের কাজ রাতে করা যাচ্ছে বলে কোনও কোনও মাটিয়াল এই সুযোগটা নিচ্ছে। পয়সা যে বেশি পাওয়া যাবে তা না, নিত্যদিনকার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই সময় বদলে নিচ্ছে কেউ কেউ।

আদিলউদ্দিনও শুরু করেছে আজ।

সর্দার চানমিয়া আর নতুন তাগড়া জোয়ান মাটিয়ালদের ভিড়ে নিজের ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে তার মতন করে কাজটা সে শুরু করেছে। সবাই নতুন, কেউ তাকে চিনে না, সে কাউকে চিনে না। তবু নিয়ম মতো মাটি ভরে দিচ্ছে য়োড়ায়, মাথায় তুলে দিচ্ছে। জায়গামতন নিয়া ফেলে আসছে আদিলউদ্দিন। দুইখান হ্যাজাক জ্বলছে রাস্তার দুইপাশে। সাদা ম্যান্টেল থেকে আসছে সাঁ সাঁ শব্দ। সর্দার প্রায়ই পাম্প করছে হ্যাজাগে। এলাহি কাণ্ড। কেউ কারও দিকে ফিরাও তাকাচ্ছে না।

আকাশে ম্লান চাঁদ আছে, ম্যাটম্যাটা জ্যোৎস্না ফুটেছে গ্রাম প্রান্তরে। শেষ চৈত্রের রাত্রিকালিন হাওয়াটা আছে। এই হাওয়ায় খাঁইগো বাড়ির মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের মধুময় সুরের এশার আজান।

মাথায় তখন য়োড়া ভর্তি মাটি আদিলউদ্দিনের। ফেলতে গিয়াই আজানের শব্দ পেল। লগে লগে নামাজের জন্য তৈরি হয়ে গেল সে। অন্ধকার মতন একটা দিকে চানমিয়ার চোখে যাতে না পড়ে এমন ভঙ্গিতে য়োড়া হাতে নেমে গেল।

এই দিকটায়ই মাটি ফেলছে মাটিয়ালরা। দূরে গেলে ফিরতে দেরি হবে দেখে মাটি ফেলবার জায়গার একটি কোণে মাজার গামছা বিছায়া, লুঙ্গির কোচরে যত্ন করে রাখা টুপি বের করে নামাজ পড়তে বসে গেল আদিলউদ্দিন। তবে বসল বেশ গা বাঁচিয়ে, যাতে মাটি এসে গায়ে না পড়ে। নির্বিঘ্নে নামাজটা শেষ করা যায়।

নামাজে বসে বহুদিন ধরেই এই মাটির পৃথিবীতে যেন আর থাকে না আদিলউদ্দিন। অচিনলোকের অলৌকিক এক মহাজগতে যেন চলে যায়। পার্থিব সবকিছু লুপ্ত হয়ে যায় চোখ থেকে, চিন্তা চেতনা থেকে।

আজও তাই হয়েছে।

ঠিক তখন মাটিয়ালদের একটা দলকে ওদিকেই পাঠিয়েছে চানমিয়া। ওদিকে মাটি ফেলার আদেশ দিয়েছে। দিকপাশ না ভেবে মাটিয়ালরা য়োড়ার পর য়োড়া ভর্তি মাটি এনে ফেলতে শুরু করেছে। একজন মানুষ যে নামাজে বসেছে, পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে দুইহাত তুলে নিজের সারাজীবনের গুনার জন্য যে কাঁদছে, মজনুর জন্য যে কাঁদছে, টেরই পেল না তারা। মাটি ফেলতে লাগল।

www.amarboi.com

মাটির আড়ালে ডুবে যেতে যেতে মানুষটা তখন তার মোনাজাত শেষ করেছে। শেষ করেই পার্থিব জগতে ফিরেছে। তখন তার আর শব্দ করবার উপায় নাই, নড়াচড়ার উপায় নেই। পাঁচদিক থেকে উড়ে আসা মাটির চাপে চোখের আলো নিভে আসছে। বুকের ভিতর থেকে প্রবল চাপে নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে গনগনে তাপ উত্তাপ। বুঝি বা এই উত্তাপের নামই জীবন।

অদূরের মাঠে তখন পড়েছিল ম্লান চাঁদের ম্যাটম্যাটো একটুখানি জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় সাদা আলখাল্লা পরা চারজন মানুষকে আদিলউদ্দিন তারপরদেখতে পায় সবুজ রংয়ের কাঁচা বাঁশের তৈরি চারদিক খোলা একখান পালকি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষ চারজনের নিজস্ব আলোয় যেন মার খেয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলো, মানুষ চারজনের নিজস্ব আলোয় যেন আদিলউদ্দিনের চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে অচিনলোকে পৌঁছুবার এক মায়াবি পথ।

মাটিয়ালরা তখনও তাদের নিজস্ব নিয়মে মাটি ফেলে যাচ্ছিল।

AMARBOI.COM

তুমি অহন বিড়ি খাও না?

ঘরের চাল টপকে উঠানে এসে পড়েছে একটুখানি ম্লান জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় বানেছার মুখ পরিষ্কার দেখা যায় না। তবু মুখটা দেখার চেষ্টা করল আজিজ। সে ফিরে আসার পর এখনও কি বানেছার মুখে লেগে আছে গভীর দুঃখকষ্ট, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর প্রিয়মানুষ উধাও হয়ে যাওয়ার বেদনা! নাকি এখন তার মুখ অন্যরকম! নাকি এখন তার মুখে এসে ভর করেছে অন্তর ভরে থাকা অভিমানের ছায়া!

বানেছা বসে আছে বড়ঘরের ওটায়। জায়গাটা ছেয়ে আছে আবছা অন্ধকারে। ম্লান জ্যোৎস্নাটুকু ওখানে পৌঁছায়নি। ঘরের চাল টপকে ছনছা ছাড়িয়ে অনেকখানি দূরে এসে পড়েছে।

বানেছার পিছনে ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ঘরে কোনও আলো নাই, শব্দ নাই। বহুদিন পর বাবাকে ফিরে পেয়ে পোলাপানরা আমোদ আহ্লাদ আবেগ আনন্দে ফেটে পড়েছিল। অনেকটা রাত তরি উঠানে বসে, ছুটাছুটি করে, গল্প গুজব হাসিমজায় বাড়িটা মাতিয়ে রেখেছিল। রান্নাচালায় বসে বানেছা তখন ব্যস্ত হাতে রান্না করছিল। ফিরে এসেই স্বামী চেয়েছে ভালভালাই খেতে। তয় কী খাওয়াবে সে! ঘরে তো তেমন কিছুই নাই।

তখনই মনে পড়েছে সের পাঁচেক চিনিগুড়ি চাউল আছে একটা জেরে। আর বছর দক্ষিণ পাইকসার এক সৌখিন গিরস্তবাড়ি থেকে চাউলটা এনেছিল আজিজ। সেই

বাড়িতে গাঁওয়াল করতে গিয়া পুরানা মালছামান আর সের পাঁচেক চিনিগুড়ি চালের বিনিময়ে পিতলের মাঝারি সাইজের একখান কলসি দিতে হয়েছিল গিরস্তকে।

চাউলটা পোলাওয়ের জন্য অতুলনীয়। তয় পোলাও আজ তরি রান্না করা হয় নাই। মাঝখানে দুইটা ঈদ গেল, চাউলটা হাতে আসার কিছুদিন পরেই ছিল কোরবানীর ঈদ, সেই ঈদে গিরস্তঘরে পোলাও তেমন রান্না হয় না। হয় খিচুড়ি। খিচুড়ি আর সেউই (সেমাই) খেয়ে নামাজ পড়তে চলে যায় লোকে। ফিরে এসেই শুরু করে কোরবানী। তারপর তো দিন কাটে গরু বরকির গোস্ত নিয়া। তিনচারটা দিন গ্রামে শুধুই রান্না করা গোস্তের গন্ধ। চকের এদিক ওদিক গরু বরকির হাড়গোড় আর নাড়িভুড়ির ভিতর থেকে বের হওয়া মলের দুর্গন্ধ। হাওয়াটাই যায় অন্যরকম হয়ে, পরিবেশটাই যায় অন্যরকম হয়ে।

আজিজ গাঁওয়াল কোরবানী দেয় না। কোরবানীর দিন নামাজ পড়েই নাদের হামেদকে নিয়ে চলে যায় মেন্দাবাড়ি। এনামুল ঢাকা আর মেদিনীমণ্ডল দুইজায়গাতেই কোরবানী দেয়। নানার বাড়িতে খালার সম্মানে দেয় বড় এক ষাড়। গরু বানানোর কাজে ওস্তাদ এমন লোকজনের লগে মিলেমিশে দুই ছেলেকে নিয়া আজিজও কাজটা করে। তারপর ভাগে পাওয়া গোস্তের লগে উপরি পায় উজরিটা (নাড়িভুড়ি)। সেই জিনিস য়োড়ায় ভরে বাড়িতে এনে আবার পড়ে ওই নিয়া। উজরি পরিষ্কার করা, ধোয়া পাকলা, ম্যালা কাজ। তারপর দুইদিন ধরে চলে ওই জিনিস রান্না আর গরম করা। পোলাপানরা দিন দুইতিনেক থালভর্তি মুড়ির লগে উজরি আর দুয়েক টুকরা গোস্ত, গোস্তের সুরা (ঝোল) খেয়েই আনন্দে থাকে। ওই ফাঁকে পোলাও রান্নার দরকারটা কী! তাছাড়া পোলাও রান্না তো খরচেরও ব্যাপার। ঘি লাগবে। কোরবানীর ঈদে না হয় বড় গিরস্তবাড়ি থেকে পাওয়া গরু বরকির গোস্ত দিয়া পোলাওটা খাওয়া হল! রোজার ঈদে! রোজার ঈদে তো পোলাও রাঁধলে মুরগিও লাগে! মুরগির গোস্ত ছাড়া পোলাও খাওয়ার অর্থই হয় না। যার লগে যা। আর মুরগি মানে কমপক্ষে দুইটা। দুইটা মুরগি ছাড়া এতগুলো পোলাপানের হবে নাকি! এক টুকরা করে দিলেও তো দুইটা মুরগি লাগে!

এইসব কারণে দুই ঈদের কোনওটাতেই চিনিগুড়ি চালের পোলাওটা বানেছার রান্না করা হয় নাই। আজ এত বিপর্যয়ের পর সংসারে মানুষটা তার ফিরেছে। এসেই চেয়েছে পোলাপান নিয়া ভালভালাই খেতে। বানেছা কি আজ পোলাও রাঁধবে!

তয় ঘি? মুরগি?

মুরগি সমস্যা না। বাড়ির পালা মোরগ মুরগি থেকে ড্যাকরা মতন দুইটা জবাই করলেই হবে। সমস্যা হচ্ছে ঘি। ঘিও ইচ্ছা করলে এখনই মাওয়ার বাজারের সেন্টু ঘোষের দোকান থেকে আনায়া নেওয়া যায়। রসগোল্লাটা যেমন খাঁটি বানায় সেন্টু, ঘিটাও বানায় তেমন। নাদের হামেদকে পাঠায়া দিলেই দৌড়ে গিয়া নিয়া আসবে।

আয়োজনটা করার জন্য তৈরি হয়ে গেল বানেছা।

ঘরে গোপনে কিছু টাকা পয়সা সবসময়ই বানেছার কাছে রাখতো আজিজ। গত একমাসে সেইসব টাকার কিছু খরচা হয়েছে। নগদ পঁচিশ তিরিশ টাকা গেছে জ্বিন ডাক দিতে। এদিক ওদিক গেছে আরও কিছু। তবু এখনও হাতে যা আছে পোয়াখানেক ঘি আনানো যাবে।

www.amarboi.com

আজিজ তখন চৌকিতে উঠে মাগরিবের নামাজ পড়ছে।

দুই ঈদ ছাড়া বাবাকে কখনও নামাজ পড়তে দেখে নাই পোলাপানে। মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি এই বাবাকেও দেখে নাই কোনওদিন। ফিরে আসার পর থেকে তাই বাবার প্রতিটা আচরণ খেয়াল করছিল তারা। মাগরিবের সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাবার নামাজ পড়া।

এসময় শিকায় তোলা একটা পট থেকে টাকা যা ছিল বের করল বানেছা। সেই টাকা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নাদের হামেদকে পরি জরিকে ডাকল। নাদের হামেদকে বলল, সব থিকা বড় মোরগ দুইডা জবো কইরা দে। তারবাদে মাওয়ার বাজারে গিয়া সেন্টুর দোকান থিকা একপোয়া ঘি লইয়ায়। পরি জরিরে লইয়া আমি মোরগ বানাইতে বানাইতে ঘি লইয়া ফিরত আবি। দৌড়াইয়া যাবি, দৌড়াইয়া আবি। তর বাপে তগো লইয়া ভালভালাই খাইতে চাইছে। এর লেইগা আমি পোলাও মোরগ রান্দুম।

শুনে আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল সবাই। লগে নাদের হামেদ দৌড়ে গেল মোরগ ধরতে। তাদের লগে ছুটাছুটি শুরু করল পরি জরি বদু। ছোট্ট নাজুও টলমল পায়ে ভাইবোনদের লগে তাল মিলাতে চাইল।

মোরগ ধরে পশ্চিম দিককার আমগাছটার কাছে গিয়ে জবাইয়ের কাজটা দ্রুতই সেরে ফেলল নাদের হামেদ। একহাতে শক্ত করে মোরগের দুইপা আর ডানা ধরল হামেদ। অন্যহাতে টানা দিয়া ধরল গলার কাছটা। নাদেরের একহাতে মাঝারি সাইজের ধারালো ছুড়ি। মোরগের মাথাটা একহাতে টেনে ধরে, তার আর হামেদের ধরা মোরগের গলার টানা দেওয়া জায়গাটার মাঝবরাবর, বিসমিল্লাহ বলে ছুড়ি চালিয়ে দিল। পলকে ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত, মোরগটা শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে নড়াচড়ার চেষ্টা করল, হামেদের শক্ত হাতের জোরে ছুটাতে পারল না।

জবাই শেষ করেও লগে লগেই মোরগটাকে মাটিতে ফেলে দিল না নাদের। হামেদ চাইছিল। নাদের বলল, না, জবো করনের লগে লগে ছাইড়া দিলে মাডিতে পইড়া দাপড়া দাপড়িডা মোরগে বেশি করে। অমুন করলে রক্তমক্ত ছিট্টা জামা কাপোড় বিনাশ হইবো বেবাকতের।

শুনে হামেদ বুঝদারের মতন বলল, হ ঠিকঐ কইছস দাদা।

তারপর মোরগের প্রাণটা একেবারে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, মোরগ একেবারে নিস্তেজ না হওয়া তরি দুইভাইয়ে মিলে ধরেই রাখল। যখন বুঝল, হ্যাঁ, এখন আর নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই, প্রাণটা চলে গেছে মোরগের, তখন অদূরে মোরগ জবাই করতে দেখা ভাই বোনদের পায়ের কাছে ফেলে দিল।

অন্য মোরগটা ছিল পরির হাতে, ঠিক আগের কায়দায় সেটাও জবাই করল নাদের হামেদ। তারপর রান্নাচালার বাইরে পুরানা মাটির ঠিলায় রাখা পানি ঢেলে হাত ধুয়ে দুইভাইয়ে মিলে রওনা দিল মাওয়ার বাজারে। পরি জরিদের মনে তখন ঈদের দিনকার সকালবেলার মতন আনন্দ। মায়ের লগে হাত মিলিয়ে এটা ওটা করতে লাগল।

নামাজ শেষ করে বড়ঘরের ওটায় পিঁড়ি নিয়ে বসেছিল আজিজ। বদু নাজু ঘুরঘুর করছিল তার কাছে। নাজুকে একহাতে কোলে টেনে বসাল সে, অন্যহাতে বদুকে ধরে

AMARBOI.COM

রাখল বুকের কাছে। টুকটাক কথা বলতে লাগল তাদের লগে আর রান্নাচালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মা মেয়েদের রান্নাবান্নার আয়োজন দেখতে লাগল।

এইভাবে কেটেছে সারাটা সন্ধ্যা, রাতের অনেকখানি। নাদের হামেদ ঘি নিয়া ফিরে আসার আগেই মোরগ বানিয়ে চুলায় বসিয়ে দিয়েছে বানেছা। মশলা পিঁয়াজের গন্ধে ভরে গেছে বাড়ি। সেই ফাঁকে রাবি আর বাদলা এসে ঘুরে গেছে, মেয়ে কোলে আবদুল আর আবদুলের বউ এসে ঘুরে গেছে। মিয়াবাড়ি থেকে আসছিল আলফু, একটু দূরে বাড়ি, তবু খবর পেয়ে আসছিল দবির গাছি। তাদের লগে টুকটাক কথা বলেছে আজিজ। কোথায় ছিল এতদিন, কী বৃত্তান্ত খোলসা করে বলে নাই কিছুই। জানতে চেয়েছে সবাই। আজিজ হাসিমুখে বলেছে, আছিলাম নানান জায়গায়। ইচ্ছা কইরাঐ আছিলাম। কোনও বিপদ আপদ অয় নাই।

শুনে আশ্বস্থ হয়ে যে যার মতন ফিরে গেছে। শুধু হতাশ হয়েছে বাদলা। সে আশা করেছিল ভীষণ একখান উত্তেজক গল্প শুনবে গাঁওয়ালের মুখে, হয়তো শুনবে ডাকাতেই ধরেছিল তাকে, ধরে নিয়ে আটকে রেখেছিল কোথাও, তারপর দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে। এই দয়ার পিছনে আছে কোনও মানবিক গল্প। যখন শুনল এসবের কিছুই না তখন হতাশ হয়ে রাবিকে বলল, রাইত অইয়া গেছে। লও মা, রাইত যাই।

রান্নাবান্না শেষ হতে হতে বেশ রাত। তারপর পোলাপান নিয়া খাইতে বসছে আজিজ। বানেছা বেড়ে দিচ্ছিল। আজিজ বলল, তুমিও বহো। বেবাকতে একলগে খাই।

বানেছা আজিজের দিকে তাকাচ্ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে ম্লান গলায় বলল, না থাউক। আমি পরে খামুনে।

আজিজ অনুনয়ের গলায় বলল, ক্যা? আমগো লগেঐ খাও। বেবাকতে একলগে মিল্লা খাইলে ভাল খাওন আরও ভাল লাগে। তুমি এত কষ্ট কইরা মোরগ পোলাও রানছো, আর আমগো লগে বইয়া খাইবা না, এইডা আমার ভাল্লাগবো না। বহো।

আজিজ ফিরে আসার পরপরই বানেছা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে গিয়েছিল মানুষটা আর আগের মানুষ নাই, অন্যমানুষ হয়ে গেছে। বাইরের বদলটা পলকেই বুঝে গিয়েছিল সে। ভিতরের বদলটা বুঝতে সময় লাগছিল। এখনকার কথায় সেটাও অনেকখানি বুঝে গেল।

তারপর নিজের থাল নিয়ে খেতে বসেছিল বানেছা।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে পোলাপানরা যে যার মতন শুয়ে পড়েছে। এতদিনকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা শেষ হয়েছে আজ, বাবা ফিরা আসছে, ফলে শোয়ার লগে লগেই নিশ্চিন্তে ঘুমায়া পড়ছে সবাই। চৌকির উপর আজিজ তখন এশার নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে, আর এতগুলি মানুষের খাওয়া দাওয়ার পরের কাজগুলি করছিল বানেছা।

নামাজ শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়েছে আজিজ। বানেছাকে ডেকেছে। বাইরে জোছনা আছে। আহ উডানে বইয়া কথাবার্তা কই দুইজনে।

হাতের কাজ শেষ করে বেরিয়েছে বানেছা। বড়ঘরের ওটায় বসেছে। আজিজ গিয়ে বসেছে ঢেঁকিঘরের ওটায়। তখন আচমকাই বিড়ি খাওয়ায় কথাটা বলল বানেছা। আজিজ ফিরে আসার পর তার লগে নিজ থেকে এই প্রথম কথা বানেছার। শুনে আজিজ

AMARBOI.COM

বলল, না, বিড়ি খাওন আমি ছাইড়া দিছি। জীবনের অনেক কিছুঐ আমি ছাইড়া দিছি। জীবনডা আমি বদলাইয়া হালাইছি। আজিজ গাওয়াল আর আগের মানুষ নাই। অন্য মানুষ অইয়া গেছে।

বানেছা উদাস গলায় বলল, হেইডা আমি বুজছি। তোমার চেহারা সুরৎ বদলাইয়া গেছে, মন বদলাইয়া গেছে। তুমি নমজ ধরছো। পোলাপানের লেইগাও মায়া মহব্বত আইজ দেকলাম বেশি। কোনওদিন পোলাপানরে এত আদর করতে দেহি নাই। কথাবার্তা, চালচলনও বদলাইছে তোমার।

হ কইলাম না, বেবাকঐ বদলাইছে। তয় পোলাপানডিরও যে আমার লেইগা এত টান এইডা আমি আগে কোনওদিন বুজি নাই। আইজ যহন ফিরত আইলাম তহন বোজলাম।

বানেছা কথা বলল না, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আজিজ বলল, তোমার টানডাও আমি বুঝছি। আমার লেইগা তোমার বহুত টান। তুমি যে আমার লেইগা একদোম শেষ অইয়া গেছিলা, বাইত্তে উইট্টা, তোমার মোক দেইক্কাঐ আমি হেইডা বুজছি।

আজিজের কথায় চোখ ফেটে কান্না এল বানেছার। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল সে, নাক টানল।

আজিজ বুঝল বানেছা কাঁদছে। উঠে এসে বানেছার সামনে দাঁড়াল সে, হাত বাড়িয়ে বানেছার একটা হাত ধরল। কাইন্দো না, আহো আমার কাছে।

বানেছা নড়ল না, বসেই রইল।

আজিজ বলল, পোলাপানরা মনে অয় ঘুমাইয়া গেছে। তাও এহেনে বইয়া কথা কওন ঠিক অইতাছে না। যুদি কেঐ জাগ্গিনা জোগনা থাকে তয় আমগো কথা হুইন্না হালাইবো। লও ঐঘরের ওটায় বইয়া কথা কই দুইজনে। তোমার লগে অনেক কথা আছে আমার।

এবার বানেছা উঠল। নাক টেনে খোলা দরজা আবজায়া দিল, স্বামীর লগে এসে বসল টেকিঘরের ওটায়।

পাশাপাশি বসেই একটা হাত বানেছার কাঁধে দিল আজিজ। গভীর আবেগে তাকাল স্ত্রীর মুখের দিকে। তুমি আমারে লইয়া অনেক চিন্তা করছো, না? মনে করছো আমি মইরা ধইরা গেছি! এতডি পোলাপান লইয়া তুমি কেমুন করবা, আমারে কই বিচড়াইবা! আমিও আলার বাপের লাহান নিরুদ্দিশ অইয়া গেলাম, আমিও আর কোনওদিন ফিরত আমু না, এমুন চিন্তা করছো না?

স্বামী ফিরে আসার পর থেকেই আশ্চর্য এক অভিমানে বুক ভরে আছে বানেছার। স্বামীর মুখের দিকে সহজে তাকাতে পারছিল না সে, কথা বলতে পারছিল না। অচেনা এক অনুভূতি। সন্ধার মুখ থেকে এতটা রাত তরি সেই অনুভূতির মধ্যেই ছিল। খানিক আগে স্বামী হাত ধরায় সেই অনুভূতি খানিকটা ভেঙেছে, এখন কাঁধে হাত দেওয়ায় পুরাপুরিই ভাঙল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না বানেছা, স্বামীর দিকে ঘুরে দুইহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল। আমগো হালাইয়া কই গেছিলা গা তুমি? ক্যান গেছিলা? আমার লেইগা না অউক পোলাপানডির লেইগা তোমার মায়া লাগে নাই? এত নিঠুর তুমি অইলা কেমতে? কেমতে এতদিন আমগো ছাইড়া থাকলা?

WWW.MAARBOI.COM

বানেছার কান্নায় আজিজেরও চোখ ভরে এল পানিতে। একহাতে বানেছাকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ধরা গলায় বলল, আমি ইচ্ছা কইরা এমুন করছি। ইচ্ছা কইরা। নিজেরে বদলানের লেইগা এমুন করছি। আমি তো মানুষ আছিলাম না, আছিলাম আমানুষ। আমানুষ থিকা মানুষ অওনের লেইগা আমি এমুন করছি।

মাকে নিয়া নিজের অপরাধবোধ, সাতদিন বয়সের মেয়েটির জন্মমুহূর্তে আলার মার লগে যেসব কথা হয়েছিল সেইসব, মৃত্যুর পরে মেয়েটিকে দাফন না করার অপরাধ, এক দুপুরে বহ্নিছাড়ার ওদিককার হিজলতলায় বসে তোতার সঙ্গের কথা, শেষ পর্যন্ত মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের কাছে গিয়া নিজের যাবতীয় গুনার কথা স্বিকার করা, সব বানেছাকে খুলে বলল আজিজ।

শুনে কান্না ভুলে বানেছা স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বামীর বুক থেকে মুখ তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যদিও উঠান থেকে ছিটকে আসা ম্যাটম্যাটে জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না মুখ, তবু তাকিয়ে রইল।

আজিজও তখন ছেড়ে দিয়েছে বানেছাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মাওলানা সাবে কইছিলো আল্লার কাছে তোবা (তওবা) কইরা নমজ শুরু করেন বাবা। পাচওক্ত নমজ পইড়া এই হগল গুনার লেইগা আল্লার কাছে মাপ চান। মাপ করনেআলা আল্লা পাকপরোয়ারদিগার লিচ্চই সব গুনা মাপ করবো। যেদিন হুজুরে এই হগল কথা কইল তার দুইতিন দিন বাদেঐ গাওয়ালে বাইর অইয়া আসি আর ফিরত আইলাম না।

বানেছা নরম গলায় বলল, গেছেলা কই?

পয়লা গেছি দিগলি বাজারে, রতন ভাঙ্গারির দোকানে।

হ হেইডা আমরা জানি।

ওহেন থিকা গেছিগা পয়সা গেরামে। ওই গেরামে বিরাট নামকরা এক মাওলানা হুজুর আছেন। রফিউদ্দিন মাওলানা। তার কাছে গিয়া তোবা করলাম। নমজ তো ছোডকালেঐ হিগছিলাম। তয় পাচওক্ত কোনওদিনও পড়ি নাই। আবার নতুন কইরা হিগলাম, পড়তে আরম্ভ করলাম। হেদিন থিকা আর দাড়িও কাডি না। পাচওক্ত নমজ পড়ি আর পয়সা বৈলতলি ইছাপুর তালতলা কলমা এই হগল গেরামে গাওয়াল করি। যেই গেরামে রাইত অয় হেই গেরামেঐ কোনও না কোনও গিরস্ত বাইত্তে থাকি। নমজি মানুষ, গিরস্তে আদর কইরা থাকতে খাইতে দেয়। গাওয়ালের ফাকে ফাকে নমজের সময় অইলেঐ নমজ পড়ি আর আল্লার কাছে কান্দি। ইয়া হে আল্লা, পাকপরোয়ারদিগার, আমার জীবনের বেবাক গুনা মাপ করো আল্লা। মাপ করো।

বানেছা বলল, তয় গাওয়াল যে করতা, পুরানা মালছামান দিতা কারে, নিতা কার কাছ থিকা? রতন ভাঙ্গারির দোকানে তো মনে অয় আর যাও নাই?

আইজ গেছিলাম। এতদিন আর যাই নাই। এতদিন ইছাপুর বাজার, কলমা নাইলে তালতলা বাজারের ভাঙ্গারিগো কাছে গেছি। সব ভাঙ্গারিগোঐ একরকম নিয়ম। অসুবিদা অয় নাই।

তোমার দুই পোলায় যে রতন ভাঙ্গারির কাছে গেছিলো ভাঙ্গারি কি হেই কথা আইজ কইলো তোমারে?

AMARBOI.COM

হ।

একটু থেমে আজিজ বলল, তয় কেঐ না কেঐ যে আমারে ভাঙ্গারির দোকানে বিচড়াইতে যাইবো এইডা আমি বুজছিলাম।

এর লেইগাঐ ওইমিহি আর আহো নাই?

হ এইডা একটা কারণ। যুদি ভাঙ্গারি লোকজন দিয়া আমারে বাইত্তে পাডাইয়া দেয়?

একটু থেমে কী ভাবল বানেছা, তারপর বলল, যেই কামের লেইগা এমুন করলা তুমি, হেই কাম তো বাইত্তে থাইক্কাও করতে পারতা? খাইগোবাড়ির মাওলানা হুজুরের কাছে তোবা কইরা নমজ শুরু করতে পারতা?

হ পারতাম। তয় ঐডা আমি ইচ্ছা কইরা করি নাই।

ক্যা?

নিজেরে বদলানের লেইগা একলা একলা থাকন দরকার আছিলো আমার।

আর এইমিহি আমরা মনে করছি ডাকাইতে মারছে তোমারে।

না। মনডারে আল্লার রাস্তায় নেওনের লেইগা মুসাফির অইয়া গেছিলাম। তোমগো কথা যে চিন্তা করি নাই তা না, তোমগো লেইগা যে মায়া মহব্বত লাগে নাই তা না। তয় বেবাক কিছু মিল্লা আল্লার রাস্তায় গিয়াঐ আমি কইলাম আবার সংসারে ফিরলাম। কারণ তুমি আমার পরিবার, তোমার লেইগা আমার একহান দায়িত্ব আছে। পোলাপানডি আমার, পোলাপানের লেইগাও দায়িত্ব আছে। আল্লার রাস্তায় থাইক্কা বেবাক দায়িত্ব আমি অহন থিকা পালন কইরা যাইতে চাই। তয় সবকিছুর আগে তোমার লগে আমার কথা আছে।

কী কথা, কও।

আমি যা কমু তুমি হোনবা?

হুনুম। তুমি যা কইবা, যেমতে কইবা আমি হুনুম।

বানেছার কথায় আজিজ খুব খুশি হল। হাত বাড়িয়ে বানেছার একটা হাত ধরলো। খুশি অইলাম, বহুত খুশি অইলাম তোমার কথা হুইন্না। মনে অইলো মাসেকহানি ধইরা বাইত্তে না আইয়া আমি যেমুন বদলাইছি, বাইত্তে থাইক্কা তুমিও হেমুন বদলাইছো। এই একমাসে তুমি মনে অয় অনেক কিছু চিন্তা করছ।

বানেছা সরল গলায় বলল, হ নিজের অন্নাই অপরাদের কথা চিন্তা করছি। তুমি তোমার মার লগে যেই অন্নাই করছ, হেই অন্নাইডা আসলে তোমার না। অন্নাইডা আছিলো আমার। আমার ডরেঐ তুমি তোমার মার মিহি ফিরা চাইতে পারো নাই, তার ভরণপোষণ দিতে পারো নাই। আমার লেইগাঐ কিরপিন অইছো তুমি, বচ্ছর বচ্ছর পোলাপানের বাপ অইছো। অন্নাই তোমার না, বেবাক অন্নাই আমার। তোবা তোমার করনের কাম আছিলো না, তোবা করনের কাম আছিলো আমার। যেই অন্নাই আমি আমার হরির লগে করছি, আমার পোলার বউ যুদি আমার লগে অমুন করে তহন যেই দুঃখু আমি পামু, আমার হরিরে তো হেই দুঃখুঐ আমি দিছি। সংসারডা এমুন ছেড়াভেড়া অইছে আমার লেইগা। বেবাক দোষ আমার।

শেষদিকে আবার গলা বুজে এল বানেছার। কথা জড়িয়ে এল। আর আজিজের

AMARBOI.COM

আত্মায় লাগল অন্যধরনের এক কাঁপন, মন ভরে গেল অন্যধরনের এক ভাল লাগায়। আবেগে আবেশে কথা বলতে যেন ভুলে গেল সে। সত্যিই তো, বানেছাও তো চিন্তা করেছে অনেক কিছু। নিজের যাবতীয় অন্যায় অপরাধের কথা চিন্তা করে সেও তো মরছে তীব্র অনুশোচনায়! এই এক মাসের দূরত্বে তারা দুইজনেই তো পেরেছে ভিতর থেকে বদলে যেতে!

আল্লাহ, আল্লাহ! সবই আল্লাহপাকের কুদরত। আল্লাহ চাইলে সব হয়। মানুষ হচ্ছে তাঁর হাতের পুতুল। যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদের মনকে তিনি ঘুরিয়ে দেন। মাত্র মাসখানেকের মধ্যে দুইজন মানুষের মনকে কীভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছেন! অন্য মানুষ করে দিয়েছেন!

বানেছার পাশে বসে মনে মনে আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করল আজিজ। ইয়া হে আল্লাহ, পাকপরোয়ারদিগার, তোমার রহমতের দুয়ার আমগো লেইগা খুইল্লা দিছো বইলাই এমুন বদলান আমরা দুইজন বদলাইতে পারছি। এর লেইগা আল্লাহ আমি তোমার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করতাছি। আল্লাহপাক, তুমি আমগো আরও দয়া করো, আমরা যেন হারাডা জীবন ঠিক থাইকা জীবনডা কাডাইয়া যাইতে পারি। আর কোনও গুনা য্যান জীবনে আমরা না করি।

নিজেকে সামলে বানেছা বলল, তুমি তো আছিলা না, সংসারের কাম কাইজ আমি কিছুঐ করি নাই। বেবাকঐ করছে পরি জরি। আমি বইয়া বইয়া খালি তোমার কথা চিন্তা করতাম। এই সংসারে আহনের পর থিকা কী কী অন্নাই আমি করছি, বেবাক কথা আমার মনে অইতো। মনে অইতো আমার অন্নাইয়ের লেইগাঐ তুমি এমতে নিরুদ্দিশ অইয়া গেছো। অন্নাইয়ের শাস্তি আল্লায় আমারে, তোমারে নিরুদ্দিশ কইরা দিল। এতডি পোলাপান লইয়া হারাডা জীবন অহন আমার শাস্তি ভোগ করন লাগবো। এই হগল চিন্তা কইরা রাইত্রে ইট্টুও ঘুমাইতে পারতাম না। খালি কানতাম আর আল্লার কাছে কইতাম, আল্লা তারে তুমি ফিরত আইন্না দেও, আইন্না দিয়া দেহো এই জিন্দেগিতে আমি আর কোনও অন্নাই করুম না, কোনও গুনার কাম করুম না।

গভীর আবেগের গলায় আজিজ বলল, সত্যঐ, সত্যঐ তুমি আল্লার কাছে এই হগল কইয়া কানছো?

হ। তুমি আইজ ফিরত আইছো দেইখা আমার খালি মনে অইছে আল্লায় আমার কথা হোনছে। আমারে দয়া করছে আল্লায়।

ঠিক কথাঐ কইছো। আল্লায় না চাইলে কিচ্ছু অয় না। পয়সার রফিউদ্দিন মলবি সাহেব আমারে কইছে, বাজান নমজ পইড়া খালি আল্লার কাছে কান্দেন। মাপকরনেআলা আল্লাহপাক। নিজের বান্দাগো নানান রকমের পরীক্ষার মইদ্যে হালান আল্লাপাকে। হালাইয়া দেহেন পরীক্ষায় তারা পাশ করে কি না। আল্লার কাছে কাইন্দা মাপ চায় কি না। তুমি যে তোমার অন্নাইডা বুইজ্জা আল্লার কাছে কানছো এইডাঐ আছিলো তোমার পরীক্ষা। আমারে সরাইয়া দিয়া এই পরীক্ষাডা আল্লায় তোমার নিছে। তোমার কান্দন দেইখা তোমার মিহি মুখ তুইলা চাইছে। তয় যেই কথা তোমারে আমি কইতে চাইলাম, যেই জীবন এতদিন আমরা কাডাইছি ওই জীবন আর কাডামু না।

তয় কেমুন জীবন কাডামু?

AMARBOI.COM

ভাল মানুষের জীবন, পাক পবিত্র আর আল্লার ন্যাকবান্দার জীবন। কাইল থিকা তুমিও নমজ পড়বা। আল্লার কাছে তোবা কইরা নতুন জীবন শুরু করবা। কোনওদিন একহান মিছাকথা কইবা না, ছল চাতুরি চালাকি করবা না। পোলাপানডিরে আমি নমজ কালাম কোরাণ শরিফ পড়া হিগাইতে চাই। স্কুল মাদরাসায় ভর্তি করাইতে চাই। মানুষের লাহান মানুষ বানাইতে চাই বেবাকতেরে। আল্লায় আমারে জাগা সম্পত্তি টেকা পয়সা যা দিছে এই হগল দিয়া, গাওয়াল কইরা সব ঠিকঠাক লাহান চালাইতে পারুম আমি। তুমি খালি আমার লগে থাকবা, আমার কথা হোনবা।

বানেছা ধীর গলায় বলল, তুমি যেমতে যেমতে কইলা ওমতে ওমতেঐ সব অইবো। তোমার বেক কথাঐ আমি হুনুম। আইজ থিকা তুমি যা কইবা ঐডাঐ সই। যেমতে আমারে চালাইবা ওমতেঐ আমি চলুম, ওমতেই পোলাপানগো চালামু। জীবনে কোনও অন্নাই আর কোনওদিন করুম না।

একটু চুপ করে থেকে আজিজ বলল, বাইত থিকা যেদিন গেলাম তার পরদিন আরেকহান কাম আমি করছি।

বানেছা বলল, কী কাম?

লৌহজংয়ের সরকারি হাসপাতালে গিয়া একহান অপারেশন, না না অপরেসন, অপরেসন করাইছি।

বানেছা চমকে উঠল। কী করাইছো? অপরেসন? কীয়ের অপরেসন?

পোলাপান না অওনের।

কও কী?

হ। ওইডারে কয় ভেসেকটেমি। পর্থটা আমারে ধরনী চাচী দেহাইয়া গেছিলো। খুব ছোড অপরেসন। একদিন হাসপাতালে আছিলাম আমি। তারপরদিনঐ তার কান্দে লইয়া রাস্তায় নামছি, মুসাফির অইয়া গেছি। আমার কোনও অসুবিদায়ই অয় নাই।

বানেছা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এইডার লেইগাও আমিঐ দুষী। আমি যুদি তোমার কথা হোনতাম তয় এই কষ্টডা তোমার করন লাগতো না। কতপদের অষইদ বাইর অইছে আইজ কাইল, হেই হগল অষইদ খাইলেঐ পারতাম।

স্ত্রীকে বুঝ দেওয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রাখল আজিজ। থাউক এই হগল লইয়া আর চিন্তা কইরো না। যা অওনের অইয়া গেছে। অহন চিন্তা করো ভবিষ্যত লইয়া। কেমতে আল্লার রাস্তায় থাইকা নিজেরা চলুম, পোলাপানডিরে চালামু এইডাঐ অইলো অহন আসল কাম। আইজ থিকা নতুন কইরা আমরা বেবাক কিছু শুরু করলাম, খালি এইডা মনে রাখবা।

স্বামীর বুকে হাত রেখে বানেছা বলল, আইচ্ছা। তুমি যা যা কইলা দেখবা তার বেবাকঐ আমি করুম। ইট্টুও এদিক ওদিক অইবো না।

কও ইনশাল্লাহ।

ইনশাল্লাহ।

ততোক্ষণে রাত অনেকটাই গভীর হয়েছে। আকাশের চাঁদ পশ্চিমে বেশ খানিকটা হেলেছে বলে আজিজ গাঁওয়ালের উঠান থেকে ম্লান জ্যোৎস্নাটাও যেন খানিকটা নেমে গেছে ভাঙনের দিকে।

AMARBOI.COM

সকালবেলা আতাহারের ঘরে নাশতা করতে বসেছে আলী আমজাদ, ছুটতে ছুটতে এল হেকমত। ছার, আপনের লগে কথার কাম আছে। তাড়াতাড়ি বাইরে আহেন।

আলী আমজাদের সামনে বড় রেকাবিতে ঘিয়ে তাজা পরোটা আর চিতনামতো প্লেটে ডিম ভাজা। পরোটা ছিঁড়ে ডিমভাজার উপর রেখে ডানহাতের পাঁচ আঙুলের চাপে কায়দা করে পরোটার তলায় ডিমভাজা নিয়ে মুখে দিচ্ছিল সে। চৌকিতে একপাশে বসা আতাহার, অন্যপাশে নিখিল। কাল সন্ধ্যা থেকেই এই ঘরে তারা। সুরুজ আর আলমগির ছিল না। ফলে পাঁচজনের জিনিস তিনজনে খেয়েছে। জিনিসটাও ভালই ছিল। বিলাতি। ঢাকা থেকে আনিয়েছিল আলী আমজাদ। ভ্যাট সিক্সটি নাইন। এই জিনিস খেয়ে অনেক রাত তরি জেগে, হৈ চৈ গল্প গুজব করে ঘুমিয়েছে। সকালবেলা উঠেছে বেলা করে। সকালের কাজ টাজ সেরে মাত্র নাশতা করতে বসেছে তখন এল হেকমত।

হেকমতের কথা শুনে খুবই বিরক্ত হল আলী আমজাদ। মুখে দেওয়া ডিম পরোটা চিবাতে চিবাতে জড়ানো গলায় বলল, কী অইছে?

হেকমত উত্তেজিত গলায় বলল, বাইরে আহেন। কইতাছি।

ক্যা এহেনে কওন যায় না?

হেকমত কথা বলবার আগেই আতাহার শ্লেষের গলায় বলল, আমরা অইলাম ফালতু মানুষ! আপনের মাইঝাল সর্দার কথাবার্তা আমগো সামনে কইবো না। যান বাইরে যান, কথা হুইন্না আহেন। আর নাইলে আমি আর নিখিলা বাইরে যাই, এহেনে বইয়াঐ কথা হোনেন আপনে।

পরোটা ডিমভাজা নিখিলের প্লেটেও ছিল। মাত্র মুখে দিতে যাবে সে, আতাহারের কথা শুনে থামল। যদি বাইরে যেতে হয় তাহলে এখন আর মুখে দেবে না, ফিরে এসে দিবে। মাঝপথে খাওয়া থামাতে ভাল লাগবে না।

ওদিকে আতাহারের কথা খুবই গায়ে লেগেছে আলী আমজাদের। রেগেছে সে। হেকমতের দিকে তাকিয়ে শীতল গম্ভীর গলায় বলল, তুই যে একহান আবাল হেই পরমান আমি আগেঐ পাইছি। আইজ আবার নতুন কইরা পাইলাম। তয় এইডা লইয়া অহন তরে আমি কিছু কমু না। কমু পরে। দোস্তগো সামনে আমারে অপমান করলি। আমারে অপমান করনের মজাডা কেমুন হেইডা তুই পরে উদিস পাবি। অহন ক কী কইতে আইছস। বাইরে আমি যামু না। যা কওনের আমার দোস্তগো সামনেঐ ক।

এসব শুনে ভাল রকমের ফাঁপড়ে পড়ে গেল হেকমত। মুখটা আগেই ভয়ার্ত

AMARBOI.COM

হয়েছিল, এখন শুকিয়ে চুন হল। গলাটাও শুকিয়েছে। ইচ্ছা হল আলী আমজাদের সামনে থেকে পানি ভর্তি গেলাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে পুরা পানিটা খেয়ে ফেলে।

আলী আমজাদ তখন খাওয়া রেখে ক্রূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে হেকমতের দিকে। কি রে কচ না কী অইছে?

হেকমত অসহায় গলায় বলল, কেমতে যে কই!

এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিখিল সাধারণত কথা বলে না। তয় এখন বলল। মনে অয় গোপন কথা। কনটেকদার সাব, আপনে বাইরে গিয়া হুইন্নাহেন।

আলী আমজাদ নিখিলের দিকে তাকাল। না আমি এহেনেঐ হুনুম। এহেনেঐ অর কওন লাগব। অর লাহান মাইনষের লগে আমার এমুন কোনও কথা থাকতে পারে না যেইডা তোমগো সামনে ও কইতে পারব না।

আতাহার তখন নির্বিকার ভঙ্গিতে নিজের মতো করে খেয়ে যাচ্ছে আর মনে মনে হাসছে। ভাল ফাপড়েই কনটেকদার আর তার মাইট্টাল সর্দার আইজ্ঞ পড়ছে। যত গোপন কথাঐ অউক আতাহারগো সামনে অহন হেইডা কওনঐ লাগবো হেকমতের।

হেকমতও ততোক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে কথাটা সে বলেই ফেলবে। তার কী! কনটেকদার সাবে যহন অন্যের সামনে হোনতে চাইতাছে, জবরদস্তি করতাছে তার লগে, না কইয়া উপায় কী হেকমতের!

হেকমত বলল, কাইল রাইত্রে যেইমিহি মাডি পড়ছে ওইমিহির ভাঙ্গনে মাডির তল থিকা একজন মাইনষের তিন চাইরহান লউং (আঙুল) বাইর অইয়া রইছে।

শুনে আলী আমজাদের গায়ে যেন আগুনের ছ্যাকা লাগল। কী? কী কইলি?

হ।

আতাহার নিখিলও আলী আমজাদের মতন চমকেছে। খাওয়া ভুলে দুইজনেই তাকিয়ে আছে হেকমতের দিকে। খানিক আগের কথাবার্তা সবই ভুলে গেছে।

যে রকম দিশাহারা ভঙ্গিতে ছুটে আসছিল হেকমত বসে থেকেও আলী আমজাদের ভঙ্গি এখন সেইরকম দিশাহারা। কোনও রকমে বলল, কার লউং বাইর অইয়া রইছে মাডির তল থিকা? কেডা চাপা পইড়া মরছে? কেমতে মরছে? কেমতে অইলো কামডা?

এদিক ওদিক তাকিয়ে হেকমত খুবই সাবধানী গলায় বলল, ঐ যে বুড়া একহান মাইট্টাল আছিল আদিলদ্দি, হেই বেডা।

তুই বুজলি কেমতে? লউং দেইক্কা?

আরে না। লউং দেইক্কা মানুষ চিনন যায়নি?

তয়?

রাইত্রে কাম কইরা গেছে যেই মাইট্টালরা তাগো খোজখবর লইয়া বুজছি বেবাকতে ফিরত গেছে খালি আদিলদ্দি ফিরে নাই। ঐ বেডারে ফিরতে দেহে নাই কেঐ। কামের ফাকে, এশার নমজের সময় থিকা বলে অরে আর দেহে নাই কেঐ। আমার মনে অয় বেডা তো নমজী মানুষ আছিলো, নমজের সমায় ভাঙ্গনের মিহি গিয়া নমজ পড়তে বইছে আর মাইট্টালরা অর উপরেঐ মাডি হালাইছে।

আলী আমজাদ কথা বলবার আগেই আতাহার বলল, হেইডা কেমতে অয়? একজন মাইনষের উপরে মাডি পড়বো আর হেয় চিক্কইর দিবো না?

www.amarboi.com

হেকমত বলল, দেওনের মনে অয় সমায় পায় নাই। একলগে শয়ে শয়ে মাইনষে মাডি হালায়। চোক্কের নিমিষে এহেকটা জাগা ভইরা যায়।

আলী আমজাদ ভয়ার্ত গলায় বলল, যেমতেঐ মরুক, আমার কামে মাডি চাপা পইড়া মরছে একজন মানুষ, এইডা লইয়া তো বহুত বড় বিপাকে পইড়া যামু। কেস অইয়া যাইব আমার নামে। কাম বন্দ অইয়া যাইবো। আমি সাবকনটাকে কাম করি। বেবাক যাইবোগা আমার। হায় হায়, সবনাস অইয়া গেছে।

আবার হেকমতের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। মাইট্টালরা বেবাকতে দেকছে লউং? বেবাকতে জাইন্না গেছে ঘটনাডা?

না, কেঐ দেহে নাই? কেঐ জানে নাই?

শুনে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল আলী আমজাদ। খানিক আগে ভয়ে আতংকে যে অন্ধকারে একেবারেই ডুবে গিয়েছিল সেই অন্ধকারে যেন মৃদু একটা আলোর রেখা দেখতে পেল। একটা আলোকিত পথ যেন বেরিয়ে এল গভীর অন্ধকার থেকে। খুবই উৎসাহের গলায় বলল, সত্যঐ কেঐ দেহে নাই? কেঐ জানে নাই?

হ। রাইত্রে ঐত্তো কাম অনেক আউগ্গাইয়া গেছে। আদিলদ্দির লউং যেহেনে বাইর অইয়া রইছে তার থিকা বহুতদূর আউগ্গাইয়া গিয়া অহন মাডি হালাইতাছে মাইট্টালরা। ঐমিহি আর আহে নাই কেঐ।

আতাহার বলল, খালি তুমি একলা দেখছো?

হ।

আলী আমজাদ বলল, তুই দেকলি কেমতে?

কামে আইয়া পয়লা ঐত্তো আগের দিনের কামডা ঠিকঠাক লাহান অইছে কি না দেহি আমি। কোনওহানে মাডি কম পড়ল কি না, দুইচাইর য়োড়া মাডি হালান লাগব কি না, দেহি। কাইল রাইত্রের কাম ঠিক লাহান অইছে কি না হেইডা দেকতে গিয়াঐ দেহি মাডির তল থিকা মাইনষের তিন চাইরহান লউং বাইর অইয়া রইছে।

তারবাদে কী করলি?

পয়লা তো এক্কেরে ডরাইয়া গেছি। পেরায় চিক্কইর দিয়া হালাইছিলাম। তয় চিক্কইরডা দেই নাই। আর ভাগ্যিডা ভাল যে লগে কেঐ আছিলো না, আর কেঐ দেহে নাই। তয় কারবারডা কী অইছে লগে লগেঐ আমি বুইজ্জা গেছি। বুইজ্জা নিজের হাতে কহেক খাবলা মাডি দিয়া লউংডি ঢাইক্কা দিছি। তারবাদে মাইট্টালগো কাছ থিকা এমুনভাবে কাইল রাইত্রে কারা কারা কাম করছে বেবাক খবর লইছি, কেঐ চিন্তাঐ করতে পারবো না খবরডা আমি ক্যান লইতাছি। ঐ খবর লইয়াঐ বোজলাম, মরছে আদিলদ্দি।

হেকমতের কথা শুনে হারিয়ে যাওয়া সাহস সবটুকুই ফিরত পেল আলী আমজাদ। মুগ্ধ গলায় বলল, তুই তো বাপের বেডারে হেকমইত্তা! বাঘের বাচ্চা তুই! নিজেঐত্তো বেবাক কিছু ম্যানেজ কইরা হালাইছস। আমারে তো বড় বাচান বাচায় দিছস তুই।

আতাহার রহস্যের গলায় বলল, হ। ঠিকঐ কইছেন। অহন আর কেঐ চিন্তাও করতে পারবো না যে রাস্তার মাডির তলে একজন মানুষ চাপা পইড়া মরছে। লাচটা অহনও ওহেনেঐ আছে। কেঐ যুদি, আদিলদ্দি না কী জানি নাম কইলো হেকমত, ওই

AMARBOI.COM

বেডারে বিচড়াইতে আহে, কইলেঐ অইবো, কাম হালাইয়া রাইত্রের আন্দারে বেডা জানি কই গেছে গা।

হেকমতের মুখে এখন বেশ একটা স্বস্তির ভাব। আতাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, হ এমুন কথাঐ কওন লাগবো। তয় মনে অয় না ঐ বেডারে বিচড়াইতে কেঐ আইবো।

ক্যা?

বেডার মনে অয় কেঐ নাই।

আলী আমজাদ গদগদ গলায় বলল, যাউক বিপদ অইতে অইতেও অয় নাই। আল্লায় বাচায় দিছে।

আতাহার বলল, কন হেকমইত্তা বাচাই দিছে।

হ, আসলে হেকমইত্তাঐ বাচাইছে।

আলী আমজাদ আবার খেতে শুরু করল। ডিমভাজা পরোটা মুখে দিয়ে হেকমতের দিকে তাকিয়ে চীবাতে চীবাতে বলল, আমি তর উপরে বহুত খুশি হইছি হেকমত। আইজ থিকা তর রোজ দশটেকা কইরা বেশি। তয় এই কথা য্যান আমরা এই চাইরজন ছাড়া আর কেঐ না জানে।

হেকমত বিনীত গলায় বলল, চাইরজনেও জানতো না ছার। জানতাম খালি আপনে আর আমি। আপনে আমার উপরে চেইত্তা গেলেন দেইক্কা আপনের দুই দোস্তে জানলো।

আতাহারও তখন আবার খেতে শুরু করেছে। খেতে খেতে বলল, আমরা জাননে কোনও ক্ষতি অয় নাই। আমরা কনটেকদার সাবের দোস্ত। জিন্দেগীতেও এই কথা কেঐরে কমু না।

হেকমত না, আলী আমজাদ বলল, হেইডা আমি জানি।

তারপর আবার তাকাল হেকমতের দিকে। হোন, অহন আরেকহান কাম করবি। যেহেনে আদিলদ্দি চাপা পড়ছে ওহেনে আরও বিশ পঞ্চাশ য়োড়া মাডি হালায় দে। মাইট্টালগ কবি জাগাডায় মাডি কম পড়ছে। কনটেকদার সাবে দেকলে চেতবো। তয় মাডি হালানের আগে তুই ভাল কইরা খ্যাল করবি লউং মউং দেহা যায়নি। কেঐ য্যান কিছু বোজতে না পারে।

না হেইডা পারব না। হেইডা আমি সাবধানেঐ করুম।

তয় তুই অহন যা। গিয়া কামডা কইরা হালা। আতাহারগ লইয়া আমি পরে আমুনে।

আইচ্ছা।

ঘর থেকে মাত্র বেরুবে হেকমত, আলী আমজাদ বলল, হোন।

হেকমত দাঁড়াল। কন ছার।

আমি তর উপরে বহুত খুশি অইছি, বহুত খুশি। এই জিন্দেগীতে আমার কাম থিকা আমি তরে কোনওদিন বাদ দিমু না। জিন্দেগী ভর তরে আমি দেহুম। আল্লার কছম।

হেকমত কোনও কথা বলল না। হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

হেকমত বেরিয়ে যাওয়ার পর আতাহার নিখিল দুইজনের দিকেই তাকাল আলী আমজাদ। বলল, কী রকম একহান বিপদ ঘইট্টা গেছে দেখছো?

AMARBOI.COM

ফাঁকে ফাঁকে আতাহার তার নাশতা প্রায় শেষ করেছে। যেটুকু ডিম পরোটা প্লেটে ছিল সেটুকু মুখে দিয়া বলল, অহন তো বিপদ আর নাই। কাইট্টা গেছে। রাস্তায় যে মাইনষের জেতা (জ্যান্ত) কবর অইছে আমরা চাইরজন ছাড়া হেইকথা কোনওদিনও কেঐ জানবো না। তয় আপনের ভাগ্যিডা বহুত ভাল, হেকমইত্তার লাহান একজন মানুষ পাইছিলেন। হেকমইত্তার জাগায় যুদি অন্য মানুষ অইতো, অন্য মাইনষের চোক্কে যুদি ব্যাপারডা পড়তো, তয় এতক্ষুণে দেশ গেরামের বেবাক মাইনষে জাইন্না যাইতো। থানা থিকা দরগা পুলিশ আইয়া মাডিরতলা থিকা আদিলদ্দির লাচ বাইর করতো আর আপনেরে এরেস্ট করতো। দেশ গেরামে একহান চিকরা চিকরি পইড়া যাইতো।

হ ঠিক কথাঐ কইছো। তয় আরেক দিক দিয়াও আমার ভাগ্যি ভাল, তোমগো লাহান দোস্ত পাইছিলাম। তোমগো জাগায় অন্যমানুষ অইলে তারাও তো এইডা লইয়া আমারে বিপদে হালাইতে পারতো।

এবার নিখিলের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। তুমি দিহি এক্কেরে চুপ কইরা আছো নিখিল! তুমি দিহি কোনও কথা কও না?

ঘটনাটা শোনার পর থেকে নিখিল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে আছে। সামান্য একটু খেয়ে আর খেতেও পারছে না। খেতে ইচ্ছা করছে না তার, গলা দিয়া খাবার নামতে চাইছে না। মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবু হাসিমুখে আলী আমজাদের দিকে তাকাল। কোনও রকমে বলল, কী কমু কন? যা অইছে হেইডা তো চিন্তাও করন যায় না। বিরাট একহান বিপদ আপনের মাথার উপরে আইয়াও গেছে গা। ভগবান আপনেরে বাচাই দিছে।

তয় তোমগো দুইজনের কাছে আমার একহান অনুরুদ আছে।

আতাহার বলল, আপনে কী কইবেন বুজছি আমি। তয় কথাডা কওন লাগবো না। আমগো দিয়া আপনের কোনও ক্ষতি অইবো না। আমরা একবার যারে বুক দেহাই তারে পিড দেহাই না। আপনে নিচিন্ত থাকেন। যেমতে যা চলতাছে ওমতেঐ বেবাক চলবো। আমগো লইয়া চিন্তা না কইরা চিন্তা করবেন হেকমইত্তারে লইয়া। অর লগে রাগারাগি আর খারাপ ব্যভার করবেন না। অরে খালি হাতে রাখবেন।

হ এইডা ঠিক বুদ্ধি দিছো। আইজ কইলাম এত সহজে আমি বাইচ্চা গেলাম অর লেইগাঐ।

তখনই চায়ের কথাটা মনে পড়ল আতাহারের। আরে এতক্ষণ হয়ে গেছে চা দিয়া যায় নাই কেন রহিমা? হেকমত না এলে অনেকক্ষণ আগেই নাশতা খাওয়া হয়ে যেত, অনেকক্ষণ আগেই চায়ের দরকার হতো! তাহলে কি হেকমতকে দেখেই চা নিয়ে এইঘরে আর ঢোকে নাই রহিমা?

তাই হবে।

আতাহার নিখিলের দিকে তাকাল। ঐ নিখিলা, রান্ধনঘরে যা। রহিরে জিগা অহনও চা দেয় নাই ক্যা? তাড়াতাড়ি দিতে ক। চা খাইয়া কনটেকদার সাবের লগে বাইর অই। দেইক্কাহি ঐমিহির অবস্তা কী?

নিখিল কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরুল। হাঁটাচলার ভঙ্গি মনমরা ধরনের।

www.amarboi.com

দুপুরের ভাত খেয়ে একটু শোবে মরনি, দুয়ার বন্ধ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, দেখে তার উঠানের উপর দিয়া হেঁটে যাচ্ছে নিখিল। সেই যে নূরজাহানের ঘটনার দিন মুরগি কিনা নিয়া গিয়াছিল নিখিল তারপর এই এতগুলি দিন তার লগে আর দেখা হয় নাই। এই বাড়িতে নিখিল আর আসে নাই।

আজও যে আসে নাই নিখিলের হাঁটাচলার ভঙ্গিতেই তা বোঝা যাচ্ছিল। হয়তো এদিকে কোথাও আসছিল, নিজেদের বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য মরনির উঠান পার হচ্ছে।

দুয়ারটা আর বন্ধ করল না মরনি। নিখিলকে ডাকল। এ নিখিলা, হুইন্না যা।

উঠানের মাঝ বরাবর দাঁড়াল নিখিল। মরনির দিকে তাকাল। হাসিমুখে বলল, কন।

এই মিহি আয়।

নিখিল এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল। আমার উপরে আপনে খুব চেইত্তা আছেন না পিসি?

মরনি হাসল। হ। চেতনের কারণডা তুই জানচ।

ঘরের সামনের তক্তায় বসল নিখিল। তয় ইট্টু বহি। কথাবার্তা কইয়া যাই।

বয়।

মরনি নিজেও বসল দরজার সামনে। কই থিকা আইলি?

আতাহারগো লগে সড়কের মিহি আছিলাম।

ভাত খাইছচ?

হ। খাইছি মাওয়ার বাজারের হইটালে?

ক্যা, হইটালে ক্যা?

আমারে আর আতাহাররে কনটেকদার সাবে খাওয়াইলো।

সড়কের কাম শেষ অইবো কবে রে?

দেরি আছে। তয় মাডির কাম বাইষ্যাকালের আগে যেমতে অউক শেষ করন লাগবো। তারবাদে শুরু অইবো অন্যকাম।

মরনি একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল, তুই যে কইছিলি নূরজাহানের ব্যাপারে মাওলানা সাবে আর আতাহার কী চিন্তাভাবনা করে জানাবি আমারে, আর দিহি কিছু জানালি না?

নিখিল হাসল। এর লেইগাঐত্তো কইলাম আপনে আমার উপরে চেইত্তা রইছেন।

AMARBOI.COM

হ হেইডা আমি বুজছি। তয় অহন ক দিহি অবস্তাডা কী?

না অবস্তা ভালঐ।

কেমুন ভাল?

আতাহার আর অর বাপে খারাপ কিছু চিন্তা ভাবনা করে নাই।

কেমতে বুজলি?

আমি তো চব্বিশ ঘন্টাঐ অগো লগে। চিন্তা ভাবনা কিছু করলে আমার কানে আইতো। আর কানে আইলেঐ আমি আপনেরে জানাইতাম। কানে আহে নাই দেইক্কাঐ আপনের লগে আর দেহা করতে আহি নাই।

শুনে খুশি হল মরনি। তয় তো বহুত ভাল কথা। আল্লায় রহম করছে ছেমড়িরে। বাচাইয়া দিছে।

নিখিল কথা বলল না, উদাস হয়ে রইল।

নিখিলকে খেয়াল করল মরনি। তারপর বলল, কী চিন্তা করচ?

নিখিল চমকাল। কো কী চিন্তা করি!

তারপর হাসল। না পিসি, কিছু চিন্তা করি না।

আমার মনে অইলো কী জানি চিন্তা করতাছস?

না। আপনের লগে কথা কইতে কইতে হঠাৎ কইরা মজনুর কথা মনে অইলো। অনেকদিন দেহিনা অরে। দেশে আহে না?

মরনি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নারে বাজান, বহুতদিন হইয়া গেল আহে না।

ক্যা আহে না ক্যা?

মাহাজনে ছুট্টি দেয় না।

ও কি পুরাপুরি খলিফা অইয়া গেছে?

না অহনও পুরাপুরি অয় নাই। দুই চাইর মাসের মইদ্যে অইয়া যাইব।

বেতন বোতন পায় না, নাকি পেডেভাতে কাম হিগতাছে?

পয়লা পয়লা পেডেভাতেঐ আছিলো। কয় মাস ধইরা বেতন পায়।

টেকা পয়সা পাডায় আপনেরে? চিডিপত্র লেখে?

হ পাডায়। পত্রও লেখে। এর মইদ্যে মন্নাদাদার বড়পোলা টিপুর লগে দুইশো টেকা পাডাইছে। একহান পত্র লেখছে। বাইষ্যাকালের আগে বলে একবার দেশে আইবো। টিপু কইলো বছরহানির মইদ্যে বলে বড় খলিফা হইয়া যাইবো মজনু।

নিখিল কথা বলল না। আবার আগের মতন উদাস হয়ে গেল। নিখিলের এবারকার উদাসীনতা খেয়াল করল না মরনি। আপনমনে মজনুর কথা বলতে লাগল। মাসের পর মাস আমারে ছাইড়া থাকে পোলায়। অর মনডা আমার লেইগা কান্দে কি না কে জানে, আমার কান্দে। আমি অর চিন্তায় খাইতে পারি না, ঘুমাইতে পারি না। খালি পথ চাইয়া থাকি, কোনদিন আমার পোলাডা আইবো। ঢাকা থিকা গেরামের কোনও বাইত্তে কেঐ আইলে দৌড়াইয়া যাই অর খবর লইতে। অনেকের লগে মজনুর দেহা অয়, অনেকের লগে অয় না। তাও যাই। নানান পদের কথা কইয়া মজনুর খবর লই। তয় আমি যে পোলার লেইগা এমুন করি, পোলায় তো আমার লেইগা এমুন করে না।

করে পিসি। পোলায়ও করে। আপনে বোজতে পারেন না। দুই জনেরডা দুই

AMARBOI.COM

রকম। মজনু তো বিয়ানথিকা রাইত দোফর তরি কাম করে, তারপর খাইয়া দাইয়া ঘুম, তারবাদে বিয়ানে উইট্টা আবার কাম, কুনসুম আপনের কথা চিন্তা করবো। আর আপনে থাকেন একলা বাইত্তে। নিজের রান্দন বারন ছাড়া কোনও কাম নাই। হারাদিনঐ আজাইর। আজাইর দেইক্কাঐ খালি পোলার কথা চিন্তা করেন।

হ ঠিক কথাঐ কইছস বাজান।

আচমকা অন্য একটা কথা তুলল মরনি। ঐ নিখিল, হুনছিলাম এনামুল বলে মজজিদ করবো দেশে, কো, করল না?

হুনছি তো আমিও। আতাহারের বাপে হইবো ইমাম। তার হাতেঐ থাকবো মজজিদের সবকিছু।

কাম কাইজ শুরু অইছে?

না।

ক্যা অহনতরি অয় নাই ক্যা?

হেইডা কইতে পারুম না। তয় আমার মনে অয় বাইষ্যাকাল না গেলে, রাস্তার মাডি হালান শেষ না অইলে মজজিদের কাম শুরু অইবো না।

ক্যা?

ইটা বালি রড সিমিট (সিমেন্ট) আনবো কেমতে?

বাইষ্যাকালে তো নৌকা দিয়া আনতে পারে!

আমার মনে অয় রাস্তার মাডি হালান শেষ অইলে, রাস্তার কামে যহন টেরাক ভইরা ইটা পাথর টানন শুরু হইবো তহন মজজিদের কামের লেইগাও টেরাক ভইরা ইটা বালি রড সিমিট পাডাইবো এনামুল দাদায়। আর এই হগল কাম শীতের দিনে করনঐ ভাল। মেগ বিষ্টি থাকে না।

হ ঠিক কথাঐ কইছস।

দুইজন মানুষই তারপর চুপ করে থাকে। নিখিল একফাঁকে আবার আগের মতন উদাস হয়ে যায়।

এবার নিখিলের উদাসিনতা ভাল ভাবেই খেয়াল করল মরনি। বলল, ঐ ছেমড়া, কী অইছে তর?

নিখিল চমকাল। কো?

হ। দুইবার দেখলাম তুই জানি কী চিন্তা করতাছস! কী অইছে?

আরে না, কিচ্ছু না।

আমার মনে অয় অইছে। তুই আমারে কইতাছস না।

নিখিল চিন্তিত গলায় বলল, অইছে একহান কাম। তয় হেইডা আপনেরে কওন ঠিক অইবো কি না বোজতাছি না।

ঠিক না অইলে কইচ না।

তয় কইতে খুব ইচ্ছা করতাছে। এমুন একহান ঘটনা জাইন্নাও কেঐরে না কইলে কেমুন জানি লাগে।

কইতে চাইলে ক।

কইতে পারি, তয় আমারে একহান কথা দেওন লাগবো আপনের।

AMARBOI.COM

বুজছি। আমি য্যান কেঐরে না কই। নূরজাহানির লেইগাও এমুন কথাঐ কইছিলি তুই। তয় তুই নিচ্চিন্তে কইতে পারচ। আমি কেঐরে কমু না।

কথা দিলেন পিসি?

হ।

তয় কই।

সড়কের কাজে মাটিচাপা পড়া মানুষটার কথা যতটুকু যা সে শুনেছে সবই খুলে বলল মরনিকে। নামাজ পড়তে বসে কীভাবে জ্যান্ত কবর হল মানুষটির, কীভাবে সব সামাল দিল হেকমত, কীভাবে বেঁচে গেল কন্ট্রাক্টর সাহেব, সব। শুনে মরনি মাটির মতন স্থির হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও রকমে শুধু বলল, কচ কী?

হ পিসি। সত্যকথা।

মাইট্টালডার নাম কী? কোন গেরামের মানুষ?

বুড়া বেডা। কামারগাওয়ের ঐমিহি বাড়ি। নাম বলে আদিলদ্দি।

শুনে দিশহারা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মরনি। কি, কি কইলি? আদিলদ্দি? কামারগাওয়ের আদিলদ্দি?

মরনির অবস্থা দেখে নিখিল অবাক হল। সেও উঠে দাঁড়াল। হ। কামারগাওয়ের আদিলদ্দি।

একটু থেমে তীক্ষ্ণচোখে মরনির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মাইট্টালডার নাম হুইন্না আপনে এমুন চইমকা উটলেন ক্যা পিসি? চিনেন নি?

ততোক্ষণে প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়েছে মরনি। একটু স্থির হয়েছে। ভিতরে ভিতরে গুছিয়ে ফেলেছে নিজেকে। না না কোনও ভাবেই নিখিলকে বলা ঠিক হবে না, মানুষটা শুধু তার চিনাই না, তার বোনজামাই, তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার বাপ। এই বাড়িতেই মানুষটা থাকতো। তার মাটিয়াল হওয়ার পিছনে আছে এক দুঃখময় করুণ কাহিনী। নিখিলের কানে এসব কথা গেলে হয়তো বা কথাটা চলে যাবে আতাহারের কানে, হয়তো বা চলে যাবে অন্য কারও কানে। তাতে গ্রামের মানুষের কাছে ছোট হয়ে যাবে মজনু। মজনুর বাপ হয়েছিল মাটিয়াল, কেন হয়েছিল সে কথা বুঝতে চাইবে না কেউ, মজনুকে বলবে মাইট্টালের পোলা, আগে পরে টিটকারি দিবো। গ্রামে মুখ দেখানোই দায় হবে ছেলের। না না মজনুর এই ক্ষতি মরনি কিছুতেই হতে দেবে না। যদিও মানুষটার জন্য বুক ফেটে যেতে চাইছে, চোখ ফেটে যেতে চাইছে কান্নায়, তবু নিজেকে সামলে নিখিলের দিকে তাকাল সে। শুকনা ফ্যাকাসে মুখে হাসার চেষ্টা করল। চইমকা উটলাম কামারগাওয়ের কথা হুইন্না। ওই গেরামে আমগো আততিয় স্বজন আছে। আর কিছু না।

নিখিল সন্দেহের গলায় বলল, ও আইচ্ছা।

আদিলদ্দি নামেও আমগো এক আত্মীয় আছে। হেরা বিরাট গিরস্ত। হেগো বাড়ির গোমস্তারাও মাইট্টালের কাম করবো না।

নিখিলের মন থেকে সন্দেহটা গেল না। ভুরু কুঁচকে মরনির দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

মরনি আবার যেন একই কথা বলল, কামারগাও আর আদিলদ্দি দুইহান নাম একলগে হুনছি তো, এর লেইগাঐ চইমকা উটছি। আর কিছু না। বোজছচ না?

নিখিল সন্দেহের গলায় বলল, বুজছি।

তারপর উঠানের দিকে পা বাড়াল। তয় অহন যাই পিসি। পরে আবার একদিন আমুনে।

আইচ্ছা বাজান, আহিচ।

নিখিল চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল মরনি। তারপর ঘর থেকে উঠানে নামল। দক্ষিণের ভিটির দোচালা ঘরটায় গিয়া ঢুকল।

এই ঘরে থাকতো মানুষটা।

ঘরের পুবপাশের বেড়া ঘেষে কিছু খড়নাড়া ফেলা। সেই খড়নাড়ার উপর ছেঁড়া একখানা হোগলা পাতা আছে। একপাশে ময়লা নোংরা কাঁথার লগে প্যাচিয়ে রাখা তেল চিটচিটা একটা বালিস। রাতের আঁধারে নিঃশব্দে এসে এই বিছানায় বসতো মানুষটি, নামাজ পড়ে ঘুমাতো, উঠে আবার নামাজ পড়ে বেরিয়ে যেত। এই ঘরে, এই বিছানায় আর কখনও ফিরা হবে না তার। মনের ভিতর থেকেই হয়তো বা মরণ তাকে ডাক দিয়েছিল। এজন্যই সেদিন ওভাবে এসে টাকাগুলি দিয়া গেছিল মজনুর জন্য, মরনির হাত ধরে মাফ চেয়েছিল, শিশুর মতন কেঁদেছিল।

এঘরে ঢোকার পর এসব কথা মনে পড়ল মরনির। বুক তোলপাড় করতে লাগল। খড়নাড়ার উপর পাতা হোগলার বিছানাটার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বিছানাটায় বসল সে। নিজের অজান্তেই হোগলায় আর কাঁথায় প্যাচিয়ে রাখা বালিসটায় হাত বুলাতে লাগল। মনে মনে বলল, আপনের জীবনডা এমুন অইলো ক্যান দুলাভাই! মরনডা এমুন অইলো ক্যান! এমুন নমাজি মানুষ আছিলেন তাও কাফোন পাইলেন না, জানাজা পাইলেন না? আপনের অইলো জেনতা কবর! আহা রে, আহা।

নিজের অজান্তে চোখের পানিতে গাল ভাসতে লাগল মরনির।

AMARBOI.COM

কী রান্দ, বউ?

দুপুরের ভাত বসিয়ে গোলালু কুটতে বসেছে পারু। একপায়ে চেপে ধরা বটি, দুইহাতে বটির ধারে ঘষে ঘষে গোলালুর ছাল বাকল ছাড়াচ্ছে। একপাশে অর্ধেক পরিমাণ পানি ভর্তি মালশা। ছাল বাকল পরিষ্কার করা গোলালু মালশায় রাখছিল সে। বটির পাশে মাটিতে পড়ে আছে আরও কয়েকটা গোলালু, কয়েকটা পিঁয়াজ।

কাজের সময় পারু একটু বেশি মনোযোগি থাকে। এজন্য শাশুড়ির গলা শুনে চমকাল। মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। ও আম্মায়!

উঠে গিয়ে ঘর থেকে জলচৌকি এনে দিল তহুরা বেগমকে বসতে। আপনের শইল কেমুন আম্মা?

তহুরা বেগম নরম ভঙ্গিতে জলচৌকিতে বসলেন, ক্লান্তির শ্বাস ফেললেন। সেই শ্বাসে পারু টের পেল, না তাঁর শরীর খুব সুবিধার না।

তহুরা বেগম বললেনও তাই। না গো মা, শইলডা ভাল না। ইট্টুহানি হাটলেঐ বুকটা ধরফর ধরফর করে। এই যে দেহো এড্ডু জাগা হাইট্টা আইছি, বড়ঘর থিকা তোমার উডান, রান্দনঘরের সামনে, হেতেঐ বুকহান ধরফরাইতাছে।

কথা বলতে বলতে ডানহাত দিয়ে বুকের মাঝখানটা চেপে ধরলেন তহুরা বেগম। আজকাল প্রায়ই এভাবে বুক চেপে ধরে রাখেন। একটু মোটার দিকে শরীর। দুধের মতন ফর্শা গায়ের রং। দেখে বুঝা যায় একজীবনে অতি সুন্দরী ছিলেন। চোখ মুখের গড়নে বনেদীপনা আছে। সব সময় সুন্দর পাড়ের সাদা শাড়ি পরেন। মান্নান মাওলানা এত পরহেজগার বান্দা হওয়ার পরও তাঁকে দেখলেই যেমন ধুরন্দর বদমাস মনে হয়, ঠিক তার উল্টাটা মনে হয় তহুরা বেগমকে দেখলে। অত্যন্ত নরম সভ্য বিনয়ী হৃদয়বতী সন্তানবৎসল এক মা আর খুবই ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ ভক্ত। কথাও বলেন মায়াবি স্বরে। এই ধরনের মানুষ দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা করে।

শাশুড়িকে বসতে দিয়ে আবার বটি ধরেছে পারু। তহুরা বেগম বললেন, শিরিন ইসকুলে গেছে?

পারু বলল, হ। লেখাপড়ায় বেদম উৎসাহ মাইয়াডার। খাইগো বাড়ির পেরাইমারি ইসকুলে পড়তে চাইলো না। এই বচ্ছর কেলাশ ফোরে উটছে। আগেঐ আমারে কইয়া রাকছিলো কাজির পাগলা হাই ইসকুলে থেন ভর্তি কইরা দেই।

দিছো না?

হ। অহন কাজির পাগলা ইসকুলেঐ পড়ে।

আর নসু?

ও খাইগো বাড়ি ইসকুলে পড়ে। টুতে। দুইজনেঐ আউজকা ইসকুলে গেছে।

আর নূরি, নূরি কো?

মনে অয় গণি কাকাগো ওই মিহি গেছে। মতি মাস্টারের পোলা মাইয়ার লগে বহুত খাতির। হারাদিন অগো লগে খেলে।

হেইডা খেলুক। তয় পোলাপানের মিহি খ্যাল রাইখো। বাড়ির চাইর মিহি এত পুকঐর। খেলতে খেলতে ঘাট ঘোটে যেন না যায়, পাইনতে পুইনতে যেন না পইড়া যায়! একবার যুদি একজন যায় তয় কইলাম কাইন্দাও কূল পাইবা না! এই যে বুকহান দেহ এই বুকের ভিতরে এহেকজন পোলাপানের লেইগা এহেকখান ঘর, একজন গেলে একহান ঘর খালি অইয়া যায়। হেই ঘর আর কোনওদিন ভরে না। আমার মোতাহার গেছে আমি বুজ্জি পোলাপান যাওনের দুঃখডা কেমুন!

পারু কথা বলল না। গোলালু কোটা শেষ করে পিঁয়াজ কুটতে শুরু করেছে সে।

মোতাহারের কথা মনে করে একটু ভারাক্রান্ত হয়েছেন তহুরা বেগম। কিছুটা সময় নিয়া সেই ভাব সামাল দিলেন তিনি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী রান্দ, বউ?

পারু বলল, মুরগির ডিম সিদ্দ দিছি ভাতের লগে।

AMARBOI.COM

ডিমের তরকারি রানবা?

হ। গোলালু আর পিয়াইজ দিয়া ডিম ভুনা করুম। কাইল রাইত্রে নসু কইছে আইজ দুইফইরা ভাত ডিম দিয়া খাইবো। এর লেইগা বেবাকতের লেইগাঐ ডিম রানতাছি। চাইরখান ডিম সিদ্দ দিছি ভাতের লগে। সিদ্দ অওনের পর খোসা ছাড়াইয়া কড়াইয়ের তেলে ইট্টু ভাজা ভাজা করুম। তারপর আলু পিয়াইজ তেল মোশলা দিয়া বাগার দিমু।

ভালঐ অইবো। খাইতে সাদ লাগবো। তয় পোলাপানের মিহি খ্যাল রাইখো। বাপ মরা পোলাপান, অহন তুমিঐ অগো বাপ তুমিঐ মা। পোলাপানে যা খাইতে চায় খাওয়াইয়ো। নাইলে পোলাপানের আত্মা ছোড অইয়া যাইবো।

শাড়ির আঁচলে গিট্ঠু দিয়ে বাঁধা একখিলি পান বের করলেন তহুরা বেগম। জরুরী প্রয়োজনে এভাবে পানের একখান খিলি আঁচলে বেঁধে রাখেন তিনি। বেশিক্ষণ পান না খেয়ে থাকতে পারেন না বলে এই ব্যবস্থা।

পানের খিলিটা মুখে দিয়া একটু যেন চিন্তিত হলেন তিনি। কিছু যেন ভাবছেন, কিছু যেন বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আড়চোখে শাশুড়ির মুখটা একবার দেখল পারু তারপর নারকেলের আইচায় তৈরি হাতা দিয়া বলক পাড়া ভাতের তলা থেকে একখান ডিম তুলল। তুলে বোঝার চেষ্টা করল পুরাপুরি সিদ্দ হয়েছে কি না!

হয়েছে। একেবারেই ঠিকমতন সেদ্দটা হয়েছে। এখনই ডিমগুলি তুলে ফেলা উচিত।

তারপর বাকি ডিমগুলি তুলল পারু। একটা মাটির সরা চিৎ করে তাতে রাখল। বটিটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, আমি আম্মা পোলাপানডিরে বোজতে দেই না যে অগো বাপ নাই, অগো বাপ মইরা গেছে। যহন যা চায় পোলাপানডিরে আমি দেই, ভালভালাই খাওয়াই। খাজুইরা মিডাই দিয়া দুধভাত, চিনিচাম্পা কেলা, মাস দেড়মাসে একদিন ইট্টু পোলাও রান্দি, মোরগ জবো করি। আপনের পোলায় মইরা যাওনের পর থিকা আব্বায় মাসে মাসে কিছু টেকা দেয়, জমিনডি বর্গা দেওয়া আছে, গরু তিনডা আপনেগো গরুর লগেঐ থাকে, এক দেসেসর দুধও পাই রোজ, আব্বায় বাজারে গেলে আমগও মাচ তরকারি দেয়, মাঝে মাঝে পিডাও বানাইয়া দেই পোলাপানরে, বেবাক মিল্লা আমি অগ খারাপ রাখি নাই আম্মা।

তহুরা বেগম পান চীবাতে চীবাতে মাথা নাড়লেন। হ হেইডা আমি জানি। তুমি যে বহুত দায়িত্বশীল মাইয়া হেইডা আমি জানি। আমার মোতাহারের লেইগাও অনেক করছো তুমি। আল্লায় অর হায়াত রাখে নাই দেইখা মরছে। অর মরনের লগে তোমার কোনও সমন্দ নাই।

তয় আপনে আম্মা আমারে দোয়া করবেন, আমি যেন আমার পোলাপানডিরে মানুষ করতে পারি।

দোয়া করি না মা, অনেক দোয়া করি। আল্লায় দিলে তুমি পারবা।

পারু তখন ডিমের খোসা ছাড়াতে লেগেছে। পান চীবাতে চীবাতে পারুর ডিমের খোসা ছাড়ানোটা কিছুক্ষণ দেখলেন তহুরা বেগম তারপর বললেন, আইজ তোমার কাছে আমি একহান আরজি লইয়া আইছি মা।

AMARBOI.COM

পারু বুঝল কী বলবেন তিনি। বুঝেও না বোঝার ভান করল। ডিমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, কীয়ের আরজি আম্মা?

পায়ের কাছে চিড়িক করে পানের পিক ফেললেন তহুরা বেগম। তারপর বললেন, কইতাছি। তার আগে অন্য একহান কথা কইয়া লই। কয়দিন আগে মোতাহাররে আমি স্বপ্নে দেকলাম। দেহি মোতাহার যেন আমারে কইতাছে আমি তোমারে ছাড়া আর থাকতে পারিনা মা। তুমি আমার কাছে আইয়া পড়। তারপর থিকা আমার মনডা বহুত খারাপ মা। খালি মরণের কথা মনে অয়। মনে অয় যে কোনওদিন মইরা যামু আমি। তয় কাম তো দুইহান শেষ অয় নাই। মাইয়াডির বিয়া দিছি, বড় পোলাডার বিয়া করাইছি। বাকি আছে খালি দুইডা পোলা। এই দুইডার বিয়া করাইয়া যাইতে পারলে দায়িত্ব শেষ অইতো। তুমি তো বেবাকঐ জানো। আজাহার খালি চিঠি লেখে, আতাহার দাদারে বিয়া করাও না ক্যা? হেরে বিয়া না করাইলে আমি দেশে আহুম না। হেরে বিয়া না করাইলে আমি বিয়া করুম না।

আতাহারের কথা ওঠার পরই গম্ভীর হয়ে গেছে পারু। মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছে। সেই মুখেই চারটা ডিমেরই খোসা ছাড়াল সে। হাতায় করে একহাতা ফেনভাত তুলে সেই ভাত থেকে কায়দা করে কয়েকটা ভাত আঙুলের আগায় নিয়া টিপে টিপে দেখতে লাগল ভাত ফুটছে কি না!

না এখনও পুরাপুরি ফোটে নাই। আর একটু ফুটবে।

ভাতের হাড়ির ওপর সরা চাপিয়ে কোটা পোতালু ধুতে লাগল পারু।

তহুরা বেগম বললেন, এর লেইগাঐ আইজ আমি তোমার কাছে আইছি মা।

তহুরা বেগমের দিকে তাকাল না পারু। গম্ভীর গলায় বলল, আমি কী করুম?

তুমি আতাহাররে ইট্টু বুজাইবা।

কী বুজামু?

আমরা ঘটক লাগামু। ও যেন বিয়া করতে রাজি অয়।

চোখ তুলে তহুরা বেগমের দিকে তাকাল পারু। আপনের কি মনে হয় আমি কইলেঐ হেয় বিয়া করতে রাজি অইব?

হ হইবো।

তার অর্থ কী? হের বিয়া আমি আটকাইয়া রাখছি?

তহুরা বেগম নরম গলায় বললেন, আমি তোমার লগে কাইজ্জাকিত্তন, তক্কাতক্কি এই হগল করতে আহি নাই মা। তোমারে অনুরুদ করতে আইছি। তুমিও জানো আমি কী কইতে চাই, আমিও জানি তুমি কী কইতে চাও।

হ আপনে কী কইতে চান হেইডা আমি জানি, তয় আমি কী কইতে চাই হেইডা মনে অয় আপনে জানেন না।

তোমার মনে অয় জানি না?

হ।

তয় তুমি আইজ আমারে কও, আমি হুনি।

কইলে বহুত কথা কওন লাগে।

AMARBOI.COM

কও। বেবাক কথাই আইজ কও। মনের মইদ্যে আর কিছু চাইপ্পা রাইখো না। কবে মইরা যামু! তোমার কথা আর হোননঐ হইবো না।

ভাত পুরাপুরি ফুটে গেছে। লুছনি দিয়া নিয়ম মতন হাড়িটা ধরে চুলার একপাশে রাখা থাদায় ভাত ঠিকনা দিল পারু। তারপর তহুরা বেগমের দিকে তাকাল, আচমকা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল। আপনের বড়পোলার কথা আপনে জানতেন না?

কথাটা বুঝতে পারলেন না তহুরা বেগম। থতমত খেয়ে পারুর মুখের দিকে তাকালেন। কোন কথা?

হের যে বাপ অওনের ক্ষমতা আছিলো না, হেই কথা?

তহুরা বেগম একটু চুপ করে রইলেন। মুখের পান গালের একপাশে নিয়া উদাস গলায় বললেন, আগে পুরাপুরি জানতাম না। ইট্টু ইট্টু সন্দহ আমার আছিলো। তোমার বিয়ার আগে অর বাপরে দুই একবার কইছি, পোলাডার শইল্যের দশা ভাল দেহা যায় না। বয়স অইয়া গেছে তাও বিয়া করতে চায় না। বিয়ার কথা হোনলে চুপ কইরা থাকে। খালি ঘুরায়। কয় অহন না, পরে বিয়া করুম। যেই বয়েসে পোলারা বিয়ার লেইগা পাগল অয় হেই বয়েস পার অইয়া যাওনের পরও মোতাহারে বিয়া করতে চায় না ক্যা, এইডা লইয়া তোমার হউরের লগে কথা অইছে আমার। অন্য মানুষজন দিয়া কায়দা কোয়দা কইরা তোমার হউরে জানতেও চেষ্টা করছে অর শইল্যে কোনও সমস্যা আছেনি! সমস্যা আছে দেইক্কাঐ বিয়া করতে চায় না, নাকি! বিয়ার পর বউর কাছে নিজের শইল্যের লেইগা শরম পাইবো দেইক্কাঐ মনে অয় বিয়া করতে চায় না। তহন কইলাম মোতাহার অস্বীকার করছে। কইছে, না, আমার কোনও সমস্যা নাই। তয় আমি তো মা, আমি কইলাম ইট্টু ইট্টু বুজছিলাম। সন্দহ আমার একখান আছিলো। কারণ ছোটকালে পেশাবে অসুবিদা অইতো মোতাহারের। এর লেইগা এক্কেরে ছোড থাকতেঐ অরে মোসলমানি করাই দিতে অইছিলো। মোতাহার বড় অওনের পর অর বাপে হেই কথা ভুইল্যা গেলেও আমি ভুলি নাই। বিয়া করতে চাইতো না দেইক্কা তোমার হউররে আমি কইছিলাম, পোলার শইল লইয়া আমার সন্দহ হয়। আপনে অরে একবার ঢাকা লইয়া যান। বড় ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করান। দেহেন সমস্যাডা কী? বিয়া করতে চায় না ক্যা? হেয় আমারে কইলো মদিনার জামাইরে দিয়া বলে ইসারায় ইঙ্গিতে কথাডা মোতাহাররে হেয় জিগাইছিলো, মোতাহার কইছে সমস্যা নাই। তারবাদেও চিন্তাডা আমার যায় নাই। যায় নাই দেইক্কাঐ তোমারে আনলাম মোতাহারের বউ কইরা।

লোহার মাঝারি ধরনের একটা কড়াইতে সামান্য তেল দিয়া খোসা ছাড়ানো সিদ্দ ডিম ভাজতে দিয়েছে পারু। আগুনের তাপে তেল আর ডিমে ছ্যার ছ্যার করে শব্দ হচ্ছে। একবার সেদিকে তাকিয়ে পারু বলল, আমারে বউ কইরা আনলেন এইডা হিসাব কইরা যে পোলার যুদি কোনও সমস্যা থাকেও, আত্মীয়র মাইয়া হেইডা মোখ বুইজ্জা মাইন্না লইবো। কেঐরে কিছু কইবো না।

হ। মিছাকথা কমু না মা। এইডাঐ চিন্তা করছিলাম। আর বিয়ার কয়দিন বাদে তোমার চেহারা দেইক্কাঐ বেবাক আমি বুইজ্জা গেছিলাম। তোমার হউরের লগেও এই

AMARBOI.COM

হগল প্যাচাইল পারছি, হেয় আমারে থামাইয়া রাখছে। কইছে এই হগল অহন আর চিন্তা কইরা লাব নাই। যা অওনের অইয়া গেছে। আমি কইছি, না এই হগলের চিকিচ্ছা আছে। মোতাহাররে আপনে ডাক্তার কবিরাজ দেহানের ব্যবস্থা করেন। মাইয়ার জামাইগো কন তারা মোতাহাররে বুজাউক। হেয় আমার কোনও কথা হোনেঐ নাই।

হোননের মানুষ হেয় না। হেয় খালি নিজেরহান বোজে। অন্যের দুঃখকষ্ট হেয় বোজেনি! নিজের জিদের লেইগা বাড়ির এতদিনের বান্দা গোমস্তা মাকুন্দার লগে যেই কামডা করলো।

বাদ দেও, ঐ হগল প্যাচাইল পাইরা আর লাব কী!

হ অন্যের প্যাচাইল পাইরা কী করুম আমি। আমি আইজ আমার প্যাচাইলঐ পারি। আম্মা, সব জাইন্না হুইন্নাও কইলাম আমি মোক বুইজ্জঐ আছিলাম। আমি আপনেগো কেঐরে কিছু কই নাই। কোনও অশান্তি লাগাই নাই সংসারে। তয় আমিও তো মানুষ। আমার দিকটা আপনেরা ভাবেন নাই ক্যা? আমার জাগায় যুদি আপনের কোনও মাইয়া অইতো, তার জামাই যুদি আপনের পোলার লাহান অইতো তহন কী করতেন আপনে? মাইয়ারে ছাড়াইয়া আইন্না অন্য জাগায় বিয়া দিতেন না?

হ দিতাম।

তয় আমারে লইয়া আপনে ভাবেন নাই ক্যা?

ভাবনের আগে ঐত্তো আতাহারের লগে তোমার খাতির অইয়া গেল। তোমার পোলাপান হইয়া গেল।

আপনে আমারে কন তো, আতাহারের লগে যা অইছে হেইডা কি আমার কোনও অন্যায় অইছেনি?

তহুরা বেগম কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন।

পারু বলল, আমার কাচা বয়স, স্বামী অক্ষম, স্বামীর ভাইর লগে খাতির না কইরা আমি যুদি অন্য বেডাগ লগে করতাম, ভাইগ্যা ভুইগ্যা যাইতাম আপনেগো বাড়ি থিকা তাইলে কি আপনেগো মানইজ্জত থাকতো? থাকতো না। আল্লার কাছে শুকুর করেন যে আমি হেই কাম করি নাই। যা করছি দেওরের লগে করছি। তার পোলাপান পেডে ধরছি তয় মাইনষেরে বুজাইছি আসল স্বামীর পোলাপানঐ অইতাছে আমার। আপনের পোলারেও মাইনষের কাছে ছোড করি নাই, আপনেগও করি নাই। এই বাড়ির মানইজ্জত আমি রক্ষা করছি।

তহুরা বেগম কৃতজ্ঞ গলায় বললেন, হ মা হেইডা তুমি করছো। মিছাকথা কমু না, সত্যঐ তুমি আমগো মানইজ্জত রাখছো।

তয় আপনেরা আমার কথাডা কোনওদিনও চিন্তা করেন নাই।

তোমার কথা আর কী চিন্তা করনের আছে, কও?

আছে, চিন্তা করেন নাই দেইখাঐ বোজেন নাই। আউজকা আমার কাছে আইছেন নিজেগো স্বার্থে। আমি কইলে আতাহারে বিয়া করবো, আতাহারে বিয়া করলে আজাহার ফিরত আইবো দেশে। হেয়ও বিয়া করবো। বাইত্তে দুইহান নতুন বউ আইলে আপনের দায়িত্ব শেষ অয়। সবঐ আপনে ভাবলেন, খালি আমার কথাডাঐ ভাবলেন

AMARBOI.COM

না। এতটু এতটু তিনডা পোলাপান আমার, নকল বাপ মরছে, আসল বাপ থাকতেও হেই বাপরে বাপ ডাকতে পারবো না, তার উপরে হেই বাপও আরেকজনরে বিয়া কইরা পর অইয়া যাইতাছে। নতুন একজন মানুষ এই সংসারে আইয়াঐ কোনও না কোনওভাবে এই কেলেংকারির কথা হোনবো। হের কাছ থিকা হোনবো আরও দশজনে। কোনও অন্যায় না কইরাও বদনামের ভাগী অমু আমি। মাইনষে আমারে খারাপ মাইয়াছেইলা মনে করবো। কিন্তু আপনের বড়পোলায় যুদি আতাহারের লাহান অইতো তাইলে তো তারে ছাইরা আতাহারের কাছে আমি যাইতাম না! আতাহারের পোলাপান পেডে লওনের দরকার পড়তো না আমার।

হ কথা ঠিক। বেবাক কথা ঠিক। তোমারে আমি কোনও দোষ দেই না।

তয় আমার দুঃখডা অইলো এত কিছুর পরও, অহনও আমার কথাডা আপনে চিন্তা করেন না। আব্বার কথা বাদ দিলাম, আপনেও তো চিন্তা করতে পারতেন আমার কথা।

তহুরা বেগম বললেন, আর কেমতে চিন্তা করুম মা? কিছু তো বোজতাছি না।

ভাবেন নাই দেইখা বোজেন নাই। ভাবলে বোজতেন। দুনিয়াতে এমুন ঘটনা অনেক আছে, বড়ভাই মইরা গেছে, পোলাপানসহ তার বিধবা বউরে বিয়া করছে ছোড ভাইয়ে। নতুন বউ সংসারে না আইন্না আগের বউরেঐ বাইত্তে রাকছে। আমার বেলায় এইডা তো আরও জায়েজ অইতো, যার পোলাপান আমি পালতাছি, জামাই মরনের পর তার লগেঐ আমার বিয়া অইতাছে। আপনেরা এইভাবে ভাবেন নাই ক্যান? আতাহারের লগে কি আমার বিয়া অইতে পারে না? হেয় তো আমারে পছন্দঐ করে!

গভীর দুঃখ বেদনাতেও চোখে সহজে পানি আসে না পারুর। আজ এল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আঁচলে চোখ মুছল সে। তারপর কড়াইয়ের দিকে তাকাল। ডিমগুলি প্রায় ভাজা ভাজা হইয়া আসছে। এখন চুলা থেকে নামাতে হবে। নামায় আলু পিঁয়াজ আর নুন তেল মশলা কষিয়ে, তাতে সামান্য পানি সরা দিয়া ঢেকে দিতে হবে। আলু সিদ্ধ হয়ে আসার পর ডিমগুলি দিতে হবে। সব মিলিয়ে খুবই স্বাদের তরকারি। ডিমগুলি তেলে ভাজার আগে সামান্য কেচে তাতে আবার হলুদ লবণ মাখানো হয়েছে। খাওয়ার সময় নুনের অভাবটাও মনে হবে না।

তয় পারুর কথা শুনে তহুরা বেগম তখন একেবারেই স্তব্ধ হয়ে আছেন। কথা বলতে যেন পুরাপুরি ভুলে গেছেন। চিন্তিত চোখে তাকিয়ে আছেন পারুর দিকে।

পারু চোখ মুছতে মুছতে বলল, আপনেও মাইয়ামানুষ আম্মা। একহান কথা আপনে বোজবেন, মাইয়া মাইনষের বুক ফাইট্টা গেলেও মুখ ফোডে না। মইরা গেলেও মনের কথা মনেঐ চাইপ্পা রাখে মাইয়ারা। আমিও রাকতাম যুদি আমার জীবনডা এমুন না অইতো, যুদি পোলাপান তিনহান আমার না থাকতো। বেবাক কিছু চিন্তা ভাবনা কইরা, লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া মনের কথা আপনেরে আমি আইজ কইয়া দিলাম। এইডা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় আছিলো না।

তহুরা বেগম তবু কোনও কথা বললেন না। আগের মতোই চিন্তিত চোখে পারুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে পান আছে, পান চাবাতে যেন ভুলে গেছেন।

AMARBOI.COM

বড়ঘরের সামনে দিয়া হাসুকে যেতে দেখেই ডাকলেন মান্নান মাওলানা, ঐ ছেমড়ি, এইমিহি আয়।

দুপুরের ভাত খেয়ে গোলাঘরের দিকে যাচ্ছিল হাসু। মান্নান মাওলানার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। বড়ঘরের ভিতর উঁকি দিল। ঘরের দরজা আধাআধি আবজানো। সেই ফাঁক দিয়া দেখতে পেল খালি গায়ের লুঙ্গি পরা মান্নান মাওলানা পেট ভাসিয়ে শুয়ে আছেন। ঘরে আর কেউ নাই।

এই অবস্থায় মান্নান মাওলানা ডেকেছেন, ঘরে ঢোকা ঠিক হবে কি না ভাবছিল হাসু। মান্নান মাওলানা খেকুড়ে গলায় বললেন, কী অইলো? কথা কানে যায় না? ঘরে আয়।

গলায় এমন একখান ভাব ছিল তাঁর, হাসু দিশাহারা ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে গেল। কীর লেইগা ডাক পারেন?

বয়।

হাসু অবাক হল। কই বমু?

পালঙ্কেঐ বয়। আমার পার সামনে।

ক্যা?

পাও টিপ্পা দে।

খালিঘরে মান্নান মাওলানা তাকে পা টিপতে ডেকেছে, তাঁর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সব কিছুই জানে হাসু, এই অবস্থায় পা টিপতে বসা ঠিক হবে কি না ভাবছিল। তয় কিছু করারও নাই। ঝিয়ের আত্মীয় হয়ে এই বাড়িতে সে দিনের পর দিন পড়ে আছে, বাড়িরটা খাচ্ছে রহিমার লগে সম্পর্কের কারণেই, এই নিয়া মান্নান মাওলানা কখনও কিছু বলেন নাই, সেই মানুষ পা টিপতে ডেকেছেন, তাঁর মুখের ওপর না হাসু কেমন করে করবে! তার ওপর সবকিছু জানার পর রহিমা চেষ্টা করছে হাসুকে এই বাড়িতে রাখার। এই অবস্থায় হুজুর যা চাইছেন তা না করলে তিনি রেগে যাবেন। আর মালিককে রাগিয়ে এই বাড়িতে হাসু কেমন করে থাকবে!

আরেকটা কথা ভেবে চিন্তা কেটে গেল হাসুর। সে তো এখন প্রায় পুরুষ। হুজুরের পা টিপতে অসুবিধাই বা কী?

পালঙ্কের কোণে মান্নান মাওলানার পায়ের কাছে বসল হাসু। বসে দুইহাতে তাঁর পায়ে প্রথম চাপটা দিল। মান্নান মাওলানা একটু হকচকিয়ে গেলেন। হাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কীরে এই অবস্থা ক্যা তর?

AMARBOI.COM

হাসু বলল, কী অবস্থা?

তর হাত দিহি লোহার লাহান। বেডাগো হাতও তো এত শক্ত অয় না। মাইয়ামানুষ অইয়া এমুন হাত ক্যা তর?

হাসু লাজুক গলায় বলল, মাইনষের বাইত্তে কাম কইরা খাই, আমগো লাহান মাইয়াগো হাত কী আর মাইয়াগো হাত থাকে! বেডাগো ছাড়াইয়া যায়।

শুনে মান্নান মাওলানা বদ হাসি হাসলেন। কথাডা ঠিক কইলি না।

কেমুন?

তর বয়েসে তর ফুবু আমার বাইত্তেঐ কাম করতো। অর হাত তর লাহান আছিলো না। খুবঐ মুলাম হাত পাও শইল আছিলো তর ফুবুর।

সত্যঐ?

তয় মিছানি? কামেলদার মানুষ অইয়া তর লগে আমি মিছাকথা কমু?

না হেইডা কইবেন ক্যা?

তয়?

হাসু কথা বলল না। মন দিয়া মান্নান মাওলানার পা টিপতে লাগল।

মান্নান মাওলানা বললেন, রহি তর কথা আমারে কইছে।

কী কইছে?

তুই এই বাইত্তে থাকতে চাস।

একটু থেমে বললেন, সত্যঐ তুই থাকতে চাস?

হ।

ক্যা?

যেই বাইত্তে থাকি হেই বাইত্তে থাকতে ভাল্লাগে না।

ক্যা হেই বাইত্তে অসুবিধা কী?

ফুবু আপনেরে কয় নাই?

কইছে। তাও তর মুখে থিকা হুনি।

হাসু মাথা নীচা করে বলল, শরমের কথা। ঐ হগল হুইন্না আপনে কী করবেন?

মান্নান মাওলানা আবার সেই বদ হাসিটা হাসলেন। হুনি। ঐ হগল কথা হোনতে ভালঐ লাগে।

হাসু বুঝে গেল হুজুরে খুবঐ কায়দা কইরা আউগগাইতাছে। এই হগল প্যাচাইল পাড়তে পাড়তে অন্যকামের কথা কইবো।

ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল হাসু। হুজুর যত চেষ্টাই করুক, কায়দা করে তাঁকে সে ফিরাবে। সেদিন যেমন করে ফিরিয়েছিল আতাহারকে আজ তার বাপকেও তেমন করেই ফিরাবে।

অন্যমানুষ হয়ে গেল হাসু। রঙ্গিনী, ঢংঙ্গি ধরনের মেয়েমানুষ। মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মাদকতাময় এক হাসি হেসে বলল, হেই বাইত্তে পুরুষপোলার আকাল নাই। বেবাকতেঐ আপনের লাহান পাও টিপতে ডাকে।

একবার আবজানো দরজার দিকে তাকালেন মান্নান মাওলানা। তারপর গলা নীচু করলেন। খালি পাও টিপতেঐ ডাকে?

AMARBOI.COM

না। আরও মতলব থাকে।

কী মতলব?

বোজেন না আপনে?

বুজি। তাও তর মোক থিকা হোনতে চাই।

ঐ হগল কথা কইতে আমার শরম করে।

আবার একটু ঢঙ্গিভাব করল হাসু। জোরে জোরে পা টিপতে লাগল মান্নান মাওলানার।

মান্নান মাওলানার শরীরে তখন জুয়ান বয়সের উন্মাদনা তৈরি হচ্ছিল। গাঢ় গলায় তিনি বললেন, আমি বুজছি। তয় এই বাইত্তে থাকলেও তো অমুন অইতে পারে।

সব জেনে বুঝেও অবাক হওয়ার ভান করল হাসু। কন কী? এই বাইত্তে অমুন অইবো ক্যা? এই বাইত্তে পুরুষপোলা খালি আপনে আর আতাহার দাদায়।

আতাহারের নাম শুনে থতমত খেলেন মান্নান মাওলানা। আইচ্ছা, একহান কথা জিগামু তরে?

জিগান।

আতাহার নজর দিছেনি তর মিহি?

কেমুন নজর?

এইত্তো এই হগল আর কী? বোজচ নাই?

হ বুজছি। না হেয় অমুন না। একদিন খালি নাড়ার পাল্লার সামনে....

কথাটা শেষ করল না হাসু।

মান্নান মাওলানা বললেন, নাড়ার পাল্লার সামনে কী করছে?

কিছু না। খালি কথা কইছে আমার লগে।

কী কথা?

ঐত্তো ভাবীছাবের কথা, ফিরির কথা। হেগো দুইজনের লগে ঐত্তো হের খাতির। দুইজন খাতিরের মানুষ থাকতে আমার লগে হেয় আর কী কথা কইবো? তার উপরে আমি অইলাম বেডাগো লাহান শক্তপোক্ত মাইয়া। আমারে হের পছন্দ করনেরঐ কথা না। পছন্দ হেয় আমারে করেও নাই।

হাসুর এসব কথা শুনে যেন বেশ একটা স্বস্তি হল মান্নান মাওলানার। বললেন, তয় ঠিক আছে। ক এইবার।

কী কমু?

ঐ যে আমি কইলাম এই বাইত্তেও তো পুরুষপোলা আছে, আতাহাররে বাদ দিলে থাকি আমি। আমারে তর পুরুষপোলা মনে অয় না? তুই যেই বাইত্তে কাম করচ ঐ বাড়ির বেডাগো লাহান আমিও যুদি তরে জ্বালাই?

ধুৎ হেইডা আপনে ক্যান জ্বালাইবেন? আমি একটা মাইয়া অইলাম নি? আমার লগে আপনে অমুন করবেন ক্যা?

না, যত কইতাছস অত মন্দ মাইয়া তুই না। চলনসই আছস। খালি হাত দুইহান ইট্টু বেশি শক্ত।

শইলও শক্ত।

AMARBOI.COM

কচ কী?

হ। সত্যঐ। আমি আপনের লগে মিছাকথা কই না।

তয় তো ইট্টু দেহন লাগে।

আবজানো দরজার দিকে তাকালো মান্নান মাওলানা। তারপর শুয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে হাসুর বুক ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন। লগে লগে চট করে সরে গেল হাসু। এই দৃশ্য দেখে ফেললেন তহুরা বেগম। ঠিক তখনই আবজানো দরজা ঠেলে এই ঘরে এসে ঢুকেছেন তিনি।

তহুরা বেগমকে দেখেই বুকটা ছ্যাত করে উঠেছে হাসুর। মান্নান মাওলানার মুখটাও চুন হয়েছে। তয় পলকেই ব্যাপারটা সামাল দিয়া ফেললেন তিনি। চটপটা গলায় বললেন, ঐ ছেমড়ি, তুই অহন যা। আর পাও টিপন লাগবো না। তর ব্যাপারে আতাহারের মার লগে আমি কথা কমু নে। হেয় যুদি রাজি থাকে তয় তরে রাকতে আমার কোনও আপিত্তি নাই।

আইচ্ছা।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাসু। যেন যত দ্রুত সম্ভব তহুরা বেগমের চোখের সামনে থেকে পালাতে পারলেই সে বাঁচে।

তহুরা বেগম গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে পুরা ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরাবার জন্য মান্নান মাওলানা অমায়িক গলায় বললেন, এমতে খাড়ই রইলা ক্যা? বহো। এতক্ষণ আছিলা কই? তোমার লেইগাঐ জাগনা রইছি। দুইফইরা ঘুমডা দিতে পারি নাই। ঐ ছেমড়িরে ডাইক্কা পাও টিপাইতাছিলাম।

তহুরা বেগম গম্ভীর গলায় বললেন, আমি অহনও কানা অই নাই। চোক্কে ভালঐ দেহি। বেবাকঐ আমি দেকছি। তয় এই হগল লইয়া অহন কথা কমু না। বাইচ্চা থাকলে পরে একদিন কমু। কারণ বহুত বড় একখান কাম আমার আছে, হেই কামডা আমি শেষ করতে চাই। আপনের ছাড়া কামডা আমি শেষ করতে পারুম না। আপনের লগে বুদ্ধি পরামশ্ব কইরাঐ আউগগানি লাগবো কামডায়।

যেন এত কথার কোনটার ভাগই তিনি বুঝতে পারেন নাই এমন গলায় মান্নান মাওলানা বললেন, আমি খ্যাল করছি, তুমি আইজকাইল কথা বেশি কও। কথার কোনও আগামাথা নাই। অর্দেকঐ আমি বুজি না।

আমি কী কইছি, ক্যান কইছি বেবাকঐ আপনে বোজছেন। ঐযে ডাকের কথা আছে না 'যার মনে যা, ফালদা ওডে তা'। আপনে যেই কাম করতে চাইছিলেন, আমি কথা কওনের পর হেইডাঐ আপনের মনে ফালদা উটছে। কইলাম তো এই হগল লইয়া আমি আইজ কথা কমু না। আমি কমু অন্যকথা।

এবার মুখ গম্ভীর করলেন মান্নান মাওলানা। খেকুড়ে গলায় বললেন, এত প্যাচাইল পাইড়ো না। যা কওনের কইয়া হালাও।

পালঙ্কের কোণে বসে গম্ভীর গলায় তহুরা বেগম বললেন, মাসহানির মইদ্যে আতাহাররে বিয়া করামু।

কী?

হ।

আতাহারের মত লইছো?

AMARBOI.COM

না। হেইডা লওন লাগবো আপনের।

বোজলাম। পোলার বিয়ার লেইগা তো একহান মাইয়া লাগে, মাইয়া দেকছো?

হ।

মান্নান মাওলানা আকাশ থেকে পড়লেন। আমি জানলাম না আর তুমি মাইয়া দেকলা? কই দেকলা?

তহুরা বেগম আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, মাইয়া এই বাইত্তেঐ আছে।

কী, এই বাইত্তে আছে? কেডা?

পারুল। আমগো পারু। আপনের বড়পোলার বিধবা বউ।

পারুর কথা শুনে মান্নান মাওলানার অবস্থা হল ওই অত মানুষজনের সামনে নূরজাহান তাঁর মুখে থুতু ছিটিয়ে দেওয়ার পর যেমন হয়েছিল অনেকটা তেমন। তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কথা বলতে পারলেন না। হতভম্ব ভঙ্গিতে হা করে তহুরা বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কলের পুতুলের মতন নিঃশব্দে বিছানায় উঠে বসলেন। কী কইলা তুমি? কার কথা কইলা?

তহুরা বেগম বললেন, হোনেন নাই? আমি পারুর কথা কইছি। আতাহারের লগে পারুর বিয়া দিমু। বেবাক ব্যবস্থা আপনের করন লাগবো।

তুমি কি পাগল অইয়া গেছ?

না। পাগল অই নাই। সুস্থই আছি।

আমার মনে অয় অইছো। মাথায় ছিট দেহা দিছে তোমার।

না, আমার মনে অয় আপনের সংসারে আহনের পর থিকা আমি এতদিন পাগলঐ আছিলাম। মাথায় ছিটঐ আছিলো আমার। এর লেইগাঐ আপনে যহন যা কইছেন হুনছি, আপনের বদামী দেইখাও মুখ ফুইট্টা কিছু কই নাই। আমার চোক্কের সামনে আকাম কুকাম বহুত করছেন আপনে। আমার লগে হুইয়া থাইক্কাও রাইত দুইফরে উইট্টা গেছেন রহির কাছে, মাকুন্দারে ষড়যন্ত্র কইরা মারলেন, জেলে দিলেন। অহন আছেন গাছির মাইয়ারে লইয়া বদামীর চিন্তায়, আরও বহুত ধান্দা ফিকির আপনের আছে। মাওলানা অইয়া, আল্লার আমেলদার বান্দা সাইজ্জা যেই হগল কাম জীবন ভর আপনে করছেন আর আমি দেকছি, ঐডি দেইক্কা যে মুখ বুইজ্জা রইছি, হেই মুখ বোজনডাঐ আছিলো আমার পাগলামি। মাথায় ছিট না থাকলে স্বামীর আকাম কুকাম কেঐ মাইন্না লয় না। আমার মাথায় ছিট আছিলো দেইক্কা আমি মাইন্না লইছি। আইজ হেই পাগলামি আর ছিট আমার গেছে গা। আইজ আমি ভাল অইয়া গেছি। এর লেইগাঐ এই চিন্তাডা আমি করতাছি। আপনে আতাহারের লগে কথা কন। বিয়ার ব্যবস্থা করেন।

স্ত্রীর এই চেহারা আজো নিয়া দুইদিন দেখলেন মান্নান মাওলানা। প্রথম দিনকার মতো আজও চিন্তিত হলেন। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এই ধরনের কথা শোনার পর হয় স্ত্রীকে লাথথি মেরে পালঙ্ক থেকে ফেলে দেওয়া নয়তো দিকপাশ না তাকিয়ে হাতের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মারা। সেদিনও এই কাজটা তিনি করেন নাই, আজও করলেন না। ভেতরে ভেতরে রাগ তাঁর প্রচণ্ডই হচ্ছে তয়সেই রাগ দমন করে তিনি ভাবতে চাইলেন ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে কী। সেদিনের পর থেকে এভাবে কেন হঠাৎ করে বদলে গেলেন তহুরা বেগম। সেদিন বলেছেন অনেক কথা তিনি মান্নান মাওলানার লগে বলবেন। কী কথা বলতে চান? আর আজ হঠাৎ করে আতাহারের লগে পারুর বিয়া দেয়ার জন্যই বা

AMARBOI.COM

পাগল হয়ে গেলেন কেন? কোথায় কী এমন ঘটেছে যে কারণে মহিলা এমন হয়ে গেলেন! হাসুর লগে মান্নান মাওলানার অশ্লীল একটি আচরণ দেখেও ওই নিয়া কথা না বলে বলছেন পারুর বিয়ার ব্যাপারে।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মান্নান মাওলান। অতিরিক্ত নরম গলায় বললেন, তোমার অইছে কী?

কিছুঐ হয় নাই।

তয়?

তয় আবার কী?

এতদিন বাদে আথকা আতাহারের লগে পারুর বিয়া দিতে চাইতাছো?

এই চাওনডা আমার আগেঐ চাওন উচিত আছিলো। চোক্কের সামনে উপযুক্ত মাইয়া থাকতে আমি দুইন্নাই ভর পোলার লেইগা মাইয়া দেকতাছি।

কই আর দেকলা? তোমার পোলায় তো বিয়াঐ করতে চায় না!

না চাওনের কারণ আমিও জানি, আপনেও জানেন। যার কারণে চায় না তার লগেঐ যুদি বিয়া অয় তাইলে বিয়ায় আর অমত করবো না।

তোমার মনে অয় অমত করবো না?

হ আমার মনে অয়।

আমার মনে অয় না।

ক্যা?

একজনরে লইয়া মইজ্জা থাকনের পোলা আতাহারে না।

হেইডাও আমি জানি। এই সবাবটা ও পাইছে আপনের কাছ থিকা। তারবাদেও পারুরে বিয়া অর করনঐ লাগবো। করন উচিত।

ক্যা? উচিত ক্যা?

চোখ তুলে স্বামীর চোখের দিকে তাকালেন তহুরা বেগম। আপনে জানেন না ক্যান উচিত?

না জানি না। তুমি কও।

জাইন্না হুইন্না ক্যান আমারে দিয়া কথাডি কওয়াইতে চান। খালি আমার একহান কথার জব দেন আপনে, আপনের যে চাইরহান মাইয়া, আপনের কোনও মাইয়ার জীবন যুদি পারুর লাহান অইতো, তাইলে আপনে কী করতেন?

মান্নান মাওলানা রুক্ষ গলায় বললেন, অন্যের সমস্যার লগে নিজের পোলাপানরে মিলাইয়ো না।

ক্যান মিলামু না? পারু অন্যের মাইয়া ঠিকঐ, তয় আপনের আত্মীয়। আবার আপনের এক পোলার বউ, আরেক পোলার তিন পোলাপানের মা। এতমিহি দিয়া যে জড়িত তারে আপনে অন্যমানুষ কন কেমতে? আর আপনের লেইগা যেই মাইয়াডার জীবন নষ্ট অইছে তার কথা আপনে ভাববেন না ক্যা?

আমার লেইগা পারুর জীবন কেমতে নষ্ট অইছে?

বড়পোলার শইল্যের কথা বেবাক কিছু জাইন্না ঐত্তো আত্মীয়র মাইয়ারে আপনে বউ কইরা আনছিলেন, যাতে আত্মীয়র মাইয়া বাইরের মাইনষেরে কিছু না কয়, কেলেংকারি না করে।

AMARBOI.COM

কেলেংকারি তো করছেঐ।

তহুরা বেগম একটু চমকালেন। কেমতে?

দেওরের লগে ইটিস পিটিস করছে।

এর লেইগাও আপনেঐ দায়ী। আমি বারবার আপনেরে অনুরুদ করছি মোতাহাররে ঢাকা লইয়া যান, বড় ডাক্তার দেহান, চিকিচ্ছা করলে ও ভাল অইবো। হেই কামডা যুদি করতেন, মোতাহারের শইলডা যুদি ভাল অইতো তাইলে এই কেলেংকারি অয় না।

মান্নান মাওলানা চুপ করে রইলেন।

তহুরা বেগম বললেন, হেদিনও কইছি আইজও কই, আমার পোলাডা মরছেও আপনের লেইগা। অর গ্যাসটিকের চিকিচ্ছাডাও আপনে করান নাই। বিয়া করাইয়া বাড়া জমিন আর ল্যারল্যাইরা দুই তিনহান গরু দিয়া ছাইড়া দিছেন পোলাডারে। বউ আর নিজের খোরাকি জোগার করতে করতেও পোলাডা আমার মরছে। যাউক ঐহগল লইয়া কথা কইয়া আর লাব নাই। যে গ্যাছে তারে তো আমি আর ফিরত পামু না! পোলার লগে বিয়া দিয়া যেই মাইয়াডারে সংসারে আনছিলেন বাইচ্চা থাইক্কাও তিনহান পোলাপান লইয়া হেয় আছে জিন্দা মরনে মইরা। হেরে আমি বাচাইয়া রাকতে চাই। বাইত্তে নতুন বউ আননের কাম নাই। দুইন্নাইতে এমুন ঘটনা বহুত ঘটে। বড়ভাইর বিধবা বউরে অনেক দেওরেঐ বিয়া করে। আর আতাহারের লগে পারুর সম্পর্ক বউ জামাইর লাহানঐ। বেবাক কিছু বিবেচনা কইরাঐ চিন্তাডা আমি করছি। অহন এইডার ব্যবস্থা আপনের করন লাগবো। আমি আর কোনও কথাই হুনুম না।

অনেকক্ষণ ধরে একই রকমের কথা শুনতে শুনতে খুবই বিরক্ত হয়েছেন মান্নান মাওলানা। আতাহারকে নিয়া এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তাঁর একদমই ভাল লাগছে না। আবিয়াত ছেলে হচ্ছে একধরনের মূলধন। এই মূলধন খাটিয়ে অন্য গিরস্তের কাছ থেকে টাকা পয়সা সোনাদানা এমন কি জায়গা সম্পত্তিও বাড়াবেন তিনি। বড় ছেলেটাকে দিয়া সেই কাজ হয় নাই। এখন হাতে আছে অন্য দুই ছেলে! তার একটাকে নিয়া স্ত্রী এর মধ্যেই ভেজাল লাগাবার চেষ্টা করছে। এই ভেজাল এখনই ভাঙতে গেলে ঝগড়াঝাটি লেগে যাবে! সোজা মানুষ এতদিন পর ক্ষেপেছে তাকে সামলাতে হবে বুদ্ধি দিয়া, কায়দা করে। সেই কায়দার পথটাই তারপর ধরলেন মান্নান মাওলানা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, ঠিক আছে, তুমি অহন শান্ত হও। আমি ব্যবস্থা করতাছি।

হাসুবালা, ও হাসুবালা! ঘুমাইছনি?

গোলাঘরের চৌকিতে কাত হয়ে শুয়ে আছে হাসু। তার পরনে সবুজ রংয়ের ত্যানা ত্যানা শাড়ি আর নানা রংয়ের ফুল লতাপাতা আঁকা ছিট কাপড়ের ব্লাউজ। মাথার তলায়

www.amarboi.com

তেল চিটচিটা ধ্যালধ্যাল বালিশ। মাথার ভারে চৌকির লগে এতটাই মিশে গেছে সেই বালিশ হঠাৎ করে তাকালে বোঝাই যায় না যে বালিশ মাথার তলায় একখান আছে।

হাসুর চোখ বোজা, মুখে মুমূর্ষু ভাব। খানিক আগেই রান্নাঘর থেকে ভাত খেয়ে আসছে। সে আর রহিমা একলগেই খেতে বসেছিল। হাফিজউদ্দিও ছিল। খেতে আজ ভাল লাগছিল না হাসুর। শরীরের কী রকম একটা ম্যাজম্যাজ ভাব। দুইতিন লোকমা ভাত খাওয়ার পরই শরীর গুলাতে শুরু করেছে, বমি বমি ভাব হয়েছে। নিজেকে শক্ত করে ব্যাপারটা চেপে রেখেছে হাসু। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়া কোনও রকমে থালের ভাত শেষ করে এই ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে।

রহিমা খেয়াল করেছিল ব্যাপারটা, জানতেও চেয়েছিল। কী অইছে তর? এমুন হরতরাইস্যা ভাব ক্যা?

হাফিজদ্দি হেসেছে। হাসু তো এমুনঐ।

তখনই হাসু ভেবে রেখেছিল খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফুফু যখন গোলাঘরে আসবে তখন তাকে সব বলবে।

রহিমা এল অনেকক্ষণ পর। হাসুর ততোক্ষণে শরীর আরও খারাপ। বুকের অনেক ভেতর থেকে তাপ বেরুচ্ছে। শরীরে অদ্ভুত এক অবস্থা, হাত পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, চোখ জ্বলছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, জ্বর আসার লক্ষণ।

এই অবস্থায় রহিমা এসে এমন আল্লাদী গলায় ডাকল।

ভাত খেয়েই আঁচলের গিট থেকে খুলে পান মুখে দিয়েছে রহিমা। পান মুখে দিলে এমনিতেই তার আচরণে একটা ফুর্তির ভাব আসে। এখন যেন ভাবটা একটু বেশি আসছে। হাসুকে ডাকছে হাসুবালা বলে।

হাসুর নামের লগে যে বালা কথাটা আছে সেইকথা ভুলেই গিয়েছিল সে। এখন ফুফুর ডাকে বহুদিন পর মনে পড়ল। সত্যিই তো, তার পুরা নাম তো হাসুবালাই। কেউ ডাকে না বলে দিনে দিনে চাপা পড়ে গেছে।

কোনও রকমে চোখ খুলল হাসু। মুমূর্ষু গলায় বলল, কী অইছে? ডাক পারো ক্যা?

হাসুর পাশে বসল রহিমা। একখান সমবাত আছে।

কীয়ের সমবাত?

মুখের পানে দুই তিনটা চাবান দিল রহিমা। হুজুরের লগে আমার কথা অইছে।

হাসু কথা বলল না। চোখ ছোট করে রহিমার দিকে তাকিয়ে রইল।

রহিমা বলল, জিগাইলি না, কী কথা?

তুমিঐ কও। কথা কইতে আমার ভাল্লাগতাছে না।

ক্যা? কী অইছে তর? দোফইরা ভাতও তো ঠিক মতন খাইলি না!

হ।

ক্যা? শইল ভাল না?

না। কেমুন জানি লাগতাছে।

কেমুন লাগতাছে?

কইতে পারুম না।

জ্বরজ্বারি আইলো নি?

হাসুর কপালে হাত দিল রহিমা। দিয়া চিন্তিত হল। হ শইল ইট্টু ইট্টু গরম। মনে অয় জ্বর আইবো।

হাসু কাতর গলায় বলল, ভাত খাইতে বইয়া খালি উটকি (উদগার) আইছে।

কচ কী?

হ। খালি মনে অইছে উকাল অইব।

রহিমা ভাল রকমের চিন্তিত হল। পান চীবানো ভুলে একদৃষ্টে হাসুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, উটকি পারছস, উকাল করতে চাইছস! হাসু, অন্যকোনও ভেজাল বাজাচ নাই তো?

কথাটা বুঝতে পারল না হাসু। বলল, কীয়ের ভেজাল?

বোজচ নাই?

না।

সিয়ানা মাইয়ারা কুনসুম উটকি পারে আর উকাল করে জানচ না তুই?

হাসু মুমূর্ষু মুখে হাসল। জানি। তয় ঐ হগল না। ঐ হগল অইলে বহুত আগেঐ অইতো। তোমার লাহান বেবাক কিছু মাইন্না লইলে শইল্যের এমুন বেডা বেডা দশা হইতো না। মউচ্ছামান্দ্রার বাইত্তে ভালঐ থাকতে পারতাম। কয়দিন পর পর তোমার কাছে আইতাম না। এই বাইত্তে থাকতে চাইতাম না।

এই বাড়িও কইলাম ঐ বাড়ির লাহানঐ। হুজুর আর তার পোলায় আছে না?

বেবাকঐ জানি। বহুতদিন ধইরাঐ আতাহার দাদার মতলব আমি বুজি, হুজুরের মতলবও বুজি। হেদিন পাও টিপতে ডাইক্কা হুজুরে আমার শইল্যে হাত দিতে চাইছে। এই হগল অবস্থায় নিজেরে আমি ঠিকঐ বাচাইতে পারি। হেদিন আমার বাচান লাগে নাই, হুজুরানীঐ আমারে বাচাইয়া দিছে।

কেমতে?

হুজুর খালি আমার শইল্যে হাতটা দিবো, লগে লগে হুজুরানী আইয়া ঘরে হানছে।

হেয় দেকছে?

পুরা দেকছে কিনা কইতে পারি না।

তরে কিছু কয় নাই তো?

না।

রহিমা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তয় মনে অয় বোজে নাই। হেয় এই হগল বোজে কম। বহুত ভাল মানুষ। হেয় যদি মানুষ খারাপ অইতো তাইলে এই বাইত্তে আমি থাকতে পারতাম না। হুজুরেও যা মন লয় করতে পারত না। মোতাহারের বউ আর আতাহার যেই হগল করে, এই হগল কিছুঐ এই বাইত্তে অইতো না।

তয় আমার মনে অয় হুজুরানীর অমুন হওনঐ ভাল আছিলো। কুত্তা যেমুন অয় ইটামুগইরও হেমুন অওন উচিত।

বাদ দে এই হগল প্যাচাইল। অহন আসল কথা হোন।

হাসু আবার চোখ বুজল। কও।

ভাত খাইয়া এই ঘরের মিহি আইতাছি, দেহি বাইর বাড়ির মিহি যাইতাছে হুজুরে। এই টাইমে ঐ মিহি যায় ক্যা? এইডা তো তার ঘোমের টাইম!

AMARBOI.COM

হ। আইজ মনে অয় ঘোম আহে নাই।

ক্যা?

আমি কেমতে কমু!

হাসু কথা বলল না। চোখ বুজে চুপ করে রইল।

রহিমা পান চীবাতে চীবাতে বলল, হুজুরের মুখ দেইক্কা মনে অইলো হেয় জানি কী চিন্তা করতাছে। আমারে দেইক্কা হাত ইসারায় ডাক দিল। গেলাম। জিগাইলো আতাহাররে দেখছিলি? কইলাম, না। আতাহারে আইজ দুইফইরা ভাত খাইতে আহে নাই। মনে অয় দোস্তগ লগে আছে। কনটেকদার সাবের লগে মাওয়ার বাজারের হইটালে খাইয়া লইবো নে। হুজুরে আর কথা কইলো না। বড়ঘরের মিহি কাইক দিছে দেইক্কা আমি সাহস কইরা তর কথাডা কইয়া হালাইলাম।

হাসু চোখ খুলল। কী কইলা?

কইলাম তুই এই বাইত্তে থাকতে চাস। আমি বুড়া অইয়া গেছি, একলা এতবড় সংসারের কাম কাইজ করতে পারি না।

হেয় কী কইলো?

কইলো, যেই বাইত্তে কাম করে ঐ বাইত্তে অসুবিদা কী?

তুমি কী কইলা?

অসুবিদার কথা বেবাক ভাইঙ্গা কই নাই। দুই একখান কইছি। চালাক মানুষ তো, অল্পতেঐ বেবাক বোজে।

তারবাদে কী কইলো?

হাসলো। আইচ্ছা ঠিক আছে, থাউক। তয় বেতন বোতন কইলাম দিতে পারুম না। তুই যেমতে আছস তর ভাইরবেডিও অমতেঐ থাকবো। পেডে ভাতে। দুই ঈদের সমায় দুইহান কাপোড় পাইবো, আর কিছু না।

হাসু আবার চোখ বুজল। কথা বলল না।

হাসুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবজানো দরজার ফাঁক দিয়া উঠানের দিকে তাকাল রহিমা। উঠানে এখন বৈশেখ মাসের দুপুর শেষের রোদ। রোদের তেজাল ভাব আবজানো দরজার ফাঁক দিয়া যেটুকু আসছে তাতেও দশা খারাপ অবস্থা হওয়ার কথা মানুষের। রহিমার তেমন হচ্ছিলও। তয় শরীরের ভিতর থেকে অদ্ভুত এক উষ্ণতা ঠেলে বেরুবার ফলে বাইরের উষ্ণতা একদমই টের পাচ্ছিল না হাসু। ফুফুর লগে এতক্ষণ ধরে টুকটাক কথা বলার ফলে ক্লান্ত লাগছে তার, গলাটা কী শুকিয়েও আসছে। গলা ভিজাবার জন্য একবার ঠোঁট চাটল হাসু। ব্যাপারটা খেয়াল করল রহিমা। কীরে তিয়াস লাগছেনি?

হ।

পানি খাবি?

দেও।

ঘরের কোণে ঠিলা রাখা আছে। মুখের উপর মাটির সরা। সরার উপর টিনের চলটা ওঠা মগ। দীর্ঘদিন ধরে মাটির ওপর ভরা ঠিলা রাখতে রাখতে ঠিলার তলার আকৃতির গর্ত হয়ে গেছে জায়গাটায়। গর্তে বসা ঠিলা থেকে পানি ঢালতে সুবিধা। পায়ের পাতার উপর ঠিলা তুলে পানি ঢালতে হয় না। কাত করলেই হয়।

AMARBOI.COM

রহিমা দ্রুত হাতে সেই ঠিলা থেকে পানি ঢেলে আনল হাসুর জন্য। কোনও রকমে মাথা তুলে দুইতিন ঢোক পানি খেল হাসু। তারপর দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা রাখল বালিশে। আবজানো দরজার ফাঁক দিয়া মগের বাকি পানিটুকু গোলাঘরের ছনছায় ফেলে মগ জায়গা মতন রাখল রহিমা। আবার এসে বসল হাসুর পাশে। বলল, এতদিন বাদে আইজঐ হুজুরের লগে তরে লইয়া কথা কইলাম, এই বাইত্তে তর থাকনের বেবস্তা করলাম আর আইজঐ তর জ্বর আইলো? কোনও কোনও মাইনষের নছিব এমনুঐ অয়। যেদিন কোনও শুভ কাম অয় হেদিন হেগো অসুক বিসুক অয়। শুভ কামের ফুর্তিডা হেরা করতে পারে না। তুই অইছস হেই পদের মানুষ।

হাসু কথা বলল না। দম টানার ফাঁকে টের পাচ্ছিল শরীরের ভিতর থেকে বেজায় গরম একখান ভাপ বেরুচ্ছে।

বারবাড়ির দিক থেকে উঠে আসার সময় মান্নান মাওলানার মুখামুখি পড়ে গেল আতাহার। হাতে সিগ্রেট ছিল। কোনও রকমে সেই হাত পিছনে নিয়া আস্তে করে সিগ্রেটটা ছেড়ে দিল। তারপর মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনে বলে আমারে বিচড়াইছেন?

ছেলের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নাড়ার পালার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাকতাড়ুয়াটির দিকে তাকালেন মান্নান মাওলানা। গম্ভীর গলায় বললেন, তরে কে কইলো?

রহি।

হ বিচড়াইছি। কথার কাম আছে।

কন।

এহেনে কইতে চাই না। ঘরে যাইয়া বয়, আমি আইতাছি।

আতাহার বুঝতে পারল না কোন ঘরে গিয়া বসবে! বলল, কোন ঘরে যামু? বড়ঘরে?

না, বাংলাঘরে যা।

আইচ্ছা।

আতাহার বাংলাঘরে গিয়া ঢোকার কিছুক্ষণ পর মান্নান মাওলানা এসে ঢুকলেন। মাটিতে পা রেখে চৌকির মাঝ বরাবর বসেছিল আতাহার। ঘরের একপাশে বড়সড় ভারী ধরনের একখান টেবিল আর হাতাআলা একখানা চেয়ার আছে। বহুদিনের ব্যবহারে বার্নিস মুছে পাকা কাঠের আসল রং বের হয়ে গেছে। এই চেয়ার টেবিলে বসে

AMARBOI.COM

একসময় লেখাপড়া করেছে আতাহার। এখন টেবিল চেয়ার তেমন কোনও কাজে লাগে না। কখনও কখনও ভাত খাওয়ার কাজে টেবিলটা আজকাল ব্যবহার করে আতাহার। দুপুরে রাতে রহিমা তার ভাত ঢেকে রেখে যায় এই টেবিলে। চেয়ারে বসে আরাম করে খায় আতাহার।

আজ বিকালবেলা সেই চেয়ারটায় ছেলের মুখামুখি বসলেন মান্নান মাওলানা। হাতের তসবি জপতে জপতে বললেন, তর মার লগে তর কোনও কথা অইছে?

আতাহার অবাক হল। না তো! কী কথা?

তর বিয়াসাদির ব্যাপারে?

বাপের মুখে নিজের বিয়ার কথা শুনে আতাহারের মতন ছেলেও লজ্জা পেল। মাথা নীচা করে বলল, না।

মান্নান মাওলানা স্বস্তির হাঁপ ছাড়লেন। তয় ঠিক আছে।

আতাহার মুখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। কী অইছে?

তর মায় একহান ভেজাল লাগাইছে।

কীয়ের ভেজাল?

তর বিয়াসাদি লইয়া।

কী কয়?

আবল তাবল প্যাচাইল। হুইন্না মনে অইলো মাথা খারাপ অইয়া গেছে।

আতাহার কথা বলল না। মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মান্নান মাওলানা বললেন, আথকা কেমুন জানি অইয়া গেছে তর মায়। যেই মানুষ কোনওদিন কথাঐ কইতো না, কয়দিন থেইক্কা বহুত প্যাচাইল পারতে শুরু করছে হেই মানুষ।

আতাহার আবার বলল, কী কয়?

একদিন বিয়ানে আমার লগে কাইজ্জাঐ লাগাই দিল।

ক্যা?

আমি নমজ পড়তে ডাক দিছি, এর লেইগা।

কন কী?

হ।

আতাহার চিন্তিত গলায় বলল, মায় তো এমুন মানুষ না!

আমিও তো হেইডাঐ কই। তারবাদে নমজ হেয় পড়ছে। নমজ পড়নের আগে মোতাহাররে লইয়া অনেক প্যাচাইল পারলো। আমারে অনেক দোষ দিলো। আমি বলে অর লেইগা কিছু করি নাই, এর লেইগা ও মইরা গেছে।

মায় তো দাদারে ইট্টু বেশি আদর করতো, এর লেইগাঐ কইছে।

হেদিন বড়পোলারে হেয় সপনেও দেকছে।

এর লেইগাঐ মনে অয় মনডা খারাপ আছিলো।

হইতে পারে। তয় মোতাহার মরণের পরও তো অরে হেয় সপনে দেকছে! আগে তো কোনওদিন আমার লগে এমুন করে নাই!

এসব কথা শুনে আতাহার চিন্তিত হয়ে রইল। বাড়ি ফিরেছিল টাকা পয়সা নিতে।

AMARBOI.COM

আলী আমজাদের কন্ট্রাকটরির ছাপড়া ঘরে আজ তিনতাস খেলা হবে। লগে কেরু কোম্পানির হুইস্কি। চারখান মুরগি ভুনা করে পাঠাবে ফুলমতি। লগে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পরোটা। মজমাটার আয়োজন দুপুরের পর হঠাৎ করেই করল আলী আমজাদ। তারপর আলম সুরুজ আর আতাহার যে যার বাড়ি গেল টাকা আনতে, আর নিখিল গেল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করতে। পাঁচশো টাকার একখান নোট তার হাতে দিয়া দিল কন্ট্রাকটর সাহেব।

তয় বাড়িতে এসেই মান্নান মাওলানার মুখামুখি পড়ে গেল আতাহার। বাংলাঘরের কারের তলায়, দক্ষিণ দিককার বেড়ার লগে চওড়া কাঠের তাক, সেই তাকে আতাহারের টিনের সুটকেস। ওই সুটকেসেই তার টাকা পয়সা। ছোট্ট তালা আছে সুটকেসে। চাবিটা আতাহারের মাজায়, কাইতানের লগে বান্ধা। সুটকেস খোলার সময়ই পায় নাই আতাহার। কখন পাবে, কে জানে! বাবা কতক্ষণ কথা বলবে, কে জানে!

তবে খেলা শুরু হতে দেরি আছে। সন্ধ্যার পর ছাড়া হবে না।

মা তার বিয়াসাদির ব্যাপারে কী বলল সেকথা শোনার জন্য খুবই উদগ্রিব হয়ে আছে আতাহার। কেন যে কথাটা এখনও বলছেন না বাবা! শুধু আবোল তাবোল প্যাচালই যে কেন পারছেন!

আতাহারের মনের এই কথাটা যেন টের পেলেন মান্নান মাওলানা। একবার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে, হাতের তসবি জপতে জপতে উঠানের দিকে তাকালেন। উঠোনে রোদের রং এখন পাকা আমের মতন। বিকালবেলাও গরমের কমতি নাই। রোদের দিকে তাকিয়ে গরমটা যেন একটু বেশিই টের পেলেন মান্নান মাওলানা। নিজের কাছে নিজে বলার মতন করে বললেন, ইস কী গরমডা যে পড়ছে! বৈশাখ মাস আইয়া পড়লো তাও মেগবিষ্টির দেহা নাই। এমুন অইলে মাইনষের দশা খারাপ অইয়া যাইবো।

আতাহার কথা বলল না। অস্থির লাগছে তার। এইসব আবল তাবল প্যাচাইল পারতাছে ক্যা বাবায়! আসল কথাডা কয় না ক্যা।

চালাকি করে নিজেই কথা হুনল বাবা, হেদিনের পর থিকা কি মায় প্যাচাইল ইট্টু বেশি পারতাছে?

মান্নান মাওলানা চিন্তিত গলায় বললেন, হ।

কী কয়?

বহুত পদের কথা।

আমারে লইয়া কী কইছে?

হেদিন কিছু কয় নাই। কইছে দুই তিনদিন আগে। আথকা আমারে কয়, আতাহারের লেইগা অন্য জাগায় মাইয়া দেইক্কা লাব নাই। বাইত্তে ঐত্তো মাইয়া আছে। হেই মাইয়াঐ অরে বিয়া করান।

আতাহার অবাক হল। এই বাইত্তে আবার মাইয়া কেডা?

বোজচ নাই?

না।

আমিও পয়লা বুজি নাই। তর মায় ভাইঙ্গা কওনের পর বুঝছি।

কার কথা কইলো?

পারুর কথা।

আতাহার আঁতকে উঠল। কী?

হ। তর মায় চাইতাছে পারুরে তুই বিয়া কর।

আতাহার হা করে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মান্নান মাওলানা বললেন, খালি এডু কথাঐ কয় নাই। আরও বহুত কথা কইছে। বাপ অইয়া হেই হগল কথা তরে আমি কইতে পারুম না। যা বোজনের তুই বুইজ্জা ল। তয় তর মার কথা হুইন্না আমি বুঝছি হের মাথাডা এক্কেরে বিগড়াইয়া গেছে। এই হগল লইয়া বড় রকমের একহান তেজাল হেয় লাগাইবো।

আতাহার চিন্তিত গলায় বলল, আথকা এই হগল লইয়া প্যাচাইল পারতে আরম্ভ করল ক্যা মায়?

বোজলাম না। তয় আমার একহান সন্দ অইতাছে।

কী?

পারু তর মারে কিছু কয় নাই তো?

ভাবীছাবে মারে কী কইবো?

মান্নান মাওলানা একটু রাগলেন। কী আর কইবো? এই হগল কথাঐ!

এই হগল তার কওনের কথা না।

ক্যা, কওনের কথা না ক্যা?

কইলে আগেঐ কইতো! দাদায় মরণের এতদিন বাদে কইবো ক্যা?

কইতে পারে। এতদিনে হয়তো চিন্তা ভাবিনা বদলাইছে।

আমার মনে অয় না।

তয় কী মনে হয় তর? আথকা তর মায় এই হগল প্যাচাইল পারতে আরম্ভ করলো ক্যা?

এক পলক মান্নান মাওলানার দিকে তাকিয়েই মাথা নীচা করলো আতাহার। কেমতে কমু!

মান্নান মাওলানা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আচমকা বললেন, তর মতলব কী?

আতাহার চমকাল। কীয়ের মতলব?

তর মায় যা চায়, করবি? পারুরে বিয়া করবি?

আতাহার দৃঢ় গলায় বলল, না, মইরা গেলেও করুম না।

শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন মান্নান মাওলানা। চেয়ারের হাতলে থাবড় মেরে বললেন, সাব্বাস বাপের বেডা। এই না অইলে আমার পোলা! মায় ক্যান, আমার লাহান বাপে কইলেও বড়ভাইর বিধবা বউরে তর বিয়া করন উচিত না। তর লাহান বসেস মাইনষের জীবনে বহুত কিছু ঘডে। পারুর লগেও নাইলে তর ঘটছে। তাতে কী অইছে! ঐ হগল ধইরা বইয়া থাকলে কাম অইবোনি?

আতাহার কথা বলল না। মাথা নীচা করে বসে রইল।

মান্নান মাওলানা হাতের তসবি জপতে জপতে বললেন, পারু যেমতে আছে অমতেঐ থাকব। জাগাজমিন বাড়িঘর গাইগরু যা মোতাহার ভাগে পাইতো বেবাকঐ

AMARBOI.COM

আমি অগো বুজাইয়া দিছি। তারবাদেও মোতাহার মরণের পর থিকা অগো দেখভাল আমি করি। পোলাপান তিনডাও ঠিকঐ মানুষ হইব। ঐ হগল লইয়া তুই একদোমঐ চিন্তা করবি না। তুই তর নিজের চিন্তা কর। আজাহার ঘন ঘন চিডি লেকতাছে। জাপানে থাকতে চায় না। দেশে আইয়া পড়তে চায়। আইয়া বিয়াসাদি কইরা সংসার করব। তয় তুই বিয়া না করলে ও আইবো না। এর লেইগা মদিনার জামাইরে আমি কইছি তর লেইগা মাইয়া দেকতে। ল্যাংড়া বইচ্ছারেও (বশির) খবর দিছি। ও তো অহন ভাল ঘটক! দুয়েক মাসের মইদ্যেঐ মাইয়া বিচড়াইয়া বাইর কইরা হালাইবো। ওইদিকে ঢাকা নারাইনগঞ্জে অন্য মাইয়ার জামাইগোও কইছি মাইয়া দেকতে। দুইডা মাইয়া দেকতে কইছি। একহান তর লেইগা আরেকহান আজাহারের লেইগা।

আতাহার আগের মতই বসে রইল। কথা বলল না।

মান্নান মাওলানা বললেন, মোতাহাররে বিয়া করাইয়া কোনও লাব অয় নাই আমার। দুইডা পয়সাও আহে নাই সংসারে। লোয়াজিমা (বিয়ের আসবাবপত্র, গয়নাগাটি ইত্যাদি) যা পারুগো মিহি থিকা দিছে, চাইর পশা দাম নাই হেই হগলের। ঐডা আমি আশাও করি নাই। মোতাহারের শইল্যের দশা দেইক্কাঐ আত্মীয়র মাইয়া বাইত্তে আনছিলাম, যাতে ঘরের কথা পরে জানতে না পারে। তয় তর আর আজাহারের দশা তো মোতাহারের লাহান না! তগ দুই ভাইরে আমি ধনীর ঘরে বিয়া করামু। লোয়াজিমা, সোনাদানা টেকা পয়সা দিয়া যেন হেরা আমার বাড়ি ভইরা দেয়, এমুন বাড়ির মাইয়াঐ আমি বেবাকতেরে দেকতে কইছি।

মান্নান মাওলানার কথা শুনে ভিতরে ভিতরে খুবই পুলকিত হয়ে আছে আতাহার। একে তার বউ হয়ে আসবে নতুন তরতাজা, কচি একখান নারী শরীর, তার উপর আসবে টাকা পয়সা, সোনাদানা, সব মিলিয়ে খুবই আনন্দের ব্যাপার। এই সুযোগ ফেলে কে যাবে ওই তিন পোলাপানের মা পারুকে বিয়া করতে! শরীর স্বাস্থ্য যতই কচিখুকির মতন হোক, বয়স তো কম হয় নাই। তাছাড়া ওই শরীরের স্বাদও দশ বারো বছর ধরে পেয়ে আসছে আতাহার। নতুন করে আর কী পাওয়ার আছে তার কাছে!

মান্নান মাওলানা বললেন, তর লগে আমার যা কথা অইলো এইডাঐ কইলাম ফাইনাল!

অনেকক্ষণ পর কথা বলল আতাহার। আইচ্ছা।

তয় তর মায় কইলাম আইবো তর লগে কথা কইতে। হেরে কী কবি?

কমুনে। ঐ হগল লইয়া আপনে চিন্তা কইরেন না। মারে যেমতে পারি বুজামুনে।

হ বুজাইচ। কায়দা কইরা বুজাইচ। সোজা মানুষ, একহান জিনিস লইয়া চিন্তা করতাছে, এই চিন্তা কইলাম সহাজে হের যাইবো না। ঠাণ্ডা মাথায় সোন্দর কইরা বুজাইয়া হেরে অহন থামাবি। ওদিন কইলাম আমিও অমতেঐ থামাইছিলাম। তারবাদে আমাগো কাম আমরা করুম।

আতাহার খুবই বাধুক ছেলের মতন বলল, আইচ্ছা।

মান্নান মাওলানা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আর কোনও কথা বললেন না। তসবি জপতে জপতে উঠানে নামলেন।

দুই এক পলক তাকিয়ে বাবার বের হয়ে যাওয়া দেখল আতাহার তারপর চৌকির উপর উঠে দাঁড়াল। দুইহাতে যত্ন করে ধরে তাকে রাখা সুটকেস নামাল।

AMARBOI.COM

গভীর রাতে দুর্বল হাতে কোনও রকমে রহিমাকে দুইতিনটা ধাক্কা দিল হাসু। ক্লান্ত অসহায় গলায় ডাকল, ফুবু ও ফুবু, ফুবু।

রহিমার ঘুম অদ্ভুত ধরনের। শোয়ার লগে লগে ঘুমায়া পড়ে সে। ভোঁ আঁ করে নাকও ডাকে। তবে দুইএকটা ধাক্কা দিয়া ডাকলে ঘুমটা ভাঙে।

এখনও তাই হল। হাসুর ধাক্কা খেয়ে প্রথমে নাক ডাকা বন্ধ হল রহিমার, সাড়া দিল। কী রে মা? কী অইছে?

হাসু মুমূর্ষু গলায় বলল, জ্বরে আমি যাইতাছি। আমার মাথাডা মনে অয় ফাইট্টা যাইবো।

রহিমা ধরফর করে উঠে বসল। কচ কী?

হ। আর একহান অসুবিদা অইতাছে।

কী?

মাজার নিচ থিকা পেশাবের রাস্তা তরি কেমুন জানি অবশ অবশ লাগতাছে।

দিশহারা হল রহিমা। কী করবে না করবে বুঝতে পারল না। ছটফট হাতে বালিশের তলা থেকে ম্যাচ বের করল, কুপি জ্বালল। কুপির আলোয় হাসুর মুখের দিকে তাকাল। জ্বরক্লান্ত ম্লান ফ্যাকাসে মুখ হাসুর। চোখে আতঙ্কের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দেখে রহিমা বুঝল হাসু খুবই ভয় পাচ্ছে। স্বান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হাসুর মাথায় হাত দিল রহিমা। দিয়ে এমন করে চমকাল যেন মউলকা ভাজার তপ্ত খোলায় আচমকা হাত লেগে গেছে। নিজের অজান্তেই বলল, মাগো! এমুন জ্বর আইছে! এমুন জ্বর জিন্দেগিতে কেঐর দেহি নাই। এমন জ্বরে মাথায় বিগার (বিকার) উইট্টা যাওনের কথা! মাথার দুইমিহির রগ ছিড়া যাওনের কথা। এর লেইগাঐ মাথা ফাইট্টা যাইতে চাইতাছে তর।

হাসু মুমূর্ষু গলায় বলল, আর মাজার নীচের অবশ অবশ ভাবহান?

ঐডাও জ্বরের লেইগাঐ।

ডানহাত কোনও রকমে বাড়িয়ে রহিমার একটা হাত ধরল হাসু। ফুবু, আমি কি মইরা যামু?

একথায় বুকটা মোচড় দিয়া উঠল রহিমার, চোখ ফেটে কান্না এল। কান্না সামলে কোনও রকমে বলল, ধুৎ ছেমড়ি! মরবি ক্যা? বেশি জ্বর আইছে দেইক্কা এমুন লাগতাছে। খাড়ো, আমি তর মাথায় পানি দেই। মাথায় পানি দিলে জ্বর নাইম্যা যাইবো। আরাম লাগবো।

WWW.AMARBOI.COM

হাসু কথা বলল না।

একবার হাসুর দিকে তাকিয়ে কুপি হাতে গোলাঘরের দরজা খুলল রহিমা, উঠানে নেমে গেল।

কুপির আলোয় ঘরের ভিতরটা এতক্ষণ আলোকিত ছিল, সেই আলোয় কী রকম যেন একটু সাহসী হয়েছিল হাসু। এখন আলো নাই, গভীর অন্ধকারে ভয়ংকর এক জ্বরে পুড়ে যেতে যেতে তার মনে হল সে আসলে বেঁচে নাই। যেন অনেকক্ষণ আগেই মরে গেছে। গোরস্থানের মাটিতে কবর খুঁড়ে যেন নামিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। তারপর মাটি চাপা দিয়ে গিরস্তরা যে যার কামে চলে গেছে। এখন অন্ধকার কবরের ভিতর একা পড়ে আছে সে। এই কবরের ভিতর এখন দিনে দিনে পচতে শুরু করবে তার সাধের শরীর। বড় হয়ে ওঠার পর যে শরীর নিয়া নানারকমভাবে এতকাল ধরে খাবলা খাবলি করার চেষ্টা করছে মৌছামান্দ্রার এক বাড়ির নানা বয়েসি পুরুষ, মান্নান মাওলানার বাড়ির মাওলানা সাহেব নিজে আর তার জুয়ান ছেলে আতাহার। নিজেকে ওইসব খাবলা খাবলি থেকে রক্ষা করবার জন্য দিনরাত্রির প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত তাকে এক ধরনের যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই যুদ্ধ করতে করতে নরম কোমল নারীদেহ শক্ত হয়ে গেছে, যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লান্ত যোদ্ধার মতন রুক্ষ, পাথর হয়ে গেছে তার মোলায়েম নারীদেহ। হায়রে মেয়েমানুষের জীবন!

এইসব ভাবতে ভাবতে হাসু একসময় টের পাচ্ছিল কোথায় যেন জ্বলে উঠেছে এক টুকরা মোলায়েম আলো, সেই আলোর মায়াবি একখান পরশ এসে যেন লাগছে তার বন্ধ চোখের পাতায়। আর ভয়ংকর জ্বরে ফেটে পড়তে চাওয়া তার মাথায় যেন সাত আসমানের উপর থেকে এসে পড়ছে শীতকালের কচুরিপানার তলায় লুকিয়ে থাকা শীতল জলের মত মৃদু একখান জলধারা। এ যেন আল্লাহর আরশ থেকে আসা এক রহমতের ধারা, যে ধারায় মানুষের শরীর থেকে উধাও হয় জরাব্যাধি।

হাসু চোখ বুজল।

কতক্ষণ ধরে হাসুর মাথায় পানি দিয়েছে রহিমা সেকথা পলকে মনে নাই। সেই যে কুপি হাতে বের হয়েছিল, বের হতে ছুটে গিয়েছিল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের সামনে লোহার পুরানা মাঝারি সাইজের একটা বালতি আছে। রান্নাবান্নার কাজে এই বালতি ভরে পানি আনে রহিমা বহুবছর ধরে, এই বাড়িতে আসার পর থেকে। ছুটে গিয়ে সেই বালতিটা নিয়েছে সে। তার ব্যবহারের প্লাস্টিকের খয়েরি রংয়ের বদনা আছে। বদনাটা পড়ে থাকে পায়খানায় যাওয়ার পথের ধারে। সেই বদনা নিয়েছে। সোজা গেছে পুকুরঘাটে। এক বালতি পানি নিয়া ঘরে এসে ঢুকেছে। এসে দেখে হাসু অচেতন। দিকপাস না তাকিয়ে কুপিটা রেখেছে মাটির মেঝেতে, টানা হ্যাচড়া করে উত্তর দক্ষিণে শোয়া হাসুকে টেনে পুবে পশ্চিমে করেছে। পা দুইটো পুবে, মাথা পশ্চিমে। মাথার তলা থেকে বালিস সরিয়ে মাথা ঝুলিয়ে দিয়েছে চৌকির বাইরে। ঠিক মাথার তলা বরাবর রেখেছে বালতি। তারপর বালতি থেকে বদনা ভরে পানি তুলেছে আর নল দিয়ে অতিযত্নে পানি দিয়েছে মাথায়। জ্বরের ঘোরে তখন যেমন অচেতন হয়ে আছে হাসু, হাসুর মাথায় পানি দেওয়ার কাজে রহিমাও যেন একরকম অচেতনই।

এই অচেতনতা ফিরল বিয়ান রাতে, বাংলাঘরের কোণে পশ্চিমমুখি দাঁড়িয়ে মান্নান

AMARBOI.COM

মাওলানা যখন ফজরের আজান দিলেন। 'আছছালাতু খায়রুল মিনাননাউন'। সেই পবিত্র ডাকে রহিমা যেমন নিজের মধ্যে ফিরল, হাসুও প্রথমে কেমন কেঁপে উঠল, তারপর চোখ খুলল। হাসুকে চোখ খুলতে দেখে বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল রহিমার। হাতের বদনা বালতির পানিতে রেখে হাসুর কপালে হাত দিল, গলায় বুকে হাত দিল, দিয়ে স্বস্তির হাসি হাসল। আল্লায় রহম করছে। জ্বর নামছে।

হাসু তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রহিমার দিকে। তাকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে রহিমা বলল, কীরে মা, চাইয়া রইছচ ক্যা?

হাসু গভীর আবেগের গলায় বলল, তোমার মুখহান দেকতাছি।

ক্যা, আমার মুখ দেহনের কী অইলো?

ইচ্ছা করলো তোমার মুখের মিহি চাইয়া থাকতে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রহিমা বলল, নিয়াস ছাড়ছ ক্যা?

একহান কথা মনে কইরা নিয়াস ছাড়লাম।

কী কথা?

রহিমার কথার জবাব না দিয়া হাসু একটু নড়েচড়ে উঠল। আগে আমারে ভাবদি মতন হোয়াও, তারবাদে কই।

হাসুর কথা শুনে রহিমা একটু চমকাল। সত্যঐত্তো! তরে তো ভাবদি মতন হোয়ানের কাম! হায় হায় আমি তো ভুইল্যাঐ গেছি। মাথায় পানি দেওনের লেইগা তর যে সিথান বদলাইছি, হেই কথা আমার মনেঐ আছিলো না।

হাসুর গলার তলায় দুইহাত ঢুকিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে আগের ভঙ্গিতে শোয়ালো রহিমা।

হাসু বলল, লইড়া চইড়া হোওনের জোরডাও আমার শইল্লে নাই ফুবু।

কেমতে থাকবো! আইজ তিনদিন ধইরা জ্বর। আর যেমুন তেমুন জ্বরনি? এমুন জ্বরে শইল্লে জোর বল থাকেনি মাইনষের! তুই তো কিছু মুখেও দিতে চাস না। ভাত রুটি যাঐ দেই কিচ্ছুঐ খাচ না। না খাইলে জোর থাকেনি শইল্লে!

খাইতে ভাল্লাগে না। খালি উটকি আহে।

তাও জোর কইরা খাইতে অয়।

একটু থামল রহিমা। অহন ক কী মনে কইরা নিয়াস ছাড়লি? কী মনে কইরা আমার মুখের মিহি চাইয়া আছিলি?

নিয়াস ছাড়লাম এইডা চিন্তা কইরা, তুমি না থাকলে মাথায় পানি দিয়া আইজ রাইত্রে আমারে বাচাইতো কে? যুদি মৌচ্ছামান্দ্রার বাইত্তে এমুন জ্বর আইতো আমার, আমারে দেকতো কেডা? রান্ধনঘরে হুইয়া জ্বরের ঘোরে মইরা থাকতাম। বাড়ির কেঐ উদিসও পাইতো না। আর নাইলে....

কথা শেষ না করে থামল হাসু। হাঁপাতে লাগল।

রহিমা বলল, কী অইলো?

ইট্টু কথা কইয়াঐ পরিশ্রম লাগতাছে। মনে হয় অনেক বড় কাম করলাম।

তয় চুপ কইরা থাক।

AMARBOI.COM

না ইট্টু কথা কই তোমার লগে।

রহিমা মায়াবি মুখে হাসল। কথা কইতে ইচ্ছা করতাছে?

হ।

তয় ক।

কইতে চাইলাম জ্বরের ঘোরে ওই বাড়ির রান্ধনঘরে হুইয়া হয় আমি মইরা যাইতাম নাইলে কোনও না কোনও বেডায় আইয়া ঐ অবস্থায়ঐ আমারে জাইত্তা ধরতো, জ্বরের ঘোরে শইল্লে জোরবল থাকতো না, এতদিন ধইরা যেই জিনিস রক্ষা করছি হেই জিনিস রক্ষা করতে পারতাম না। আকাম কুকাম কইরাঐ বেডায় আমারে মাইরা হালাইতো!

রহিমা গম্ভীর গলায় বলল, আকথা কইচ না।

না গো ফুবু, আকথা না। এইডাঐ হাছাকথা।

আবার একটু থামল হাসু, আবার একটু দম নিল। আর তোমার মিহি চাইয়া চাইয়া আমার খালি মার কথা মনে অয়। কত আগে মইরা গেছে মায়। মার চেহারাডাও মনে নাই। জ্বরের পর থিকা ফাক পাইলেঐ তোমার মুখহান আমি চাইয়া চাইয়া দেহি আর আমার খালি মনে হয় এইডা তোমার মুখ না, এইডা আমার মার মুখ। মায় মরে নাই, এইত্তো আমার মায় বাইচ্চা রইছে। এইত্তো তার জ্বরে পোড়া মাইয়ার সিথানে বইয়া মাইয়ার মাথায় পানি দিতাছে।

হাসুর কথা শুনতে শুনতে বুকটা তোলপাড় করছিল রহিমার। চোখ পানিতে ভরে আসছিল। নিজের জীবনের কথা মনে পড়ছিল। কী আশ্চর্য জীবন তার। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর পরও, সব দিয়াও আল্লাহ তাকে মা হতে দেন নাই। নারী জন্মের সবচেয়ে বড় পাওয়া সে পায় নাই। সন্তান। এই জীবনে কেউ তাকে মা বলে ডাকল না। একটা জীবনে সামান্য দেড়দুইটো বছর স্বামীর সংসার, সোহাগ। তারপর থেকে এই বাড়ির ঝিয়ের জীবন। যতদিন শরীর ছিল ততোদিন রাত বিরাতে মান্নান মাওলানাকে গোপনে শরীর দেয়া। তিন চারবার পেট হতে হতেও রক্ষা পাওয়া। জারজ সন্তানের মা হতে হতেও বেঁচে যাওয়া। তারপর শরীরে ভাঁটার টান লাগার পর থেকে সেই জীবনও শেষ হয়েছে। এখন শুধুই খেয়ে পরে বেঁচে থাকা। মরণের অপেক্ষা করা। কবে আসবে মরণ, কবে শেষ হবে এই জীবন।

বেলা অনেকটা হয়ে যাওয়ার পর বড়ঘর থেকে বেরুলেন তহুরা বেগম।

খানিক আগে ডুলা হাতে বাজারে গেছেন মান্নান মাওলানা। এসময় বাংলাঘরে আতাহারকেও পাওয়া যাবে। এখনও নিশ্চয় ঘুমাচ্ছে সে। রাত দুপুরের আগে বাড়ি

AMARBOI.COM

ফিরার অভ্যাস নাই ছেলের, ঘুমোবার অভ্যেস নাই। ফলে সকালবেলা বিছানাও ছাড়তে পারে না। অনেক বেলা তরি ঘুমায়। বাংলাঘরের উত্তর দিককার বেড়ার লগে লেগে গুটিসুটি হয়ে আগে ঘুমাতো মাকুন্দা কাশেম, এখন ঘুমায় হাফিজদ্দি। ফজরের আজানের লগে লগেই বিছানা ছাড়ে সে। নিজের বালিশ কাঁথা নিঃশব্দে ভাঁজ করে আতাহার যে চৌকিতে ঘুমায় সেই চৌকির তলায় রেখে খুবই সাবধানে দরজার খিল ডাসা খোলে। সন্ধ্যারাতেও রাতের খাবার টাবার সেরে ঠিক একই কায়দায় বাংলাঘরে ঢোকে, চৌকির তলা থেকে বিছানা বের করে নিঃশব্দে সেই বিছানা জায়গা মতন পেতে ঘুমোয়। যদিও তখন আতাহার ঘরে থাকে না, তবু যেন আতাহারের ভয়টা থাকে।

যদি কখনও রাত বিরাতে পেশাব পায়খানার কাজে বাইরে যেতে হয়, তখন হাফিজদ্দির চালচলন হয় বিলাইয়ের মতন। যদি কখনও হাফিজদ্দির করা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আতাহারের তাহলে আর রক্ষা নাই, উঠেই কোকসা বরাবর পা চালাবে। লাথথিগুতা কিলঘুষি যা যা সম্ভব সবই মারবে। আর গালাগালের তো অন্তই থাকবে না। মাকুন্দা কাশেম জেলে যাওয়ার কয়েকদিন আগ থেকে এই বাড়িতে এসে এরমধ্যেই তিনচারবার আতাহারের হাতের মারটা হাফিজদ্দি খেয়ে ফেলেছে। এজন্য আতাহার বাড়ি আসছে শুনলে, আতাহারের ছায়া দেখলেই বুক ধ্বরাস ধ্বরাস করে হাফিজদ্দির। গভীর রাতে পেশাব পায়খানা পেলেও আতাহারের ভয়ে চেপে থাকে।

আর যেদিন সন্ধ্যারাত থেকেই বাংলাঘরে থাকে আতাহার, ইয়ার দোস্তদের নিয়া মজমা বসায় সেদিন এইঘরে শোয়াই হয় না হাফিজদ্দির। সেদিন অবশ্য বুকটা হালকা থাকে তার। নিজের ইচ্ছা স্বাধীন মতন রান্নাঘরের চুলার একপাশে নিজের বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। রাতে যতবার ইচ্ছা ওঠে, যতক্ষুর ইচ্ছা পায়খানার ওদিকটায় গিয়া জুতমতো বসে আরামসে পেশাব করে আসে।

এই স্বাধীনতাটুকু ভোগ করার জন্য মান্নান মাওলানা আর তহুরা বেগম দুইজনকেই হাফিজদ্দি অবশ্য অনুরোধ করেছিল, বাংলাঘরে না তাকে যেন রান্নাঘরেই থাকতে দেওয়া হয়। দুজনের কেউ রাজি হয়নি। কারণ রাত বিরাতে বাড়ি ফিরার পর আতাহারের ঘরের দরজা খুলে দিবে কে?

এখন এই সকালবেলা, অনেকটা বেলা হয়ে যাওয়ার পরও আতাহারের ঘরের দরজা আবজানো। এখনও নিশ্চয় ভোস ভোস করে ঘুমাচ্ছে। তহুরা বেগম একবার সেই দরজার দিকে তাকালেন। এখন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে হবে তহুরা বেগমকে। ঘুমন্ত ছেলেকে ডেকে তুলে কথা বলতে হবে। ঘুম থেকে ডেকে তুলতে গেলে ছেলে হয়তো রেগে যাবে, তবু উপায় নাই। ডেকে তাকে এখন তুলতেই হবে, কথা তার লগে তহুরা বেগমকে বলতেই হবে। মান্নান মাওলানা বাজার সেরে আসার আগেই ছেলের লগে কথা শেষ করবেন তিনি।

বাংলাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে আনমনা চোখে উত্তরের ভিটির গোলাঘরের দিকে তাকিয়েছেন তহুরা বেগম, তাকিয়ে দেখতে পেলেন ঘরের দরজা খোলা আর চৌকির ওপর অসহায় শিশুর ভঙ্গিতে বসে আছে হাসু। টিনের মগ হাতে তার সামনে বসে আছে রহিমা। একহাতে বড় একখান আটার রুটি প্যাঁচিয়ে গোল করা। সেই রুটি মগে চুবিয়ে চুবিয়ে হাসুকে খাওয়াচ্ছে।

AmarBoi.com

দেখে হাসুর জন্য মায়া লাগল তহুরা বেগমের। কয়দিন ধরে এই বাড়িরই লোক হাসু। মান্নান মাওলানা তাকে কাজে রেখেছেন। বাড়ির একজন লোক অসুস্থ, জ্বরে পড়ে আছে চার পাঁচদিন ধরে, বাড়ির মালকিন হিসাবে তহুরা বেগমের দায়িত্ব অসুস্থ মানুষটার খোঁজ খবর নেওয়া, দুই একটা ভালমন্দ কথা বলা। এই কাজটা সেরেই না হয় আতাহারের ঘরে যাবেন তিনি।

তহুরা বেগম গোলাঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে হাসু রহিমা দুইজনেই আড়ষ্ট হল। রহিমার চেহারায় অপরাধীভাব ফুটে উঠল। যেন কাজে ফাঁকি দিয়া ভাইঝিকে এভাবে খাওয়ানোটা তার ঠিক হচ্ছে না, বাড়ির মালকিনকে না বলে ভাইঝির জন্য এভাবে খাবার এনে সে অন্যায় করেছে।

তহুরা বেগম ওই নিয়া ভাবছেন না। হাসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, জ্বর কেমুন?

হাসু কাতর গলায় বলল, ভাল না আম্মা।

রহিমা বলল, জ্বরডা এক্কেরে যায় না। থাকেঐ।

অহনও আছে?

হ। এক দুইঘন্টা ইট্টু ইট্টু জ্বর থাকে, তারবাদে ফালদা ফালদা জ্বরডা বাড়ে, এমুন বাড়ন বাড়ে হাসু এক্কেরে বেউস হইয়া যায়। তয় অর একহান সুবিদা অইলো জ্বরের ঘোরে মাথায় বিগাড় উটলেও আবল তাবল প্যাচাইল ও পারে না। ঝিম মাইরা পইড়া থাকে।

মাথায় পানি দেচ না?

দেই।

হ পানিডা বেশি কইরা দিবি। হেসুম জ্বর বেশি উটবো হেসুম মাথায় খালি পানি দিবি। ঠাণ্ডা পানিতে ত্যানা ভিজাইয়া পানিপট্টি দিবি কপালে।

তহুরা বেগমকে এরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে হাসু রহিমা দুইজনেই খুশি। রহিমা কৃতজ্ঞ মুখে বলল, হ দেই! বেশি জ্বরে মাথায় পানি না দিলে, পানিপট্টি না দিলে মাথার রগ ছিড়া মরবো।

তহুরা বেগম আনমনা গলায় বললেন, হ।

হাসুকে কী খাওয়াচ্ছে রহিমা খেয়াল করলেন। খেয়াল করেও জানতে চাইলেন, কী খাওয়াইতাছস অরে?

রহিমা হাসি হাসিমুখে বলল, দুধ মিডাই দিয়া এক গেলাস চা বানাইয়া আনছিলাম আর একহান রুটি। চায়ে রুটি ভিজাইয়া ভিজাইয়া খাওয়াইতাছি। মাইয়াডা ত্যাড়া আছে, খাইতে চায় না।

তহুরা বেগম মায়াবি গলায় বললেন, কেমতে খাইতে চাইবো? এমুন জ্বরে মাইনষের মুখে সাদ থাকেনি যে খাইবো?

হাসু বলল, হ। মুখে একদোম সাদ নাই আম্মা। মুখের ভিতরডা তিতা অইয়া রইছে।

আইজ কয়দিন অইলো জ্বর?

পাচদিন।

এক্কেরে ছাইড়া যায় না জ্বর, না?

AMARBOI.COM

হ।

তয় তো চিন্তার কথা!

রহিমা বলল, হ। টাইফোট টুইফোট অইলোনি, না কালাজ্বর কিচ্ছুঐ বোজতাছি না। ডাক্তার দেহাইতে পারলে ভাল অইতো। জ্বর ছাড়াও আরেকহান সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

মাজার নিচ থিকা পেশাবের রাস্তা তরি সময় সময় খুব বেদনা করে, সময় সময় এক্কেরে অবশ অবশ লাগে।

তহুরা বেগম চমকালেন। কচ কী?

হ।

এইডা তো চিন্তার কথা!

হ। কী করুম কিছু বোজতাছি না।

তহুরা বেগম তীক্ষ্মচোখে হাসুর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ডাক্তার দেহান উচিত। সিয়ানা মাইয়া, কোন বিপদ আপদ অয়, এক কাম কর, কষ্টমষ্ট কইরা কাজির পাগলা লইয়া যা। করিম ডাক্তাররে দেহা।

রহিমা বলল, হেরে দেহাইতে টেকা লাগবো না?

লাগুক।

টেকা পামু কই?

টেকা লইয়া চিন্তা করিচ না। দিমুনে আমি।

নাকি সরকারি ডাক্তারখানায় লইয়া যামু?

না, ওই হগল ডাক্তাররা ভাল মতন রুগি দেহে না। করিম ডাক্তারের কাছেঐ নে। যহন জ্বর কম থাকবো তহন ধইরা ধইরা কাজির পাগলা লইয়া যাবি। আস্তে আস্তে হাইট্টা গেলে অসুবিধা অইবো না। ডাক্তার যদি দেইক্কা অষুইদ দিয়া দেয় তাইলে দুই চাইর দিনের মইদ্যে দেকবি ভাল অইয়া গেছে।

গভীর আগ্রহ নিয়া তহুরা বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রহিমা। তয় কবে নিতে কন বুজি?

পারলে আইজঐ নে।

টেকা?

কইলাম যে আমি দিমুনে।

কয় টেকা লাগতে পারে?

কইতে পারি না। আমি পনচাসটা টেকা দিমুনে। করিম ডাক্তার মানুষ ভাল। তারে বুজাইয়া কবি যে তরা গরিব মানুষ। তাইলে হেয় রুগি দেহনের টেকাডা নিবো না। খালি অষইদের দামহান নিবো। আমার মনে অয় পনচাস টেকায় অইয়া যাইবো।

তয় যামু কুনসুম?

অহন তো মনে অয় জ্বর নাই। অহনঐ যা। অহন ডাক্তার সাবরে পাবি।

আনন্দে আত্মহারা গলায় রহিমা বলল, আইচ্ছা।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে তহুরা বেগম বললেন, আমি বাংলাঘরে যাইতাছি। আতাহারের লগে কথার কাম আছে। কথা সাইরা ঘরে যামু। আমি ঘরে যাওনের পর আইয়া টেকা লইয়া যাইচ।

AMARBOI.COM

আইচ্ছা।

তহুরা বেগম বেরিয়ে গেলেন।

রহিমার হাতে তখনও ধরা চায়ের মগ আর রুটি। তহুরা বেগম বেরিয়ে যাওয়ার লগে লগে হাসুকে তাড়া দিল সে। ঐ ছেমড়ি, তাড়াতাড়ি খাইয়া ল। হুনলি না বুজি কইয়া গেলো তরে ডাক্তরের কাছে লইয়া যাইতে।

চায়ে ভিজানো রুটি এক কামড় খেয়ে মুখ সরিয়ে নিল হাসু। আর খামু না। খাইতে ইচ্ছা করে না।

জোর কইরা অইলেও খা। তারবাদে ল কাজির পাগলা যাই করিম ডাক্তরের কাছে।

হাসু শিশুর মতন ঘ্যানঘ্যানো গলায় বলল, আইজ যাইতে পারুম না ফুবু। এই যে ইট্টু বইয়া রইছি, এতেঐ আমার মাজা ভাইঙ্গা আইতাছে। কাজির পাগলা তরি হাইট্টা আমি যাইতে পারুম না। রাস্তায়ঐ দেখবা উপ্তা অইয়া পইড়া মইরা গেছি।

হাতের রুটি আর চায়ের মগ সরিয়ে হাসুকে একটা ধমক দিল রহিমা। আকথা কইচ না। জোর কইরা উইট্টা খাড়ো। কষ্ট কইরা ডাক্তরের কাছে ল, হেয় দেইক্কা অষইদ দিলে দেকবি দুই তিনদিনের মইদ্যে পুরা ভাল অইয়া গেছচ। দশদিন জ্বরে না ভুইগ্যা একদিন ইট্টু কষ্ট কর, দেকবি বেক ঠিক অইয়া গেছে।

কাত হয়ে কোনও রকমে চৌকির উপর শুয়ে পড়ল হাসু। ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বলল, তয় ইট্টু জিরাই লই। এই ফাকে আম্মার কাছ থিকা টেকা আইন্না রাইখো।

আইচ্ছা।

রহিমা বেরিয়ে যাওয়ার পর মৃতের ভঙ্গিতে চোখ বুজল হাসু।

খানিক আগে ঘুম ভেঙেছে আতাহারের। তয় বিছানা ছাড়ে নাই সে। চিৎ হয়ে শুয়ে মুখ বরাবর দক্ষিণের জানলা দিয়া বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে সকালবেলাই কঠিন হয়েছে রোদ। চিরবির একখান গর্মিভাব এর মধ্যেই খোলামেলা জায়গা থেকে এসে ঢুকতে শুরু করেছে মানুষের বসত ভিটায়, ঘর দুয়ারে।

শুয়ে শুয়ে গরম ভাবটা টের পাচ্ছিল আতাহার।

ফজরের আজানের পর এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা আবজায়া রেখে গেছে হাফিজদ্দি। এখনও ঠিক সেই অবস্থায়ই আছে। আতাহার ভাবছিল উঠে দরজা খুলে দিবে। তাহলে বাইরে থেকে রোদের ভিতর দিয়েই বয়ে আসবে হাওয়া। কিছু না কিছু শীতলতা সেই হাওয়ায় থাকবেই।

আতাহার উঠি উঠি করার আগেই ঘরে এসে ঢুকলেন তহুরা বেগম। আবজানো

AMARBOI.COM

দরজা যেই মাত্র ঠেলেছেন, ঠিক তখনই আতাহার তাকিয়েছে দরজার দিকে। মাকে দেখে প্রথমে খুবই অবাক হয়েছে, তারপর বুঝে গেছে কেন তিনি আজ এই ঘরে আসছেন! কী কথা আতাহারের লগে তিনি বলবেন।

আতাহারের তারপর বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা তাকে আগেভাগেই সব জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আতাহার ঠিক করে ফেলল মার লগে ব্যবহারটা সে কেমন করবে! মার কথা কীভাবে শুনবে!

প্রথম কথাটা আতাহার তহুরা বেগমকে বলল খুবই বিনীত গলায়, আদুরে শিশুর ভঙ্গিতে। দুয়ারডা পুরা খুইল্লা দেও মা। গরম লাগতাছে। দুয়ার খুইল্লা দিলে হাওয়া বাতাস আইবো।

ছেলের এই ধরনের গলা অনেকদিন শোনেননি তহুরা বেগম, শুনেছেন শুধুই রুক্ষ বাজে গলা। শুরুতেই মনটা তাঁর ভাল হয়ে গেল। হাসিমুখে বললেন, হ বাজান, ঠিকঐ কইছচ।

দরজাটা খুলে ছেলের পাশে এসে বসলেন। অহনতরি উডো নাই বাজান?

না মা!

উডো।

হ উডুম। তয় তুমি আথকা এই ঘরে আইছ ক্যা? কিছু কইবা?

হ।

কী?

খাড়ো বাজান, কইতাছি। ইট্টু জিরাই লই।

এড্ডু হাইট্টা আইলা তাতেঐ জিরান লাগবো?

হ বাজান। ইট্টুহানি হাটলেঐ বুকটা কাপে!

বুকে হাত দিলেন তহুরা বেগম।

আতাহার বলল, অইলে তো তোমার শইল ভাল না মা!

হ বাজান, ভাল না। খালি মরণের কথা মনে অয়।

যেন মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে খুবই কাতর হল আতাহার, এমন গলায় বলল, ধুৎ এই হগল কথা কইয়ো না তো। কী এমুন বস অইছে তোমার যে অহনঐ মইরা যাইবা?

তহুরা বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মরণের লেইগ বস লাগে না বাজান। তর ভাইরে দেকলি না কোন বসসে মইরা গেল!

আতাহার কথা বলল না।

তহুরা বেগম ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। মরণের কথা মনে অয় দেইক্কাঐ আরও অনেক কথা মনে হয়।

কী কথা মা?

অনেক দায়িত্বর কথা।

কী দায়িত্ব?

মা বাপে সব সময় চায় মরণের আগে বেক পোলাপানরে বিয়াসাদি করাইয়া সংসারী দেইখা যাইতে। আমার অহনও ঐ দায়িত্বডা শেষ অয় নাই বাজান।

AMARBOI.COM

আতাহার হাসল। বেশির ভাগঐ শেষ অইছে। বাকি আছে খালি দুইজন।

হ বাজান। হেই দুইজনের মইদ্যেও একজনরে লইয়া আমার কোনও চিন্তা নাই।

সবজেনে বুঝেও আতাহার বলল, কারে লইয়া?

আজাহার। অরে লইয়া চিন্তা নাই। দেশে আইলেঐ বিয়া করান যাইবো।

হাসি হাসি মুখ করে মায়ের মুখের দিকে তাকাল আতাহার। তোমার কথাডা আমি বুজছি মা। অহন তোমার খালি চিন্তা আমারে লইয়া।

হ বাজান। তুই বিয়া করলেঐ ঝামেলা শেষ হয়। আমি শান্তি লাহান মরতে পারি।

আতাহার ঠাট্টার গলায় বলল, তয় বিয়া আমারে করাও না ক্যা?

তহুরা বেগম মুগ্ধ গলায় বললেন, হ করামু বাজান। এর লেইগাঐ অহন তর লগে কথা কইতে আইছি?

মনে অয় মাইয়া দেকছো আমার লেইগা?

হ বাজান, দেকছি।

কোন গেরামের মাইয়া?

তহুরা বেগম রহস্যের হাসি হাসলেন। মাইয়াগো গেরাম অইলো বেসনাল।

সব জেনে বুঝেও যেন অবাক হল আতাহার। বেসনাল! আবিছাবগো গেরামে?

তহুরা বেগম মুখে সেই রহস্যময় হাসি রেখে বললেন, হ।

তাইলে তো তোমার বড়পোলা আর মাজরো পোলার এক গেরামেঐ শ্বশুরবাড়ি হইল।

হ। ক্যা, এক গেরামে দুই ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি অইলে অসুবিদা আছে?

না, কীয়ের অসুবিদা? এক গেরামে ক্যান এক বাইত্তে অইলেও কোনও অসুবিদা নাই। এমুন কত অয়! দুই ভাইয়ে দুই বইনরেও তো বিয়া করে, ভাইয়ে ভাইয়ে অয় ভায়রা।

আবার এক মাইয়ারেও দুই ভাইয়ে বিয়া করে, এমুনও অয়।

আতাহার বুঝে গেল কথার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে গেছেন তহুরা বেগম। এখনই আসল কথাটা তিনি বলবেন। তবু না বোঝার ভান করে খুবই অবাক হওয়ার একটা ভঙ্গি মুখে ফুটাল সে। তোমার এই কথাডা বোজলাম না। এক মাইয়ারে দুই ভাইয়ে বিয়া করে কেমতে?

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তহুরা বেগম বললেন, বড়ভাইর রাড়ি বউরে বিয়া করে না ছোড ভাইয়ে?

হ, কোনও কোনও মাইনষে তো করেঐ।

এইডাঐ কইলাম আমি।

কপট সন্দেহের চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকাল আতাহার। তুমি আসলে কি কইতে চাও মা?

তুই বোজচ নাই বাজান?

না।

বেসনালের মাইয়া, দুই ভাইয়ের এক বউ এই হগল কওনের পরও বোজচ নাই?

আমার বোজন না বোজন কথা না, তোমারডা তুমি কও।

AMARBOI.COM

তহুরা বেগম পরিষ্কার গলায় বললেন, তর লেইগা আমি তর বড়ভাইর বউ পারুরে দেকছি। তর লগে পারুর বিয়া দিতে চাই।

আতাহার জানতো যে এই কথাটাই শেষ তরি বলবে মা। শোনার জন্য তৈরিও ছিল। তারপরও ভাবভঙ্গিতে এমন একটা অবস্থা ফুটিয়ে তুলল যেন এমন অবাক জীবনেও সে হয় নাই, এমন অবাক হওয়া কথা জীবনেও শোনে নাই! অপলক চোখে হা করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনও রকমে বলল, এইডা তুমি কী কও, মা?

ক্যা খারাপ কইছিনি?

বলে এতক্ষণে এই প্রথম ছেলের মাথায় হাত দিলেন তিনি। তুই তো বেবাক জানচ বোজচ বাজান! কীর লেইগা পারুর লগে তর বিয়ার চিন্তাডা আমি করছি, হেইডা আমার থিকা তুই কম বোজচ না। মা অইয়া এই হগল লইয়া তর লগে বেশি কথা আমি কইতে পারুম না। তয় চাইরমিহি চিন্তা কইরাঐ, তর কথা পারুর কথা ভাইবা, পোলাপান তিনডার কথা ভাইবা আমি চাই বিয়া তুই পারুরেঐ কর। এইডা বেবাকতের লেইগাঐ ভাল অইবো। আর পারু অইলো লাখে একজন। কী সোন্দর মাইয়া! তিন পোলাপানের মা, দেকলে মনেঐ অয় না! মনে অয় অহনও বিয়া অয় নাই, অহনও আবিয়াতো। তর লগে বেদম মানাইবো। পারুরে বিয়া করলে লাবও আছে তর।

কীয়ের লাব?

মোতাহারের সয়সম্পত্তি বেবাক পাবি তুই। তর ভাগেরডা তো আছেঐ, মোতাহারেরডাও যুদি পাচ, তয় তর আর জিন্দেগিতে লাগে কী!

আতাহার গম্ভীর গলায় বলল, এই হগল কথা তুমি বাবারে কইছো?

কইছি।

হেয় কী কয়?

হেয় আমার লগে একমত।

কী?

হ। কইছে তুমি চিন্তা কইরো না। আমি বেবস্তা করতাছি।

একথাও জানে আতাহার। বাবা তাকে বলেছেন। তবু বাবার পরামর্শ মতন অবাক হওয়ার ভানটা সে করেই গেল। কও কী তুমি, বাবায় কইছে বেবস্তা করবো?

হ।

ক্যা হেয়ও আথকা এমুন শুরু করলো ক্যা?

ছেলের কপাল থেকে হাত সরিয়ে তহুরা বেগম বললেন, তরে আর পারুরে লইয়া তর বাপে আর আমি ম্যালা কথাবার্তা কইছি। আমার কথাবার্তা হুইন্না তর বাপের মনে অইছে, কামডা মন্দ অইবো না। এইডা হওন উচিতও।

ক্যা, উচিত ক্যা?

তহুরা বেগম অপলক চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। একবার তরে আমি কইছি বেক কথা তরে আমি কইতে পারুম না। মা অইয়া পোলারে এই হগল কথা কওন যায় না। আর কমুঐবা ক্যা, তুই নিজে জানচ না পারুর লগে তর বিয়া অওন উচিত ক্যা?

ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছিল আতাহার, আবার অতিকষ্টে এই রাগ দমিয়েও

AMARBOI.COM

রাখছিল। বাবার পরামর্শে চলাটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। এইসব নিয়া চিল্লাচিল্লি রাগারাগি করা ঠিক হবে না। আর এই জীবনে প্রথম মান্নান মাওলানা দেখছেন তাঁর নিরীহ স্ত্রীকে কোনও একটি বিষয়ে নিজের মতন করে চলতে, আতাহার দেখছে তার মাকে কোনও একটি বড় কাজ নিজের দায়িত্বে সম্পন্ন করতে চাইছেন, সুতরাং এই অবস্থায় এই মানুষের বিরুদ্ধে সরাসরি যাওয়া বা কথা বলা ঠিক হবে না। এই ধরনের মানুষকে ঠান্ডা করতে হয় বুদ্ধি দিয়া, কায়দা করে।

আতাহার সেই পথটাই ধরল। খুবই নরম ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসল, লুঙ্গি গোছগাছ করল। মায়ের মুখের দিকে তাকাল। তোমারে একহান কথা জিগাই মা?

জিগাও বাজান।

এই হগল লইয়া কি ভাবীছাবের লগে তোমার কোনও কথা অইছে?

মিথ্যে বলতে আটকাল তহুরা বেগমের। পরিষ্কার গলায় বললেন, না বাজান। কোনও কথা অয় নাই।

তয় এইডা খালি তোমার চিন্তা?

হ।

ভাবীছাব জানে?

না। আমি পয়লা তর বাপরে কইছি, তারবাদে প্রাইজ্জ কইলাম তরে। তর বাপে তরে কিছু কয় নাই?

ঠিক মায়ের মতো করেই মিথ্যেটা বলল আতাহার। না তো!

কইবো।

বোজলাম। তয় ভাবীছাবের লগে কথা না কইয়া আমার লগে কথা কইলা ক্যা?

আগে তর লগে কথা কওনঐ ভালা। তর মতামত জাইন্না তারবাদে পারুরে কই।

তোমার মনে অয় হেয় রাজি অইবো?

অইবো না ক্যা?

অইবো না ক্যা হেইডা আমি জানি না। অইব কিনা আমি জানতে চাই।

আমার মনে অয় অইবো।

একটু থেমে আতাহার বলল, তয় অহনঐ ভাবীছাবের লগে কথা তুমি কইয়ো না।

এতক্ষণ ধরে ছেলের লগে কথা বলে, তার নরম বিনীয় ভাব দেখে খুবই আশাবাদী হয়েছিলেন তহুরা বেগম। বুকে ভরসা পেয়েছিলেন এই ভেবে যে ছেলে তাঁর কথা শুনবে। এখন আচমকা পারুর লগে এখনই তাঁকে কথা বলতে মানা করায় বড় রকমের ধাক্কা খেলেন। থতমত খেয়ে বললেন, ক্যা, অহন কথা কইতে অসুবিধা কী?

আতাহার সরল মুখ করে বলল, না তেমুন কোনও অসুবিধা নাই। আমি অন্য একটা কথা চিন্তা কইরা অহনঐ তোমারে কথা কইতে না করলাম।

কী চিন্তা কইরা?

দেহি বাবায় আমার লগে এই হগল লইয়া কথা কয় কিনা! আর কী কয়?

বুকের পাথর যেন নেমে গেল তহুরা বেগমের। অন্ধকার মুখ আলোকিত হলো। হ এইডা ভাল বুদ্ধি করছচ?

AMARBOI.COM

হাত বাড়িয়ে ছেলের ডানহাতটা ধরলেন তহুরা বেগম। তরে আমি শেষ একহান অনুরুদ করি বাজান। এতাহানি ডাঙ্গর অইছচ তুই, কোনওদিন তরে আমি কিছু কই নাই, কিছু চাই নাই তর কাছে। আইজ্জ জিন্দেগিতে পয়লা আর শেষবারের লাহান চাইতাছি। কয়দিন ধইরা ঘন ঘন মোতাহাররে আমি সপনে দেহি। ও যেন আমারে খালি ডাক পারে। এই হগল সপ্ন দেইখা আমার খালি মনে অয় আমার দিন ফুরাইয়া আইছে, আমি আর বেশিদিন নাই। তয় তর কথা চিন্তা কইরা, পারু আর অর তিনডা পোলাপানের কথা চিন্তা কইরা মরণরে আমি কই, মরণ, তুমি আর কয়দিন পরে আহো। নমজ পড়তে পড়তে আল্লারে কই, আল্লাহ, তুমি আমারে আর কয়ডা দিন পরে উডাইয়া নেও। আমি আমার মাজ্জারো পোলাডার গতি কইরা লই, আমার বড়পোলার বউ আর নাতি নাতকুরের গতি কইরা লই, তারবাদে তুমি আমারে উডাইয়া নিও।

মায়ের কথা শুনে মন যে গলল বা নরম হল আতাহারের তা না, ভাব দেখাল যেন সে খুবই নরম হয়েছে, মায়ের কথা মন দিয়া শুনছে আর তাঁর কথা জীবন দিয়া হলেও রাখবে। এই ভাবটা দেখাবার জন্য কপট একখান দীর্ঘশ্বাসও ফেলল।

এই দীর্ঘশ্বাস শুনে তহুরা বেগম ভাবলেন তাঁর অবস্থাটা হৃদয় দিয়া বোঝার চেষ্টা করছে ছেলে। তিনি খুশি হলেন। বললেন, তর কাছে আমি আর কিছু চাই না বাজান, তুই খালি আমার কথাডা রাখিস। পারুরে বিয়া কইরা সংসারি অইচ। তর বাপরে আমি কমু দুই এক মাসের মইদ্যেই যেন বেবস্তা করে। তয় দুইজনের হাসি মুখ দেইখা আমি যেন মরতে পারি।

আতাহার মাথা নিচা করে বলল, তুমি চিন্তা কইরো না। আগে দেহি বাবায় কী কয়!

তহুরা বেগম গদগদ গলায় বললেন, তর বাপেও আমার কথাঐ কইবো।

তয় আর অসুবিদা কী?

তুই তাইলে রাজি বাজান?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল আতাহার। তোমরা বেবাকতে রাজি অইলে আমি আর রাজি না অইয়া যামু কই!

শুনে এতটাই খুশি হলেন তহুরা বেগম, মুখে গভীর আনন্দের হাসি ফুটল। যেন দুনিয়ার সবচাইতে মূল্যবান জিনিসটা তিনি তাঁর হাতের মুঠায় পেয়ে গেছেন এমন ভাব হল তাঁর আত্মায়। গভীর আবেগে আনন্দে দুইহাতে ছেলের মাথাটা বুকে টেনে আনলেন। মমতায় আবেগে ফেটে পড়া গলায় বললেন, আমি খুব খুশি অইছি বাজান, খুব খুশি অইছি। এমুন খুশি জিন্দেগিতে কোনওদিন অই নাই। আইজ্জ আমার জীবন সার্থক, আমি যুদি অহনঐ মইরা যাই, আমার কোনও দুঃখ নাই। তুই বহুত ভাল পোলা, বহুত ভাল পোলা তুই। মাইনষে যে ক্যান আমার এত ভাল পোলাডারে খারাপ কয়? মার কথা যেই পোলায় হোনে হের থিকা ভাল পোলা আর কেডা রে!

কথা বলতে বলতে নিজের অজান্তেই কাঁদতে শুরু করেছেন তহুরা বেগম। চোখের পানি, গাল ভাসছে তাঁর। তখনও দুইহাতে আতাহারের মাথাটা বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। মায়ের এই আবেগের বিন্দুমাত্রও ছিল না আতাহারের মনে। সে ভিতরে ভিতরে হাসছিল।

AMARBOI.COM

হাসু খ্যানখ্যনা গলায় বলল, ও ফুবু, ফুবু। শইল তো আমার ভাল হয় না! জ্বর তো ছাড়ে না!

দুপুরের পর গোলাঘরের চৌকিতে শুয়ে আছে হাসু। অদূরে ধানের ডোলে ঢেলান দিয়া বসে পান চাবাচ্ছে রহিমা। অবজানো দরজার ফাঁক দিয়া বাইরে থেকে প্রখর রোদ্রের একটুখানি ঝলকানি এসে ঢুকেছে ঘরে। তারপরও ঘরটা আবছায়া হয়ে আছে।

ভাতটাত খেয়ে এসময় একটু গড়িয়ে নেয়ার অভ্যাস রহিমার। হাসুর জ্বরের পর থেকে সেই গড়ানোটা বন্ধ করেছে সে। দিনেরবেলা তো জেগে থাকছেই, রাতেও ঘুমটা ঠিকঠাক মতন হয় না। শুয়ে থাকে ঠিকই তবে জেগেই যেন থাকে। হাসুর নড়াচড়ার শব্দে সামান্য কঁকাকঁকির শব্দেই ধরফর করে উঠে বসে। কোনও কোনও রাতে শোয়ই না। হাসুর সিথানে বসে থাকে। মাথায় ঘন্টার পর ঘন্টা পানি দেয়, পানিপট্টি দেয়। দিনেরবেলা সংসারকর্মে ব্যস্ত থেকেও ঘুরে ফিরে এইঘরে আসে, কপালে বুকে হাত দিয়ে ভাইঝির জ্বর দেখে যায়। টুকটাক কথা বলে জানতে চায় কেমন লাগছে হাসুর। মাজার তলা থেকে পেশাবের রাস্তা তরি ব্যথা বেদনা আছে কিনা!

কখনও কখনও কাজের ব্যস্ততায় হয়তো ঘরে ঢোকার সময় পেল না, আবজানো দরজা ঠেলে দরজার সামনে থেকেই হয়তো জিজ্ঞেস কর গেল, কিগো মা, কেমুন লাগতাছে অহন? জ্বর আছে? মাজার নিচের বেদনাহান?

তিনবেলা খাবার এনে ছোট্ট শিশুকে যেমন করে খাওয়ায় মা ঠিক তেমন করে খাওয়াচ্ছে। বাড়ির কেউ কিছু মনে করল কিনা ভাবছে না।

সেদিন করিম ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল হাসুকে। পৌনে একমাইল মত রাস্তা, যাওয়া আসায় মাইল দেড়েক, ইস কী কষ্টটাই যে এইটুকু রাস্তা ভাঙতে হয়েছে! দুইপা হেঁটেই চকের মাটিতে বসে পড়ছিল হাসু, হাঁটতেই পারছিল না। পারবেই বা কেমন করে! এমন জ্বর শরীরে সারাক্ষণ থাকলে মানুষ কি আর মানুষ থাকে!

তবু যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল কাজির পাগলা বাজারে, করিম ডাক্তারকে দেখিয়ে ফিরতে পেরেছিল! যদিও দিনটা পুরাই কাবার হয়ে গিয়েছিল এই কাজে, তবু ডাক্তার তো দেখানো হয়েছে! অষুদ তো পেটে পড়ছে হাসুর!

তারপরও জ্বর কমার কোনও লক্ষণ হাসুর নাই। আজ এগারো দিন।

এই এগারো দিনে রহিমাও বিধ্বস্ত। হাসু বিধ্বস্ত হয়েছে জ্বরে আর রহিমা হয়েছে জ্বরের হাত থেকে হাসুকে বাঁচাতে গিয়া। সেই যে, যে রাতে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল

AMARBOI.COM

হাসু সেই রাতেই রহিমার প্রথম মনে হয়েছিল মান্নান মাওলানার বারবাড়ির সামনে এসে যেন দাঁড়িয়ে আছে আজরাইল। একপা দুইপা করে উঠানের দিকে আগাচ্ছে। কোনও কোনও গভীর রাতে যেন উঠান ভেঙে গোলাঘরের অনেকখানি কাছে চলে আসে, বন্ধ দরজায় ধাক্কা দেয়। সেই শব্দে হাসু না যেন ধরফর করে ওঠে রহিমা। তারপর মাথায় পানি দিয়া, পানিপট্টি দিয়ে এমন মারমুখো ভঙ্গিতে আগলে রাখে হাসুকে, মন খারাপ করে আজরাইল আবার ফিরা যায় বারবাড়ির দিকে।

দিনেরবেলাও একবার দুইবার উঠানের দিকে পা ফেলে আজরাইল, দূর থেকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে গোলাঘরের দিকে, রহিমার জন্য কিছুতেই জুত করতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণেই সে ছুটে আসছে গোলাঘরের দিকে। চিলের আচমকা থাবা থেকে ছানাপোনা রক্ষার জন্য মা মুরগি যেমন করে ছানাদের লুকিয়ে রাখে বুক পাখনার তলায় ঠিক তেমন করে হাসুকে আগলে রাখছে আজরাইলের হাত থেকে। ঘরের খুব কাছে এসেও যে কারণে ফিরে যেতে হচ্ছে মৃত্যুদূতকে।

আবার কোনও কোনও সময় গোলাঘরের দরজা আবজায়া এমন ভঙ্গিতে ধানের ডোলে ঢেলান দিয়া বসে থাকে রহিমা যেন হাসুকে সে পাহারা দিচ্ছে। যেন আজরাইল এসে কিছুতেই না ঢুকতে পারে ঘরে, কবজ করতে না পারে হাসুর রুহ্।

এই যেমন এখন।

হাসুর কথা শুনে চোখ তুলে চৌকির দিকে তাকাল রহিমা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে হাসু। এই গরমেও গলা তরি কাঁথায় ঢাকা। কাঁথায় ঢাকা থাকার পরও পরিষ্কার বোঝা যায় শরীর বিছানার লগে মিশা গেছে। মাথা বের করা না থাকলে আচমকা বোঝাই যাবে না যে বিছানায় কেউ শুয়ে আছে। মনে হবে পুরানা কাঁথাই যেন মানুষের আকৃতির মতন করে ফেলে রাখা হয়েছে।

হাসুর দিকে তাকিয়ে আর তাঁর খানিক আগের কথা শুনে এই কদিনের মধ্যে আজই রহিমার প্রথম মনে হল, তাইলে কি সময় ফুরিয়ে এল মেয়েটির? এত চেষ্টার পরও কি আজরাইলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না সে! জীবন মরণের যুদ্ধে হেরে গেল!

মনে হওয়ার পর অদ্ভুত এক ছটফটানি হল রহিমার। পাগলের মতন ধরফর করে উঠে দাঁড়াল সে। হাসুর সিথানে গিয়া বসল। যেন তাকে ফাঁকি দিয়ে আবজানো দরজার ফাঁক ফোকর দিয়া কখন ঢুকে পড়েছিল আজরাইল। হাসুর রুহের ওপর থাবা বসাবার আগেই রহিমা এসে আড়াল করেছে। নানা রকম চেষ্টা করেও যেন সুবিধা করতে পারছে না। তারপর একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে যাচ্ছে। তবে একেবারেই চলে যাচ্ছে না। বারবাড়ির সামনের নাড়ার পালাটির সামনে গিয়া দাঁড়িয়ে থাকছে। চোখ গোলাঘরের দিকে। কখন রহিমাকে ফাঁকি দিয়া ওই ঘরে ঢুকবে, কখন কবজ করবে হাসুর জান, যেন সেই তালেই আছে।

সিথানে বসে রহিমা তখন হাসুর কপালে হাত দিয়েছে। করিম ডাক্তর তো কইছে, দুই চাইর দিনের মইদ্যেঐ ভাল অইয়া যাবি।

হাসু ক্লান্ত কাতর গলায় বলল, কইলো তো! তয় আমি তো ভাল অই না! সাতদিনের অষইদ দিছে। সাতদিন যাউক।

AMARBOI.COM

আইজ লইয়া ছয়দিন গেল! কাইল সাতদিন অইব। আমার তো মনে অয় না কাউলকার মইদ্যে আমি ভাল অইয়া যামু?

দেখ কী অয়! নাইলে আবার ডাক্তরের কাছে নেওন লাগবো। টেকা তো আছেঐ। বুজি কইছিলো পনচাস টেকা দিবো, দিছিলো একশো টেকা।

এই অবস্থায়ও হাসু অবাক হল। সত্যঐ! ক্যা, একশো টেকা দিছিলো ক্যা?

হেই কথা তরে কই নাই? দেখছো কারবার! আমার তো মনে অয় তরে কইছি।

না কও নাই।

তর জ্বরে আমিও মনে অয় শেষ অইয়া গেছি। বেক কথা ভুইল্লা যাই। হোন, হেদিন তরে লইয়া ডাক্তরের কাছে যাওনের আগে বুজির কাছে গেছি টেকার লেইগা, গিয়া দেহি হের মনডা যে কী খুশি! কয় খুব আমোদের একহান সমবাত আছে রহি। পারুরেঐ বিয়া করতে রাজি অইছে আতাহারে।

কথাটা শুনে এরকম জ্বরের ঘোরেও খুবই অবাক হল হাসু। কী?

হ। এই হগল কথা কইতেঐ আতাহারের ঘরে গেছিলো হেয়। যাওনের আগে এই ঘরে আইয়া তরে দেইক্কা গেছে। কইয়া গেছে তরে ডাক্তর দেহানের লেইগা পনচাস টেকা দিবো। তারবাদের যেই মনোবানচা লইয়া পোলার ঘরে গেছে হেই মনোবানচা পূরণ অইছে। এর লেইগা খুশি অইয়া পনচাস টেকার জাগায় একশো টেকা হেয় তরে দিছে। তর লেইগা হেদিন খরচা অইছে চল্লিশ টেকা। আরও ষাইট টেকা আছে। লাগলে ঐ টেকা লইয়া আর তরে লইয়া আবার করিম ডাক্তরের কাছে যামু।

হেইডা আমি আর যামু না।

ক্যা?

যেই কষ্ট কইরা হেদিন গেছি, হেই কষ্টের থিকা ঘরে হুইয়া হুইয়া মইরা যাওন অনেক ভাল। দরকার অইলে মইরা যামু, তাও ঐ কষ্ট আর করুম না।

হাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য সময় চুপ করে রইল রহিমা। তারপর বলল, তুই অহন না গেলেও অইবো। ডাক্তর সাবে যেই কাগজহান দিছে ঐডা লইয়া গেলে আবার অষইদ দিয়া দিবো। দরকার অইলে আমি যাইয়া অষইদ লইয়ামু।

হাসু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে অয় যাওন আর লাগবো না। যেই অষইদ দিছে হেইডি ফুরানের আগেঐ আমি মইরা যামু।

একথা শুনে রহিমা একটু রাগল। আকথা কইচ না।

আকথা না ফুবু। সত্যঐ মনে হয় আমি মইরা যামু। জ্বর তো আছেঐ, আর ঐ জাগার বেদনাডা! ঐ বেদনাডাই আসল। আমার মনে অয় জ্বরডা ঐ বেদনার লেইগাঐ। বেদনা না কমলে জ্বর কমবো না।

হ। আমারও মনে অয়। তয় ডাক্তর তো কইতে পারলো না বেদনাডা ক্যান অইছে।

এর লেইগাঐ কই, আমি আর বাচুম না।

এইসব বাঁচা মরার কথা ভাল লাগছিল না রহিমার। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল আজ অনেক অনেক বছর ধরে রক্ত সম্পর্কের এই একজন মানুষই তার আছে। একটু দূরের একগ্রামে থাকে ঠিকই, দুয়েক মাস পর পরই ছুটে আসে তার কাছে, দুইচার দশদিন থেকে আবার ফিরা যায়। যেতে চায় না, প্রতিবারই চিরতরে থেকে যেতে চায় এই

AMARBOI.COM

বাড়িতে, ফুফুর কাছে। ফুফুর সাধ্য নাই মাকে রাখার। এবার শেষ তরি যখন তাকে রাখার ব্যবস্থা হল তখনই ধরল মরণ জ্বরে। এবার বুঝি চিরতরেই যাবে হাসু।

হাসু মরে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম কি রহিমার বিশ্বাস হবে যে সত্যি সত্যি মরে গেছে সে! সত্যি সত্যি আর কখনও ফিরা আসবো না!

না, তা মনে হবে না। সে ভুলে যাবে যে এই বাড়িতে, তার কাছে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হাসুর। তার মনে হবে যে, কয়েকদিন তার কাছে থেকে আবার নিজের ঝিগিরির জায়গা মৌছামান্দ্রার সেই বাড়িতে ফিরা গেছে হাসু। দুয়েকমাস পর আবার যে কোনও একদিন কাপড়ের পোটলাখান বুকে ধরে দীনহীন বেশে মান্নান মাওলানার বাড়িতে এসে উঠবে। রহিমাকে দেখেই দুইহাতে জড়িয়ে ধরবে তার গলা। ফুবু গো, কেমুন আছো তুমি! তোমারে ছাইড়া বেশিদিন আমি থাকতে পারি না, এর লেইগা আবার আইয়া পড়লাম।

দুনিয়ার যে কোনও জায়গা থেকেই ফিরতে পারে মানুষ, শুধু কবর থেকে পারে না!

এসব ভেবে চোখ ছলছল করে উঠল রহিমার। ভাবনা বদলাবার জন্যই কথা ঘুরাল সে। বলল, তয় কামের কাম একহান করছে বুজি।

কথাটা বুঝতে পারল না হাসু। বলল, কোন কামডা?

এই যে আতাহারের লগে পারুর বিয়ার চেষ্টা।

এইডা কি হেয় করছে?

হ।

তয় খুব ভাল করছে। আতাহার দাদার বিয়া ভাবীছাবের লগেঐ হওনের কাম।

তারবাদেও আমার একহান সন্দ আছে। শেষ পর্যন্ত বিয়াডা অইবো কি না!

ক্যা?

হুজুর আর আতাহারের মতিগতি বোজন বড় কঠিন। যে কোনও কথা যে কোনও সমায় ঘুরাইয়া হালাইতে পারে হেরা।

এইডাও ঘুরাইবো?

ঘুরাইতে পারে।

তয় আর লাব অইলো কী?

হ কোনও লাব নাই। মাজখান থিকা বুজি খালি কষ্ট পাইবো।

ক্যা ভাবীছাবে কষ্ট পাইবো না?

হ হেয়ও পাইবো।

একটু থেমে রহিমা বলল, তয় কোনও কথাঐ কওন যায় না রে মা। দেহা গেল আমরা যা চিন্তা করতাছি এইডির কোনওডাঐ সত্য অইলো না। আতাহার ঠিকই পারুরে বিয়া করলো, পারুরে লইয়াঐ সংসার পাতল। নিজের পোলাপান নিজে বুইজ্জা লইলো।

আল্লায় যেন তাই করে।

হ, আর আল্লায় যেন তরেও একদোম ভাল কইরা দেয়।

দুইজন মানুষের কেউ খেয়াল করে নাই, বাইরেটা ততোক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। বেলা মুছে গেছে, হাওয়া বাতাস বন্ধ হয়ে থমথমা অবস্থা চারদিকে। সারা আকাশ ছেয়ে

AMARBOI.COM

গেছে ঘনকালো মেঘে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গুরুম গুরুম করে মেঘ ডাকছে। বছরের প্রথম কাল বৈশেখি ধেয়ে আসছে।

এই অবস্থা দেখে দরজার কাছে ছুটে গেল রহিমা। আকাশের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল গলায় বলল, আল্লায় রহম করছে। মেগ তুফান আইতাছে। মেগ তুফান আইলে যুদি দুইন্নাইডা ঠাণ্ডা অয়!

অন্ধকারে নিজেকে গুছাতে গুছাতে পারু বলল, তোমার আইজ কী অইছে?

খাটের মাথার দিকে রাখা শার্টের পকেট হাতড়ে সিগ্রেটের প্যাকেট আর ম্যাচ বের করল আতাহার, সিগ্রেট ধরাল। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে সিগ্রেট ধরাবার সময় অন্ধকার ঘরে তার সামান্য আলোকিত মুখ কী রকম ভৌতিক বীভৎস মনে হল পারুর।

হাত ঝেড়ে ম্যাচের কাঠি নিভিয়ে সিগ্রেটে টান দিয়া আতাহার বলল, কী অইবো?

মনে অইলো কিছু অইছে।

ক্যান মনে অইল?

পারু কথা ঘুরাল। আমার আইজ ভাল্লাগে নাই।

ক্যা?

তোমার কেমুন জানি হরতরাইস্যা ভাব আছিলো। এতদিন ধইরা আমার লগে থাক তুমি, আমি কেমুন মাইয়া, কোনতে কি চাই এইডা খালি তুমিঐ জানো। জাইন্নাও আইজ আমার মনের মতন কইরা চলো নাই।

আতাহার আবার সিগ্রেটে টান দিল। টানের লগে লগে সিগ্রেটের একবিন্দু আলো নাকের ডগা আলোকিত করল তার। সেদিকে তাকিয়ে পারু বলল, এর লেইগাঐ কথাডা জিগাইলাম। সত্য কইরা কও তো, কী অইছে তোমার?

আমি একহান চিন্তায় পড়ছি।

কীয়ের চিন্তা?

বিয়ার।

কী?

কইলাম যে বিয়ার চিন্তায় পড়ছি।

বুক ধ্বক করে উঠল পারুর। তাহলে কি তার এতদিনকার মানুষটি, গোপনে তার তিন সন্তানের বাপ, শরীর মনের অধিকর্তা অন্যের হয়ে যাচ্ছে! খানিক আগে অন্ধকার বিছানায় যে দুইজন মানুষ দুইজনার শরীরের ভিতর ডুবে গিয়েছিল, সেই দুইজন মানুষ কি তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে! তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছে আরেক নারী! তাহলে

AMARBOI.COM

যখন তখন ধরে থাকা মাথা কে সারাবে পারুর! হাত পায়ের ঝিমঝিমানি কে বন্ধ করবে! কার জন্য বিকালবেলা সাজগোজ করবে পারু! সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে সুগন্ধি পান সাজিয়ে অন্ধকার খাটে বসে কার জন্য অপেক্ষা করবে!

তারপর শাশুড়ির কথা মনে হল পারুর। সেদিন যে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে মায়ের মতন মানুষটাকে সব খুলে বলেছিল সে, মানুষটা যে তাকে বলে গিয়েছিলেন পারুর জন্য চেষ্টা করবেন, চেষ্টা কি তিনি তাহলে করেন নাই! পারুর উঠান থেকে চলে যেতে যেতেই কি ভুলে গেলেন নিজের দেওয়া আশ্বাসের কথা!

পারু স্তব্ধ হয়ে আছে দেখে আতাহার বলল, কী অইলো, চুপ কইরা রইলা যে?

পারু গম্ভীর গলায় বলল, কী কমু?

হোনলা না আমি কী কইলাম?

হ হুনছি।

খালি হোনলে তো অইবো না। কিছু কও। তুমি কিছু কইবা দেইখাই তো কথাডা উডাইলাম।

আতাহার আবার সিগ্রেটে টান দিল।

আজ বিকালের পর থেকে অনেকটা রাত তরি ভাল রকমের ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। কয়দিন ধরে পড়া ভ্যাপসা গরম কেটে গেছে। গভীর রাতে দেশগ্রামে অবশ্য সারাদিনের গরম ভাবটা থাকে না। কোমল একখান ঠাণ্ডা নামে। আজ রাতে সেই ঠাণ্ডার লগে মিশেছে বৈশাখি ঝড়বৃষ্টির গরম ধোয়া ভাব। রাতের আবহাওয়া আজ খুবই আরামদায়ক। এই আরামদায়ক আবহাওয়ায় রাতের আঁধারে দুইজন মানুষ মনপ্রাণ ভরে পেতে চেয়েছিল নিজেদেরকে। তবে মিলন তেমন আনন্দের হয় নাই তাদের। পুরুষমানুষটার আচরণে ব্যস্ততার ভাব ছিল।

এই কারণেই কি না কে জানে, পারু টের পাচ্ছিল তার মাথার খুব ভিতরে কেমন একখান ধরি ধরি ভাব! নাকি আতাহারের মুখে তার বিয়ার কথা শুনে মাথা ধরতে যাচ্ছে তার, নাকি শাশুড়ির উপর মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার কারণে এমন হচ্ছে!

সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে খাটের কোনায় ডলে ডলে শেষ অংশটা নিভালো আতাহার। এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে সিগ্রেট টানছিল। এখন সিগ্রেট শেষ হয়েছে দেখে গা পুরাপুরি ছেড়ে, হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে পারুকে টেনে আনতে চাইল বুকের কাছে। পারু নড়ল না, শক্ত হয়ে রইল।

শরীরকর্ম শেষ হওয়ার পরের সময়টা বহুদিন ধরেই তারা কাটায় একজন আরেকজনকে জড়িয়ে, শুয়ে শুয়ে টুকটাক কথা বলে, পরস্পরকে আদর সোহাগ করে। আজ সেটা হচ্ছে না। পারু শক্ত হয়ে বসে আছে। কী কারণে শক্ত হয়েছে বুঝল আতাহার। তবু বলল, কী অইলো?

পারু শীতল গলায় বলল, কী?

বইয়া রইলা যে?

তয় কী করুম?

জান না কী করবা?

না জানি না।

AMARBOI.COM

আতাহার কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি তো বুজছিঐ কির লেইগা তুমি এমুন করতাছো! তয় এমুন করণ তোমার ঠিক অইতাছে না।

পারু রাগী গলায় বলল, তয় কী করুম? নাচুম?

হ নাচনঐ উচিত।

ক্যা? কী এমুন ফুর্তি লাগছে আমার!

তোমার মনের মানুষের বিয়া ঠিক অইতাছে, এইডা তোমার ফুর্তি না?

এইডা আমার ফুর্তি না, এইডা আমার মরণ। আমার মাথা বেদনা, হাত পাওয়ের ঝিমঝিমানি, চোক্কের কোণের কালি।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে আবার পারুকে কাছে টানল আতাহার। বেক কথা না হুইন্না শক্ত অইয়া গেলা? আহো, কাছে আহো। আসল কথাহান কই। হোনলে সত্যই ফুর্তি অইবো তোমার।

তবু শক্ত হয়ে রইল পারু। বলল, আমি জানি কী অইব!

না তুমি জানো না।

না জানলে কও, জানি।

বিয়া কার লগে, পাত্রী কে, হেইডা হোনো।

হোননের কাম নাই আমার।

তোমারই কাম হোননের।

একটু থামল আতাহার। যে কথাটার জন্য এতক্ষণ ধরে অযথা অনেক কথা বলছে, আচমকাই এখন সেই কথাটা সে বলে ফেলল। মায় আমার বিয়া ঠিক করছে তোমার লগে।

শুনে প্রথমে বিশ্বাস হল না পারুর। মনে হল আতাহার ঠাট্টা করছে। গম্ভীর গলায় বলল, আমার লগে ফাইজলামী করবা না। এই হগল ফাইজলামী আমার ভাল্লাগে না।

আমি তোমার লগে ফাইজলামী করতাছি না। বিশ্বাস না অইলে কাইল বিয়ানে আমার মারে জিগাইয়া দেইখো।

আতাহারের কথার ভঙ্গিতে পারু এবার পরিষ্কার বুঝল, না সে মিথ্যা বলছে না। এতদিন ধরে মিলামিশার ফলে আতাহারের শরীর মন যেমন চিনে সে, কোন সময় তার কী আচরণ, কোন কথার ধরনে বোঝা যাবে সত্য মিথ্যা, সব মুখস্থ তার। সেই মানুষপড়া মুখস্থ বিদ্যায় পারু বুঝে গেল আতাহার সত্যকথা বলছে। বুকের ভেতর চাপ ধরে বসা ভাবটা কেটে গেল। মুখের গোমড়া ভাব উধাও হয়ে সেই মুখে ফুটল হাসি, চোখের তারা নেচে উঠল আনন্দে, নারী শরীরের কোমলতায় প্রিয় পুরুষের ছোঁয়ায় যেমন কাঁপন লাগে ঠিক তেমন এক কাঁপনে কাঁপতে লাগল পারু। মাথা ধরার ভাব কোথায় গেল, কোথায় গেল থমথমা গলা, পলকে সে হয়ে উঠল রঙ্গিনী, সোহাগিনী, পরিপূর্ণ এক যুবতী নারী। আতাহারকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতন তার শরীরের উপর পুরা শরীর মেলে শুয়ে পড়ল। আবেগ জড়ানো গলায় বলল, সত্যঐ কইতাছো তুমি? সত্যঐ?

দুইহাতে পারুকে জড়িয়ে ধরে আতাহার বলল, সত্যঐ।

আথকা আম্মায় তোমার লগে আমার বিয়া দিতে চাইতাছে ক্যা?

AMARBOI.COM

আতাহার বুঝে গেল এখন থেকে তার আসল কাজ শুরু হল। পারুর পেট থেকে যে কথা বের করবার জন্য আজ তার কাছে আসছে সে, পারুর শরীর ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়া যে কারণে তাড়াহুড়া হয়েছে, যে কারণে ফালতু কথার ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে এতটা সময় নষ্ট করতে হয়েছে, এত মিথ্যা, এত চালাকি ভণিতা করে আসল অবস্থাটা এতক্ষণে সে তৈরি করতে পেরেছে, কোনও অবস্থাতেই তা সে নষ্ট হতে দিবে না। কাজ হাসিল করবেই। এই কারণেই আচমকা আতাহার বলল, ক্যা দিতে চায় তুমি জান না?

পারুও অবাক হওয়ার ভান করল। না! আমি কেমতে জানুম?

ডাহা মিথ্যা বলল, আতাহার মায় দিহি কইলো।

কী কইলো?

তোমার লগে বলে হের কথা অইছে।

কী কথা?

এই হগল বিয়া সাদির কথা।

ভিতরে ভিতরে ততোক্ষণে নিভে গেছে পারু, দমে গেছে। তাহলে কি শাশুড়ি পারুর দিকটা বিন্দুমাত্র ভেবে দেখেন নাই! লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে যে কথা পারু তাঁকে বলেছিল ঠিক সেকথাই পারুর বরাত দিয়া তিনি আতাহারকে বলে দিয়েছেন! ছি! ছি! আতাহার তাকে এখন কী ভাববে!

তবু কথাটা স্বীকার করল না পারু। দৃঢ় গলায় বলল, মিছাকথা। আমার লগে এই হগল কথা আমার অয় নাই।

মায় দিহি কইলো।

কইলে মিছাকথা কইছে। তোমারে বুজ দেওনের লেইগা। আর একহান কথা, তোমার লগে নিজের বিয়ার কথা যুদি আমার কওনঐ লাগতো তাইলে কথাডা তো আমি বহুতদিন আগেঐ কইতাম। তোমার ভাই মরণের চল্লিশদিন পরঐ।

এ কথায় আতাহার দমে গেল। না, আন্দাজে ছোড়া ঢিলটা তো তাহলে কাজে লাগছে না। তার মানে পারুর লগে এসব কথা হয় নাই মার। পারু তাঁকে কিছুই বলে নাই। মা নিজ থেকেই চাইছেন পারুকে সে বিয়া করুক। অযথা পারুকে যে আতাহার সন্দেহ করেছিল, সন্দেহ করে আজ এসেছিল কথা বের করতে, সন্দেহটা ঠিক না।

আতাহার থম ধরে আছে দেখে পারু বলল, কী অইলো, চুপ কইরা আছো ক্যা?

চিন্তা করতাছি।

কী চিন্তা?

আবার একখানা ডাহা মিথ্যা কথা বলল আতাহার। মায় আমার লগে এমুন ঠাইট না ঠাইট (ডাহা) একহান মিছাকথা কইলো!

কইছে আমগো দুইজনের ভালর লেইগাঐ। মনে করছে আমার কথা কইলে তোমার মনডা নুলাম অইবো।

হ আমারও তাই মনে অয়।

আতাহারের গলার কাছে মুখ ঘষে পারু বলল, তয় কী কও তুমি? তুমি রাজি? বিয়া করবা আমারে?

পারুর পিঠ দুইহাতে খামছে ধরে আতাহার বলল, আগে তোমারডা কও। তুমি রাজি? বিয়া বইবা আমার কাছে?

বিয়া তো তোমার কাছে আমি বইয়াঐ রইছি। ঐ যে যেদিন বিয়ালে, আইজ থিকা দশ বারো বচ্ছর আগে, পিছে থিকা তুমি আমারে প্যাচাইয়া ধরছিলা, তোমারে লইয়া দুয়ারখোলা ঘরেঐ হুইয়া পড়ছিলাম আমি, স্বামী থাকনের পরও মনে মনে হেদিন থিকাঐত্তো তোমারে আমি আমার আসল স্বামী মাইন্না নিছি। তোমার তিনহান পোলাপান পেডে লইছি। অহনও বউ জামাইর লাহান রাইত্রে রাইত্রে থাকি। সবঐ অইছে, খালি নিয়মের বিয়াডা আমগো হয় নাই। হেই বিয়াডাঐ আম্মায় অহন আমগো দিতে চাইতাছে। তয় আব্বায় কি রাজি অইবো?

মায় যেমতে চেষ্টা করতাছে, রাজি না অইয়া যাইবো কই!

হের ঠিক নাই। হেয় কি কেঐর কথা গেরাইজ্জ করবো?

এইডা মনে অয় করবো।

ক্যা?

মায় তো জীবনে হেরে কোনওদিন কিছু কয় নাই। এই পয়লা কইলো। বাবায় মনে অয় মার কথা হালাইবো না।

একথা শুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল পারু। দুইহাতে শরীরের সব শক্তি দিয়া আঁকড়ে ধরল আতাহারকে। ইস আমার যে কেমুন খুশি লাগতাছে না! এতদিনে আমার পোলাপান তিনডা অগো আসল বাপরে বাপ ডাকতে পারবো।

আর তুমি পারবা তোমার আসল স্বামীরে স্বামী ডাকতে।

হ গো, হ। দেখবা বিয়ার দিন থিকাঐ আমি একদোম নতুন বউর লাহান অইয়া গেছি। যেন ঐদিনঐ আমার পয়লা বিয়া অইলো। আমার যেন কোনও পোলাপান নাই। বয়েস যেন দশ বারো বচ্ছর কইম্যা গেছে আমার। বিয়ার রাইত্রে আমার লগে থাকলে তোমার মনে হইবো জিন্দেগীতে পয়লা মাইয়া মাইনষের লগে থাকলা তুমি।

আর তোমার কী মনে হইবো?

বাসর রাইত্রে আমার খুব ডর করবো।

ক্যা?

তুমি বোজো না, ক্যা?

না। তুমি কও।

বাসর রাইত্রে সব মাইয়ারাঐ ডরায়। মনে করে জামাই কেমুন না কেমুন করবো। আমিও অমুন ডরঐ ডরামু। পরের রাইত্রেঐ দেকবা আর ডরাইতাছি না। বেবাক ঠিক অইয়া গেছে। ঐদিন থিকা আমি তোমার লেইগা রাইন্দা বাইরা রাখুম, তোমার লগে বইয়া ভাত খামু। এক ফাকে নিজের এক লোকমা ভাত তোমারে খাওয়াইয়া দিমু! তোমার এক লোকমা খাওয়াইয়া দিবা আমারে। রোজ বিয়ালে তোমার লেইগা আমি মাথায় তেল দিমু, চোখে কাজল দিমু। রাইত্রে তোমার হাত পাও টিপপা দিমু, মাথার চুল টাইন্না দিমু। গরমের দিনে রাইত্রে আমি ঘুমামু না। হারারাইত সিথানে বইয়া তালের

AMARBOI.COM

পাঙ্খা দিয়া তোমারে আমি বাতাস করুম। অসুক বিসুক অইলে জানডা তোমার লেইগা আমি দিয়া দিমু। জীবনের সবগুনি দিন সবগুনি রাইত বিয়ার দিনের লাহান, বাসর রাইত্রের লাহান আমোদে কাডামু। তারপর যহন মরণ আইবো, তোমারে আমার পিছে দিয়া আমি খাড়ামু মরণের সামনে। আজরাইলরে কমু, আমার স্বামীরে না, জান কবচ করতে অয় আমারডা করো। সতী নারী পতির আগে মরে।

পারুর কথা শেষ হওয়ার লগে লগে তেঁতুলগাছে রাতভর ঘুমিয়ে থাকা দুইতিনটা কাক বুঝি জেগে উঠল। আড়ষ্ট গলায় দুইতিনবার ডাকতেই গলা স্বাভাবিক হল তাদের। গলা খুলে ডাকাডাকি শুরু করল। বড়ঘরের ওদিকে ডাকতে শুরু করল ঘরশালিক। খানিক পরই ভোররাতের পাতলা অন্ধকারে উঠান পালানে নামবে দোয়েল। লাফিয়ে লাফিয়ে চড়বে আর ডাকবে। বাগ দিতে শুরু করবে বাড়ির খোয়াড়ে আটকা মোরগগুলি।

শরীরের উপর থেকে পারুকে নামিয়ে উঠল আতাহার। বিয়ান অইয়া গেছে। অহনঐ আয়জান দিতে উঠব বাবায়। আমি যাইগা।

শার্ট পরল আতাহার। দরজা খোলার জন্য খাট থেকে পা মেঝেতে নামল।

পারু বলল, ইট্টু খাড়ও। একহান কথা হুইন্না যাও।

কও।

আমি তোমার লগে কয়হান মিছাকথা কইছি আইজ। আম্মায় কইলাম সত্য কথাঐ কইছে তোমারে। কয়দিন আগে একদিন দোফরে তোমার বিয়াসাদির ব্যাপারে আমার লগে হেয় কথা কইতে আইছিলো। হেদিন আমিঐ তারে কইছিলাম বেবাকঐ যহন আপনে জানেন তয় পোলারে অন্য জাগায় বিয়া করাইতে চান ক্যা! যার পোলাপানের বাপ অইছে হেয় তার লগেঐ তার বিয়া দেন!

শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল আতাহার। ও তাইলে এই কারবার! আমার অনুমানঐ ঠিক! মুখে কিছু বলল না।

পারু আহলাদী গলায় বলল, ভাল করছি না কইয়া?

আতাহার মৃদু হেসে বলল, হ, খুবঐ ভাল করছো। তুমি না কইলে মায় এই হগল চিন্তাঐ করতো না। আমার লেইগা অন্য জাগায় মাইয়া দেকতো। তোমারে যাইয়া কইতো আমারে বুজাইতে, যাতে বিয়া করতে আমি রাজি অই।

হেদিনও কইলাম এই কথা কইতেঐ আইছিলো!

তারবাদে?

কথায় কথায় আমি এই হগল কথা কইছি। কইতে খুব শরম করছে, তাও কইছি। নাইলে তুমি তো আমার চিরতরের পর অইয়া যাইতা! আমি চাইয়া চাইয়া দেকতাম নতুন বউ লইয়া তুমি ঘরের দুয়ার দিতাছো।

মুখে আর কিছু বলল না আতাহার। নিঃশব্দে ঘরের পিছন দিককার দরজা খুলতে খুলতে মনে মনে বলল, সত্যকথা কইয়া তুমি যে আইজ নিজের কী ক্ষতিডা করলা ভাবীছাব, হেইডা তুমি আইজ বোজবা না। বোজবা পরে। এই সত্যকথার লেইগা হারাজীবন ফস্তাইতে অইবো তোমার।

AMARBOI.COM

হাসুর জ্বর ছাড়ল সতেরদিন পর।

সতের দিনের দিন সকাল থেকে জ্বরটা আর এল না। গোলাঘরের চৌকিতে শুয়ে জ্বর আসার জন্য যেন অপেক্ষা করছিল সে। সকাল গিয়া দুপুর হল, দুপুর গিয়া বিকাল সন্ধ্যা রাত। না জ্বর আর এল না। সব দেখে শুনে হাসু বুঝে গেল জ্বর ছেড়ে গেছে, আর আসবে না। মাজার তলা থেকে ব্যথাটাও উধাও হয়ে গেছে।

হাসুর জ্বর ছাড়াতে তার চেয়ে যেন বেশি খুশি হল রহিমা। সকাল থেকেই থেকে থেকে গোলাঘরে এসে ঢুকছিল। হাসুর গালে কপালে গলায় বুকে হাত দিয়া দেখছিল নাড়ার তলার আগুনের মতন ধিকি ধিকি জ্বরটা রয়ে গেছে কি না। নাই দেখে আনন্দে আত্মহারা। আল্লার রহমত অইছে। আল্লায় মুখ তুইল্লা চাইছে, বলে আল্লার শুকুর গুজার করল অনেকবার।

তবে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার আনন্দ হাসুর মুখে নাই। সে উদাস আনমনা, যেন চিন্তিত। সতেরদিনের জ্বরে শরীর আর শরীর নাই তার, চেহারা সুরত মানুষের মতন নাই। মেয়েলি কোমলতা ইত্যাদি বহুদিন হল শরীর থেকে উধাও হয়েছে। পুরুষালি একটা ভাব হয়েছিল। জ্বরে যেন সেই ভাব আরও প্রকট হয়েছে। হাসু যেন এখন আর মেয়েই না, হাসু যেন পুরাপুরিই পুরুষ।

রাতেরবেলা হাসুর পাশে শুয়ে রহিমা বলল, আইজ থিকা আমার আর কোনও চিন্তা নাই। আইজ থিকা আমি আবার ঘুমাইতে পারুম। তুই একহান কাম করিচ হাসু, কাইল বিয়ান থিকা ঘর থিকা ইট্টু ইট্টু বাইর হ। উডানে ইট্টু হাট। দোফরে ঘাডে গিয়া সাপান দিয়া ডইল্লা ডাইল্লা না (নাওয়া)। এতদিন তো আর নাছ নাই! চুলে জট লাইগ্যা গেছে, শইল্যে জ্বউরা গন্দ। ভাল কইরা নাইলে দেকবি কাউলকাঐ শইল অনেক বেশি ভাল অইয়া গেছে। আর বিচনায় হুইয়া থাকতে থাকতে হাত পাও ওতো অবশ অইয়া যাওনের কথা! বেক কিছু কাইল থিকা আবার শুরু কর। দেকবি দুই তিনদিনের মইদ্যে তুই এক্কেরে আগের লাহান। ঠাইস্যা ভাত পানি খাবি আর ঘুমাবি কয়দিন, তারবাদে কাম কাইজ শুরু করবি।

রহিমার কথা শুনে কথা বলল না হাসু। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ জেগে রইল।

হাসু কেন তার কথার জবাব দিল না আজ রাতে তা খেয়ালও করল না রহিমা, হাসুর দিকে পিছনে ফিরে ঘুমিয়ে গেল, মৃদু শব্দে ডাকতে শুরু করল তার নাক।

পরদিন সকালে কিছুটা বেলা হওয়ার পর ঘর থেকে বের হল হাসু। তহুরা বেগম

AMARBOI.COM

তখন রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন। কয়েকদিন ধরে আমোদ আহ্লাদী ভাব তাঁর চেহারা আচরণে। হাসুকে দেখে বললেন, জ্বর ছাড়ছে?

হাসু উদাস গলায় বলল, হ আম্মা, ছাড়ছে।

তার উদাসীনতা খেয়াল করলেন না তহুরা বেগম। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, তয় নাইয়া ধুইয়া সাফ সুতরা হ। দুই একদিন পর কাম কাইজ শুরু কর। কয়দিন বাদে আমার মাজরো পোলার বিয়া। বাইত্তে অনেক কাম।

এসব কথার কোনও জবাব দিল না হাসু। দুপুরবেলা দুর্বল শরীরেও পুকুর ঘাটে গিয়া সাবান দিয়া অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল। ধোয়া শাড়ি পরল। বাড়ির লোকজনের খাওয়া হওয়ার পর সে যখন রান্নাঘরে ভাত খেতে এল তখন তার চেহারায় অনেকখানিই তাজা ভাব, শরীরে ভাল রকম পরিচ্ছন্নতা।

খেতে বসে হাফিজদ্দি বলেছিল, বহুতদিন বাদে হাসুরে দেকলাম। খাইতে বইয়া রোজঐ মনে অইত। কয়দিন চিন্তা করছি গোলাঘরে গিয়া ইট্টু দেইক্কামু। ডরে যাই নাই।

হাসু আনমনা গলায় বলেছিল, কীয়ের ডর?

বাড়ির মাইনষে কী না কী মনে করে!

হাসু আর কথা বলে নাই। বলেছিল রহিমা। হ এই বাড়ির মাইনষে যে কোনও কিছুতেই যে কোনও কিছু মনে করতে পারে।

দুপুরটা শুয়ে কাটিয়ে শেষ বিকালের দিকে আবার ঘর থেকে বেরিয়েছিল হাসু। উদাস ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল বারবাড়ির সামনের নাড়ার পালায়। এখানে আজ আতাহারের শার্ট লুঙ্গি শুকাতে দেওয়া হয়েছে। এই শার্ট লুঙ্গি তোলার কাজটা আজ হাসু করল। শূন্য বাংলাঘরে গিয়া আলনায় জিনিসগুলি গুছিয়ে রাখার সময় আতাহারের পুরনা ধুরনা একখান লুঙ্গি আর একখান শার্ট চুরি করে গোলাঘরে নিয়ে এল। রাতটা হাসুর কাটল অদ্ভুত এক উত্তেজনায়।

ভোররাতের কিছু আগে রহিমাকে ডেকে তুলল হাসু। ফুবু, ও ফুবু, ওডো।

হাসুর এরকম ডাকে ভয় পেয়ে গেল রহিমা। ধরফর করে উঠে বসল। কীরে আবার জ্বর আইলোনি?

না।

তয় ডাক পারছ ক্যা?

তোমার লগে কথার কাম আছে।

রহিমা বিরক্ত হল। কথা তো দিনেও কইতে পারতি। অহন ক্যা?

না দিনে কইতে পারুম না। অহনঐ কওন লাগবো।

হাসুর গলায় কি যেন কী ছিল, রহিমা থতমত খেল। অন্ধকারে হাসুর মুখের দিকে তাকাল, মুখ দেখতে পেল না। বলল, আইচ্ছা ক।

হাসু গম্ভীর গলায় বলল, আমার একহান কাম অইয়া গেছে।

কী কাম?

আমি আর মাইয়ামানুষ নাই।

কথাটা বুঝতে পারল না রহিমা। বলল, কী?

আমি বেডা অইয়া গেছি।

AMARBOI.COM

তবু কথাটা বুঝতে পারল না রহিমা। আবার বলল, কী?

হ। জ্বর ছাড়নের একদিন আগেঐ বেডা অইয়া গেছি আমি। পেশাবের রাস্তায় এর লেইগাঐ আমার এমুন বেদনা অইছিলো। জাগাডা বদলাইয়া যাওনের লগে লগে বেদনা কইমমা গেছে, জ্বরও ছাইড়া গেছে। আমার পেশাবের রাস্তাডা অহন বেডাগো লাহান।

হাসুর কথা শুনে রহিমা যেন উঠান পালানের মাটির মতন হয়ে গেল। তার যেন নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই, কথা বলবার শক্তি নেই। তার চোখে যেন পলক পড়ে না, দম যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে হা করে, অপলক চোখে হাসুর দিকে তাকিয়ে রইল সে। যদিও হাসুর মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু তাকিয়ে রইল।

হাসু বলল, এর লেইগাঐ জ্বর ছাড়নের পর থিকা আমার মুখে কথা নাই। আমি গেছি অন্যরকম অইয়া। শইল বদলের লগে লগে মনও বদলাইয়া গেছে আমার। দুইডা দিন ধইরা জাগাডা আমি লাইড়া চাইড়া দেকছি। না কোনও ভুল নাই। তারবাদে অহন তোমারে কইলাম। ফুবু, তুমিও হাত দিয়া দেহো।

রহিমার একটা হাত টেনে আনল হাসু, নিজের শরীরের সেই জায়গাটায় রাখল। বোজতাছ?

রহিমার গলা শুকিয়ে খরালিকালের চকের মতন হয়েছে। ঢোক গিলে সেই গলা ভিজাল সে। কোনও রকমে বলল, হ বোজতাছি। পুরাপুরি বেডাগো লাহান।

তারপরই ভয়ার্ত ভঙ্গিতে হাতটা সরিয়ে নিল সে। চাপা আর্তনাদের গলায় বলল, হায় হায় এইডা কোন সব্বনাস অইলো? মাইনষে হোনলে কইবো কী? এইডা অইলো কামেলদার মাইনষের বাড়ি। মাইয়া থিকা বেডা হওয়া মানুষ এই বাইত্তে থাকবো কেমতে? হুজুরে হোনলে লগে লগে বাইর কইরা দিবো। খালি এই বাইত্তে ক্যা, দেশ গেরামের কোনও বাইত্তে ঐত্তো তরে কেঐ জাগা দিবো না।

হাসু দৃঢ় গলায় বলল, জাগা দেওন লাগবো না। দেশ গেরামে আমি থাকুম না।

তয় যাবি কই?

ঢাকা যামু গা। আতাহার দাদার একহান লুঙ্গি আর একহান শাট চুরি করছি। আমার চিকিচ্ছার লেইগা আম্মায় যেই টেকা দিছিলো হেই টেকার ষাইট টেকা অহনও তোমার কাছে আছে। আগে কুপি আঙ্গাও, কুপি আঙ্গাইয়া টেকাডি আমারে বাইর কইরা দেও, আর কুপির আলোয় আতাহার দাদার শাট লুঙ্গি আমি ফিন্দি, ফিন্দা হুজুরে উডনের আগেঐ এই বাইত থিকা বাইর অইয়া যাই।

রহিমাকে ধাক্কা দিল হাসু। ওডো, তাড়াতাড়ি করো।

মরার মতন উঠল রহিমা। বালিশের তলা থেকে ম্যাচ নিয়া কুপি জ্বালল। কুপির আলোয় সব ভুলে হাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রহিমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল হাসু। চাইয়া রইলা ক্যা? টেকা বাইর করো।

চৌকির তলায় নিজের কাপড়ের পোটলা ভিতর টাকাটা রহিমা রেখেছে। কুপি হাতে সেই পোটলার জন্য চৌকির তলার কাছে উপুড় হল। হাসু তখন আতাহারের লুঙ্গি পরছে, শাট পরছে।

টাকা বের করে হাসুর হাতে দিতে গিয়া রহিমা দেখে তার এতদিনকার হাসু আর নাই। হাসু নামের মেয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে তার বয়সের এক যুবক।

AMARBOI.COM

টাকাটা শার্টের পকেটে রেখে হাসল হাসু। পুরাপুরি বেডাগো লাহান আমারে লাগতাছে না ফুবু?

রহিমা কোনও রকমে বলল, হ।

চৌকি থেকে নামল হাসু। একহাতে ফুফুকে টেনে আনল বুকের কাছে। আমি বোজতাছি আমারে লইয়া চিন্তায় মইরা যাইতাছো তুমি। ডরে শইল্যের রক্ত পানি অইয়া গেছে তোমার। আমি তোমারে কইতাছি ফুবু, আমারে লইয়া তুমি চিন্তা কইরো না, ডরাইয়ো না। যেইডা অইছে এইডা ভাল অইছে। আল্লায় আমার উপরে রহম করছে দেইক্কা এমুন অইছে । বহুতদিন ধইরা এইডা চাইছি আমি?

কী?

হ। মৌচ্ছামান্দ্রার বাইত্তে তুমি আমারে কামে দেওনের পর থিকাঐ চাইছি। দিনরাইত চব্বিশ ঘণ্টা যহন বেডাডি আমারে জ্বালাইছে, নিজেরে তাগো হাত থিকা রক্ষা করতে করতে আল্লারে আমি খালি কইছি, আল্লাহ এই আজাবের হাত থিকা তুমি আমারে বাচাও। আমারে পুরুষপোলা বানাই দেও। আমারে ইট্টু শান্তিতে ঘুমাইতে দেও। আল্লায় আমার কথা হোনছে। কহেক বচ্ছর ধইরা ইট্টু ইট্টু কইরা বদলাইছে আমারে, আধাবেডা বানাইছে। শেষতরি পুরাপুরি বানাই দিছে। আমি মনে অয় এই দুইন্নাইয়ের একহানঐ মানুষ যে আল্লার কাছে যা চাইছি আল্লায় আমারে তাইঐ দিছে। আর একহান সুবিদাও আমার আছে, আমার নামহান। হাসু যেমুন মাইয়াগো নাম অয় তেমুন বেডাগও হয়। নামও বদলাইতে অইবো না আমার। অহন আমি এই বাড়ি থিকা বাইর অইয়া পয়লা যামু ছিন্নগর। ওহেনে গিয়া নাপতের দোকান থিকা চুলডা বেডাগো লাহান কইরা কাডামু। তারবাদে লঞ্চে কইরা যামু ঢাকা। অহন আমার কোনও ডর নাই। যহন যেহেনে ইচ্ছা আমি যাইতে পারুম, যেহেনে ইচ্ছা হুইতে পারুম, যেই কাম ইচ্ছা করতে পারুম, আমার মিহি কেঐ চাইয়াও দেকবো না। অহন পুরা দুইন্নাইডাঐ আমার।

হাসুর কথা শুনতে শুনতে বুকের ভিতর এতক্ষণ ধরে চাপ ধরে থাকা উদ্বেগ কষ্টে রূপান্তরিত হল রহিমার। এই প্রথম মনঅন্যরকম হল তার, চোখে পানি এল। তুই তাইলে আমারে ছাইরা যাইতাছচগা মা?

হাসু হাসল। মা না, কও বাবা। বাজান। তয় যাইতাছি ঠিকঐ, এই যাওনের অর্থ আছে। চিনা পরিচিত কোনও মাইনষেরে বোজতে দিতে চাই না যে আমার শইল্যের ভিতরে এমুন একখান কারবার অইছে। অচিনা জাগায়, অচিনা মাইনষের লগে গিয়া থাকতে চাই এর লেইগাঐ, তারা পয়লা থিকাঐ আমারে পুরুষপোলা হিসাবে চিনবো।

রহিমা চোখ মুছে বলল, আর বিয়ানবেলা এই বাড়ির মাইনষে যহন তর কথা জিগাইবো?

কইবা আমি মৌচ্ছা গেছি। ওই বাড়ির মাইনষের কাছ থিকা বিদায় লইয়া কয়দিন বাদে আমু।

যহন আর আবি না, তহন?

কইবা অরা মনে হয় আমারে ছাড়ে নাই। এই হগল মিছাকথা তো কইতেঐ অইবো!

AMARBOI.COM

আর যহন এই বাড়ির মাইনষে তরে চোর কইবো? আতাহারের শার্ট লুঙ্গি তুই চুরি করছস?

এইডা ফুবু তুমি অস্বীকার করবা। কইবা না এইডা আমি করি নাই। দোষহান মুকসেইদ্দা চোরার উপরে দিয়া দিবা।

তবু চোখের পানি থামে না রহিমার, তবু সে কাঁদে।

হাসু তখনও বুকে জড়িয়ে রেখেছে রহিমাকে। কাঁদতে দেখে বলল, কাইন্দো না ফুবু, কাইন্দো না। হাসো, ভাল কইরা হাসো। এই দুইন্নাইডা মাইয়াছেইলার না, এই দুইন্নাইডা অইলো পুরুষপোলার। আমি অহন পুরুষপোলা, আমি অহন তোমার পোলা। ঢাকা গিয়া কাম কাইজের ভাও কইরা দেকবা এই জীবন আমি বদলাইয়া হালামু। দুয়েক বচ্ছর পর ফুলপেন শার্ট আর জুতা ফিন্দা ব্যাগ কান্দে লইয়া এই বাইত্তে আমু। আইয়া পরিচয় দিমু আমার নাম হাসেম, ডাক নাম অইলো হাসু। তুমি আমার ফুবু হও। তোমারে আমি ঢাকায় আমার কাছে লইয়া যাইতে আইছি। এই বাইত্তে ঝিয়ের কাম তুমি আর করবা না। ঢাকার টাউনে তুমি তোমার ভাইরবেডার বাসায় থাকবা।

রহিমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, হেইডাঐ করিচ বাজান, হেইডাঐ করিচ। আইজ থিকা আমি খালি তর পথ চামু। তুই কবে আবি, কবে আইয়া আমারে লইয়া যাবি তর কাছে।

রহিমার চোখের পানি মুছিয়ে হাসু বলল, তুমি চিন্তা কইরো না। আমার মনে অয় বেশিদিন লাগবো না।

একটু থেমে বলল, তয় অহন তো বাইর অইতে অয় ফুবু। হুজুরের ওডনের সমায় অইয়া গেছে।

হ বাজান। ল, তরে আমি ইট্টু আউগগাইয়া দেই।

দরজা খুলে দুইজন মানুষ গোলাঘর থেকে বের হল। কুপিটা আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল রহিমা, ঘরে অন্ধকার, বাইরে তেমন অন্ধকার নাই। পশ্চিম আকাশে ম্লান চাঁদ আছে, ম্যাটম্যাট জ্যোৎস্না আছে চারদিকে। এই জ্যোৎস্না ভেঙে বারবাড়ির সামনে এল দুইজন মানুষ। এসেই দুইহাতে রহিমাকে আবার বুকে চেপে ধরল হাসু। তয় আমি অহন যাই ফুবু। তুমি আমারে দোয়া কইরো।

রহিমার চোখে তখন আবার পানি। কান্নাকাতর গলায় বলল, যাওন নাই বাজান। আহো গিয়া।

হাসু আর কোনওদিকে তাকাল না। নাড়ার পালার পাশ দিয়া পুকুর পার ধরে বড় রাস্তায় উঠল। উঠে পলকের জন্য বারবাড়ির সামনে দাঁড়ানো ফুফুর দিকে তাকাল। তারপর পা চালিয়ে উত্তরমুখি হাঁটতে লাগল। চাঁদের ম্লান আলোয় রহিমা দেখতে পেল শক্ত সমর্থ একজন পুরুষমানুষ ছোট্ট একটা বাড়ি আর একটা গ্রামের বেড়া ভেঙে বিশাল পৃথিবীর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সেই মানুষটা দিকে তাকিয়ে রহিমা মনে মনে বলল, যেহেনেঐ থাকচ বাজান, ভাল থাকিস। সুখে থাকিস। আল্লায় যেন তর বেবাক মনোবানছা পূরণ করে।

AMARBOI.COM

কীরে বাদলা, খবর দেচ নাই মাওলানা সাবরে?

এনামুলের কথা শুনে চমকে তার মুখের দিকে তাকাল বাদলা। দিছি তো! বিয়ানে গিয়াঐ দিয়াইছি।

তয় অহনতরি আহে না ক্যা?

বাদলা কথা বলবার আগেই মোতালেব বলল, আইয়া পড়বো। অহনঐ আইয়া পড়বো। চিন্তা কইরো না।

তাড়াতাড়ি না আইলে তো মসকিল। মাওলানা সাবের লগে কথা কইয়াঐ মেলা দেওন লাগবো আমার। আইতে আইতে সন্দা অইয়া গেছেলো কাইল। এর লেইগা গাড়ি আর ফিরত পাডাই নাই। ছিন্নগর বাজারে কাডের আড়ত আছে আমার দোস্ত নূরিসলামের। অগো বাইত্তে গাড়ি রাইক্কাইছি। বিরাট একহান কাম চলতাছে ঢাকায়। সূত্রাপুর বাজারের কাম। ওই কাম হালাইয়া একদিন কোনওহানে থাকন সম্ভবপর না আমার। ওবারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সাবরা রোজঐ সাইডে আহে। ম্যানাজার আছে গোলাম মাওলা। হারাদিনঐ সাইডে থাকে। তাও ইঞ্জিনিয়ার সাবরা আমারে না দেকলে রাগ করে।

মোতালেব আন্তরিক গলায় বলল, তয় এতবড় কাম হালাইয়া তুমি আইলা ক্যা?

গলার চেন হাতাতে হাতাতে এনামুল বলল, আইলাম মজজিদের কথা চিন্তা কইরা। আপনের মনে আছে না মামা, চাইর পাচমাস আগে আমগো ঘরে বইয়া মজজিদ বানানের চিন্তা ভাবনা করলাম। কইলাম দিন পোনরোর মইদ্যে মাডি কাডনের কাম শুরু করুম, বাড়ি বান্দনের কাম শুরু করুম। মাওলানা সাবেও আছিলো হেদিন।

হ। মনে থাকব না ক্যা?

তারবাদে এতডি দিন গেল গা, কাম তো শুরু করলামঐ না, দেশেও আইলাম না।

হ।

হের লেইগাঐ কয়দিন ধইরা চিন্ত করতাছি, গেরামের মাইনষে আমারে কইবো কী?

কথাটা বুঝতে পারল না মোতালেব। বলল, কী কইবো?

এনামুল অবাক হল। বোজেন নাই আপনে?

মোতালেব বুঝদারের মত মাথা নাড়ল। বুজুম না ক্যা, বুজছি। মাইনষে মনে করবো মুখের কথার লগে কামের কোনও মিল নাই তোমার।

এনামুল হাসল। আপনে ইট্টু সোন্দর কইরা কইলেন কথাডা। এত সোন্দর কইরা

AMARBOI.COM

মাইনষে কইবো না মামা। কইবো এনামুইল্লা একহান টাউটার। মজজিদ বানানের কথা কইয়াও বানায় না, টাউটারি করে।

আরে না মিয়া, তোমার নামে এমুন কথা কওনের সাহস অইবো না কেঐর।

না মামা, হইবো। আমগো দেশের মানুষগ আপনেও চিনেন, আমিও চিনি। এই হগল চিন্তা কইরাঐ কাইল বিয়ালে ঢাকা থিকা মেলা দিলাম। বাসা থিকা বাইর অইয়া সাইডে গেছি, সাইড থিকা সোজা ছিন্নগর। বাইত্তে আইয়াঐ বাদলারে কইছি বিয়ানে গিয়া মাওলানা সাবরে খবর দিবি। সোজা আইতে কইবি আমগো ছাড়াবাইত্তে। ওহেনে খাড়ইয়া বেবাক বন্দবস্ত কইরা আর বাইত্তে যামু না আমি। ছাড়াবাইত থিকাঐ ঢাকা মেলা দিমু। দোকাছির ঐমিহি রিকশা পাওয়া যায়। ওড়ু হাইট্টা গিয়া রিকশা লইয়া যামু ছিন্নগর। ওহেন থিকা গাড়ি লইয়া সোজা কামের সাইডে। এর লেইগাঐ একবারে নাস্তাপানি খাইয়া বাইত থিকা বাইর অইছি। আম্মায় কইছিলো আউজকার দিনডা থাইক্কা যাও বাজান, আম্মার কথাডা রাকতে পারলাম না।

এনামুলের মাঝারি সাইজের ব্যাগটা বাদলার কাঁধে। এক কাঁধ থেকে ব্যাগ আরেক কাঁধে আনতে গিয়াই মান্নান মাওলানাকে দেখতে পেল সে। সড়কের দিক থেকে মোটা শরীর নিয়া প্রায় ছুটে আসছেন। দেখেই উত্তেজিত গলায় বলছে, ঐত্তো হুজুরে আইয়া পড়ছে।

এনামুল আর মোতালেবও দেখল মান্নান মাওলানাকে। দেখে দুইজনেই আশ্বস্ত হল।

এনামুল বলল, তয় দেরিডা মামা ক্যান অইছে জানেন?

না। ক্যান কও তো?

আমি বেবাক দিক ঠিক না কইরা কোনও কামে নামি না। পয়লা মা খালার কাছ থিকা ছাড়াবাড়িডা কিনলাম। নিজের নামে রেস্ট্রি করলাম। মা খালা দুইজনের টেকাঐ তাগো বুজাইয়া দিলাম।

কত টেকা দিলা?

এনামুল হাসল। হেইডা কমু না। তয় দেশ গেরামে যা রেট আছে হেইডাঐ দিছি। একহান পয়সা কম দেই নাই। মায় তার টেকাডি আমার কাছেঐ রাকছে, আম্মায় দিয়া দিছে তার মাইয়ার জামাইরে।

ততোক্ষণে মান্নান মাওলানা এসে উঠেছেন ছাড়াবাড়িতে। হাপাতে হাপাতে এসে দাঁড়ালেন এনামুলের সামনে।

মাওলানা সাহেবকে দেখেই সালাম দিল এনামুল। স্লামালাইকুম।

বিগলিত ভঙ্গিতে সালামের জবাব দিলেন মান্নান মাওলানা। ওয়ালাইকুমসালাম। কেমুন আছো বাজান?

জ্বি, আছি ভালঐ। আপনে ভাল তো?

এই আছি আর কি? কোনও রকম!

কোনও রকম ক্যা?

তুমি তো জানোঐ, দেশ গেরামে নানান পদের ঝামেলা। চোর ধাউরে দেশ ভইরা গেছে, শয়তান বদমাইসে দেশ ভইরা গেছে। এর মইদ্যে ভাল থাকন যায়নি!

AMARBOI.COM

মান্নান মাওলানার লগে গলা মিলালো মোতালেব। হ ঠিক কথাঐ কইছে হুজুরে। দেশ গেরামের মানুষ অহন আর মানুষ নাই, বোজলা মামু? আমানুষ অইয়া গেছে, আমানুষ। দবির গাছির এতডু ইট্টু মাইয়া কী কামডা করলো হুজুরের লগে!

এনামুল বলল, হ হেইডা আমি হুনছি। আম্মায় আমারে বেবাকঐ কইছে। তয় ছেমড়ি মনে অয় কামডা করছে না বুইজ্জা। হুজুরেও এইডা বোজছে। বোজছে দেইক্কাঐ অরে মাপ কইরা দিছে।

মান্নান মাওলানা কথা বললেন না। বলল মোতালেব। হ হুজুরে ভাল মানুষ দেইখা মাপহান করছে। অন্য মাইনষে অইলে করতো?

এনামুল বলল, বাদ দেন এই হগল কথা। লন কামের কথা কই।

মান্নান মাওলানা বললেন, হ বাজান, হেইডাঐ ভাল। কও দিহি কী চিন্তা ভাবনা করলা? কাম ধরবা কবে?

কাম ধইরা হালাইছি।

কী?

হ। বাড়ি রেস্ট্রি কইরা হালাইছি। পচ্চিমের পুকঐর আর এইবাড়ি মিল্লা চৌদ্দগন্ডা জমিন অহন আমার। এর লেইগাঐ কইলাম কাম ধইরা হালাইছি।

ঠিকঐ কইছো। আসল কাম অইয়া গেছে। অহন খালি মজজিদহান বানান, বিলডিংহান উডান।

হ। তার আগে ছোড ছোড আরও কিছু কাম আছে। পুকঐরডা আরও কাডন লাগবো, পুকঐর থিকা মাডি উডাইয়া মজজিদের ভিটি বান্ধন লাগবো। পুরা ছাড়াবাড়িডাঐ বান্দন লাগবো।

তাতো লাগবোই!

না এইডা ঠিক কইলেন না হুজুর। ভিটি বাড়ি না বাইন্দাও এই ছাড়াবাইত্তে মজজিদ করন যায়। বিলডিং না কইরা টিনের ঘর উডাইয়াও মজজিদ বানান যায়।

হ তা যায়, তা যায়।

মোতালেব বলল, যাইব না ক্যা? আল্লার ঘর যার যেমতে ইচ্ছা উডাইবো। ঘরের আসল কামডা অইলেঐ অইলো। নমজ কালাম। ইমাম সাবের পিছে খাড়ইয়া জামাতে নমজ পড়লেঐ অইলো।

এনামুল বলল, এইডা মূইল্যবান কথা কইছেন মামা। যার যেমতে ইচ্ছা মজজিদ বানাইবো। তয় আমি কনটেকটার মানুষ। নিয়ইত করছি নানার দেশে একহান মজজিদ করুম। এতডি টেকা দিয়া মা খালার জাগা কিনছি। অহন কোনও রকমে একহান মজজিদ ঘর খাড়া কইরাঐ মনে মনে খুশি হমু যে কামডা আমি কইরা হালাইছি, আমি ঐপদের মানুষ না। আমি যাঐ করি, করি গুছাইয়া, সোন্দর কইরা। এর লেইগাঐ কামডা এতদিন ধরি নাই।

মান্নান মাওলানা গদ গদ গলায় বলল, আমি বুঝছি তোমার কথা। জমিন কিন্না হালাইছো, অহন মাডিমুডি উডাইবা, ভিটিবাড়ি বানবা তারবাদে মজজিদের কাম ধরবা।

এনামুল হাসল। এইত্তো আপনে বোজছেন।

তয় মাডি কাডন আর বাড়ি বান্দনের কাম কি অহনঐ ধরবা?

AMARBOI.COM

মোতালেব বলল, অহন ঐত্তো ধরন উচিত। শুভকামে দেরি করবো ক্যা?

হ হেইডা ঠিক কথা।

এনামুল বলল, আমি ইচ্ছা করলে কাইল থিকাঐ ধরতে পারি। তয় ধরুম কি না চিন্তা করতাছি।

মান্নান মাওলানা সরল গলায় বলল, কীয়ের চিন্তা বাজান?

বৈশাকমাস শেষ অইয়ালো। কয়দিন বাদে জষ্টিমাস। বাইষ্যাকাল আইয়া পড়বো। ম্যাগ বিষ্টি নামবো। এই সমায় মাডি কাডনের কাম, বাড়ি বান্দনের কাম ধরন ঠিক অইবোনি? দেহা গেল একদিক দা বাড়ি বানতাছে আরেক দিক দা বিষ্টিতে মাডি ধুইয়া যাইতাছে।

হ এইডা ঠিক কথাই কইছো।

মোতালেব বলল, আরে না মিয়া। এডু বাড়ি বানতে কয়দিন লাগে! বেশি কইরা মাইট্টাল লাগাইলে আষ্ট দশদিনে কাম অইয়া যাইবো।

ওই আষ্ট দশদিনে যুদি ম্যাগ বিষ্টি নামে! কয়দিন ধইরা তো দুই চাইরদিন পর পরঐ বিয়ালবেলা তুফান ছাড়ে। কোদাইল্লা (কোদালে) বিষ্টি নামে।

মান্নান মাওলানা বললেন, হ। দেশ গেরামে ইরি ধান কাডন লাগছে। ঝড়তুফানে ধান লইতেঐ পারতাছে না গিরস্তে! ধান হুগাইতেঐ পারতাছে না। উডান পালানে মেইল্লা দেওনের লগে লগেঐ ম্যাগ তোফান আরম্ভ হয়।

মোতালেব জোর গলায় বলল, ধান হুগান আর বাড়িবান্দন এককাম না।

এনামুলের দিকে তাকাল সে। এনামুল, কামডা বিসমিল্লা বইলা ধইরা হালাও মামু। বেককিছু আমারে বুজাইয়া দিয়া যাও, টেকা পয়সা দিয়া যাও কিছু, পশশুকা থিকা বিশ পনচাসজন মাইট্টাল লাগাই দেই।

এনামুল হাসল। আপনে যে মামু নিজের স্বার্থের লেইগাঐ ম্যাগ বিষ্টি মানতে চাইতাছেন না এইডা আমি আর মাওলানা সাব দুইজনেঐ বুজছি। তয় আমি তো মামু আপনের বুদ্দিতে চলুম না। আমি চলুম আমার বুদ্দিতে। টেকা আমার, মাডি উডামু আমার টেকা দিয়া। সেই মাডি যুদি ম্যাগ বিষ্টিতে ধুইয়া যায় লসটা অইবো আমার। আর লাব অইবো আপনের?

মোতালেব মুখ কালো করে বলল, আমার কেমুন লাব?

এককাম দুইবার করবেন আপনে! মাইট্টাল সর্দারীর পয়সাডা ডবল পাইবেন।

এনামুলের কথা শুনে মুখ চুন হয়ে গেল মোতালেবের। সে আর কথাই বলল না। চুন করা মুখ নিয়া চকের দিকে তাকিয়ে রইল।

মান্নান মাওলানা আর বাদলা তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে। তাদের দেখাদেখি এনামুলও একটু হাসল। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল। মান্নান মাওলানার দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুর কী কন? কামডা অহন ধরন ঠিক অইবো?

মান্নান মাওলানা আগেই বুঝে গেছেন যত যাই হোক কাজ এখন এনামুল কিছুতেই ধরবে না। তার অন্য কোনও হিসাব আছে। আর হাওয়া বুঝে চলাই মান্নান মাওলানার নীতি, তিনি সেই নীতিই ধরলেন। মাথা নেড়ে বললেন, আমি মনে করি অহন ধরন ঠিক

AMARBOI.COM

অইবো না। তোমার হিসাবঐ ঠিক। অহন কাম ধরলে ম্যাগ বিষ্টিতে কামের ক্ষতি অইবো।

মান্নান মাওলানার কথা শুনে খুশি হল এনামুল। মোতালেবের দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুরের কথা হোনছেন মামা? এইডা অইলো গেনি মাইনষের কথা। গেনি মাইনষে কথা কয় চিন্তা কইরা। খালি নিজের লাবহানঐ দেইক্কেন না। অন্যের লাব লোসখানডাও চিন্তা কইরেন।

মোতালেব মাথা নিচা করে দাঁড়িয়ে রইল। কথা বলল না।

এনামুল আর তার দিকে তাকাল না। মান্নান মাওলানার দিকে তাকিয়ে বলল, সবমিহি চিন্তা কইরা আমি দেখলাম হুজুর, এই বচ্ছর কামডা আমরা ধরতেঐ পারুম না। মাসেকহানি পর জোয়াইরা দিন আইয়া পড়বো। তারপর বাইষ্যাকাল। কাম আপনে পউষ মাগ মাসের আগে ধরতে পারবেন না।

মান্নান মাওলানা বুঝদারের ভঙ্গিতে বললেন, হ।

তয় আমার কথা অইছে পউষ মাগ মাসে যেদিনঐ কাম ধরুম, হেদিন থিকা আর থামুম না। দশ পোনরো দিনের মইদ্যে পুকঐর থিকা মাডি উডাইয়া ভিটিবাড়ি বাইন্দা হালামু। তারবাদে ঢাকা থিকা আমার বান্দা ওস্তাগার কাদির মিয়ারে লইয়ামু আর একজন ইনজিনিয়ার লইয়ামু, হেরা দুইজনে মাপ মোপ দিয়া দেখবো বিলডিংডা কত বড় অইবো, কেমতে কী অইবো। আমারে টেকা পয়সার একহান বাজেড দিব, কয়দিনে পুরা কাম শেষ অইবো হেই হগল কইবো। আর হেতদিনে সড়কের কামও শেষ অইয়াবো। টেরাক ভইরা ইট বালি রড সিমিট পাডামু। দেকবেন দুই তিনমাসের মইদ্যে মজজিদ অইয়া গেছে। আপনে ইমামতি করতাছেন।

ইনশাল্লাহ।

তহন আমার হাতে টেকা পয়সাও থাকবো ম্যালা। যেই কামডা অহন করতাছি হেইডার বিল পাইয়া যামু। মজজিদের কামে চাইর পাচলাক টেকা খরচ করন তহন আমার গায়েঐ লাগবো না।

মোতালেব ততোক্ষণে যা বোঝার বুঝে গেছে। এখন এনামুলের লগে থেকে তার আর কোনও লাভ নাই। সময়টা নষ্ট হবে। এই সময় অন্যকাজ করলে সংসার আগাবে।

আচমকা এনামুলকে ফেলে যায়ই বা কেমন করে! একটা চালাকী করতে হয়।

চালাকিটা মোতালেব করে ফেলল। হঠাৎ করে চমকে ওঠার ভঙ্গিতে এনামুলকে বলল, দেহো তো মামু কয়ডা বাজে?

এনামুল ঘড়ি দেখল। পোনে দশটা।

ইসসিরে, দেরি অইয়া গেছে।

কই যাইবেন?

বাসু ডাক্তারের কাছে। ময়নার লেইগা একহান অষইদ আনতে অইবো।

তয় যান গা।

আইচ্ছা।

ছাড়াবাড়ির দক্ষিণ দিকে দ্রুত পা চালিয়ে নেমে গেল মোতালেব। সেদিকে তাকিয়ে এনামুল বলল, বোজলেন তো হুজুর মোতালেইব্বা গেল গা ক্যা?

AMARBOI.COM

মান্নান মাওলানা হাসলেন। হ বুজছি। যহনঐ বোজছে কামডা পিছাইয়া গেছে তহনঐ দৌড় দিছে। অহন তো তোমার লগে থাইক্কা অর কোনও লাব নাই।

হ একদোম ঠিক বোজছেন।

একটু থেমে বলল, তয় এই কথাঐ রইল হুজুর। পউষ মাগ মাসে কাম ধরুম।

আইচ্ছা।

দেশ গেরামের কেঐ মজজিদের কথা জিগাইলে এইডাঐ কইবেন। আমার য্যান বদলাম না হয়।

আরে না মিয়া, কীয়ের বদলাম অইবো! নিজের গাইডের টেকা দিয়া আল্লার ঘর বানাইবা আবার বদলামও অইবো, আমি বাইচ্চা থাকতে হেইডা অইতে দিমু না।

এনামুল খুশি হল। বলল, খুশি অইলাম হুজুর আপনের কথা হুইন্না। তয় অহন মেলা দেই।

দেও আল্লার নাম লইয়া।

এনামুল বাদলার দিকে তাকাল। ল রে বাদলা, আউগ্গাইয়া দিয়ায় আমারে।

বাদলা উৎসাহি গলায় বলল, লন।

তারপর এনামুলের আগে আগে চক পাথালে হাঁটা দিল।

মান্নান মাওলানাও হাঁটছিলেন এনামুলের লগে লগে। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আগের বার তোমার লগে একহান মিছাকথা কইছিলাম বাজান।

এনামুল চমকে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকাল। মিছাকথা কইছিলেন?

মিছাকথা না, কইতে পারো ভুল কথা।

কোনডা কন তো?

নিজের বড় সংসারের কথা কইতে গিয়া তোমারে কইছিলাম দুইডা পোলাপান রাইখা মরছে মোতাহারে। এই কথাডা ঠিক না। পোলাপান মোতাহারের তিনডা। দুইডা মাইয়া একটা পোলা। বড় মাইয়াডার নাম শিরিন, পোলাডার নাম নওসের আর ছোড মাইয়াডার নাম কোহিনুর। তয় এই নামে কেঐ অগো ডাকে না। শিরিনরে কয় শিরি, নওসেররে কয় নসু, আর কোহিনূররে কয় নূরি।

নিজের কন্ট্রাকটরি বুদ্ধি দিয়া এনামুল বুঝে গেল এরপর কোন লাইনে কথা বলবেন মান্নান মাওলানা। সে কথার কী জবাব দিবে তাও ঠিক করে রাখল। তবে মুখে বলল অন্যকথা। আরে এইডা কী এমুন ব্যাপার! পোলাপান দুইডা আর তিনডা একঐ অইলো।

না এক অইলো না বাজান। একজন মাইনষের খরচা কমনি?

হ হেইডা ঠিক। তয় আপনের অবস্থাও তো আল্লায় দিলে খারাপ না। পোলা একহান অহনও জাপানে।

অইলে কী অইবো! সংসার তো বড়।

এনামুল কথা বলল না। পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল।

নিজের বাড়ি বরাবর এসে মান্নান মাওলানা বললেন, ইট্টু খাড়ও বাজান।

এনামুল দাঁড়াল। কিছু কইবেন?

হ।

AMARBOI.COM

তাড়াতাড়ি কন। আমার দেরি অইয়া যাইতাছে।

মান্নান মাওলানা হাত কচলে, বিনীত ভঙ্গিতে বলল, কইতাছিলাম মজজিদের কামে মোতালেইব্বারে তুমি রাইখো না।

সব বুঝেও অবাক হওয়ার ভান করল এনামুল। তয় কামের তদারক করবো কেডা?

আমি করুম। আমি নিজে।

পারবেন?

পারুম না ক্যা? মোতালেইব্বার থিকা ভাল পারুম। আমি থাকলে একটা পয়সাও এদিক ওদিক অইবো না। একটা পয়সাও চুরি কইরা খাইতে পারবো না কেঐ।

হ হেইডা আমি বুঝি।

তয় আমার লেইয্য পয়সাডা আমারে তুমি দিবা।

এনামুল মনে মনে বলল, এইডাঐ যে আসল কথা আপনের, অনেক আগেই আমি হেইডা বুইজ্জা গেছি। আমি মানুষ চড়াইয়া খাই। ক কইলেঐ কইলকাত্তা বুজি।

মুখে বলল অন্যকথা। লেইয্য পয়সা আপনে পাইবেন। ওইডা লইয়া চিন্তা কইরেন না। মোতালেইব্বারে আমি বাদ দিলাম। এইডা ফাইনাল।

শুনে খুবই খুশি হলেন মান্নান মাওলানা। ঠোঁট যতটা সম্ভব লম্বা করে হাসলেন। আমি জানতাম তুমি আমার কথা হালাইবা না। তুমি বড়ঘরের পোলা। ময়মুরব্বিগো দাম দিতে জানো।

এনামুল বিগলিত ভঙ্গিতে হাসল। তয় অহন যাই হুজুর। স্লামালেকুম।

ওয়ালাইকুমসালাম।

বাদলার লগে পা চালিয়ে দোগাছি মুখি হাঁটিতে শুরু করল এনামুল।

AMARBOI.COM

এই বাইত্তে কইলাম একখান সাপ আছে। বিরাট সাপ। ওই যে ভাঙ্গনের মিহি ইজলগাছ আর টোসখোলা ঝোপ, ওহেনে থাকে।

গণি মিয়ার পাটাতন ঘরের বাইরের দিকে বেড়ার লগের তক্তায় বসে গুড়মুড়ি খাচ্ছে মতি মাস্টার। তার হাতে বেতের মাঝারি সাইজের একখান ডালা। ডালাভর্তি জমির চালের মোটা মোটা লালচে ধরনের মুড়ি আর ছোট একডেলা খাজুড়া মিঠাই। দুইতিন মুঠ মুড়ি মুখে দেওয়ার পর এক কামড় মিঠাই খাচ্ছে সে। এক কামড় মিঠাইয়ের স্বাদ মুখে থাকতে থাকতে দুইতিন মুঠ মুড়ি খেয়ে নিচ্ছে। কারণ প্রতিমুঠ মুড়ির লগেএক কামড় করে মিঠাই খেলে মিঠাইতে কুলাবে না।

মতি মাস্টারের পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর রং খড়নাড়ার মতন। পাজামাটা

অবশ্য সাদা। বহু ব্যবহারে সাদা রংটা আর নাই, মাটির মতন রং হয়েছে। হাতের কাছে রাখা আছে কালো ডাটের দুইতিন তালিপড়া ছাতা, চোখে কালো রংয়ের মোটা ফ্রেমের চশমা, চশমার বাঁদিককার কাচটা বহুদিন হল ফেটে আছে। লম্বা রোগা ধরনের শরীর মতি মাস্টারের, মাথায় কাঁচাপাকা পাতলা চুল। কোনও একটা দিক থেকে না, মাথার চারদিক থেকেই টাক পড়তে শুরু করেছে।

যাদের মাথার চুল পাতলা হয় তাদের দাড়িগোঁফ বোধহয় বেশি ঘন হয়। মতি মাস্টারেরও সেই অবস্থা। মুখের দাড়িমোচ বেজায় ঘন। বেশিরভাগই সাদা হয়ে গেছে। চেহারা সুরত মন্দ না মানুষটির, হঠাৎ করে দেখলে ভালই লাগে। তবে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মুখ জুড়ে তার বিষণ্ণতার পরিষ্কার একটা ছায়া দেখা যায়। এই ছায়া দারিদ্র্যের, জীবনযুদ্ধে কোনওরকমে টিকে থাকার।

মতি মাস্টারের অদূরে, রান্নাঘরের কোণের আমগাছতলায় সকালবেলার রোদে লেছড়ে পেছড়ে বসে আছে তার অর্থব ছেলেমেয়ে হিরা মানিক। এলুমিনিয়ামের ভাঙাচোরা বেশ বড় একখান বাটিতে গুড়মুড়ি দেওয়া হয়েছে তাদের দুইজনকেও। বাঁকাচোরা অসহায় হাতে অতিকষ্টে দুটি চারটি করে মুড়ি বাটি থেকে তুলে কোনও রকমে মুখে দিচ্ছে তারা। খাওয়ার আনন্দে হঠাৎ হঠাৎ বিকৃত শব্দে হেসে উঠছে দুইজনই। জড়ানো গলায় কী কী বলছে। দুইতিনবার কান খাড়া করেও তাদের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারল না মুকসেদ। তবে ছেলেমেয়ে দুইটোর দিকে তাকিয়েই যেন সাপের কথাটা মনে পড়েছে তার। সেজন্যই যেন মতি মাস্টারকে কথাটা সে বলল।

মুকসেদের খয়েরি রংয়ের লুঙ্গি একটু উঁচু করে পরা। গায়ে হাতাঅলা কোড়াগেঞ্জি ডান দিককার বগলের কাছে ছিঁড়া গেছে। আজ মাথায় সাদা গোল টুপি আছে মুকসেদের। কী কারণে যে টুপিটা আজ সে পরেছে, আল্লায়ই মালুম।

মতি মাস্টারের বউ রান্নাঘরের চুলার পারে বসে স্বামীর জন্য রং চা করছিল। এ সময়ে অচেনা গলায় কে কথা বলছে দেখার জন্য সেখান থেকেই গলা বাড়াল। তারপর মুকসেদকে দেখে অবাক হল। মনে মনে বলল, মুকসেইদ্দা চোরা আমগো বাইত্তে আইছে ক্যা? আমরা গরিব মানুষ। এক গিরস্তে থাকনের জাগা দিছে। ঘরে কিচ্ছু নাই! অহন দেইক্কা গিয়া রাইত্রে চুরি করতে আইলে কিচ্ছু পাইবো না!

মতি মাস্টার এসব ভাবছিল না। খারাপ চিন্তাটা তার মাথায় সহজে আসে না। যে কোনও মানুষের প্রতিই তার অগাধ বিশ্বাস। মুকসেদ যে দাগী চোর, মাস দুইতিনেক হল জেল খেটে গ্রামে ফিরেছে সবই সে জানে, তবে সেই লোককে এই বাড়ির সীমানায় দেখে অন্যকোনও চিন্তা তার মাথায়ই এল না। সাপের কথা শুনে গুড়মুড়ি খাওয়ার কথা ভুলে চিন্তিত চোখে মুকসেদের মুখের দিকে তাকাল। কন কি? কী সাপ?

মুকসেদ বুঝে গেল মতি মাস্টার তাকে পাত্তা দিচ্ছে। জেল খাটা দাগী চোর জেনেও অবহেলা করছে না। হাসিমুখে বলল, সাপহান আমি দেখছি বিয়াইন্না রাইতে। মাইট্টা জোছনায়। ঠিক বোজতে পারি নাই, কী সাপ!

কথাটা বলেই ভিতরে ভিতরে একটু ফাঁপড়ে পড়ল মুকসেদ। যাহ্ ভুল তো একটা করে ফেলল! এখন যদি সাপের কথা ভুলে মতি মাস্টার জিজ্ঞাসা করে, বিয়াইন্না রাইতে এই বাইত্তে আপনে কীর লেইগা আইছিলেন, সে কথার কী জবাব দেবে মুকসেদ! সে

AMARBOI.COM

যে তার দীর্ঘকালের রাতচরা স্বভাবের জন্য এসেছিল, চুরি করতে, সিঁদ কাটতে যে আসে নাই, এবার জেল থেকে ফিরার পর যে চোরজীবন থেকে সে রিটায়ার করতে চাচ্ছে একথা বললেও কি মতি মাস্টার তা বিশ্বাস করবে! কেউ কি বিশ্বাস করবে!

তবে মতি মাস্টার এসব কথার ধার দিয়া গেল না। সাপের চিন্তায় চশমার ভিতর তার চোখ তখনও অপলক হয়ে আছে। ডালায় রাখা গুড়মুড়ি মুখে দিতে ভুলে যাচ্ছে। অতি বিনয়ী গলায় মুকসেদকে এক সময় সে বলল, বসেন ভাই, বসেন। সাপের কথাডা খুইল্লা বলেন আমারে। আমরা এই বাইত্তে নতুন আইছি, বাড়ির কোনহানে কী আছে কিছুঐ জানি না।

একথা শুনে বুকের ভিতরকার ফাঁপড় ভাবটা কেটে গেল মুকসেদের। বিনীত ভঙ্গিতে মতি মাস্টারের লগে একটু দূরত্ব রেখে তক্তার উপর বসল। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে মতি মাস্টার তার স্ত্রীকে বলল, হিরার মা, চা যেডু বানাইছো হেডুঐ ভাগ কইরা দুইডা গেলাসে দিও। মুকছেদ দাদায় আইছে। সেও চা খাইব।

মতি মাস্টারের স্ত্রী সাড়া দিল না।

মুকসেদের তখন লজ্জা লাগছে। হাসি হাসি মুখ করে বলল, না না চা আমার লাগবো না। চা আমি একবার খাইছি।

মতি মাস্টার বলল, খান। চা দুইতিন কাপ খাইলেও অসুবিদা নাই।

তারপর আবার সাপের কথাটা তুলল। কন দিহি, কেমুন দেখলেন সাপটা?

বলেই একমুঠ মুড়ি মুখে দিল সে।

মুকসেদ বলল, বিরাট সাপ। পাচ ছয়হাত লম্বা অইবো।

দেখতে কেমুন? কালা কুচকুইচ্চা?

না।

তয়? শইল্লে চক্কর আছে? খৈয়াজাইত?

না। জাইত সাপ না। আমার মনে অইলো সানকি।

সানকি কথাটা শুনে যেন একটু স্বস্তি পেল মতি মাস্টার। সানকি অইলে তো শইল্লে কালা কালা দাগ থাকবো।

হ আছে।

আপনে ভাল মতন দেখছেন?

হ।

কী করতাছিল?

ভাঙ্গনের মিহি থিকা আস্তে আস্তে আপনেগো উডানে উইট্টা আইলো। উডানে অনেকটি ব্যাং লাফাইতাছিল। ছো দিয়া দিয়া ব্যাং ধইরা খাইতাছিল।

মতি মাস্টার কথা বলবার আগেই মাথায় ঘোমটা দিয়া তার স্ত্রী এল এদিকটায়। টিনের থালে কম দামী দুইখান চায়ের কাপ বাসায় নিয়ে আসছে সে। মতি মাস্টার আর মুকসেদের মাঝখানে চায়ের কাপসহ থালটা নামায়া রেখে যেমন নিঃশব্দে আসছিল তেমন নিঃশব্দেই আবার রান্নাঘরে গিয়া ঢুকল।

মতি মাস্টার মুড়ি চাবাতে চাবাতে বলল, দাদা, চা খান।

দেশ গ্রামের নামকরা একজন মাস্টার মুকসেদের মতন দাগী চোরকে দাদা দাদা

AMARBOI.COM

করছে শুনে খুবই সম্মানবোধ করছিল মুকসেদ। অনেকদিন পর নিজেকে তার মানুষ মনে হচ্ছিল। বিনীত হাতে থাল থেকে চায়ের কাপ নিয়া চুমুক দিল।

মতি মাস্টার বলল, সানকি সাপ হুইন্না ডরডা ইট্টু কমছে।

শুনে অবাক হল মুকসেদ। ক্যা?

এই সাপ মানুষরে দংশায় না।

কে কইছে আপনেরে?

আমি হুনছি।

মুকসেদ আরেকবার চায়ে চুমুক দিয়া বলল, আমি কইলাম হুনছি অন্যকথা।

গুড়মুড়ি শেষ করে হাতের তালুতে মুখ মুছল মতি মাস্টার। কী কথা হোনছেন?

সানকি সাপ সহাজে কেঐরে দংশায় না। তয় যুদি একবার দংশায় তাইলে দুইন্নাইর কোনও ওঝায় হেই সাপের বিষ নামাইতে পারে না।

মতি মাস্টার চায়ের কাপ নিল। কী জানি, অইতেও পারে।

হ। সানকি সাপের লেজের গোড়ায়ও বলে একহান মুখ আছে। যদি কেঐরে কামড় দেয়, তয় বলে দুইমুখ এক লগে কইরা দেয়।

হ, এইডা আমিও হুনছি।

আবার এইডাও হুনছি, যেই বাইত্তে সানকি সাপ থাকে হেই বাইত্তে বলে অন্যসাপ থাকতে পারে না। সানকি সাপে বলে অন্যসাপ খাইয়া হালায়।

মতি মাস্টার চায়ে চুমুক দিয়া বলল, এই হগল হুনা কথা। আমিও হুনছি।

নিজের চা শেষ করে কাপটা জায়গা মতন নামায়া রাখল মুকসেদ। তয় হুনা কথা কইলাম অনেক সমায় সত্য অয় দাদা।

হ, অইবো না ক্যা? হয়।

হোনেন, সানকি সাপের নিয়মডা অইলো এই সাপের সামনে একবার যদি কোনও সাপ পইড়া যায়, তয় হেই সাপটা মরছে।

কেমতে?

সানকি সাপ বলে সাপের রাজা। তার সামনে অন্যকোনও জাতের সাপ পড়লেই বলে হেই সাপটা নিজে থিকা আইয়া নিজের লেজটা পয়লা ঢুকাইয়া দিব সানকি সাপের মুখে। সানকি সাপ বলে লেজের দিক থিকা আস্তে আস্তে গিলতে শুরু করবো হেই সাপটারে। গিলতে গিলতে যহন পুরা শইল গিল্লা মাথার কাছে আইবো, মাথাডা গিলবো না। দাঁত দিয়া কট কইরা কাইট্টা হালাইয়া দিবো।

কী জানি, অইতে পারে।

মুকসেদের লগে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নিজের চা শেষ করেছে মতি মাস্টার। এখন কাপটা জায়গা মত রেখে মুকসেদের দিকে তাকাল। আল্লাহপাকের দুনিয়াতে কত যে নিয়ম, কত যে রহস্য। মানুষ এই হগল নিয়ম রহস্যের অনেক কিছুই জানে না।

মুকসেদ বলল, কথা সত্য। তয় আমি আপনেরে আইজ সাপের কথাডা কইতে আইছি ক্যান দাদা, জানেন?

ক্যান?

আপনের ঐ পোলাপান দুইডার লেইগ্যা। আতুড় লুলা পোলাপান হারাদিন

গাছতলায় বইয়া থাকে। কুনসুম সাপটা আইয়া পড়বো অগো সামনে, অরা হয়তো বুজবো না যে সাপ জিনিসটা কী, হাত দিয়া হয়তো ধরতে যাইবো, তারবাদে...

কথাটা শেষ করল না মুকসেদ। তবে তার কথার অর্থ মতি মাস্টার বুঝল। বুঝে ভয় পেল। হ দাদা, ঠিকঐ কইছেন। সানকি সাপ হোক আর যেই সাপঐ হোক, পোলাপান দুইডারে সাবদানে রাখতে অইবো। যেই পোলাপানের লেইগা এত কষ্ট করি, হেগ যুদি সাপেঐ খায়, তয় আর লাব অইলো কী!

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে সাপের কথাটা বলল মতি মাস্টার। সাবধান হতে বলল।

মুকসেদ তখন অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আমগাছতলায় বসা মতি মাস্টারের অথর্ব ছেলেমেয়ে হিরা মানিকের দিকে। এখনও অতিকষ্টে খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছে তারা।

এক সময় ছাতা হাতে উঠে দাঁড়াল মতি মাস্টার। আমার যে দাদা অহন উটতে অয়।

মুকসেদও উঠল। কই যাইবেন?

খাইগো বাড়ির ইসকুলে। ওহেনে মাস্টারির চেষ্টা করতাছি। ইসকুলের কাম সাইরা যামু দোকাছি। সেজাল খার বাইত্তে একজন ছাত্রী পড়ানোর কথা অইবো আইজ। এই হগল সাইরা আইতে আইতে বিয়াল।

মতি মাস্টারের পিছন পিছন বাড়ি থেকে নামল মুকসেদ।

চকের কোণে নেমে হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মতি মাস্টার। মুকসেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, জীবনডা বড় কঠিন দাদা। বউ পোলাপান লইয়া বাইচ্চা থাকন বড় কঠিন। চাইরজন মানুষের পেটের ভাত জোগাইতে জানডা বাইর অইয়া যায়।

মতি মাস্টারের কথাগুলি একেবারে বুকে এসে লাগল মুকসেদের। অপলক চোখে তার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল সে। তারপর বলল, দাদা, বয়সে আমি আপনের থিকা বড় হমু। লেখাপড়া জানি না। আপনের লাহান বিদ্যান না। তয় একহান কথা আমি আমার বয়েস দিয়া বুজছি, দুইন্নাইর একমাত্র সমস্যার নাম অইলো খিদা। এই খিদার তালে পইড়াঐ দুনিয়াডা চলতাছে। যে যা করতাছে খিদার লেইগাঐ করতাছে। ধানখেতের গদ থিকা একহান ইন্দুর বাইর অইলো নিজের খাওন জোগানের লেইগা, এই ইন্দুররে খাওনের লেইগা আবার আসমান থিকা নাইমা আইলো একহান বাজপাখি। সব জাগায়ঐ কইলাম সমস্যাটা অইলো খিদা। খিদার চক্করে দুনিয়া চলে। তয় মানুষ ইন্দুরও না, বাজপাখিও না। মানুষ অইলো মানুষ, দুনিয়ার সেরা জীব। মানুষ পেটের আহার জোটায় বুদ্ধি দিয়া। কেঐ বিদ্যা বেইচা খায়, কেঐ খায় চুরি কইরা। যে বিদ্যা বেচে হে অইলো মানুষ, যে চুরি করে, হে মানুষের লাহান দেখতে অইলেও মানুষ না। চাইরজন মানুষরে লইয়া কষ্ট কইরা খাইলেও আপনে অইলেন মানুষ। চুরির টেকা পয়সা ম্যালা থাকনের পরও, খাওনের আকাল না থাকনের পরও আমি দাদা মানুষ না।

একটু থামল মুকসেদ তারপর বলল, মানুষ আমি অইতে চাই দাদা। এর লেইগাঐ আইজ টুপি দিছি মাথায়, আপনের লাহান একজন মাইনষের লগে আইছি কথা কইতে। আইজ থিকা আমি অইলাম আপনের ছাত্র। আপনে আমারে মানুষ অওনের পথটা দেখাইয়েন। বুড়া অই আর যাঐ অই, জীবনের শেষ দিনডি আমি মানুষ অইয়া কাডাইতে চাই। মরতে চাই মানুষ অইয়া।

AMARBOI.COM

মুকসেদের কথা শুনে নিজের অজান্তেই যেন পা থেমে গেছে মতি মাস্টারের। নিজের অজান্তেই যেন ধানক্ষেতের আলের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। এখন অপলক চোখে তাকিয়ে আছে মুকসেদের মুখের দিকে।

চারদিকের চকে এখন বাঘের মতন থাবা বসিয়েছে বৈশেখ মাসের ভয়ংকর রোদ। রোদের তাপে পুড়ছে দেশগ্রাম। ইরিধান কাটা শুরু হয়েছে দিন কয়েক আগে। চকের কোথাও কোথাও ন্যাড়া হয়ে গেছে ধানের জমি, গৃহস্থলোক কেটে নিয়ে গেছে তাদের ধান। কেটে নেওয়া ধানেরক্ষেতে কাদা পানিতে মাখামাখি হয়ে আছে কেটে নেওয়া ধানের গোড়ার দিককার গোছাগুলি। কোনও কোনও ক্ষেতের ধান পাকতে হয়তো দুইচারদিন দেরি হয়েছে, ফলে কাটাও শুরু হয়েছে দেরিতে। আজও কোনও কোনও ক্ষেতের ধান কাটছে কিষাণরা। রোদের ভিতর দিয়া মৃতের মতন বহমান হাওয়ায় ভেসে আছে পাকাধানের গন্ধ। সেই গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে আছে দেশ গ্রাম। এই অবস্থায় একজন নিবেদিত প্রাণ দরিদ্র শিক্ষক আর একজন দাগী চোর মুখামুখি দাঁড়িয়ে আছে ধানক্ষেতের আলপথে। একজন চাইছে মানুষ হতে, সেকথা শুনে আরেকজন আছে স্তব্ধ হয়ে।

WWW.AMARBOI.COM

মুকসেইদ্দা তো আবার চুরি চামারি শুরু করছে!

দুপুরের ভাত খেয়ে পেট ভাসিয়ে মান্নান মাওলানা শুয়ে আছেন বড়ঘরের পালঙ্কে। খালি গা, নাভি বরাবর গিঁট দিয়া বান্ধা লুঙ্গি। খাওয়ার পর পেটটা আরও ফুলেছে। দেখাচ্ছে পোটকা মাছের মতন। যেন খেলার ছলে কোনও দুরন্ত কিশোর পোটকা মাছের লেজ দুইআঙুলে ধরে অবিরাম এদিক ওদিক নাড়িয়েছে আর মাছটা তার স্বভাব মতন কটকট শব্দে পেট যতদূর সম্ভব ফুলিয়েছে। ফুলিয়ে এখন অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে মাটিতে।

বড়ঘরে ঢুকে মান্নান মাওলানাকে কথাটা বলার ফাঁকে কেন যে পোটকা মাছের কথাটা মনে এল আতাহারের বুঝে উঠতে পারল না। একটু হাসিও পেল, হাসল না। পালঙ্কের অদূরে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলের কথা শুনে মান্নান মাওলা ভুরু কুঁচকেছেন। কী, চুরি শুরু করছে?

হ।

কেমতে বুজলি?

আমার একহান শার্ট আর একহান লুঙ্গি পাই না। রহি কইলো কয়দিন আগে নাড়ার পাল্লায় রইদ দিছিলো। তারবাদে আর পায় নাই। ডরে আমারে কয়ও নাই। আইজ

নাইতে যাওনের আগে আমি যহন ওই লুঙ্গি আর শার্ট বিচড়াইয়া পাই না, রহিরে জিগাইছি, তহন কইলো।

মান্নান মাওলানা চিন্তিত গলায় বললেন, মুকসেইদ্দার তো এই হগল জিনিস চুরি করনের কথা না।

ক্যা?

অরে আমি ছোডকাল থিকা চিনি, ও কইলাম ছ্যাচরা চোর না। গরু বরকি, মোরগ মুরগি, মাইনষের জামা কাপোড় এই হগল ও কোনওদিন চুরি করে নাই।

তয় বাইত থিকা জিনিস দুইহান কই গেল?

এইডা ঐত্তো কথা।

একটু থেমে মান্নান মাওলানা বললেন, তর মায় হোনছে?

হ।

কুনসুম হোনলো? আমারে দিহি কিছু কইলো না?

কেমতে কইবো? হোনছে ইট্টু আগে। আমি আইতাছি এইঘরের মিহি, মারে দেহি ভাবীছাবের ঘরে যাইতাছে। ডাক দিয়া কইলাম।

হুইন্না কী কয়?

জিনিসটা য্যান হের গায়েই লাগে নাই এমুন একহান ভাব করলো। আমার পিঠটা দোয়াই দিয়া কইলো পুরানা শার্ট লুঙ্গি চোরে নিছে কী অইছে। তর কি আল্লায় দিলে শার্ট লুঙ্গি কম আছেনি?

মান্নান মাওলানা হাসলেন। তর মায় আছে ফুর্তিতে। পারুরে তর কাছে বিয়া দিবো হেই ফুর্তি। শইল যে এত খারাপ, ভাব দেইখা, চলাফিরা দেইখা মনে অয় না। জুয়ান বসেসর লাহান চলাফিরা করতাছে, কাম কাইজ করতাছে। এর মইদ্যে দুইদিন আমারে কইছে বসির ঘটকরে খবর দিয়া আজাহারের লেইগা মাইয়া দেকতে কন। আজাহাররে চিডি লেইক্কা বেক কিছু জানান। আতাহারে যে পারুরে বিয়া করতে রাজি অইছে এই হগল জানাইয়া দেন। আইয়া পড়তে কন।

আতাহার এসব কথার ধার দিয়া গেল না। চিন্তিত গলায় বলল, তয় শার্ট লুঙ্গিডা আমার কী অইলো বাবা? মুকসেইদ্দা যুদি চুরি না কইরা থাকে তয় কে করলো? বাইত থিকা আপনা আপনি হাওয়া অইয়া গেল?

হ কথা তো ঠিক। রহির ভাস্তি, হাসু না কী জানি নাম ছেমড়ির, না কইয়া যে আমগ বাইত থিকা গেছে গা, ঐ ছেমড়ি লইয়া যায় নাই তো?

ও শার্ট লুঙ্গি দা কী করবো? এতদিন ধইরা আমগো বাইত্তে আছে যায়, কোনওদিন এমুন কিছু অর দেহি নাই।

দেহচ নাই কী অইছে। স্ববাব মাইনষের বদলাইতে পারে না ছেমড়ি যাওনের সময় আমারে আর তর মারে কইয়া যায়। এইবার কইয়া যায় নাই। যাওনের অর কথাও না। ও মউচ্ছামান্দ্রা থিকা এক্কেরে আইয়া পড়ছিলো! অরে এই বাইত্তে কামে রাকছিলাম আমি!

কী?

হ। রহির কথায় অরে আমি রাইক্কা দিছিলাম!

AMARBOI.COM

তয় এমতে গেল গা ক্যা?

হেইডা ঐত্তো কই।

খানিক কী চিন্তা করল আতাহার তারপর বলল, আমার অহন ঐ ছেমড়িরেঐ সন্দ অইতাছে। ও কি মউল্ছাঐ গেছে না অন্য কোনওহানে এইডা আমার জানোন লাগবো।

অন্য কই যাইবো?

মনে হয় কোনও বেডা বোডাগো লগে ভাগছে। দেশ গেরামে অহন নানান পদের মানুষ। কার লগে খাতির অইছে, কার লগে পলাইছে কে জানে। মনে অয় ওই বেডার লেইগাঐ শাট লুঙ্গি লইয়া গেছে!

হ এইডা অইতে পারে! রহিরে তো এই হগল জিগাইতে অয়।

রহিরে জিগাইয়া কী অইবো?

ও কিছু কইতে পারে কি না বোজনের চেষ্টা করি।

না অহন জিগাইয়েন না। আগে মউল্ছার ঐ বাইত্তে আমি খবর লইয়া লই। আগে দেহি ছেমড়ি ঐ বাইত্তে আছেনি?

আইচ্ছা দেক।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আতাহার। এবার এগিয়ে এসে মান্নান মাওলানার পায়ের কাছে, পালঙ্কে বসল। এনামুল দারোগা বলে বাইত্তে আইছিলো।

হ।

কথাবার্তা অইছে আপনের লগে?

অইছে।

কী কইলো? কবে মজজিদ উঠাইবো?

এনামুলের লগে কী কী কথা হয়েছে, কবে কীভাবে কাজ শুরু হবে আজ মোতালেবকে কীভাবে কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, সবই ছেলেকে খুলে বললেন মান্নান মাওলানা।

মোতালেবের ব্যাপারটা শুনে খুশি হল আতাহার। এইডা একহান কামের কাম করছেন! ঐ চোরারে কোনও মতেঐ মজজিদের কামে ভিড়ান যাইবো না। কাম যা করনের আপনে করবেন। আর আমি তো আছিঐ।

হ এই হগল চিন্তা কইরাঐ কায়দা কইরা এনামুলরে ফিরাইলাম। কামডা আমার হাতে থাকলে ওহেন থিকা রুজি রোজগারও কিছু অইবো। কিছু কী, ভালঐ অইবো।

আমার মনে অয় না।

ক্যা?

এনামুইল্লাও কম ধাউর না।

কেমতে বুজলি?

ঢাকার টাউনে কনটেকটারি কইরা খায়, হাজার হাজার মানুষ চড়ায়, লাক লাক টেকা রুজি করে। ধাউর না অইলে এইডা সম্ভবপর না।

মান্নান মাওলানা চিন্তিত গলায় বললেন, মন্দ কচ নাই কথাডা। কনটেকদার আর মোদি দোকানদাররা অইলো একরকম। পিপড়ার গোয়ায় চিমটি দিয়া মিডাই রাইক্কা দেয়।

AMARBOI.COM

হ। মজজিদের কাম শুরু অইলে দেকবেন কেমুন হিসাবি মানুষ এনামুল। একহান পয়সাও এইমিহি ঐমিহি অইতে দিবো না।

না দিলে না দেউক। ঐ পয়সার থিকাও মজজিদের ইমাম অওনডা আমার বেশি দরকার। মাসে মাসে মায়না পামু আর ক্ষমতাডাও অহনকার থিকা বাড়বো। অহনও কেঐ কেঐ মোকের সামনে বেদ্দপি করে, ইমাম অইলে হেইডা করনের সাহস পাইবো না।

হেইডা বোজলাম। তয় এনামুল আবার মতলব বদলায় কি না দেহেন।

মান্নান মাওলানা চিন্তিত হলেন। কেমুন মতলব বদলাইবো?

আপনের জাগায় যুদি অন্য ইমাম আনে!

আরে না! এত সোজা না।

ধাউর মানুষগো পক্ষে সব কিছুঐ সোজা।

তয় তুই এইডাও জানচ, আমি এনামুইল্লার থিকা বড় ধাউর। আমার লগে ধাউরামি কইরা ও পারবো না। তুই কি মনে করছচ ও এমুন আথকা কীর লেইগা দেশে আইছিলো, কীর লেইগা আমার লগে কথাবার্তা কইয়া ঢাকা গেল, কীর লেইগা আমার কথায় মোতালেইব্বারে সরাইলো, এই হগল কামের পিছে অর কী উদ্দিশ্য হেইডা আমি বুজি নাই? বুজছি।

আমিও বুজছি। আপনেরে ও হাতে রাখবো। মজজিদ বানাইতে দেরি অইতাছে ক্যান এই হগল কথা কেঐ উডাইলে আপনে ইমাম এনামুলের পক্ষ লইয়া জব দেন। কেঐ য্যান ঐ হগল লইয়া কথা কইতে না পারে।

হ ঠিকঐ বোজছচ।

তয় আমার মনে অয় পৌষ মাঘ মাসেও মজজিদের কাম হেয় ধরবো না।

ক্যা?

আরও দেরি করবো।

দেরিডা করবো কীর লেইগা?

টেকা পয়সার লেইগা। হেয় কনটেকদার মানুষ। আথকা চাইর পাচলাক ক্যাস টেকা খাপাইয়া হালাইলে অসুবিদা না তার! এর লেইগা যতদিন পারে দেরি করবো।

মান্নান মাওলানা বিরক্ত হলেন। করুগগা যা ইচ্ছা।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তর মায় কি অহনতরি পারুর ঘরে?

হ।

কী করে?

কেমতে কমু! মনে হয় ভাবীছাবের লগে কথাবার্তা কয়। কয়দিন ধইরা দুইজনের লেইগা দুইজনের বহুত টান অইছে।

কেমুন টান?

দিনে দুই তিনবার ভাবীছাবের ঘরে যায় মায়। আপনে না থাকলে ভাবীছাবে আহে এই ঘরে। মার মাথায় তেলপানি দিয়া দেয়। ভালতালাই খাওয়ায়।

মান্নান মাওলানা হাসলেন। সত্যঐ?

হ।

AMARBOI.COM

দুইজনে আছে একরকমঐ মনের সুকে। তয় তর আর আমার লগে যেই কথাবার্তা হইছে হেইডি মনে আছে তো?

আতাহার মাথা নীচা করে বলল, আছে। আপনে যেমতে যেমতে কইছেন অমতে অমতেঐ মার লগে কথা কইছি।

চালাকিডা হেয় বোজে নাই তো?

না। কেমতে বুজবো? এই হগল চালাকি হের বোজনের কথা না। মায় অইলো সোজা জুইতের মানুষ। ভাবীছাবের লগে আমার বিয়ার চিন্তাডাও তার মাথায় আহে নাই। আইছিল ভাবীছাবের মাথায়। ভাবীছাবেঐ বুদ্দিডা মারে দিছে।

কচ কী?

হ।

পারু কইছে তরে?

কইতে চায় নাই। বহুত কায়দা কোয়দা কইরা বাইর করছি।

আমিও তো কই, এমুন চিন্তা তো তর মার করনের কথা না! এত প্যাচঘোচ তার বোজনের কথা না। নষ্টের নারদ তাইলে পারু!

হ।

কামডা ও ভাল করে নাই। এই চালাকির লেইগা জীবনভর ফস্তাইতে হইবো। যাও বড়পোলার বউ হিসাবে, আত্মীয়র মাইয়া হিসাবে অর লেইগা মায়া মহব্বত আমার আছিলো, আইজ থিকা হেইডা আর থাকব না। ও আমার মন থিকা উইট্টা গেল।

তয় আমার মনে অন্য একহান চিন্তা অইছে।

কী?

মায় আর ভাবীছাবে যহন দেখবো তারা যা চাইছে হেইডা অইতাছে না, তহন তো বাইত্তে একহান কেলেংকারি লাগবো। হেইডা হামলাইবেন কেমতে? মায় তো হাটের রুগি। যুদি ইসটোক কইরা মইরা যায়?

ঠিক তখনই পারুর ঘর থেকে পান মুখে বেরিয়েছেন তহুরা বেগম। হাসি হাসিমুখে বড়ঘরের দিকে ফিরছিলেন। ঘরের কাছাকাছি এসেই শুনতে পেলেন বাপ ছেলে কথা বলছে। আতাহারের শেষদিককার একটা দুইটা কথা তাঁর কানে এল, তারপর এল মান্নান মাওলানার কথা। থো, এই হগল চিন্তা করিচ না। মরলে মইরা যাইবো। তর মার মরনের চিন্তা কইরা আমি তর জীবন নষ্ট করুমনি? ধনীঘরের মাইয়া আনলে মাইয়ার লগে সোনাদানা টেকা পয়সা ক্ষেতখোলাও আইবো সংসারে। পারুর লেইগা আর তর মার লেইগা এতবড় লোসখান আমি করুমনি?

আমিও করুম না বাবা। আমি আছি আপনের লগে। আপনে যা করবেন ঐডাঐ সই। তয় যতদিন সম্ভাব মার লগে আর ভাবীছাবের লগে চালাকিডা কইরা যাওন লাগবো।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলে আর ছেলের বাপের এসব কথা শুনতে শুনতে তহুরা বেগমের শুধু মনে হল, এতদিনকার স্বামী আর গর্ভে ধরা ছেলে শেষ তরি এই করলো তার লগে! এই করলো! স্ত্রীর লগে কোনও স্বামী করে এই চালাকি? আর স্বামী যদি করেও, গর্ভের সন্তান কি করে!

AMARBOI.COM

বুকের ভিতরকার হৃদযন্ত্রটি তখন অদৃশ্য এক শক্তিশালী হাত যেন থাবা দিয়া ধরছে তহুরা বেগমের। সেই থাবায় যেন পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার বহুকালের পুরনা হৃদযন্ত্র। দম বন্ধ হয়ে আসে তহুরা বেগমের। হাত পা শরীর অবশ হয়ে আসে। নিজেকে ধরে রাখতে গিয়েও পারেন না তিনি, উঠানের মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

গোলাঘর থেকে এই দৃশ্য দেখতে পায় রহিমা। দুপুরের ভাত খেয়ে খানিক আগে এইঘরে এসে ঢুকেছে সে। চৌকিতে বসে আঁচলের গিটঠু খুলে পানটুকু মাত্র মুখে দিবে, খোলা দরজা দিয়া চোখ গেছে উঠানের দিকে, দেখে হুজরানি লুটিয়ে পড়ছেন মাটিতে। সব ভুলে চিৎকার করে ছুটে বেরিয়েছে সে।

রহিমার চিৎকারে বড়ঘর থেকে দৌড়ে বেরুল আতাহার আর মান্নান মাওলানা। দিকপাস না তাকিয়ে আতাহার টেনে কোলে তুলতে গেল মাকে, থতমত খেল! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল মান্নান মাওলানার দিকে।

ছেলের দিকে মান্নান মাওলানা তাকালেন না। ঝুঁকে পড়লেন স্ত্রীর মুখের দিকে। নাকের কাছে হাত নিলেন, বুকে হাত দিলেন, ডানহাত তুলে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর দিশাহারা হয়ে গেলেন।

উঠানে তখন সারাবাড়ির লোক জড় হয়েছে। বউঝি পোলাপান মিলে বেশ একখান ভিড়। কারও মুখে কোনও কথা নাই, শব্দ নাই। মার মাথা কোলে জড়িয়ে পাথর হয়ে আছে আতাহার।

এসময় ডুকরে কেঁদে উঠলেন মান্নান মাওলানা। আতাহার রে, তর মায় তো নাই! তর মায় তো চইলা গেছে রে বাজান!

চারদিককার আকাশ তখন ছেয়ে আসছিল বৈশাখের কালো মেঘে। গুমোট গরমে হাসফাস করছিল মানুষ আর প্রকৃতি। যখন তখন উঠবে ঝড়। দমকা হাওয়ায় হাওয়ায় লন্ডভন্ড হবে মানুষের সাজানো ঘরবাড়ি, গাছের ডালপালা।

AMARBOI.COM

হুজুর বাইত্তে আছেননি? হুজুর!

বিকালের দিকে বড়ঘরের পালঙ্কে চাদর গায়ে বসে আছেন মান্নান মাওলানা। তাঁর মুখ বরাবর জানালা খোলা। এই জানালার বাইরেই অল্প বয়সী একটা কদমগাছ। বয়স অল্প হলেও গাছটা বেশ লম্বা। পাতাগুলি একটু যেন বেশি তরতাজা, একটু যেন বেশি সবুজ। এবছরই প্রথম ফুল ফুটল গাছটায়। আষাঢ় মাস আসতে না আসতেই ফুলে ভরে গেছে। বৃষ্টি বাদলায় আর থেকে থেকে আসা হাওয়ায় গন্ধ ছড়াচ্ছে কদমফুল।

কদমগাছে মাথার উপর দেখা যাচ্ছে একটুকরা আকাশ। সকাল থেকে আজ মেঘলা

হয়ে আছে আকাশ। আকাশের চারদিক থেকেই যেন দ্রুত বেগে ছুটাছুটি করছে কখনও ধূসর, কখনও ঘন কালোমেঘ। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কখনও (কোদালে) বৃষ্টি, কখনও ইলসাগুড়ি। কখনও একেবারেই ধরে যাচ্ছে বৃষ্টি, কিছুক্ষণ পরই আবার শুরু হচ্ছে।

আজ কয়দিন ধরেই এই অবস্থা। বাড়ির উঠান পালান বৃষ্টি কাদায় পিছল। সড়কের এপাশ ওপাশের চকে মাঠে খাল দিয়া এসে ঢুকছে বর্ষার পানি। লগে আছে বৃষ্টি। পুকুর ডোবানালা সব ডুবেছে। পুকুর আর ডোবানালার উপচানো পানিও ঠেলে উঠছে চকে। কোনও কোনও গিরস্তে পুকুরে ডুবিয়ে রাখা নাওদোন তুলে তাতে গাব আলকাতরা মাইট্টা তেল দিয়া ফেলছে। চকে নৌকাও নেমে গেছে।

আজ সকালে হাফিজদ্দি টেনে তুলেছে মান্নান মাওলানার কোষানাও। তুলে পানি সেচে বিনীত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছিল মান্নান মাওলানার সামনে। গাব আলকাতরা নাইলে মাইট্টাতেল কোনও একহান তো কোষাডায় দিতে অয় হুজুর।

মান্নান মাওলানা বিরক্ত মুখে বলেছেন, দিতে যে অয় তাতো বোজলাম। তয় এই ম্যাগ বিষ্টিতে দিবি কেমতে? একমিহি দা দিবি আরেক মিহি দা ধুইয়া নিব। লাবটা কী!

হ কথা ঠিক। তয় কী করুম? গরু তো অহন আর চকে নেওন যায় না! বেক ডুইব্বা গেছে। গরুডি থাকে আথালে। গরুর ঘাস কচুড়ি আননের লেইগা কোষাডা লাগে।

তাতো লাগবোঐ। এককাম কর, গাবগোব আলকাতরা মালকাতরা না দিয়াঐ নামাইয়া হালা। কাম চলতে থাউক।

আইচ্ছা।

আথালের চালের দিকে লম্বালম্বি করে রাখা একখান শক্তপোক্ত লগি আর বড় ধরনের একখান বইঠা বের করে কোষানাও নিয়া পুবের চকে গরুর ঘাস আনতে চলে গেছে হাফিজদ্দি। দুপুরের দিকে মেঘবৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে ঘাস কচুড়ি নিয়া ফিরছে।

কাজ লোকটা মন্দ করে না। দুপুরের পর থেকে ঘরের পালঙ্কে বসে বসে হাফিজদ্দির কাজ খেয়াল করেছেন মান্নান মাওলানা। একটু ঢিলা জুতের লোক। তবু মন্দ চালাচ্ছে না কাজ।

তহুরা বেগম মারা যাওয়ার পর সংসারটা এলোমেলো হয়ে গেছে, বাড়িটা হয়ে গেছে নিরব নিথর। যদিও তহুরা বেগম ছিলেন একেবারেই চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। নরম, নিরীহ। গলা প্রায় শোনাই যেত না তাঁর। বাড়িতে আছেন কি নাই বোঝাই যেত না। তবু সংসারের কতৃ তো! হার্টের অসুখ হওয়ার পর শুয়েই থাকতেন বেশির ভাগ সময়। দরকার ছাড়া ঘর থেকে বেরুতেন না। তবু সংসারের সবদিকে নজর ছিল। কোনদিন কী রান্না হবে, কে কী খেতে পছন্দ করে, পারুর বাচ্চাগুলির ঠিকঠাক মতন খাওয়া হল কী না, শুয়ে শুয়েই সব খোঁজখবর নিতেন তিনি।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগ থেকে তো বেশ চটপটে হয়ে উঠেছিলেন। আতাহারের লগে পারুর বিয়া ঠিক করে অতি উৎসাহে নতুন করে শুরু করেছিলেন জীবন। মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

মৃত্যু এসে নিয়ে গেল নাকি জোর করে মেরে ফেলা হল তাকে! সেদিন নিশ্চয় বড়ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে বাপছেলের কথাবার্তা শুনতে পেরেছিলেন তিনি। শুনে

প্রথমে নিশ্চয় হতভম্ব হয়েছেন, তারপর যখন দেখেছেন স্বামী তাঁর লগে বেঈমানি করছেন, পেটের ছেলে করছে, সেই কষ্ট আর সহ্য করতে পারেন নাই। আচমকা এতবড় আঘাত, এতবড় স্বপ্ন তছনছ হয়ে যাওয়া, লগে লগে হার্টএ্যাটাক।

আজ সকাল থেকে এসব কথা ভেবেছেন মান্নান মাওলানা। মানুষের জীবনই এমন। আজ মরলে কাল দুইদিন। তহুরা বেগম মারা গেলেন এই সেদিন, তারপরও চোখের পলকে যেন দিনগুলি চলে গেল। আগামী রোববার চল্লিশদিন হবে।

তহুরা বেগমের মৃত্যুর জন্য কি তিনি দায়ী, নাকি আতাহার! না কি তারা দুজনেই দায়ী! দুইজনেই তারা চালাকি করেছিল একজন সরল সোজা ইমানদার মানুষের লগে। বেঈমানি করেছিল। বেঈমানিটা করতে তাদের দুইজনকে বাধ্য করেছিল কে? করেছিল পারুল। মোতাহারের বিধবা বউ পারু। নিজের স্বার্থে আতাহারের লগে তার বিয়ার ব্যাপারটা তহুরা বেগমের মাথায় ঢুকিয়ে ছিল। নয়তো তাঁর মত সহজ সরল মানুষের পক্ষে এত ঘোরপ্যাচের বিয়ার কথা ভাবা সম্ভব ছিল না।

আজ দিনভর এসব ভেবে মান্নান মাওলানা নিজে নিজে সাব্যস্থ করেছেন আসলে তহুরা বেগমের মৃত্যুর জন্য পারুলই দায়ী। আতাহারকে পুরাপুরি কবজা করার লোভে কাজটা সে করেছিল। লাভের লাভ তো কিছু হল না। ক্ষতি হল। আতাহার অয় মান্নান মাওলানা দুইজনের কাছেই খারাপ হয়ে গেল সে। চিরকালের খারাপ।

এখনও কি কদমগাছের দিকে তাকিয়ে এসবই ভাবছিলেন মান্নান মাওলানা? এজন্যাই কি উঠান থেকে ভেসে আসা ডাকটা শুনেও সাড়া দিলেন না!

যে ডাকছিল সেই মানুষটা তারপর বড়ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হুজুর, হুজুর! আছেননি ঘরে?

মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন মান্নান মাওলানা। কেডা?

তারপরই মানুষটাকে চিনতে পারলেন। কাজির পাগলার ঘটক, ল্যাংড়া বসির।

বসিরকে দেখে খুশি হলেন মান্নান মাওলানা। ও বছির! আয় আয়। আরে বেডা তরে ঐত্তো বিচড়াইতাছি।

বসির তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে হাসল। হাতের ছাতা বুজিয়ে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকল। আপনে যে আমারে বিচড়াইতাছেন হেই সমবাত আমি পাইছি।

তয় আহচ নাই ক্যা?

আহি নাই আপনের পরিবারের মরণের কথা হুইন্না। যেই কামের লেইগা মাইনষে আমারে বিচড়ায়, মরা বাইত্তে হেই কামডা সহাজে অয় না। এর লেইগাঐ দেরি কইরা আইলাম।

বসিরের পরনে সাদাশার্ট আর চেকলুঙ্গি। শার্টটা ফুলহাতা, তবে হাতা কনুইয়ের ওপর তরি গুটানো। শার্টের পকেটে রমনা সিগ্রেটের প্যাকেট দেখা যাচ্ছে। হাসি হাসি মুখখান নিখুঁত করে কামানো। জন্ম থেকেই ডান পায়ের তুলনায় বাঁপাটা একটু ছোট। হাঁটতে হয় বসিরকে ল্যাংড়াইয়া (লেংচিয়ে)। এজন্য দেশ গ্রামে নাম পড়েছে ল্যাংড়া বসির।

ওই নিয়া কোনও মনোকষ্ট নাই বসিরের। সে আছে বেশ। ঘটকালির কাজে খুব

AMARBOI.COM

নাম করেছে। রুজি রোজগার ভাল। এমনিতে গিরস্তি করে, ফাঁকে ফাঁকে করে ঘটকালি। দুইদিক দিয়া রোজগার। বাড়িতে দোতালা ঘর তুলছে।

বসির এসে এই ঘরে ঢোকার পর বেশ খানিকটা সময় কেটেছে, মান্নান মাওলানা তাকে বসতে বলেন নাই। তবু একসময় পালঙ্কের কোণে বসল বসির। বসে বলল, হুজরানী মরণে আপনে মনে অয় একেরে ভাইঙ্গা পড়ছেন হুজুর, না?

মান্নান মাওলানা চমকালেন। কেমতে বুজলি?

অনেকক্ষণ খাড়ই রইলাম, আপনে আমারে বইতে কইলেন না!

সত্যঐ?

হ।

ঐ দেক, আমি খ্যাল করি নাই।

হেইডা আমি বুজ্জছি। বুইজ্জা নিজেঐ বইয়া পড়লাম। আপনের লেইগা ইট্টু মায়াও লাগল।

ক্যা?

আপনে মাশাল্লা অহনও আমগো থিকা বেশি জুয়ানমর্দ। এই বয়সে হুজরানী মইরা গেল, আপনের দশা তো খারাপ অইয়া যাইবো।

মান্নান মাওলানা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যাইবো কী রে, গেছে ঐত্তো। আমার দশা তো আসলেঐ খুব খারাপ।

হ হেইডা আমি আপনের মোক দেইক্কাঐ বুজজ্ছি। তয় বেদ্দপি লইয়েন না হুজুর, একহান কথা কই। আপনে আবার বিয়া করেন।

মান্নান মাওলানা হাসলেন। ধুর বেডা, মাইনষে কইবো কী?

কী কইবো মাইনষে! আমগো ধর্মে চাইরহান বিয়া জায়েজ। আপনে একহান করছিলেন, বউ মইরা গেছে দেইক্কা আরেকহান করছেন। এইডা লইয়া কে কী কইবো?

মান্নান মাওলানা গম্ভীর হলেন। আরে না বেডা, আমারে আবার কে কী কইবো। ওই হগল কওয়া কওয়ির আমি ধার ধারিনি। কথায় কথায় কইলাম আর কি! হোন, নিজের বিয়ার চিন্তা আমার আছে। হেইডা তরে পরে কইতাছি। তার আগে দুই পোলার বিয়ার কথা কইয়া লই। আতাহার আর আজাহার দুই পোলারে এক লগেঐ বিয়া করামু। তারবাদে করুম নিজে।

শুনে বসির মহাখুশি। ইস একলগে তিনহান বিয়ার কাম পাইলাম। এমুন কোনওদিন অয় নাই। হুজুর, কেঐরে কন এককাপ চা দিতে। ম্যাগ বিষ্টির দিন, ইট্টু চা খাই। চা খাইতে খাইতে কথা কই।

ঠিক আছে।

মান্নান মাওলানা চিৎকার করে রহিমাকে ডাকলেন। রহি, ঐ রহি, দুইকাপ চা দে।

তারপর বসিরের দিকে তাকালেন। অহন হোন দুইপোলার লেইগা কেমুন মাইয়া চাই আমি।

বসির হাসল। আপনের কওন লাগবো না, আপনে আমার কাছ থিকা হোনেন কেমুন মাইয়া আমি দিমু। দেহেন আপনের কথার লগে আমার মিলে কি না।

মান্নান মাওলানাও হাসলেন। আইচ্ছা ক।

AMARBOI.COM

মাইয়া দেকতে সোন্দর, জাতপদ ভাল আর বাপ অইলো ধনী। পোলাগ য্যান সোনাদানা, দরকার অইলে নগদ টেকা আর নাইলে দুই চাইরকানি জমিন দিয়া দেয়। কী, ঠিক না?

একদোম ঠিক, একদোম।

আছে, এমুন মাইয়া আমার হাতে পাচ সাতহান আছে।

হেই পাচ সাতহান থিকা ভাল দুইহান বাইর কর।

কইরা হালামু। আপনে চিন্তা কইরেন না। তয় বিয়া পোলাগো কবে করাইবেন? আজাহার আইবো কবে? বাইষ্যাকালেঐ?

বিয়া ঠিক অইলেঐ আইবো। তয় বাইষ্যাকালে পোলাগো বিয়া আমি করামু না। ম্যাগ বিষ্টির দিনে বিয়াশাদির কাম ভাল অয় না। অহন মাইয়া মুইয়া দেইক্কা কথাবার্তি পাকা কইরা রাখুম, বিয়া করামু পউষ মাগ মাসে।

হ হেইডাঐ ভাল।

টিনের থালায় করে দুইকাপ চা নিয়া এল রহিমা। নিঃশব্দে পালঙ্কের উপর নামিয়ে রেখে চলে গেল।

একটা কাপ হাতে নিয়া মান্নান মাওলানা বললেন, চা খা বছির।

চায়ের কাপ নিয়া ফুরুক করে চুমুক দিল বছির। এইবার নিজে কেমুন বউ চান হেইডা কন হুজুর! আছে, আপনের পছন্দের মাইয়াও আমার হাতে বিস্তর আছে।

চায়ে চুমুক দিয়া মান্নান মাওলানা গম্ভীর গলায় বললেন, আমার লেইগা মাইয়া তর দেহন লাগবো না। মাইয়া দেহা আছে।

চায়ে চুমুক দিতে গিয়া থামল বসির। জ্বে?

হ। মাইয়া আমার পছন্দ করা। তুই খালি ঘটকালিডা করবি।

আইচ্ছা ঠিক আছে। কোন গেরামের মাইয়া? বাপের নাম কি?

বড় করে চায়ে চুমুক দিলেন মান্নান মাওল্যানা। মাইয়া আমগো গেরামেরঐ। বাপের নাম দবির, দবির গাছি। আর মাইয়ার নাম নূরজাহান।

শুনে ল্যাংড়া বসিরের মতন বারোঘাটের পানি খাওয়া ঘাঘু লোকটা তরি থতমত খেয়ে গেল। চায়ে চুমুক দেওয়ার কথা আর মনে রইল না তার। ফ্যাল ফ্যাল করে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠিক তখনই টিনের চালে ঝমঝম করে নামল আষাঢ় মাসের কোদাইল্লা (কোদালে) বৃষ্টি।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

AMARBOI.COM